শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পাদে—

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ পাদে—

চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

——:*:——

দ্বিতীয় খণ্ড।

হিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
াদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

সমেত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহকর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৯—চৈত্র

ঈক্ষত্যধিকরণম্।।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥১।১।৫।

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষধাতুর প্রয়োগহেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অনুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) [জগৎকারণ]।

[সরলার্থঃ—ন বিদ্যতে [বেদোক্তঃ] শব্দঃ [প্রমাণং] যস্য, তৎ অশব্দং—সাংখ্য-পরিকল্পিতং প্রধানমিত্যর্থঃ। বেদে হি সাংখ্যপরিকল্পিত-'প্রধান'-বাচকঃ কশ্চিদপি শব্দো নাস্তি; অতঃ তৎ প্রধানং আনুমানিকং—অনুমানগম্যমেবেত্যর্থঃ।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ," ইত্যত্র 'সৎ'-পদেন জগৎকারণতয়া অভিহিতস্য বস্তুন ঈক্ষতেঃ জ্ঞানার্থকস্য ঈক্ষধাতোঃ প্রয়োগাৎ, অচেতনে চ তদসম্ভবাৎ 'সৎ'-পদবাচ্যং জগৎকারণং অশব্দং—প্রধানং ন; অপিতু সর্ব্বজ্ঞং চেতনং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ॥

বেদে যাহার বাচক বা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, তাহাই 'অশব্দ'। বেদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক কোন শব্দ-প্রমাণ নাই—অনুমানই একমাত্র উহার অস্তিত্বে প্রমাণ; এই কারণে, উহাকে আনুমানিক বা অনুমানগম্য বলা হয়। প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মায়া প্রভৃতি শব্দগুলি একার্থবোধক।

'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ 'সৎ'রূপে ছিল।' এই শ্রুতিতে 'সৎ'শব্দে যাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাঁহার সম্বন্ধেই আবার 'ঈক্ষ' ধাতুরও প্রয়োগ রহিয়াছে। ঈক্ষধাতুর অর্থ—জ্ঞান; অচেতন প্রধানে যখন ঈক্ষণের (জ্ঞানের) একেবারেই সম্ভব হয় না, অথচ চেতন ব্রহ্মে সম্ভব হয়; তখন 'অশব্দ' প্রধান কখনই সৎ-শব্দ বাচ্য জগৎ-কারণ হইতে পারে না; পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ১।১।৫ ॥]

"যতো বা ইমানি" ইত্যাদিজগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সমস্তহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণগুণৈকতানং(*)ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ইদানীং জগৎকারণবাদিবাক্যানামানুমানিক-প্রধানাদিপ্রতিপাদনানর্হতোচ্যতে—'ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যাদিনা। ১।

জগৎকারণতাবোধক "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাদ্য—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সমস্ত তুচ্ছগুণরহিত ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর গুণের আকর ব্রহ্মই যে, [বেদান্ত-] জিজ্ঞাস্য; একথা ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন জগৎকারণবাদী সেই সকল বাক্যে যে, অনুমান-কল্পিত প্রধান প্রভৃতি (প্রকৃতি প্রভৃতি) প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই "ঈক্ষতেঃ নাশব্দং" ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে,—। ১।

(*) কল্যাণৈকতানমিতি (গ) পাঠঃ।

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদি। তত্র সন্দিহ্যতে—কিং সচ্ছব্দবাচ্যং জগৎকারণং পরোক্তমানুমানিকং প্রধানম্? উত উক্তলক্ষণং (*) ব্রহ্ম? ইতি।২।

কিং প্রাপ্তং? প্রধানমিতি। কুতঃ, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি ইদং-শব্দবাচ্যস্য চেতন-ভোগ্যভূতস্য সত্ত্বরজস্তমোময়স্য বিয়দাদি-নানারূপবিকারাবস্থস্য বস্তুনঃ কারণাবস্থাং বদতি। কারণভূতদ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা। অতো যৎ দ্রব্যং যৎস্বভাবঞ্চ কার্য্যাবস্থম্; তৎস্বভাবং তদেব দ্রব্যং কারণাবস্থম্। সত্ত্বরজস্তমোময়ঞ্চ (†) কার্য্যম্, ইতি গুণসাম্যাবস্থং প্রধানমেব হি কারণম্। তদেবোপসংহৃতসকলবিশেষং সন্মাত্রমিতি "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব," ইত্যভি-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে সোম্য! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত শ্রুতিতে 'সৎ'শব্দের অর্থ—কি সাংখ্যোক্ত প্রধান (প্রকৃতি)? অথবা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত ব্রহ্ম?।২।

কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? অর্থাৎ কোন অর্থ স্থির হইল? [উত্তর—] প্রধান। কারণ?—'হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল', এই শ্রুতিটী 'ইদং'শব্দবাচ্য ['ইদং'শব্দে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সন্নিহিত বস্তুকেই বুঝায়;] চেতন-ভোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, এবং আকাশাদি বিবিধ বিকারাবস্থাপ্রাপ্ত বস্তুর (জগতের) কারণাবস্থা—অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মাবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে। কেন না, কারণ বস্তুর যে, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, তাহারই নাম কার্য্যত্ব বা কার্য্যাবস্থা। অতএব, [বুঝিতে হইবে,] যে দ্রব্য কার্য্যাবস্থায় যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন; সেই দ্রব্য কারণাবস্থায়ও সেই স্বভাবেই থাকে; সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় জগৎটী—কার্য্য, আর ঐ ত্রিগুণেরই সাম্যাবস্থাত্মক প্রধান—তাহার কারণ (‡)। সর্ব্বপ্রকার বিশেষভাবরহিত সেই 'প্রধান'ই "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'সৎমাত্র' ('সদেব'—সৎই) বলিয়া

(*) উক্তলক্ষণমেব' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) সত্ত্বাদিময়ং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" কপিলকৃত এই সাংখ্যসূত্রানুসারে জানা যায় যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন বৈষম্যাবস্থা অর্থাৎ পরস্পর উপমর্দ্দ্য-উপমর্দ্দকভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাম্যাবস্থা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়াবস্থা অবলম্বন করে; তখনই সেই গুণত্রয়কে 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান' প্রভৃতিশব্দে অভিহিত করা হয়। ফলকথা—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় 'প্রকৃতি,' আর বৈষম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়ই কার্য্য-জগৎ। কারণের বিকারাবস্থাই কার্য্য, আর কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা বা শক্তিরূপ পূর্ব্বাবস্থাই কারণ।

ধীয়তে ; তত এব চ কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বম্। তথা সত্যেব একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ ; অন্যথা, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি মৃৎপিণ্ড-তৎকার্য্য-দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বৈরূপ্যঞ্চ, ইতি জগৎ-কারণবাদি-বাক্যেন মহর্ষিণা কপিলেনোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে। প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তরূপেণানুমানবেষমেবেদং বাক্যম্, ইতি সচ্ছব্দবাচ্যমানুমানিকমেব, ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি। ৩।

অভিহিত হইয়াছে। এই হেতুই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদও প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ এরূপ হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে (*)। আর এরূপ না হইলে 'হে সোম্য ! যেমন একটী মৃৎপিণ্ড দ্বারাই [সমস্ত মৃন্ময় জানা যায়] ;' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত মৃৎপিণ্ড ও তৎকার্য্যরূপ দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকেরও [যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলে,] বিরূপতা বা বৈষম্য হইয়া পড়ে। অতএব, মহর্ষি কপিলোক্ত 'প্রধান'ই জগৎকারণবাদী বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে। আর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদর্শনে বুঝা যায় যে "সদেব" ইত্যাদি বাক্যটী অনুমানেরই অনুরূপ। অতএব আনুমানিকই (প্রধানই) 'সৎ'শব্দের বাচ্যার্থ, ব্রহ্ম নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (†)। ৩।

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাস্থলে বলা হইয়াছে—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ, যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি," ইত্যাদি। অর্থাৎ হে সোম্য তুমি কি [তোমার গুরুকে] সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, ইত্যাদি। এই কথা শ্রবণের পর শিষ্য যখন বলিলেন—এইরূপ হইবে কি প্রকারে ? তদুত্তরে দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে যে, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।" এখানে মৃৎপিণ্ড কারণ, আর মৃন্ময় ঘটাদি তাহার কার্য্য ; ঘট ও তৎকারণ মৃত্তিকা, উভয়েরই গুণ ও স্বরূপ এক ; মৃৎপিণ্ডই ঘটের অব্যক্তাবস্থা, আর ঘটই মৃৎপিণ্ডের ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য।

এখন কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণ যদি একই স্বভাবের হয়, তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের দৃষ্টান্তটী অনুরূপ হইতে পারে ; সাংখ্যোক্ত 'প্রধানকে' জগৎকারণ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তটী ঠিক অনুরূপ হয়। কারণ, এই জগৎ সুখ দুঃখ-মোহাত্মক ; সেই সুখ, দুঃখ, মোহও আবার যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং প্রধানকেই জগৎকারণ বলা উচিত।

(†) তাৎপর্য্য—এই পঞ্চম সূত্র হইতে দ্বাদশ সূত্রপর্য্যন্ত একটী অধিকরণ ; তাহা এইরূপে রচনা করিতে হইবে,—(১) বিষয়—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'সৎ' পদার্থ। (২) সংশয়—ঐ 'সৎ' পদার্থটী কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? অথবা, নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম ?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যোক্ত প্রধানই এখানে 'সৎ' পদের প্রতিপাদ্য—অর্থ ; কারণ, তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের-প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-কারণভাবের উদাহরণস্বরূপ—মৃত্তিকা ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতে পারে। "তৎ তেজ ঐক্ষত।" 'সেই তেজ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিল,' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় অত্রত্য 'ঈক্ষণ'ও গৌণার্থক, প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ—জ্ঞান নহে। (৩) উত্তর—"তৎ ঐক্ষত," ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বহুভাব প্রাপ্তির সংকল্পরূপ ঈক্ষণের উল্লেখ থাকায় এবং মুখ্য 'ঈক্ষণ' সম্ভবে গৌণত্ব কল্পনার অসম্ভাবনা হেতু, বিশেষতঃ তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ স্থলেও তেজের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই 'ঈক্ষণ' পরিগ্রহ বশতঃ এখানে গৌণভাবে জড় প্রধানের ঈক্ষণ কল্পনা করা যাইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্বসিদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানে জীবের মুক্তি লাভ।

যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি, তৎ 'অশব্দম্', আনুমানিকং প্রধান মিত্যর্থঃ। 'ন' তৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যম্। কুতঃ? 'ঈক্ষতেঃ'—সচ্ছব্দবাচ্যসম্বন্ধি-ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতের্ধাতোঃ শ্রবণাৎ—"তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি। ঈক্ষণক্রিয়াযোগশ্চাচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি; অত ঈদৃশেক্ষণক্ষমশ্চেতনবিশেষ এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ সচ্ছব্দাভিধেয়ঃ। তথা চ সর্ব্বেষ্বপি সৃষ্টিপ্রকরণেষু 'ঈক্ষা'-পূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে। "স ঐক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকান্ অসৃজত"। [ঐত০ ১।১।২]। "স ঈক্ষাঞ্চক্রে...স প্রাণমসৃজত" [প্রশ্ন০ ৬।৩—৪] ইত্যাদিষু। ৪॥

নন্বু চ, কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্। সত্যম্; সর্ব্বকার্য্যানুগুণ এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সত্যসংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরকঃ। যথাহ—

নিশ্চয়ই যদ্বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণের অভাব; তাহাই অশব্দ—আনুমানিক, অর্থাৎ 'প্রধান' কেবলই অনুমান প্রমাণগম্য (*)। সেই 'প্রধান' জগৎকারণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। কেন?—ঈক্ষতিহেতু; অর্থাৎ 'তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব।' এই শ্রুতিতে যে, 'সং'শব্দবাচ্য—'সং'-পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপার বা কার্য্যবিশেষ-বোধক 'ঈক্ষ'-ধাতুর শ্রবণ বা উল্লেখ আছে, তাহাই ইহার হেতু। অচেতন প্রধানে কখনই 'ঈক্ষণ' (আলোচনা) ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে না; অতএব, তাদৃশ আলোচনা-সমর্থ, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) 'সং' পদের বাচ্যার্থ, [অপর কেহ নহে]। দেখ, 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব।' 'তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন।' 'তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন।' 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি-প্রকরণেই ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টির কথা জানা যায়। ৪।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক? [তাহা হইলে ত ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে প্রধানকেই জড়জগতের কারণরূপে কল্পনা করা সঙ্গত হয়?] হাঁ, একথা সত্য বটে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প এবং সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তমও

(*) তাৎপর্য্য—বৈদান্তিকগণ বলেন—বেদের কুত্রাপি 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি' বোধক কোন শব্দ নাই,—উহা কেবল কার্য্য-কারণের একরূপতা-নিয়মানুসারি অনুমানগম্য-মাত্র। এই কারণে—'প্রধানকে' 'আনুমানিক' বলা হইয়া থাকে।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" [শ্বেতাশ্ব° ৬।৮]।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" [মুণ্ড° ১।১।৯] "যস্যাব্যক্তং শরীরম্,...যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্,...এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা" [সুবালো° ৭।৬—৭] ইত্যাদি। তদেতৎ "ন বিলক্ষণত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৪] ইত্যাদিষু প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ সৃষ্টিবাক্যানি ন প্রধান-প্রতিপাদন-যোগ্যানীত্যুচ্যতে। বস্তুবিরোধস্তু তত্রৈব পরিহরিষ্যতে।

যত্তূক্তং—প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তযোগাদনুমানরূপমেবেদং বাক্যমিতি। তদসৎ; হেত্বনুপাদানাৎ। "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানে প্রতিপিপাদয়িষিতে সর্ব্বাত্মনা তদসম্ভবং মন্বানস্য (*) তৎসম্ভব-মাত্রপ্রদর্শনায় হি দৃষ্টান্তোপাদানম্। (†) ঈক্ষত্যাদিশ্রবণাদেব হি অনুমান-গন্ধাভাবোঽবগতঃ॥ ১। ১॥ ৫॥

সর্ব্বকার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূলই বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইঁহার (ভগবানের) বিবিধ-প্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়।' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাহার তপস্যাস্বরূপ।' 'অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাঁহার শরীর, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও নিষ্পাপ।' ইত্যাদি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে] "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত আপত্তির সমাধান করা হইবে। এই কারণেই সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহকে 'প্রধান' প্রতিপাদনে অযোগ্য বলা হইতেছে। [পূর্ব্বোল্লিখিত] বস্তুবিরোধও সেই স্থানেই ("ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রেই) পরিহৃত বা মীমাংসিত হইবে।

আর যে, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যকে অনুমানেরই অনুরূপ বলা হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, এখানে কোন হেতুর (সমর্থক কারণের) উল্লেখ নাই। [অথচ অনুমান মাত্রেই একটী নির্দ্দোষ হেতুর উল্লেখ থাকা, একান্ত আবশ্যক]। বিশেষতঃ 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়;' এই কথায় উদ্দালক প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদনের ইচ্ছা করিলে পর, শ্বেতকেতু যখন উহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন; তখন কেবল উহার সম্ভাবনা-প্রদর্শনার্থ বা অসম্ভবাশঙ্কা-নিরাসার্থই উক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, (কিন্তু অনুমানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে নহে)। এখানে যে, অনুমানের গন্ধমাত্রও নাই; তাহা-'ঈক্ষতি' প্রভৃতি প্রয়োগ শ্রবণেই বেশ প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যদি অনুমানেরই অঙ্গ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তদুপযুক্ত হেতুবিশেষেরই উল্লেখ থাকিত, কিন্তু, 'ঈক্ষণাদি' শব্দের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাতার্থের সমর্থন করিবার আবশ্যক হইত না॥ ১। ১॥ ৫॥

(*) মত্বা তস্য সম্ভব' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ঐক্ষত ইত্যাদি' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

অথ স্যাৎ—ন চেতনগতং মুখ্যমীক্ষণমিহোচ্যতে ; অপি তু প্রধানগতং গৌণমীক্ষণম্ ; "তত্তেজ ঐক্ষত । তা আপ ঐক্ষন্ত", [ছান্দো॰ ৬৷২৷৩—৪] ইতি গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাৎ। ভবতি চ অচেতনেম্বপি চেতনধর্ম্মোপচারঃ। যথা—"বৃষ্টিপ্রতীক্ষাঃ শালয়ঃ।" "বর্ষেণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ" [রামায়ণ-সুন্দর॰ ২৯৷৩] ইতি। অতো গৌণমীক্ষণম্ ইতি, ইমামাশঙ্কামনুভাষ্য পরিহরতি—১

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্ ॥১৷১৷৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণঃ (মুখ্যার্থবোধক নহে) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলা যায় না), আত্মশব্দাৎ ('আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ বশতঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—আসন্নপতনে অচেতনেঽপি নদীকূলে 'কূলং পিপতিষতি' ইতি চেতনবদুপচার-দর্শনাৎ, "তৎ তেজ ঐক্ষত।" ইত্যাদৌ অচেতনগত-গৌণেক্ষণ-সাহচর্য্যাৎ চ "তদ্ ঐক্ষত" ইত্যত্রাপি ঈক্ষতিপ্রয়োগো গৌণঃ (ঔপচারিক এব) ইতি চেৎ ? ন ; কস্মাৎ ? 'আত্ম'-শব্দাৎ। "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যত্র 'সৎ'-পদাভিহিতে ঈক্ষিতরি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা" ইতি চেতনবাচিন 'আত্ম'শব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ। নহি চেতনং শ্বেতকেতুং প্রতি অচেতনস্য প্রধানস্য আত্মত্বেনোপদেশো ন্যায্য ইতি ভাবঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ," ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ তেজঃপ্রভৃতীনামপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাবগমাৎ তত্র তদধিষ্ঠিতস্য চেতনস্যৈব মুখ্যমীক্ষণং সংগচ্ছতে ; প্রকৃতে তু ন তথা, ইত্যাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অচেতন নদীকূলকে পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া 'নদীকূলটী পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে', এইরূপে চেতনোচিত 'ইচ্ছার' গৌণপ্রয়োগ করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে, এবং এই প্রকরণেই 'সেই তেজঃ আলোচনা করিলেন', ইত্যাদি স্থলে অচেতন তেজঃপ্রভৃতিতেও গৌণভাবে ঈক্ষণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; তৎসাহচর্য্যপ্রযুক্ত "তৎ ঐক্ষত" (তিনি আলোচনা করিলেন), এই স্থলেও ঈক্ষণের (জ্ঞানার্থক ঈক্ষধাতুর) প্রয়োগকে গৌণ বলা যাইতে পারে ? না—তাহা বলা যায় না ; কারণ, এখানে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। "সদেব সোম্যেদং" স্থলে যাহাকে 'সৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক ; তিনিই সত্য ; তিনিই [তোমার] আত্মা ;' এই শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার 'আত্ম'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অথচ, চেতন শ্বেতকেতুকে কখনই 'অচেতন 'প্রধান' তোমার আত্মা' বলিয়া উপদেশ দেওয়া সমুচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'এই সমস্ত জগৎই সেই ব্রহ্মাত্মক ; তিনি তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তেজঃপ্রভৃতি পদার্থও চেতনাধিষ্ঠিত ; সুতরাং তেজঃপ্রভৃতির ঈক্ষণস্থলেও সেই সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত চেতনেরই মুখ্য ঈক্ষণ সঙ্গত হয়, কিন্তু প্রকৃতস্থলে (প্রধানে) সেরূপ হইতে পারে না ॥ ৬ ॥]

যদুক্তং—গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাৎ সতোঽপীক্ষণব্যপদেশঃ, (*) সর্গনিয়ত-পূর্ব্বাবস্থাভিপ্রায়ো 'গৌণ' ইতি। তন্ন ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা", ইতি সচ্ছব্দপ্রতিপাদিতস্যাত্মশব্দেন ব্যপদেশাৎ। ২ ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে চেতনগত মুখ্য বা যথার্থ 'ঈক্ষণ' কথিত হইতেছে না ; পরন্তু, প্রধানগত গৌণ ঈক্ষণই কথিত, হইয়াছে ; কারণই ঐ ঈক্ষণটী—'সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিল, সেই জল ঈক্ষণ করিল,' ইত্যাদি গৌণ বা অমুখ্য ঈক্ষণের সহপঠিত। অভিপ্রায় এই যে, তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ যখন মুখ্য বা যথার্থ ঈক্ষণ (জ্ঞান) নহে, তখন তৎপ্রকরণস্থিত সৎপদার্থের 'ঈক্ষণ'ই বা গৌণ বা অমুখ্য হইবে না কেন ? [দেখা যায়—] অচেতনেও চেতন-ধর্ম্মের উপচার বা আরোপ হইয়া থাকে ; যথা—'ধান্য সমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে।' 'বারিবর্ষণের দ্বারা শস্যবীজ হর্ষলাভ করিয়াছিল।' অতএব, উক্ত ঈক্ষণও গৌণই হইবে—মুখ্য নহে। এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—"গৌণশ্চেৎ ; ন, আত্মশব্দাৎ।" ১ ।

পূর্ব্বে যে, তেজঃ প্রভৃতির গৌণ 'ঈক্ষণ' দেখিয়া তৎসাহচর্য্য বা সহপাঠনিবন্ধন 'সৎ'পদবাচ্য জগৎ-কারণের ঈক্ষণকেও গৌণ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় সৎপদার্থের ঈক্ষণও যথার্থ জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ; পরন্তু জগৎ-কারণের যে, কার্য্যাকারে পরিণত হইবার প্রাথমিক উদ্যম বা উন্মুখীভাব, যাহার পরেই কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; সেই অবস্থাটীও জ্ঞানেরই মত কার্য্যোৎপাদনের সহায় ; এই গুণে ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই "তৎ ঐক্ষত" বলা হইয়াছে (†)। না—একথা সত্য নহে ; কারণ, প্রথমে যাহাকে 'সৎ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার—'এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ এবং তিনিই আত্মা।' এই স্থানে 'আত্ম'শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ২ ।

(*) সর্গনিয়মেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য-বস্তুটী সূক্ষ্মাবস্থায় তৎকারণে থাকে ; ইহাকে 'প্রাগবস্থা'ও বলা হয়। এই প্রাগবস্থাটী ভাবী কার্য্যেরই অনুরূপ, কর্ত্তার চেষ্টায় পশ্চাৎ অভিব্যক্ত বা প্রকাশ পায় মাত্র। যে কার্য্যের উক্তরূপ প্রাগবস্থা নাই, শত লোকের শত চেষ্টায়ও সে কার্য্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না।

এই যে দৃশ্যমান জগৎ, ইহাও উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে প্রধানে বিলীন ছিল ; এই কারণেই' প্রধানের অপর নাম 'অব্যক্ত'। সেই অব্যক্তই চেতন পুরুষের সান্নিধ্য লাভকরিয়া এইস্থূল জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন কথা নাই ; পুরুষের সান্নিধ্যই সৃষ্টির কারণ। এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কর্য্যানুরূপ সূক্ষ্মাবস্থার নিয়ম, যাহার ফলে কার্য্যমাত্রই উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইতে বাধ্য। ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় জগতেরও সেই সূক্ষ্ম প্রাগবস্থারূপ গুণটী প্রকৃতিতে আছে ; এই অভিপ্রায়েই প্রকৃতপক্ষে ঈক্ষণ বা আলোচনাত্মক জ্ঞান প্রকৃতিতে না থাকিলেও কার্য্যোপযোগী সেই প্রাগবস্থারূপ গুণটী থাকায়—গৌণ ঈক্ষণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; বস্তুতঃ উহা জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে।

এতদুক্তং ভবতি,—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, স আত্মা" ইতি চেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চোদ্দেশেন সত 'আত্মা' ইত্যাত্মত্বোপদেশোঽয়ং নাচেতনে প্রধানে সঙ্গচ্ছতে ইতি। অতঃ তেজোঽবন্নানামপি পরমাত্মৈবাত্মা, ইতি তেজঃপ্রভৃতয়োঽপি শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ। তথা হি—"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০ ৬।৩।২।] ইতি পরমাত্মানুপ্রবেশাদেব তেজঃ-প্রভৃতীনাং বস্তুত্বং তত্তন্নামভাক্ত্বঞ্চেতি—"তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যপি মুখ্য এব ঈক্ষণব্যপদেশঃ। অতঃ সাহচর্য্যাদপি "তদৈক্ষত" ইত্যত্র গৌণত্বাশঙ্কা (*)দুরোৎসারিতেতি সূত্রাভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।৬॥

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ, এবং তিনিই আত্মা।' এই স্থলে চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে উদ্দেশ করিয়া যখন 'আত্মত্ব' উপদেশ করা হইয়াছে; তখন অচেতন প্রধানে কখনই সেই আত্মত্বোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ অচেতন 'প্রধান' কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মাই যখন তেজঃ, জল ও পৃথিবীরও আত্মা, তখন তেজঃপ্রভৃতি শব্দও পরমাত্মারই বাচক। দেখ - ['পরমাত্মা সংকল্প করিলেন যে,] 'বেশ, আমিই এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও আকৃতিতে ব্যক্ত করিব।' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ বশতই তেজঃপ্রভৃতি পদার্থনিচয় বস্তুত্ব-লাভে ও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। অতএব, 'সেই তেজ আলোচনা করিল, সেই জলসমূহ আলোচনা করিল;' এই সমস্ত ঈক্ষণোল্লেখও মুখ্যই—গৌণ নহে; সুতরাং তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণের সাহচর্য্যবশতও যে, "তৎ ঐক্ষত" শ্রুতির গৌণত্ব শঙ্কা, তাহাও সুদূর-পরাহত হইল; ইহাই উক্ত সূত্রের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য (†) ॥ ১।১॥৬॥]

(*) দূরত উৎসাহিত' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতির জগৎকারণ-বোধক 'সৎ'পদের অর্থ যদি সত্য-সত্যই সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রুতি প্রথমে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (এই চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎ তদাত্মক—সৎস্বরূপ) এইরূপে সমস্ত জগৎকে সৎস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আবার সেই জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার আত্মা বলিয়া 'সৎ' পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেন না, কারণ, 'আত্মা' বলায় উহার চেতনত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি সৎপদার্থ হইত; তাহা হইলে সেই জড় পদার্থ প্রধানকে কখনই চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেন না। পক্ষান্তরে, চেতন শ্বেতকেতুকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করায় শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িত। অতএব প্রধানকে জগৎকারণ 'সৎ' পদার্থ বলা যায় না।

ইতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দ-প্রতিপাদ্যম্,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নিষ্ঠস্য (উপদিষ্ট বিষয়ে নিরত ব্যক্তির) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—তন্নিষ্ঠস্য—তস্মিন্ 'সৎ'-পদ-বাচ্যে জগৎকারণে নিষ্ঠা—তৎপরতা একাগ্রতা যস্য, তস্য—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে," ইত্যনেন মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষপ্রাপ্তেরবশ্যম্ভাবিত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ। প্রধানং ন 'সৎ'-পদবাচ্যং জগৎকারণং ভবিতুমর্হতি; অপিতু তস্মাৎ অন্যৎ—পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিত্যর্থঃ।

যদি হি অচেতনং প্রধানমেব 'সৎ'শব্দেন অভিধায় পুনস্তদেব চেতনং শ্বেতকেতুং প্রতি আত্মত্বেন উপদিশ্যেত; তর্হি শ্বেতকেতুঃ শ্রদ্দধানতয়া তদেব আত্মত্বেন গৃহ্ণন্ মোক্ষমার্গাৎ প্রচ্যবেত, অনর্থং চ লভেত! অতঃ 'সৎ'শব্দবাচ্যং কারণং প্রধানং ন, ইত্যাশয়ঃ ॥

'তাঁহার (সেই সৎ-আত্মজ্ঞের) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা মোক্ষ-লাভের অপেক্ষা; যাবৎ তিনি দেহ-নির্ম্মুক্ত না হন; অনন্তর অর্থাৎ দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্ত হন।' এই শ্রুতিতে সেই 'সৎ'পদবাচ্য জগৎকারণে আত্মত্ব-নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় 'সৎ'পদের অর্থ কখনই 'প্রধান' হইতে পারে না; পরন্তু পর ব্রহ্মই 'সৎ'পদের প্রকৃত অর্থ।

আর শ্রুতি যদি প্রথমতঃ অচেতন প্রধানকেই 'সৎ'পদে উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই 'সৎ'-পদার্থকেই চেতন শ্বেতকেতুর 'আত্মা' বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাহা হইলে সরলহৃদয় শ্বেতকেতুও শ্রদ্ধা বশতঃ সেই অচেতন প্রধানকেই 'আত্মা' রূপে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইত; তাহার ফলে মোক্ষ-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনর্থময় সংসারেই নিক্ষিপ্ত হইত; অতএব 'সৎ'পদে কখনই প্রধানকে ধরা যাইতে পারে না ॥ ১। ১ ॥ ৭ ॥]

মুমুক্ষোঃ শ্বেতকেতোঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সদাত্মকত্বানুসন্ধানমুপদিশ্য তন্নিষ্ঠস্য "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে," [ছান্দো৹ ৬। ১৪। ২] ইতি শরীরপাতমাত্রান্তরায়ো ব্রহ্মসম্পত্তিলক্ষণো মোক্ষ-

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' 'সৎ'-শব্দের প্রতিপাদ্য বা বাচ্যার্থ হইতে পারে না; কারণ, 'তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ রহিয়াছে।'

প্রথমতঃ "তৎ ত্বম্ অসি" শ্রুতিতে মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর নিকট 'সৎ' পদার্থকে 'আত্মা'রূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া—পশ্চাৎ 'তাঁহার (মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব; যাবৎ সে দেহনির্ম্মুক্ত না হয়; অনন্তর (দেহত্যাগের পর) সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।' এই শ্রুতিটী তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির (যে লোক 'সৎ' পদার্থকে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান বা অনুভূতি করে; তাহার) ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে কেবল দেহপাতকেই অন্তরায় বা ব্যবধান বলিয়া উপদেশ দিতেছেন।

ইত্যুপদিশতি। যদি চ প্রধানমচেতনং কারণমুপদিশ্যেত; তদা তদাত্মকত্বানুসন্ধানস্য (*) মোক্ষসাধনত্বোপদেশো নোপপদ্যতে। "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইতি তন্নিষ্ঠস্যাচেতনসম্পত্তিরেব স্যাৎ। ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধ-তাপত্রয়াভিহতি-হেতুভূতামচিৎসম্পত্তিমুপদিশতি। প্রধানকারণবাদিনোঽপি হি প্রধাননিষ্ঠস্য মোক্ষং নাভ্যুপগচ্ছন্তি ॥ ১।১ ॥৭॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—হেয়ত্বাবচনাৎ (পরিত্যাগের উপদেশ না থাকায়) চ (ও) [প্রধান কখনই সৎ পদার্থ হইতে পারে না।]

[সরলার্থঃ—অত্র যদি প্রধানমেব জগৎ-কারণতয়া বিবক্ষিতং স্যাৎ; তদা খলু অনাত্ম-নিষ্ঠায়া মোক্ষ-বিরোধিত্বাৎ শ্বেতকেতোঃ তন্নিষ্ঠা-বারণায় অবশ্যমেব তস্যা হেয়ত্বমুপদিশ্যেত; ন চ তথা উপদিষ্টম্। ততশ্চ নাত্র প্রধানং জগৎকারণমিত্যাশয়ঃ ॥

সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি জগৎকারণ বলিয়া শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, প্রধানে আত্মবুদ্ধি-স্থাপন যখন মোক্ষের বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাগের জন্য শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইত। অথচ, উহার হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন উপদেশই নাই; অতএব উহা জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥]

এখন অচেতন প্রধানকে যদি কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইত; তাহা হইলে সেই প্রধানেরই যে, 'আত্মা'রূপে অনুসন্ধান, তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া উপদেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না। [অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] 'পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সংকল্প বা অনুধ্যান করে, এই লোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয়।' সেই অচেতন প্রধানে নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনভাব প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারে! কিন্তু সহস্র মাতা পিতা অপেক্ষাও সমধিক বাৎসল্যসম্পন্ন (লোকহিতকর) বেদ-শাস্ত্র কখনই ত্রিতাপের আঘাত বা আক্রমণ-বর্দ্ধক অচেতনভাব প্রাপ্তির উপদেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রধান-কারণবাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরাও প্রধানে আত্মবুদ্ধিসম্পন্নের মোক্ষলাভ স্বীকার করেন না ॥ ১।১।৭ ॥

(*) মোক্ষ-সাধনস্য' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

যদি প্রধানমেব কারণং সচ্ছব্দাভিহিতং ভবেৎ (*); তদা মুমুক্ষোঃ শ্বেতকেতোস্তদাত্মকত্বং (†) মোক্ষবিরোধিত্বাৎ হেয়ত্বেনৈবোপদেশ্যং স্যাৎ। ন চ তৎ ক্রিয়তে; প্রত্যুত উপাদেয়ত্বেনৈব—"তত্ত্বমসি।" "তস্য তাবদেব চিরম্," ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ১।১॥৮॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥১।১।৯॥(‡)

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ [প্রতিজ্ঞায়াঃ] (প্রতিজ্ঞার) [বিরোধাৎ] (বিরোধ হেতু।]

[সরলার্থঃ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি।" ইত্যাদৌ একবিজ্ঞানেন যা সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা কৃতা; প্রধানকারণবাদে চ সা বিরুধ্যতে। কারণবিজ্ঞানে তৎকার্য্যাণামপি বিজ্ঞানং ভবতীতি হ নিয়মঃ। নহি প্রধানং চেতনাচেতনয়োঃ কারণম্। অচেতনমাত্রস্যৈব প্রধান-কার্য্যত্বাৎ, চেতনস্য তু তৎকার্য্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন অচেতনবিজ্ঞানে সত্যপি চেতনবিজ্ঞানাভাবাৎ কুতঃ প্রধানবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসম্ভবঃ? চেতনাচেতনশরীরকস্য তু জগৎকারণত্বে তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানস্য সুতরাং সম্ভবঃ; অতোঽপি 'সৎ'-শব্দবাচ্যং প্রধানং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে সেই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, অচেতন প্রধানকে বিশেষরূপে জানিলেও তদ্দ্বারা কখনই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না; কারণ, অচেতন প্রধান অচেতন সর্ব্বপদার্থের কারণ হইলেও চেতন পদার্থের কারণ হইতে পারে না; সুতরাং তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, চেতনাচেতনময়-শরীর-ধারী ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে অনায়াসেই তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। এই কারণেও সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১।১।৯ ॥]

এই কারণেও 'সৎ' শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে না; যেহেতু হেয়ত্ব-বচন নাই; অর্থাৎ প্রধানই 'সৎ' পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই তাহার আত্মত্ব ধারণা পরিত্যাগের উপদেশও থাকিত; তাহা না থাকায় বুঝা যায় যে, উক্ত 'সৎ' পদার্থ প্রধান নহে।

এখানে প্রধানই যদি 'সৎ'-পদ-বাচ্য জগৎকারণ হইত; তাহা হইলে মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর পক্ষে তদাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রধানকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা যখন মোক্ষলাভের প্রতিকূল, তখন নিশ্চয়ই সেই প্রধানাত্মভাবকে পরিত্যাজ্য (হেয়) বলিয়াই উপদেশ করা হইত; অথচ সেরূপ করা হয় নাই; বরং "তৎ ত্বম্ অসি," "তস্য তাবদেব চিরম্," ইত্যাদি বাক্যে তাহার উপাদেয়-তাই (গ্রহণযোগ্যতাই) উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১।১।৮ ॥

(*)—হিতং তদা' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সদাত্মকত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ সূত্রমিদং শঙ্কর নিম্বার্ক-শ্রীনিবাস-কেশবকাশ্মীরিভট্ট-বলদেবানন্দতীর্থাদিভিরপরিগৃহীতম্।

প্রধানকারণত্বে প্রতিজ্ঞাবিরোধশ্চ ভবতি। বাক্যোপক্রমে হ্যেক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্। তচ্চ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বেন কারণভূত-সদ্বিজ্ঞানাৎ (*) তৎকার্যভূত-চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য জ্ঞাতত-য়ৈবোপপাদনীয়ম্। তত্তু প্রধানকারণত্বে চেতনবর্গস্য প্রধানকার্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন চেতনবর্গবিজ্ঞানাসিদ্ধের্ব্বিরুধ্যতে ॥১।১।৯॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

স্বাপ্যয়াৎ ॥১।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যয়াৎ [স্বস্মিন্] (স্ব-স্বরূপে) [অপ্যয়াৎ] (বিলয় হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্ত্যবস্থা-নিরূপকপ্রকরণে "সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি।" ইতি সুষুপ্তস্য জীবস্য 'স্বাপ্যয়'-শ্রবণাৎ অচেতনাৎ প্রধানাদন্যদেব 'সৎ'-পদবাচ্য-মিতি বিজ্ঞায়তে। স্ব-কারণে লয়ো হি স্বাপ্যয়ঃ; জীবং প্রতি প্রধানস্য অকারণত্বাৎ তস্মিন্ জীবপ্রলয়াসম্ভবাৎ প্রধানকারণবাদে স্বাপ্যয়-শ্রুতির্বিরুধ্যতে। তস্মাদপি প্রধানং ন 'সৎ'-পদবাচ্যং; অপিতু চেতনাচেতনশরীরকং ব্রহ্মৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।১০ ॥

সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণন-স্থানে 'হে সোম্য তখন (সুষুপ্তি কালে) জীব সতের সহিত সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' এই বাক্যে সুষুপ্ত জীব সম্বন্ধে 'স্বাপ্যয়' কথা থাকায় 'সৎ'পদার্থ যে অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, 'স্বাপ্যয়' অর্থ—স্বকারণে লয়; প্রধান যখন জীবের কারণ নহে; তখন তাহাতে কখনই জীবের বিলয় সম্ভবে না; সুতরাং প্রধানকে 'সৎ' পদার্থ বলিলে উক্ত 'স্বাপ্যয়' শ্রুতির বিরোধ ঘটে; অতএব প্রধানকে 'সৎ' বলা যায় না; পরন্তু চিৎ-জড়ময় শরীরধারী ব্রহ্মকেই 'সৎ' বলিতে হইবে ॥১০॥]

এই কারণেও [সৎপদবাচ্য] প্রধান হইতে পারে না; 'যেহেতু [তাহা হইলে] প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়'।

সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরোধও উপস্থিত হয়। কারণ, বাক্যের প্রারম্ভে একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদ বশতঃ কারণস্বরূপ 'সৎ' পদার্থকে বিশেষরূপে জানিলেই তৎকার্য্যস্বরূপ চেতনাচেতনময় এই জগৎপ্রপঞ্চও বিজ্ঞাত হইয়া যায়; এইভাবেই সেই প্রতিজ্ঞার উপপাদন বা সমর্থন করিতে হইবে। কিন্তু, প্রধানকে কারণ বলিলে, চেতনসমূহ যখন প্রধানের কার্য্যই নহে, তখন প্রধান বিজ্ঞানে [অচেতন সমূহের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও] চেতনসমূহের বিজ্ঞান ত সিদ্ধ হয় না; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১।১।৯ ॥

(*) তৎকার্য্যভূত-চেতনপ্রপ' ইতি (খ) পাঠস্তু অযুক্তঃ।

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং প্রকৃত্যাহ—"স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং 'স্বপিতি' ইত্যাচক্ষতে, স্বং হ্যপীতো ভবতি।" [ছান্দো৽ ৬।৮।১।] ইতি সুষুপ্তং জীবং সতা সম্পন্নং 'স্বমপীতঃ—স্বস্মিন্ প্রলীনঃ' ইতি ব্যপদিশতি। প্রলয়শ্চ স্বকারণে লয়ঃ। নচাচেতনং প্রধানং চেতনস্য জীবস্য কারণং ভবতি (*)। "স্বমপীতো ভবতি"—আত্মানমেব জীবোঽপীতো ভবতীত্যর্থঃ। চিদ্বস্তুশরীরকং তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈব জীব-শব্দেনাপি (†) অভিধীয়ত ইতি (‡) নামরূপব্যাকরণশ্রুত্যোক্তম্। তৎ জীবশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম সুষুপ্তিকালেঽপি প্রলয়কাল ইব নাম-রূপপরিষ্বঙ্গা-ভাবাৎ কেবলসচ্ছব্দাভিধেয়মিতি "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি" ইত্যুচ্যতে। তথা সমানপ্রকরণে নাম-রূপবিভাগ-(§)

এই কারণেও প্রধান ['সৎ' পদবাচ্য] হইতে পারে না; 'যেহেতু [জীবের] স্বস্বরূপেই অপ্যয় (বিলয় হয়)।'

সেই জগৎকারণ 'সৎ' পদার্থকে উদ্দেশ করিয়া [শ্রুতি] বলিয়াছেন যে, 'হে সোম্য। (শ্বেতকেতো!) তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন জীবের অবস্থা অবগত হও—এইপুরুষ (জীব) যখন সুষুপ্ত হয়, হে সোম্য! [সে] তখন সতের সহিত মিলিত হয়,—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সেই কারণে লোকে ইহাকে 'স্বপিতি' বলিয়া থাকে; কেন না, সে তখন স্ব-স্বরূপ অপীত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি সুষুপ্ত জীবকে সতের সহিত সম্পন্ন—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে (পরমাত্মায়) প্রলীন হয়, বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'প্রলয়' অর্থই স্বীয় কারণে লয়। অথচ, অচেতন প্রধান কখনই চেতন জীবের কারণ হইতে পারে না। "স্বং অপীতো ভবতি" কথার অর্থও—জীব স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। চিন্ময় বস্তু অর্থাৎ চেতন যাঁহার শরীর, এবং জীবের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই যে এখানে 'জীব' শব্দেও অভিহিত হইয়াছে; ['আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর নাম ও রূপ (আকৃতি) অভিব্যক্ত করিব,' এই] নাম-রূপ ব্যক্তীকরণ শ্রুতি-দ্বারাও উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালের ন্যায় সুষুপ্তি কালেও কোনরূপ নাম বা আকৃতির সম্বন্ধ থাকে না; এই কারণে সেই 'জীব' শব্দে উল্লেখ-যোগ্য সেই ব্রহ্মও সুষুপ্তি সময়ে কেবলই 'সৎ' পদের অভিধেয় হইয়া থাকেন। এই কারণে, 'হে সোম্য! তৎকালে জীব সৎসম্পন্ন হয়—স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—' বলা হইয়া থাকে। সেইরূপ, এতদনুরূপ অন্য প্রকরণেও বিভক্ত নাম-রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়

(*) ভবিতুমর্হতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　(†) ব্রহ্মশব্দেনাভিধীয়তে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ইতি' শব্দঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।　(§) বিভাগ' ইতি ন পঠ্যতে (গ ঘ) পুস্তকে।

পরিষ্বঙ্গাভাবেন প্রাজ্ঞেনৈব পরিষ্বঙ্গাৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইত্যুচ্যতে। আমোক্ষাৎ (*) জীবস্য নাম-রূপপরিষ্বঙ্গাদেব হি স্বব্যতিরিক্তবিষয়জ্ঞানোদয়ঃ। সুষুপ্তি-কালেঽপি হি (†) নাম-রূপে বিহায় সতা সম্পরিষ্বক্তঃ পুনরপি জাগ্রদ্দশায়াং নাম-রূপে পরিষ্বজ্য তত্তন্নামরূপো (‡) ভবতীতি শ্রুত্যন্তরে স্পষ্টমভিধীয়তে,—"যদা সুপ্তঃ (§) স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এব (‖) একধা ভবতি।...তস্মাদ্বা (¶) আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং (**) বিপ্রতিষ্ঠন্তে," [কৌষী০৪।১৮।]। "তথা তে ইহ ব্যাঘ্রো বা, সিংহো বা, বৃকো বা, বরাহো বা, দংশো বা, মশকো বা, যদ্‌যদ্ভবন্তি, তথা (††) ভবন্তি।" [ছান্দো০ ৬।৯।৩] ইতি চ। তথা সুষুপ্তং জীবং "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" ইতি চ বদতি।

তখন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এবং সেই প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লেষ বশতই জীব সম্বন্ধে 'জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে পারে না।' এই কথা বলা হইয়া থাকে। বস্তুতই মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ বশতই জীবের স্ব-ভিন্ন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; [মোক্ষ কালে নাম-রূপসম্বন্ধও থাকে না ; সুতরাং অপর কোন বিষয়ে জ্ঞানও জন্মে না]।

জীবগণ সুষুপ্তি কালেও যে, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সৎ-সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ-অবস্থায় যে, আবার নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই-সেই নাম ও রূপভাগী হইয়া থাকে। এ কথা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত আছে,—'যখন সুপ্ত হইয়া কোনও স্বপ্ন-দর্শন করে না, তখন প্রাণেই (আত্মায়ই) সকলে একীভাব লাভ করে। [প্রবোধ সময়ে আবার] সেই আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ আয়তন বা আশ্রয় স্থানাভিমুখে প্রস্থান করে।' সেইরূপ আরও আছে—'তাহারা (সুষুপ্ত ব্যক্তিরা) এখানে জাগ্রৎকালে ব্যাঘ্র, কিংবা সিংহ, কিংবা বৃক (নেকড়ে-বাঘ,) অথবা বরাহ, কিম্বা দংশ (ডাঁশ,) কিংবা মশক, যেরূপ থাকে, [তৎকালেও] তাহারা সেইরূপই হয়।' সেইরূপ অপর শ্রুতিও সুষুপ্ত জীবকে 'প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংপরিষ্বক্ত (সম্মিলিত,' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) আমোক্ষমিতি (গ) পাঠঃ।

(†) সুষুপ্তিকালেঽপি' ইতি (খ) পাঠঃ। (গ) পুস্তকে 'অপিঃ' ন দৃশ্যতে। (ঘ) পুস্তকেতু সুষুপ্তিকালে হি' ইতি পঠ্যতে।

(‡) রূপা ভবন্তীতি' ইতি (ক) পাঠস্তু পূর্ব্বোত্তর বৈরূপ্যাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব গৃহীতঃ।

(§) সুষুপ্তঃ' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু মূলবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (খ) পাঠ এব সন্নিবেশিতঃ।

(‖) এব হ্যেকধা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) এতস্মাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ তু মূলবিসংবাদাদুপেক্ষ্য মূলানুযায়ী (গ, ঘ) পাঠঃ পরিগৃহীতঃ।

(**) যথাযথং' ইতি (ঘ) পাঠস্তু শ্রুতিবিরুদ্ধঃ।

(††) যদ্‌যদ্ভবন্তি, তথা তথা ভবন্তীতি (গ) পাঠঃ। যথেতি (খ) পাঠঃ।

তস্মাৎ সচ্ছব্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তম এব। তদাহ বৃত্তিকারঃ—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি, সম্পত্ত্যসম্পত্তিভ্যামেতদধ্যবসীয়তে—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি চাহ ইতি ॥১।১।১০॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-সামান্যাৎ [গতেঃ] (কারণতাবগতির) [সামান্যাৎ] (একরূপতা হেতু)]।

[সরলার্থঃ—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা নচাধিপঃ।" ইত্যাদিষু শ্রুতিষু যা চেতনকারণত্বাবগতিঃ, তৎসামান্যাৎ তৎসমানার্থত্বাদিত্যর্থঃ। ইহাপি চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, নান্যৎ প্রধানাদিকমিতি বিজ্ঞায়তে, ইতি বাক্যশেষঃ॥

'অগ্রে (সৃষ্টিরপূর্ব্বে) এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল। তিনি সংকল্প করিলেন যে, আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব।' 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।' তিনিই সর্ব্ব-কারণ, এবং করণবর্গের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধন সমূহের) অধিপতিরও অধিপতি। তাহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতি বা প্রভুও কেহ নাই।' ইত্যাদি শ্রুতিতে একমাত্র চেতন ব্রহ্মেরই কারণত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহারই সমানার্থক অর্থাৎ "সদেব" ইত্যাদি বাক্যও জগৎ-কারণেরই প্রতিপাদক; সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, এখানেও চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান প্রভৃতিকে নহে॥ ১।১।১১ ॥]

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত (*) লোকান্ নু সৃজা ইতি; স ইমান্ লোকানসৃজত" [ঐত০ ১।১]। "তস্মাদ্বা

অতএব, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) 'সৎ'-পদের বাচ্যার্থ, [প্রধান নহে]। বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন,—'হে সোম্য—শ্বেতকেতো! তৎকালে (সুষুপ্তি-সময়ে) [জীব] সতের সহিত সম্পন্ন (একীভাব) প্রাপ্ত হয়।' এই যে, সতের সহিত জীবের সম্পত্তি ও অসম্পত্তি (একীভাব ও পৃথক্‌ভাব), তাহা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জীব [তৎকালে] প্রাজ্ঞ আত্মার সহিতই সম্মিলিত হইয়া থাকে।' ইতি॥ ১।১।১০ ॥

এই কারণেও 'প্রধান' জগৎকারণ হইতে পারে না; যেহেতু গতি-সামান্য দৃষ্ট হয়,—'অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা ইচ্ছা করি-লেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব; তিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'সেই এই আত্মা হইতে

(*) ঐক্ষত' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু মূল শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি०, আন०, ১]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ—যদ্ ঋগ্বেদঃ", [সুবালো०, ২] ইত্যাদিসৃষ্টিবাক্যানাং যা গতিঃ—প্রবৃত্তিঃ, তৎ-'সামান্যাৎ'—তৎসমানার্থত্বাৎ অস্য; তেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেশ্বরঃ কারণমবগম্যতে। তস্মাদত্রাপি সর্ব্বেশ্বর এব কারণমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১।১।১১ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ [উপনিষদে] (শ্রবণহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অস্যামেব চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি "আত্মনঃ প্রাণঃ, আত্মন আকাশঃ।" ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব সৎপদবাচ্যস্য আত্মনঃ কারণত্বস্য শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রবণাদপি ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, ন প্রধানমিতি বিজ্ঞায়তে ॥

এই চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও 'আত্মা হইতে প্রাণ হইল, আত্মা হইতে আকাশ হইল।' ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'সৎ' পদবাচ্য আত্মার কারণত্ব শ্রবণ হেতুও ব্রহ্মই যে, জগৎকারণ, প্রধান নহে, ইহা জানা যায় ॥ ১।১।১২ ॥]

শ্রুতমেব হি অস্যাম্ (*) উপনিষদি অস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্যাত্মত্বেন নাম-রূপয়োর্ব্ব্যাকর্ত্তৃত্বং (†) সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং সর্ব্বাধারত্বমপহতপাপ্মত্বা-

আকাশ সমুদ্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী [সম্ভূত হইল]। 'এই যে, ঋগ্বেদ, ইহা সেই মহৎ ভূত বা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ অযত্ন-প্রসূত।' ইত্যাদি সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহে গতি অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-প্রকাশন-শক্তি; তৎসামান্য হেতু, অর্থাৎ যেহেতু এই বাক্যও তাহারই সমান বা অনুরূপ অর্থপ্রকাশক। সৃষ্টি-প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাক্যেই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের কারণতা জানা যায়; সেই কারণে এখানেও সেই সর্ব্বেশ্বরেরই কারণতা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১।১।১১ ॥

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' জগৎকারণ হইতে পারে না; 'যেহেতু ব্রহ্মেরই কারণত্ব-বোধক শ্রুতি আছে।'

এই 'সৎ' পদার্থই যে, আত্ম-রূপে নাম ও রূপের কর্ত্তা বা অভিব্যঞ্জক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি,

(*) 'শ্রুতমেবমস্যাম্' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'নামরূপব্যাকর্ত্তৃত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

দিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বঞ্চ;—"অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা," [ছান্দো০, ৬।৮।৬-৭]। "যচ্চাস্যেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ (*) সমাহিতম্। তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ।" [ছান্দো০, ৮।১।৩-৫]। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ।" [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইতি।

তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]।
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।"
[তৈত্তি০ আরণ্যক-ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তং০-৩।১২।১৩]।

সর্ব্বাশ্রয়; অপহতপাপ্মা (নির্দ্দোষ), সত্যকাম ও সত্যসংকল্প; ইহা এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই জানা যায়;—'এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব।' 'হে সোম্য! 'সং' পদার্থই এই সকল প্রজার মূল, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বা বিলয় স্থান।' 'এই সমস্ত বস্তুই এই সদাত্মক; তিনিই (সংই) সত্য, এবং] তিনিই আত্মা।' 'এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, এবং যাহা কিছু বিদ্যমান নাই (অতীত), তৎসমস্তই উঁহাতে সমাহিত বা অন্তর্নিবিষ্ট আছে। সমস্ত কাম বা অভিলাষও তাঁহাতেই নিহিত আছে।' 'এই আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প [কাম অর্থ—অভিলাষ, আর সংকল্প অর্থ—অনুকূল-প্রতিকূল চিন্তা]।

দেখ, আরও শ্রুতি আছে,—'জগতে তাঁহার কেহ পতি (প্রভু) নাই, ঈশিতাও (শাসন-কর্ত্তাও) নাই, কোনরূপ লিঙ্গ বা জ্ঞাপক চিহ্নও নাই। তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও অধিপতি, এবং তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং অধিপতি বা পরিচালকও নাই।' যেহেতু ধীর (অবিকৃতাত্মা) ঈশ্বর সমস্ত রূপ অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন বস্তু বিস্তার করিয়া সেই সকল বস্তুর নাম (সংজ্ঞা) করিয়া এবং নিজেই সেই সকল নামে ব্যবহার করিয়া অবস্থান করিতে-

---

(*) অস্মিন্' ইতি (গ) পাঠঃ।

"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা।" [তৈত্তি° আরণ্য-চিত্তি°, ৩।১১।২১]। "বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ; পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। (*)
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" [মহানারা° ৩। ১১-১২।]
"এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" (†) [সুবালো° ৭] ইত্যাদীনি। তস্মাৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যম্ ন প্রধানাদি-প্রতিপাদনযোগ্যম্ (‡)। অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো নিরস্ত-সমস্তদোষগন্ধোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবঃ (§) পুরু-ষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি চ স্থিতম্॥ ১॥

অত এব নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মবাদোঽপি সূত্রকারেণ আভিঃ শ্রুতিভির্নিরস্তো বেদিতব্যঃ। পারমার্থিক-মুখ্যেক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি স্থাপনাৎ। নির্ব্বিশেষবাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্, বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যতয়া প্রতিজ্ঞাতম্ (‖)। তচ্চ চেতনমিতি

ছেন।' 'তিনি লোকসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন এবং সর্ব্বাত্মক।' 'বিশ্বের আত্মা ও পরম আশ্রয়কে, এবং জগতের পতি আত্মার ঈশ্বরকে [জানিবে]।' 'এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।' 'এই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, প্রকাশময় ও এক।' ইত্যাদি। অতএব, জগৎকারণবাদী বাক্যটী 'সাংখ্যোক্ত প্রধান'-প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য, নিরবধি নিরতিশয় এবং অসংখ্য কল্যাণকর গুণের মহাসমুদ্রস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাস্য (জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম॥ ১॥

অতএব, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা) প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারকর্ত্তৃক উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্করমতও) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কেন না, নির্ব্বিশেষবাদে ঈশ্বরের সাক্ষিত্ব ধর্ম্মও অপারমার্থিক বা অসত্য ; (সুতরাং গৌণ)। বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মই এখানে

(*) শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' ইতি (খ) পুস্তকে অধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে।

(†) (খ) পুস্তকেতু 'এব নিখিলজগদেককারণং' ইত্যধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে।

(‡)—বাদিনী বাক্যানি ন প্রধানপ্রতিপাদন-যোগ্যানি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(§) গুণগণমহার্ণবঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‖) প্রতিজ্ঞাতঞ্চ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে। চেতনত্বং নাম চৈতন্য-গুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেব। ২।

কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরুপপাদম্ (*)। প্রকাশো হি নাম স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্যতামাপাদয়ন্ বস্তুবিশেষঃ। নির্ব্বিশেষস্য বস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্ত্বমেব। তদুভয়রূপত্বাভাবেঽপি তৎক্ষমত্বমস্তীতি চেৎ; তন্ন, তৎক্ষমত্বং হি তৎসামর্থ্যমেব। সামর্থ্য-গুণযোগে হি নির্ব্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদয়মেকো বিশেষোঽভ্যুপগম্যত ইতি চেৎ; হন্ত তর্হি তত এব সর্ব্বজ্ঞতা, (†) সর্ব্বশক্তিত্বং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্বং সর্ব্বকল্যাণ-গুণাকরত্বং সকলহেয়-প্রত্যনীকতেত্যাদয়ঃ সর্ব্বেঽভ্যুপগন্তব্যাঃ। শক্তিমত্ত্বঞ্চ কার্য্য-বিশেষানুগুণত্বম্। তচ্চ কার্য্যবিশেষৈকনিরূপণীয়ম্। কার্য্যবিশেষস্য নিষ্প্রমাণকত্বে তদেকনিরূপণীয়ং শক্তিমত্ত্বমপি নিষ্প্রমাণকং স্যাৎ। কিঞ্চ,

---

জিজ্ঞাস্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই "ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্।" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। চেতনত্ব অর্থই চৈতন্যগুণের যোগ বা সম্বন্ধ; অতএব, ঈক্ষণ-গুণহীন পদার্থ ত (ব্রহ্ম ত) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান ॥ ২ ॥

আরও এক কথা, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ প্রকাশমাত্রস্বরূপ বলিলে, তাঁহার 'প্রকাশত্ব'ই উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না; কারণ, [অন্যের নিকট] নিজের ও অপরের ব্যবহার-যোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা) সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ পদবাচ্য; নির্ব্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই অসম্ভব; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের ন্যায় তাহার অচিদ্রূপতাই (জড়তা) সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, স্ব-পর ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে। না—তাহা হয় না; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য; ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের সম্বন্ধ স্বীকার করিলেইত নির্ব্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

যদি বল, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে ঐ একটী মাত্র বিশেষই স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অপর কোনও বিশেষ গুণ নহে)। ভাল, সেই শ্রুতি-প্রামাণ্যবলেই সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সমস্ত কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণের বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলিও অবশ্য স্বীকার করা উচিত। শক্তিমত্ত্ব (শক্তিশালিত্ব) অর্থ—কার্য্য-বিশেষের অনুকূলতা, তাহাও কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যদর্শনেই নিরূপণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ কাহার কোন্ কার্য্যে শক্তি, তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সেই সকল কার্য্যই যদি

(*) দুরূপপাদম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সর্ব্বসত্তা' ইতি খ•।

নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিনো বস্তুত্বমপি নিষ্প্রমাণম্। 'প্রত্যক্ষানুমানাগমস্বানুভবাঃ সবিশেষগোচরাঃ' (*) ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তস্মাদ্বিচিত্রচেতনাচেতনাত্মকজগদ্রূপেণ "বহু স্যাম্" ইতীক্ষণক্ষমঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্॥ ১।১।১২॥ [পঞ্চমং ঈক্ষত্যধিকরণং সমাপ্তম্]॥

এবং জিজ্ঞাসিতস্য (†) তস্য ব্রহ্মণশ্চেতনভোগ্যভূত-জড়রূপ-সত্ত্বরজস্তমোময়-প্রধানাদ্ ব্যাবৃত্তিরুক্তা; ইদানীং কর্ম্মবশাৎ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতি-

---

নিষ্প্রমাণক বা প্রমাণ-হীন হয়; তাহা হইলে একমাত্র কার্য্যানুসারে নিরূপণীয় সেই শক্তিমত্তাও (শক্তিও) অপ্রমাণ বা প্রমাণশূন্য হইতে পারে। (*)। অপিচ, পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সবিশেষ বা সগুণ বস্তুই প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাস্ত্র) ও স্বীয় অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে; সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদীর পক্ষে [নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের] বস্তুত্বও নিষ্প্রমাণক বা প্রমাণশূন্য (†)। অতএব, বিচিত্র চেতনাচেতনময় জগদাকারে 'বহু হইব' এইরূপ সংকল্প-সমর্থ পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে॥ ১।১।১২॥

॥ পঞ্চম ঈক্ষত্যধিকরণ সমাপ্ত॥

এ পর্য্যন্ত চেতনভোগ্য, জড়স্বভাব, সত্ত্বরজস্তমোময় প্রধান হইতে পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য অভিহিত হইল; ব্রহ্ম যে, শুভাশুভ কর্ম্মের বশীভূত এবং ত্রিগুণাত্মক

(*) গমজস্যানুভবাঃ সবিশেষবিষয়াঃ' ইতি (খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধঃ।

(†) জিজ্ঞাস্যস্য' ইতি (খ) পাঠঃ। জিজ্ঞাসিতব্যস্য' ইতি (গ) পাঠস্তু টীকাসম্মতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে তাঁহার ক্ষমতা আছে। কাহার কোন কার্য্যোৎপাদনে ক্ষমতা আছে, বা নাই; তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই জানা যায়। ব্রহ্মও যে, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তাহাও তাঁহার কার্য্য-দর্শনেই স্থির করিতে হয়। তোমার মতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সেই কার্য্য বিষয়েই যখন কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তাহা যখন কাহারো ব্যবহার-গোচর হয় না; তখন সেই কার্য্যমাত্র-নিরূপ্য শক্তিটীও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, এই কথার কোন অর্থই হয় না।

(§) তাৎপর্য্য—নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদীর মতে যাহা তুচ্ছ বা অসত্য নহে, তাহাই 'বস্তু', তদ্ভিন্ন সমস্তই অবস্তু—মিথ্যা। ব্রহ্ম কখনই তুচ্ছ বা অসত্য নহে; সুতরাং তিনিই একমাত্র 'বস্তু' পদবাচ্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎই তুচ্ছ—'অবস্তু' পদবাচ্য। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাতিরিক্ত স্বানুভবকেও একটী প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন; তাহাদের মতানুসারেই এখানে প্রত্যক্ষাদির উল্লেখ সত্ত্বেও স্বানুভবের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলকথা—যে বস্তুর কোনরূপ গুণ বা ধর্ম্ম নাই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম কিংবা স্বীয় অনুভব, ইহাদের মধ্যে কাহারো প্রবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, তাঁহাতে কোনপ্রকার ধর্ম্ম বা গুণের সম্বন্ধ নাই; তখন তদ্বিষয়ে উক্ত কোন প্রমাণেরই গতি নাই, কাজেই ব্রহ্মের বস্তুত্ব (সত্যত্ব) বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই, বলা যাইতে পারে।

সংসর্গনিমিত্ত-নানাবিধানন্তদুঃখসাগর-নিমজ্জনেন অশুদ্ধাৎ শুদ্ধাচ্চ প্রত্য-গাত্মনোঽন্যৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকং নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্যতে—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ 'আনন্দময়ঃ' (আনন্দময়) পদবাচ্য—[ব্রহ্ম], অভ্যাসাৎ (যেহেতু তাহারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ) [আছে] ॥]

[সরলার্থ :—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" ইতি প্রকৃত্য তৈত্তিরীয়কে "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যঃ অন্তর আত্মা 'আনন্দময়ঃ" ইতি পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র 'আনন্দময়' শব্দেন প্রত্যাগাত্মা জীবঃ পরামৃশ্যতে ? অথবা পরমাত্মা ? তত্র অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষণপূর্ব্বক-সৃষ্ট্যসম্ভবেঽপি চেতনস্য জীবস্য তৎসম্ভবাৎ "তস্য এষ এব শারীর আত্মা" ইত্যত্র আনন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাচ্চ জীব এব আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, ন তু জীবঃ। "কুতঃ ?—"অভ্যাসাৎ,—তে যে শতং প্রজাপতে-রানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ," ইত্যেবং মানুষানন্দমারভ্য উত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ পরমাত্মনি এব নিরতিশয়ানন্দস্য পর্য্যবসানং ব্যবস্থাপিতং—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি," ইত্যাদিনা। নহ্যেবং নিরতিশয় আনন্দো ব্রহ্মণোঽন্যত্র জীবে বা সম্ভবতি। অতঃ পরমাত্মৈব 'আনন্দময়ঃ', নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

'সেই এই আত্মা' হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।' এই প্রকরণেই 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আছে, তাহার নাম 'আনন্দময়', এই শ্রুতিতে ' আনন্দময়' শব্দের উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই আনন্দময় শব্দের অর্থ কি জীব ? না পরমাত্মা ? যদিও অচেতন প্রধানের ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টির সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জীবে ত তাহার সম্ভব হইতে পারে ; অতএব, জীবই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এখানে 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ—জীব নহে। কারণ ?—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আনন্দের উল্লেখই ইহার কারণ। অর্থাৎ মনুষ্যের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শত গুণিত আনন্দ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—'প্রজাপতির যে, শত আনন্দ, তাহা এই আনন্দময়ের একটা মাত্র আনন্দ।' পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, 'ইহাই আনন্দের মীমাংসা বা শেষ।' অর্থাৎ ইহাতেই নিরতিশয় আনন্দ, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অন্য কোথাও নাই। উক্ত নিরতিশয় আনন্দ যখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র একেবারেই অসম্ভব এবং জীবের আনন্দ যখন সাতিশয় বা সীমাবদ্ধ ভিন্ন হইতেই পারে না ; তখন এখানে 'আনন্দময়' শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না ॥ ১।১।১৩ ॥]

প্রকৃতির সম্বন্ধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন, অশুদ্ধ (সংসারী) ও শুদ্ধ (মুক্ত) জীব হইতেও পৃথক্, সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণরহিত ও নিরতিশয় আনন্দময় ; এখন তাহাই প্রতি-পাদিত হইতেছে—"আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ। (*)

(*) তাৎপর্য্য—'আনন্দময়' অধিকরণটী "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" হইতে "অস্মিন্ অস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি।"

তৈত্তিরীয়া অধীয়তে—“স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ” [তৈত্তি—আন০ ১] ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইতি। তত্র সন্দেহঃ,—কিময়মানন্দময়ো বন্ধ-মোক্ষভাগিনঃ প্রত্যগাত্মনো জীবশব্দাভিলপনীয়াদন্যঃ পরমাত্মা ? উত স এব ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ ?—“তস্য এষ এব শারীর আত্মা” [তৈত্তি-আন০ ৫] ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাৎ ; শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা।১।

ননু চ জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতস্য ব্রহ্মণঃ সুখপ্রতিপত্ত্যর্থমন্নময়াদীন্ অনুক্রম্য তদেব জগৎকারণম্ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিশতি। জগৎকারণঞ্চ “তদৈক্ষত” ইতি (*) ‘ঈক্ষণ’- শ্রবণাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর ইত্যুক্তম্।২।

সাংখ্যমতে পূর্ব্বপক্ষ ;

তৈত্তিরীয় শাখীরা ‘সেই এই পুরুষ অন্ন-রসময় অর্থাৎ অন্ন রসের পরিণাম।’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও ‘আনন্দময়’ আত্মা অন্তর অর্থাৎ অন্তর্ব্বর্ত্তী—সূক্ষ্ম।’ ইহাতে সংশয় এই যে, এই আনন্দময় আত্মা কি বন্ধ-মোক্ষভাগী ‘জীব’পদবাচ্য প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথক্—পরমাত্মা ? অথবা সেই জীবই ? কোনটী যুক্তি-সম্মত হয় ? না—প্রত্যক্—জীবাত্মা। কারণ ?—‘এই ‘শারীর’ই তাহার আত্মা,’ এই শ্রুতিতে ‘আনন্দময়’কে ‘শারীর’ বলা হইয়াছে। শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মাই ‘শারীর’-পদবাচ্য ॥ ১ ॥

ভাল, জিজ্ঞাসা করি—জগৎকারণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকেই অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রথমে [অনাত্মা] ‘অন্নময়াদি’ কোষগুলির উপক্রম করিয়া শেষে সেই জগৎকারণকেই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই যে, সেই জগৎকারণ, তাহাও ত ‘তৎ ঐক্ষত” এই ঈক্ষণবোধক শ্রুতি অনুসারে [পূর্ব্বেই] প্রতিপাদিত হইয়াছে। [তবে এখন আর সংশয় কেন ?] ॥ ২ ॥

পর্য্যন্ত আটটী সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখানে এইরূপে অধিকরণ রচিত হইয়াছে। (১) বিষয়—তৈত্তিরীয়-উপনিষদে “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ” এই প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ হইতেও সূক্ষ্ম অন্য আত্মা আছে, যাহার নাম ‘আনন্দময়’। (২) সংশয়—ঐ বাক্যে জগৎ-কারণরূপে যে আনন্দময়ের উল্লেখ আছে ; সেই ‘আনন্দময়’ কি জীব ! অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ— “অস্য এষ এব শারীর আত্মা” অর্থাৎ এই শারীরই (জীবই) তাহার (সেই আনন্দময়ের) আত্মা, এই বাক্যে উক্ত আনন্দময়ের শারীরত্ব নির্দ্দেশ বশতঃ ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, শরীর-সম্বন্ধী—শারীর আত্মা জীব ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। জীবাত্মা যখন চেতন, তখন তাহার পক্ষে ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টিও অসম্ভব হয় না। (৪) সিদ্ধান্ত—“সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি।” অর্থাৎ এখানেই আনন্দের শেষসীমা’ বলায় এই ‘আনন্দময়’ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। কেন না, জীবের আনন্দত সীমাবদ্ধ, এবং তারতম্যযুক্ত। “তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মনঃ” এই স্থানে জগৎকারণরূপে যে আত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; পর পর তাহাকেই ‘শারীর’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রয়োজন—পূর্ব্ববৎ।

(*) ইতি শ্রবণাৎ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

সত্যমুক্তম্ ; স তু জীবাৎ নাতিরিচ্যতে—"অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২]। "তত্ত্বমসি (*) শ্বেতকেতো," [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি কারণতয়া তির্দ্দিষ্টস্য জীবসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ। সামানাধিকরণ্যং হি একত্বপ্রতিপানপরম্ ; যথা—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদৌ। ঈক্ষাপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিশ্চেতনস্য জীবস্যোপপদ্যত এব। অতঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি জীবস্যাচিৎ-সংসর্গবিযুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়োপক্রান্তম্ 'আনন্দময়ঃ (†) ইত্যুপদিশ্যতে। অচিদ্বিযুক্তস্য (‡) স্বরূপস্য লক্ষণমিদমুচ্যতে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। তদ্রূপপ্রাপ্তিরেব হি মোক্ষঃ। "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো০৮।১২।১] ইতি। অতো জীবস্যাবিদ্যাবিযুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়া প্রক্রান্তমানন্দময় ইত্যু-

হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, 'আমি এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব।' 'হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎস্বরূপই।' ইত্যাদি স্থলে কারণরূপে অভিহিত ব্রহ্মেরই জীবের সহিত সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ হইতে জানা যায় যে, সেই জগৎকারণ ঈশ্বরও জীব হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে। 'এই সেই দেবদত্ত' ইত্যাদির ন্যায় একত্ব প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের উদ্দেশ্য। ঈক্ষণপূর্ব্বক যে সৃষ্টি করা, তাহা ত জীবের পক্ষে উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' এই শ্রুতিতে জড়পদার্থের সহিত সম্পর্করহিত জীবের যে, স্বরূপটি প্রথমে প্রাপ্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে ; পশ্চাৎ তাহাই 'আনন্দময়' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই অচিৎ বা জড় সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেরই লক্ষণ কথিত হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ।' সেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ। কেননা, [শ্রুতি বলিয়াছেন—] 'সশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানী হইলে কখনই তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না।' পক্ষান্তরে, 'অশরীর হইলে, প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' অতএব, প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত জীবের অবিদ্যাবিরহিত স্বরূপকেই 'আনন্দময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

দেখ,—[শ্রুতি] প্রকৃত আত্মস্বরূপটী বুদ্ধ্যারূঢ় বা বুদ্ধিগম্য করিবার উদ্দেশে 'শাখা-চন্দ্র'

(*) তত্ত্বমসীতি কারণতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) উপক্রান্তমানন্দময়ঃ' ইত্যংশঃ খ-গ-পুস্তকয়োর্নোপলভ্যতে।

(‡) অচিদ্বিযুক্তস্বরূপস্য' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

পদিশ্যতে। তথা হি—শাখাচন্দ্রন্যায়েনাত্মস্বরূপং দর্শয়িতুম্ 'অন্নময়ঃ পুরুষঃ' (*) ইতি প্রথমং শরীরং নির্দ্দিশ্য তদন্তরভূতং (†) তস্য ধারকং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণং, তস্যাপ্যন্তরভূতং মনঃ, তদন্তরভূতাঞ্চ বুদ্ধিং, 'প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময়ঃ", [তৈত্তি-আনন্দ০, ২-৪] ইতি তত্র তত্র বুদ্ধ্যবতরণক্রমেণ নির্দ্দিশ্য, সর্ব্বান্তরভূতং জীবাত্মানম্ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি, আনন্দ০ ৫।২] ইত্যুপদিশ্য অন্তরাত্মপরম্পরাং সমাপয়তি। অতো জীবাত্মস্বরূপমেব "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি" [তৈত্তি-আনন্দ০, ১।] ইতি প্রক্রান্তং ব্রহ্ম, তদেব 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুপদিষ্টমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ৩ ॥

ন্যায়ে (‡) 'পুরুষ অন্নময়' এই বলিয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরের নির্দ্দেশ করিয়া—পরে 'অন্য অন্তরাত্মা—'প্রাণময়' 'মনোময়', ও 'বিজ্ঞানময়', এই কথা বলিয়া তদপেক্ষাও অন্তরভূত বা সূক্ষ্ম, শরীর-ধারক পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচটী বৃত্তি বা ব্যাপার বিশিষ্ট) প্রাণ; তদপেক্ষা অন্তরভূত সূক্ষ্ম মনঃ, এবং তদপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিয়া, সর্ব্বশেষে [এতদপেক্ষাও] অন্তরভূত অন্য একটী আত্মা [আছে, যিনি] 'আনন্দময়,' এই বলিয়া সর্ব্বান্তরভূত জীবাত্মার নির্দ্দেশ করিয়া অন্তরাত্মার পারম্পর্য্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ অন্তরাত্ম-কথনের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিতেছেন। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে; 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম বস্তু প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে জীবাত্ম-স্বরূপে যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়াছেন ; তিনিই এখানে 'আনন্দময়' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন ; জীবাতিরিক্ত ব্রহ্ম নহে (§) ॥ ৩ ॥

(*) শ্রুতৌ তু "অন্নরসময়ঃ…পুরুষঃ" ইত্যেবং পাঠ উপলভ্যতে, তস্মাৎ অর্থ-কথনমাত্রমেতদ্ ইতি মন্তব্যম্।

(†) 'অন্তরভূতম্' ইত্যত্র অন্তর্ভূতম্' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—'চন্দ্র' কাহাকে বলে, তাহা জানে না ; কিন্তু 'বৃক্ষের শাখা' জানে, এরূপ কোন বালককে যদি 'চন্দ্র' বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে, (যে সময় কোন বৃক্ষের মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই সময়) 'ঐ চন্দ্র' বলিয়া প্রথমেই বৃক্ষের শাখার উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হয় ; পরিজ্ঞাত বৃক্ষ-শাখায় দৃষ্টি স্থির হইলে পর ঐ শাখার উপর বা অন্তরালে জ্যোতির্ম্ময় যে পদার্থটী দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম 'চন্দ্র' ; এইরূপে ক্রমে প্রকৃত চন্দ্রটী বুঝাইতে হয়। এইরূপ কোন অবাস্তব পদার্থের সাহায্যে যে, প্রকৃত বস্তুতে বোধ উৎপাদন প্রণালী, তাহাকেই 'শাখাচন্দ্র ন্যায়' বলা হয়।

আলোচ্য স্থলেও দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্ম-বিষয়ে প্রথমেই কাহারো বোধ সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না ; এই কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমে স্থূল দেহকে 'আত্মা' বলিয়া উপদেশ দিলেন ; পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ক্রমে উপদেশ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মস্বরূপের উপদেশ দিয়াছেন, ; কারণ, শিষ্যগণ এইরূপ উপদেশেই ক্রমে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারে।

(§) তাৎপর্য্য—এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, এ সমস্তই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। সাংখ্যবাদীর পক্ষে যুক্তি এই যে, 'আমি এই জীবাত্মরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,' জগৎকারণের এইরূপে আপনাকে জীবাভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা, এবং "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে সেই জগৎকারণকেই জীবের সহিত সামানাধিকারণ্যে নির্দ্দেশ করা। 'সামানাধিকরণ্য' অর্থই উভয়ের অভেদ, তাহা জগৎকারণের জীবভাবেরই গ্রাহক। তাহার পর "তস্য এব এব শারীর আত্মা", এই শ্রুতিতে শারীর জীবকেই আনন্দময়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অবিশুদ্ধ আত্মা যখন জ্ঞানবলে বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, তখন "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্।" শ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে, ইত্যাদি কারণে 'আনন্দময়' পদে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, তদতিরিক্ত কিছু নহে।

নন্বু "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" [তৈত্তি-আনন্দ০ ৫] ইত্যানন্দময়াদন্যদ্ ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে। নৈবম্ ; ব্রহ্মৈব স্বস্বভাববিশেষেণ (*) পুরুষবিধত্ব-রূপিতং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছরূপেণ ব্যপদিশ্যতে। যথা অন্নময়ো দেহোঽবয়বী স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈরেব (†) "তস্যেদমেব শিরঃ" ইত্যাদিনা শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছবত্তয়া (‡) নিদর্শিতঃ ; তথা আনন্দময়ং ব্রহ্মাপি স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ প্রিয়াদিভির্নিদর্শিতম্। তত্রাবয়বত্বেন রূপিতানাং প্রিয়-মোদ-প্রমোদানন্দা-নামাশ্রয়তয়া অখণ্ডরূপমানন্দময়ং (§) ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে। যদি চানন্দময়াদন্যৎ ব্রহ্মাভবিষ্যৎ, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যপি নিরদেক্ষ্যৎ ; নচৈবং নির্দ্দিশ্যতে।

ভাল, "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", (ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়), এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম উক্ত 'আনন্দময়' হইতে পৃথক্ বস্তু, (উভয়ে এক নহে) ; না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, স্বীয় স্বভাববিশেষানুসারে [আকৃতিসম্পন্ন] পুরুষরূপে রূপিত বা প্রকাশমান ব্রহ্মই শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অন্নময় বা অন্নপুষ্ট এই দেহ অবয়বী বা অবয়বসমষ্টি হইয়াও যেমন আপনা হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারাই আবার 'ইহাই তাহার (দেহের) শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যে শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি বিশিষ্ট রূপে [ভেদ] ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আনন্দময় ব্রহ্মও আপনার অনতিরিক্ত প্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, [কিন্তু ঐ 'প্রিয়' 'মোদ,' 'প্রমোদ' ও ব্রহ্ম পৃথক্ পদার্থ নহে]। অবয়বরূপে কল্পিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ, সকলেই আনন্দাশ্রিত ; এই কারণে অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মই পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (‖)। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থই হইতেন, তাহা হইলে 'সেই এই আনন্দময় হইতেও অন্য একটী অন্তরাত্মা—আছেন ; যাহার নাম ব্রহ্ম', ইহাও নির্দ্দেশ করিতেন ; কিন্তু সেরূপ ত নির্দ্দেশ করেন নাই।

(*) স্বভাববিশেষেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) দেহ এব স্বস্মাদনতিরিক্ত-স্বাবয়বৈরিব' ইতি (খ) পাঠস্তু অসাধীয়ান্।

(‡) শিরঃপক্ষপুচ্ছা অবয়ববত্তয়া' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(§) অখণ্ডমানন্দময়ঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‖) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ একটী শ্রুতি আছে যে, "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ।" অর্থাৎ 'আনন্দময়' যেন একটী পক্ষী ; প্রিয়—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন জনিত প্রীতি তাহার শির ; মোদ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজনিত প্রীতি তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আর প্রমোদ—অভীষ্ট বস্তুর ভোগজাত প্রীতি তাহার উত্তর পক্ষ, ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতিসাধন আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। সেখানে এইরূপে আনন্দময়কে অবয়বী বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করিয়া প্রিয় মোদ ও প্রমোদকে তাহারই অবয়ব বা অংশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবয়ব সমূহ যেরূপ অবয়বী হইতে পৃথক্ ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ প্রিয়মোদাদি ভাবগুলিও আনন্দময় হইতে অতিরিক্ত নহে ; সুতরাং এখানে আনন্দময়-বাক্যে জীবের অতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

এতদুক্তং ভবতি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (*) ইতি প্রক্রান্তং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ইতি লক্ষণতঃ সকলেতরব্যাবৃত্তাকারং প্রতিপাদ্য, তদেব (†) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যাত্মশব্দেন নির্দ্দিশ্য তস্য সর্ব্বান্তরাত্মত্বেন (‡) আত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্‌ বাক্যম্‌ অন্নময়াদিষু তত্তদন্তরতয়া আত্মত্বেন (§) নির্দ্দিষ্টান্‌ প্রাণময়াদীনতিক্রম্য "অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাত্মশব্দেন নির্দ্দেশমানন্দময়ে সমাপয়তি। অত আত্মশব্দেন প্রক্রান্তং (||) ব্রহ্ম আনন্দময়মিতি নিশ্চীয়ত ইতি ॥ ৪ ॥

ননু চ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যুক্ত্বা—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥" [তৈত্ত-আন০ ৬।১]

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,' এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', এইরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকেই আবার অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়া 'সেই এই আত্মা হইতে', ইত্যাদি বাক্যে পুনশ্চ তাহাকেই আবার 'আত্মা' শব্দে উল্লেখ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণত্ব-নিবন্ধন এই আত্মারই প্রকৃত আত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বোক্ত 'অন্নময়' প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মা আপেক্ষিক অন্তর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই (আপেক্ষিক অন্তরভূত) 'প্রাণময়' প্রভৃতি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ উহাদের কথা শেষ করিয়া 'অন্য অন্তরাত্মা—আনন্দময়,' এই বাক্যে 'আনন্দময়ে'ই আত্ম-শব্দ উল্লেখের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব, ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আত্ম'-শব্দ দ্বারা যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 'আনন্দময়' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থ ব্রহ্ম, আর অন্তিম বাক্যস্থ 'আনন্দময়', উভয়ই এক পদার্থ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই কথা বলিয়া পরেই—'ব্রহ্মকে যদি 'অসৎ' (মিথ্যা) বলিয়া জানে, [তাহা হইলে] সে নিজেই 'অসৎ' হইয়া পড়ে, আর ব্রহ্মকে যদি 'সৎ' বলিয়া জানে; [তাহা হইলে, সুধীগণ] ইহাকেও 'সৎ' বলিয়া জানেন। (¶)' এই

(*) ব্রহ্মবিদ্‌' ইত্যারভ্য "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যেতদন্তাঃ শ্রুত্যংশাঃ তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং প্রথমতঃ ষট্‌স্থ কণ্ডিকাসু অনুসন্ধেয়াঃ।

(†) তদ্বদ্‌' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) সর্ব্বান্তরাত্মকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তত্তদন্তরাত্মকত্বেন' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(||) নির্দ্দেশমিত্যাদিঃ প্রক্রান্তমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(¶) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং আত্মাও ব্রহ্ম একই পদার্থ, এখন যে লোক সেই ব্রহ্মকেই অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে; প্রকৃত পক্ষে সে লোক আত্মাকেই (আপনাকেই) অসৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর যে লোক ব্রহ্মকে সৎ (আছেন) বলিয়া মনে করেন, তাহার পক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে, সুতরাং ঐরূপ প্রতীতি দ্বারা তাহার আত্ম-সত্তাই প্রমাণিত হয়।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামাত্মনঃ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ দর্শয়তি; নানন্দময়-জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাম্। ন চানন্দময়স্য প্রিয়-মোদাদিরূপেণ সর্ব্বলোকবিদিতস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (*) যুক্তা। অতো নানন্দময়মধিকৃত্যায়ং শ্লোক উদাহৃতঃ। তস্মাদানন্দময়াদন্যদ্ ব্রহ্ম।

নৈবম্; "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," [তৈত্তি°, আন° ১—৪] ইত্যেবমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতাঃ—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে," ইত্যাদয়ঃ শ্লোকা যথা ন পুচ্ছমাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ, অপি তু অন্নময়াদিপুরুষ-মাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ; এবমত্রাপ্যানন্দময়স্যায়ম্ "অসন্নেব" ইতি শ্লোকো নানন্দময়ব্যতিরিক্তস্য পুচ্ছস্য আনন্দময়স্যৈব ব্রহ্মত্বেঽপি প্রিয়মোদাদি-রূপেণ রূপিতস্যাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (†) যুক্তৈব। পুচ্ছব্রহ্মণোঽপ্যপরিচ্ছিন্নানন্দতয়ৈব হ্যপ্রসিদ্ধতা। ৫।

শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই আত্মারও সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, আর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অসদ্ভাবেই আত্মারও অসদ্ভাব বা নাস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে; কিন্তু, আনন্দময়ের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নহে। বিশেষতঃ, প্রিয়-মোদাদিরূপে আনন্দময় যখন সর্ব্বজনবিদিত, তখন তাহার আর সদ্ভাব ও অসদ্ভাব-জ্ঞানের আশঙ্কা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব, ['অসন্নেব স ভবতি'] এই শ্লোকটী আনন্দময়াধিকারে অর্থাৎ আনন্দময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং ব্রহ্ম 'আনন্দময়' হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ।

না—এরূপ হইতে পারে না; 'ইহাই (কটীর অধোভাগই) [তাহার] পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা—বসিবার আধার; পৃথিবী পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা; অথর্ব্বাঙ্গিরস (অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ) পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা; মহঃ (প্রকাশ—বুদ্ধিগত চিদাভাস) প্রতিষ্ঠা,' এই প্রকার উক্তির পর সেই সকল স্থানে উল্লিখিত 'অন্ন হইতেই প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ যেরূপ কেবল পুচ্ছমাত্রেরই প্রতিপাদক নহে, পরন্তু, কেবল অন্নময়াদি শব্দোল্লিখিত পুরুষেরই প্রতিপাদনে তৎপর, সেইরূপ এখানেও "অসন্ এব স ভবতি" শ্লোকটীও কেবল আনন্দময়ের প্রতিপাদক; কিন্তু আনন্দময়াতিরিক্ত পুচ্ছ-প্রতিপাদক নহে। পক্ষান্তরে, পুচ্ছ ব্রহ্মও যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ, ইহা যখন প্রসিদ্ধ নাই, তখন কেবল আনন্দময়ে ব্রহ্মত্ব হইলেও প্রিয়-মোদাদিরূপে কল্পিত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে॥ ৫॥

(*) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানশঙ্কেতি (খ) পাঠঃ।　　(†) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানশঙ্কা' ইতি (ক) পাঠঃ।

শিরঃপ্রভৃত্যবয়বিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মণো নানন্দময়ো (*) ব্রহ্মেতি চেৎ; ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বপ্রতিষ্ঠাত্বাভাবাৎ পুচ্ছমপি ব্রহ্ম ন ভবেৎ। অথাবিদ্যা-পরিকল্পিতস্য বস্তুনস্তস্যাপ্যাশ্রয়ভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি রূপণমাত্র-মিত্যুচ্যেত। হন্ত তর্হি অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়-শিরস্ত্বাদি-রূপণং ভবিষ্যতি। এবঞ্চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি বিকারাস্পদ-জড়-পরিচ্ছিন্নবস্তুন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তস্যাসুখাদ্ ব্যাবৃত্তিঃ 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুপদিশ্যতে। ততশ্চাখণ্ডৈকরসানন্দরূপে (†) ব্রহ্মণি 'আনন্দময়ঃ' ইতি ময়ট্ 'প্রাণময়ে' ইব স্বার্থিকো দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাদবিদ্যাপরিকল্পিত-বিবিধবিচিত্র-দেবাদিভেদভিন্নস্য জীবাত্মনঃ স্বাভাবিকং (‡) স্বরূপমখণ্ডৈকরসং সুখৈকতানম্ 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুচ্যতে, ইতি 'আনন্দময়ঃ' প্রত্যগাত্মা ইতি ॥ ৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" 'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা; কুতঃ? 'অভ্যাসাৎ'—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি," [তৈত্তি°

যদি বল, ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব না থাকায় ব্রহ্ম 'আনন্দময়' পদবাচ্য হইতে পারেন না; তাহা হইলে [ব্রহ্মের] পুচ্ছত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্বরূপ অবয়ব ধর্ম্ম না থাকায় 'পুচ্ছ'ও ত ব্রহ্ম হইতে পারে না। যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত সেই যে, অবয়ব বস্তু, ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়, তন্নিবন্ধন ব্রহ্মসম্বন্ধে 'পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা' শব্দ দ্বারা রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, (বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মের অবয়ব নহে)। বেশ কথা, তাহা হইলে অসুখব্যাবৃত্ত বা দুঃখ হইতে পৃথগ্ভূত আনন্দময় ব্রহ্মেরও প্রিয়-শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ হইলে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" শ্রুতিতেও বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত [ব্রহ্মের [যে, অসুখ বা সুখের অভাব হইতে ব্যাবৃত্তি, তাহাকেই (সেই পার্থক্যকেই) আনন্দময়' বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। সেই হেতু, অখণ্ড, একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যে, ময়ট্ প্রত্যয়, তাহা 'প্রাণময়' শব্দের ন্যায় স্বার্থে বিহিত (আনন্দশব্দের যাহা অর্থ, সেই অর্থেই বিহিত) বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব, অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেবাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার জীবাত্মার যে, অখণ্ডৈকরস, একমাত্র সুখোন্মুখ স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই 'আনন্দময়' বলিয়া কথিত হয়; অতএব 'আনন্দময়' অর্থ—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) ॥ ৬॥

এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" 'আনন্দময়' অর্থ—পরমাত্মা;

(*) আনন্দময়ং ব্রহ্ম' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) অতশ্চাখণ্ডানন্দৈকরসরূপে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জীবাত্মন একরূপম্' ইতি (গ) পাঠঃ। স্বাভাবিকং রূপম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

আন০ ৮।১] ইত্যারভ্য "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", [তৈত্তি০ আন০ ৯।১] ইত্যেবমন্তেন বাক্যেন শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়দশাশিরস্কোঽভ্যস্যমান আনন্দোঽনন্তদুঃখমিশ্র-পরিমিতসুখলবভাগিনি জীবাত্মন্যসম্ভবন্ নিখিলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-সকলেতরবিলক্ষণং পরমাত্মানমেব স্বাশ্রয়মাবেদয়তি। (*) যথাহ—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর-আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৫।২] ইতি। বিজ্ঞানময়ো হি জীবঃ, ন বুদ্ধিমাত্রং; ময়ট্প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ। প্রাণময়ে ত্বগত্যা স্বার্থিকতা শ্রীয়তে। ইহ তু তদ্বতো জীবস্য সম্ভবান্নানর্থকত্বং ন্যায্যম্। বদ্ধো মুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতৈব, (†) ইত্যভ্যধাস্মহি। প্রাণময়াদৌ তু ময়ড়র্থসম্ভবোঽনন্তরমেব বক্ষ্যতে। কথং তর্হি বিজ্ঞানময়-বিষয়শ্লোকে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কেবলবিজ্ঞানশব্দোপাদানমুপপদ্যতে? জ্ঞাতুরেবাত্মনঃ স্বরূপমপি স্বপ্রকাশতয়া বিজ্ঞানমিত্যুচ্যত ইতি ন দোষঃ, জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতুঃ স্বরূপস্য। স্বরূপনিরূপণ-ধর্ম্মশব্দা হি ধর্ম্মমুখেন

কিহেতু?—অভ্যাসহেতু;—'সেই ইহাই আনন্দের মীমাংসা হয়', এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে' এই পর্য্যন্ত বাক্যে পর পর শতগুণে বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় দশা বা অবস্থাকে যাহার মস্তকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; অভ্যস্যমান (যাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই) আনন্দ কখনই অনন্ত দুঃখসম্বলিত বিন্দুমাত্র সুখভাগী জীবাত্মাতে সম্ভবপর হইতে পারে না; আর পারে না বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী, কেবলই কল্যাণময়, এবং অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরমাত্মাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাপন করে। দেখ, সেখানেই এই প্রকার কথিত হইয়াছে—'সেই এই বিজ্ঞানময়' হইতে অপর অন্তরাত্মা, যিনি আনন্দময়।' [এখানে] 'বিজ্ঞানময়' অর্থ—নিশ্চয়ই জীবাত্মা,—কেবল বুদ্ধিমাত্র নহে, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা উভয়ের ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীত হইতেছে। উপায়ান্তর না থাকায় 'প্রাণময়' স্থলে [ময়ট্ প্রত্যয়ের] স্বার্থিকতা অবলম্বন করা হয়; কিন্তু এখানে যখন জীবেরই বিজ্ঞানবত্তা সম্ভব আছে, তখন [ময়টের] আনর্থক্য কল্পনা করা সমুচিত হয় না। বদ্ধ এবং মুক্ত জীবাত্মাই যে জ্ঞাতা, ইহা বলিয়াছি; আর প্রাণময়াদি স্থলে যে, ময়ট্প্রত্যয়ের অর্থ সম্ভবপর হয় না, ইহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে। ভাল, তাহা হইলে বিজ্ঞানময়-প্রতিপাদক 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন' এই শ্লোকে কেবল 'বিজ্ঞান' পদের উপাদান উপপন্ন হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না; কারণ, বিজ্ঞাতা আত্মার স্বরূপটীও স্বপ্রকাশ, এই জন্য উহা 'বিজ্ঞান' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জ্ঞাতার স্বরূপটীও একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিরূপণীয় বা নির্দ্ধারণের যোগ্য; এই কারণে ধর্ম্মীর স্বরূপ-নিরূপক যে সকল শব্দ ধর্ম্মবাচক হয়,

(*) যথাহ' ইতি (খ) পাঠঃ। তথা হীতি (গ) পাঠঃ। (†) জ্ঞোঽতএব' ইতি (খ) পাঠস্তু অসমীচীনঃ।

ধর্ম্মিস্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি, গবাদিশব্দবৎ। "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" [অষ্টাধ্যায়ী০ ৩।৩।১১৩।] ইতি বা কর্ত্তরি ল্যুট্ আশ্রীয়তে। নন্দ্যাদিত্বং বা আশ্রিত্য "নন্দিগ্রহি" [অষ্টাধ্যায়ী০ ৩।১।১৩৪] ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ল্যুঃ। অত এবচ, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি [তৈত্তি০ আন০ ৫।] ইতি যজ্ঞাদিকর্ত্তৃত্বং বিজ্ঞানস্থ শ্রূয়তে। বুদ্ধিমাত্রস্য হি ন কর্ত্তৃত্বং (*) সম্ভবতি। অচেতনেষু হি চেতনোপকরণভূতেযু বিজ্ঞানময়াৎ

গো প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সেই সকল শব্দও ধর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারা ধর্ম্মীকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে (†)। অথবা, 'কৃত্য প্রত্যয় (তব্য, অনীয়, ক্যপ, ঘ্যণ্, য) এবং ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে - অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থ ভিন্ন অর্থেও হইয়া থাকে'। এই সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও 'ল্যুট্' প্রত্যয় অবলম্বন করা যাইতে পারে। অথবা, নন্দ্যাদি ধাতুর মধ্যে ('জ্ঞা'ধাতুর) পাঠ স্বীকার করিয়া 'নন্দি-গ্রহি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও কর্ত্তৃবাচ্যে 'ল্য' (য্ বা অন) প্রত্যয় [করা যাইতে পারে] (‡)। এই কারণেই 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন, এবং কর্ম্মসমূহ বিস্তার (প্রকাশ) করেন,' এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানের যজ্ঞাদি-কর্তৃত্ব পরিশ্রুত হয়। শুধু বুদ্ধির ত আর কর্তৃত্ব সম্ভব

(*) ন চ বুদ্ধিমাত্রস্ত কর্তৃত্বং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, 'বিজ্ঞানময়' শব্দের অর্থ যদি জীবাত্মা হয়, তাহা হইলে কেবল 'বিজ্ঞান, শব্দে আবার তাহার উল্লেখ হয় কিরূপে? একই জীব ত আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট (বিজ্ঞানময়) হইতে পারে না? তদুত্তরে প্রথম বলা হইল যে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ জীবাত্মা নিজেও স্বপ্রকাশ—জ্ঞানেরই অনুরূপ; এই কারণে জীবকে শুধু 'বিজ্ঞান' শব্দেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার পর বলা হইল যে, একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বভাবিক ধর্ম্ম, সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে; নচেৎ জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায় নাই। যেসকল শব্দ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বোধক এবং সেই ধর্ম্মীরও পরিচায়ক; ধর্ম্মবোধক সেইসকল শব্দ যেমন ধর্ম্মকে বুঝায়, তেমনি ধর্ম্মীকেও বুঝাইয়া থাকে; গো প্রভৃতি শব্দগুলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। গোজাতির স্বভাবসিদ্ধ যে, আকৃতি বিশেষ, তাহাই 'গোশব্দের' মুখ্য অর্থ; সেই 'গো'শব্দে যেমন আকৃতি বুঝায়, তেমন সেই আকৃতিমান্ 'গো'প্রাণীকেও বুঝাইয়াথাকে, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়শ্চ পদার্থঃ।" অর্থাৎ জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদের প্রতিপাদ্য অর্থ। সেইরূপ এই আলোচ্য স্থানেও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—জ্ঞানের প্রতিপাদক 'বিজ্ঞান' শব্দে যেমন জ্ঞানকে বুঝায়, তেমনি সেই জ্ঞানবান্—জীবকেও বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং জীবকে 'বিজ্ঞান' বলায় কোন দোষ হইতে পারে না।

(‡) তাৎপর্য্য—বিপূর্ব্বক 'জ্ঞা'ধাতুর পর ভাববাচ্যে 'লুট্' প্রত্যয় করিয়া 'বিজ্ঞান' পদটী নিষ্পন্ন হয়। বি+জ্ঞানের অর্থ—জ্ঞান, আর ল্যুট্-প্রত্যয়েও সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। এই নিমিত্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদিও 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ—জ্ঞান হউক; তথাপি সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্—জ্ঞাতা আত্মাকেও বুঝিতে হইবে। এখন বলিতেছেন যে, যদিও সাধারণতঃ ভাববাচ্যেই 'লুট্' প্রত্যয়ের বিধান থাকুক, তথাপি "কৃত্যল্যুটো বহুলং" সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও 'ল্যুট্' প্রত্যয় করা যাইতে পারে। কর্তৃবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ হয় বিজ্ঞান-কর্ত্তা—জ্ঞাতা; সুতরাং এপক্ষে 'বিজ্ঞান' শব্দটী সহজেই আত্মাকে বুঝাইতে পারে। আর যদি কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিতে নিতান্তই অমত

প্রাচীনেষন্নময়াদিষু ন চেতনধর্ম্মভূতং কর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে। অত এব, চেতনমচেতনঞ্চ স্বাসাধারণৈর্নিলয়নত্বানিলয়নত্বাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈর্ব্বিভজ্য নির্দ্দিশদ্বাক্যং "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইতি বিজ্ঞানশব্দেন তদ্গুণং চেতনং বদতি। তথা 'অন্তর্যামিব্রাহ্মণে' [বৃহদা০, ৬।৭।২২] "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যস্য কাণ্বপাঠগতস্য পর্যায়স্য স্থানে "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি পর্যায়মধীয়ানা মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্বপাঠগতং বিজ্ঞানশব্দনির্দ্দিষ্টং জীবাত্মেতি স্ফুটীকুর্ব্বন্তি। বিজ্ঞানমিতি চ নপুংসকলিঙ্গং বস্তুত্বাভিপ্রায়ম্। তদেবং বিজ্ঞানময়াৎ জীবাদন্যস্তদন্তরঃ (*) পরমাত্মা 'আনন্দময়ঃ'। যদ্যপি "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি শ্লোকে (†) জ্ঞানমাত্রমেবোপাদীয়তে, ন জ্ঞাতা; তথাপি "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি তদ্বান্ জ্ঞাতৈবোপদিশ্যতে;

হয় না; কারণ, বিজ্ঞানময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অচেতন অন্নময়াদিতে ত চেতন-ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বের কোন কথাই নাই। এই কারণেই (বিজ্ঞান শব্দের চেতন-বাচিত্ব হেতুই) নিলয়নত্ব (বিশ্বাধারত্ব) ও অনিলয়নত্ব (বিশ্বের অনাধারত্ব) প্রভৃতি স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিভাগপূর্ব্বক চেতন ও অচেতনের নির্দ্দেশকারী —'বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন', এই বাক্যটী 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন চেতনকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সেইরূপ, কাণ্বশাখার অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন', বলিয়া যাহা বিজ্ঞানশব্দে অভিহিত হইয়াছে; তাহারই সমানার্থ-প্রকাশক স্থানে মাধ্যন্দিন শাখীরা 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন,' বলিয়া বিজ্ঞানস্থানে 'আত্ম'-শব্দের পাঠ করিয়া কাণ্ব-শাখাগত 'বিজ্ঞান' অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন। বিজ্ঞান শব্দে ক্লীবলিঙ্গ-নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, উহা বস্তু বোধক, [বস্তু শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এই কারণে তদ্বোধক বিজ্ঞান শব্দও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে]। অতএব, এই প্রকারে [জানা যায় যে,] 'বিজ্ঞানময়' জীব অপেক্ষাও অন্তরতম পরমাত্মাই 'আনন্দময়' (অপর কেহ নহে)।

যদিও 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন', এই শ্লোকে কেবলই বিজ্ঞানের উপাদান আছে, জ্ঞাতার উপাদান নাই সত্য, তথাপি 'অপর অন্তরাত্মা, যিনি বিজ্ঞানময়।' এখানে সেই

হয়. তাহা হইলেও 'নন্দি' প্রভৃতি কতগুলি অনির্দ্দিষ্ট ধাতুর উত্তর যে, কর্ত্তৃবাচ্যে 'ল্যু' প্রত্যয়ের বিধান আছে; সেই 'ল্যু' প্রত্যয় করিলেও 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞাতা—আত্মাকেই বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে, 'বিজ্ঞান' শব্দে জ্ঞানসাধন 'বুদ্ধি' অর্থ গ্রহণ করিলে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদি স্থলে বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্বোক্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, অচেতন অন্তঃকরণরূপা বুদ্ধি জ্ঞানের সাধন বৈ কখনই কর্ত্তা—জ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞাতা আত্মাই বুঝিতে হইবে; জ্ঞান বা বুদ্ধি নহে।

(*) তদন্তরঃ' ইতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে। (†) শ্লোকেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

যথা—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যত্র শ্লোকে কেবলান্নোপাদানেঽপি "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যত্র নান্নমাত্রং নির্দ্দিষ্টম্; অপি তু তন্ময়স্তদ্বিকারঃ। এতৎ সর্ব্বং হৃদি নিধায় সূত্রকারঃ স্বয়মেব "ভেদব্যপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৮] ইত্যনন্তরমেব বদতি ॥ ৭ ॥

যদুক্তং—জগৎকারণতয়া নির্দ্দিষ্টস্য "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০ ৬।৩।২], "তৎ ত্বম্ অসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি জীবসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ জগৎকারণমপি জীবস্বরূপান্নাতিরিচ্যতে, ইতি কৃত্বা জীবস্যৈব স্বরূপম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রক্রান্তম্ অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তত্বেনানন্দময় ইত্যুপদিশ্যত ইতি। তদযুক্তম্; জীবস্য চেতনত্বে সত্যপি "তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয় ইতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইতি স্বসংকল্পপূর্ব্বকানন্ত- (*) বিচিত্র-সৃষ্টিযোগানুপপত্তেঃ। শুদ্ধাবস্থস্যাপি হি তস্য সর্গাদিজগদ্ব্যাপারাসম্ভবঃ, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।২১]। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥৮॥

বিজ্ঞানবান্ জ্ঞাতাই (জীবই) উপদিষ্ট হইয়াছে. [বুঝিতে হইবে]। 'অন্ন হইতে প্রজাসমূহ জন্মলাভ করে,' এই শ্লোকে কেবল অন্নের উল্লেখ থাকিলেও 'সেই এই পুরুষ অন্নরসময়', এই স্থানে যেমন কেবল অন্নের উল্লেখ হয় নাই, পরন্তু তন্ময় (অন্নময়)—তাহার বিকার দেহের উল্লেখ হইয়াছে, [বিজ্ঞানময় স্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে]। এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে চিন্তা করিয়া স্বয়ং সূত্রকারই অব্যবহিত পরে "ভেদব্যপদেশাৎ" সূত্র বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি [পূর্ব্বে] জগৎ কারণরূপে উক্ত হইয়াছেন, 'আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া,' এবং 'তুমিই সেই কারণস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে তাঁহারই আবার জীবের সহিত সামানাধিকরণ্য বা অভেদসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করায় প্রমাণ হয় যে, জগংকারণও জীব হইতে অতিরিক্ত নহে [জীবস্বরূপই বটে]। এইরূপ [যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া] যে. 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন', এই স্থলে [পরম শব্দে] জীবেরই স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাকেই [আবার] অসুখ বা দুঃখ হইতে পৃথক্ বলিয়া 'আনন্দময়' শব্দে উপদেশ করা হয়, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, জীবের চেতনত্ব থাকিলেও 'তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতিতে যে, স্বীয় সংকল্প-বলে অনন্তপ্রকার বিবিধ সৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। [জীব] বিশুদ্ধাবস্থাপন্ন হইলেও যে, তাহার পক্ষে জগৎ-নির্ম্মাণাদি ব্যাপার সম্ভব হয় না; তাহা "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্," ও "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাৎ।" এই সূত্রদ্বয়ে উপপাদিত হইবে ॥ ৮ ॥

* বিবিধবিচিত্র ইতি (গ) পাঠঃ।

কারণভূতস্য ব্রহ্মণো জীবস্বরূপত্বানভ্যুপগমে "অনেন জীবেনাত্মনা," "তত্ত্বমসি" ইতি সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশঃ কথমুপপদ্যত ইতি চেৎ ; কথং বা নিরস্তনিখিলদোষগন্ধস্য সত্যসংকল্পস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণস্য সকলকারণভূতস্য (*) ব্রহ্মণো নানাবিধানন্তদুঃখাকর-কর্ম্মাধীন-চিন্তিত-নিমিষিতাদিসকলপ্রবৃত্তি-জীবস্বরূপত্বম্ ? অন্যতরস্য মিথ্যাত্বেনোপপদ্যত ইতি চেৎ ? কস্য ভোঃ ?—কিং হেয়সম্বন্ধস্য ? কিংবা হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানস্বভাবস্য ? হেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানস্য ব্রহ্মণোঽনাদ্যবিদ্যাশ্রয়ত্বেন হেয়সম্বন্ধ-প্রতিভাসো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে,—ব্রহ্মণো হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানত্বমনাদ্যবিদ্যাশ্রয়ত্বেনানন্তদুঃখবিষয়-মিথ্যাপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বঞ্চেতি। অবিদ্যাশ্রয়ত্বং তৎকার্য্য-দুঃখপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বঞ্চৈব হি হেয়সম্বন্ধঃ ; তৎসম্বন্ধিত্বং তৎপ্রত্যনীকত্বঞ্চ (†) বিরুদ্ধমেব। তথাপি তস্য মিথ্যাত্বাৎ ন বিরোধ ইতি মা বোচঃ। মিথ্যাভূতমপ্যপুরুষার্থ এব, যন্নিরসনায় সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি

যদি বল, কারণরূপী ব্রহ্মের জীবস্বরূপত্ব স্বীকার না করিলে 'এই জীবাত্মারূপে—' এবং 'তুমি তৎস্বরূপ', এই সামানাধিকরণ্য বা জীব ও জগৎকারণের অভেদ নির্দ্দেশ উপপন্ন হয় কিরূপে? [ভাল,] সর্ব্বপ্রকার দোষগন্ধবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, যাহার অবধি ও যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসংখ্য কল্যাণময় গুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বকারণরূপী ব্রহ্মের, যাহার চিন্তা [এমন কি] নিমেষাদি সমস্ত ব্যাপারই নানাবিধ অনন্ত দুঃখোৎপাদক [প্রাক্তন] কর্ম্মের অধীন, তাদৃশ জীবস্বরূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, অন্যতরের অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্ব দ্বারাই উহা উপপন্ন হইতে পারে? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যাত্ব কাহার ?—কি হেয়গুণ সম্বন্ধের? কিংবা হেয়গুণের প্রতিপক্ষ কেবল কল্যাণময় গুণের প্রতি পক্ষপাত-স্বভাবের? যদি বল, ব্রহ্ম যখন হেয়বিরোধী কেবলই কল্যাণময়গুণপূর্ণ, তখন তৎসম্বন্ধে অনাদি অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া হেয়সম্বন্ধের প্রতিভাস-প্রতীতিই মিথ্যা। একই ব্রহ্মের যে, হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময় গুণতৎপরতা, আর অনাদি অবিদ্যাশ্রিতত্বনিবন্ধন অনন্তদুঃখবিষয়ক মিথ্যাপ্রতীতির আশ্রয়তা, ইহা বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে। কেন না, অবিদ্যাশ্রয়ত্ব এবং তজ্জনিত দুঃখপ্রতীতির আশ্রয়ত্বই প্রকৃত হেয়সম্বন্ধ ; সুতরাং [একই স্থলে] হেয়সম্বন্ধ ও তৎপ্রতিকূলত্ব নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। তথাপি মিথ্যা বলিয়াই যে উহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, মিথ্যা হইলেও উহা অপুরুষার্থ বা পুরুষের অপ্রার্থনীয়ই বটে, যাহার অপনয়নার্থ সমস্ত

(*) সকলভূতকারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তৎপ্রত্যনীকঞ্চেতি (গ)। হেয়প্রত্যনীকত্বঞ্চ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

ক্রমে। নিরসনীয়াপুরুষার্থযোগশ্চ হেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানতয়া বিরুধ্যতে। কিং কুর্ম্মঃ ? "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতাং, "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি সত্যসঙ্কল্পতাঞ্চ (*) ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্যৈব ব্রহ্মণঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সামানাধিকরণ্যেনানন্তদুঃখাশ্রয়-জীবৈক্যং প্রতিপাদিতম্; তদন্যথানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি পরিকল্পনীয়ম্ (†) ইতি চেৎ; শ্রুতোপপত্তয়েঽপ্যনুপপন্নং বিরুদ্ধঞ্চ ন কল্পনীয়ম্। অথ হেয়সম্বন্ধ এব পারমার্থিকঃ, কল্যাণৈকতানস্বভাবতা তু মিথ্যাভূতা; হন্তৈবং তাপত্রয়াভিহতচেতনোজ্জিজীবিষয়া প্রবৃত্তং শাস্ত্রং 'তাপত্রয়াভিহতিরেবাস্য পারমার্থিকী, কল্যাণৈকতানস্বভাবস্তু ভ্রান্তিপরিকল্পিতঃ' ইতি বোধয়ৎ সম্যগুজ্জীবয়তি ! ॥ ৯ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র আরব্ধ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই বলিতেছ; নিরসনযোগ্য বা পরিহার্য্য অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ ত হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময়-গুণপ্রবণতা ধর্ম্মের সহিত নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বল, কি করি, 'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,' এখানে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে—'হে সোম্য ! এই জগৎ অগ্রে সৎই ছিল,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজগৎকারণতা এবং 'তিনি ঈক্ষা করিলেন' এই শ্রুতিতে সত্যসংকল্পত্বও প্রতিপাদন করিয়া পুনশ্চ "তৎ ত্বমসি" বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মেরই সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ দ্বারা যে, অনন্তদুঃখাশ্রয় জীবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে সে কথার উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না বলিয়াই ব্রহ্মের অবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলেও তাদৃশ উপপত্তির জন্য যুক্তিবিগর্হিত ও প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি বল, হেয়-সম্বন্ধই পারমার্থিক বা সত্য, আর [ব্রহ্মের] একমাত্র কল্যাণপরতা স্বভাবটীই মিথ্যাভূত বা অসত্য; তাহা হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রে যদি জীবের তাপত্রয়-সম্বন্ধকে পারমার্থিক, আর কল্যাণপ্রবণতা স্বভাবকেই ভ্রান্তি-কল্পিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ত্রিতাপ-তাপিত চেতনের—জীবগণের শান্তিবিধানার্থ আরব্ধ শাস্ত্রকে ত খুবই শান্তি-বিধায়ক বলিতে হয় ! (‡) ॥৯॥

(*) সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণস্য সকলকারণভূতস্য' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(†) পরিকল্পিতম্' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম কেবলই কল্যাণময় গুণগণ-সম্পন্ন, আর জীব তদ্বিপরীত প্রাক্তন কর্ম্মাধীন বিবিধ দুঃখযুক্ত, কর্ম্মেরও নিদান অবিদ্যা; সুতরাং জীবে অবিদ্যাও আশ্রিত রহিয়াছে। এখন জীব ও ব্রহ্ম যদি এক অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্র উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না; এই ভয়ে অভেদ-বাদী বলিতেছেন যে, না ঐরূপ বিরোধ হইতে পারে না; কারণ জীবগত হেয় গুণ দুঃখ ও ব্রহ্মগত কল্যাণগুণ-

অথৈতদ্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রস্বরূপাতিরিক্তং(*) জীবত্ব-দুঃখিত্বাদিকং, সত্যসংকল্পত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-জগৎকারণত্বাদ্যপি মিথ্যাভূতমিতি কল্পনীয়মিতি চেৎ; অহো ভবতাং বাক্যার্থপর্য্যালোচন-(†) কুশলতা! এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানং (‡) সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বে সর্ব্বস্য জ্ঞাতব্যস্যাভাবাৎ ন সম্পৎস্যতে। যথৈক-বিজ্ঞানং পরমার্থবিষয়ং, তথৈব সর্ব্ববিজ্ঞানমপি যদি পরমার্থবিষয়ং তদন্তর্গতঞ্চ, তদা তজ্জ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি শক্যতে বক্তুম্। ন হি পরমার্থশুক্তিকা-জ্ঞানেন তদাশ্রয়মপরমার্থরজতং জ্ঞাতং (§) ভবতি ॥ ১০ ॥

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারের মানসে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত যে, জীবত্ব ও দুঃখিত্বাদি ধর্ম্ম, এবং সত্যসংকল্পত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও জগৎকারণত্বাদি ধর্ম্ম, তৎসমস্তই মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদের বাক্যার্থ-বিচার-কৌশল অতি চমৎকার! কারণ, সমস্তই মিথ্যা হইলে কোনই জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় পূর্ব্বে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ত উপপন্ন হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞাত এক-বিজ্ঞান যেরূপ সত্যবস্তুবিষয়ক, সর্ব্ববিজ্ঞানও যদি ঠিক সেইরূপই পরমার্থবিষয়ক এবং নিজেও যদি পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেই সেই একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয়; ইহা বলা যাইতে পারে। কেন না, যথার্থ শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা কখনই সেই শুক্তিকায় অসত্য রজত বিজ্ঞাত হয় না (||) ॥১০॥

সম্বন্ধ, এই উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যা বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে। কেন না, মিথ্যার সহিত সত্য পদার্থের কখনই বিরোধ হইতে পারে না। একথার উপর জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মিথ্যা হইবে কোনটী?—জীবগত হেয় গুণ সম্বন্ধ? কিংবা ব্রহ্মগত কল্যাণ গুণসম্বন্ধ? তন্মধ্যে জীবগত হেয় গুণসম্বন্ধটী—অবিদ্যা-কল্পিত হইলেও উহা যখন অপুরুষার্থ, পরিত্যাগই, এবং অবিদ্যামূলক ঐ হেয় দুঃখ-সম্বন্ধ-নিরাসার্থই যখন সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা আরম্ভ, তখন অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত হেয় গুণকে মিথ্যা বলিলেও অবিরোধের কারণ কি আছে? পরন্তু বিরোধনিবন্ধনই উহার মিথ্যাত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(*) স্বরূপতাতিরিক্তেতি (গ) পাঠঃ। (†) বাক্যার্থালোচন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) সর্ব্বজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) রজতজ্ঞানম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(||) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, সত্য, মিথ্যা কখনও একজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; যথার্থ শুক্তি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, শুক্তিকায় ভ্রমকল্পিত রজত কখনই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একবিজ্ঞানে যে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই 'এক' পদার্থটাই যদি সত্য হয়, আর তদতিরিক্ত 'সর্ব্ব' পদবাচ্য সমস্ত পদার্থই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে যথার্থ-সত্য সেই 'এক' পদার্থটীর জ্ঞানে কখনই তদাশ্রিত মিথ্যাময় অপর 'সর্ব্ব' পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সত্য ও মিথ্যা কখনই একটী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সুতরাং এপক্ষে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না।

অথোচ্যেত—এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়া অয়মর্থঃ,—নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রমেব (*) সত্যমন্যদসত্যমিতি। ন তর্হি "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রূয়েত; যেন শ্রুতেনাশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি হ্যস্য (†) বাক্যস্যার্থঃ। কারণতয়োপলক্ষিত-নির্ব্বিশেষ-বস্তুমাত্রস্যৈব সদ্ভাবশ্চেৎ প্রতিজ্ঞাতঃ, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্" ইতি দৃষ্টান্তোঽপি ন ঘটতে। মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞানেন হি তদ্বিকারস্য জ্ঞাততা নিদর্শিতা। তত্রাপি বিকারস্য সত্যতাভিহিতেতি (‡) চেৎ; মৃদ্বিকারস্য রজ্জু সর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রূষোরসিদ্ধ (§) মিতি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সম্ভাবনাপ্রদর্শনায় (||) "যথা সোম্য" ইতি প্রসিদ্ধবদুপন্যাসো ন যুজ্যতে। নচ 'তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্য-জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগ্ বিকারজাতস্যাসত্যতামাপাদয়ৎ (¶) তর্কানুগৃহীতমননুগৃহীতং বা প্রমাণমুপলভামহ ইতি। অয়মর্থঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্ম সূ°, ২।১।১৫] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

---

পক্ষান্তরে যদি বল, 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' কথার অর্থ এই যে, নির্ব্বিশেষ সৎপদার্থ ই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই অসত্য। তাহা হইলে যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত (চিন্তিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়', ইহা কখনই পরিশ্রুত হইত না; 'যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত পদার্থও পরিশ্রুত হয়', ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আর যদি কারণতা-বিশিষ্ট-বস্তুরই কেবল সত্যতা প্রতিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে, 'হে সোম্য! যেমন একটী মাত্র মৃৎপিণ্ড দ্বারাই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়', এই দৃষ্টান্তের উল্লেখও সঙ্গত হয় না। কেন না, মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদ্বিকার—মৃন্ময় বিজ্ঞাত হয়, ইহাই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল, সেখানেও মৃত্তিকা-বিকারের অসত্যতাই অভিহিত হইয়াছে; তাহা হইলেও, মৃদ্বিকার ঘটাদি পদার্থ যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অসত্য, ইহা যখন শ্রোতার প্রতীতিগম্য নহে; তখন প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনার্থ 'হে সোম্য যেমন—' এই দৃষ্টান্তটীর প্রসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যুক্তি-সঙ্গত হয় না। আর "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য-সমুৎপাদিত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বিকার-সমূহের অসত্যতা-প্রতিপাদক যে, তর্কানুমোদিত বা তর্কবিরহিত কোনও প্রমাণ দেখা যায় না তাহা "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ," এই সূত্রে বলা হইবে। আর 'হে

(*) বস্তুমাত্রম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) তস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) অভিপ্রেতা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(§) অপ্রসিদ্ধম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।
(||) প্রতীতার্থসম্ভাবনায়' ইতি (গ) পাঠঃ
(¶) তর্কেণানুগৃহীতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

দ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত", [ছান্দো০, ৬।২।১।১,৩]। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "সম্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ,...ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৮।৬] ইত্যাদিনাস্য জগতঃ সদাত্মকতা, সৃষ্টেঃ পূর্ব্বকালে নাম-রূপবিভাগাগ্রহণং, জগদুৎপত্তৌ সচ্ছব্দ-বাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বম্। সৃষ্টিকালে অহমেবানন্ত-স্থিরত্রসরূপেণ (*) বহু স্যাম্, ইত্যনন্যসাধারণঃ সংকল্পবিশেষঃ, যথাসংকল্পমনন্তবিচিত্রতত্ত্বানাং বিলক্ষণক্রমাবশেষবিশিষ্টা সৃষ্টিঃ, সমস্তেষ্বচেতনেষু বস্তুষু স্বাত্মকজীবানুপ্রবেশেন অনন্তনাম-রূপ-ব্যাকরণং, স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য স্বমূলত্বং স্বায়তনত্বং স্বপ্রবর্ত্ত্যত্বং স্বেনৈব জাবনং স্বপ্রতিষ্ঠত্বমিত্যাদ্যনন্তবিশেষাঃ প্রতিপাদিতাঃ। তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষ্বপ্যপহতপাপ্মত্বাদি-নিরস্তনিখিলদোষতা-সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সর্ব্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণাবিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রতিপাদিতাঃ। এবমনন্যগোচরানন্তবিশেষণ-

---

সোম্য! এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' 'আমি এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও রূপে অবিব্যক্ত করিব।' 'হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই (পদার্থই) সৎ হইতে উৎপন্ন (সম্মূলক) সতে অবস্থিত এবং সৎ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সতেই বিলীন হয়।' 'এই সমস্তই এতদাত্মক।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা একমাত্র শাস্ত্রগম্য এই সকল বিষয়রাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই জগৎ সদাত্মক বা সৎস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ-বিভাগের অপ্রতীতি এবং 'সৎ'-পদার্থ ব্রহ্মের জগদুৎপাদনকার্য্যে অতিরিক্ত কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই এবং সৃষ্টিকালেও অনন্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপে আমিই 'বহু হইব' এই-রূপ অনন্যসাধারণ (অন্যত্র যাহা নাই, এরূপ) কামনাবিশেষ, সংকল্পানুসারে অনন্ত নানাবিধ বস্তুসমূহের বিভিন্নক্রমে বিশিষ্টপ্রকার সৃষ্টি, সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে স্বাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ) জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা অনন্ত নাম-রূপের প্রকটীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মমূলকত্ব, ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপ্রবর্ত্ত্যত্ব এবং ব্রহ্মের দ্বারাই জীবন ধারণ, কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ, ইত্যাদি। অপরাপর প্রকরণেও অপর সর্ব্ববিধ প্রমাণের অবিষয় (একমাত্র শাস্ত্রগম্য) অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদোষসম্বন্ধাভাব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সত্যকামতা, সত্যসংকল্পতা, সর্ব্বানন্দহেতুভূত নিরতিশয় আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অসাধারণ

(*) 'স্থিরচররূপেণ' ইতি (খ) পাঠঃ।

বিশিষ্ট-প্রকৃতব্রহ্মপরামর্শি-তচ্ছব্দস্য নির্ব্বিশেষ বস্তুমাত্রোপদেশপরত্বম-সঙ্গতত্বেনোন্মত্তপ্রলপিতায়িতম্(*)। (†)ত্বং-পদঞ্চ সংসারিত্ববিশিষ্টজীববাচি, তস্যাপি নির্ব্বিশেষস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে স্বার্থঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। নির্ব্বিশেষপ্রকাশস্বরূপস্য চ বস্তুনো হ্যবিদ্যয়া তিরোধানং স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিভিঃ ন সম্ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। এবঞ্চ সতি, সমানাধিকরণপ্রবৃত্তয়োস্তত্ত্বমিতি পদয়োর্দ্বয়োরপি মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন লক্ষণা চ সমাশ্রয়ণীয়া ॥ ১১ ॥

অথোচ্যেত,—সমানাধিকরণপ্রবৃত্তানাম্ একার্থ প্রতিপাদনপরতয়া বিশেষণাংশে তাৎপর্যাসম্ভবাদেব বিশেষণনিবৃত্তের্ব্বস্তুমাত্রৈকত্বপ্রতিপাদনাৎ ন লক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। যথা 'নীলমুৎপলম্' ইতি পদদ্বয়স্য বিশেষ্যৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বেন নীলত্বোৎপলত্বরূপ-বিশেষণদ্বয়ং ন বিবক্ষ্যতে। তদ্বিবক্ষায়াং হি নীলত্ববিশিষ্টাকারেণ উৎপলত্ববিশিষ্টাকারস্যৈকত্ব-প্রতিপাদনং প্রসজ্যেত; তত্তু ন সম্ভবতি, নহি নৈল্যবিশিষ্টাকারেণ তদ্বস্তু

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট যে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম, তাঁহার বোধক 'তৎ'পদের যে, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকতা কল্পনা, অসঙ্গতত্ব হেতু তাহা উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় হয়। 'ত্বং' (তুমি) পদটী সাধারণতঃ সংসারিত্ববিশিষ্ট জীববোধক; তাহারও যদি নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-বোধকত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর, স্বরূপ-বিনাশ-সম্ভাবনা-দোষে যে, নির্ব্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবিদ্যা দ্বারা তিরোধান বা আবরণ হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার, সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করায় লক্ষণা বৃত্তির স্বীকার করিতে হয়॥ ১১ ॥

যদি বল, সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত শব্দসমূহের একার্থ বা অভেদ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য; সুতরাং সেস্থলে বিশেষণাংশে তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না; এই কারণে আপনা হইতেই বিশেষণাংশ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবল বস্তুগত একত্ব মাত্রই প্রতীত হয়; অতএব, সে স্থলে আর লক্ষণার সম্ভাবনাই নাই। দৃষ্টান্ত এই যে,—'নীলবর্ণ উৎপল' বলিলে এস্থলে বিশেষণ ও বিশেষ্য, উভয় পদেরই একমাত্র বিশেষ্য-বোধনে তাৎপর্য্য থাকায় 'নীলত্ব' ও 'উৎপলত্ব' এই দুইটী বিশেষণ আর পৃথগ্‌ভাবে বক্তার অভিপ্রেত হয় না। আর যদি নীলত্ব ও উৎপলত্বের পৃথক্ প্রতীতিই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎপলত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থটীর (উৎপলের) নীলত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে অভেদ প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত; অথচ তাহা ত সম্ভব হয় না; কারণ, উৎপল পদার্থ টী কখনই উৎপল পদ দ্বারা নীলত্ববিশিষ্টরূপে বিশেষিত হয় না; কেন না, তাহা হইলে জাতি

(*) প্রলপিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ত্বেন' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

উৎপলপদেন বিশিষ্যতে, জাতি-গুণয়োরন্যোন্যসমবায়প্রসঙ্গাৎ। অতো নীলত্বোৎপলত্বোপলক্ষিত-বস্ত্বৈক্যমাত্রং সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদ্যতে। তথা (*) 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি (†) অতীতকাল-বিপ্রকৃষ্টদেশবিশিষ্টস্য তেনৈব রূপেণ সন্নিহিতদেশ-বর্ত্তমানকালবিশিষ্টতয়া প্রতিপাদনানুপপত্তেরুভয়-দেশকালোপলক্ষিতস্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদ্যতে। যদ্যপি নীলমিত্যাদ্যেকপদশ্রবণে প্রতীয়মানং বিশেষণং সামানাধি-

---

ও গুণের মধ্যে পরস্পর সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর কেবল একত্বই উক্ত সামানাধিকরণ্য দ্বারা প্রতিপাদিত হয় (‡)। 'এই সেই দেবদত্ত' এই স্থলেও অতীতকালীন ও ব্যবহিতদেশবর্ত্তী পুরুষের সেইরূপেই অর্থাৎ অতীতকালীনত্ব ও ব্যবহিতদেশবর্ত্তিত্বরূপেই সন্নিহিত দেশবর্ত্তিত্ব ও বর্ত্তমানকালীনত্ব-ধর্ম্মের প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব হয় না ; এই কারণে সেস্থলে সামানাধিকরণ্য দ্বারা ঐ উভয় ধর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষের একত্ব বা অভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (§)। কেবল 'নীল' এই একটীমাত্র পদশ্রবণে যে বিশেষণের প্রতীতি হয়, বিরোধ থাকায় সামানাধিকরণ্যসময়ে

(*) যথেতি (খ) পাঠঃ। (†) ইতি তৎকালেতি (খ) পাঠঃ।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, সামানাধিকরণ্য স্থলে একটী বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া অপর বিশেষণাংশ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষণাংশগুলি বিশেষ্যার্থেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ প্রতিপাদনে ক্ষমতা নাই। "তৎ ত্বম্ অসি", প্রভৃতি পদের সামানাধিকরণ্য স্থলেও বিশেষণীভূত তৎকালীনত্ব ও পরোক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং বর্ত্তমানত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, একমাত্র বিশেষ্যভূত চৈতন্যের একত্বপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য ; সুতরাং সে স্থলে বিশেষণাংশ থাকিলেও যেন নাই, বলিয়াই মনে করিতে হইবে। অতএব আপনা হইতেই বিশেষণভাগ পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং একমাত্র বিশেষ্যার্থেরই প্রাধান্য থাকায় এমতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাব অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। 'নীলোৎপল' প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়ম। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিশেষণভাগের যদি কেবল বিশেষ্যপরতা স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অর্থ-বোধকতা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে আর উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতীতি হইতে পারে না। এই একত্ব-প্রতীতির ব্যাঘাত প্রদর্শনার্থই 'নীলোৎপলাদি' দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণের যদি স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থ-বোধকতা থাকে ; তাহা হইলে 'নীলউৎপল' বলিলে এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে যে, উৎপল বস্তুটীর দুইটী বিশেষণ, একটী নীলত্ববিশিষ্ট নীল, অপরটী স্বীয় উৎপলত্ব। এরূপ হইলে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবও নিশ্চয় করা যায় না, অধিকন্তু, নীলত্ববিশিষ্ট বস্তুটীই 'উৎপল' পদ দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে ; তাহার ফলে নীলগুণ ও উৎপলত্ব, এই উভয়ই উভয়ে সমবেত সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত হইতে পারে ; একথাও নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, এখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যাহাতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে বা ছিল ; তাদৃশ বস্তুর একত্বই 'নীলঃউৎপলঃ' এই সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদিত করা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবেন। এতদনুসারে আলোচ্য স্থলেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাব প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই॥

(§) তাৎপর্য্য—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্তনামক ব্যক্তি), এই স্থলে 'তৎপদের অর্থ অতীত-কালবর্ত্তী ও ব্যবহিতস্থানবর্ত্তী, আর 'ত্বং' পদের অর্থ বর্ত্তমানকালবর্ত্তী ও সন্নিহিতদেশস্থ। অতীতকালীন

করণ্যবেলায়াং বিরোধাৎ ন প্রতিপাদ্যতে। তথাপি বাচ্যেঽর্থে প্রধানাংশস্য প্রতিপাদনান্ন লক্ষণা; অপি তু বিশেষণাংশস্যাবিবক্ষামাত্রম্, সর্ব্বত্র সামানাধিকরণ্যস্যৈষ (*) স্বভাবঃ, ইতি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি॥ ১২॥

তদিদমসারম্, সর্ব্বেষ্বেব বাক্যেষু পদানাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধার্থসংসর্গবিশেষমাত্রং প্রত্যায্যম্। (†) তত্র সমানাধিকরণ-প্রবৃত্তানামপি (‡) নীলাদিপদানাং নৈল্যাদিবিশিষ্ট এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ পদান্তরার্থসংসৃষ্টোঽভিধীয়তে। যথা 'নীলমুৎপলমানয়' ইত্যুক্তে নীলিমাদিবিশিষ্টমেবানীয়তে। যথা চ 'বিন্ধ্যাটব্যাং মদমুদিতো মাতঙ্গগণস্তিষ্ঠতি' ইতি পদদ্বয়াবগতবিশেষণবিশিষ্ট এবার্থঃ প্রতীয়তে। এবং বেদান্তবাক্যেষ্বপি সমানাধিকরণনির্দ্দেশেষু তত্তদ্বিশেষণবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্। নচ বিশেষণ-

---

(নীলবর্ণবিশিষ্ট উৎপল', এইরূপ প্রতীতিকালে) যদিও সেই বিশেষণের প্রতীতি হয় না সত্য; তথাপি বাচ্যার্থে (শব্দের শক্তিগম্য যে অর্থ, তাহাকে বাচ্যার্থ কহে।) প্রধান অংশটীর প্রতিপাদিতর থাকায়, এখানে আর 'লক্ষণা' করার আবশ্যক হয় না, পরন্তু বিশেষণ অংশটীর অবিবক্ষা করা হয় মাত্র; ইহাই যখন সামানাধিকরণ্যের সার্ব্বত্রিক স্বভাব, তখন এমতে কোনও দোষ হইতে পারে না॥ ১২॥

না এ কথা যুক্তিসম্মত হয় না; কারণ, সমস্ত বাক্যেই অর্থাৎ কি সমানাধিকরণ, কি ব্যধিকরণ, সর্ব্বত্রই পদসমূহের কেবল ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতিগম্য হইয়া থাকে। তদনুসারে সমানাধিকরণভাবে প্রবৃত্ত 'নীল' প্রভৃতি পদসমূহেরও নীলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ; সেই অর্থই অপর পদার্থের সহিত সম্বদ্ধভাবে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র, বুঝিতে হইবে। এ কথার উদাহরণ এই যে, 'নীল উৎপল আনয়ন কর।' এই কথা বলিলে নীলত্বধর্ম্মবিশিষ্ট উৎপলই আনীত হয়, এবং 'বিন্ধ্যপর্ব্বতে মদ-মুদিত (মদোন্মত্ত) মাতঙ্গসমূহ অবস্থান করে', এই স্থলে ['বিন্ধ্যপর্ব্বত'ও 'মদমুদিত' এই] পদদ্বয়-লব্ধ বিশেষণবিশিষ্টরূপেই বিশেষ্যপদার্থের (মাতঙ্গসমূহের) প্রতীতি হইয়া থাকে; (কেবলই বিশেষ্যের নহে)। এইরূপ সমানাধিকরণপ্রয়োগ স্থলে বেদান্ত বাক্যেও বিশেষ বিশেষ বিশেষণ

পদার্থ ও বর্ত্তমান কালীন পদার্থ এক হইতে পারে না, এই কারণে বাধ্য হইয়া 'ঐ বিরুদ্ধ বিশেষণ দ্বয়ে উপলক্ষিত' বলিতে হইবে। অর্থাৎ কোন সময় ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিল মাত্র, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা নাই; সুতরাং এই ভাবে তত্ত্বভয়ের ঐক্যে ও কোন বাধা ঘটিতে পারে

(*) এবেতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রত্যাপ্যম্' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।
(‡) সামানাধিকরণ্যপ্রবৃত্তানাম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

বিবক্ষায়ামিতরবিশিষ্টাকারং বস্ত্বন্যেন বিশেষিতব্যম্ (*) ; অপি তু সর্ব্বৈর্ব্বিশেষণৈঃ স্বরূপমেব বিশেষ্যম্।

তথাহি "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।" [কৈয়ট বৃদ্ধ্যাহ্নিকে]। (†) অন্বয়েন নিবৃত্ত্যা বা পদান্তর-প্রতিপাদ্যাকারাদাকারান্তরযুক্ততয়া তস্যৈব বস্তুনঃ পদান্তরপ্রতিপাদ্যত্বং সামানাধিকরণ্যকার্য্যম্। যথা 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষোঽদীনোঽ-কৃপণোঽনবদ্যঃ' ইতি। যত্র ত্বেকস্মিন্ বস্তুনি সমন্বয়াযোগ্যং বিশেষণদ্বয়ং

বিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের প্রতীতি করা আবশ্যক (‡)। আর বিশেষণের বিবক্ষা হইলেই যে, অন্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে অন্য দ্বারা অবশ্যই বিশেষিত করিতে হইবে; এ কথাও বলা যায় না; পরন্তু, সমস্ত বিশেষণ দ্বারা একই বস্তুস্বরূপ বিশেষিত করিতে হয়।

দেখ, বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে, একটী মাত্র অর্থ-বোধকতা, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য।' এখন, অন্বয় (সম্বন্ধ) দ্বারাই হউক বা অন্যার্থবাধ নিবন্ধনই হউক, যাহাতে পদান্তর-প্রতিপাদ্য হওয়ায় অর্থগত পার্থক্য না ঘটে, এরূপভাবে যে, সেই একই বস্তুকে বিভিন্ন পদে প্রতিপাদন করা, তাহাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য বা ফল। উদাহরণ যথা—'দেবদত্ত শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন, অদীন (দরিদ্র নহে), অকৃপণ ও অনবদ্য বা অনিন্দনীয়'। (§) আর যেখানে একই বস্তুতে অন্বয়ের অযোগ্য দুইটী বিশেষণ সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত হয়,

---

(*) বিশেষ্টব্যম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　(†) অত্র 'ইতি' শব্দঃ (ঘ) পুস্তকে দৃশ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য—যে সকল পদ স্বভাবতই বিভিন্নার্থ-বোধক, সেই সকল পদও সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত হইলে আর পৃথক্ পৃথক্ অর্থের প্রতীতি না করিয়া একটীমাত্র বিশেষ্যকেই আশ্রয় করে, স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রতিপাদন করে না। 'নীল উৎপল' বলিলে বুঝিতে হয় যে, নীল গুণটী বিশেষণ, আর উৎপল তাহার আশ্রয় বিশেষ্য। 'নীল' শব্দটী বর্ণবাচক হইলেও এখানে পৃথগ্‌ভাবে স্বার্থ প্রতীতি না করিয়া নীলগুণবিশিষ্ট-রূপে উৎপলার্থেই স্বার্থসমর্পণ করিয়া থাকে। "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপই বিশেষণবিশিষ্ট একটী-মাত্র অর্থের প্রতীতি হইবে, কিন্তু তা' বলিয়া বিশেষণভাগগুলি নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে না; কারণ সর্ব্বত্রই কল্পনার প্রণালী একরূপ। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিতে হইলে দোষ ঘটে। এই কারণে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, "কৢপ্ত-কল্প্য-বিরোধে তু যুক্তঃ কৢপ্তপরিগ্রহঃ।" অর্থাৎ কোন একটী প্রসিদ্ধ নিয়মের সহিত অপর একটী বিরুদ্ধ নিয়মের কল্পনা করা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ নিয়ম স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তাদৃশ-স্থলে সেই কৢপ্ত নিয়মটীই বলবত্তর হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষভাবস্থাপনের অনুকূলে বিপক্ষগণ যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অযৌক্তিক—ভিত্তিহীন।

(§) তাৎপর্য্য—এখানে শ্যাম ও যুবা প্রভৃতি প্রত্যেক পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সমস্ত পদগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রতীতি সমুৎপাদন না করিয়া বিশেষ্যভূত এক দেবদত্তের সহিতই সমুদিতভাবে সম্বন্ধ হইয়াছে।

সমানাধিকরণপদ-নির্দ্দিষ্টং, তত্রাপ্যন্যতরৎ পদমমুখ্যবৃত্তমাশ্রীয়তে; ন দ্বয়ম্। যথা 'গৌর্ব্বাহীকঃ' ইতি। নীলোৎপলাদিষু তু বিশেষণ-দ্বয়াম্বয়াবিরোধাদেকমেবোভয়বিশিষ্টং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ মনুষে—একবিশেষণ-প্রতিসম্বন্ধিত্বেন নিরূপ্যমাণং বস্তু বিশেষ-ণান্তর-প্রতিসম্বন্ধিত্বাদ্বিলক্ষণম্, ইতি ঘট-পটয়োরিবৈকবিভক্তিনির্দ্দেশে-ঽপ্যৈক্যপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ সমানাধিকরণশব্দস্য ন বিশিষ্ট-প্রতিপাদন-পরত্বম্; অপি তু বিশেষণমুখেন স্বরূপমুপস্থাপ্য তদৈক্যপ্রতিপাদনপরত্ব-মেবেতি।

সেখানেও একটীমাত্র পদেরই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়; দুইটীর নহে। উদাহরণ যথা—[এই] 'ভারবাহী ব্যক্তি গো' (*)। কিন্তু, 'নীল উৎপল' ইত্যাদি স্থলে বিশেষণদ্বয়ের অন্বয়বোধে কোন বিরোধ না থাকায়, উভয় বিশেষণবিশিষ্টরূপে একই বস্তু প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৩ ॥

যদি মনে কর,—কোন বস্তু একটী বিশেষণে বিশেষিত হইলেই অপর বিশেষণবিশিষ্ট বস্তু হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ বিশেষণ-ভেদেই বিশেষ্যেরও ভেদ হইয়া থাকে; এই কারণেই ঘট-পটের ন্যায় অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট ও পটত্ববিশিষ্ট পট, এতদুভয়ের যেমন সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ঐক্য বা অভেদের সম্ভব হয় না, তেমনি অন্যত্রও সমান বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ হইলেও যেহেতু বিভিন্ন বিশেষণাক্রান্ত পদার্থের ঐক্য-সম্ভব হয় না; সেই হেতুই সমানাধিকরণ বা সমানবিভক্তিবিশিষ্ট শব্দের বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই; পরন্তু, বিশেষণরূপে বস্তুর উপস্থাপন বা বোধ সম্পাদন করিয়া তৎসমস্তের ঐক্য-প্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য। (†)

(*) তাৎপর্য্য—কোন একটী ভারবহনপটু পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া 'গৌর্বাহীকঃ' বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে একই ব্যক্তির দুইটী বিশেষণ—একটী 'গোত্ব', অপরটী 'বাহীকত্ব'। তন্মধ্যে 'গোত্ব' বিশেষণটী অসঙ্গত হইতেছে, কেন না, পুরুষ কখনই 'গো' হইতে পারে না। এইকারণে, ঐ 'গো' পদটীর মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'গোসদৃশ' এইরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

(†) তাৎপর্য্য—বিশেষণের ভেদ হইলেই তদ্বিশিষ্ট পদার্থেরও ভেদ হইয়া যায়; যেমন ঘট ও পট, এখানে ঘটের বিশেষণ—ঘটত্ব, আর পটের বিশেষণ পটত্ব; এই ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিশেষণদ্বয়ের ভেদ থাকায় 'ঘট' ও 'পট' শব্দে সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলেও কখনই ঘট-পটের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হয় না; সুতরাং কেবল বিভক্তির ঐক্যই যে, পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদনের কারণ, তাহা নহে; পরন্তু একমাত্র সামানাধিকরণ্যই পদার্থের ঐক্যপ্রতিপাদক। অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণভেদে যখন বিশিষ্টের ভেদ অনিবার্য্য, তখন কেবল বিশিষ্টতা-প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য নহে; কারণ, তাহা হইলেও বিশিষ্ট বস্তুর ভেদ থাকিয়াই যায়। অতএব, বিশেষণরূপে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক পদের উপস্থিতি করিয়া শেষে সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর একত্ব প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য কার্য্য; সুতরাং "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে সগুণভাব থাকিতেই পারে না।

স্যাদেতদেবম্; যদি বিশেষণদ্বয়-প্রতিসম্বন্ধিত্বমাত্রমেবৈক্যং নিরুন্ধ্যাৎ; ন চৈতদস্তি; একস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যুপসংহর্ত্তুমযোগ্য-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টত্বমেব হ্যেকত্বং নিরুণদ্ধি। অযোগ্যতা চ প্রমাণান্তর-সিদ্ধা ঘটত্ব-পটত্বয়োঃ। 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদিষু তু দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্ববৎ রূপবত্ত্ব-রসবত্ত্ব-গন্ধবত্ত্বাদিবচ্চ বিরোধো নোপলভ্যতে। ন কেবলমবিরোধ এব, প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদেনৈকার্থবোধকত্ব-রূপং (*) সামানাধিকরণ্যমুপপাদয়ত্যেব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাম্। অন্যথা স্বরূপ-মাত্রৈক্যে অনেকপদপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তাভাবাৎ (†) সামানাধিকরণ্যমেব ন স্যাৎ। বিশেষণানাং স্বসম্বন্ধানাদরেণ বস্তুস্বরূপোপলক্ষণপরত্বে (‡) সতি একেনৈব বস্তু উপলক্ষিতম্, ইত্যুপলক্ষণান্তরমনর্থকমেব। উপলক্ষণান্তরোপ-লক্ষ্যাকারভেদাভ্যুপগমে তেনাকারেণ সবিশেষত্বপ্রসঙ্গঃ।

হাঁ, ইহা এইরূপ হইতে পারিত বটে; যদি কেবল বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধই একমাত্র অভেদ-বাধক হইত; কিন্তু, এরূপ ত হয় না; কারণ, একটী ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে স্বভাবতঃ অন্বয়-লাভের অযোগ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়-সম্বন্ধই একত্বের বাধা করিয়া থাকে। ঘটত্ব ও পটত্বের যে অযোগ্যতা, তাহা [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণেই সিদ্ধ হয়; কিন্তু, 'নীল উৎপল' ইত্যাদি স্থলে দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্বের ন্যায় এবং রূপবত্তা, রসবত্তা ও গন্ধবত্তার ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র স্থিতিতে কোন বিরোধ দেখা যায় না; অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে যেমন দণ্ডিত্ব ও কুণ্ডলিত্ব থাকিতে পারে, এবং একই বস্তুতে যেমন রূপ, রস ও গন্ধ থাকিতে পারে, তেমনি একই বস্তুতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্ম দুইটী অবিরোধেই থাকিতে পারে। কেবল বিরোধাভাবই নহে; পরন্তু, প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদানুসারে যে সামানাধিকরণ্য, তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতার উপপাদন করিয়া থাকে। নচেৎ, কেবলই বস্তুস্বরূপের একত্ব-বোধনার্থ বহুপদের প্রয়োগ হইলেও উপযুক্ত কারণ না থাকায় সামানাধি-করণ্যই হইতে পারে না। আর বিশেষ্যের সহিত বিশেষণসমূহের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র-বোধকতাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত একটী বিশেষণ দ্বারাই যখন সেই উপলক্ষিতত্ব বা বিশেষিতকরণ সম্পাদিত হইয়া যায়; তখন অপর বিশেষণগুলি অনর্থকই হইতে পারে। [পক্ষান্তরে] উপলক্ষণান্তর বা অপর বিশেষণ দ্বারা যদি উপলক্ষ্য বস্তুর আকারভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ঐরূপ আকারভেদেই [বস্তুর] সবিশেষত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ (§)

(*) ঐকার্থ্যনিষ্ঠত্বরূপম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রবৃত্ত্যভাবাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ণ-রূপত্বে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—নির্ব্বিশেষবাদী বলিলেন যে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিষয়ে সামানাধিকরণ্য আছে, সেই সকল স্থানেই বিশেষণ পদ গুলি বিশেষ্যের বিশিষ্টতাবোধক হয় না, উপলক্ষণ হয় মাত্র, অর্থাৎ সেই সকল বিশেষণ

'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি লক্ষণাগন্ধো ন বিদ্যতে, বিরোধাভাবাৎ। দেশান্তর-সম্বন্ধিতয়া অতীতস্য সন্নিহিত-দেশ-সম্বন্ধিতয়া বর্ত্তমানত্বা-বিরোধাৎ। অতএব হি 'সোঽয়ম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞয়া কালদ্বয়-সম্বন্ধিনো বস্তুন ঐক্যমুপপাদ্যতে বস্তুনঃ স্থিরত্ববাদিভিঃ। অন্যথা প্রতীতি-বিরোধে সতি সর্ব্বেষাং ক্ষণিকত্বমেব স্যাৎ। দেশদ্বয়-সম্বন্ধবিরোধস্তু কালভেদেন পরিহ্রীয়তে ॥ ১৪ ॥

যতঃ সমানাধিকরণ-পদানাম্ অনেক-বিশেষণবিশিষ্টৈকার্থবাচিত্বম্ ;

আর 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' (এই সেই দেবদত্ত), এই স্থলেও কোনরূপ লক্ষণার সম্ভাবনা নাই ; কারণ, [এখানে লক্ষণার কারণীভূত] কোন প্রকার বিরোধ নাই। কেননা, অতীত কালের ও দেশান্তরের সহিত সম্বদ্ধ ব্যক্তির সন্নিহিত দেশে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিতে ত কোনও বিরোধ বা বাধাই নাই, [বিরোধ না থাকায় লক্ষণাও হইতে পারে না]। এই হেতুতেই বস্তুর স্থিরত্ববাদিগণ 'সোঽয়ং' ('এই সে') ইত্যাদি স্থলে 'প্রত্যভিজ্ঞা' দ্বারা কালদ্বয়বর্ত্তী (অতীত ও বর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধী) বস্তুর একত্ব বা অভেদ উপপাদন করিয়া থাকেন (*)। নচেৎ প্রতীতি অনুসারে পার্থক্য স্বীকার করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। এক বস্তুর বিভিন্ন দেশে স্থিতিতে যে বিরোধ আশঙ্কিত হয়, তাহাও কালভেদ দ্বারা পরিহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই বস্তু একই কালে দুইটী স্থানে অবস্থান করিতে না পারিলেও বিভিন্ন কালে থাকিতে পারে ॥ ১৪ ॥

যেহেতু, সমানাধিকরণ পদসমূহ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একার্থের বোধক হয়, সেই হেতুতেই

বিশেষ্যতে সম্বদ্ধ থাকে না ; কেবল বিশেষ্যকে অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র ; সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ইত্যাদি স্থলে বহু বিশেষণ থাকিলেও তদ্দারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব হইতে পারে না। এখন ভাষ্যকার সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বিশেষণ পদ গুলি যদি উপলক্ষণই হয় অর্থাৎ বিশেষ্যের কেবল পরিচায়কই হয়, তাহা হইলে একটী মাত্র বিশেষণের প্রয়োগেই যখন বিশেষ্যের পরিচয় প্রদান হইতে পারে, তখন অপর বিশেষণপদগুলির প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। আর যদি উপলক্ষণভেদে উপলক্ষ্য বিশেষ্যেরও স্বরূপগত ভেদ হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত আমাদের অভিমত সেই সবিশেষভাবই স্বীকার করা হইল। অতএব, উপলক্ষণ বিশেষণস্বীকার করা অপেক্ষা, আমাদের ন্যায় বিশিষ্টবিশেষণ স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ।

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহারই প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্ব্বানুভূতরূপে জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূত বিষয়ক জ্ঞানকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলা হয়। পদার্থ যদি ক্ষণিক হইত, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া কখনই 'প্রত্যভিজ্ঞা' হইতে পারিত না। কারণ, (ক্ষণিকবাদে) সেই বস্তু ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে ; বিনষ্ট বস্তুর আর প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এই যুক্তিবলে প্রমাণকরা হয় যে, বস্তুমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন-প্রধ্বংসশীল নহে, পরন্তু স্থির—কালান্তর-স্থায়ী।

অতএব "অরুণয়ৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি।" [যজুঃ০ ৬।১।৬] ইত্যারুণ্যাদিবিশিষ্টৈকহায়ন্যা ক্রয়ঃ সাধ্যতয়া বিধীয়তে। তদুক্তম্— "অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ।" [পূর্ব্বমীমাংসা০ ৩।১।১২] ইতি। তত্রৈবং পূর্ব্বপক্ষী মন্যতে,—যদ্যপ্যরুণয়েতি পদম্ আকৃতেরিব গুণস্যাপি দ্রব্যপ্রকারৈতকস্বভাবত্বাৎ দ্রব্যপর্য্যন্তমেবারুণিমানমভিদধাতি ; তথাপ্যেকহায়ন্যন্বয়-নিয়মোহরুণিম্নো ন সম্ভবতি ; 'একহায়ন্যা ক্রীণাতি,' 'তচ্চ অরুণয়া,' ইত্যর্থদ্বয়বিধানাসম্ভবাৎ।

ততশ্চ, অরুণয়েতি বাক্যং ভিত্বা প্রকরণ-বিহিতসর্ব্বদ্রব্যপর্য্যন্তমেবারুণিমানমবিশেষেণাভিদধাতি। অরুণয়েতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ প্রকরণবিহিত-সর্ব্বলিঙ্গক-দ্রব্যানাং প্রদর্শনার্থঃ। তস্মাদ্‌একহায়ন্যন্বয়-নিয়মোহরুণিম্নো ন স্যাদিতি ॥১৫॥

'অরুণবর্ণ পিঙ্গাক্ষী এক বৎসরবয়স্ক (গো) দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।' ইত্যাদি স্থলে অরুণত্বাদিবিশিষ্ট একহায়নী দ্বারা সোমক্রয়ের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে। [মীমাংসাদর্শনে] এইরূপ উক্ত আছে যে, 'অর্থ' (প্রয়োজন) যদি এক হয়, তাহা হইলে একই কার্য্যে প্রযোজ্যত্ব-বিধায়ক দ্রব্য এবং গুণ, এতদুভয়েরই নিয়ম অর্থাৎ ক্রিয়াতে অবশ্য প্রযোজ্যতা হইয়া থাকে।' সেখানে পূর্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ মনে করেন যে, আকৃতির ন্যায় গুণও যখন দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত ; সুতরাং আকৃতি ও গুণ, উভয়ই একস্বভাবাক্রান্ত ; এই কারণে 'অরুণয়া' এই পদটী যদিও অরুণবর্ণ দ্রব্যপর্য্যন্ত অর্থ প্রতিপাদন করে সত্য ; তথাপি অরুণবর্ণের সহিত 'একহায়নীত্ব' ধর্ম্মের অন্বয়ের আবশ্যকতা সম্ভবপর হয় না ; কেননা 'একহায়নী' (একবর্ষীয়া গো) দ্বারা ক্রয় করিবে, তাহাও আবার অরুণবর্ণবিশিষ্ট দ্বারা, এইরূপ দুইটী অর্থের বিধান করা কখনই সঙ্গত হয় না।

তাহার ফলে 'অরুণয়া' ইত্যাদি বাক্যটী তৎপ্রকরণবিহিত সমস্ত দ্রব্যেই অরুণবর্ণের সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে। তবে যে, 'অরুণয়া' এই স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ; বুঝিতে হইবে, তাহা (প্রকরণস্থ অপরাপর) সমস্ত বস্তুরই প্রকাশকমাত্র। অতএব, অরুণিমার সহিত যে, একহায়নীত্বের অবশ্যই সম্বন্ধ হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না (*) ॥ ১৫ ॥

(*) তাৎপর্য্য।—"অর্থৈকত্বে" ইত্যাদি সূত্রটী জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্থিত 'অরুণন্যায়' বা 'অরুণাধিকরণ' নামে প্রসিদ্ধ। অধিকরণমাত্রেই একটী পূর্ব্বপক্ষ, আর একটী সিদ্ধান্ত পক্ষ থাকে। তদনুসারে সেখানেও ভাষ্যকার প্রথমে "অত্র এবং পূর্ব্বপক্ষবাদীমন্ততে," বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ—'জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে সোম-ক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে যে, "অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি," অর্থাৎ 'অরুণ-বর্ণ পিঙ্গলাক্ষী এবং একাহায়নী বা এক-বর্ষবয়স্কা গো দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।

অত্রাভিধীয়তে—"অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ।" "অরুণয়ৈকহায়ন্যা" ইত্যারুণ্য-বিশিষ্টদ্রব্যৈকহায়নী-দ্রব্যবাচি-পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন অর্থৈকত্বে সিদ্ধে সতি একহায়নী-দ্রব্যারুণ্য-গুণয়োরুণয়েতি পদেনৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধিতয়াভিহিতয়োঃ ক্রয়াখ্যৈককর্ম্মান্বয়াবিরোধাদ্ অরুণিম্নঃ ক্রয়সাধনীভূতৈকহায়ন্যন্বয়-নিয়মঃ স্যাৎ।

যদ্বৈকহায়ন্যাঃ ক্রয়সম্বন্ধবদ্ অরুণিম-সম্বন্ধোঽপি বাক্যাবসেয়ঃ স্যাৎ;

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে—'প্রয়োজনের ঐক্য সম্ভব হইলে অর্থাৎ একই প্রয়োজনে বিহিত হইলে একই কর্ম্মের সাধকত্বনিবন্ধন দ্রব্য ও গুণের নিয়ম অর্থাৎ অবিশেষে সম্বন্ধ হইয়া থাকে।' "অরুণয়া একহায়ন্যা" এই স্থলে অরুণত্ববিশিষ্ট দ্রব্যবাচী 'অরুণ'পদের এবং 'একহায়নী' দ্রব্যবাচী 'একহায়নী' পদের সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধন যখন একার্থত্ব অর্থাৎ একার্থ-প্রতিপাদকত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তখন 'অরুণয়া' এই পদ দ্বারাই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে অভিহিত (কথিত) 'একহায়নী' দ্রব্যের ও অরুণত্ব-গুণের 'ক্রয়'নামক একই কর্ম্মে বা কার্য্যে অন্বয়লাভে কোন বিরোধ না থাকায় ক্রয়ের সাধনীভূত 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিত 'অরুণত্ব' গুণের অন্বয় বা সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া থাকে।

ক্রয়ের সহিত 'একহায়নী' দ্রব্যের যেরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, 'অরুণিমা' গুণের সহিত সম্বন্ধটীও

এখানে, 'একহায়নী' পদটী যখন ক্রয়ের সন্নিধানে আছে, তখন উহার ক্রয়-সাধনতা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নাই; এখন সংশয় হইতেছে যে, 'অরুণা' বিশেষণটী কি ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত দ্রব্যেরই বিশেষণ? অথবা ক্রয় সাধনীভূত কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের বিশেষণ? সংশয়ের প্রধান কারণ এইযে, 'অরুণ' পদটী যখন গুণবাচক গুণমাত্রই যখন অমূর্ত্ত-নিরাকার; অথচ দ্রব্যভিন্ন কোন অমূর্ত্তপদার্থেরই ক্রিয়াসাধনতা সম্ভবপর হইতে পারে না; তখন 'অরুণ' পদটী 'একহায়নীর' সহিত অন্বিত না হইয়া ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত পদার্থের সহিতই অন্বিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঐ প্রকরণে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে; তৎসমস্তই 'অরুণ'গুণ সম্পন্ন হইতে পারে। আর 'অরুণ' পদের যদি কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রৌত বিধিতে বাক্যভেদ দোষ উপস্থিত হইতে পারে; কেননা,—প্রথম একটী বাক্য হইবে—'একহায়নী দ্বারা ক্রয় করিবে,' দ্বিতীয়বাক্য হইবে—'অরুণা দ্বারা সোম ক্রয় করিবে'। শাস্ত্রকারগণ এরূপ অযথা বাক্যভেদকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন। অতএব, 'অরুণয়া' পদটীর প্রকরণস্থ সমস্ত পদার্থেই অন্বিত হওয়া সঙ্গত। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে জৈমিনি মুনি সূত্র করিলেন—"অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ যেখানে দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণ একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ-নির্দ্দিষ্ট হয়, সেখানে অবশ্যই দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণের একত্র ব্যবহার করিতে হইবে। আলোচ্য স্থলেও অরুণত্ব গুণ ও একহায়নী, এতদুভয় একই সোমক্রয়ের সাধনরূপে অভিহিত, অর্থাৎ সোম-ক্রয়ই ঐ উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং 'অরুণয়া' পদটীর কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণস্থ সমস্ত দ্রব্যের সহিত নহে। অর্থাৎ সোমক্রয়ে একহায়নীর যেরূপ প্রয়োজন, অরুণ গুণেরও সেইরূপই প্রয়োজন।

তদা বাক্যস্যার্থদ্বয়বিধানং স্যাৎ। নচৈতদস্তি; অরুণয়েতি পদেনৈব অরুণিম-বিশিষ্ট-দ্রব্যমভিহিতম্। 'একহায়নী'পদসামানাধিকরণ্যেন তস্যৈকহায়নীত্ব-মাত্রমবগম্যতে; ন গুণসম্বন্ধঃ। বিশিষ্টদ্রব্যৈক্যমেব হি সামানাধি-করণ্যস্যার্থঃ; "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধি-করণ্যম্।" [কৈয়ট-বৃদ্ধাহ্নিকে] ইতি হি (*) সামানাধিকরণ্যলক্ষণম্।

অতএব হি (†) 'রক্তঃ পটো ভবতি' ইত্যাদিষু ঐকার্থ্যাদেকবাক্যত্বম্। পটস্য ভবন-ক্রিয়াসম্বন্ধে হি বাক্যব্যাপারঃ; (‡) রাগ-সম্বন্ধস্তু 'রক্ত'পদে-নৈবাভিহিতঃ; 'রাগসম্বন্ধি দ্রব্যং পটঃ' ইত্যেতাবন্মাত্রং সামানাধিকরণ্যাব-সেয়ম্। এবমেকেন গুণেন দ্বাভ্যাং বহুভির্ব্বা তেন তেন পদেন সমস্তেন ব্যস্তেন বা (§) বিশিষ্টমুপস্থাপ্য সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টোঽর্থ একইতি জ্ঞাপয়িত্বা তস্য ক্রিয়াসম্বন্ধাভিধানমবিরুদ্ধম্, —'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দণ্ডী কুণ্ডলী তিষ্ঠতি;' 'শুক্লেন বাসসা যবনিকাং

যদি সেইরূপই বাক্য-লভ্য হইত, তাহা হইলে ঐ একটী বাক্যেরই দুইটী অর্থ বিধেয় হইত; অথচ সেরূপ হইতেছে না; কেননা, "অরুণয়া" এই পদ দ্বারাই অরুণিম-বিশিষ্ট বা অরুণবর্ণযুক্ত দ্রব্য অভিহিত হইয়াছে, 'একহায়নী' পদের সহিত সামানাধিকরণ্যে কেবল সেই দ্রব্যেরই এক-হায়নীত্ব (একবর্ষীয় গোত্ব) ধর্ম্ম প্রতীত হয় মাত্র; কিন্তু, গুণসম্বন্ধ প্রতীত হয় না; কারণ, বিশিষ্ট বা বিশেষণসম্বদ্ধ দ্রব্যের ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের অর্থ; কেননা, যে সকল শব্দের প্রয়োগ-প্রযোজক নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্, সেই সকল শব্দের একার্থ-বোধকতার নাম 'সামানাধিকরণ্য'; ইহাই সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ।

এই কারণেই, 'রক্তবর্ণ বস্ত্র হইতেছে', ইত্যাদি স্থলে অর্থগত ঐক্য থাকায় একবাক্যতা হইয়া থাকে। এখানে বস্ত্রের যে, ভবন বা উৎপত্তিক্রিয়া, তদ্বিষয়েই বাক্যের ব্যাপার বা বোধোপযোগী সম্বন্ধ; কিন্তু, বস্ত্রে যে লৌহিত্য-সম্বন্ধ, তাহা সেই 'রক্ত'পদেই অভিহিত হইয়াছে। আর লৌহিত্যযুক্ত দ্রব্যটী যে পট (বস্ত্র), কেবল এই অর্থ টুকুই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবধারণ করিতে পারা যায়। এইরূপ অন্যান্য সামানাধিকরণ্য স্থলেও প্রযুক্ত পদগুলি সমষ্টিরূপেই হউক কিংবা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হউক, এক, দুই বা বহু গুণ দ্বারা বিশেষিত বস্তুটী মাত্র বুঝাইয়া পশ্চাৎ সামানাধিকরণ্য দ্বারা সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটী যে এক, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া থাকে; সুতরাং সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর যে, ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন, তাহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন এবং দণ্ড ও কুণ্ডলধারী দেবদত্ত অবস্থান করিতেছে'

(*) তল্লক্ষণম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (†) অতএব রক্তঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) সম্বন্ধো হি বাক্যস্যার্থঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) ব্যস্তেন বা' ইতি (গ) পুস্তকে ন পঠ্যতে।

সম্পাদয়েৎ ;' 'নীলমুৎপলমানয় ;' 'নীলোৎপলমানয় ;' (*) 'গামানয় শুক্লাং শোভনাক্ষীম্ ;' "অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ।" [যজুঃ০ ২।২] ইতি। এবম্ "অরুণয়ৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি" ইতি।

এতদুক্তং ভবতি—যথা 'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ (†) কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যামোদনং পচেৎ,' ইত্যনেক-কারকবিশিষ্টৈকা ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীয়তে ; তথা সমানাধিকরণ-পদসঙ্ঘাতাভিহিতমেকৈকং কারকং তত্তৎকারক-প্রতিপত্তি-বেলায়ামেব অনেকবিশেষণবিশিষ্টং যুগপৎ প্রতিপন্নং ক্রিয়ায়ামন্বেতীতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ—'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ কাষ্ঠৈঃ সমপরিমাণে ভাণ্ডে পায়সং শাল্যোদনং সমর্থঃ পাচকঃ পচেৎ' ইত্যাদিষু, ইতি ॥১৬॥

'শুক্ল বস্ত্র দ্বারা যবনিকা নির্ম্মাণ করিবে' ; 'নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর' ; নীলোৎপল আনয়ন কর, 'শোভনাক্ষী শুক্লা গো আনয়ন কর' ; 'পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল (আটটী পাত্রে শোধিত) পুরোডাশ (পিষ্টকের ন্যায় এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) দান করিবে।' এই সকল স্থলের ন্যায় "অরুণয়া একহায়ন্যা" ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টের একত্বই প্রতিপাদন করিতে হইবে (‡)।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'কাষ্ঠ দ্বারা স্থালীতে (পাকপাত্রে) অন্ন পাক করিবে', এই স্থলে যেমন একসঙ্গেই কাষ্ঠাদি অনেক কারকবিশিষ্ট একটী ক্রিয়া প্রতীত হয়, তেমনি সমানাধিকরণস্থলেও সেই সেই কারকের প্রতীতি-সমকালেই পদসমষ্টি দ্বারা যে, এক একটী কারক অভিহিত হয়, তাহাও অনেকবিশেষণে বিশেষিতভাবে একসঙ্গে একই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় লাভ করে ; এই কারণেই 'উপযুক্ত পাচক খদির কাষ্ঠ দ্বারা সমপরিমাণ পাত্রে শালী-তণ্ডুলের পায়স পাক করিবে।' ইত্যাদি স্থলে [একক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে] কোনই বিরোধ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

(*) নীলোৎপলমানয়' ইত্যংশঃ (খ, গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(†) 'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ' ইতি পদদ্বয়ং (খ, গ, ঘ,) পুস্তকেষু নোপলভ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য,—যে সমস্ত পদ লইয়া সামানাধিকরণ্য হয়, সেই পদগুলি প্রথমতঃ নিজ নিজ বাচ্যার্থ বুঝাইয়া—অবশেষে সেই সমস্ত বিশেষণ বিশেষিত বস্তুটীর একত্বমাত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে। প্রযুক্ত বিশেষণের মধ্যে এক, দুই বা বহু পদের সন্নিবেশ থাকিতে পারে ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুলিই একটীমাত্র বিশেষ্যের অধীন হইয়া তাহা দ্বারাই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তদ্‌ঘটক পদগুলি কখনও প্রথমান্ত হইতে পারে, কখনও বা কারক-বিভক্তিযুক্ত হইতে পারে, কখন বা একও হইতে পারে, কখন বা বহুও হইতে পারে। ইহা জ্ঞাপনার্থই আবো বহু উদাহরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে, 'শ্যামো দেবদত্তঃ,' এইটী প্রথমান্ত বহু বিশেষণের উদাহরণ ; "শুক্লেন বাসসা" এইটী কারকবিভক্ত্যন্ত (তৃতীয়ান্ত) অসমস্ত পদদ্বয়ের উদাহরণ ; 'নীলমুৎপলমানয়' এইটী অ-সমস্ত কর্ম্ম-কারকের উদাহরণ ; "নীলোৎপলমানয়" এইটী

যত্তু (*) উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থ-(†) গুণশব্দঃ কেবলগুণাভিধায়ী, ইতি অরুণয়েতিপদেন কেবলগুণস্যৈবাভিধানমিতি ; তন্নোপপদ্যতে,—লোক-বেদয়োর্দ্রব্যবাচিপদসমানাধিকরণস্য গুণবাচিনঃ ক্বচিদপি কেবল-গুণাভিধানাদর্শনাৎ। উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভি-ধায়ীত্যপ্যসঙ্গতম্, 'পটঃ শুক্লঃ' ইত্যাদিষু উপাত্তদ্রব্যকেঽপি গুণবিশিষ্ট-স্যৈবাভিধানাৎ (‡)। 'পটস্য শুক্লঃ' ইত্যত্র শৌক্ল্যবিশিষ্টপটাপ্রতি-পত্তিরসমান-বিভক্তিনির্দ্দেশকৃতা, ন পুনরুপাত্তদ্রব্যকত্বকৃতা। তত্রৈব 'পটস্য শুক্লো ভাগঃ' ইত্যাদিষু সমানবিভক্তিনির্দ্দেশে শৌক্ল্যবিশিষ্টদ্রব্যং প্রতীয়তে।

যৎ পুনঃ ক্রয়স্যৈকহায়ন্যবরুদ্ধতয়া (§) অরুণিম্নঃ (¶) ক্রয়াম্বয়ো ন

আরও যে বলা হইয়াছে—যে বাক্যে দ্রব্যবাচক পদের উল্লেখ থাকে, সেই বাক্যস্থ গুণ-বাচক শব্দে কেবল সেই গুণকেই বুঝায় ; সুতরাং "অরুণয়া" ইত্যাদি বাক্যস্থ 'অরুণয়া'-পদেও কেবল গুণকেই বুঝাইবে। তাহাও সঙ্গত হয় না ; কেননা, লোক-ব্যবহারে, কিংবা বৈদিক-প্রয়োগে কোথাও দ্রব্যবাচক পদের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত গুণবাচক শব্দের কেবল গুণমাত্র-বোধকতা দৃষ্ট হয় না ; কাজেই দ্রব্যবাচক পদঘটিত বাক্যস্থ গুণ-বাচক পদের কেবল গুণবোধকতার কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। দেখা যায়, দ্রব্যবাচক পদঘটিত 'শুক্ল পট' ইত্যাদি বাক্যেও গুণবিশিষ্টার্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। আর 'পটস্য শুক্লঃ' (পটের শুক্লবর্ণ), এই স্থলে যে, শুক্ল-গুণবিশিষ্ট পটের প্রতীতি হয় না, অসমান বিভক্তি-নির্দ্দেশই তাহার কারণ ; কিন্তু, দ্রব্যসম্বন্ধ তাহার কারণ নহে। কেন না, সেই স্থলেই 'পটের শুক্ল ভাগ' ইত্যাদি প্রয়োগে সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলে শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যেরই প্রতীতি হইয়া থাকে।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—সান্নিধ্যবশতঃ 'একহায়নী' পদের সহিত 'ক্রয়ের' সম্বন্ধ হওয়ায় 'অরুণিম' পদের সহিত আর ক্রয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ;

(*) যত্তু ক্তম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(†) দ্রব্যবাক্যস্থ' ইতি (গ) পাঠঃ। দ্রব্যৈকবাক্যস্থ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(‡) উপাত্তদ্রব্যৈকবাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভিধায়ীত্যস্যৈবাভিধানাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§)—হায়ন্যবিরুদ্ধতয়া' ইতি (খ, গ)। (¶) ক্রিয়ান্বয়ঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

সমাসযুক্ত (সমস্ত) পদান্বয়ের উদাহরণ। 'শ্যামানয় শুক্লাম্' এইটী কর্ম্মকারক বিভক্ত্যন্ত (দ্বিতীয়ান্ত) অনেক পদান্বয়ের উদাহরণ ; 'অগ্নয়ে পথিকৃতে' এইটী সম্প্রদান কারকবিষয়ের বৈদিক উদাহরণ। উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে যেরূপ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একটীমাত্র বস্তুর প্রতীতি হইতেছে ; সেইরূপ "অরুণয়া একহায়ন্যা" ইত্যাদি স্থলেও বহুবিশেষণ-বিশিষ্ট একই দ্রব্যের প্রতীতিতে কোন প্রকার বিরোধ নাই।

সম্ভবতীতি; তদপি বিরোধিগুণরহিত-দ্রব্যবাচিপদ-সমানাধিকরণ-গুণ-পদস্য তদাশ্রয়-গুণাভিধানেন ক্রিয়াপদান্বয়াবিরোধাদসঙ্গতম্। রাদ্ধান্তে চোক্তন্যায়েনারুণিম্নঃ শাব্দে দ্রব্যান্বয়ে সিদ্ধে দ্রব্য-গুণয়োঃ ক্রয়সাধনত্বানুপপত্ত্যা অর্থাৎ পরস্পরান্বয়ঃ সিধ্যতীত্যপ্যসঙ্গতম্। অতো যথোক্ত এবার্থঃ।

তস্মাৎ তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যে পদদ্বয়াভিহিত-বিশেষণাপরিত্যাগেনৈবৈক্যপ্রতিপাদনং বর্ণনীয়ম্। তত্তু অনাদ্যবিদ্যোপহিতানবধিক-দুঃখভাগিনঃ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যুভয়াবস্থাৎ চেতনাদর্থান্তরভূতমশেষহেয়-প্রত্যনীকানবধিক-কল্যাণগুণগণৈকতানং পরমাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতো ন সম্ভবতি। অভ্যুপগচ্ছতোঽপি সমানাধিকরণপদানাং যথাবস্থিত-বিশেষণবিশিষ্টৈক্য-প্রতিপাদনপরত্বাশ্রয়ণে (*) 'ত্বং'-পদপ্রতিপন্ন-সকলদোষভাগিত্বং পরস্য

কারণ, গুণবাচক কোন পদের সহিত যদি দ্রব্যবাচক কোন পদের সামানাধিকরণ্য ঘটে, এবং সেই দ্রব্যে যদি অপর কোনও বিরুদ্ধ গুণের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট সেই গুণবাচক পদটী যে, সেই আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে গুণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া সেই দ্রব্যের সহযোগেই দ্রব্যান্বয়ী ক্রিয়ার সহিতও অন্বয় লাভ করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিরোধের সম্ভাবনা নাই (†)। সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, উল্লিখিত নিয়মানুসারে যখন 'অরুণিম' পদের সহিত দ্রব্যবাচক শব্দের অন্বয় বা সম্বন্ধ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন 'দ্রব্য ও গুণ, এতদুভয়ের ক্রয়-সাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই যে, অনুপপত্তিনিবন্ধন উভয়ের পরস্পর অন্বয় স্বীকার করিতে হয়', বলা হইয়াছে; তাহাও অসঙ্গত হইতেছে। অতএব [আমাদের প্রদর্শিত] পূর্ব্বোক্ত অর্থই যথার্থ বা সঙ্গত।

এই কারণেই "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদোক্তিস্থলেও 'তৎ ও ত্বম্' এই পদদ্বয়ে যে, বিশেষণ-ভাব অভিহিত আছে, তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ঐ বিশেষণসহকারেই [বাক্যার্থের] একত্ব-প্রতিপাদনের সমর্থন করিতে হইবে; কিন্তু অনাদি অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত অপার দুঃখ-ভাগী এবং শুদ্ধি, অশুদ্ধি, এতদুভয়াবস্থাপন্ন চেতন—জীব হইতে পৃথক্ বস্তু পরমাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার হেয়বিরোধী বা অত্যুৎকৃষ্ট অনন্ত কল্যাণ-গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার না করিলে কখনই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, [জীব হইতে পৃথগ্ভূত তাদৃশ গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার অঙ্গীকার করিলেও সমানাধিকরণ পদসমূহের যদি সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট পদার্থের ঐক্য বা অভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ত্বং'-পদার্থ-জীবগত দোষসমূহ

(*) পরত্বাশ্রয়ণাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে, যদিও কোন গুণবাচক শব্দের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না সত্য, তথাপি, বিশেষণীভূত সেই গুণটী যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমে সেই দ্রব্যের সহিত অন্বিত হয়, পরে সেই গুণান্বিত দ্রব্যের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও সেই দ্রব্যান্বিত ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বা সম্বন্ধ লাভ করে। সুতরাং সমানাধিকরণভাবে গুণবোধক পদের যে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইতেই পারে না, তাহা নহে।

প্রসজ্যেত ইতি চেৎ; নৈতদেবম্; ত্বংপদেনাপি জীবান্তর্যামিণঃ পরস্যৈবাভিধানাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—সচ্ছব্দাভিহিতং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সত্যসংকল্পত্ব-মিশ্রানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণং (*) সমস্তকারণভূতং পরং ব্রহ্ম 'বহু স্যাম্' ইতি সংকল্প্য তেজোঽবন্নপ্রমুখং কৃৎস্নং জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ দেবাদিবিচিত্রসংস্থান-সংস্থিতে জগতি চেতনং জীববর্গং স্বকর্ম্মানুগুণেষু শরীরেষ্বাত্মতয়া প্রবেশ্য (†) স্বয়ঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব জীবান্তরাত্মতয়া অনুপ্রবিশ্য এবম্ভূতেষু স্বপর্য্যন্তেষু দেবাদ্যাকারেষু সঙ্ঘাতেষু নাম-রূপে ব্যাকরোৎ; এবং রূপ-সঙ্ঘাতস্যৈব বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চাকরোদিত্যর্থঃ। 'অনেন জীবে-নাত্মনা—জীবেন ময়া' (‡) ইতি নির্দ্দেশো জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রদর্শয়তি। ব্রহ্মাত্মকত্বঞ্চ জীবস্য জীবান্তরাত্মতয়া ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাদিত্যবগম্যতে, "ইদং সর্ব্বমসৃজত—যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু-

---

পরমাত্মায়ও প্রসক্ত হইতে পারে? না—এরূপ দোষ-প্রসঙ্গ হইতে পারে না; কারণ, এখানে 'ত্বং'পদেও জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ঐ 'ত্বং' পদের অর্থ শুধু জীব নহে, পরন্তু, জীবান্তর্যামী পরমাত্মাও বটে; সুতরাং অভেদপক্ষেও পরমাত্মার জীবগত দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা নাই।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার দোষসম্পর্করহিত, যাহার অবধি ও সংখ্যা নাই, এবং যদপেক্ষা অধিকও নাই, সেই সত্যসংকল্পপ্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণসমন্বিত ও সর্ব্ব কারণস্বরূপ ব্রহ্মই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব,' এইরূপ ইচ্ছাবলে তেজঃ-জলপ্রভৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন সেই জগতে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন দেহে চেতন জীবসমূহকে 'আত্মা'-রূপে নিবেশিত করিলেন এবং নিজেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জীবের 'অন্তরাত্মা'রূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাৎ উক্তপ্রকার দেবাদি বিবিধাকার দেহে—অধিক কি, আপনাতেও নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন। তিনি এইরূপে রূপ-সংঘাতের অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরাত্মক জগৎসমষ্টির বস্তুত্ব (সত্তা) ও শব্দ-বাচ্যত্ব বা পদার্থত্ব সম্পাদন করিলেন। আর 'এই জীবাত্মরূপে' অর্থাৎ 'জীবরূপী আমি', এই শ্রুতিনির্দ্দেশও জীবের ব্রহ্মভাবই প্রদর্শন করিতেছে। 'জীবান্তরাত্মা'রূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বশতই জীবের ব্রহ্মভাবও জানিতে পারা যায়; কারণ, 'এই যে-কিছু পদার্থ, (তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন; তাহা সৃষ্টিকরিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'সৎ' ও 'ত্যৎ' হইলেন।'

(*) দোষগন্ধ-সত্যসংকল্পমিশ্রানবধিকাতিশয়কল্যাণ—' ইতি (খ) পাঠঃ।—সংখ্যেয় কল্যাণগুণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অনুপ্রবেশ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) জীবেন ময়া' ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি, অত্র “ইদং সর্ব্বম্” ইতি নির্দ্দিষ্টং চেতনাচেতনং বস্তুদ্বয়ং ‘সৎ-ত্যৎ’-শব্দাভ্যাং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানশব্দাভ্যাঞ্চ বিভজ্য নির্দ্দিশ্য চিদ্বস্তুন্যপি ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাভিধানাৎ। অত এবং (*) নাম-রূপ-ব্যাকরণাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্টপরমাত্মবাচিনঃ, (‡) ইত্যবগতমিতি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” ইতি চেতনমিশ্রং প্রপঞ্চম্ “ইদং সর্ব্বম্” ইতি নির্দ্দিশ্য “তস্যৈষ আত্মা” ইতি প্রতিপাদিতম্। এবঞ্চ সর্ব্বং চেতনাচেতনং প্রতি ব্রহ্মণ আত্মত্বেন সর্ব্বং সচেতনং জগৎ তস্য শরীরঞ্চ ভবতি। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা” [যজুঃ, আরণ্যক০ ৩। ১১]। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইতি প্রারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ মাধ্য০ ৫।৭।২২] ইত্যাদি, “যঃ

এই স্থলে “ইদং সর্ব্বং” কথায় চেতন ও অচেন সমস্ত পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া এবং বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) বোধক ‘সং’ ও ‘ত্যং’ পদ দ্বয়ে আবার পূর্ব্বোক্ত চেতনাচেতন-রূপ দ্বিবিধ বস্তুকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া চেতনের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব, উক্তপ্রকারে নাম ও রূপ প্রকটন করায় জানা যায় যে, বাচক বা বস্তুবোধক সমস্ত শব্দই অচেতন ও জীব-বিশিষ্ট পরমাত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ এখানে ‘ইদং সর্ব্বং’ কথায় চেতনাচেতন সমস্ত জগতের নির্দ্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ‘ইনিই তাহার (জগতের) আত্মা’। এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই আত্মত্বনিবন্ধন চেতনসহকৃত সমস্ত-জগৎই তাঁহার শরীরস্থানীয় হইল। [বক্ষ্যমাণ] অপরাপর শ্রুতিও সেইরূপই চেতনাচেতনময় জগৎকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরমাত্মাকেই তাহার আত্মা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—‘তিনিই জনসমূহের অন্তঃস্থ শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বাত্মা’, ‘যিনি পৃথিবীকে অভ্যন্তরে নিয়মিত করেন,’ অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার অন্তর্যামী আত্মা।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে যে,] ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানিতে পারে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন ;

(*) অতএব’ ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) বাচকাঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং। যোঽপামন্তরে সঞ্চরন, যস্যাপঃ শরীরম্” ইত্যারভ্য, “যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইত্যাদীনি সচেতনং জগৎ তস্য শরীরত্বেন নির্দ্দিশ্য তস্যাত্মত্বেন পরমাত্মানমুপদিশন্তি। অতশ্চেতনবাচিনোঽপি (*) শব্দাশ্চেতনস্যাপ্যাত্মভূতং চেতনশরীরকং পরমাত্মানমেবাভিদধতি। যথা অচেতনদেবাদিসংস্থান-পিণ্ডবাচিনঃ শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক (†) জীবাত্মন এব বাচকাঃ “চত্বারঃ পঞ্চদশরাত্রা (‡) দেবত্বং গচ্ছন্তি” ইত্যাদিষু, দেবা ভবন্তীত্যর্থঃ। শরীরস্য শরীরিণং প্রতি প্রকারত্বাৎ প্রকারবাচিনাং শব্দানাং প্রকারিণ্যেব পর্য্যবসানাৎ শরীরাভিধায়িনাঞ্চ শব্দানাং শরীরিপর্য্যবসানং ন্যায্যম্। প্রকারো হি নাম ‘ইদমিত্থম্’ ইতি প্রতীয়মানে বস্তুনি ‘ইত্থম্’ ইতি প্রতীয়মানোংঽশঃ। তস্য তদ্বস্ত্বপেক্ষত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদপেক্ষত্বাৎ তস্মিন্নেব পর্য্যবসানং যুক্তমিতি তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তস্মিন্নেব পর্য্য-

---

অমৃতস্বরূপ তিনি তোমার অন্তর্যামী আত্মা,’ ইত্যাদি। ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর।’ ‘যিনি জলের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, জল যাঁহার শরীর,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [কথিত হইয়াছে যে,] ‘যিনি অক্ষরের (আত্মার) অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না, সেই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, দ্যোতমান এবং এক বা অদ্বিতীয়।’ ইত্যাদি। এই কারণে অচেতনবাচক শব্দ সমূহও চেতন শরীরধারী এবং চেতনেরও আত্মভূত পরমাত্মারই অভিধায়ক হইয়া থাকে। ‘পঞ্চদশরাত্রানুষ্ঠাতা চারিজন দেবত্ব লাভ করেন’, অর্থাৎ তাহারা দেবতা হন; ইত্যাদি স্থলে অচেতন শরীরসংস্থানবাচক দেবাদি শব্দ যেরূপ তত্তৎ-শরীরধারী জীবাত্মারই বোধক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর শরীর যখন শরীরীরই (আত্মারই) প্রকার বা বিশেষণীভূত, এবং প্রকারবাচক শব্দের যখন প্রকারীতে (বিশেষ্যে) পর্য্যবসান হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তখন শরীরবাচক শব্দসমূহের শরীরীতে (স্বীয় ধর্ম্মীভূত আত্মা অর্থে) পর্য্যবসিত হওয়াই ন্যায্য। কারণ, ‘ইহা এই প্রকার’ এইরূপে প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তুতে, যে অংশটী ‘ইদং’ (এই প্রকার) প্রতীতির বিষয়, তাহারই নাম ‘প্রকার’। সেই প্রকারাংশটী সেই বিশেষ্যেরই অপেক্ষিত; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রতীতিরও সেই ধর্ম্মী বস্তুতেই পর্য্যবসিত বা বিশ্রান্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত; এইজন্য তৎপ্রতিপাদক শব্দও সেই বস্তুতেই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

(*) চেতনাচেতনবাচিনোঽপ’ ইতি (খ) পাঠঃ। (†) তচ্ছরীরক’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পঞ্চদশরাত্রাং’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

বস্যতি। অতএব 'গৌরশ্বো মনুষ্যঃ' ইত্যাদিপ্রকারভূতাকৃতিবাচিনঃ শব্দাঃ প্রকারিণি পিণ্ডে পর্য্যবস্যন্তঃ পিণ্ডস্যাপি চেতন-শরীরত্বেন তৎপ্রকারত্বাৎ পিণ্ডশরীরক-চেতনস্যাপি পরমাত্মপ্রকারত্বাচ্চ পরমাত্মন্যেব পর্য্যবস্যন্তীতি (*) সর্ব্বশব্দানাং পরমাত্মৈব বাচ্যঃ, ইতি পরমাত্ম-বাচকশব্দেন সামানাধিকরণ্যং মুখ্যমেব (†) ॥ ১৮ ॥

নন্নু 'ষণ্ডো গৌঃ, ষণ্ডঃ শুক্লঃ' ইতি জাতি-গুণবাচিনামেব পদানাং দ্রব্যবাচিপদৈঃ সহ সামানাধিকরণ্যং দৃষ্টম্; দ্রব্যাণান্তু দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বে মত্বর্থীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা 'দণ্ডী, কুণ্ডলী' ইতি। নৈবম্; জাতির্বা গুণো বা দ্রব্যং বা নৈতেম্বেকমেব সামানাধিকরণ্যে (‡) প্রযোজকম্, অন্যোন্যস্মিন্ ব্যভিচারাৎ, যস্য পদার্থস্য কস্যচিৎ প্রকারতয়ৈব সদ্ভাবঃ, তস্য তদপৃথক্সিদ্ধি-স্থিতি-প্রতীতিভিঃ (§) তদ্বাচকানাং শব্দানাং স্বাভিধেয়-বিশিষ্টদ্রব্যবাচিত্বাৎ ধর্ম্মান্তরবিশিষ্ট-তদ্দ্রব্যবাচিনা শব্দেন সামানাধিকরণ্যং

এই জন্যই আকৃতিবোধক 'গো, অশ্ব, মনুষ্য' প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকারবাচক হইয়াও তৎপ্রকারীভূত দেহপিণ্ড অর্থে পর্য্যবসিত হয়, সেই দেহপিণ্ডও যখন চেতনেরই শরীর; সুতরাং তাহারই প্রকারস্বরূপ, এবং সেই দেহবিশিষ্ট চেতনও আবার পরমাত্মারই 'প্রকার' বা ধর্ম্মস্বরূপ; এইজন্য ঐ সকল শব্দ পরমাত্মাতেই পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপে পরমাত্মাই সমস্ত শব্দের মুখ্যার্থ; সুতরাং পরমাত্ম-বাচক শব্দের সহিত যে, সামানাধিকরণ্য, তাহা মুখ্যই (গৌণ নহে) ॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—'ষণ্ডটী (ষাঁড়টী) গো, ষণ্ডটী শুক্লবর্ণ' ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যবাচক 'ষণ্ড' পদের সহিত জাতি ও গুণ-বাচক (গো ও শুক্লাদি) পদেরই সামানাধিকরণ্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক পদসমূহ অপর দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত হইলে তাহার উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয়ই হইতে দেখা যায়; যথা—'দণ্ডী', 'কুণ্ডলী' প্রভৃতি, [এখানে দণ্ড ও কুণ্ডল দ্রব্য দুইটী পুরুষরূপ অপর দ্রব্যের ধর্ম্ম হইয়াছে]। না—ইহা এরূপ নহে; কারণ, পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচার রহিয়াছে। যে পদার্থ অপর পদার্থের প্রকার বা বিশেষণ না হইয়া কখনও থাকিতে পারে না, সেই পদার্থের সত্তা, অনুবৃত্তি এবং প্রতীতিও সেই প্রকারীভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ হয় না; এই কারণে, সেই শব্দগুলিও স্বার্থবিশিষ্ট দ্রব্যের বাচক হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন অন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সেই দ্রব্যবাচক শব্দের সহিত উক্ত পরানুগত পদার্থবাচক শব্দসমূহের সামানাধিকরণ্য যুক্তিসম্মতই হয়। আর যেখানে পৃথক্সিদ্ধ বা স্বাধীন-সত্তাসম্পন্ন ও স্বার্থে বিশ্রান্ত কোন দ্রব্যের কদাচিৎ

(*) অত এব' ইত্যধিকঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে।　　(†) মুখ্যবৃত্তমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) সামানাধিকরণ্য-প্র' ইতি (খ গ) পাঠঃ।　　(§) প্রতিপত্তিভিঃ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যুক্তমেব। যত্র পুনঃ পৃথক্‌সিদ্ধস্য (*) স্বনিষ্ঠস্যৈব দ্রব্যস্য (†) কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বমিষ্যতে (‡); তত্র মত্বর্থীয় প্রত্যয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥

তদেবং পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদচিদ্বিবিশিষ্টস্য (§) জীবস্যাপি জীবনির্দ্দেশবিশেষরূপা (¶) 'অহং ত্বম্' ইত্যাদিশব্দাঃ পরমাত্মানমেবাচক্ষতে, (||) ইতি 'তত্ত্বমসি' ইতি সামানাধিকরণ্যেনোপসংহৃতম্; এবঞ্চ সতি পরমাত্মানং প্রতি জীবস্য শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্ম্মাঃ পরমাত্মানং ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বযুবত্বাদয়ো ধর্ম্মা জীবং ন স্পৃশন্তি। অতস্তত্ত্বমসীতি সামানাধিকরণ্যে 'তৎ'-পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং সর্ব্বকল্যাণগুণাকরং নিরস্তসমস্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচষ্টে। 'ত্বম্'

অপর দ্রব্যে প্রকারতা প্রতীত হয়, সেখানেই মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়া থাকে; ইহাই নির্দ্দোষ কল্পনা (**)।

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] অচিদ্বিশিষ্ট (জড়সহকৃত) জীবও যখন পরমাত্মার শরীর বলিয়াই তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ; তখন অচিদ্বিশিষ্ট জীব-নির্দ্দেশক 'আমি, তুমি' ইত্যাদি শব্দগুলিও পরমাত্মারই বোধক হয়; সুতরাং "তৎ ত্বমসি" এই সামানাধিকরণ্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে, এইরূপে জীবাত্মা পরমাত্মার শরীরস্থানীয় হওয়ায় স্বীয় শরীরগত বালত্ব, যুবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় যেরূপ জীবকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীবগত ধর্ম্মসমূহও পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব, "তৎ ত্বম্ অসি" এই সামানাধিকরণ্য স্থলে 'তৎ' পদটী সত্যসংকল্প, সমস্তকল্যাণময়গুণের আকর এবং সর্ব্বপ্রকার হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎ-কারণ পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করিতেছে; আর 'ত্বং' পদেও অচেতন-শরীরসম্পন্ন জীব যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং তদুভয়ের সামানাধিকরণ্য অবাধেই

(*) সিদ্ধার্হস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) কস্যচিৎ' ইতি (খ, গ) পুস্তকয়োঃ পাঠঃ।

(‡) মবগম্যতে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) অচিদ্বিশিষ্টস্য জীবস্য' ইতি (খ) পাঠঃ। অচিন্মাত্রবিশিষ্টস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) বিশেষনির্দ্দেশরূপাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (||) অনাত্মানমেবাচক্ষতে' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(**) তাৎপর্য্য – উক্ত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শনার্থ 'যস্য' ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যে সকল পদার্থ অপর কোন পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু পরানুগতভাবেই থাকে; সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব, অবস্থিতি ও প্রতীতি, এ সমস্তই অপর পদার্থের অপেক্ষিত; সুতরাং তাহারা নিয়তই কোন না কোনও পদার্থের বিশেষণ হইয়া থাকে; কাজেই তদ্বোধক শব্দগুলিও সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে। অতএব সেই স্থলেই পরানুগত জাতি-গুণাদি-বাচক শব্দের সহিত তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যবাচক শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র নহে। আর যে সকল দ্রব্য পৃথক্‌সত্ত্ব, পৃথক্ প্রতীতিগম্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ; অথচ কখন কখন অপর দ্রব্যের বিশেষণও হয়; সেই সকল পদার্থের উত্তরই মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়া থাকে। অতএব, কেবল জাতি, গুণ বা দ্রব্যমাত্রই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে

ইতি চ তমেব সশরীর-জীবশরীরকমাচষ্টে, ইতি সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। প্রকরণাবিরোধঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধো ব্রহ্মণি নিরবদ্যে কল্যাণৈকতানেঽবিদ্যাদিদোষগন্ধাভাবশ্চ। অতো জীব-সামানাধিকরণ্যমপি বিশেষণ-ভূতাজ্জীবাদন্যত্বমেবাপাদয়তীতি বিজ্ঞানময়াৎ জীবাদন্য এবানন্দময়ঃ পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যদুক্তং "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা" ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্ব-শ্রবণাজ্জীবাৎ (*) অন্যত্বং ন সম্ভবতীতি; তদযুক্তম্; অস্মিন্ প্রকরণে সর্ব্বত্র "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য" ইতি পরমাত্মন এব শারীরাত্মত্বাভিধানাৎ (†)। কথং? "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশাদিসৃজ্যবর্গস্য পরমকারণত্বেন (‡) প্রজ্ঞাতজীব-ব্যতিরেকস্য পরস্য ব্রহ্মণ আত্মত্বেন ব্যপদেশাৎ তদ্ব্যতিরিক্তাকাশাদীনা-মন্নময়পর্যন্তানাং তচ্ছরীরত্বমবগম্যতে। "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা

উপপন্ন হইতে পারে; নির্দোষ ও সর্ব্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণ বিরোধ কিংবা শ্রুতি-বিরোধও হইতেছে না, এবং অবিদ্যাদি-দোষ- সংস্পর্শের গন্ধমাত্রও থাকিতেছে না। অতএব, উক্ত সামানাধিকরণ্যও বিশেষণীভূত জীব হইতে পরমাত্মার ভেদই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অতএব, বিজ্ঞানময় জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ ॥ ১৯ ॥

আর যে, 'এই শারীরই (জীবই) তাহার আত্মা,' এই স্থলে আনন্দময়ের শারীরত্ব শ্রবণ হেতু তাহার আর জীবাতিরিক্তত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তি যুক্ত হয় নাই; কারণ, এই প্রকরণে 'ইহাই তাহার শারীর (শরীরাভিমানী) আত্মা, যাহা পূর্ব্বতনের আত্মা,' এইরূপে সর্ব্বত্র পরমাত্মারই শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে। [সর্ব্বত্র যে, পরমাত্মারই শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহা জানা যায়] কি প্রকারে?—'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে,' এই স্থলে সৃজ্যমান আকাশাদির পরম কারণরূপে পূর্ব্বাবগত জীব হইতে অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত পরব্রহ্মকে 'আত্মা'রূপে নির্দ্দেশ করায় তদতিরিক্ত আকাশাদি অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই যে, তাঁহার শরীর, ইহা জানা যায়। বিশেষতঃ, 'পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, দ্যোতমান অদ্বিতীয়

(*) বিশেষণভূতজীবাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ত্বাভিধানে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) প্রতিজ্ঞাতজীব' ইতি (ক, খ) পাঠঃ

দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইতি সুবালশ্রুত্যা সর্ব্বতত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বং স্পষ্টমভিধীয়তে। অতঃ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যত্রৈবান্নময়স্য পরমাত্মৈব শারীর আত্মেত্যবগতঃ। প্রাণময়ং প্রস্তুত্যাহ—"তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য" ইতি। পূর্ব্বস্যান্নময়স্য যঃ শারীর আত্মা শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ পরমকারণভূতঃ পরমাত্মা, স এব তস্য প্রাণময়স্যাপি শারীর আত্মেত্যর্থঃ। এবং মনোময়-বিজ্ঞানময়য়োর্দ্রষ্টব্যম্। আনন্দময়ে তু 'এষ এব' ইতি নির্দ্দেশঃ তস্যানন্যাত্মত্বং দর্শয়িতুম্। তৎ কথং? বিজ্ঞানময়স্যাপি পূর্ব্বোক্তয়া নীত্যা পরমাত্মৈব শারীর আত্মেত্যবগতঃ (*)। এবং সতি বিজ্ঞানময়স্য যঃ শারীর আত্মা, স এবানন্দময়স্যাপি শারীর আত্মা, ইত্যুক্তে আনন্দময়স্যাভ্যাসাবগত-পরমাত্মভাবস্য পরমা-

---

নারায়ণ।' এই সুবাল শ্রুতিতে সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই যে, অন্নময়ের শারীর আত্মা, ইহা 'সেই এই আত্মা হইতে' এই শ্রুতিতেই [আত্মশব্দ থাকায়] জানা গিয়াছে। 'প্রাণময়' কোষের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—'পূর্ব্বের যাহা [শারীর আত্মা], তাহারও (প্রাণময়েরও) ইহাই শারীর আত্মা।' ইহার অর্থ এই যে, অন্যশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পরমকারণ, যে পরমাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নময় কোষের শারীর আত্মা, তিনিই সেই 'প্রাণময়' কোষেরও শারীর আত্মা। 'মনোময়' ও 'বিজ্ঞানময়' সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। কিন্তু, 'আনন্দময়ে' যে "এষ এব" (ইনিই) কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, 'আনন্দময়ের' শারীর আত্মাটী 'আনন্দময়' হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে। এই অভিপ্রায়-প্রদর্শনার্থই "এষ এব" কথার নির্দ্দেশ হইয়াছে। [এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,] তাহাই বা হয় কি প্রকারে? [উত্তর—] পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মাই বিজ্ঞানময়েরও শারীর আত্মা, এইরূপ হইলে, 'বিজ্ঞানময়ের যাহা শারীর আত্মা, আনন্দময়েরও তাহাই শারীর আত্মা'; এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আনন্দময়ের (আনন্দ শব্দের) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা যাহার পরমাত্মত্ব জানা গিয়াছে; সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আত্মস্বরূপ [তাঁহার আর পৃথক্ আত্মা নাই] (†)। এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায়

(*) ত্যবগতম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অভ্যাস অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি; যদিও সর্ব্বত্র 'আনন্দময়' শব্দের অভ্যাস পরিদৃষ্ট হয় না,—কেবল, 'আনন্দ' শব্দেরই অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি, পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, 'আনন্দ' ও 'আনন্দময়' একই পদার্থ। দেখা যায়, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন); ইত্যাদি স্থলে 'আনন্দ' শব্দে যাহার উল্লেখ হইয়াছে; তাঁহাকেই আবার "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য," (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি স্থলে 'আনন্দময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, আনন্দময়ের পরমাত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ বহুস্থানেই উপদেশ রহিয়াছে, সুতরাং আনন্দময় শব্দাভিহিত পরমাত্মার আর পৃথক্ আত্মা নাই, নিজেই নিজের আত্মা; সুতরাং শঙ্করাভিমত 'পুচ্ছব্রহ্মবাদ' এখানে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

ত্মনঃ স্বয়মেবাত্মেত্যবগম্যতে। এবঞ্চ স্বব্যতিরিক্তং চেতনাচেতনবস্তুজাতং স্বশরীরমিতি স এব নিরুপাধিকঃ শারীর আত্মা। অতএবেদং পরং ব্রহ্মাধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং 'শারীরকম্' ইত্যভিযুক্তৈরভিধীয়তে। অতো বিজ্ঞানময়াজ্জীবাদন্য এব পরমাত্মানন্দময়ঃ ॥ ১৩ ॥

আহ—নায়মানন্দময়ো জীবাদন্যঃ, বিকারশব্দস্য ময়ট্প্রত্যয়স্য শ্রবণাৎ। "ময়ড়্ বৈতয়োঃ" ইতি প্রকৃত্য, "নিত্যং বৃদ্ধ-শরাদিভ্যঃ" [অষ্টা৹ ৪।৩।১৪৪] ইতি বিকারার্থে ময়ট্ স্মর্য্যতে। বৃদ্ধশ্চায়মানন্দশব্দঃ।

ননু প্রাচুর্য্যেঽপি ময়ড়স্তি "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা৹ ৫।৪।২১] ইতি স্মৃতেঃ; যথা 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' ইতি; স এবায়ং ভবিষ্যতি। নৈবম্; 'অন্নময়ঃ' ইত্যুপক্রমে বিকারার্থত্বং দৃষ্টম্; অত ঔচিত্যাদস্যাপি বিকারার্থত্বমেব যুক্তম্।

যে,] পরমাত্মাতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই তাঁহার নিজের শরীরস্থানীয়; অতএব, তিনিই নিরুপাধি (স্বাভাবিক) শারীর আত্মা; [অপর কেহ নহে] এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ, পরমব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ আরব্ধ এই শাস্ত্রকে [ব্রহ্মসূত্রকে] 'শারীরক' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অতএব, নিশ্চয়ই 'বিজ্ঞানময়' জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই 'আনন্দময়' জীব হইতে পৃথক্ হইতে পারে না; বিকারবাচী 'ময়ট্' প্রত্যয়ের শ্রবণই তাহার হেতু। 'এই উভয়ের উত্তর বিকল্পে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,' এই প্রকরণেই 'বৃদ্ধ ও শরাদি শব্দের উত্তর [ময়ট্ হয়]', এই সূত্রে বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় বিহিত আছে। এই 'আনন্দ' শব্দটীও 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞাভুক্ত; (*) [সুতরাং এখানে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় হওয়াই উচিত]।

ভাল, 'তৎপ্রকৃতবচনে অর্থাৎ তাহার প্রাচুর্য্যাভিধানে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,' এই সূত্রানুসারে 'প্রাচুর্য্যার্থেও ত 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান রহিয়াছে। যেমন 'অন্নময় যজ্ঞ'। এখানেও সেই ময়ট্ প্রত্যয়ই হইতে পারে? না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রারম্ভেই (প্রথমেই)

(*) সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—'ময়ট্ বা এতয়োর্ভাষায়াম্ অভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ'। [অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৩] ইহার অর্থ এইরূপ—ভক্ষণার্থ ও আচ্ছাদনার্থ ভিন্ন যে বিকার ও অবয়ববাচক শব্দ, তাহার উত্তর বিকল্পে 'ময়ট্ প্রত্যয়' হয়। "নিত্যং বৃদ্ধ-শরাদিভ্যঃ।" অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৪], ইহার অর্থ এইরূপ—'বৃদ্ধ' শব্দ ও শরাদিগণের অন্তর্গত শব্দের উত্তর নিত্যই 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়। যে শব্দের আদি স্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, তাহাকে 'বৃদ্ধ' বলা হইয়াছে। 'আনন্দ' শব্দের ও আদিস্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা দীর্ঘ, সুতরাং 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞান্তর্গত। অতএব আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় হওয়া উচিত।

কিঞ্চ, প্রাচুর্য্যার্থত্বেঽপি জীবান্যত্বং(*) ন সিধ্যতি। তথাহি—'আনন্দপ্রচুরঃ' ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রত্বমবর্জ্জনীয়ম্। আনন্দস্য হি প্রাচুর্য্যং দুঃখস্যাল্পত্বমবগময়তি। দুঃখমিশ্রত্বমেব হি জীবত্বম্; অত ঔচিত্যপ্রাপ্তবিকারার্থত্বমেব যুক্তম্।

কিঞ্চ, লোকে 'মৃন্ময়ং, হিরণ্ময়ং, দারুময়ম্' ইত্যাদিষু, বেদে চ "পর্ণময়ী জুহূঃ, শমীময্যঃ স্রুচঃ, দর্ভময়ী রশনা" ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগবাহুল্যাৎ স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি। জীবস্য চানন্দবিকারত্বমস্ত্যেব। তস্য স্বত আনন্দরূপস্য সতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্বিকার এবেতি। অতো বিকারবাচিনো ময়ট্প্রত্যয়স্য শ্রবণাদানন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি। তদেতদনুভাষ্য পরিহরতি—

'অন্নময়' শব্দের বিকারার্থত্ব দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব, ঔচিত্যানুসারে (প্রথম প্রাপ্ত অর্থ-গ্রহণের ন্যায্যতা হেতু) এখানেও বিকারার্থ হওয়াই যুক্তিসম্মত (†)।

আরও এক কথা, প্রাচুর্য্যার্থ হইলেও [আনন্দময় যে,] জীব হইতে ভিন্ন; ইহা সিদ্ধ হইতেছে না। দেখ, [ব্রহ্ম] 'আনন্দপ্রচুর' এই কথা বলিলে তাঁহাকে দুঃখসংস্পর্শরহিত বলা যায় না, অর্থাৎ তাঁহাতে অল্পপরিমাণে দুঃখসম্বন্ধও স্বীকার করিতেই হয়; কেননা, আনন্দের প্রাচুর্য্যই [তাঁহাতে] অল্পপরিমাণে দুঃখেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আর সেই দুঃখসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব; অতএব, ঔচিত্যলব্ধ বিকারার্থই যুক্তিযুক্ত।

অপিচ, 'মৃণ্ময়, হিরণ্ময়, দারুময়,' ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে এবং 'পর্ণময়ী জুহু (পাত্রবিশেষ), শমীময়ী স্রুক্সমূহ, দর্ভময়ী রশনা (কাঞ্চী—চন্দ্রহার)' ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগেও বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যনিবন্ধন সেই বিকারার্থটাই প্রথমতঃ বুদ্ধি-পথে আরূঢ় হইয়া থাকে; জীবের পক্ষে ত আনন্দ-বিকারত্ব সুনিশ্চিতই আছে; কারণ, আনন্দরূপতাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আর সংসারিত্ব অবস্থাটা তাহার আনন্দবিকার মাত্র। অতএব, বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়ের শ্রবণ হেতু 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ জীব হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। এই আপত্তির উল্লেখপূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন—"বিকার-শব্দাৎ" ইত্যাদি।

(*) ত্বম্' ইতি (খ. গ) পাঠঃ।

(†) যদিও প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান আছে সত্য, তথাপি আলোচ্য স্থলে প্রথমেই যখন 'অন্নময়' শব্দে বিকারার্থে 'ময়ট' প্রত্যয় দেখা যাইতেছে, এবং উপক্রমোপাত্ত অর্থ গ্রহণ করাই যখন যুক্তি সম্মত; তখন 'আনন্দময়' শব্দে বিকারার্থেই 'ময়ট্' স্বীকার করিতে হয়, প্রাচুর্য্যার্থে নহে।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১।১।১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারশব্দাৎ (বিকারবাচক শব্দ হেতু), ন (না), ইতি (ইহা)

চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), প্রাচুর্য্যাৎ (আধিক্যহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—'বিকারশব্দাৎ' ময়ট্প্রত্যয়স্য বিকারবাচিত্বাৎ 'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা ন ভবিতুমর্হতি, ইতি চেৎ ; ন ; কুতঃ? প্রাচুর্য্যাৎ, ময়ট্প্রত্যয়স্য প্রাচুর্য্যার্থেঽপি বিহিতত্বাৎ, অত্রাপি চ তস্যৈব গ্রহণাদিত্যর্থঃ।

যদ্যপি বিকারার্থকান্নময়াদিপ্রকরণপঠিতত্বেন আনন্দময়স্যাপি বিকারার্থতা, ততশ্চ জীবপরতা প্রসজ্যতে ; তথাপি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিশতৈর্জীবস্যাপি অবিকারত্বাভিধানাৎ প্রাচুর্য্যার্থে চ ময়টো বিহিতত্বাৎ তদর্থস্যৈব চাত্র পরিগ্রহাৎ ন জীব আনন্দময়ঃ, কিন্তু পরমাত্মৈব, ইত্যাশয়ঃ ॥

যদি বল, 'আনন্দময়' শব্দের পরবর্ত্তী ময়ট্ প্রত্যয়টী বিকারার্থে বিহিত ; সুতরাং অবিকার পরমাত্মা 'আনন্দময়' পদবাচ্য হইতে পারেন না ; না—তাহা বলা যায় না ; কারণ, এখানে ময়টের অর্থ—প্রাচুর্য্য (নিরতিশয়ত্ব), কিন্তু বিকার নহে।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিকারার্থক 'ময়ট্'-প্রত্যয়ান্ত 'অন্নময়া'দির প্রকরণে পঠিত বলিয়া 'আনন্দময়' শব্দেও সেই বিকারার্থই পরিগৃহীত হইতে পারে, এবং তাহার ফলে 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইয়া জীবই হইতে পারে, সত্য ; কিন্তু 'বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ) জন্মে না, মরে না,' ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যে যখন জীবেরও বিকারধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলেও 'আনন্দময়' শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না ; পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্যার্থেও ময়টের বিধান থাকায়, ব্রহ্মে আনন্দপ্রাচুর্য্যের সম্ভব হওয়ায় এবং দুঃখবহুল জীবে অনন্দ-প্রাচুর্য্যের অভাব থাকায়ও এখানে পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ—জীব নহে ॥ ১।১।১৪ ॥]

নৈতদ্যুক্তম্ ; কুতঃ? 'প্রাচুর্য্যাৎ'—পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যানন্দপ্রাচুর্য্যাৎ ; প্রাচুর্য্যার্থে চ (*) ময়টঃ সম্ভবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—শতগুণিতোত্তরক্রমেণাভ্যস্যমানস্যানন্দস্য জীবাশ্রয়ত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মাশ্রয়োঽয়মানন্দ ইতি নিশ্চিতে সতি, তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিকারাসম্ভবাৎ প্রাচুর্য্যেঽপি ময়ড়্বিধি-

['আনন্দময়'কে যে জীবস্বরূপ বলা হইয়াছে,] ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ?—পরব্রহ্মে আনন্দ-প্রাচুর্য্যই তাহার কারণ। এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে যে, উত্তরোত্তর শত-গুণক্রমে বর্দ্ধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে, আনন্দের উল্লেখ আছে, জীবে অসম্ভববশতই ঐ আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; সুতরাং সেই আনন্দের যখন ব্রহ্মাশ্রিতত্বই নিশ্চিত হইল, তখন সেই ব্রহ্মে বিকারের অসম্ভব হওয়ায় এবং প্রাচুর্য্যার্থেও 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান থাকায়

(*) প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়ট সম্ভবাৎ' (খ) পাঠোঽসমীচীনঃ।

সদ্ভাবাচ্চ আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি। ঔচিত্যাৎ প্রয়োগপ্রৌঢ়্যা (*) চ ময়টো বিকারার্থত্বমর্থবিরোধান্ন সম্ভবতি।

কিঞ্চ, ঔচিত্যং প্রাণময় এব পরিত্যক্তং, তত্র বিকারার্থত্বাসম্ভবাৎ। অতস্তত্র পঞ্চবৃত্তের্বায়োঃ প্রাণবৃত্তিমত্তামাত্রেণ প্রাণময়ত্বম্, প্রাণাপানাদিষু পঞ্চসু বৃত্তিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাদ্বা। নচ প্রাচুর্য্যে ময়ট্প্রত্যয়স্য প্রৌঢ়ির্নাস্তি; 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' (†) 'শকটময়ী যাত্রা' ইত্যাদিদর্শনাৎ।

যত্তুক্তম্, আনন্দ-প্রাচুর্য্যমল্পদুঃখসদ্ভাবমবগময়তীতি; তদসৎ; তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বমেব; তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি; অপি তু তস্যাল্পত্বং নিবর্ত্তয়তি। ইতরসদ্ভাবাসদ্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেয়ৌ; ইহ চ প্রমাণান্তরেণ তদভাবোঽবগম্যতে "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা। তত্রে-

---

পরব্রহ্মই 'আনন্দময়' (আনন্দময় শব্দের অর্থ)। বিকারার্থটী বিরুদ্ধ হওয়ায় ঔচিত্য কিংবা প্রয়োগ-দার্ঢ্যের অনুরোধেও [এখানে] 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিকারার্থতা সম্ভবপর হইতেছে না (‡)।

অপিচ, প্রকরণের অনুরোধ ত 'প্রাণময়' শব্দেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কারণ, সেখানে বিকারার্থের সম্ভব নাই; অতএব, সেখানে [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই] পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুরই কেবল প্রাণন-বৃত্তির (জীবনধারণরূপ ব্যাপারে) অনুসারে, অথবা প্রাণাপানাদি পাঁচটী বৃত্তিতেই প্রাণবৃত্তির প্রাচুর্য্যের অনুরোধেই 'প্রাণময়ত্ব' বুঝিতে হইবে। অন্নময় (অন্নবহুল) যজ্ঞ,' 'শকটময়ী (শকটবহুল) যাত্রা (উৎসব)' ইত্যাদি স্থলে যখন [প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ] দেখা যায়, তখন এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রৌঢ়ি বা প্রয়োগবাহুল্য নাই।

আর আনন্দ-প্রাচুর্য্য শব্দে যে অল্পপরিমাণে দুঃখ-সদ্ভাবও প্রতীতি করায় বলা হইয়াছে; তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ, আনন্দ-প্রচুরত্ব অর্থ—আনন্দেরই প্রভূতত্ব (আধিক্যমাত্র), তাহা কখনই অপরের (দুঃখের) সদ্ভাব প্রতিপাদন করে না; পরন্তু, তাহার (নিজেরই) অল্পতা নিবারণ করে মাত্র। সেখানে অপর পদার্থের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব অপর প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিতে হয়; অথচ এখানে 'তিনি নিষ্পাপ' ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারা আনন্দাতিরিক্ত পদার্থের

(*) প্রৌঢ্যাচ্চ, ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) 'শরময়ী সেনা' ইত্যধিকঃ' (খ) পাঠঃ।

(‡) এই প্রকরণে 'অন্নময়', 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থলে বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে; প্রকরণপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ; সুতরাং তৎপ্রকরণপঠিত 'আনন্দময়' শব্দগত 'ময়ট্' প্রত্যয়েও বিকারার্থ গ্রহণ করাই উচিত। 'প্রয়োগপ্রৌঢ়ি' অর্থ—প্রয়োগ বাহুল্য—প্রসিদ্ধি; বিকারার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয়ের প্রয়োগবাহুল্য দর্শনে 'আনন্দময়' শব্দেও বিকারার্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ না ঘটে, সেখানেই প্রকরণৌচিত্য ও প্রসিদ্ধির আদর করা হয়; এখানে যখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে, তখন এখানে প্রকরণ ও প্রসিদ্ধি, উভয়ই পরিত্যাজ্য।

তাবদেব বক্তব্যম্, ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষত (*) ইতি। উচ্যতে চ তৎ "স একো মানুষ আনন্দঃ" ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রভূত ইতি।

যচ্চোক্তং, জীবস্যানন্দবিকারত্বং সম্ভবতীতি; তদপি নোপপদ্যতে, জীবস্য জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য কেনচিদাকারেণ মৃদ ইব ঘটাদ্যাকারেণ পরিণামঃ সকলশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধঃ। সংসারদশায়ান্তু কর্ম্মণা (†) জ্ঞানানন্দৌ সঙ্কুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে। অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।১।১৪ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্ম —

তদ্ধেতু-ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ধেতু ব্যপদেশাৎ (তাহার—জীবানন্দের হেতুরূপে উল্লেখ বশতঃ) চ (ও) [জীব আনন্দময় নহে।]

[সরলার্থঃ—তস্য হেতুঃ, তদ্ধেতুঃ, তদ্ধেতুত্বেন ব্যপদেশঃ, তদ্ধেতুব্যপদেশঃ, তস্মাৎ; "এষ হি এব আনন্দয়াতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য জীবানন্দস্য হেতুত্বেন আনন্দময়স্য ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাদপি, যো হি অন্যান্ সর্ব্বান্ আনন্দয়তি, স খলু তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রচুরানন্দ ইত্যধ্যবসীয়তে, ইত্যতোঽপি অয়ম্ 'আনন্দময়ঃ' পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যঃ, নতু প্রত্যগাত্মা, ইত্যাশয়ঃ ॥

'ইনিই অপর সকলকে আনন্দিত করেন', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরই আনন্দপ্রচুরত্ব প্রমাণিত হয়; সুতরাং 'আনন্দময়' অর্থ—পরব্রহ্ম—জীব নহে ॥ ১।১।১৫ ॥]

অসম্ভাবই পরিজ্ঞাত হইতেছে। উক্ত স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ব্রহ্মানন্দের যে প্রভূতত্ব (সর্ব্বাধিক্য), তাহা কেবল অপরাপর আনন্দের অল্পতাকেই অপেক্ষা করে; আর ব্রহ্মানন্দ যে, জীবগত আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়ভাবাপন্ন—প্রভূত, তাহা 'তাহা মানুষের একটী আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও উক্ত হইতেছে।

আরও যে, জীবের আনন্দ-বিকারত্ব সম্ভব হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, মৃত্তিকার যেরূপ ঘটাদি আকারে পরিণাম হয়, একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ জীবের যে, সেইরূপ কোন প্রকারে পরিণাম, তাহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ। সংসারী অবস্থায় যে, তাহার জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে, পরে তাহার উপপাদন করা যাইবে। এই কারণেও জীব হইতে অতিরিক্ত পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১।১।১৪ ॥

বক্ষ্যমাণ কারণেও 'আনন্দময়' অর্থ—জীবাতিরিক্ত—পরব্রহ্ম; 'যেহেতু [ব্রহ্মকেই] জীবগত আনন্দের হেতুস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।'

(*) 'অল্পত্বাপেক্ষম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'তৎকর্ম্মণা' ইতি (খ) পাঠঃ।

"কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি [তৈত্তি° আন° ৭] ইতি। এষ এব জীবানানন্দয়তীতি জীবানামানন্দহেতুঃ (*) অয়ং ব্যপদিশ্যতে। অতশ্চানন্দয়িতব্যাজ্জীবাদানন্দয়িতা অয়মন্য আনন্দময়ঃ পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে। আনন্দময় এবাত্রানন্দশব্দেনোচ্যত ইতি চানন্তরমেব বক্ষ্যতে (†) ॥ ১।১।১৫ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ—

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—মান্ত্রবর্ণিকং (মন্ত্রে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কথিত হইতেছে) ॥]

[সরলার্থঃ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেন অভিহিতং ব্রহ্মৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদৌ 'আনন্দময়' শব্দেন গীয়তে অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' এই মন্ত্রে, যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, 'সেই এই 'অন্নময়' হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন (জীব নহে) ॥ ১।১।১৬ ॥]

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১] ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি 'গীয়তে'। তত্তু জীবস্বরূপাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম। তথাহি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি° আন° ১] ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম

'যদি এই 'আকাশ' (ব্রহ্ম) আনন্দস্বরূপ না হইতেন, [তাহা হইলে] কে-ই বা চেষ্টা করিত, আর কে-ই বা প্রাণধারণ করিত? ইনিই [অপরকে] আনন্দিত করেন।' অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) জীবগণকে আনন্দিত করেন; এই কথায় ইহাঁকে জীবগণের আনন্দোৎপাদক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে জানা যায় যে, আনন্দয়িতা বা আনন্দের হেতু-ভূত এই 'আনন্দময়' নিশ্চয়ই আনন্দয়িতব্য (যাহাকে আনন্দিত করিতে হইবে, সেই) জীব হইতে ভিন্ন। এখানে (উক্ত শ্রুতিতে) যে, 'আনন্দ' শব্দে 'আনন্দময়'ই অভিহিত হইয়াছেন; তাহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে ॥ ১। ১। ১৫ ॥

এই হেতুও 'আনন্দময়' অর্থ জীব হইতে পৃথক্—'[যেহেতু] মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছে।' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' এই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই এখানে 'আনন্দময়' বলিয়া গীত হইতেছেন। সেই ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম। দেখ, 'ব্রহ্মবিৎ পরমকে প্রাপ্ত হন', এই

(*) জীবানন্দহেতুঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) 'উচ্যতে' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ। আচক্ষ্যতে ইতি (গ) পাঠঃ।

নির্দ্দিষ্টম্। "তদেষাভ্যুক্তা" ইতি—তদ্ ব্রহ্ম অভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য, ঋগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তা—ব্রাহ্মণোক্তস্যার্থস্য বৈশদ্যমনেন মন্ত্রেণ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। জীবস্যোপাসকস্য প্রাপ্যং ব্রহ্ম তস্মাদ্বিলক্ষণমেব। অনন্তরঞ্চ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যারভ্য উত্তরোত্তরৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রৈশ্চ তদেব বিশদীক্রিয়তে। অতো জীবাদন্য আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১৬ ॥

অত্রাহ—যদ্যপ্যুপাসকাৎ প্রাপ্যস্য ভেদেন ভবিতব্যম্; তথাপি ন বস্তু-স্তরং জীবাত্মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম; কিন্তু তস্যৈবোপাসকস্য নিরস্তসমস্তাবিদ্যা-গন্ধং (৬৩) নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসং শুদ্ধং স্বরূপং; (*) তদেব "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি মন্ত্রেণ বিশোধ্যতে। তদেব চ "যতো বাচো

শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। [শ্রুতিতে আছে—] "তদেষাভ্যুক্তা" (তৎ+এষা+অভি+উক্তা)। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্ম; 'অভি' অর্থ—অভিমুখী করিয়া অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা বর্ণনীয়রূপে পরিগ্রহ করিয়া; 'এষা' অর্থ—এই ঋক্; 'উক্তা'—পাঠকগণ কর্তৃক উক্তা, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত অর্থই পরিস্ফুট করা হইতেছে। জীবের প্রাপ্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই জীব হইতে বিভিন্ন প্রকার। পরেও 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল', এই হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই বিষয়টাই বিশদীকৃত হইতেছে। অতএব, 'আনন্দময়' নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১। ১। ১৬ ॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে, যদিও উপাসক হইতে তৎপ্রাপ্য উপাস্য বস্তুর ভেদ থাকা আবশ্যক; তথাপি মন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম কখনই জীব হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; পরন্তু, সেই উপাসকেরই যে, সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা সম্বন্ধরহিত, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহারই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রে বিশেষভাবে শোধন—সংস্কার করা হইতেছে,—অর্থাৎ তাহার দোষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ স্বরূপটী প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র; তাহাই আবার

(*) শুদ্ধস্বরূপমিতি (ক,খ) পাঠ।

(৬৩) তাৎপর্য্য—কারণাবিদ্যা, কার্য্যাবিদ্যা, বিক্ষেপিকা অবিদ্যা চ বিবক্ষিতা 'সমস্ত'-শব্দেন। 'গন্ধ'শব্দেন অপারমার্থ্যং কলিতং, অপুনঃ সম্ভবো বা অভিপ্রেতঃ। 'শুদ্ধং'—কর্ম্ম-তৎফলাদ্বয়রাহিত্যম্। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যার তিনটী অবস্থা (১) কারণাবিদ্যা, (২) কার্য্যাবিদ্যা, (৩) বিক্ষেপিকা অবিদ্যা। তন্মধ্যে, ঈশ্বরাশ্রিত অবিদ্যা—কারণাবিদ্যা, জীবাশ্রিত অবিদ্যা—কার্য্যাবিদ্যা, আর ভ্রমাদি সৃষ্টির উপাদানভূতা অবিদ্যা বিক্ষেপিকা অবিদ্যা, এই অবস্থাত্রয় বুঝাইবার উদ্দেশে মূলে 'সমস্ত' পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। আর 'গন্ধ' শব্দে অবিদ্যার অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা, যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর পুনরুৎপত্তি না হয়, তাদৃশ নিবৃত্তি বোধনার্থ 'গন্ধ'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'শুদ্ধ' অর্থ—যাহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ নাই।

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইতি প্রস্তুত্য "কতমা সা দেবতা? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" [ছান্দো০ ।১।১১।৪, ৫] ইতি।

অত্র প্রাণশব্দোঽপ্যাকাশশব্দবৎ প্রসিদ্ধপ্রাণব্যতিরিক্তে পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তদসাধারণনিখিলজগৎপ্রবেশ-নিষ্ক্রমণাদিলিঙ্গাৎ প্রসিদ্ধবৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে প্রস্তোতঃ! (স্তোত্রপাঠক!) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত আছেন;' এইরূপ ভূমিকার পর জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, 'সেই দেবতাটী কে'? [তদুত্তরে উষস্তি ঋষি প্রস্তোতাকে] বলিলেন যে, 'প্রাণ', অর্থাৎ সেই দেবতাটীর নাম প্রাণ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে; সেই এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। তাহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।' (*)

অত্রত্য 'প্রাণ' শব্দটীও পূর্ব্বোক্ত 'আকাশ' শব্দেরই মত প্রসিদ্ধ প্রাণার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদতিরিক্ত পর ব্রহ্মেই বৃত্তিমান্, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাণবোধক না হইয়া পরব্রহ্মবোধক হইয়াছে। কেন না, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ, ইহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিঙ্গ

অর্থ গ্রহণ করাই উচিত; কারণ, ঐ অর্থই লোকপ্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ অর্থ পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট অচেতন প্রাণ নহে, পরন্তু চেতন পরমাত্মা; কারণ, সমস্ত ভূতের যে, প্রাণে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ, তাহা পরমাত্মা ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—পরমাত্মাই প্রাণ শব্দের অর্থ; এবং প্রাণশব্দিত সেই পরমাত্মার আরাধনায় জীবের মুক্তিলাভই তাহার ফল।

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী গল্প আছে যে, উষস্তিনামক কোনও ঋষি স্বদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটায় অন্নসংস্থানার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন; বালিকা পত্নীকেও সঙ্গে লইলেন। তাহারা কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উভয়েই ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্নে সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদ্দেশীয় রাজার দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন, গমনের উদ্দেশ্য—সেখানে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ। উষস্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিকগণের সমীপে উপবেশন করিলেন এবং একে একে প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রভৃতিকে তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে, যিনি সামবেদীয় প্রস্তাব ভাগ পাঠ করেন, প্রথমে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে প্রস্তোতঃ! তুমি যে 'প্রস্তাব' ভাগ পাঠ করিতেছ, ইহার দেবতা কে? তাহা তুমি জান কি? দেবতা না জানিয়া পাঠ করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। তত্রত্য প্রস্তোতা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া উষস্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাকে যে, প্রস্তাব-দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি তাহা জানি না; আপনিই বলিয়া দিন যে, সেই দেবতাটী কে? তদুত্তরে উষস্তি বলিলেন, সেই দেবতাটী প্রাণ; তাহাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত। অপরাপর যাজ্ঞিকগণকেও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্টাৎ (*)। অধিকাশঙ্কা তু—(†) কৃৎস্নভূতজাতস্য প্রাণাধীনস্থিতি-প্রবৃত্ত্যাদিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধ এব প্রাণো জগৎকারণতয়া নির্দ্দেশমর্হতীতি।

পরিহারস্তু—শিলা-কাষ্ঠাদিষু চেতনস্বরূপে চ তদভাবাৎ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইতি নোপপদ্যত-ইতি। অতঃ প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানীতি কৃত্বা (‡) পরং ব্রহ্মৈব প্রাণ-শব্দেনাভিধীয়তে। অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ-প্রাণাদেরন্যদেব নিখিলজগদেককারণম্ অপহতপাপ্মত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনন্তকল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্মৈবাকাশ-প্রাণাদিশব্দাভিধেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২৪॥ [সমাপ্তম্ নবমং প্রাণাধিকরণং]।

অতঃ পরং জগৎকারণত্বব্যাপ্তেন যেন কেনাপি নিরতিশয়োৎকৃষ্টগুণেন জুষ্টং জ্যোতিরিন্দ্রাদিশব্দৈরর্থান্তরপ্রসিদ্ধৈরপ্যভিধীয়মানং পরং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিপাদ্যতে (§) 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' ইত্যাদিনা—

(জ্ঞাপক ধর্ম্ম); এখানে তাহা প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে এইরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা হইয়াছিল যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতেরই স্থিতি ও চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্য সমূহ প্রাণের অধীন; সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাণই এখানে জগৎকারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য, (অপর কেহ নহে)।

[এই আশঙ্কার] পরিহার এইরূপ—যেহেতু শিলা-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থে এবং শুদ্ধ চেতনেও প্রাণাধীন স্থিতি প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ 'সমস্ত ভূত প্রাণেই অবস্থান করে এবং প্রাণ হইতে উদ্গত হয়', এ কথা উপপন্ন হয় না; [কারণ, দগ্ধ বা খণ্ডিত প্রস্তরে ও শুষ্ক বা ছিন্ন কাষ্ঠাদির অবস্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না]। অতএব, 'যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন, তিনি 'প্রাণ', এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে পরব্রহ্মও 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব প্রসিদ্ধ আকাশ ও প্রাণ হইতে ভিন্ন—জগদেক-কারণত্ব, অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণরাশিপূর্ণ পরব্রহ্মই যে, আকাশ ও প্রাণাদি শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল॥ ১। ১। ২৪॥ [নবম প্রাণাধিকরণ]।

জগৎকারণের পক্ষে যে গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যাহার অভাবে জগৎকারণত্বই সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ যে কোনও গুণবিশেষ-সম্পন্ন বস্তুটী অর্থান্তরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ও ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে, নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন নহে; অতঃপর "জ্যোতিঃ চরণাভিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্র (¶) দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

(*) নির্দ্দিশাদিতি (গ) পাঠঃ। (†) অত্র' ইতি (খ, গ) পুস্তকয়োঃ অধিকং পঠ্যতে।

(‡) কৃত্বা' ইতি পাঠঃ (খ, গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (§) অভিধীয়তে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য—এই জ্যোতিরধিকরণটী "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" হইতে "উপদেশভেদাৎ" ইত্যাদি চারিটী সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিকরণের রচনা-প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"অথ যদতঃ পরো

১০ জ্যোতিরধিকরণং।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১।১।২৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃশব্দের অর্থ) [পর ব্রহ্ম], চরণাভিধানাৎ (যেহেতু চরণের বা পাদের উক্তি আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, * * * ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ", ইত্যত্র 'জ্যোতিঃ'শব্দেন কিং আদিত্যাদিজ্যোতিঃ পরামৃশ্যতে' ? উত পরং ব্রহ্ম ? এবং সংশয়ে ইদমুচ্যতে—'জ্যোতিঃশব্দেন পরং ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যতে, ন তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ। কুতঃ ? 'চরণাভিধানাৎ'। তথাহি—জ্যোতির্ব্বাক্যাৎ পূর্ব্ববাক্যে "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র সর্ব্বভূতানি চরণত্বেন ব্যপদিশ্যন্তে ; তচ্চ পরব্রহ্মণ এব উপপদ্যতে। এবঞ্চ "'যদতঃ পরঃ" ইত্যত্র যচ্ছব্দস্য সর্ব্বনামত্বেন প্রসিদ্ধার্থবাচকত্বাৎ পূর্ব্ববাক্যে দ্যুসম্বন্ধিত্বেন প্রসিদ্ধং যৎ ব্রহ্ম, অত্রাপি দ্যুসম্বন্ধাবিশেষাৎ তদেব প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইত্যাশয়ঃ।

'এই যে, দ্যুলোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, * * * ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ'। এখানে এই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ ? কিংবা পরব্রহ্ম ? এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে। কারণ ? এই জ্যোতির চারিটী পাদের (অংশের) কথা আছে। ব্রহ্মই চতুষ্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব এখানে পরব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ॥ ১।১।২৫ ॥]

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" [ছান্দো° ৩।১৩।৭] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং জ্যোতিঃশব্দনির্দ্দিষ্টো (*) নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তোঽর্থঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, দ্যুলোকের উপরে ও বিশ্বের উপরে এবং উত্তমাধম সমস্ত লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ।' এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত এই যে, জ্যোতিঃশব্দ-নির্দ্দিষ্ট পদার্থ, লোকপ্রসিদ্ধ এই আদিত্যাদি জ্যোতিই কি সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ?

(*) জ্যোতিঃশব্দেন নির্দ্দিষ্টঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি লোকপ্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিঃ ? অথবা পরব্রহ্ম ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর- না—জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে ; কারণ, ব্রহ্মের যে চারিটী চরণ বা অংশ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব, উক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ঐরূপ উপাসনায় মুক্তিলাভই ইহার ফল।

প্রসিদ্ধমাদিত্যাদিজ্যোতিরেব কারণভূতং ব্রহ্ম ? উত সমস্তচিদচিদ্বস্তুজাত-বিসজাতীয়ঃ পরমকারণভূতোঽমিতভাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (*) সত্যসঙ্কল্পঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিরিতি। কুতঃ ? প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশেঽপ্যাকাশ-প্রাণাদিবৎ স্ববাক্যোপাত্ত-পরমাত্মব্যাপ্ত-লিঙ্গ-বিশেষাদর্শনাৎ, পরমপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞানাসম্ভবাৎ, (†) কৌক্ষেয়জ্যোতি-ষৈক্যোপদেশাচ্চ প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিঃ কারণত্বব্যাপ্ত-নিরতিশয়দীপ্তিযোগাৎ জগৎকারণং ব্রহ্মেতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ'—দ্যুসম্বন্ধিতয়া নির্দ্দিষ্টং নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃ পরমপুরুষ এব। কুতঃ ? (‡) "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [ছান্দো০ ৩।১২।৬] ইত্যস্যৈব দ্যুসম্বন্ধিনশ্চরণত্বেন সর্ব্বভূতানামভিধানাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে"

অথবা, চিৎ-জড় সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, পরম কারণস্বরূপ অসীম জ্যোতির্ময় সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ?। কোনটী যুক্তিযুক্ত হয়? প্রসিদ্ধ জ্যোতিই [যুক্তিযুক্ত হয়]। কারণ? প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ থাকিলেও 'আকাশ' ও 'প্রাণ' শব্দের ন্যায় এই বাক্যে পরমাত্মগ্রাহক কোন লিঙ্গ বা হেতুবিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং পরমপুরুষবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও সম্ভব নাই, অর্থাৎ এই বাক্যেও যে, পরব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ কুক্ষিস্থ (উদরস্থ) জ্যোতির সহিত ইহার একত্বোপদেশও রহিয়াছে ; অতএব কারণত্বসহচর নিরতিশয় দীপ্তিমান্ প্রসিদ্ধ জ্যোতিই এখানে ব্রহ্মপদবাচ্য জগৎকারণ, (পরব্রহ্ম নহে)।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।" অর্থাৎ দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থটী পরমপুরুষ (পুরুষোত্তম) ভিন্ন অন্য কেহ নহে। কারণ? যেহেতু 'সমস্ত ভূত ইহার একপাদ (চরণ বা অংশ), ইহার অমৃতস্বরূপ অপর তিনটী পাদ দ্যুলোকে আছে ;' এই শ্রুতিতে সমস্ত ভূতবর্গকে দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট উক্ত জ্যোতির চরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত।

ইহা উক্ত হইতেছে যে, 'এই দ্যুলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে,' এই

(*) অমিতভাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) কৌক্ষেয়কজ্যোতিষঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

ইত্যস্মিন্ বাক্যে পরমপুরুষাসাধারণলিঙ্গং নোপলভ্যতে ; তথাপি পূর্ব্ব-বাক্যে দ্যুসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষস্য নির্দ্দেশাদিদমপি দ্যুসম্বন্ধি জ্যোতিঃ স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি। কৌক্ষেয়জ্যোতিষৈক্যোপদেশশ্চ ফলায় তদাত্মকত্বানুসন্ধানবিধিরিতি ন কশ্চিদ্দোষঃ। কৌক্ষেয়জ্যোতিষশ্চ তদাত্মকত্বং ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" [গীতা০ ১৫।৪] ইতি ॥ ১।১।২৫ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দোঽভিধানাৎ (ছন্দের কথন থাকায়) ন (না—বলিতে পার না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ,ন (না), তথা (সেইরূপে) চেতোঽর্পণ-নিগমাৎ (চিত্ত-সমর্পণের উপদেশ বশতঃ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শনং (দেখা যায়—উদাহরণ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বস্মিন্ "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইত্যস্মিন্ বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ অভিধানাৎ নির্দ্দেশাৎ অত্র জ্যোতিঃপদেন পরমপুরুষাভিধানং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; ন ; কস্মাৎ ? তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ—তত্র পরমপুরুষস্যৈব গায়ত্রী-সাদৃশ্যেন চিত্ত-সমর্পণাভিধানাদিত্যর্থঃ। অন্যথা ছন্দোমাত্রস্য তস্য সর্ব্বভূতপাদবত্তা ন কথমপ্যুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ। তথাহি—তথৈব অন্যত্রাপি ছন্দঃসাদৃশ্যাৎ ছন্দঃশব্দনির্দ্দেশো দৃশ্যতে—"তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে" ইত্যুপক্রমে "সৈষা বিরাট্" ইত্যাদৌ ॥

যদি বল, 'গায়ত্রীই এতৎ সমস্ত স্বরূপ' এই পূর্ব্ববাক্যে যখন ছন্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেই পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, এখানে ঐরূপেই (ছন্দোরূপেই) মনোনিবেশের উপদেশ অভিহিত হইয়াছে। নচেৎ অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর পক্ষে সর্ব্বভূতাত্মকতা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর অন্যত্রও এইরূপ ছন্দঃসাদৃশ্য বশতঃ ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ১। ১। ২৬ ॥]

বাক্যে যদিও পরমপুরুষের গ্রাহক কোনও বিশেষ লিঙ্গ (ধর্ম্ম) দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; তথাপি পূর্ব্ববাক্যে যখন দ্যুসম্বন্ধিরূপে পরমপুরুষের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট এই জ্যোতিঃ-পদার্থও সেই পরম পুরুষ বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে। আর কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত যে, এই জ্যোতির ঐক্য বা অভেদোপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ হয় নাই ; কারণ, এখানে ফলবিশেষ লাভের জন্য কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত ঐক্য ভাবনার বিধান করা হইয়াছে। ভগবান্ নিজেই কুক্ষিস্থ জ্যোতির ব্রহ্মাত্মকতা বলিয়া গিয়াছেন,—'আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করতঃ' ইত্যাদি ॥ ১। ১। ২৫ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে “গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্” [ছান্দো০ ৩।১২।১] ইতি গায়ত্র্যাখ্যং ছন্দোঽভিধায় “তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্” ইত্যুদাহৃতায়াঃ “তাবানস্য মহিমা” ইত্যস্যা ঋচোঽপি চ্ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্র পরমপুরুষাভিধানমিতি চেৎ; ন, (*) ‘তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ’, ন গায়ত্রীশব্দেন চ্ছন্দোমাত্র-মিহাভিধীয়তে, ছন্দোমাত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বানুপপত্তেঃ; অপি তু, ব্রহ্মণ এব গায়ত্রী-চেতোঽর্পণমিহ নিগম্যতে। ব্রহ্মণি গায়ত্রীসাদৃশ্যানুসন্ধানং ফলায়োপদিশ্যত ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি চ “পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি”ইতি চতুষ্পদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। চতুষ্পদা চ গায়ত্রী ক্বচিৎ দৃশ্যতে। তদ্যথা—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ, বলেন পীড়িতঃ, দুশ্চ্যবনো

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী ‘গায়ত্রীই এই সমস্ত’ এই বাক্যে গায়ত্রীনামক চ্ছন্দের উল্লেখ করিয়া পরে ‘ইহা মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে’ বলিয়া ‘এই সমস্তই তাঁহার (পুরুষের) মহিমা বা বিভূতি’ এই মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লিখিত মন্ত্রটী যখন ছন্দোবিষয়ে প্রযুক্ত, তখন [তৎপ্রসঙ্গাগত] এই বাক্যে পরম পুরুষের (পরম ব্রহ্মের) প্রতিপাদন হইতেই পারে না। না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, ঐরূপেই চিত্ত-সমর্পণ বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দে যে কেবল চ্ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু গায়ত্রী-বুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিত্তসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ফলবিশেষ লাভের জন্য ব্রহ্মেই গায়ত্রীর সাদৃশ্য মাত্র চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে; নচেৎ কেবল অক্ষরময় চ্ছন্দের কখনই সর্ব্বাত্মকতা সম্ভব হইতে পারে না।

আর, এই সমস্ত ভূতবর্গ ইহার (পরম পুরুষের) এক পাদ, এবং স্বরূপাবস্থিত অপর পাদত্রয় দ্যুলোকে অবস্থিত।’ এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ; সুতরাং চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চতুষ্পদা গায়ত্রীর সহিত সাদৃশ্য থাকা সম্ভবপরও বটে। কোন কোন স্থলে চতুষ্পদা গায়ত্রীও দৃষ্ট হয় (†)। যথা—প্রথম পাদ—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ”। দ্বিতীয়পাদ—“বলেন

(*) তথ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সাধারণতঃ গায়ত্রীর তিনটী মাত্র পাদ বা চরণই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং গায়ত্রীকে চতুষ্পদা বলা যাইতে পারে না। আর গায়ত্রী চতুষ্পদা না হইলেও চতুষ্পদ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে না। এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘চতুষ্পদা চ গায়ত্রী ক্বচিৎ দৃশ্যতে।’ অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিপদা বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্থলবিশেষে তাহার চারি চরণের ব্যবহারও দেখা যায়। বস্তুতঃ আট অক্ষরে এক এক চরণ গণনা করিলে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মিত গায়ত্রী (ছন্দঃ) এখানেও ত্রিপদা বৈ চতুষ্পদা হয় না; কিন্তু ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করিলেই চতুষ্পদা হয়। এই কারণেই প্রসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীটির চতুষ্পদত্ব রক্ষা করিবার জন্য ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করা হয়; নচেৎ উহাও ত্রিপদা ভিন্ন চতুষ্পদা হইতে পারে না।

বৃষা, সমিৎসু সাসহিঃ” ইতি। তথাহি অন্যত্রাপি সাদৃশ্যাৎ ছন্দোঽভিধায়ী শব্দোঽর্থান্তরে প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। যথা সংবর্গবিদ্যায়াং “তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ (*) সম্পদ্যন্তে” [ছান্দো০ ৪।৩।৮] ইত্যারভ্য “সৈষা বিরাড়ন্নাদী” (†) ইত্যুচ্যতে ॥১।১।২৬॥

ইতশ্চ গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে—

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥১।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতাদি-পাদব্যপদেশোপপত্তেঃ (ভূত প্রভৃতির পাদরূপে নির্দ্দেশের সঙ্গতি হেতু) চ (ও) এবং (এইরূপ—গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থতা ॥]

[সরলার্থঃ—ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চ ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানাং এতস্য পাদরূপেণ যো ব্যপদেশঃ নির্দ্দেশঃ, তস্য উপপত্তেরপি ‘গায়ত্রী’ শব্দস্য ব্রহ্মপরত্বমিত্যর্থঃ। অন্যথা অক্ষর-সন্নিবেশরূপায়া গায়ত্র্যা ভূতাদিপাদবত্তা ন কথমপি আঞ্জস্যেন উপপদ্যতে। অনুপপত্তিস্তু সর্ব্বথা পরিহরণীয়েতি ভাবঃ।

শ্রুতিতে ভূতবর্গ, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়, এই চারিটী পদার্থকে গায়ত্রীর চারিটী পাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। গায়ত্রী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলেই ঐরূপ পাদোল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ কেবলই অক্ষরমাত্ররূপা গায়ত্রীর সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, ‘গায়ত্রী’ শব্দে ব্রহ্ম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১।১।২৭ ॥]

পীড়িতঃ।” তৃতীয় পাদ—“দুশ্চ্যবনো বৃষা”। চতুর্থ পাদ—“সমিৎসু সাসহিঃ”। দেখ, অন্যত্রও কেবলই সাদৃশ্য নিবন্ধন ছন্দোবোধক শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—ছান্দোগ্যোপনিষদে সংবর্গবিদ্যাপ্রকরণে ‘সেই এই অগ্ন্যাদি পঞ্চ ভূত আর বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় [মিলিত হইয়া] দশ হয়।’ ‘সেই এই বিরাট্ই অন্ন হইতে উৎপন্ন অথবা অন্নভক্ষক।’ (‡) বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১।১।২৬ ॥

এই কারণেও গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন—‘যেহেতু এইরূপ হইলে ভূতাদিকে তাহার পাদ বা অংশরূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হইতে পারে।’

(*) দশ সন্তস্তৎকৃতম্’ ইত্যেব উপনিষৎপাঠঃ, রঙ্গরামানুজীয়েঽপি এবমেব পাঠো দৃশ্যতে।

(†) অন্নাদি’ ইতি (ক, ঘ) পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘সংবর্গবিদ্যা’ নামে একটী প্রকরণ আছে। ‘সংবর্গ’ অর্থ—যাহা অপরকে সংবৃত করে বা গ্রাস করে। সেই স্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটী ভূত, আর বাগাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়, এই দশটী সম্মিলিত ভাবে একটী ‘কৃত’ হয়। কৃত অর্থ—অক্ষক্রীড়ার দশ অঙ্কবিশিষ্ট অক্ষ। উভয়ের সমান সংখ্যা থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককেও ‘কৃত’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চ সেই দশককেই আবার ‘বিরাট্’ ছন্দঃ বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন; বিরাট্ছন্দে অক্ষর দশটী, ইহারাও মিলিত ভাবে দশটী, এইরূপ সংখ্যাগত সাদৃশ্য থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককে ‘বিরাট্’ ছন্দের সহিত অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে।

ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানি নির্দ্দিশ্য "সৈষা চতুষ্পদা" ইতি ব্যপদেশো ব্রহ্মণ্যেব গায়ত্রীশব্দাভিধেয় উপপদ্যতে ॥১।১।২৭॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ--উপদেশভেদাৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল) ; ন (না—বলিতে পার না), উভয়স্মিন্ (উভয় পক্ষেই) অবিরোধাৎ (যে হেতু বিরোধের অভাব) ॥]

[সরলার্থঃ—উপদেশ-ভেদাৎ—পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র দ্যৌরধিকরণত্বেন, ইহ চ "যদতঃ পরো দিবঃ" ইতি দ্যৌরবধিত্বেন উপদিশ্যতে ; অত উপদেশস্য ভিন্নতয়া পূর্ব্ববাক্য-নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম তু পরস্মিন্ বাক্যে ন প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যমিত্যর্থঃ, যতঃ উভয়স্মিন্ অপি—সপ্তম্যন্ত-পঞ্চম্যন্ততয়া উপদেশেঽপি অবিরোধাৎ, 'বৃক্ষাগ্রে পক্ষী, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ পক্ষী' ইত্যাদাবিব সপ্তমী-পঞ্চম্যোঃ সমানার্থতয়া বিরোধাভাবাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, 'ইহার তিন পাদ দ্যুলোকে আছে', এই বাক্যে যে দ্যুলোককে পাদের অধিকরণ বলা হইয়াছে, 'এই দ্যুলোকের পরে (বাহিরে),' এই বাক্যে আবার সেই ইদ্যুলোককেই তাহার অবধি বা সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; সুতরাং একরূপ উপদেশ না থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, উত্তর বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ত বুঝা যাইতে পারে না ; না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, উভয়রূপ উপদেশেও কোন বিরোধ নাই। দেখা যায়—[বৃক্ষের অগ্র-ভাগের উপরে পাখী উড়িতেছে, দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে—] 'বৃক্ষের অগ্রভাগে পক্ষী ; কিংবা বৃক্ষের অগ্রভাগের পর পক্ষী।' এইরূপ উভয় প্রকারেই যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; এখানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ॥১।১।২৮॥]

পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি দিবোঽধিকরণত্বেন নির্দ্দেশাৎ, ইহ চ "দিবঃ পরঃ" ইত্যবধিত্বেন নির্দ্দেশাৎ উপদেশস্য ভিন্নরূপত্বেন পূর্ব্ব-

---

ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'ইহাই সেই চতুষ্পদা'। ব্রহ্মই যদি গায়ত্রী শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলেই ঐ চতুষ্পদত্ব নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতে পারে, (ছন্দঃপক্ষে নহে) ॥ ১।১।২৭ ॥

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দ্যুলোকে'; এ বাক্যে দ্যুলোককে পাদত্রয়ের অধিকরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর এখানে 'দ্যুলোকের পরে' বলিয়া দ্যুলোককেই অবধিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অতএব, উপদেশের প্রভেদ থাকায়, অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে

বাক্যোক্তং ব্রহ্ম পরস্মিন্ ন প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি চেৎ; ন, উভয়স্মিন্নপি-উপদেশেঽর্থস্বভাবৈক্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়া অবিরোধাৎ; যথা 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ' ইতি। তস্মাৎ পরমপুরুষ এব নিরতিশয়-তেজস্কো "দিবঃ পরো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইতি প্রতিপাদ্যতে। "এতাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [যজুঃ০ আরণ্যক০ ৩।১২ পুরুষসূক্তং] ইতি প্রতিপাদিতস্য চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্য—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।" [যজুঃ, আরণ্য০ ৩।১২ পুরুষসূ০] ইত্যভিহিতা- (*) প্রাকৃতরূপস্য তেজোঽপ্যপ্রাকৃতমিতি তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥১।১।২৮॥ [দশমং জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্তম্]।

নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ং প্রসিদ্ধবন্নির্দিষ্টং পরমপুরুষ এব † ইত্যুক্তম্। ইদানীং কারণত্বব্যাপ্তামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া উপাস্যত্বেন শ্রুত ইন্দ্রপ্রাণাদিঃ‡শব্দাভিধেয়োঽপি পরমপুরুষ এবেত্যাহ—

সপ্তম্যন্ত আর উত্তর বাক্যে পঞ্চম্যন্ত 'দিব্' শব্দ থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, পরবর্ত্তী বাক্যেও প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছেন, তাহা নহে। না—একথা বলিতে পার না; কারণ, [সপ্তম্যন্ত ও পঞ্চম্যন্ত, এই] উভয়প্রকার উপদেশেই বাক্যার্থের ঐক্য থাকায় প্রত্যভিজ্ঞাসম্বন্ধে কোনই বিরোধ বা বাধা নাই; যেমন 'বৃক্ষের অগ্রে শ্যেন (পক্ষিবিশেষ), আর বৃক্ষাগ্রের উপরে শ্যেন;' [এই উভয় কথারই তাৎপর্য্যার্থ এক; তদ্রূপ]। অতএব, সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম পুরুষ ভগবান্ই "পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। আর 'ইহাঁর এই পরিমাণ মহিমা, পুরুষ এতদপেক্ষাও মহান্, সমস্ত ভূত ইহাঁর একপাদ, ইহাঁর অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দ্যুলোকে আছে', এই শ্রুতিতে যে পরম পুরুষ চতুষ্পাদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, 'আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এবং অজ্ঞানের অতীত এই মহাপুরুষকে [আমি] জানি,' এই বাক্যে তিনিই আবার অপ্রাকৃত (অলৌকিক) রূপসম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, অপ্রাকৃতরূপসম্পন্ন তাঁহার তেজও (জ্যোতিও) অপ্রাকৃত; সুতরাং সেই জ্যোতিঃসমন্বিত থাকায় সেই পরম পুরুষই যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, ইহা প্রমাণিত হইতেছে—ইহা নির্দ্দোষ ॥১।১।২৮॥ [দশম জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত ॥]

প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বাধিকদীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটী যে, পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে; ইহা কথিত হইয়াছে। কারণের অনুগত ধর্ম্ম অমৃতত্ব-প্রাপ্তির উপায়রূপে উপাস্যভাবে

(*) ইত্যপ্রাভিহিতেতি (খ) পাঠঃ। † পুরুষ ইতি' ইতি খ পাঠঃ। ‡ প্রাণ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

১১ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণঃ (প্রাণ শব্দের অর্থ—[ব্রহ্ম], তথানুগমাৎ (যেহেতু সেই প্রকারেই সমন্বয় হয়) ॥]

[সরলার্থঃ—দিবোদাসপুত্রেণ প্রতর্দ্দনেন আত্মনো হিততম-বরপ্রদানায় প্রার্থিত ইন্দ্রঃ তং প্রত্যাহ—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব," ইতি। অত্র উপাস্যতয়া নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ-শব্দাভিধেয়ঃ পদার্থঃ পরমাত্মৈব, নতু দেহাভিমানী জীবঃ; কুতঃ? তথানুগমাৎ—যতঃ "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যানন্দাদিধর্ম্মাণাং জীবেঽসম্ভবাৎ পরমাত্মত্বেব অনুগম আশ্রয়ত্বেন সম্বন্ধো ভবতি ॥

দিবোদাসনন্দন প্রতর্দ্দন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, 'তুমি আমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতোপদেশ প্রদান কর। ইন্দ্র তাহার প্রার্থনানুসারে বলিলেন যে, 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃস্বরূপে উপাসনা কর।' এখানে প্রাণাদি শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, কিন্তু জীব—ইন্দ্র নহে। কারণ, অনন্তরোক্ত 'আনন্দ অজর' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাতেই নিয়ত বর্ত্তমান থাকে; জীবের পক্ষে সে সকলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১।১।২৯ ॥]

কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দ্দনবিদ্যায়াং "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ", [কৌষী০ ৩ ১] ইত্যারভ্য "বরং বৃণীষ্ব" ইতি বক্তারমিন্দ্রং প্রতি "ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে," ইতি প্রতর্দ্দনেনোক্তে "স হোবাচ প্রাণোঽস্মি

শ্রুত যে, ইন্দ্র ও প্রাণাদি পদার্থ, তাহাও যে পরম পুরুষই, তদতিরিক্ত নহে; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন— 'প্রাণপদার্থটী ব্রহ্ম; কারণ, সেইরূপ হইলেই তত্রত্য ধর্ম্মগুলির সঙ্গতি হইতে পারে (*)।'

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রতর্দ্দন-বিদ্যা-প্রকরণে এইরূপ (আখ্যায়িকা) শ্রবণ করা যায় যে, 'দিবোদাসনন্দন প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপুরঃসর ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তুমি বর প্রার্থনা কর' ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর সে ইন্দ্রকে বলিয়াছিল 'মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষ হিতকর মনে কর, তুমিই সেইরূপ একটী

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ।' ২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত চারিটী সূত্র লইয়া এই অধিকরণ বিরচিত হইয়াছে। তাহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা", ইত্যাদি। (২) সংশয়—প্রাণাদি শব্দের অর্থ কি জীব? না—পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবরূপী ইন্দ্র যখন আপনাকে প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রাণাদি শব্দের অর্থ জীবই, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইলে পশ্চাদুল্লিখিত 'আনন্দ অজর' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সঙ্গতি হয় না; কারণ ঐ ধর্ম্মগুলি পরমাত্মারই অনুগত। (৫) সিদ্ধান্ত—আলোচ্য বাক্যানুসারে পরমাত্মারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে; জীবের নহে।

প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব” [কৌষী০ ৩।১] ইতি শ্রূয়তে।

তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং হিততমোপাসন কর্ম্মতয়া ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো জীব এব ; উত তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি। কিং যুক্তম্ ? জীব এবেতি। কুতঃ ? ইন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষ এব প্রসিদ্ধেঃ, তৎসমানাধিকরণস্য প্রাণশব্দস্যাপি তত্রৈব বৃত্তেঃ। অয়মিন্দ্রাভিধানো হি (*) জীবঃ প্রতর্দ্দনেন “ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় (†) হিততমং মন্যসে” ইত্যুক্তঃ “মাম্ উপাস্স্ব” ইতি স্বাত্মোপাসনং হিততমমুপদিদেশ। হিততমশ্চামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায় এব। জগৎকারণোপাসনস্যৈবামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তা (‡) “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইত্যবগতা। অতঃ প্রসিদ্ধ-জীবভাব ইন্দ্র এব কারণং ব্রহ্ম, ইত্যাশঙ্কায়ামভিধীয়তে— ‘প্রাণস্তথানুগমাৎ’ ইতি।

অয়ম্ ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো ন জীবমাত্রম্ ; অপিতু জীবাদর্থান্তরভূতং পরং ব্রহ্ম। “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ” [কৌষী০

বর আমার জন্য বরণ কর, অর্থাৎ ঐরূপ একটা বর প্রদান কর।’ প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে পর ‘ইন্দ্র বলিলেন—আমিই প্রজ্ঞাত্মক (জ্ঞানস্বভাব) প্রাণ; সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা কর।’

এ স্থলে সংশয় এই যে, এই হিততম উপাস্যরূপে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট পদার্থটা কি জীবই? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা? কোন অর্থটা যুক্তিসঙ্গত? জীবই; কারণ? যে হেতু ইন্দ্র শব্দটা জীববিশেষেই (দেবরাজেই) প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহার সহিত সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত ‘প্রাণ’ শব্দও সেই অর্থেরই বোধক। ‘তুমিই মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া মনে কর, আমাকে সেইরূপ বর প্রদান কর’; প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে পর ইন্দ্রসংজ্ঞক জীব, অর্থাৎ জীবরূপী ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’, বলিয়া নিজের উপাসনাকেই হিততম ‘উপাসনা’ বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। অমৃতত্ব-লাভের যাহা উপায়, তাহা নিশ্চয়ই হিততম। ‘তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তর (দেহপাতের পর) সংসম্পন্ন হয়।’ এই শ্রুতি বাক্যে জগৎকারণের উপাসনাই যে, মুক্তিহেতু, তাহা জানা গিয়াছে। অতএব, যাহার জীবত্ব প্রসিদ্ধই আছে; সেই ইন্দ্রই জগৎকারণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে— “প্রাণঃ তথানুগমাৎ।”

এই ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে নির্দ্দিষ্ট পদার্থটা কেবল জীব নহে; পরন্তু, জীব হইতে পৃথক্ পর ব্রহ্ম। আর এইরূপ অর্থ হইলেই ‘সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর ও অমৃত-

---

(*) হীতি (গ, ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) মনুষ্যায়েতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।
(‡) প্রাপ্তিহেতুতা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ। প্রাপ্ত্যুপায়তা ইতি (ঘ) পাঠস্ত প্রামাদিকঃ।

৩১] ইতীন্দ্র-প্রাণশব্দাভ্যাং প্রস্তুতস্যানন্দাজরামৃতশব্দ-সামানাধিকরণ্যে-নানুগমো হি তথা সত্যেবোপপদ্যতে ॥১।১।২৯॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ; অধ্যাত্মসম্বন্ধ-ভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), বক্তুঃ (বক্তার—ইন্দ্রের), আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ করায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; [না], অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-বাহুল্য), হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এখানে)।]

[সরলার্থঃ—যদুক্তং—প্রাণো ব্রহ্মেতি ; তৎ ন। কুতঃ ? "বক্তুরাত্মোপদেশাৎ"—উপক্রমে তাবৎ"মামেব বিজানীহি" ইত্যাদিনা প্রজ্ঞাতজীবভাবস্য বক্তুরিন্দ্রস্য স্বাত্মন উপাস্যত্বোপদেশোঽস্তি। অত উপসংহারোঽপি তদনুগুণো নেতব্য 'ইতি চেৎ' ; নৈবং বাচ্যং ; হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে অধ্যাত্মসম্বন্ধস্য ভূমা বাহুল্যমুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মত্বাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং তদসাধারণধর্ম্মাণাং তথা চিদচিতোশ্চ বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বস্য বক্তুঃ পরমাত্মত্বে সত্যেব সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের যে, ব্রহ্ম অর্থ করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এখানে বক্তা ইন্দ্র 'আমাকে উপাসনা কর' এই কথায় আপনাকে উপাস্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; ইন্দ্র যে একটী জীব, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, পরবর্ত্তী বাক্যগুলিও এই অর্থেরই অনুরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। [না—ইহা হইতে পারে না], যেহেতু এই প্রকরণে পরমাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব, এই ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দের অর্থও পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ॥১।১।৩০॥]

যদুক্তম্—ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টস্য "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যনেনৈ-কার্থ্যাদয়ং পরং ব্রহ্মেতি। তৎ ন উপপদ্যতে, "মামেব বিজানীহি," "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব" ইতি বক্তা হি ইন্দ্রঃ "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" ইত্যেবমাদিনা ত্বাষ্ট্রবধাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীব-ভাবস্য (*) স্বাত্মন এবোপাস্যতাং প্রতর্দনায়োপদিশতি। অত উপক্রমে

স্বরূপ'। [পূর্ব্বে] ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; তাহার সহিত উক্ত আনন্দাদি শব্দের সামানাধিকরণ্য প্রয়োগও সম্যক্‌রূপে উপপন্ন হইতে পারে। ১।১।২৯ ॥

এই যে, বলা হইয়াছে—'আনন্দ, অজর, অমৃত' এই বাক্যার্থের সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে একার্থ-বোধক হওয়ায় পরব্রহ্মই উক্ত ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ ; সে কথা উপপন্ন হয় না। কারণ, বক্তা ইন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ জীব ; সেই ইন্দ্রই 'আমি ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্রকে (ত্বষ্টার—সূর্য্যের পুত্রকে) বধ করিয়াছি' ইত্যাদি বাক্যে ত্বাষ্ট্র বধাদি দ্বারা [আপনার প্রশংসা খ্যাপন করিয়া] 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর', এই ভাবে

(*) প্রজ্ঞাতেতি নোপলভ্যতে (খ) পুস্তকে।

জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদিভিরুপসংহার-স্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় 'ইতি চেৎ' ;

পরিহরতি—'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্'—আত্মনি যঃ সম্বন্ধঃ, সোঽধ্যাত্ম-সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা ভূয়স্ত্বং বহুত্বমিত্যর্থঃ। আত্মন্যাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বং ; তচ্চাস্মিন্ বক্তরি পরমাত্মন্যেব হি সম্ভবতি। "তদযথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-নন্দোঽজরোঽমৃতঃ", [কৌষী০ ৩।৯] ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন (*) অচেতন-বস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্গঞ্চাভিধায় তস্যা-প্যাধারতয়া প্রকৃতমিন্দ্র-প্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দ্দিশ্য তমেব "আনন্দোঽ-জরোঽমৃতঃ" ইত্যুপদিশতি। তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক-কৃৎস্নবস্ত্বাধারত্বং জীবাদর্থান্তরভূতেঽস্মিন্ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

নিজেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রের জীবভাব ত সুপ্রসিদ্ধ; অতএব, উপক্রমে যখন [উপাস্যের] জীবত্ব অবধারিত হইতেছে, তখন উপক্রমের অনুসারেই 'আনন্দ অজর' ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কায় পরিহার করিতেছেন—

যে হেতু এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য রহিয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, তাহারই ভূমা—বাহুল্য। আত্মাতে আধেয়রূপে যে সকল ধর্ম্ম সম্বদ্ধ বা বর্ত্তমান আছে, সে সকলের বহুত্ব নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেরও বহুত্ব [হইয়া থাকে]। এই বক্তা পরমাত্মা হইলেই তাহাতে সেই সম্বন্ধ-বহুত্ব সম্ভবপর হইতে পারে, [নচেৎ নহে]। [দেখ,] 'নেমি (চক্রের প্রান্তভাগ) যেরূপ রথের শলাকায় অর্পিত থাকে, এবং শলাকা সমূহ আবার নাভিতে অর্পিত থাকে ; ঠিক সেইরূপ এই সূক্ষ্ম ভূত সমূহ প্রজ্ঞামাত্রায় (বুদ্ধিবৃত্তিতে) অর্পিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে অর্পিত আছে। সেই এই প্রাণই প্রাজ্ঞাত্মক অজর অমৃত ও আনন্দস্বরূপ।' এই শ্রুতি 'ভূতমাত্রা' শব্দে অচেতন বস্তুরাশির উল্লেখ করিয়া 'প্রজ্ঞামাত্রা' শব্দে আবার সমস্ত চেতনকে সেই ভূতমাত্রার অধিকরণ বা আশ্রয়-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ আলোচ্য 'ইন্দ্র ও প্রাণ' শব্দবাচ্য পদার্থকে সেই চেতনবর্গেরও আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই (ইন্দ্রাদি শব্দবাচ্যকেই) আবার 'আনন্দ অজর ও অমৃত' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন। এই যে, চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থের আশ্রয়ত্ব (ধারকতা), তাহা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, (জীবে হয় না)।

(*) অচেতনেতি ন পঠ্যতে (খ) পুস্তকে।

অথবা, 'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্'—পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মসম্বন্ধোঽধ্যাত্মসম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বহুত্বং হি অস্মিন্ প্রকরণে বিদ্যতে। তথা হি—প্রথমং "ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" ইতি, "মামুপাস্স্ব" ইতি চ পরমাত্মাসাধারণ-মোক্ষসাধনোপাসনকর্ম্মত্বং প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টস্যেন্দ্রস্য প্রতীয়তে। তথা "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি" ইতি সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ কারয়িতৃত্বঞ্চ পরমাত্মধর্ম্মঃ। তথা, "তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ" ইতি সর্ব্বাধারত্বঞ্চ তস্যৈব ধর্ম্মঃ। তথা "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যেতেঽপি পরমাত্মন এব ধর্ম্মাঃ। "এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশঃ" ইতি চ পরমাত্মন্যেব সম্ভবতি। তদেবমধ্যাত্মসম্বন্ধভূম্নোঽত্র বিদ্যমানত্বাৎ পরমাত্মৈবাত্রেন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টঃ ॥১।১।৩০॥

অথবা, "অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্" কথার অর্থ এইরূপ—যে সকল ধর্ম্ম পরমাত্মার অসাধারণ—পরমাত্মা ভিন্ন অন্যত্র নাই বা থাকিতে পারে না; সেই সমস্ত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, তাহাই অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, এই প্রকরণে তাহার ভূমা—বাহুল্য বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ, প্রথমতঃ 'তুমি মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিত বলিয়া মনে কর, তুমিই আমার জন্য সেইরূপ বর প্রার্থনা কর।' তাহার পর, 'আমাকে উপাসনা কর', ইন্দ্রকৃত এইরূপ উপদেশ হইতে জানা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মারই বিশেষ ধর্ম্ম যে মোক্ষ-সাধনীভূত উপাসনা-কর্ম্মত্ব (উপাস্যত্ব); 'প্রাণ' শব্দে উল্লিখিত ইন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই উপাসনা-কর্ম্মত্বই বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'তিনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্ম্মে প্রেরণ করা পরমাত্মারই ধর্ম্ম (অপরের নহে)। সেইরূপ, 'রথের শলাকা সমূহে যেরূপ নেমি সন্নিবেশিত থাকে, এবং শলাকাসমূহ আবার যেরূপ নাভিতে সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমুদয় (বুদ্ধি-বিজ্ঞান) আবার প্রাণে সমর্পিত আছে।' এই শ্রুত্যুক্ত যে, সর্ব্বাধারত্ব, তাহাও পরমাত্মারই নিজস্ব ধর্ম্ম। আর 'সেই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই আনন্দ ও জরা-মরণ রহিত;' এই সকল ধর্ম্ম নিচয়ও পরমাত্মারই নিজস্ব। আর 'ইনি লোকাধিপতি ও সর্ব্বেশ্বর,' এ কথাও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব, এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকায় [বুঝিতে হইবে] পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥১।১।৩০॥

কথং তর্হি প্রজ্ঞাতজীবভাবস্যেন্দ্রস্য স্বাত্মন উপাস্যত্বোপদেশঃ সংগচ্ছতে, তত্রাহ—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে) তু (কিন্তু—পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ) বামদেববৎ (বামদেবের ন্যায়) ॥]

[সরলার্থঃ—জীবস্যাপি সত ইন্দ্রস্য "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইতি "মামুপাস্স্ব" ইতি চ প্রাণাত্মত্বোপাস্যত্বোপদেশঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত্যা ব্রহ্মাত্মকত্ব-দৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ইতি শেষঃ। 'বামদেববৎ' ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—যথা বামদেবঃ কিল স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বং পশ্যন্ 'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইত্যাহ ; তদ্বদিত্যর্থঃ।

ইন্দ্র জীব হইলেও নিজেকে যে প্রাণস্বরূপে এবং উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহা কেবল 'এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ' ; ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত উপদেশানুসারে হইয়াছে। উদাহরণ—বামদেব ঋষি যেমন আত্মার সর্ব্বাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।' ইহাও সেইরূপ ॥১।১।৩১॥]

প্রজ্ঞাতজীবভাবেনেন্দ্রেণ "মামেব বিজানীহি" "মামুপাস্স্ব" ইতি উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বাত্মত্বেনোপদেশোঽয়ং ন প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত-স্বাত্মাবলোকনকৃতঃ, অপি তু শাস্ত্রেণ স্বাত্মদৃষ্টিকৃতঃ।

এতদুক্তং ভবতি—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য

ভাল, তাহা হইলে যাহার জীবভাব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত আছে, সেই ইন্দ্রের পক্ষে আপনাকে উপাস্যরূপে উপদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে [ঐরূপ] উপদেশ [হইয়াছে]'।

প্রসিদ্ধ জীবভাবাপন্ন ইন্দ্র যে, 'আমাকেই জানিও, আমাকে উপাসনা কর' বলিয়া আপনাকে উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ—প্রমাণান্তরলব্ধ আত্ম-দর্শন নহে, পরন্তু শাস্ত্রলব্ধ আত্মদর্শন মাত্র।

এই কথা বলা হইতেছে যে, 'এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব,' 'এই সমস্তই এতদাত্মক,' 'সর্ব্বাত্মা (পরব্রহ্ম) জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শাসন করিয়া থাকেন,' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না,'

আত্মানমন্তরো যময়তি", "এষ (*) সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইত্যেবমাদিনা শাস্ত্রেণ জীবাত্ম-শরীরকং পরমাত্মানমবগম্য জীবাত্মবাচিনাম্ অহংত্বমাদিশব্দানাং পরমাত্মন্যেব পর্য্যবসানং জ্ঞাত্বা "মামেব বিজানীহি, মামুপাস্স্ব" ইতি স্বাত্মশরীরকং পরমাত্মানমেবো পাস্যত্বেনোপদিদেশ ইতি। 'বামদেববৎ'—যথা বামদেবঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বং সর্ব্বস্য চ তচ্ছরীরত্বং শরীরবাচিনাং চ শব্দানাং শরীরিণি পর্য্যবসানং পশ্যন্ 'অহম্' ইতি স্বাত্মশরীরকং (†) পরং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তৎ-সামানাধিকরণ্যেন মনু-সূর্য্যাদীন্ ব্যপদিশতি—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ, অহং কক্ষীবান্ (‡) ঋষিরস্মি বিপ্র" (§) ইত্যাদিনা। যথা চ প্রহ্লাদঃ—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ। মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।" [বিষ্ণুপু০ ১।১৯।৮৯] ইত্যাদি (¶) বদতি ॥১।১।৩১॥

'আত্মা যাঁহার শরীর,' 'নিষ্পাপ, দিব্য প্রকাশমান অদ্বিতীয় এই এক নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা', ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, জীবাত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইলে পর জীবাত্মবাচক 'আমি, তুমি' (অহং, ত্বং) প্রভৃতি শব্দগুলি পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়; অর্থাৎ সেই সকল শব্দে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝায়। ইন্দ্রও ইহা অবগত হইয়াই 'আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর,' এইরূপে স্বীয় আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকেই উপাস্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। বামদেবই ইহার দৃষ্টান্ত; বামদেব যেমন পরব্রহ্মের সর্ব্বান্তরাত্মভাব, সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মশরীরত্ব এবং শরীরবাচক শব্দ সমূহেরও শরীরাভিমানী জীব-বোধকত্ব অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরব্রহ্মকে 'অহং' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মনু ও সূর্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন—'বামদেব ঋষি সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সন্দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই কক্ষীবান্ ঋষি [হইয়াছিলাম]' ইত্যাদি। প্রহ্লাদও যেমন 'অনন্ত ব্রহ্ম সর্ব্বগত, অতএব, আমিও তদ্রূপে অবস্থিত আছি, আমা হইতেই সমস্ত [জন্মিয়াছে], আমি সর্ব্বাত্মক, এবং নিত্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বস্তু [অবস্থিত আছে]।' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ ॥১।১।৩১॥

(*) এষঃ' ইত্যস্মাৎ প্রাক্ "স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ, য আত্মনি সন্ন্ যস্যাত্মা শরীরং যমাত্মা ন বেদ" ইতি (গ, ঙ) পুস্তকয়োরধিকঃ পাঠঃ।

(†) শরীরম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) কক্ষীবানিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) যথা বামদেব ইতি প্রসিদ্ধো রুদ্রঃ সোঽব্রবীৎ। অহমেকঃ প্রথমমাস, বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ। নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইত্যাদিবৎ' ইত্যধিকঃ (গ) পুস্তকে পাঠো দৃশ্যতে। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইত্যন্তঃ পাঠো বৃহদারণ্যকে (৩।৪।১০) দৃশ্যতে। 'অহং' ইত্যাদিঃ 'বিপ্র' ইত্যন্তঃ পাঠস্তু ঋক্ সংহিতায়াং ৩।৬।১৫।৪,৩।২৬।১) দৃশ্যত। ভাষ্যে তু সর্ব্বত্রৈব অংশদ্বয়মেকীকৃত্য লিখিতমস্তি। (¶) ইত্যাদিবৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

অস্মিন্ প্রকরণে জীববাচিভিঃ শব্দৈরচিদ্বিশেষাভিধায়িভিশ্চোপাস্য-ভূতস্য ব্রহ্মণোঽভিধানে কারণং চোদ্যপূর্ব্বকমাহ—

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ; ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যা-দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥১।১।৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীব ও প্রধান প্রাণগ্রাহক চিহ্ন থাকায়), ন (না—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না—বলিতে পার না), উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ (যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার), আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু), ইহ (এখানে) চ (ও) তদ্যোগাৎ (যেহেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ—"ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" ইতি জীবলিঙ্গাৎ, "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ" ইতি চ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ অত্র পরমাত্ম-নিশ্চয়ো ন ভবতি, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ—পরমাত্মন এব স্বাকারেণ, জীবশরীরকত্বেন, প্রাণশরীরকত্বেন চ উপাসনায়াঃ ত্রিবিধত্বাৎ হেতোঃ। অন্যত্রাপি চ পরমাত্মোপাসনত্রৈবিধ্যস্য আশ্রিতত্বাৎ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যত্র স্বাকারেণ, "সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ" ইত্যত্র ভোগ্য-শরীরকত্বেন, ভোক্তৃ শরীরকত্বেন চ সংগ্রহাৎ। ইহ প্রতর্দ্দনপ্রকরণে চ তদ্যোগাৎ—তস্য উপাসনা-ত্রৈবিধ্যস্য সম্ভবাদিত্যর্থঃ, অত্র পরমাত্ম-নিশ্চয়ঃ সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

আলোচ্য স্থলে যখন জীব ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ (গ্রাহক ধর্ম্ম) রহিয়াছে; তখন ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, পরমাত্মার উপাসনা ত্রিবিধ—পরমাত্মভাবে, জীবভাবে এবং প্রাণাধিষ্ঠাতৃভাবে বিহিত আছে। অন্যত্রও এই ত্রিবিধ উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে, এখানেও তাহাই সম্ভবপর হইতেছে। [অতএব, এখানে পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ॥১।১।৩২॥ ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রবিবৃতৌ সরলায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥১॥১॥]

এই প্রকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীববাচক ও অচেতন-বিশেষবাচক শব্দ সমূহ দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ" ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপর্য্য—জীব স্বতই পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন; সুতরাং আত্মার ব্যাপকত্ব ও সর্ব্বময়ত্ব বুঝিতে পারে না; বুঝিতে পারে না বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে এবং তজ্জন্য অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগে হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রও যখন জীব-ভাবাপন্ন সংসারী, তখন তাহার পক্ষেও সর্ব্বাত্মতাবস্ফূর্ত্তি অসম্ভব; বিশেষতঃ এখানে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা ইন্দ্রপ্রোক্ত উপাসনাকে পরমাত্মার উপাসনা না বলিয়া জীব-ইন্দ্রের কিংবা প্রাণের উপাসনা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। 'বাক্যকে জানিবে না, বক্তাকে জানিবে।' জীবই প্রধানতঃ বক্তা; সুতরাং উক্ত শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, এখানে জীবোপাসনার উপদেশ

"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ," [কৌষী০ ১।৮] "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" [কৌষী০ ৩।১] ইত্যাদি-জীবলিঙ্গাৎ, "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ।" "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" (*) [কৌষী০ ৩।১] ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমেতি চেৎ; ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ হেতোঃ, উপাসনাত্রৈবিধ্যমুপদেষ্টুং তত্তচ্ছব্দেনাভিধানম্—নিখিলকারণভূতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণানুসন্ধানং, ভোক্তৃবর্গশরীরকত্বানুসন্ধানং, ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরকত্বানুসন্ধানঞ্চেতি ত্রিবিধম্ অনুসন্ধানমুপদেষ্টুমিত্যর্থঃ। তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসন্ধানং প্রকরণান্তরেষ্বপ্যাশ্রিতম্— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১]; "আনন্দো (†) ব্রহ্ম"

যদি বল, 'বাক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে।' 'ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্রকে বধ করিয়াছি; বেদানভিজ্ঞ যতিগণকে গৃহপালিত কুক্কুরগণ উদ্দেশে দান করিয়াছি' ইত্যাদি জীবলিঙ্গ বশতঃ অর্থাৎ জীবগ্রাহক চিহ্ন থাকায়, এবং 'এই শরীরে যে পর্য্যন্ত প্রাণ বাস করে, সেই পর্য্যন্তই আয়ুঃ বা জীবন', 'প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্থাপন করে।' এই-রূপ মুখ্যপ্রাণ-গ্রাহক লিঙ্গ থাকায় অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের ত বাহুল্য নাই। না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উপাসনার ত্রৈবিধ্যই ইহার হেতু; অর্থাৎ উপাসনার ত্রৈবিধ্য উপদেশ করিবার নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বজগতের কারণভূত ব্রহ্মের স্বস্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ—জীবসমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণভূত শরীরধারিরূপে অনুসন্ধান, এই তিনপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিবার জন্যই [ঐরূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে]। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অন্য প্রকরণেও পরিগৃহীত হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,' 'ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলে [ব্রহ্মের]

করা ইন্দ্রের অভিপ্রেত। তাহার পর, ইন্দ্র বলিয়াছেন 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা কর'। 'দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই আয়ুঃ' এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ ও আয়ুঃ অভিন্ন বা অবিযুক্ত পদার্থ; সুতরাং ইন্দ্র-প্রোক্ত প্রাণ অর্থ পরমাত্মা না হইয়া পঞ্চবৃত্তি প্রাণ হওয়াই উচিত। এই সমস্ত আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক সূত্রকার নিজেই মীমাংসা করিলেন যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রোপদেশে জীব ও মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক বাক্যবিশেষ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু জীব কিংবা প্রাণমাত্র প্রতিপাদনে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য নাই। তাহার কারণ এই যে, তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনা বিহিত আছে; (১) স্ব-স্বরূপে; যথা—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" (২) ভোক্তা-জীবস্বরূপে, যথা—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি। (৩) অচেতন ভোগ্য ও ভোগোপকরণভাবাপন্নরূপে, যথা—"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ।" ইত্যাদি। এখানে 'সৎ' পদে চেতন জীব সমূহ, আর 'ত্যৎ' পদে অচেতন জড় সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারীর যোগ্যতার তারতম্যানুসারে একই ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ উপাসনা বিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশে পরমাত্মারই বিভিন্নরূপ উপাসনা বুঝিতে হইবে, জীব কিংবা অচেতন প্রাণের উপাসনা নহে।

(*) উত্থাপয়তীতি (গ) পাঠঃ। (†) আনন্দ' ইত্যত্র বিজ্ঞানমানন্দম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

[তৈত্তি° ভৃগু° ৬] ইত্যাদিষু স্বরূপানুসন্ধানম্; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চা-নিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬।২] ইত্যাদিষু ভোক্তৃশরীরতয়া ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরতয়া চানু-সন্ধানম্। ইহাপি প্রকরণে তৎ ত্রিবিধমনুসন্ধানং যুজ্যত এবেত্যর্থঃ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্র হিরণ্যগর্ভাদিজীববিশেষাণাং প্রকৃত্যাদ্যচেতন-বিশেষাণাঞ্চ পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মযোগঃ, তদভিধায়িনাং শব্দানাং পরমাত্ম-বাচিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যং বা দৃশ্যতে; তত্র পরমাত্মনস্তত্তচ্চিদচিদ্বিশেষান্ত-রাত্মত্বানুসন্ধানং প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি। অতোঽত্র ইন্দ্র-প্রাণশব্দ-নির্দ্দিষ্টো জীবাদর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৩২॥ [একাদশম্ ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে (*) শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১।১॥

স্বরূপানুসন্ধান; আর 'সেই সত্যরূপী ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন'; ইত্যাদি স্থলে ভোক্তৃ-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ-শরীরধারিরূপেও অনুসন্ধান [অভিহিত হইয়াছে]। [অতএব] এই প্রকরণেও নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মানুসন্ধানই সঙ্গত হইতেছে।

ইহা বলা হইতেছে যে, যে স্থলে পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মের সহিত হিরণ্যগর্ভাদি বিশেষ বিশেষ জীবনিবহের কিংবা প্রকৃতি প্রভৃতি অচেতন বিশেষের যোগ দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-গর্ভাদি জীববিশেষের বাচক, কিংবা প্রকৃত্যাদি অচেতনবোধক শব্দসমূহের সহিত পরমাত্মবাচক শব্দনিবহের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) পরিলক্ষিত হয়; [বুঝিতে হইবে], সেই স্থলেই পরমাত্মার সেই সেই চিৎ-জড়ময় অপরাপর পদার্থের সহিত অভেদচিন্তা প্রতিপাদন করা অভীষ্ট। অতএব, এখানেও জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই যে, ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩২ ॥ [একাদশ ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ সমাপ্ত]

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরকমীমাংসা ভাষ্যানুবাদে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

(*) শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতে ইতি (গ)। রামানুজাচার্য্যভগবদ্বেদান্তাচার্যবিরচিতে' ইতি (ভ) পাঠঃ।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

প্রথমে পাদে অধীতবেদঃ পুরুষঃ কর্ম্মমীমাংসা-শ্রবণাধিগতকর্ম্ম-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানঃ কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্ (*) অবগম্য, বেদান্তবাক্যেষু চ আপাতপ্রতীতানন্তস্থিরফল-ব্রহ্মস্বরূপ--তদুপাসনসমুপজাত--পরমপুরুষার্থ--লক্ষণ-মোক্ষাপেক্ষঃ অবধারিতপরিনিষ্পন্নবস্তু-বোধনশব্দশক্তির্বেদান্তবাক্যানাং পরস্মিন্ (†) ব্রহ্মণি নিশ্চিতপ্রমাণভাবঃ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপ-শারীরক-মীমাংসাশ্রবণমারভেতেত্যুক্তম্ শাস্ত্রারম্ভসিদ্ধয়ে।

অনন্তবিচিত্রস্থিরত্রসরূপ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থানলক্ষণ-নিখিলজগদুদয়-বিভব-লয়-মহানন্দৈককারণং (‡) পরং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তীতি চ প্রত্যপাদি।

জগদেককারণং পরং ব্রহ্ম সকলেতরপ্রমাণাবিষয়তয়া শাস্ত্রৈকপ্রমাণক-মিত্যভ্যধায়ি (§)। শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বঞ্চ (¶) ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-

---

প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রথমতঃ বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মমীমাংসা শ্রবণে কর্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতঃ উপাসনাবিহীন কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব অবগত হইয়া এবং বেদান্তবাক্যে সাধারণভাবে অনন্ত ও স্থিরতর ফলসাধক ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তাঁহারই উপাসনার ফলীভূত পরমপুরুষার্থ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হয়। অনন্তর, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও যে, শব্দের শক্তি বা ক্ষমতা আছে, ইহা অবধারণ করতঃ পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদান্ত বাক্যনিচয়ের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক (সাধক-বাধক যুক্তিপ্রদর্শক) 'শারীরক-মীমাংসা' (ব্রহ্মসূত্র) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়; ইহাও এই শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 'যাহা হইতে এই সমস্ত' ইত্যাদি বাক্যও যে, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগোপকরণ ও ভোগ-স্থানময় নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও অসীম আনন্দের একমাত্র কারণভূত পরব্রহ্মকে জ্ঞাপন করিতেছে; ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হন না বলিয়া তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই যে, একমাত্র প্রমাণ; এ কথাও অভিহিত হইয়াছে। আর প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

(*) অস্থিরত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) পরস্মিন্নিত্যত্র যস্মিন্নিতি (গ) পাঠঃ।

(‡) উদয়লয়প্রহাণামোককারণম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অভ্যধায়' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(¶) শাস্ত্রপ্রমাণকত্বঞ্চ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

বিরহেঽপি স্বরূপেণৈব পরমপুরুষার্থভূতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়াৎ নিরুহ্যত ইত্যক্রম।

নিখিলজগদেককারণতয়া বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ ঈক্ষণাদ্যন্বয়াদানুমানিক-প্রধানাদর্থান্তরভূতশ্চেতনবিশেষ এবেত্যুপাপীপদাম (*)। স চ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়ানন্দবিপশ্চিত্ত্ব-নিখিলচেতন-ভয়াভয়হেতুত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সমস্ত-চেতনাচেতনান্তরাত্মত্বাদিভির্বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবশব্দাভিলপনীয়াচ্চার্থান্তরভূতঃ, ইতি চ সমাদধীমহি (†)। স চাপ্রাকৃতাকর্ম্মনিমিত্ত-স্বাসাধারণদিব্যরূপঃ, ইত্যুদৈরিরাম।

আকাশ-প্রাণাদ্যচেতনবিশেষাভিধায়িভির্জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধবন্নির্দিশ্যমানঃ সকলেতরচেতনাচেতনবিলক্ষণঃ স এবেতি সমগরিষ্মহি। পরতত্ত্বাসাধারণ-নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত-জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ো দ্যুসম্বন্ধিতয়া প্রত্যভিজ্ঞানাৎ (‡) স এবেত্যাতিষ্ঠামহি।

সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বতঃই পরমপুরুষার্থস্বরূপ পরব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে।

সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপে বেদান্তশাস্ত্র-বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম যে, অনুমানকল্পিত প্রধান হইতে পৃথক্ নিশ্চয়ই চেতনবিশেষ, [জগৎ-কারণের] ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছি। (§) আর যে, স্বভাবতই নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দ, বিপশ্চিত্ত্ব, সমস্ত চেতনের ভয় ও অভয়হেতুত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সমস্ত চেতনাচেতনের অন্তরাত্মত্বাদি হেতু বশতঃ সেই চেতনবিশেষ যে, বদ্ধ-মুক্ত, এতদুভয়াবস্থাসম্পন্ন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহারও সমাধান করিয়াছি। আর সেই পদার্থটী যে, অপ্রাকৃত ও শুভাশুভ কর্ম্মাধীন নহে, এবং অনন্যসাধারণ দিব্যরূপসম্পন্ন; ইহারও উল্লেখ করিয়াছি।

অচেতনবাচক আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে জগৎকারণরূপে প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট এবং চেতন ও অচেতনাত্মক অপর সর্ব্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পদার্থটীও যে তাহাই (ব্রহ্মই); ইহাও বলিয়াছি। আর পরব্রহ্মের অসাধারণ নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটীও যে, সেই পরম-পুরুষই, ইহাও দ্যু-সম্বন্ধনিবন্ধন ব্যবস্থাপিত করিয়াছি।

(*) উপাপিপদামেতি অপপাঠোঽয়ং (গ) পুস্তকে।

(†) সমার্ত্থিধামহি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।　　　(‡) প্রত্যভিধানাদিতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্।" এই পঞ্চম সূত্রে দেখান হইয়াছে যে, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, জগৎকারণের উল্লেখ আছে; সেই কারণ বস্তুটী সাংখ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) কিংবা অন্য কোনও জড় পদার্থ নহে; কারণ?—এই জগৎকারণকে 'ঈক্ষিতা' (আলোচনা-কর্ত্তা) বলা হইয়াছে। আলোচনা কার্য্যটী চেতনেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অচেতনের নহে; সুতরাং অচেতন প্রকৃতিতে চেতন ধর্ম্ম 'ঈক্ষণ' কখনই সম্ভবপর হয় না; হয় না বলিয়াই অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না। সেখানে এইরূপে ঈক্ষণাধার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরমকারণাসাধারণামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ পরমপুরুষ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা, ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়ত ইত্যুক্তমপি।

তদেবমতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বা-দ্যপরিমিতোদারগুণসাগরতয়া স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব বেদান্তবেদ্যঃ, ইত্যুক্তম্।

অতঃ পরং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থেষু পাদেষু যদ্যপি বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মৈব, তথাপি কানিচিৎ বেদান্তবাক্যানি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্ভূতবস্তুবিশেষস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাণ্যেব, ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরসনমুখেন তত্তদ্বাক্যোদিতকল্যাণগুণা-করত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে।

তত্রাস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি দ্বিতীয়ে পাদে বিচার্যন্তে; স্পষ্ট-লিঙ্গকানি তৃতীয়ে; তত্তৎপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারীণি চতুর্থে।

পরম কারণ পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহারও হেতুভূত পরমপুরুষই শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহাও বলিয়াছি।

তিনি এইরূপে অপর সমস্ত প্রমাণ-সম্ভাবনারও অতীত, (অবিষয়) সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি অপরিমিত উদারগুণের সাগর, এই কারণে তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ নারায়ণই একমাত্র বেদান্তবেদ্য; ইহাও কথিত হইয়াছে।

ইতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যদিও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হউক, তথাপি [দেখা যায়] কতকগুলি বেদান্ত-বাক্য [সত্য সত্যই যেন] প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুস্বরূপবোধক; এই আশঙ্কা করিয়া তন্নিরসনপূর্ব্বক ব্রহ্মই যে, সেই সমস্ত বাক্যোক্ত কল্যাণময় গুণের আকর, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

তন্মধ্যে অস্পষ্টভাবে জীবগ্রাহক বাক্যনিচয় দ্বিতীয় পাদে, স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক বাক্যনিচয় তৃতীয় পাদে এবং জীবাদি প্রতিপাদকের ন্যায় প্রতিভাসমান বাক্যসমূহ চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে। (*)

(*) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথম পাদেই যখন ব্রহ্মের কারণত্ব, স্বরূপগত বিশেষ এবং তৎপ্রসঙ্গে আরও যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তই একে একে কথিত হইয়াছে, তখন আর অবশিষ্ট পাদত্রয় আরম্ভের প্রয়োজন কি? সেই শঙ্কা অপনয়নার্থ ভাষ্যকার প্রথম পাদোক্ত এক একটী বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক দেখাইতেছেন যে, প্রথম পাদে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত ও মীমাংসিত হয় নাই; অবশ্যবক্তব্য সেই সমস্ত বিষয় প্রতিপাদনার্থই এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের উল্লেখ না থাকায় গৌণভাবে জীব প্রভৃতিও বুঝা যাইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পরমাত্ম-প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য; সেই সমস্ত অস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে। এবং তদুদ্দেশেই দ্বিতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে।

আর যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে পর ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য,

•সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ্যধিকরণম্। **সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; 'তজ্জলান্' ইতি শান্ত উপাসীত।" অত্র সর্ব্বং খল্বিদমিতি সর্ব্বাত্মকত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ। কুতঃ? সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'—যতঃ "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" ইতি সর্ব্বাত্মকত্বং, "তজ্জলান্" ইতি চ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রসিদ্ধবৎ উপদিশ্যমানং পরমাত্মনি এব নিতরাং উপপদ্যতে, নতু জীবে। পরস্মাদেব ব্রহ্মণঃ জগতো জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ সর্ব্বত্র উপনিষৎসু প্রসিদ্ধাঃ—'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদিষু॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'এই সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয় ; অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এখানে সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বকারণভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটী পরমাত্মাই—জীব নহে। কেন না, পরমাত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব-কারণরূপে প্রসিদ্ধ ; এখানেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বকারণতা প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব, এই ব্রহ্মপদার্থ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না ॥ ১।২।১ ॥]

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু-রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইত্যাদি। অত্র "স ক্রতুং কুর্বীত" ইতি প্রতিপাদিতস্য উপাসনস্য উপাস্যঃ "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি নির্দ্দিশ্যত ইতি প্রতীয়তে।

অত্র সংশয়ঃ—কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তং? ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। কুতঃ? মনঃপ্রাণয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞোপ-

---

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে,—'পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান); পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে। [অতএব] সেই পুরুষ [আপনাকে] মনোময়, প্রাণশরীরবিশিষ্ট এবং জ্যোতিরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে' ইত্যাদি। এখানে বুঝা যাইতেছে যে, 'সে ক্রতু করিবে' বলিয়া যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, 'মনোময়, প্রাণশরীর' ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপাস্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই 'মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পদার্থটী কি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন্‌টী সমীচীন?—ক্ষেত্রজ্ঞ। কি হেতু?—যেহেতু মন ও প্রাণ, উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞের

সেই সমস্ত স্পষ্টলিঙ্গক বাক্য তৃতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে। আর যে সমস্ত বাক্যে, অতি গৌণভাবে জীবাদি ধর্ম্ম বোধক শব্দেরই অনুরূপ শব্দ প্রযুক্ত আছে ; অথচ সেই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ পর ব্রহ্ম ; সেই সমস্ত বাক্য চতুর্থ পাদে বিচারিত হইয়াছে।

করণত্বাৎ, পরমাত্মনস্তু "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" ইতি তৎপ্রতিষেধাচ্চ। নচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম(*)অত্রোপাস্যতয়া সংবদ্ধুং শক্যতে, "শান্ত উপাসীত" ইত্যুপাসনোপকরণশান্তিনির্ব্বৃত্ত্যুপায়ভূত-ব্রহ্মাত্মকত্বোপদেশায়োপাত্তত্বাৎ। নচ "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইত্যুপাসনস্যো-পাস্যসাকাঙ্ক্ষত্বাদ্ বাক্যান্তরস্থমপি ব্রহ্ম সম্বধ্যত ইতি শক্যং (†) বক্তুং, স্ববাক্যোপাত্তেন মনোময়ত্বাদিগুণকেন নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যনন্যার্থতয়া নির্দ্দিষ্টস্য বিভক্তিবিপরিণামমাত্রেণোভয়া-কাঙ্ক্ষানিবৃত্তিসিদ্ধেঃ।

এবং নিশ্চিতে জীবত্বে 'এতদ্ ব্রহ্ম' ইত্যুপসংহারস্থং ব্রহ্ম-পদমপি (‡)জীব এব পূজার্থং প্রযুক্তমিত্যধ্যবসীয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উপকরণ বা ভোগসাধন; অধিকন্তু, 'অপ্রাণ, অমনাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে। 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' এই পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই যে, এখানে উপাস্যরূপে সম্বন্ধলাভ করিতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে', এই বাক্যে উপাসনার উপকরণ বা সহায়ভূত যে শান্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই শান্তি সম্পা-দনেরই উপায়স্বরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপদেশের নিমিত্ত ঐ কথা পরিগৃহীত হইয়াছে। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, 'সে ক্রতু করিবে', এই শ্রুতিতে (§) যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা উপাস্য-সাপেক্ষ, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্যের অপেক্ষা আছে; অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন-বাক্য-নির্দ্দিষ্ট হইলেও এখানে তাহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; কেননা, স্ববাক্যলব্ধ 'মনো-ময়ত্বাদি' গুণ দ্বারাই তাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত বা সরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ একই অর্থের প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে 'মনোময় ও প্রাণশরীর' বাক্যে নির্দ্দিষ্ট পদের কেবলমাত্র বিভক্তি-বিপরিণাম দ্বারাই (প্রথমা স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিলেই) উপাস্য, উপাসনা, এই উভয়াকা-ঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

এইরূপে জীব অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে পর 'ইহা ব্রহ্ম' এই উপসংহার বাক্যস্থ 'ব্রহ্ম' শব্দটীও যে, উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ জীবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও অবধারিত হইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—'যে হেতু সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ।' (¶)

(*) ব্রহ্মোপাস্যতয়া' ইতি (গ)পাঠঃ। (†) যুক্তং' ইতি (ঘ)পাঠঃ। (‡) উপসংহারস্থব্রহ্মপদমপি' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—'তত্তৎপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারীণি চতুর্থে ইতি; তত্তৎপ্রতিপাদনং—জীবাদিলিঙ্গিপ্রতিপাদনং, নতু তল্লিঙ্গপ্রতিপাদনং। অস্পষ্ট-স্পষ্ট-স্পষ্টতর-পূর্ব্বপক্ষোত্থান-হেতুভেদেন ভিন্নাঃ ত্রয়ঃ পাদা ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভাষ্যে 'তত্তৎপ্রতিপাদন' কথার অর্থ জীবাদি-বোধক কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতিপাদন নহে, পরন্তু, তাদৃশ ধর্ম্মসম্পন্ন জীবাদিরই প্রতিপাদন। পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনের হেতুগুলি অস্পষ্ট, স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটী পাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

(¶) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী ৮সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অঙ্গ এইরূপ—(১) বিষয়

'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ? সর্ব্বত্র—বেদান্তবাক্যেষু পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধস্য মনোময়ত্বাদেরুপদেশাৎ। প্রসিদ্ধং হি মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ। যথা—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" [মুণ্ড০ ২৷২৷৭], "স এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ" [তৈত্তি০ শিক্ষা০ ৬৷১], "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ, য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" [শ্বেতাশ্ব০ ৩৷১৩], "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" [মুণ্ড০ ৩৷১৷৮], "মনসা তু বিশুদ্ধেন।" তথা "প্রাণস্য প্রাণঃ।" [কেন০ ।২], "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি (*)।" [কৌষী০ ৩৷২] "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" [ছান্দো০ ১৷১১৷৫] ইত্যাদিষু। মনোময়ত্বং—বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্যত্বং। প্রাণশরীরত্বং—

মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা; কারণ? সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ, এখানে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উপদেশ রহিয়াছে। মনোময়ত্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মের ধর্ম্ম, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যথা—'মনোময় পরমাত্মাই প্রাণ ও শরীরের নেতা বা পরিচালক।' 'হৃদয়মধ্যে সেই যে এই আকাশ, তাহাতেই মনোময়, হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃত স্বরূপ এই পুরুষ বর্ত্তমান আছেন।' 'তিনি ভক্তি ও ধৃতিসম্পন্ন মনের গ্রাহ্য, (+) যাহারা ইহা জানেন, তাহারা মুক্তিলাভ করেন।' '[তিনি] চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও বচনীয় হন না, পরন্তু, বিশুদ্ধ মন দ্বারা [গৃহীত—জ্ঞাত হন]।' সেইরূপ 'প্রাণেরও প্রাণ।' 'প্রজ্ঞাত্মক (চৈতন্যস্বভাব) প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া পরিচালিত করেন।' 'সমস্ত ভূতই প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি স্থলে। মনোময়ত্ব অর্থ—বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্যত্ব,

---

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।" (২) সংশয়—মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট পদার্থটা কি জীব? না—পরমেশ্বর? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটা জীবই, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, জীব নহে। কেন না, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে পরমাত্মার মনোময়ত্বাদি যে সমুদয় গুণ প্রসিদ্ধ আছে; এখানেও সেই সমুদয়গুণেরই উপদেশ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধের গ্রহণ করাই সমীচীন। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—উল্লিখিত কারণবশতঃ পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত, এবং তদুপাসনাই এখানে প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। (*) উত্থাপয়তীতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—'হৃৎ' ইতি ভক্তিরুচ্যতে, 'মনীষা' ইতি ধৃতিঃ। + + + "ভক্ত্যা চ সমাহিতাত্মা, জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহ" ইতি মহাভারতে উক্তত্বাৎ। অভিকৢপ্তঃ—গ্রাহ্যঃ। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

এখানে 'হৃৎ' (হৃদা) শব্দে ভক্তি ও 'মনীষা' শব্দে ধৃতি (ধৈর্য্য) অর্থ কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি 'ইহলোকে ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন।' মহাভারতে এইরূপই উক্ত আছে। অভিকৢপ্ত অর্থ গ্রহণীয়।

প্রাণস্যাপ্যাধারত্বং নিয়ন্তৃত্বঞ্চ। এবং চ (*) সতি "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে, এতদ্‌ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্ম-শব্দোঽপি মুখ্য এব ভবতি। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" ইতি মনআয়ত্তং জ্ঞানং, প্রাণায়ত্তাং স্থিতিঞ্চ ব্রহ্মণো নিষেধতি।

অথবা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যত্রৈবোপাসনং (†) বিধীয়তে,—সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম শান্তঃ সন্নুপাসীতেতি। "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইতি তস্যৈব গুণোপাদানার্থোঽনুবাদঃ। উপাদেয়াশ্চ গুণা মনোময়ত্বাদয়ঃ; অতঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমিহ ব্রহ্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মা নির্দ্দিশ্যতে? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ? তস্যৈব সর্ব্বপদ-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশোপপত্তেঃ। সর্ব্ব-শব্দনির্দ্দিষ্টং হি ব্রহ্মাদি-

---

প্রাণ-শরীরত্ব অর্থ—প্রাণাধারত্ব এবং প্রাণনিয়ন্তৃত্ব। এইরূপ হইলেই 'এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম', এই 'ব্রহ্ম' শব্দটীও মুখ্যার্থক হইতে পারে। আর 'অপ্রাণ' ও 'অমনা' শব্দ দুইটীও মনের অধীন জ্ঞান ও প্রাণাধীন স্থিতির প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র, [বস্তুতঃ মনঃপ্রাণশূন্য অর্থ বুঝাইতেছে না]।

অথবা 'এই সমস্তই ব্রহ্ম, [সমস্তই] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে স্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়নশীল; এই কারণে শান্তভাবে উপাসনা করিবে', এই শ্রুতিতেই 'সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে শান্তভাবে উপাসনা করিবে', এইরূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আর 'সেই উপাসক ক্রতু (চিন্তা) করিবে', এই বাক্যটী সেই উপাস্য ব্রহ্মের গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (‡)। ব্রহ্মের মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণগণই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, (অন্য গুণ নহে); অতএব সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবে। ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ।

তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে ব্রহ্ম শব্দে কি জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? অথবা পরমাত্মা? কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত? জীবাত্মাই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ কি? 'সর্ব্ব' শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশটী তাঁহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে তৃণটী পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই

(*) 'এবম্ সতি' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'ইত্যত্রৈবোপাসনম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—অপর প্রমাণে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখকে 'অনুবাদ' বলে। "তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" এই বাক্যে ইতঃ পূর্ব্বেই যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" এই বাক্যে আবার তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে; সুতরাং "ক্রতুং কুর্ব্বীত" এইটি বিধি নহে, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই।

স্তম্বপর্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ। ব্রহ্মাদিভাবশ্চ প্রত্যগাত্মনোঽনাদ্যবিদ্যামূল-কর্ম্মবিশেষোপাধিকো বিদ্যত এব ; পরস্য তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তে-রপহতপাপ্মনো নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধস্য সমস্তহেয়াকর-সর্ব্বভাবো নোপপদ্যতে। প্রত্যগাত্মন্যপি কচিৎ কচিদ্ ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রযুজ্যতে। অত এব, পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেতি পরমেশ্বরস্য কচিৎ সবিশেষণো নির্দ্দেশঃ। প্রত্যগাত্মনশ্চ নির্ম্মুক্তোপাধের্বৃহত্ত্বঞ্চ (*) বিদ্যতে। "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতেঃ। অবিদুষস্তস্যৈব কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ (†) জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং "তজ্জলানিতি" ইতি হেতুনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। তদয়মর্থঃ—অয়ং জীবাত্মা স্বতোঽপরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বেন ব্রহ্মভূতঃ সন্ অনাদ্যবিদ্যয়া দেবতির্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা অবতিষ্ঠত ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র প্রতিবিধীয়তে—'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'। সর্ব্বত্র—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি নির্দ্দিষ্টে সর্ব্বস্মিন্ জগতি ব্রহ্ম-শব্দেন তদাত্মতয়া বিধীয়মানং

এখানে 'সর্ব্ব' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর অনাদি অবিদ্যামূলক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মনিবন্ধন জীবের যে ব্রহ্মাদি ভাব, তাহাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু, যাহার কোনরূপ অবিদ্যা-সম্বন্ধ নাই, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, নিষ্পাপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে হেয় (পরিত্যাগযোগ্য) কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কখন কখন জীবেও ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এই কারণেই কোন কোন স্থলে 'পরমাত্মা, পরব্রহ্ম' ইত্যাদি বিশেষণসহযোগে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবও যখন উপাধিনির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাঁহাদেরও 'বৃহত্ত্ব' [যাহা হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম] বিদ্যমানই থাকে ; কেননা, 'তিনি আনন্ত্যলাভে সমর্থ হন,' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিশ্চয়ই কর্ম্মজনিত ; এই নিমিত্তই জ্ঞানরহিত সেই জীবের পক্ষেই যে আবার 'যে হেতু তাহা হইতে জাত, তাহাতে লীন ও তাহা দ্বারা জীবিত,' এইরূপ হেতুর (উপাসনার কারণের) নির্দ্দেশ, তাহাও সঙ্গত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জীবাত্মা স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নহে) ; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ ; কিন্তু সেরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যাবশে দেবতা, তির্য্যক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্থাবর ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র।

ইহার সমাধান করা যাইতেছে—'যেহেতু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ।' অর্থাৎ 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' এই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা জগদভিন্ন বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কখনই জীব নহে। কারণ? যেহেতু

সিদ্ধান্ত।

(*) ব্রহ্মত্ব' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) জগজ্জন্মাদিতি' ইতি (খ) পাঠঃ।

পরং ব্রহ্মৈব, ন প্রত্যগাত্মা। কুতঃ ? 'প্রসিদ্ধোপদেশাৎ', "তজ্জলানিতি" হেতুতঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশাৎ (*)। ব্রহ্মণো জাতত্বাৎ ব্রহ্মণি লীনত্বাৎ ব্রহ্মাধীনজীবনত্বাচ্চ হেতোর্ব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং খল্বিদং জগদিত্যুক্তে, যস্মাজ্জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধাঃ, তদেবাত্র ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে। তচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ; তথা হি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি, ভৃগু০ ১] ইতি প্রক্রম্য (†) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি, ভৃগু০ ৬] ইত্যাদিনা পূর্ব্বানুবাক-(‡) প্রতিপাদিতানবধিকাতিশয়ানন্দ-যোগিনো বিপশ্চিতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়া নির্দ্দিশ্যন্তে। তথা—"স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ॥" [শ্বেতাশ্ব০৬।৯] ইতি করণাধিপস্য জীবস্যাধিপঃ পরং ব্রহ্মৈব কারণং ব্যপদিশ্যতে। এবং হি (§) সর্ব্বত্র পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রসিদ্ধম্। অতঃ পরব্রহ্মণো জাতত্বাৎ তস্মিন্ লীনত্বাৎ তেন প্রাণনাৎ তদাত্মকতয়া তাদাত্ম্য-

---

ইহা প্রসিদ্ধোপদেশ ; অর্থাৎ যেহেতু, "তজ্জলান্" এই হেতুনির্দ্দেশের অনন্তর "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই বাক্যে প্রসিদ্ধবৎ ব্রহ্মোপদেশ রহিয়াছে। যেহেতু [সমস্ত জগৎ] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে বিলীন এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে জীবিত ; এই কারণে এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত), এই কথা বলিলে পর প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রসিদ্ধ, তিনিই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম। দেখ, তদনুরূপ শ্রুতি এই—'যাহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসমূহ জন্মলাভ করে ; জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবনধারণ করে, এবং প্রয়াণকালেও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম', এইরূপ উপক্রমের পর 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন। আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যোক্ত যে, নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দসম্পন্ন বিশেষদর্শী পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সেইরূপ—'তিনিই কারণ, এবং করণাধিপগণেরও অধিপতি, তাঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' এখানে করণাধিপতি (ইন্দ্রিয়স্বামী) জীবেরও অধিপতি পরব্রহ্মই কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন। এইরূপে পরব্রহ্মেরই কারণতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব, পর ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহা দ্বারা জীবিত

(*) প্রসিদ্ধবদুপদেশাদ্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) উপক্রম্যেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) পূর্ব্বানুবাকেন প্রতিপাদিতা' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) হি শব্দঃ (গ, ঘ) পুস্তকয়োঃ নোপলভ্যতে।

মুপপন্নম্। অতঃ 'সর্ব্বপ্রকারং সর্ব্বশরীরং সর্ব্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম শান্তো ভূত্বা উপাসীত' ইতি শ্রুতিরেব পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদ্য তস্যোপাসনমুপদিশতি। পরং ব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্ম-স্থূল-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা (*) সর্ব্বাত্মভূতম্। এবম্ভূততাদাত্ম্যস্য (†) প্রতিপাদনে পরস্য ব্রহ্মণঃ সকলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণগুণাকরত্বং ন বিরুধ্যতে, প্রকারভূতশরীরগতানাং দোষাণাং প্রকারিণ্যাত্মন্যপ্রসঙ্গাৎ; প্রত্যুত নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাপাদনেন গুণায়ৈব ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

যত্তুক্তং, জীবস্য সর্ব্বতাদাত্ম্যমুপপদ্যত ইতি; তদসৎ; জীবানাং প্রতিশরীরং ভিন্নানামন্যোন্যতাদাত্ম্যাসম্ভবাৎ। মুক্তস্য অনবচ্ছিন্নস্বরূপস্যাপি জগত্তাদাত্ম্যং জগজ্জন্ম-স্থিতি-প্রলয়কারণত্বনিমিত্তং ন সম্ভবতীতি

থাকে বলিয়া [সমস্তই] ব্রহ্মাত্মক; সুতরাং [তদুভয়ের] তাদাত্ম্য বা অভেদ নির্দ্দেশ অসঙ্গত হইতেছে না। অতএব 'সর্ব্ববিশেষণান্বিত, সর্ব্বশরীরধারী ও সকলের আত্মভূত পরব্রহ্মকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে', এই শ্রুতিই পরব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা বিধান করিতেছেন। পরব্রহ্মই কার্য্য-কারণাত্মক উভয়াবস্থাবিশিষ্ট, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতন ও অচেতন বস্তুময় শরীরধারী; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ। এবংবিধ সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদন করায় পরব্রহ্মের যে, হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশির বিরোধী স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণাকরত্ব তাহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেননা, উক্ত শরীর তাঁহারই প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ; সুতরাং বিশেষণগত দোষরাশি কখনই প্রকারী বা বিশেষ্যভূত আত্মায় সম্ভাবিত হইতে পারে না. বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যের (বিভূতির) সম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা গুণেরই প্রতিপাদক হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

আর যে, জীবের সম্বন্ধেও তাদাত্ম্য বা অভেদ উপপন্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে; তাহা ভাল কথা নহে; কারণ, জীবগণ যখন প্রত্যেক শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তখন তাহাদের পরস্পরের সহিত অভেদভাব হওয়া অসম্ভব। যাহার স্বরূপগত পরিচ্ছিন্নভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত আত্মারও যে, জগতের সহিত তাদাত্ম্য, সেই তাদাত্ম্যও জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়সাধনের

(*) সর্ব্বদা' ইতি পদং (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) এবম্ভূততাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" সূত্রটী এই গ্রন্থেরই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদস্থিত সপ্তদশসংখ্যক সূত্র। তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে ঈশ্বরেরই অনুরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু তাহা হইলেও—ঈশ্বরের ন্যায় শক্তি ও জ্ঞান লাভ সত্ত্বেও জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অধিকার থাকে না; তাহাতে ঈশ্বরেরই একমাত্র অধিকার। অতএব জীবগণ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন; জগৎসৃষ্টি বিষয়ে কস্মিন্ কালেও তাহাদের অধিকার জন্মে না বা জন্মিতে পারে না।

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৩।১৭] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। জীবকর্ম্ম-নিমিত্তত্বাৎ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং স এব কারণমিত্যপি ন সাধীয়ঃ, তৎকর্ম্মনিমিত্তত্বেঽপি ঈশ্বরস্যৈব জগৎকারণত্বাৎ। অতঃ পরমাত্মৈবাত্র ব্রহ্ম-শব্দাভিধেয়ঃ। ইমমেব সূত্রার্থমভিযুক্তা বহু মন্বতে। যদাহ বৃত্তি-কারঃ—"সর্ব্বং খল্বিতি—সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মেশঃ" ইতি ॥১।২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" ইত্যাদৌ বিবক্ষিতা যে মনোময়ত্বাদয়ো গুণাঃ, তেষাং পরমাত্মন্যেব উপপত্তেশ্চ—সম্যক্ সম্বন্ধাদপি মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, নতু জীব ইতি শেষঃ ॥

'মনোময়, প্রাণশরীর' ইত্যাদি স্থলে যে সমস্ত গুণ বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই গুণরাশি পরমাত্মাতেই যথার্থরূপে উপপন্ন হয় ; এই হেতুতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ টী নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে ॥ ১।২।২ ॥]

বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে। "মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।২] ইতি। মনো-

---

কারণ হইতে পারে না ; ইহা "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" অর্থাৎ 'জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্য্যে [মুক্ত আত্মার অধিকার জন্মে],' এই সূত্রে কথিত হইবে (‡)। আর ইহাও উত্তম কথা নয় যে, জীবের কর্ম্মই যখন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ, তখন সেই জীবই জগৎজন্মাদির মূল কারণ ; কেননা, জীবের কর্ম্মানুসারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইলেও [প্রকৃত পক্ষে] পরমেশ্বরই জগতের কারণ, [কর্ম্ম তাহার সহকারী মাত্র] ; অতএব, পরমাত্মাই এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অভিযুক্তগণ (পণ্ডিতবর্গ) আমাদের কথিত সূত্রার্থকেই সমধিক আদর করিয়া থাকেন। বৃত্তিকার (এই সূত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা) যাহা বলিয়া-ছেন—"সর্ব্বং খলু" এই শ্রুতিতে সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিপাদিত ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরমেশ্বর (জীব নহে) ॥ ১।২।১ ॥

বক্ষ্যমাণ গুণসমুদয়ও পরমাত্মাতেই সুসঙ্গত হয়। নিম্নোল্লিখিত 'মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতিরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী, বাক্যহীন ও আদরশূন্য,' এই বাক্যে যে-সমস্ত গুণরাশি বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত,

ময়ঃ—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহ্যঃ; বিবেকবিমোকাদি-সাধনসপ্তকানুগৃহীত-পরমাত্মোপাসন-নির্ম্মলীকৃতেন হি মনসা গৃহ্যতে। অনেন হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্বরূপতোচ্যতে; মলিনমনোভির্মলিনা-নামেব গ্রাহ্যত্বাৎ। প্রাণশরীরঃ—জগতি সর্ব্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ; প্রাণো যস্য শরীরমাধেয়ং বিধেয়ং শেষভূতঞ্চ, স প্রাণশরীরঃ। আধেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-শেষত্বানি শরীরশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তানীত্যুপপাদয়িষ্যতে। ভারূপঃ—ভাস্বররূপঃ, অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণনিরতিশয়কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। সত্যসংকল্পঃ—অপ্রতিহতসংকল্পঃ। আকাশাত্মা—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-স্বচ্ছস্বরূপঃ, সকলেতরকারণভূতস্যাকাশস্যাত্মভূত ইতি বা আকাশাত্মা; স্বয়ঞ্চ প্রকাশতে অন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বা আকাশাত্মা। সর্ব্বকর্ম্মা—ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম, সর্ব্বং জগৎ যস্য কর্ম্ম, অসৌ সর্ব্বকর্ম্মা; সর্ব্বা বা ক্রিয়া যস্য, অসৌ সর্ব্বকর্ম্মা। সর্ব্বকামঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—ভোগ্য-ভোগোপকরণাদয়ঃ, তে পরিশুদ্ধাঃ সর্ব্ববিধাঃ তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ—"অশব্দমস্পর্শম্"

পরমাত্মাতেই সে সমুদয় গুণ যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে। 'মনোময়' অর্থ—একমাত্র বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রাহ্য; কেন না, বিবেক-বিমোকাদি যে সপ্তপ্রকার সাধন, তৎসহকৃত আত্মোপাসনা দ্বারা নির্ম্মলীভূত মনের দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহা দ্বারা হেয় (বর্জ্জনীয়) গুণ-বিরোধী কেবলই কল্যাণময় গুণগণে বিভূষিত থাকায় তাঁহার স্বরূপ যে, অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। মলিন মন সমূহ দ্বারা মলিন পদার্থ সমূহই গ্রহণ করা যাইতে পারে; [সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা আবশ্যক।] 'প্রাণশরীর' কথার অর্থ—জগতে তিনিই সমস্ত প্রাণের ধারণকর্ত্তা, প্রাণ যাঁহার আধেয় (রক্ষণযোগ্য), বিধেয় (আজ্ঞাবহ—অনুগত), এবং অঙ্গস্বরূপ, তিনিই 'প্রাণশরীর' পদবাচ্য। এই আধেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব ও শেষত্বই যে 'শরীর' শব্দ ব্যবহারের নিদান, তাহা পরে উপপাদন করা যাইবে। 'ভারূপ' অর্থ—উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন, অর্থাৎ তাঁহার নিজরূপটী অপ্রাকৃত, অসাধারণ (যাহা অপরের নাই,) ও নিরতিশয় কল্যাণময়, এইজন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিযুক্ত। 'সত্যসংকল্প' অর্থ—যাঁহার ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। 'আকাশাত্মা' অর্থ—আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল স্বরূপ; অথবা, অপর সর্ব্বপদার্থের কারণস্বরূপ আকাশেরও তিনিই আত্মা; অথবা, তিনি নিজেও প্রকাশ পান এবং অপরকেও প্রকাশিত করেন, এইজন্য তিনি আকাশাত্মা। 'সর্ব্বকর্ম্মা' অর্থ—যাহা করা যায়, তাহার নাম কর্ম্ম, সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্ম্মভূত, অথবা সমস্ত ক্রিয়াই (ব্যাপারই) যাঁহার কর্ম্ম, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা। 'সর্ব্বকাম' অর্থ—যে সমস্ত বিষয় কামনা করা যায়, সেই বিষয় সমূহ 'কাম' পদবাচ্য—ভোগ্য ও ভোগসাধন সমূহ; তাঁহার সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশুদ্ধ। 'সর্ব্বগন্ধ'

ইত্যাদিনা প্রাকৃত গন্ধরসাদিনিষেধাদপ্রাকৃতাঃ স্বাসাধারণা নিরবদ্যা নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ সর্ব্ববিধাঃ গন্ধরসাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ—উক্তং রসপর্যন্তং সর্ব্বমিদং কল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্। অভ্যাত্ত ইতি 'ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ' ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ। অবাকী—বাক উক্তিঃ, সাস্য নাস্তীতি অবাকী। কুতঃ ? ইত্যাহ—অনাদর ইতি—অবাপ্তসমস্তকামত্বেনাদর্ত্তব্যাভাবাৎ আদররহিতঃ। অত এব অবাকী—অজল্পাকঃ (*); পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যত্বাদ্‌ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং নিখিলং জগৎ তৃণীকৃত্য জোষমাসীন ইত্যর্থঃ। (†) ত এতে গুণা বিবক্ষিতাঃ পরমাত্মন্যে-বোপপদ্যন্তে ॥ ১।২।২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১।২।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতু) তু (পুনঃ) ন (না) শারীরঃ (জীব)।]

[সরলার্থঃ—তদেবং সত্যসংকল্পত্বাদীনাং ব্রহ্মণি সঙ্গতিং উপপাদ্য, ইদানীং জীবে তেষাম্ অসঙ্গতিমাহ—'অনুপপত্তেঃ' ইত্যাদিনা। 'তু' শব্দঃ অপ্যর্থে; সত্যসংকল্পত্বাদীনাং গুণানাং অনন্ত-দুঃখোপেত-পরিচ্ছিন্ন সুখলেশভাগিনি অজ্ঞপ্রায়ে শারীরে (জীবে) অনুপপত্তেঃ—অসঙ্গতেঃ অপি শারীরঃ সত্যসংকল্পত্বাদিগুণকঃ ন [ভবিতুমর্হতি, অপি তু ব্রহ্মৈব ইত্যাশয়ঃ]।

উক্ত সত্যসংকল্পত্বাদি গুণসমুদয় দুঃখবহুল ও অজ্ঞপ্রায় শরীরাভিমানী জীবে উপপন্ন হয় না; এই কারণেও 'মনোময়াদি'শব্দের অর্থ জীব হইতে পারে না॥ ১। ২। ৩॥]

ও 'সর্ব্বরস' অর্থ—'তিনি শব্দ ও স্পর্শ রহিত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ-রসাদির প্রতিষেধ নিবন্ধন [বুঝা যায় যে,] তাঁহার নিজস্ব ও ভোগোপযোগী নির্দ্দোষ নিরতিশয়, কল্যাণময়, সর্ব্বপ্রকার অপ্রাকৃত ও অসাধারণ স্বীয় গন্ধ-রসাদি বিদ্যমান আছে। 'এই সমস্ত অভ্যাত্ত' কথার অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত রসপর্য্যন্ত কল্যাণময় গুণ সমুদয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 'এই ব্রাহ্মণগণ ভুক্ত হইয়াছেন—ভোজন করিয়াছেন' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'অভ্যাত্ত' পদেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'অবাকী' অর্থ—বাক অর্থ—উক্তি বা বচন, তাহা তাঁহার নাই, এই কারণে তিনি 'অবাকী'। [অবাকী] কেন ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'অনাদর, অর্থাৎ কামনা-যোগ্য সমস্ত বিষয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আর আদর করিবার কিছু নাই; এই কারণে তিনি আদর রহিত, এবং এই নিমিত্তই অবাকী—জল্পাক নহে (কথা বলেন না), অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ থাকায় ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত আছেন। অতএব, শ্রুতির অভিপ্রেত উক্ত গুণনিচয় পরমাত্মাতেই সম্যক্ উপপন্ন হয় (জীবে নহে) ॥১।২।২॥

(*) অজল্পক' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) অতঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

তমিমং গুণসাগরং পর্য্যালোচয়তাং খদ্যোতকল্পস্য শরীরসম্বন্ধনিবন্ধনা-পরিমিতদুঃখসম্বন্ধযোগ্যস্য বদ্ধ-মুক্তাবস্থস্য জীবস্য প্রস্তুতগুণলেশ-সম্বন্ধগন্ধোঽপি নোপপদ্যতে, ইতি নাস্মিন্ প্রকরণে শারীর-পরিগ্রহশঙ্কা জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১।২।৩॥

কর্ম্ম-কর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ (কর্ম্ম ও কর্ত্তার—উপাস্য ও উপাসকের নির্দ্দেশ হেতু) চ (ও) [জীব নহে]।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্মৈব ; যতঃ "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভি-সংভবিতাস্মি" ইত্যত্র কর্ত্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন জীবং, কর্ম্মত্বেন—প্রাপ্যত্বেন চ পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ। ন হি প্রাপক এব প্রাপ্যত্বেন ব্যপদেশমর্হতীতিভাবঃ ॥

যেহেতু 'এখান হইতে প্রয়াণের পর ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,' এইস্থলে উপাসক জীবকে প্রাপ্তির কর্ত্তৃরূপে, আর মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টকে কর্ম্মরূপে—প্রাপ্য-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একই বস্তু যখন প্রাপ্য ও প্রাপক হইতে পারে না, তখন এখানে পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, জীব নহে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥]

"এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" [ছান্দো° ৩।২৪।৪] ইতি প্রাপ্য-তয়া পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, প্রাপ্তৃতয়া চ জীবঃ। অতঃ প্রাপ্তা জীব উপাসকঃ, প্রাপ্যং পরং ব্রহ্মোপাস্যমিতি প্রাপ্তুরন্যদেবেদমিতি বিজ্ঞায়তে ॥১।২।৪॥

সেই এই গুণসাগরকে (পরমেশ্বরকে) যাহারা পর্য্যালোচনা করেন, তাহাদের নিকট খদ্যোত-সদৃশ (জোনাকিপোকার মত) এবং শরীর-সম্বন্ধ থাকায় অপরিমিত দুঃখভোগের যোগ্য বদ্ধ-মুক্ত—অবস্থাদ্বয়সম্পন্ন জীবের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত গুণসমূহের বিন্দুমাত্রও সম্ভবপর হইতে পারে না ; এই কারণে এই প্রকরণে শারীর জীবের গ্রহণবিষয়ে আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥১।২।৩॥

'এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্ম্মরূপে) এবং জীবকে (উপাসককে) তৎপ্রাপকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব প্রাপ্য জীবই উপাসনাকর্ত্তা, আর পরব্রহ্ম তাহার উপাস্য ; সুতরাং তিনি যে প্রাপক জীব হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ ; ইহা বিশেষরূপে জানা যাইতেছে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দবিশেষাৎ (যেহেতু শব্দগতও বিশেষ আছে।]

[সরলার্থঃ—"এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" ইত্যত্র উপাসকঃ শারীরঃ ষষ্ঠ্যা, তদুপাস্যশ্চ প্রথময়া নির্দ্দিষ্টঃ; অতশ্চ শব্দগত-বৈশিষ্ট্যাৎ হেতোঃ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ॥

'এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন]' এই স্থলে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর তাহার উপাস্যকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ শব্দগত পার্থক্য থাকায় বুঝিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটা পরমাত্মা ভিন্ন জীব নহে॥১।২।৫॥]

"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" [ছান্দো০ ।৩.১৪।৩] ইতি শারীরঃ ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টঃ, উপাস্যস্তু প্রথময়া। এবং সমানপ্রকরণে বাজিনাং চ শ্রুতৌ শব্দবিশেষঃ শ্রূয়তে জীব-পরয়োঃ; "যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ো যথা জ্যোতিরধূমম্" [শতপথব্রাহ্মণ০ ১।৬।৩] ইতি। অত্র "অন্তরাত্মন্" ইতি সপ্তম্যন্তেন শারীরো নির্দ্দিশ্যতে; "পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" ইতি প্রথময়োপাস্যঃ; অতঃ পর এব উপাস্যঃ ॥ ১।২।৫॥

ইতশ্চ শারীরাদন্যঃ—

স্মৃতেশ্চ ॥১।২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যাদি-ভেদবোধকস্মৃতেশ্চাপি শারীরস্য উপাসকত্বং ঈশ্বরস্য চ তদুপাস্যত্বং অবগম্যতে।

'আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি।' 'যে অমূঢ়লোক পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে।' 'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থান করেন।' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জীব উপাসক আর ঈশ্বর তাহার উপাস্য; সুতরাং মনোময়াদিভাবে উপাস্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না॥ ১।২॥ ৬॥]

'এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন],' এই স্থলে শারীর (জীব) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ বাজসনেয় শ্রুতিতে ইহারই অনুরূপ প্রকরণে জীবও পরমাত্মার বাচক শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইতেছে। 'যথা—ব্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকতণ্ডুল যেরূপ [সূক্ষ্ম]; অন্তরাত্মায় অবস্থিত নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) এই হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।' এখানে 'অন্তরাত্মন্' এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদে শরীরাভিমানী

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" [গীতা০ ১৫।১৫], "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্" [গীতা০।১৫।১৯], "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। তমেব শরণং গচ্ছ" [গীতা০ ১৮।৬১।] ইতি শারীরমুপাসকং, পরমাত্মানং চোপাস্যং স্মৃতির্দ্দর্শয়তি ॥১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্ব্যপদেশাৎ (সেইরূপ—অল্পপরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ হেতু) চ (ও) ন (না); ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পার না ; নিচায্যত্বাৎ (উপাস্যত্ব হেতু) এবং (এইরূপে), ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) চ (ও) [বটে]।]

[সরলার্থঃ—অর্ভকং—অল্পং ওকঃ—স্থানং যস্য, তস্য ভাবঃ, তস্মাৎ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ, অল্পায়তনত্বাদিত্যর্থঃ।

"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা" ইত্যাদিনা চ তদ্ব্যপদেশাৎ অল্পায়তনত্বোপদেশাদপি নায়ং পর ইতি চেৎ ; ন, এবং উক্তপ্রকারেন নিচায্যত্বাৎ—উপাস্যত্বাদ্ধেতোস্তথা ব্যপদেশঃ, নতু স্বরূপাল্পত্বেন। ব্যোমবৎ—স্বরূপমহত্ত্বং চ অত্রৈব ব্যপদিশ্যতে—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" ইত্যাদৌ।

অল্পায়তনত্ব হেতু এবং 'আমার হৃদয়স্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অল্পপরিমাণত্ব নির্দ্দেশ হেতু ইহা যে, পরমেশ্বর হইতে পারে না ; ইহা বলিতে পার না; কারণ, এটী ঐরূপেই উপাসনার বিধানমাত্র, কিন্তু ঐরূপ পরিমাণের নির্দ্দেশ নহে। কেন না, অন্যত্র আকাশের ন্যায় অতি মহৎ বলিয়াও তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৭ ॥]

জীবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; আর 'হিরণ্ময় পুরুষ' এই প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই এখানে উপাস্য, (জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ৫ ॥

'আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। আমা হইতেই স্মৃতি (স্মরণ), জ্ঞান ও তদ্বিপর্য্যয় হইয়া থাকে।' 'হে অর্জ্জুন ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় বিভ্রান্ত করত সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও।' এই স্মৃতিশাস্ত্র শারীরের উপাসকভাব আর পরমাত্মার উপাস্যভাব প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

"অল্পায়তনত্বং অর্ভকৌকস্ত্বম্ ; তদ্ব্যপদেশঃ—অল্পত্বব্যপদেশঃ। "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যণীয়সি হৃদয়ায়তনে স্থিতত্বাৎ "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিনা অণীয়স্ত্বস্য স্বরূপেণ ব্যপদেশাচ্চ নায়ং পরমাত্মা, অপি তু জীব এব ; "সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১।১৬] ইত্যাদিভিঃ পরমাত্মনোঽপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ, জীবস্য চারাগ্রমাত্রত্বব্যপদেশাদিতি চেৎ —

নৈতদেবম্, পরমাত্মৈব হ্যণীয়ানিত্যেবং নিচায্যত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; এবং নিচায্যত্বেন—এবং দ্রষ্টব্যত্বেন এবমুপাস্যত্বেনেতি যাবৎ। ন পুনরণীয়স্ত্বমেবাস্য স্বরূপমিতি ; ব্যোমবচ্চায়ং ব্যপদিশ্যতে, স্বাভাবিকং মহত্বং চাত্রৈব ব্যপদিশ্যতে—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪।] ইতি। অত উপাসনার্থমেবাল্পত্বব্যপদেশঃ।

তথাহি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" [ছান্দো০

অর্ভকৌকস্ত্ব অর্থ—অল্পায়তনত্ব, অর্থাৎ অল্পস্থানবর্ত্তিত্ব। তদ্ব্যপদেশ অর্থ--অল্পত্ব কথন। এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [অবস্থিত]; অতি সূক্ষ্ম হৃদয়ে অবস্থিতি হেতু, এবং 'ব্রীহি ও যব অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম,' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপতও তাহার অণীয়স্ত্ব নির্দ্দেশ হেতু ইহা পরমাত্মা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই জীব। 'ধীরপ্রকৃতি লোকেরা যে ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের কারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন ; তিনি সর্ব্বগত, এবং অতি সূক্ষ্ম ও অব্যয় (অবিকারী)' ; ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নভাব জানা যায় ; অথচ আরাগ্রের ন্যায় (চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের অগ্রভাগের ন্যায়) জীবের পরিমাণ উল্লিখিত আছে। ইহা যদি বল ; না—উহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে। কেন না, অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসনার্থ পরমাত্মারই ঐরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। 'এইরূপে নিচায্যত্ব' অর্থ—এই প্রকারে দ্রষ্টব্যত্ব অর্থাৎ এই প্রকারে উপাসনার জন্য। আর কেবল অণীয়স্ত্বই (অতিসূক্ষ্মত্বই) যে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু আকাশের ন্যায়ও ইহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তাঁহার যে স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব, তাহা এখানেই উল্লিখিত আছে, যথা—'তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরিক্ষ হইতে মহৎ, দ্যুলোক হইতে মহৎ, এই সমস্ত লোক হইতেই মহৎ।' অতএব, উপাসনার সৌকর্য্যার্থই তাঁহার ঐরূপ অল্পত্ব নির্দ্দেশ [হইয়াছে]।

দেখ,—'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ; অতএব শান্ত হইয়া—অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদিশূন্য হইয়া তাঁহার

৩।১৪।১,৪] ইতি সর্ব্বোৎপত্তি-প্রলয়কারণত্বেন সর্ব্বস্যাত্মতয়া অনুপ্রবেশকৃত-জীবয়িতৃত্বেন চ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্মোপাসীতেত্যুপাসনং বিধায় "অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্যসিদ্ধিমভিধায় "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি গুণবিধানার্থমুপাসনমনূদ্য "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্য স্বরূপগুণাং শ্চোপাদেয়ান্ প্রতিপাদ্য "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইত্যুপাসকস্য হৃদয়েঽণীয়স্ত্বেন তদাত্মতয়োপাস্যস্য পরমপুরুষস্য উপাসনার্থমবস্থানমুক্ত্বা "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০৩ ১৪।১,৪] ইত্যন্তর্হৃদয়েঽবস্থিতস্যোপাস্যমানস্য প্রাপ্যাকারং নির্দ্দিশ্য "এষ ম আত্মান্ত-

---

উপাসনা করিবে।' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত ; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ ; এবং তন্নিবন্ধনই ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জীবনধারণের হেতুভূত ও সর্ব্বাত্মকতা লাভ করিয়াছেন। 'সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,' এইরূপে তাঁহার উপাসনা বিধান করিয়া তাহার পর 'পুরুষ ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান), পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাশীল হয়, এস্থান হইতে প্রয়াণের পরও সেই প্রকার হয়,' এই শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ প্রাপ্য ফললাভের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর আবার 'সেই পুরুষ সংকল্প করিবে,' এই বাক্যে [উপাসনার উৎকর্ষের জন্য] গুণবিধানার্থ উপাসনার অনুবাদ করিয়া (পুনরুল্লেখ করিয়া) 'তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিমান্, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্য ও আদর রহিত', এই শ্রুতিতে এই জগদাত্মক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই ঈশ্বরের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট গুণরাশি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'আমার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এই আত্মা ব্রীহি হইতে, যব হইতে, সর্ষপ হইতে, শ্যামাক হইতে কিংবা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও অতিশয় সূক্ষ্ম,' এখানেও উপাসনার্থ কথিত হইয়াছে যে, উপাস্য পরম পুরুষ ভগবান্ অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসকের হৃদয়মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। ইহার পরই—'আমার হৃদয়-মধ্যগত এই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, দ্যুলোক হইতে বৃহৎ এবং এই সমস্ত লোক হইতেই বৃহৎ, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা' ইত্যাদি বাক্যে আবার হৃদয়স্থ উপাস্যমান পরমেশ্বরের যে রূপটী উপাসকের প্রাপ্য ; তাহার নির্দ্দেশ করিয়া 'আমার হৃদয়মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম'

হৃদয় এতদ্ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইত্যেবম্ভূতং পরং ব্রহ্ম পরমকারুণ্যে-নাস্মদুজ্জিজ্জীবয়িষয়া অস্মদ্ধৃদয়ে সন্নিহিতমিতীদম্ অনুসন্ধানং বিধায় "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্তিনিশ্চয়ানুসন্ধানং চ বিধায় "ইতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইত্যেবম্বিধপ্রাপ্য-প্রাপ্তিনিশ্চয়োপেতস্যোপাসকস্য প্রাপ্তৌ ন সংশয়োঽস্তীত্যুপসংহৃতম্। অত উপাসনার্থমর্ভকৌকস্ত্ব-মণীয়স্ত্বঞ্চ ॥১।২।৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্ভোগ-প্রাপ্তিঃ (সুখ-দুঃখভোগের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ—পরোঽপ্যন্তঃ শরীরে বসতি চেৎ; জীববৎ তস্যাপি সুখদুঃখোপভোগ-প্রাপ্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ; হেতুভেদাদিত্যর্থঃ। ন হি শরীরবর্ত্তিত্বমেব সুখ-দুঃখোপভোগ-হেতুঃ, অপিতু পুণ্য-পাপময়-কর্ম্মবশ্যত্বং। অপহতপাপ্মনস্তু ঈশ্বরস্য ছন্দতো জীবরক্ষায়ৈ শরীরান্তর্বাসঃ, অতঃ তদসম্ভবাৎ নাস্তি সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥

পরমাত্মাও যদি শরীরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও ত সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে ? না ; কারণ ? ভোগ হেতুর পার্থক্যই তাহার কারণ। কেবল শরীরাবস্থিতিই যে, ভোগের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু পাপপুণ্যাধীনত্বই ভোগের কারণ ; নিষ্পাপ ঈশ্বরের পক্ষে কর্ম্মবশ্যতা সম্ভব হয় না ; সুতরাং তাহার ভোগেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১ । ২ ॥ ৮ ॥]

জীবস্যেব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ ; তদ্বদেব শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্ত-সুখদুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তন্ন, হেতু-বৈশেষ্যাৎ,

---

এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম করুণাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ আমাদের হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত রহিয়াছেন। এইরূপ আত্মানুসন্ধান বিধানের পর 'এস্থান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে প্রাপ্ত হইব,' এইরূপে উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চয়-জ্ঞানোপদেশের পর উপসংহার করা হইয়াছে যে, 'যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয় এবং কোন প্রকার সংশয় না থাকে।' এইরূপে প্রাপ্যের প্রাপ্তি বিষয়ে যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি থাকে ; সেই উপাসকের পক্ষে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে আর সংশয় নাই, অর্থাৎ সেই উপাসক নিশ্চয়ই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ; অতএব, উপাসনার উদ্দেশেই অর্ভকৌকস্ত্ব (অল্পায়তনত্ব) ও অণীয়স্ত্বের নির্দ্দেশ, [স্বরূপ নিরূপণার্থ নহে] ॥১।২।৭ ॥

জীবের ন্যায় পরব্রহ্মেরও যদি শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেত [জীবের ন্যায় তাঁহারও] শরীর সম্বন্ধ থাকায় জীবের ন্যায় তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে

ন হি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমেব সুখদুঃখোপভোগহেতুঃ ; অপি তু পুণ্যপাপরূপ-কর্ম্মপরবশ্যত্বম্ ; তত্তু অপহতপাপ্মনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি" [মুণ্ড০৩।১। ১] ইতি ॥ ১।২।৮ ॥ [প্রথমং সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণম্ সমাপ্তম্]।

যদি পরমাত্মা ন ভোক্তা, এবং তর্হি সর্ব্বত্র ভোক্তৃতয়া প্রতীয়মানো জীব এব স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অত্রধিকরণম্। **অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অত্তা (ভোক্তা) [ব্রহ্ম], চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু চরাচর সমস্ত বস্তুকে ভোজ্যরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে।]

[সরলার্থঃ—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" ইত্যাদি-কাঠক-শ্রুতৌ এবং প্রতীয়তে—যথা কশ্চিৎ ভোক্তা ব্যঞ্জনেন দধ্যাদিনা বা ওদনং উপসিচ্য—আর্দ্রীকৃত্য ভুঙ্‌ক্তে, তথা অত্রাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপং অন্নং মৃত্যুরূপেণ উপসেচনেন সরসং কৃত্বা ভুঞ্জানঃ কশ্চিৎ অত্তা (ভোক্তা) অস্তীতি। স কিং জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি চাত্র সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—অত্র 'অত্তা' (অদন-কর্ত্তা ভোক্তা) পরমাত্মা এব, ন তু জীবঃ। কুতঃ? চরাচর-গ্রহণাৎ, যতঃ অত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্রপদাভ্যাং চরাচরাত্মকং কৃৎস্নমেব জগৎ পরিগৃহ্যতে, নতু ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রং ; নহি মৃত্যুরূপং উপসেচনং ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রে পরিসমাপ্তং, অবিশেষেণ তস্য সর্ব্বত্রাধিকারাৎ। অত্তৃত্বং চাত্র ন ভোক্তৃত্বং, অপিতু জগৎ-সংহারকত্বং, তচ্চাবিশিষ্টং, সর্ব্বত্রোপলব্ধেঃ। ততশ্চ সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বস্য জীবে অসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবাত্র অত্তা বোদ্ধব্যঃ, ন তু জীবঃ, অন্যো বা কশ্চিদিত্যাশয়ঃ।

'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাহার ওদন (অন্ন), এবং মৃত্যু (মরণ) যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ—দধি প্রভৃতি স্বরূপ।' এই শ্রুতিতে জানা যাইতেছে যে, কোন লোক যেমন ব্যঞ্জন বা দধি প্রভৃতি দ্বারা অন্ন মাখিয়া ভোজন করে, তেমনি এখানে একজন ভোক্তা আছেন, যিনি মৃত্যুরূপী ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত করিয়া (মাখিয়া) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিকে (অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে) ভক্ষণ করেন। এখন সংশয় হইতেছে যে, সেই ভোক্তাটী কে?—জীব? না - পরামাত্মা? এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এই ভোক্তা, কখনই জীব নহে ; কারণ, চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করা জীবের অসাধ্য ; পরন্তু পরমাত্মার পক্ষে সর্ব্বসংহারকর্তৃত্বরূপ ভোক্তৃত্ব স্বতই উপপন্ন হইতে পারে ; অতএব পরমাত্মাই অত্তা, জীব নহে ॥১।২।৯ ॥]

কঠবল্লীষাম্নায়তে—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ, যত্র সঃ" [কঠ০ ১। ২। ২৫] ইতি। অত্র ওদনোপসেচন-সূচিতোঽত্তা কিং জীব এব? উত পরমাত্মা? ইতি সন্দিহ্যতে। কিং যুক্তম্? জীব ইতি। কুতঃ? ভোক্তৃত্বস্য কর্ম্মনিমিত্তত্বাজ্জীবস্যৈব তৎ-সম্ভবাৎ।

অত্রোচ্যতে—'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'—অত্তা পরমাত্মৈব; কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ—চরাচরস্য কৃৎস্নস্য অত্তৃত্বং হি তস্যৈব সম্ভবতি। ন চেদং কর্ম্ম-নিমিত্তং ভোক্তৃত্বম্; অপি তু জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-হেতুভূতস্য পরস্য

পারে; ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, ভোগ-হেতুর বিশেষত্ব বা পার্থক্য রহিয়াছে। কেবল শরীর মধ্যে অবস্থিতিই যে, সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু, তাহা নহে; পরন্তু পুণ্য পাপময় কর্ম্মাধীনত্ব, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য বশে যাহার দেহ ধারণ হয়, তাহারই সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) পরমাত্মার সম্বন্ধেত তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেইরূপ শ্রুতিও আছে 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরে ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র' ॥১।২।৮॥ [১ম সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণ সমাপ্ত।]

ভাল পরমাত্মা যদি ভোক্তা না হইলেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্র 'ভোক্তা' রূপে প্রতীয়মান জীবই ভোক্তা হউক; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন '[ব্রহ্মই] ভোক্তা, যেহেতু চরাচরের গ্রহণ হইয়াছে।' (৮৩)

কঠোপনিষদে পঠিত আছে যে, 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাহার অন্ন, এবং মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ অন্নোপকরণব্যঞ্জনস্বরূপ; তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?' এখানে 'ওদন' শব্দ দ্বারা একজন 'অত্তা' (ভোজনকর্ত্তা) সূচিত হইতেছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবই কি এই অত্তা? অথবা পরমাত্মা? কোনটী যুক্তিসম্মত?—জীবই। কারণ?—ভোক্তৃত্ব যখন কর্ম্মের ফল, তখন জীবেই তাহা সম্ভবপর।

এতদুত্তরে "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ" সূত্র কথিত হইতেছে। পরমাত্মাই এখানে 'অত্তা' (ভোক্তা); কারণ, এখানে চরাচর সমস্ত জগৎকে [ওদনরূপে] গ্রহণ করা হইয়াছে; চরাচরাত্মক সর্ব্বজগৎ ভোজন করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হয়। আর ইহা যে কর্ম্মনিবন্ধন ভোক্তৃত্ব, তাহাও নহে; পরন্তু ইহা হইতেছে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত পরব্রহ্ম বিষ্ণুর সংহার-কর্ত্তৃত্ব;

---

(৮৩) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণ চারিটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অত্তা (ভক্ষণকারী) কি জীব? না—পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবই এই অত্তা; কেন না, জীবের সম্বন্ধেই ভক্ষণ কার্য্য প্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—এখানে জীব অত্তা নহে—পরন্তু পরমাত্মাই; কারণ, চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎকে অন্ন বলিয়া এবং ব্রহ্মকে তাহার ভক্ষণকর্ত্তা—সংহারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বসংহারকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের সম্বন্ধে কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পরমাত্মাই অত্তা; তাঁহার উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করাই উপদেশের প্রয়োজন।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ সংহর্তৃত্বম্; "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১। ৩। ৯] ইত্যত্রৈব দর্শনাৎ। তথাচ "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" ইতি বচনাৎ "ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ" ইতি কৃৎস্নং চরাচরং জগদিহাদনীয়ৌদনত্বেন গৃহ্যতে। উপসেচনং হি নাম স্বয়মদ্যমানং সৎ অন্যস্যাদনহেতুঃ। অত উপসেচনত্বেন মৃত্যোরপ্যদ্যমানত্বাৎ তদুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মক্ষত্রপূর্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। ঈদৃশং চাদনমুপসংহার এব। তস্মাদীদৃশং জগদুপসংহারিত্বরূপং ভোক্তৃত্বং পরমাত্মন এব ॥১॥২॥৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১।২।১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ — প্রকরণাৎ (যেহেতু প্রকরণ) চ (ও) [পরমাত্মার]।]

[সরলার্থঃ—"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন", ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মন এব। প্রকৃত-পরিগ্রহশ্চ ন্যায্যঃ; তস্মাদপি পরমাত্মা এব অত্র 'অত্তা' প্রত্যেতব্যঃ, নতু জীবঃ।

'ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু পরমাত্মাকে জানিবার পর আর দুঃখানুভব করে না।' 'কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ করা যায় না', ইত্যাদি প্রকরণও পরমাত্মারই—জীবের নহে; । প্রকৃতার্থ গ্রহণ করাই ন্যায়-সম্মত; অতএব পরমাত্মাই এখানে 'অত্তা', জীব নহে ॥ ১ ।২।১০ ॥]

প্রকরণং চেদং পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ—"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" [কঠ০ ১।২।২২।২৩], "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে

কেন না, 'তিনিই সংসার-পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন।' এই স্থলে ঐরূপ ভাবই দৃষ্ট হয়। দেখ, 'মৃত্যু যাহার উপসেচন' এইরূপ কথা থাকায় 'ব্রাহ্মণ' ও 'ক্ষত্রিয়' পদে চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎই পরিগৃহীত হইতেছে। উপসেচন কি না, যাহা নিজে ভক্ষ্য হইয়া অপর বস্তু ভক্ষণের সহায় হয়; অতএব, উপসেচনভূত স্বয়ং মৃত্যুও যখন ভক্ষণীয় হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু দ্বারা উপসিক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চরাচরাত্মক সমস্ত জগতেরই ভক্ষণ এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। এবংবিধ 'অদন' অর্থ সংহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, এবংবিধ জগৎ-সংহারিত্বরূপে ভোক্তৃত্ব নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম্ম (জীবের নহে) ॥১।২।৯ ॥

বিশেষতঃ এই প্রকরণটীও পরব্রহ্মেরই (জীবের নহে), 'ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া আর শোক করেন ন', এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাবতী বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ

তনুং স্বাম্” [কঠ০ ১।২।২২,২৩] ইতি হি (ক)প্রকৃতম্। “ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ” ইত্যপি হি তৎপ্রসাদাদৃতে তস্য দুরববোধত্বমেব পূর্ব্বপ্রস্তুতং (খ) প্রত্যভিজ্ঞায়তে ॥১।২।১০॥

অথ স্যাৎ—নায়ং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনসূচিতঃ পুরুষোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা; অনন্তরং “ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।” [কঠ০১।৩।১] ইতি কর্ম্মফলভোক্তুরেব সদ্বিতীয়স্যাভিধানাৎ। দ্বিতীয়শ্চ প্রাণো বুদ্ধির্বা স্যাৎ। ঋতপানং হি কর্ম্মফলভোগ এব; সচ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি; বুদ্ধি-প্রাণয়োস্তু ভোক্তৃজীবস্য উপকরণভূতয়োঃ যথাকথঞ্চিৎ পানেঽন্বয়ঃ

করা যায় না; কিন্তু তিনি যাহাকে প্রাপ্যরূপে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন; তিনি তাহারই নিকট আপনার স্বরূপ প্রকটিত করেন।’ ইহাই সেখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে। আর ‘তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে অবগত হওয়া দুষ্কর’, পূর্ব্বোক্ত এই দুজ্ঞেয়ত্বই ‘তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?’ এই বাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥ ১ ॥ ২ । ১০ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মক্ষত্ররূপ ওদন দ্বারা যে পুরুষটী সূচিত হইয়াছেন, সেই পুরুষটী পরমাত্মা হইতে পারে না; কেন না, ইহার পরেই ‘ব্রহ্মবিদ্‌গণ, পঞ্চাগ্নিগণ (*) এবং যাহারা তিনবার করিয়া নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, (+) তাহারাও বলিয়া থাকেন যে, ‘জগতে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোক্তা (ঋতপানকারী) এবং অত্যুৎকৃষ্ট মহনীয় গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট উভয়েই ছায়া ও আলোকের ন্যায় (পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন)’, এই শ্রুতিতে কর্ম্মফলোপভোক্তা সদ্বিতীয় আত্মা অভিহিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পদার্থটী প্রাণ কিংবা বুদ্ধিই হইতে পারে। ‘ঋতপান অর্থ—নিশ্চয়ই কর্ম্মফল ভোগ; তাহা ত আর পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি ও প্রাণ, উভয়ই ভোক্তা—জীবের উপকরণ স্বরূপ (ভোগসাধন); সুতরাং কর্ম্মফল পানে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতেও পারে, অতএব উহাদের মধ্যেই একটীকে লইয়া জীবের সদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন করা হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। সেই

(ক) ক’পুস্তকে ‘হি’ শব্দো নোপলভ্যতে। (খ) প্রস্তুতং পূর্ব্বং’ ইতি (ক) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য—মৃত্যুর পর কর্ম্মিগণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, পুনশ্চ কর্ম্মক্ষয়ে প্রত্যাগমনের সময় তাহারা ক্রমে অন্তরিক্ষে মিলিত হয়, সেখান হইতে পর্জ্জন্যে (মেঘে) মিলিত হয়, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হয়; তাহার পর খাদ্য অন্নরূপে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে; অনন্তর শুক্ররূপে স্ত্রী-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে। অন্তরীক্ষ, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটীকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে; এইজন্য ঐ পাঁচটীর চিন্তাপরায়ণকে ‘পঞ্চাগ্নি’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(+) তাৎপর্য্য—নচিকেতা নামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যে অগ্নির তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, সেই অগ্নিকে ‘নাচিকেত অগ্নি’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। নচিকেতার উপাখ্যান কঠোপনিষদে দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতীতি তয়োরন্যতরেন সদ্বিতীয়ো জীব এব প্রতিপাদ্যতে ; তদেক-প্রকরণত্বাৎ পূর্ব্বপ্রস্তুতোঽত্তাপি স এব ভবিতুমর্হতি—ইতি।

(*) অত্রোচ্যতে—

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গুহাং (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটী) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানৌ (দুইটী আত্মা), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়)।]

[সরলার্থঃ—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।" ইত্যাদিষু গুহাং প্রবিষ্টৌ (গুহাপ্রবিষ্টত্বেন নির্দ্দিষ্টৌ) আত্মানৌ জীব-পরমাত্মানৌ, নতু বুদ্ধি-জীবৌ, প্রাণ-জীবৌ বা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—অন্যত্রাপি "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং" ইত্যাদৌ তস্য পরমাত্মন এব গুহাপ্রবিষ্টত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

'জগতে তাহারা উভয়ে সুকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা এবং সর্ব্বোত্তম গুহায় প্রবিষ্ট,' এই স্থানে 'গুহা প্রবিষ্ট' কথায় জীব ও পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধিও জীব কিংবা প্রাণ ও জীব নহে ; কারণ, অন্যত্র—'গুহা প্রবিষ্ট ও গহ্বরস্থ শাশ্বত আত্মাকে—' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব, জীব ও পরমাত্মাই 'গুহা-প্রবিষ্ট' কথার প্রতিপাদ্য ; অপর নহে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥]

ন প্রাণ-জীবৌ বুদ্ধি-জীবৌ বা গুহাং প্রবিষ্টৌ "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যুচ্যেতে ; অপি তু জীব-পরমাত্মানৌ (†) হি তথা ব্যপদিশ্যেতে। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরয়োরেব গুহাপ্রবেশ-ব্যপদেশো দৃশ্যতে।

পরমাত্মনস্তাবৎ "তং দুর্দ্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি"

একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত 'অত্তা'ও সেই জীবই হইতে পারে (পরমেশ্বর নহে)। এই শঙ্কা নিরাসার্থ কথিত হইতেছে—"গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যাদি।

প্রাণ ও জীব কিংবা বুদ্ধি ও জীব, কখনই গুহাপ্রবিষ্ট, ঋতপান কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইতেছে না ; পরন্তু, জীব ও পরমাত্মাই ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কারণ ?—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়,—এই প্রকরণে জীব ও পরমাত্মারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ 'ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ অধিগত হইয়া দুর্দ্দর্শ (যাহাকে দুঃখে দেখা যাইতে পারে), গূঢ়, সর্ব্ব-

---

* তত্র ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) জীবাত্ম-পরমাত্মানৌ' ইতি (ক) পাঠঃ।

[কঠ০ ১।২।১২] ইতি। জীবস্যাপি "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত" [কঠ০ ২।৪।৭] ইতি। কর্ম্ম-ফলান্যত্তীতি অদিতির্জীব উচ্যতে। প্রাণেন সম্ভবতি(*)—প্রাণেন সহ বর্ত্ততে। দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীনভোগা। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী—হৃদয়পুণ্ডরীকোদর-বর্ত্তিনী। (†) ভূতেভির্ব্যজায়ত—পৃথিব্যাদিভির্ভূতৈঃ সহিতা দেবাদিরূপেণ বিবিধা জায়তে। এবং চ সতি "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি ব্যপদেশঃ 'ছত্রিণো-গচ্ছন্তি' ইতিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। যদ্বা, প্রযোজ্য-প্রযোজকরূপেণ পানে কর্ত্তৃত্বং জীব-পরয়োরুপপদ্যতে ॥১।২।১১॥

ভূতে অনুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, সুতরাং দুর্জ্ঞেয়, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশময় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া হর্ষ বিষাদ, উভয়ই ত্যাগ করেন।' এ স্থানে পরমাত্মার গুহাহিতত্ব নির্দ্দেশ আছে; তাহার পর 'সর্ব্বদেবময়ী যে অদিতি প্রাণের সহিত সম্ভূত হয়, এবং গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, এবং যিনি ভূতবর্গের সহিত জন্মলাভ করিয়া থাকে।' এখানে জীবেরও পৃথক নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কর্ম্মফল ভক্ষণ করে বলিয়া জীবই এখানে 'অদিতি' পদে কথিত হইতেছে। 'প্রাণের সহিত সম্ভূত হয়' অর্থ—প্রাণের সহিতবর্ত্তমান থাকে। 'দেবতাময়ী' অর্থ—যাহার ভোগ ইন্দ্রিয়াধীন। 'গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত' কথার অর্থ—হৃৎপদ্মমধ্যে বর্ত্তমান। "ভূতেভিঃ ব্যজায়ত" অর্থ—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গের সহিত দেবাদি নানাবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ অর্থই যখন স্থির হইল, তখন "ঋতং পিবন্তৌ" (উভয়ে কর্ম্মফল পান করে), এই দ্বিবচন নির্দ্দেশও 'ছত্রধারী লোক সমূহ গমন করিতেছে' ইহার ন্যায় বুঝিতে হইবে। অথবা, প্রযোজকরূপে অর্থাৎ পরমাত্মার প্রেরণায়ই জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্য জীব ও পরমাত্মা উভয়েতেই কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে (‡) ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

(*) সম্ভবতীতি' ইতি (ক) পাঠঃ। (†) ভূযা তেভিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"ঋতং পিবন্তৌ" এস্থানে "পিবন্তৌ" এই দ্বিবচন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যে নির্দ্দিষ্ট উভয়েই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এখন ঐ বাক্যে দ্বিবচনের সাহায্যে যদি জীব ও পরমাত্মা, উভয়েরই গ্রহণ করা হয়; তাহা হইলে জীবের পক্ষে পানকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইলেও পরমাত্মার পক্ষে ত পানকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, "অ নশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" এই শ্রুতি পরমাত্মার পানকর্ত্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন। এই আপত্তিখণ্ডনার্থ ভাষ্যকার 'চ্ছত্রী' ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ন্যায়টী এইপ্রকার—একসঙ্গে বহুলোক যাইতেছে; তন্মধ্যে অনেকের মস্তকে ছত্র আছে, কিন্তু সকলের মস্তকে নাই। এ অবস্থায়ও লোকে 'ছত্রিগণ যাইতেছে' বলিয়া ছত্রধারী ও তদ্ভিন্ন সকলকেই একসঙ্গে 'চ্ছত্রী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ এখানেও জীবই কেবল পানকর্ত্তা হইলেও আর পরমাত্মা পান না করিলেও জীবের কর্ত্তৃত্ব লইয়াই একসঙ্গে উভয়কে পানের কর্ত্তা—'পিবন্তৌ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রকারান্তরেও দ্বিবচনের উপপত্তিসাধনোদ্দেশে ভাষ্যকার যুক্তি দিতেছেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং কর্ম্মফল পান করেন না সত্য, কিন্তু জীবকে তিনিই কর্ম্মফল ভোগ করান, তাহার নিয়োগানুসারেই জীব স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে সমর্থ হয়; সুতরাং জীবের ভোগে পরমাত্মাই প্রযোজক; প্রযোজককেও কর্ত্তা বলা যাইতে পারে, এই কারণে দ্বিবচনের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই পানের কর্ত্তা (পিবন্তৌ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ বিশেষণাৎ (বিশেষরূপে কথন হেতু) চ (ও) [ব্রহ্মই অত্তা] ।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পরমাত্মানৌ, ন পুনঃ বুদ্ধি-জীবৌ ; প্রাণ-জীবৌ বা ; কুতঃ ? বিশেষণাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদৌ জীবস্য, "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি, তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" ইত্যাদৌ পরমাত্মনশ্চ বিশেষ্য নির্দ্দেশাৎ । অতঃ 'অত্তা' অত্র পরমাত্মৈব গ্রাহ্য ইত্যাশয়ঃ।

[এই কারণেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটীকে জীব ও পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে ;] কারণ ? 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না ;' ইত্যাদি স্থলে জীবের এবং 'সেই লোকই বিষ্ণুর সেই পরম পদরূপ সংসার-পথের শেষ প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মার বিশেষভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব এখানে 'অত্তা' পদে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরমাত্মানাবেব উপাস্যত্বোপাসকত্ব-প্রাপ্যত্বপ্রাপ্তৃত্ব-বিশিষ্টৌ সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যেতে। (*)তথাহি—"ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি" [কঠ০ ১।১।১৩] ইতি। ব্রহ্মজজ্ঞঃ—জীবঃ, ব্রহ্মণো জাতত্বাৎ জ্ঞত্বাচ্চ। তং দেবমীড্যং বিদিত্বা—জীবাত্মানমুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগম্যেত্যর্থঃ। তথা—"যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি" [কঠ০ ১।৩।২] ইত্যুপাস্যঃ পরমাত্মোচ্যতে। নাচিকেতং—নাচিকেতস্য কর্ম্মণঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" [কঠ০ ১।৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকো জীব উচ্যতে। তথা "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ-

এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপাস্য ও প্রাপ্যরূপে, আর জীবাত্মাই তাহার উপাসক ও প্রাপকরূপে সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দেখ,—'স্তবনীয়, প্রকাশমান, ব্রহ্মজজ্ঞানী—জীবকে অবগত হইয়া এবং উপাসনা করিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করেন" ইতি। 'ব্রহ্মজজ্ঞ' অর্থ—জীব; কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে জাত এবং জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্। 'স্তবনীয় সেই দেবকে জানিয়া' ইহার অর্থ—উপাসক জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া। সেইরূপ 'যিনি যজ্ঞকারিগণের সেতু স্বরূপ (বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদাতা), এবং যিনি ভবসাগরের পারগমনেচ্ছুকদিগের অভয়প্রদ, অক্ষর পরব্রহ্ম ; 'নাচিকেত' কর্ম্মলভ্য সেই ব্রহ্মকেও আমরা জানিতে সমর্থ হইতে পারি।' এখানে পরমাত্মাই উপাস্যরূপে উক্ত হইতেছেন। 'নাচিকেত' অর্থ—নাচিকেত কর্ম্মের ফলরূপে প্রাপ্য। 'আত্মাকে রথী (রথে অধিষ্ঠিত] এবং শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে।' ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ 'বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাহার সারথি, এবং মন যাহার প্রগ্রহ

(*) 'ক'পুস্তকে 'তথাহি' পাঠো নাস্তি।

প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১।৩।৯] ইতি প্রাপ্যপ্রাপ্তারৌ অভিধীয়েতে জীব-পরমাত্মানৌ। ইহাপি "চ্ছায়াতপৌ" [কঠ০ ১।৩।১] ইত্যজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যাং তাবেব বিশিষ্য ব্যপদিশ্যেতে।

অথ স্যাৎ, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" [কঠ০ ১।১।২০] ইতি জীবস্বরূপ-যাথাত্ম্যপ্রশ্নোপক্রমত্বাৎ সর্ব্বমিদং প্রকরণং জীবপরমিতি প্রতীয়তে—ইতি। নৈতদেবম্, ন হি জীবস্য দেহাতিরিক্তস্যাস্তিত্ব-নাস্তিত্বশঙ্কয়ায়ং প্রশ্নঃ, তথা সতিপূর্ব্ববরদ্বয়-বরণানুপপত্তেঃ।

তথা হি—পিতুঃ সর্ব্ববেদস-দক্ষিণক্রতুসমাপ্তিবেলায়াং দীয়মানদক্ষিণা-বৈগুণ্যেন ক্রতুবৈগুণ্যং মন্যমানেন কুমারেণ নচিকেতসা আস্তিকাগ্রেসরেণ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদ্গুণ্যমিচ্ছতা "কস্মৈ মাং দাস্যসি" [কঠ০ ১।১।৪] ইত্যসকৃৎ পিতরং পৃষ্টবতা স্বানির্ব্বন্ধরুষ্টপিতৃবচনাৎ মৃত্যু সদনং প্রবিষ্টেন স্বসদনাৎ প্রোষুষি যমে তদদর্শনাৎ তত্র তিস্রো রাত্রীরুপোষুষা

(লাগাম), সেই পুরুষই বিষ্ণুর পরম পদস্বরূপ পথের শেষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতি জীবকে প্রাপক এবং ঈশ্বরকে তৎপ্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এখানেও 'ছায়া' ও 'আতপ' শব্দ দ্বারা অজ্ঞত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বিশিষ্টরূপে সেই জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, 'মনুষ্য মরিলে পর একটা সংশয় হইয়া থাকে—কেহ বলেন, আত্মা থাকে, আবার কেহ বলেন, না—আত্মা থাকে না, (দেহের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়)।' এইরূপে জীবের স্বরূপগত যথাযথভাব বিষয়ে যখন প্রশ্নের উপক্রম করা হইয়াছে; তখন বেশ বুঝা ঝাইতেছে যে, এই সমস্তটা প্রকরণই জীবনিরূপণপর, (পরমাত্মপর নহে)। না—ইহা এরূপ নহে; কেন না, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব শঙ্কায় যে, এই প্রশ্ন হইয়াছে; তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বরদ্বয়ের প্রার্থনা উপপন্ন হয় না।

দেখ, পিতার সর্ব্বস্ব-দক্ষিণাত্মক 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে—যে সমস্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) মনে করিয়া আস্তিকাগ্রগণ্য কুমার নচিকেতা আপনাকেও দক্ষিণারূপে দান করিয়া যজ্ঞের সদ্গুণতা বা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং 'আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন', অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই কথা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। [তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ

স্বোপবাসভীত-তৎপ্রতিবিধানপ্রবৃত্ত-মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে আস্তিক্যাতিরেকাৎ প্রথমেন বরেণ স্বাত্মানং প্রতি পিতুঃ প্রসাদো বৃতঃ; এতচ্চ সর্ব্বং দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতো নোপপদ্যতে। দ্বিতীয়েন চ বরেণোত্তীর্ণ-দেহাত্মানুভাব্যফল-সাধনভূতাগ্নিবিদ্যা বৃতা; তদপি দেহাতিরিক্তাত্মানভিজ্ঞস্য ন সম্ভবতি। অতস্তৃতীয়েন বরেণ যদিদং ব্রিয়তে "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" [কঠ০ ১.১.২০] ইতি; অত্র পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ-মোক্ষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানায় তদুপায়ভূত-পরমাত্মোপাসন-পরাবরাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসয়ায়ং প্রশ্নঃ ক্রিয়তে। এবং চ "যেয়ং প্রেতে" ইতি ন শরীরবিয়োগমাত্রাভিপ্রায়ং, অপি তু সর্ব্ববন্ধবিনির্মোক্ষাভিপ্রায়ম্। যথা "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি। অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে প্রেতে সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তে তৎস্বরূপবিষয়া বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তা অস্তি-

হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম'।] তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ক্রুদ্ধ পিতার আদেশানুসারে নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন, এবং প্রবাসগত যমকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া রহিলেন। শেষে স্বগৃহে প্রত্যাগত যমরাজ তাহার উপবাস বার্ত্তা শ্রবণে ভীত হইয়া তৎপ্রতিকার মানসে নচিকেতাকে তিনটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন নচিকেতা আস্তিক্যাতিশয় হেতু প্রথম বরে আপনার প্রতি পিতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। যে লোক দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানে না, তাহার পক্ষে কখনই এ সমস্ত ব্যাপার উপপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয় বরেও—দেহোত্তীর্ণ আত্মার [লোকান্তরে] অনুভবযোগ্য ফলের সাধনীভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থিত হইয়াছে; তাহাও দেহাতিরিক্ত আত্মানভিজ্ঞের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আর তৃতীয় বরে যে, 'মনুষ্য মরিলে পর এই যে একটা সংশয়—কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে; কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই; তোমার উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা জানিতে চাই; ইহাই আমার বরত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় বর।' এই বিষয় প্রার্থিত হইয়াছে, ইহাও কেবল পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহারই যথার্থতা অবগতির নিমিত্ত সেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার্থই পরাবর আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কেবল শরীর-সম্বন্ধ বিয়োগেই যে, "যেয়ং প্রেতে" এই কথার অভিপ্রায়, তাহা নহে; পরন্তু জীবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধধ্বংসেই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। 'প্রয়াণের পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না'। এই বাক্যই ঐরূপ অভিপ্রায় নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। [ঐ বাক্যের] অর্থ এইরূপ—মোক্ষলাভে অধিকারী পুরুষ প্রেত হইলে সর্ব্ব-প্রকার বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ-বিষয়ে বাদিগণের যে পরস্পর মতভেদ

নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা, তদপনোদনায় তৎস্বরূপ-যাথাত্ম্যং ত্বয়া অনুশিষ্টোঽহং বিদ্যাং— জানীয়াম্—ইতি। তথা হি বহুধা বিপ্রতিপদ্যন্তে—

কেচিৎ বিত্তিমাত্রস্যাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে। অন্যে বিত্তিমাত্রস্যৈব সতোঽবিদ্যাস্তময়ম্। অপরে পাষাণকল্পস্যাত্মনো জ্ঞানাদ্য-শেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্। অপরে তু—অপহত-পাপ্মানং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তস্যৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্ত-জীবভাবস্যো-পাধ্যপগমেন তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমাতিষ্ঠন্তে। ত্রয্যন্ত-নিষ্ণাতাস্তু—নিখিলজগদেককারণস্যাশেষহেয়-প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য স্বাভা-বিকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্য সকলেতরবিলক্ষণস্য সর্ব্বাত্ম-ভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্য অনুকূলাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানস্বরূপস্য পরমাত্মানুভবৈকরসস্য জীবস্যানাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যা-তিরোহিত-স্বরূপস্য অবিদ্যোচ্ছেদপূর্ব্বকস্বাভাবিক-পরমাত্মানুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে। তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাধনং চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্টো

নিবন্ধন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সংশয় রহিয়াছে, সেই সংশয় নিবারণার্থ তোমার উপদেশ লাভ করিয়া আমি তাহার স্বরূপগত যথার্থ তত্ত্ব জানিব। দেখ, [এ বিষয়ে বাদিগণ] বহুবিধ বিরোধ করিয়া থাকেন।]

কেহ কেহ কেবলই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্বরূপোচ্ছেদকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অপর সকলে, বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপই বটে, তাহার অবিদ্যা-ধ্বংসই মোক্ষ। অপর সকলে বলেন, আত্মা পাষাণসদৃশ (অবিকারী), তাহার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ সমূহের সমুচ্ছেদই কৈবল্য (মোক্ষ)। আবার অপর কেহ কেহ পরমাত্মাকে 'অপহতপাপ্মা' স্বীকার করিয়া আবার তাহারই উপাধি বিগমের সঙ্গে সঙ্গে ঔপাধিক জীবভাব নিবৃত্তির পর যে সেই পরমাত্ম-ভাব প্রাপ্তি, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু, যাহাদের বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে; তাহারা (স্বসম্প্রদায়গণ) বলেন, জীব হইতেছে সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী সর্ব্বাধিক জ্ঞান ও আনন্দমাত্রস্বরূপ, যাহার অবধি (সীমা) ও অতিশয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ তাদৃশ অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ, অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ, এবং সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর; সুতরাং প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ; অনুকূল ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র পরমাত্মানুভবপরায়ণ সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপটী অনাদি কর্ম্মময় অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে; আবার অবিদ্যা-সমুচ্ছেদে যে, তাহার সেই স্বাভাবিক পরমাত্মভাবের অনুভব, সেই অনুভবই মোক্ষ।

তন্মধ্যে 'মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার সাধনতত্ত্ব তোমার অনুগ্রহে জানিব' এই কথা—

মৃত্যুঃ তস্যার্থস্য দুরববোধত্বপ্রদর্শনেন বিবিধভোগবিতরণ-প্রলোভনেন চ এবং পরীক্ষ্য যোগ্যতামভিজ্ঞায় পরাবরাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানং পরমাত্মোপাসনং তৎপদপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষং চ "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্" [কঠ০ ১।২।১২] ইত্যারভ্য "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১।৩।৯] ইত্যন্তেনোপদিশ্য তদপেক্ষিতাংশ্চ বিশেষান্ উপদিদেশ, ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অতঃ পরমাত্মৈবাত্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।১২ ॥

[দ্বিতীয়ম্ 'অত্রধিকরণং' সমাপ্তম্।]

[অন্তরাধিকরণম্]

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত) [পরমাত্মা], উপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয়)।]

[সরলার্থঃ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ; এষ আত্মেতি হোবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম।" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতৌ য এষঃ অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, এষ কিং প্রতিবিম্বরূপঃ ? উত চক্ষুরধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ে উত্তরমাহ—অন্তরঃ অক্ষিমধ্যস্থঃ পুরুষঃ পরমাত্মা এব, ন পুনঃ প্রতিবিম্বাদিঃ। কুতঃ ? তত্রোক্তানাং অমৃতাভয়ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ, প্রতিবিম্বাদিষু চানুপপত্তেঃ। নহি প্রতিবিম্বাদয়ঃ অমৃতাভয়ধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি ; পরমাত্মা তু নিতরামেব তত্রোক্তান্ ধর্ম্মান্ অধিকরোতি ; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ, নান্যইতি ভাবঃ।

তিনি বলিলেন—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম।' এই বাক্যে যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ পরিশ্রুত হইতেছে, ইনি কি চক্ষুর মধ্যে পতিত বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব ? কিংবা চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? অথবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, চক্ষুর মধ্যস্থ এই পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রতিবিম্বাদি নহে ; কারণ, এখানে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ আছে ; পরমাত্মাতেই তৎসমুদয়ের উপপত্তি হইতে পারে ; প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, অপর নহে ॥১॥২॥১৩॥]

নচিকেতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া—মৃত্যু (যম) প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা প্রদর্শন ও বিবিধ ভোগপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (নচিকেতা যথার্থই তত্ত্বজিজ্ঞাসু কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া) নচিকেতার যোগ্যতা অবগত হইলেন ; অনন্তর, পর ও অবর আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী, 'দুর্দ্দর্শ (দুঃখে যাহাকে দর্শন করা যায়) সর্ব্বানুস্যূত ও নিগূঢ় সেই আত্মাকে,' এই হইতে—'সেই লোকই পথের শেষ বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করেন' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা উপদেশ করিয়া সেই মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে অপেক্ষিত বা আবশ্যকীয় অগ্নিবিদ্যাদি বিশেষ বিশেষ বক্তব্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থে বেশ সামঞ্জস্যও রক্ষা হয়। অতএব এখানে পরমাত্মাই যে 'অত্তা' শব্দের অর্থ, তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ১।২।১২ ॥ [দ্বিতীয় অত্রধিকরণ সমাপ্ত।]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্ (*)অভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪। ১৫। ১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়মক্ষ্যাধারতয়া নির্দ্দিশ্যমানঃ পুরুষঃ প্রতিবিম্বাত্মা, উত চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষঃ, উত জীবাত্মা, অথ পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? প্রতিবিম্বাত্মেতি। কুতঃ ? প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশাৎ ; 'দৃশ্যতে' ইত্যপরোক্ষাভিধানাচ্চ ; জীবাত্মা বা ; তস্যাপি হি চক্ষুষি বিশেষেণ সন্নিধানাৎ প্রসিদ্ধিরুপপদ্যতে। উন্মীলিতং হি চক্ষুরুদ্বীক্ষ্য জীবাত্মনঃ শরীরে স্থিতিগতী নিশ্চিন্বন্তি। "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" [বৃহদা০ ৭।৫। ১] ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ্যা চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠো দেবতাবিশেষো বা; এম্বেব প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশোপপত্তেরেষামন্যতমঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"অন্তর উপপত্তেঃ।"

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মা। কুতঃ ? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্ (†)অভয়-

---

ছন্দোগগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—'এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে ; ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইনিই ব্রহ্ম।' তাহাতে সন্দেহ এই যে, এই অক্ষিমধ্যগতরূপে নির্দ্দিষ্ট পুরুষটী কি প্রতিবিম্ব ? কিংবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতাবিশেষ ? অথবা জীবাত্মা ? কিংবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত ? প্রতিবিম্বই। কারণ ? যেহেতু প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ হইয়াছে ; বিশেষতঃ "দৃশ্যতে" (দেখা যায়) এইরূপ প্রত্যক্ষেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অথবা, জীবাত্মাও হইতে পারে ; কেন না, চক্ষুতেই তাহার বিশেষভাবে সান্নিধ্য থাকায় [চক্ষুর্গতত্ব] প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, সকলে চক্ষুর উন্মীলন দর্শন করিয়াই দেহে জীবাত্মার স্থিতি ও নিষ্ক্রমণ (জীবন-মরণ) নিশ্চয় করিয়া থাকে। অথবা, 'এই সূর্য্য রশ্মি সমূহ দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,' এই শ্রুতি প্রসিদ্ধি অনুসারে চক্ষুঃস্থিত দেবতাবিশেষও [এই পুরুষ] হইতে পারেন। [ফলকথা] ইহাদের পক্ষেই যখন প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ সঙ্গত হয়, তখন ইহাদের মধ্যেই কোন একটী [অক্ষিপুরুষ] হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"অন্তরঃ উপপত্তেঃ" (*)।

অক্ষির অভ্যন্তরস্থ পুরুষটী পরমাত্মা ; কারণ ? 'তিনি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই

(*) এতদভয়' ইতি (ক) পাঠঃ। (†) এতদভয়' ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত আট সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ--(১) বিষয় বাক্য—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অক্ষিগত পুরুষ কি প্রতিবিম্ব? দেবতা? জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রতিবিম্বাদির মধ্যেই একটী হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, প্রতিবিম্বাদি নহে; কারণ; পরমাত্মার পক্ষেই অমৃতাভয়ত্বাদি ধর্ম্মের সঙ্গতি হয়; অন্যের পক্ষে হয় না। (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, এবং তাঁহার উপাসনার মোক্ষ লাভই তাহার ফল।

মেতদ্‌ব্রহ্মেতি, এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে। এতং হি সর্ব্বানি বামান্যভিসংযন্তি, এষ উ এব বামনিঃ; এষ হি সর্ব্বানি বামানি নয়তি। এষ উ এব ভামনিঃ; এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" [ছান্দো০ ৪।১৫।৩] ইত্যেষাং গুণানাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানাদিব্যপদেশাৎ (যেহেতু [পরমাত্মার] স্থানাদির উল্লেখ) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ--"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব স্থিতি-নিয়মনাদিধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাদপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মৈব, নত্বন্য ইত্যর্থঃ।

বিশেষতঃ 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন]', ইত্যাদি স্থলে চক্ষুতে অবস্থান ও নিয়মিত করণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই অক্ষিপুরুষও পরমাত্মাই, অপর কেহ নহে ॥১॥২॥১৪॥]

চক্ষুষি স্থিতি-নিয়মনাদয়ঃ পরমাত্মন এব "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।১৮] ইত্যেবমাদৌ ব্যপদিশ্যন্তে। অতশ্চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" [ছান্দো০ ৪। ১৫। ১] ইতি স এব প্রতীয়তে। অতঃ প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশশ্চ পরমাত্মনি উপপদ্যতে। তত এব 'দৃশ্যতে' ইতি সাক্ষাৎকারব্যপদেশোঽপি যোগিভির্দৃশ্যমানত্বাদুপপদ্যতে ॥ ১।২। ১৪ ॥

অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম। ইহাকে 'সংযদ্বাম' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; সমস্ত বাম অর্থাৎ প্রতিকূল কর্ম্ম ইহাতে বিলীন হয়। ইহাই 'বামনি'; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রতিকূল কর্ম্ম প্রাপ্ত করান। ইহাই 'ভামনি'; কেন না, ইহাই সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইয়া থাকেন।' পরমাত্মাতেই উক্ত গুণসমূহের উপপত্তি হয় ॥১॥২॥১৩॥

'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিত করেন]', ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মারই চক্ষুতে অবস্থিতি ও নিয়মিতকরণ প্রভৃতি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। এই কারণেও প্রতীতি হইতেছে যে, 'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ', এই বাক্যে সেই পরমাত্মাই [নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন]। এই কারণেই প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হইতেছে, এবং সেই নিমিত্তই যোগিজনের দৃশ্য হন বলিয়া "দৃশ্যতে" (দেখা যায়) এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখও উপপন্ন হইতেছে ॥১॥২॥১৪॥]

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ (সুখবিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কথন হেতু) এব (অবধারণে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ প্রকৃতস্য অক্ষিস্থস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সুখবিশিষ্টতয়া উপাস্যত্বাভিধানাদপি পরমাত্মৈবায়ম্ অক্ষ্যাধারঃ পুরুষ ইতি অবধার্য্যতে, নত্বন্যঃ।

'প্রাণই ব্রহ্ম, ক—সুখস্বরূপ ব্রহ্ম, খ—আকাশরূপী ব্রহ্ম', ইত্যাদি স্থলে প্রস্তাবিত অক্ষিগত পরমাত্মাকেই সুখবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই এই অক্ষিগত পুরুষ হইতে পারে না ॥১।২।১৫ ॥]

ইতশ্চাক্ষ্যাধারঃ পুরুষোত্তমঃ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি প্রকৃতস্য সুখবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণ উপাসনস্থানবিধানার্থং সংযদ্বামত্বাদিগুণবিধানার্থং চ " য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইত্যভিধানাৎ। এবকারো নৈরপেক্ষ্যং হেতোর্দ্যোতয়তি।

নমু, অগ্নিবিদ্যাব্যবধানাৎ "কং ব্রহ্ম" (*) ইতি প্রকৃতং ব্রহ্ম নেহ সন্নিধত্তে। তথা হি—অগ্নয়ঃ "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশ্য "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" ইত্যারভ্যাগ্নীনামুপাসন-

---

এই কারণেও পুরুষোত্তমই (ভগবানই) অক্ষিগত পুরুষ ; কেন না, 'ব্রহ্ম ক-স্বরূপ (সুখবিশিষ্ট), এবং ব্রহ্ম খ আকাশস্বরূপ' (৮৭) এই স্থলে সুখবিশিষ্টরূপে অভিহিত ব্রহ্মেরই উপাসনাযোগ্য স্থানবিধানার্থ এবং 'সংযদ্বামত্ব' প্রভৃতি (উপাসনানুকূল) গুণবিধানার্থ—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ,' এই বাক্য কথিত হইয়াছে। 'এব' শব্দটী হেতুর নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করিতেছে ; অর্থাৎ একমাত্র এই 'সুখবিশিষ্টত্ব' হেতু দ্বারাই অক্ষিপুরুষের পরম পুরুষত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ভাল, অগ্নিবিদ্যা দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় "কং ব্রহ্ম" বাক্যোপদিষ্ট ব্রহ্ম ত এখানে সন্নিহিত হইতে পারেন না। দেখ--অগ্নিত্রয় প্রথমতঃ 'ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম কস্বরূপ, ব্রহ্ম খস্বরূপ,' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া 'অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,'

(*) খং ব্রহ্ম'ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'ক' অর্থ—সুখ—আনন্দ। 'খ' অর্থ—আকাশ। প্রথমে 'ক' শব্দে ব্রহ্মকে সুখবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি মনে করিলেন যে, সাধারণ লোকে এই 'ক' শব্দে লৌকিক সুখ—ইন্দ্রিয়-জনিত আনন্দ অর্থও বুঝিতে পারে, তাই পুনর্ব্বার 'খ' শব্দের প্রয়োগ করিলেন। আকাশ স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন মহান্ ; লৌকিক সুখ সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ; সুতরাং 'খ' দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় ঐ 'ক' শব্দোক্ত সুখ কখনই লৌকিক সুখ হইতে পারে না। অতএব, ইহাকে নিত্য আনন্দ স্বরূপই বুঝিতে হইবে।

মুপদিদিশুঃ। নচাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি শক্যং বক্তুম্; ব্রহ্মবিদ্যা-ফলানন্তর্গত-তদ্বিরোধিসর্ব্বায়ুঃপ্রাপ্তি-সন্তত্যবিচ্ছেদাদিফলশ্রবণাৎ।

উচ্যতে—"প্রাণো ব্রহ্ম," "এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১৫। ৩] ইত্যুভয়ত্র ব্রহ্মসংশব্দনাৎ, "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" [ছান্দো০ ৪। ১৫। ১] ইত্যগ্নিবচনাচ্চ গত্যুপদেশাৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তেঃ, তন্মধ্যগতাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি নিশ্চীয়তে। "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" [ছান্দো০ ৪। ১১। ১] ইতি ব্রহ্মবিদ্যাধিকৃতস্যৈবাগ্নিবিদ্যোপদেশাচ্চ।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিসমূহের উপাসনাই উপদেশ করিয়াছিলেন। (†) আর এই অগ্নিবিদ্যা যে, ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, অগ্নিবিদ্যায় সম্পূর্ণ আয়ুঃপ্রাপ্তি ও সন্ততির অবিচ্ছেদরূপ যে ফল শ্রুত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-ফলের অন্তর্গত নহে, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী; অথচ অঙ্গ ও অঙ্গীর ফল কখনই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইতে পারে না; [কাজেই প্রকরণের ব্যবধান ঘটিতেছে]।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—যেহেতু 'প্রাণই ব্রহ্ম', 'ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম', এই উভয়স্থলেই 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ হইতে এবং 'আচার্য্য তোমাকে গতি (ব্রহ্ম লাভের উপায়, উপদেশ করিবেন,' এই অগ্নিবাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, 'গতির' উপদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং তন্মধ্যবর্ত্তী অগ্নিবিদ্যা যে, ঐ প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বিদ্যারই অঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। বিশেষতঃ 'অনন্তর গার্হপত্যনামক অগ্নি তাহাকে উপদেশ দিলেন,' এখানেও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারীর সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের দশম খণ্ডে এই অগ্নি-বিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত আছে—উপকোসলনামক একজন ঋষিকুমার সত্যকাম জাবাল ঋষির নিকট আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অগ্নিসেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর চলিয়া গেল; অপরাপর শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু উপকোসল সেই ভাবেই থাকিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; গুরু তাহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, উপকোসল খিন্নমনে আশ্রমেই রহিলেন।

এই অবস্থায় তাহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট অগ্নিত্রয় (গার্হপত্য, অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) ও আহবনীয়) উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—উপকোসল! তুমি উত্তমরূপে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছ; অতএব তোমাকে আমরা তত্ত্বোপদেশ দিতেছি; এই বলিয়া তাহারা 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও খ ব্রহ্ম,' এই উপদেশ দিলেন। পরে অগ্নিত্রয় প্রত্যেকে আবার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করিয়া শেষে বলিলেন যে, 'হে উপকোসল, আমরা এ পর্য্যন্ত তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা আমাদের বিদ্যাও (অগ্নি-বিদ্যাও) বটে, এবং আত্মবিদ্যাও বটে; কিন্তু "আচার্য্যস্তে গতিং বক্তা." অর্থাৎ আচার্য্য তোমাকে প্রকৃত গতি (গন্তব্য পথ) উপদেশ করিবেন। অনন্তর, গুরুদেব গৃহে আসিয়া "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত গতির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ, "ব্যাধিভিঃ (*) প্রতিপূর্ণোঽস্মি" [ছান্দো° ৪ । ১০ । ৩] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-নানাবিধ—কামোপহতিপূর্ব্বক--গর্ভজন্ম-জরা-মরণাদি-ভবাময়াভিতপ্তায় (†) উপকোসলায় "এষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা অত্মবিদ্যা চ" [ছান্দো° ৪ । ১৫ । ১] ইতি সমুচ্চিত্যোপদেশাৎ মোক্ষৈকফলাত্মবিদ্যাঙ্গত্ব-মগ্নিবিদ্যায়াঃ প্রতীয়তে। এবং চাঙ্গত্বেঽবগতে সতি ফলানুকীর্ত্তনমর্থবাদ ইতি গম্যতে। নচাত্র মোক্ষবিরোধি ফলং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে, "অপহতে পাপ-কৃত্যাং, লোকী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ" [ছান্দো°৪।১৩। ২] ইত্যমীষাং ফলানাং মোক্ষাধিকৃতস্যানুগুণত্বাৎ। "অপহতে পাপকৃত্যাং" ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি পাপং কর্ম্ম অপহন্তি। "লোকীভবতি"—তদ্‌বিরোধিনি পাপে নিরস্তে ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি। "সর্ব্বমায়ুরেতি"—ব্রহ্মোপাসনপরি-সমাপ্তের্যাবদায়ুরপেক্ষিতং, তৎসর্ব্বমেতি। জ্যোগ্‌ জীবতি"—ব্যাধ্যাদিভি-রনুপহতঃ যাবৎব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবতি। "নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে"—অস্য

আরও এক কথা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাবে নানাপ্রকার কামনায় আক্রান্ত হইয়া গর্ভজন্ম, জরা, মরণাদিজনিত ব্যাধি ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে পরিতাপগ্রস্ত উপকোসলকে একসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, তোমার নিকট কথিত এই বিদ্যা অগ্নিবিদ্যাও বটে এবং আত্মবিদ্যাও বটে।' এইরূপে একত্রোপদেশ থাকায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অগ্নিবিদ্যাটি একমাত্র মোক্ষফলপ্রদ আত্মবিদ্যারই অঙ্গ, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। এইরূপে অগ্নিবিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্ব অবধারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিবিদ্যার যে, পৃথক্ ফলকীর্ত্তন, তাহা কেবল অর্থবাদমাত্র (বিদ্যার প্রশংসাপর বাক্যমাত্র)। তা' ছাড়া, এখানে যে মোক্ষ-বিরোধী কোন ফলের শ্রুতি আছে, তাহাও নহে; কেন না, '[বিদ্বান্] পাপ কর্ম্ম ধ্বংস করেন, প্রশস্ত লোক লাভ করেন, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, ইহার অধস্তন পুরুষেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি।' এই সমস্ত ফল ত মোক্ষাধিকারী পুরুষের পক্ষে অনুকূল বৈ প্রতিকূল নহে। "অপহতে পাপকৃত্যাং" কথার অর্থ—ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রতিকূল পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে। "লোকী ভবতি" কথার অর্থ—প্রতিকূল পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি" কথার অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করিবার জন্য যে পরিমাণ আয়ুর প্রয়োজন, সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে। "জ্যোগ্ জীবতি" কথার অর্থ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা

(*) পরিপূর্ণো' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) ভবভয়োপতপ্তায়'ইতি (ঘ) পাঠঃ। ভয়াভিতপ্তায়'ইতি (খ) পাঠঃ।

শিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুত্রপৌত্রাদয়োঽপি ব্রহ্মবিদ এব ভবন্তি। "নাস্যাব্রহ্ম-বিৎ কুলে ভবতি" [মুণ্ড০ ৩। ২। ৯] ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বেন শ্রূয়তে। "উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ"—বয়ম্ অগ্নয়স্ত-মেনমুপভুঞ্জামঃ—যাবদ্ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিঘ্নেভ্যঃ পরিপালয়াম ইতি। অতোঽগ্নি-বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বেন তৎসন্নিধানাবিরোধাৎ সুখবিশিষ্টং প্রকৃতমেব ব্রহ্ম উপাসনস্থান-বিধানার্থং গুণবিধানার্থং চ উচ　।

নম্নু "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি গতিমাত্রপরিশেষণাদাচার্য্যেণ গতিরেবোপদেশ্যেতি (চ) গম্যতে; তৎ কথং স্থান-গুণবিধ্যর্থতোচ্যতে। তদ-ভিধীয়তে—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা," ইত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ব্রহ্মবিদ্যা-মনুপদিশ্য প্রোষুষি গুরৌ তদলাভাদনাশ্বাসমুপকোসলমুজ্জীবয়িতুং স্বপরি-চরণপ্রীতা গার্হপত্যাদয়ো গুরোরগ্নয়স্তস্মৈ ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং তদঙ্গভূতাং চাগ্নি-বিদ্যামুপদিশ্য "আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ" [ছান্দো০ ৪। ৯। ৩] ইতি শ্রুত্যর্থমালোচ্য সাধুতমত্বপ্রাপ্ত্যর্থমাচার্য্য এবাস্য সংয-

---

আক্রান্ত না হইয়া জীবনধারণ করে। "ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে" কথার অর্থ—ইহার শিষ্য প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য), এবং পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিরা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। কারণ, 'ইহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না,' ইত্যাদি অপর শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার ফলরূপে শ্রুত আছে। "উপ বয়ং তং ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ" ইহার অর্থ এই যে, আমরা অগ্নিগণ তাহাকে উপভোগ করি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার বিঘ্ন আছে, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।' অতএব [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিবিদ্যা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন তাহার সান্নিধ্য থাকায় কিছুমাত্র বিরোধ নাই; অতএব, উপাসনার উপযুক্ত স্থান বিধানার্থ এবং তদুপযোগী গুণবিধানার্থ প্রস্তাবিত সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মই (কং ব্রহ্ম) এই স্থানে অভিহিত হইতেছেন।

ভাল, 'আচার্য্যই তোমাকে প্রকৃত গতি (ব্রহ্ম) উপদেশ করিবেন,' এই কথা হইতে জানা যায় যে, একমাত্র গতিবিষয়ক উপদেশই অবশিষ্ট রহিল, আচার্য্য কেবল তাহারই উপদেশ করিবেন; তবে আবার স্থান ও গুণবিধানের বিষয় বলা হইতেছে কিপ্রকারে? তাহার উত্তর কথিত হইতেছে—'আচার্য্যই তোমাকে গতি বলিবেন,' এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—[উপকোসলের] গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলে পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায় উপকোসল নিরাশ হইলেন, তখন তাহার পরিচর্য্যায় প্রীত, গুরুর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় তাহাকে কেবলই ব্রহ্মের স্বরূপটুকু এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহারা 'আচার্য্য

(চ) পদিশ্যতে'ইতি' ইতি (ক) পাঠঃ।

দ্বামত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্ম তদুপাসনস্থানমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিশত্বিতি মত্বা "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইত্যবোচন্। গতিগ্রহণমুপদেশ্যবিদ্যা-শেষপ্রদর্শনার্থম্। অতএব আচার্য্যোঽপি "অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি—যথা-পুষ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" [ছান্দো০ ৪। ১৪। ৩] ইত্যুপক্রম্য সংযদ্বামত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম অক্ষিস্থানোপাস্যমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিদেশ। অতঃ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি সুখবিশিষ্টস্য প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণোঽত্রা-ভিধানাদয়মক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৫

নন্বু চ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি পরং ব্রহ্মাভিহিতমিতি কথমব-গম্যতে—যস্যেহ অক্ষ্যাধারতয়াভিধানং ব্রূষে; যাবতা "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি প্রসিদ্ধাকাশ-লৌকিকসুখয়োরেব ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধীয়তে ইতি প্রতি-ভাতি, "নাম ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৭।১।৫] "মনো ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৭।৩।২] ইত্যাদি বচনসারূপ্যাৎ। তত্রাহ—

হইতে অধিগত ব্রহ্মবিদ্যাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে,' এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিদ্যার সাধুত্ব সম্পত্তির জন্য 'স্বয়ং আচার্য্যই ইহাকে সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং অর্চ্চিরাদি গতি (উত্তরায়ণ পথ) উপদেশ করুন, এই মনে করিয়াই তাহারা 'আচার্য্য তোমাকে গতির উপদেশ দিবেন' বলিয়াছিলেন। উপদেষ্টব্য বিদ্যা বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তের উপদেশ প্রদানার্থই 'গতি' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, (কেবলই গতির উপদেশার্থ নহে)। আর আচার্য্যও—'আমি তোমাকে তাহা বলিব, পদ্মপত্রে যেরূপ জল লাগে না, ঠিক তদ্রূপ এইপ্রকার জ্ঞানীকেও পাপকর্ম্মে সংস্পর্শ করিতে পারে না,' এইরূপ ভূমিকা করিয়া সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম, অক্ষিস্থানে তাহার উপাসনা এবং অর্চ্চিরাদি গতি তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এইস্থলে সুখবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এখানে সেই প্রকৃত ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই (অপর কেহ নহে) ॥১॥২॥১৫॥

ভাল, তুমি যাহাকে অক্ষিগত বলিয়া বলিতেছ, সেই পরব্রহ্মই যে, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম," বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা কিসে জানা যাইতেছে? যেহেতু "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এই বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ সুখ ও আকাশেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, এই বাক্যটি 'নামই ব্রহ্ম', 'মনই ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়ক বাক্যেরই অনুরূপ। এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন——"অতএব" ইত্যাদি।

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু), এব (নিশ্চয়ে), চ (ও), সঃ (তাহা), ব্রহ্ম (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ অত্র জন্ম-মরণাদিভয়ভীতায় উপকোসলায় "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যভিধায় পুনশ্চ "যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং" ইত্যন্যোন্যব্যবচ্ছেদকতয়া অপরিচ্ছিন্নানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং, অতএব চ হেতোঃ সঃ তৎপ্রকরণান্তর্গতঃ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব, ইত্যবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ।

যেহেতু, জন্ম-মরণাদিভয়ে ভীত উপকোসলকে প্রথমতঃ 'ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম' উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার 'যাহা ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক', এইরূপে পরস্পর-বিশেষিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব, তৎপ্রকরণান্তর্গত অক্ষিপুরুষও ঐ প্রকৃত ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে ॥১॥২॥১৬॥]

যতস্তত্র "যদেব কং, তদেব খম্" ইতি সুখবিশিষ্টস্যাকাশস্যাভিধানম্, অতএব 'খ'-শব্দাভিধেয়ঃ স আকাশঃ পরং ব্রহ্ম। এতদুক্তং ভবতি—অগ্নিভিঃ "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম," ইত্যুক্তে উপকোসল উবাচ "বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কং চ তু ব্রহ্ম, খং চ ন বিজানামি" ইতি।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবৎ প্রাণাদিপ্রতীকোপাসনমগ্নিভিরভিহিতম্, জন্মজরামরণাদিভব-ভয়ভীতস্য মুমুক্ষোর্ব্রহ্মোপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ। অতো ব্রহ্মৈবোপাস্যমুপদিষ্টম্। তত্র প্রসিদ্ধেঃ প্রাণাদিভিঃ সমানাধিকরণং

যেহেতু সেখানে 'যাহাই ক, তাহাই খ', এই বাক্যে সুখবিশিষ্ট আকাশের অভিধান হইয়াছে, সেই হেতুই 'খ' শব্দে অভিহিত সেই আকাশও পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অগ্নিত্রয় 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম,' এই কথা বলিলে পর উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি ; কিন্তু ক, খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি না।'

ইহার অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিত্রয় যে, প্রাণাদি প্রতীকরূপে (*) ব্রহ্মোপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; কারণ, তাহারা জন্ম-জরামরণাদি সংসারভয়ে ভীত—মুমুক্ষুর সম্বন্ধে ব্রহ্মোপদেশ দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, (প্রতীকোপাসনায় সম্পূর্ণরূপে সে ভয় নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই) ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] সেখানে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। আর

(*) তাৎপর্য্য—'প্রতীক' একপ্রকার উপাসনার নাম। কোন একটী বস্তুকে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর বস্তুর সহিত এক বলিয়া—অভিন্নভাবে উপাসনা করা, তাহাকে 'প্রতীক' বলা হয়। শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনাও এই 'প্রতীক' উপাসনা অন্তর্গত।

ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্; তেষু চ (*) প্রাণবিশিষ্টত্বং জগদ্বিধরণযোগেন বা প্রাণশরীরতয়া প্রাণস্য নিয়ন্তৃত্বেন বা ব্রহ্মণ উপপদ্যত ইতি "বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম" ইত্যুক্তবান্। তথা সুখাকাশয়োরপি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন বিশেষণত্বম্? উতান্যোন্যব্যবচ্ছেদকতয়া নিরতিশয়ানন্দ-রূপব্রহ্মস্বরূপ-সমর্পণপরত্বেন বা। তত্র পৃথগ্ভূতয়োঃ শরীরতয়া বিশেষণত্বে বৈষয়িক-সুখ-ভূতাকাশয়োর্নিয়ামকত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিতি স্বরূপাব-গতির্ন স্যাৎ, অন্যোন্য-ব্যবচ্ছেদকত্বে অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিত্যন্যতরপ্রকার-নির্দ্ধিধারয়িষয়া "কং চ তু খং চ ন বিজানামি" ইত্যুক্তবান্। উপকোসলস্যেমমাশয়ং জানন্তোঽগ্নয়ঃ "যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কম্" ইত্যূচিরে। ব্রহ্মণঃ সুখস্বরূপত্বমেবাপরিচ্ছিন্নমি-ত্যর্থঃ। অতঃ প্রাণশরীরতয়া প্রাণবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম, তদেবাপরিচ্ছিন্নসুখ-রূপং চেতি নিগমিতং "প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ" [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি। অতঃ "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যত্রাপরিচ্ছিন্নসুখং ব্রহ্ম

সেই সমস্ত বাক্যে প্রাণাদির সহিত সমানাধিকরণভাবেও ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগৎকে ধারণ করেন, এইজন্য; অথবা, প্রাণও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; সুতরাং তিনিই প্রাণের নিয়ামক বা পরিচালক, এইজন্যও ব্রহ্মের প্রাণবিশিষ্টত্ব ধর্ম্ম উপপন্ন হইতেছে; এইকারণেই 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি,' [উপকোসল] এই কথা বলিয়াছিলেন। সেইরূপ, সুখ ও আকাশ (ক ও খ) যে ব্রহ্মের বিশেষণীভূত, সেই সুখ ও আকাশ ব্রহ্মেরই শরীর; সুতরাং ব্রহ্মেরই নিয়মা-ধীন, এই কারণে,—অথবা পরস্পর দ্বারা বিশেষিত, নিরতিশয় আনন্দরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইজন্যই সেই বিশেষণভাব হইয়াছে! তন্মধ্যে, পৃথগ্ভূত শরীরদ্বয় ব্রহ্মের বিশে-ষণীভূত হইলে বিষয়জাত সুখ ও ভূতাকাশ, এতদুভয়েরও ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অবগতি হইতে পারে না। আর পরস্পরের ব্যবচ্ছেদকত্ব পক্ষে ব্রহ্মের এক-মাত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে; এইরূপ সংশয়ে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটী পক্ষ অবধারণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'ক ও খ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি-তেছি না।' অগ্নিত্রয় উপকোসলের উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই বলিয়াছেন যে, 'যাহাই ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক'। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সুখস্বরূপটাই অপরিচ্ছিন্ন; এইজন্যই প্রাণ-শরীরত্বনিবন্ধন যে ব্রহ্ম প্রাণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মকেই আবার 'ইহাকে সেই প্রাণ ও আকাশের তত্ত্ব বর্ণনা বলিয়াছিলেন', এই বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এইস্থলে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্মই সেস্থানের প্রকৃত বিষয়; এখানেও সেই ব্রহ্মকেই আবার অক্ষিগত

(*) তেষু প্রাণ' ইত্যাদিঃ (ক) পাঠঃ।

প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্মৈব তত্র প্রকৃতম্, তদেব চাত্র অক্ষ্যাধারতয়াভি-ধীয়তইত্যক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১॥২॥১৬ ॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ (যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে, তাহার যেরূপ গতি, সেইরূপ গতির বিধান হেতু) চ (ও) [পরমাত্মাই অক্ষি-পুরুষ।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ,—শ্রুতা অধিগতা উপনিষৎ—ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্বং যৈঃ, তেষাং যা গতিঃ—অর্চ্চিরাদিমার্গঃ [প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টা অস্তি, ইহ অক্ষিপুরুষবিদোঽপি] তস্যা এব গতেঃ প্রাপ্যতয়া "তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইত্যত্র অভিধানাৎ কথনাৎ অপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। অন্যথা উপাস্যভেদে ফলভেদাবশ্যম্ভাবঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ।]

যাহারা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাদৃশ গন্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে ; এই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞের সম্বন্ধেও সেই গতিই নিরূপিত হইয়াছে ; সুতরাং তুল্যপথ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই এই অক্ষিপুরুষ, অপর কেহ নহে ॥১।২।১৭॥]

শ্রুতোপনিষৎকস্যাধিগতপরমপুরুষ-যাথাত্ম্যস্যানুসন্ধেয়তয়া শ্রুত্যন্তর-প্রতিপাদ্যমানার্চিরাদিকা গতির্যা, তামপুনরাবৃত্তিলক্ষণপরমপুরুষপ্রাপ্তিকরী-মুপকোসলায় অক্ষিপুরুষং শ্রুতবতে "তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্নঃ আপূর্যমাণপক্ষম্" [ছান্দো০ ৪।১৫।৫] ইত্যারভ্য "চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ,

---

বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই—(জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

যে লোক শ্রুতোপনিষৎক, অর্থাৎ জ্ঞাতব্যরূপে পরমপুরুষ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, অপরাপর শ্রুতিতে তাহার সম্বন্ধে যে অর্চ্চিরাদি গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অক্ষি-পুরুষ-পরিজ্ঞাতা উপকোসলের সম্বন্ধেও পুনরাবৃত্তিরহিত পরমপুরুষ-প্রাপক সেই গতিই এখানে কথিত হইয়াছে—'তাহারা অর্চ্চিকে (জ্যোতিকে) প্রাপ্ত হয়, অর্চ্চি হইতে অহঃ, এবং অহঃ হইতে আপূর্য্যমান পক্ষ (শুক্লপক্ষ) প্রাপ্ত হন,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হয়, তত্রত্য অমানবদেহধারী পুরুষ আসিয়া তিনিই ইহাদিগকে [সেখান হইতে] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহারা [ব্রহ্মলোক] লাভ করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্ম-মরণ প্রবাহে ফিরিয়া আইসে না।'

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” ইত্যন্তেনোপদিশতীতি ; (*) অতোঽপ্যয়মক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৭ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনবস্থিতেঃ [ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে] (অবস্থানের নিয়ম না থাকায়), অসম্ভবাৎ (সম্ভাবনারও অভাবহেতু), চ (এবং), ন (না) ইতরঃ (অপর—জীব)।]

[সরলার্থঃ—প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি অনবস্থিতেঃ—নিয়মেন অবস্থানাভাবাৎ অমৃতত্বাদীনাং চ ধর্ম্মাণাং মুখ্যতঃ প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাং অপি ইতরঃ—পরমেশ্বরাৎ অন্যঃ—ছায়াদিঃ ন অক্ষিপুরুষঃ প্রত্যেতব্যঃ ; অপিতু পরমেশ্বর এবেত্যর্থঃ ॥

যেহেতু প্রতিবিম্বাদি পদার্থগুলির চক্ষুতে সর্ব্বদা অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু প্রতিবিম্বাদিপক্ষে অত্রোক্ত অমৃতত্বাদি ধর্ম্মেরও সম্ভাবনা নাই, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ এই অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না ॥১।২॥১৮॥]

প্রতিবিম্বাদীনাম্ অক্ষিণি নিয়মেনানবস্থানাদমৃতত্বাদীনাং চ নিরুপাধিকানাং তেষ্বসম্ভবাৎ ন পরমাত্মন ইতরঃ ছায়াদিরক্ষিপুরুষো ভবিতুমর্হতি। প্রতিবিম্বস্য তাবৎ পুরুষান্তরসন্নিধানায়ত্তত্বাৎ ন নিয়মেনাবস্থানসম্ভবঃ, জীবস্যাপি সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারানুগুণত্বায় সর্ব্বেন্দ্রিয়কন্দভূতে স্থানবিশেষে বৃত্তিরিতি চক্ষুষি নাবস্থানং ; দেবতায়াশ্চ “রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি রশ্মিদ্বারেণাবস্থিতিবচনাদ্দেশান্তরাবস্থিতস্যাপীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানোপপত্তের্ন

এই পর্য্যন্ত শ্রুতি বাক্যে তুল্যপথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই কারণেও অক্ষিপুরুষকে পরমাত্মা [বলিতে হইবে] ॥১।২।১৭॥

যেহেতু চক্ষুতে প্রতিবিম্বাদির অবশ্য স্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু যথার্থ অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মেরও প্রতিবিম্বাদিতে সম্ভব নাই ; সেই হেতুই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না। প্রথমতঃ সন্নিধানে অপর কোনও পুরুষ না থাকিলে কখনই প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে না ; সুতরাং অবশ্যই প্রতিবিম্ব স্থিতির নিয়ম হইতে পারে না। জীবের পক্ষেও, কার্য্যসৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলভূত স্থানবিশেষেই (হৃদয়েই) অবস্থিতি হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার পক্ষেও চক্ষুতে অবস্থান সম্ভবপর হয় না। চক্ষুর দেবতা সম্বন্ধেও কথা এই যে, এই সূর্য্যদেব রশ্মি দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,’ এই শ্রুতিতে রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিতির নির্দ্দেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] সূর্য্যের দেশান্তরস্থ হইয়াও যখন রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পরি-

---

(*) দ্বিরুক্তি। অতঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

চক্ষুষ্যবস্থানম্। সর্ব্বেষামেবৈষাং নিরুপাধিকামৃতত্বাদয়ো ন সংভবন্ত্যেব; তস্মাদক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥১।২।১৮॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অন্তরাধিকরণম্]

"স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ" ইত্যত্র "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদ্যমানং চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবেতি সিদ্ধং কৃত্বা অক্ষিপুরুষস্য পরমাত্মত্বং সাধিতম্; ইদানীং তদেব সমর্থয়তে—

অন্তর্য্যামাধিকরণম্।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তর্যামী ('অন্তর্যামী' শব্দের অর্থ—) অধিদৈবাধিলোকাদিষু (অধিদৈবত ও অধিলোক প্রভৃতিতে), তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্ম্মের নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যেষু অধিদৈবাধিলোকাদিষু যোহয়ম্ অন্তর্যামী শ্রূয়তে, স কিং জীবাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি সংশয়ে প্রত্যুচ্যতে—পরমাত্মৈব অয়মন্তর্যামী, নতু জীবঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ যে ধর্ম্মাঃ—সর্ব্বান্তরত্ব-সর্ব্বাবিদিতত্ব-সর্ব্বশরীরত্বাদয়ঃ, তেষাং অস্মিন্ অন্তর্যামিনি নির্দ্দেশাৎ। নহি পরমাত্মনোহন্যত্র জীবাদৌ সর্ব্বান্তরত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তীতি ভাবঃ॥

'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ।' বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে শ্রূয়মাণ এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অন্তর্যামী পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, কেন না, সর্ব্বান্তরত্ব সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম পরমাত্মার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে; এই অন্তর্য্যামীতে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে; সুতরাং এই অন্তর্য্যামী পদে পরমাত্মা ভিন্ন জীব বুঝিতে হইবে না॥ ১। ২॥ ১৯॥]

চালনা করা সম্ভব, তখন তাহারও [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে] চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ, ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় না; অতএব, পরমাত্মাই উক্ত অক্ষিপুরুষ॥ ১। ২। ১৮॥ [তৃতীয় অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত॥]

'যিনি চক্ষুতে থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে চক্ষুতে যে, স্থিতি-নিয়মনাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা পরমাত্মারই ধর্ম্ম, ইহা 'স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ" এইস্থলে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সাধন করা হইয়াছে; এখন আবার তাহারই সমর্থনার্থ বলিতেছেন—"অন্তর্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু" ইত্যাদি।

কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ বাজসনেয়িনঃ সমা নি —"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৩] ইতি। এবম্ অপ্স্বগ্ন্যন্তরিক্ষ-বায্বাদিত্য-দিক্-চন্দ্র-তারকাকাশ-তমস্তেজস্সু দৈবতেষু (*) চ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণ-বাক্-চক্ষুঃশ্রোত্র-মনস্ত্বগ্-বিজ্ঞান-রেতঃসু আত্মাত্মীয়েষু চ তিষ্ঠন্তং তত্তদন্তরভূতং তত্তদবেদ্যং তত্তচ্ছরীরকং তত্তদ্ যময়ন্তং কঞ্চিন্নির্দ্দিশ্য "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যুপদিশ্যতে। মাধ্যন্দিনপাঠে তু "যঃ সর্ব্বেষু লোকেষু তিষ্ঠন্", "যঃ সর্ব্বেষু বেদেষু" "যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু" ইতি চ পর্য্যায়াঃ। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যস্য পর্য্যায়স্য স্থানে "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি পর্য্যায়ঃ। "স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি চ বিশেষঃ। তত্র সংশয্যতে—কিময়মন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ ?

(†) যজুর্ব্বেদীয় কাণ্ব ও মাধ্যন্দিনশাখীরা এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার আত্মা ; ইতি। এই প্রকার, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারা, আকাশ, তমঃ, ও তেজোরূপ দেবতায়, সমস্ত ভূতে এবং আত্মা ও আত্মীয় প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বুদ্ধিবিজ্ঞান ও শুক্রে অবস্থিত, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অথচ তাহাদের অজ্ঞেয়, সেই সকল শরীরধারী অথচ তাহাদেরই নিয়মনকারী কোন একটীকে নির্দ্দেশ করিয়া 'ইহাই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মাধ্যন্দিন পাঠে আবার 'যিনি সমস্ত লোকে অবস্থিত,' 'যিনি সমস্ত যজ্ঞে, যিনি সমস্ত বেদে [অবস্থিত]' এইরূপ অনুরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। 'যিনি বিজ্ঞানে আছেন,' এই পাঠের স্থানে 'যিনি আত্মাতে আছেন' এইরূপ পর্য্যায় অনুরূপশব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সেই অমৃতস্বরূপ অন্তর্য্যামীই তোমার আত্মা,' ইহাও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অন্তর্যামী কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্ত ?—জীবাত্মা হওয়াই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু এই বাক্যেরই

(*) দৈবেষু' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—উনিশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে এই অধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"দ্রষ্টা শ্রোতা" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মাই অন্তর্যামী। (৪) উত্তর—পরমাত্মাই অন্তর্যামী—জীব নহে ; কারণ, অত্রত্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, জীবে নহে। (৫) সিদ্ধান্ত—অতএব পরমাত্মাই অন্তর্যামী এবং তদুপাসনায় মোক্ষলাভ তাহার ফল।

বাক্যশেষে "দ্রষ্টা শ্রোতা" ইতি করণায়ত্তজ্ঞানতাশ্রুতেঃ। এবং দ্রষ্টুরেবান্তর্য্যামিত্বোপদেশাৎ, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইতি দ্রষ্ট্রন্তরনিষেধাচ্চেতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।" অধিদৈবাধিলোকাদিপদচিহ্নিতেষু বাক্যেষু শ্রূয়মাণোঽন্তর্যামী অপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণঃ। কাণ্বপাঠসিদ্ধেভ্যোঽধিদৈবাদিমদ্ভ্যো বাক্যেভ্যোঽধিকান্যধিলোকাদিমন্তি বাক্যানি মাধ্যন্দিনপাঠে সন্তীতি জ্ঞাপনার্থমধিদৈবাধিলোকাদিষু ইত্যুভয়োরুপাদানম্। তদেবমুভয়েষ্বপি বাক্যেষ্বন্তর্য্যামী পরমাত্মেত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ—পরমাত্মধর্ম্মো হ্যয়ং, যদেক এব সন্ সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বদেবাদীন্নিয়ময়তীতি।

তথা হি (*) উদ্দালকপ্রশ্নঃ—"য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তি" [বৃহদা০ ৫।৭।১] ইত্যুপক্রম্য "তমন্তর্য্যামিণং ব্রুহি" ইতি। তস্য চোত্তরং—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যারভ্যোক্তম্। তদেতৎ সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বাণি চ দৈব-

শেষভাগে, তাহার জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়াধীন (ইন্দ্রিয়-জন্য), ইহা 'দ্রষ্টা শ্রোতা' ইত্যাদি কথায় প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকারে দ্রষ্টারই অন্তর্যামিত্ব নির্দ্দেশ একটি হেতু এবং 'ইহা হইতে অপর কোনও দ্রষ্টা নাই,' ইত্যাদি বাক্যে অপর দ্রষ্টার প্রতিষেধও [ইহার] অপর হেতু।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—'অন্তর্যাম্যধিদৈবাধি' ইত্যাদি। 'অধিদৈব' ও 'অধিলোক' প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্যামী শ্রুত হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই অপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণ। কাণ্বশাখীয় পাঠ অনুসারে প্রাপ্ত অধিদৈবাদিযুক্ত বাক্য অপেক্ষা মাধ্যন্দিনশাখীয় পাঠে অধিলোকাদিযুক্ত আরও অধিক বাক্য রহিয়াছে; তৎসমস্ত-সংগ্রহার্থ সূত্রে অধিদৈবের উল্লেখের পরও আদিশব্দসহকারে 'অধিলোক' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, এই প্রকারে উভয় স্থানেই 'অন্তর্যামী' শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। কারণ? যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উল্লেখ রহিয়াছে; স্বয়ং এক হইয়াও যে, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত এবং সমস্ত দেবতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করা, ইহা নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম্ম।

দেখ, উদ্দালকের প্রশ্নও এইরূপ—'যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই লোক ও পরলোক এবং সমস্ত ভূতকে সংযমিত করেন', এইরূপ উপক্রম করিয়া—'সেই অন্তর্যামীর বিষয় বলুন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া' এই হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক যে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে এবং সমস্ত

(*) 'হি' শব্দঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

তানি (*) সর্ব্বান্ বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ যজ্ঞান্ অন্তঃপ্রবিশ্য সর্ব্বপ্রকারনিয়মনং, সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বস্যাত্মত্বং চ সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ পুরুষোত্তমাদন্যস্য ন সম্ভবতি। তথা হি (†)"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬] ইত্যাদীন্যৌপনিষদানি বাক্যানি পরমাত্মন এব সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃত্বং সর্ব্বস্যাত্মত্বমিত্যাদীনি বদন্তি। তথা সুবালোপনিষদি—"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, অমূলমনাধারম্ (‡) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে; দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ। চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ নারায়ণঃ" [সুবাল° ৬] ইত্যারভ্য "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্যাপঃ শরীরম্" ইত্যাদি, "যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বশরীরকত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং (§) চ প্রতিপাদ্যতে; স্বাভাবিকং চামৃতত্বং পরমাত্মন এব ধর্ম্মঃ। ন চ পরস্যাত্মনঃ

যজ্ঞকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়মিত করা, এবং সর্ব্বশরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। দেখ, 'সর্ব্বাত্মভূত পরমেশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে শাসন করিয়া থাকেন।' তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয়ই হইলেন।' ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহও পরমেশ্বরেরই সর্ব্বশাসনকর্তৃত্ব ও সর্ব্বাত্মত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ সুবালোপনিষদেও ['সৃষ্টির] পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না; এই সমস্ত প্রজা, অর্থাৎ জায়মান বস্তুরাশি নিম্মূল ও নিরাধারভাবে জন্মলাভ করে; অলৌকিক-প্রকাশ সম্পন্ন এক নারায়ণই ছিলেন। নারায়ণই, চক্ষু ও তাহার দ্রষ্টব্য, এবং নারায়ণই শ্রোত্র ও তাহার শ্রোতব্য,' এই হইতে উপক্রম করিয়া 'জন্মরহিত একটী নিত্যবস্তু এই শরীর মধ্যে বুদ্ধি-গুহায় নিহিত আছেন; পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না; জল যাহার শরীর' ইত্যাদি, এবং 'মৃত্যু যাহার শরীর, যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা, দিব্য, দ্যুতিমান্, এক—অদ্বিতীয় নারায়ণ,' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মেরই সর্ব্বাত্মত্ব, সর্ব্বশরীরাধিষ্ঠাতৃত্ব, এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে। আর স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্বও পরমাত্মারই ধর্ম্ম।

(*) সর্ব্বান্ দেবান্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) হি' শব্দঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি।

(‡) অনাধারাঃ' ইতি (ক) পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ।

(§) সর্ব্বস্য নিয়ন্তৃত্বং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

করণায়ত্তং দ্রষ্টৃত্বাদিকম্, অপিতু স্বভাবত এব সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্চ স্বতএব। তথা চ শ্রুতিঃ —"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১১] ইতি।

ন চ দর্শন-শ্রবণাদি-শব্দাশ্চক্ষুরাদিকরণজন্মনো জ্ঞানস্য বাচকাঃ; অপি তু রূপাদিসাক্ষাৎকারস্য। স চ রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ কর্ম্মতিরোহিত-স্বাভাবিক-জ্ঞানস্য জীবস্য চক্ষুরাদিকরণজন্মা; পরস্য তু স্বত এব। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেতদপি পূর্ব্ববাক্যোদিতাম্নিয়ন্তুর্দ্রষ্টুরন্যো দ্রষ্টা নাস্তীতি বদতি। "যং পৃথিবী ন বেদ" "যমাত্মা ন বেদ" ইত্যেবমাদিভির্ব্বাক্যৈঃ পৃথিব্যাত্মাদিনিয়াম্যৈরনুপলভ্যমান এব নিয়ময়তীতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং, তদেব "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি নিগময্য "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিনা তস্য নিয়ন্তুর্নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে। "এষ তে আত্মা", "স তে আত্মা" ইতি চ "তে" ইতি ব্যতিরেকবিভক্তিনির্দ্দিষ্টস্য জীবস্যাত্মতয়োপদিশ্যমানোঽন্তর্য্যামী ন প্রত্যগাত্মা ভবিতুমর্হতি ॥১।২।১৯॥

পরমাত্মার দ্রষ্টৃত্বাদি (দর্শনাদি) ধর্ম্মগুলি যে, কোন ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অধীন, তাহা নহে; পরন্তু, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প; সুতরাং তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই স্বভাবসিদ্ধ। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; কর্ণহীন, শ্রবণ করেন; হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহণ করেন।' ইতি।

আর দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে, কেবল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানেরই বোধক, তাহাও নহে; পরন্তু, রূপাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার-বোধক মাত্র। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি স্বীয় কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই জন্যই তাহার রূপাদিবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা হয়; কিন্তু পরমেশ্বরের উহা স্বতই হইয়া থাকে; [কারণ, তাহার জ্ঞান কিছুতেই আবৃত নহে]। আর 'ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই,' এই শ্রুতিও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে যে, পূর্ব্ব বাক্যোক্ত নিয়ন্তা ও দ্রষ্টার অপর কেহ দ্রষ্টা নাই।' 'পৃথিবী যাহাকে জানে না,' 'আত্মা যাহাকে জানে না,' ইত্যাদি বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্ব্বে যাহাকে 'নিয়মনীয় পৃথিবী ও আত্মাদি কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত থাকিয়াই নিয়মিত করেন' বলা হইয়াছে; 'নিজে দৃষ্ট না হইয়া দর্শন করেন, এবং শ্রুত না হইয়া শ্রবণ করেন' এই বাক্যে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া 'ইহা হইতে পৃথক্ অপর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি বাক্যে সেই নিয়ন্তার সম্বন্ধেই অপর নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। 'ইনি তোমার আত্মা,' 'তিনি তোমার আত্মা' ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোধক বিভক্তি (ষষ্ঠী) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জীবের আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট অন্তর্যামী কখনই প্রত্যক্ আত্মা—জীব হইতে পারে না। [অন্তর্যামী ও জীব এক পদার্থ হইলে কখনই 'এই অন্তর্যামীই তোমার (জীবের) আত্মা' এইরূপে ভেদ-নির্দ্দেশও হইতে পারিত না] ॥ ১ । ২ । ১৯ ॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১।২।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), চ (ও), স্মার্ত্তং (প্রকৃতি), অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ (যে সমস্ত ধর্ম্ম তাহাদের নয়, সেই সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ হেতু), শারীরঃ (শরীরাভিমানী জীব), চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মার্ত্তং—সাংখ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানং, শারীরঃ জীবশ্চ (অপি) ন অন্তর্যামী ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ—তয়োঃ প্রধান-শারীরয়োঃ ধর্ম্মাঃ তদ্ধর্ম্মাঃ, ন তদ্ধর্ম্মাঃ অতদ্ধর্ম্মাঃ, তেষাং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদীনাং অভিলাপাৎ নির্দ্দেশাৎ। নহি পরমাত্মানমপহায় অচেতনে প্রধানে, দেহাভিমানিনি বা জীবে সর্ব্বেশ্বরত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত (স্মার্ত্ত) প্রকৃতি কিংবা শরীরাভিমানী জীবও অন্তর্যামী হইতে পারে না ; কারণ, এখানে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীব কিংবা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না ॥ ১। ২। ২০ ॥]

স্মার্ত্তং প্রধানম্ ; শারীরো জীবঃ ; স্মার্ত্তং চ শারীরশ্চ নান্তর্য্যামী, অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ— তয়োরসম্ভাবিতধর্ম্মাভিলাপাৎ। স্বভাবত এব সর্ব্বস্য দ্রষ্টৃত্বং, সর্ব্বস্য নিয়ন্তৃত্বং, সর্ব্বস্যাত্মত্বং, স্বত এবামৃতত্বং চ তয়োর্ন সম্ভাবনাগন্ধমর্হতি। এতদুক্তম্ভবতি—যথা স্মার্ত্তমচেতনং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-(*) সর্ব্বাত্মত্বাদিকং নার্হতি, তথা জীবোঽপি, অতদ্ধর্ম্মত্বাদিতি। অমীষাং গুণানাং পরমাত্মন্যন্বয়ঃ, প্রত্যগাত্মনি ব্যতিরেকশ্চ সূত্রদ্বয়েন দর্শিতঃ ॥১।২।২০॥

স্মার্ত্ত অর্থ—প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) (৯১) ; আর শারীর অর্থ— জীব। স্মার্ত্ত কিংবা শারীরও অন্তর্যামী নহে ; যেহেতু অতদ্ধর্ম্মের অভিলাপ রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবে অসম্ভাবিত ধর্ম্ম সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। স্বভাবতই যে, সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব এবং স্বতই যে অমৃতত্ব, তাহা জীব ও প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা-যোগ্য হইতে পারে না। ইহাই কথিত হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতি যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও সর্ব্বাত্মত্বাদি ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না ; তেমনি জীবও [পারে না] ; যেহেতু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম জীবের ধর্ম্ম নহে। উক্ত সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত ধর্ম্মসমূহের পরমাত্মায় (অনুবৃত্তি) অন্বয় এবং জীবে ব্যতিরেক বা অভাবও প্রদর্শিত হইল ॥ ২। ২। ২০ ॥

(*) জ্ঞত্ব-নিয়ন্তৃত্ব'ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ বেদকে বলা হয় 'শ্রুতি', আর বেদমূলক শাস্ত্রকে বলা হয় 'স্মৃতি'। স্মৃতি অর্থ—যাহা দ্বারা শ্রুতির স্মরণ হয় ; অর্থাৎ স্মৃতি দেখিলেই তাহার মূলস্বরূপ শ্রুতিবাক্যের স্মরণ হয়। শ্রুতির কথা লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে ; সুতরাং স্মৃতিবাক্য দেখিয়াই আমাদের মনে হয় যে, নিশ্চয়ই এতদনুরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। শ্রুতি নিজেই প্রমাণ ; অন্যশাস্ত্রও শ্রুতিমূলক (শ্রুতিসম্ভূত) হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। সেইজন্য শ্রুতিভিন্ন বিষয় শাস্ত্রমাত্রকেই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্যশাস্ত্রও শ্রুতি নহে—শ্রুতিমূলক ; সুতরাং 'স্মৃতি' পদবাচ্য। প্রকৃতি (প্রধান) পদার্থটী সাংখ্যেরই সম্পত্তি ; সুতরাং প্রকৃতিকে 'স্মার্ত্ত' বলা অসঙ্গত হয় নাই।

নিরপেক্ষং চ হেত্বন্তরমাহ—

উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১॥২॥২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ে (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়), অপি (সমুচ্চয়ে), হি (এব), ভেদেন (ভিন্নরূপে) এনং (ইহাকে—জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন)।]

[সরলার্থঃ—সাক্ষাদপি হেত্বন্তরমাহ—"উভয়ে অপি কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ ভেদেন অন্তর্যামি-নিয়াম্যতয়া পৃথক্ত্বেন এনং (শারীরং) অধীয়তে—কাণ্বাস্তাবৎ—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি, মাধ্যন্দিনাস্ত 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদি পঠন্তি। অতোঽপি জীবঃ নান্তর্যামী ভবিতুমর্হতি ; অপিতু পরমাত্মৈবেতি ভাবঃ॥

যেহেতু কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখী, ইহারা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্যামী হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সেই হেতুও জীব কখনই অন্তর্যামী হইতে পারে না ॥ ১। ২। ২১ ॥]

উভয়ে—মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্বাশ্চ অন্তর্যামিণো নিয়াম্যত্বেন বাগাদিভিরচেতনৈঃ সমমেনং শারীরমপি বিভজ্যাধীয়তে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনাঃ, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি চ কাণ্বাঃ পরমাত্ম-নিয়াম্যতয়া তস্মাদ্বিলক্ষণত্বেন এনমধীয়ত ইত্যর্থঃ। অতোঽন্তর্য্যামী প্রত্যগাত্মনো বিলক্ষণোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।২১ ॥

[চতুর্থমন্তর্য্যাম্যধিকরণম্ সমাপ্তম্।]

[অন্তর্যামীর ধর্ম্মসমূহ জীবে সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি হেতু পরমাত্মাকে অন্তর্যামী বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে, এখন] সাক্ষাৎসম্বন্ধেই [অন্তর্যামীর পরমাত্মত্ব-গ্রাহক] হেতুর নির্দ্দেশ করিতেছেন—"উভয়ে" ইত্যাদি।

মাধ্যন্দিন শাখী ও কাণ্বশাখী, ইহারা উভয়েই অচেতন বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত এই শারীর জীবকেও অন্তর্যামীর নিয়াম্যরূপে (শাসনাধীনরূপে) [জীব ও অন্তর্যামীকে] পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনগণ পাঠ করেন—'যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থান করেন, অথচ আত্মারও অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর ; যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, সেই অমৃত অন্তর্যামীই তোমার আত্মা' ইতি। কাণ্বশাখীরাও পাঠ করেন যে, 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তাহারা যখন পরমাত্মার নিয়াম্য—শাসনাধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন জীব নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; [অতএব] জীব হইতে বিলক্ষণ (অন্যপ্রকার) নিষ্পাপ, পরমাত্মা নারায়ণই যে, অন্তর্যামী, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১। ২।২১ ॥ [চতুর্থ অন্তর্যামী অধিকরণ।]

অদৃশ্যত্বাধিকরণম্।] **অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥১।২।২২॥**

[পদচ্ছেদঃ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ (অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত) [পদার্থটী পরমাত্মা,] ধর্ম্মোক্তেঃ (যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উক্তি রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যং" ইত্যারভ্য "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদৌ অদৃশ্যত্বাদিগুণবত্তয়া কিং প্রধানং, উত জীবঃ, অথবা পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোত্তরং—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ন জীবঃ প্রধানং বা, অপিতু পরমাত্মা এব। কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ; উত্তরত্র—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ," "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" ইত্যাদৌ প্রধানে জীবে চ অসম্ভবতাং পরমাত্মৈকনিষ্ঠানাং ধর্ম্মাণাং নির্দ্দেশাদিত্যর্থঃ।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই 'অক্ষর' পরিজ্ঞাত হয়, যিনি সেই অদৃশ্য', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি পর অক্ষর হইতেও পর', ইত্যাদি স্থলে অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রকৃতি কিংবা জীব নহে। কারণ? 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মনিচয় কথনই জীবে উপপন্ন হয় না॥ ১। ২। ২২॥]

আথর্ব্বণিকা অধীয়তে—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১।১।৫—৬] ইতি; তথোত্তরত্র "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি।

(*) অথর্ব্বশাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'অনন্তর পরা বিদ্যা [কথিত হইতেছে], যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন'; 'যিনি সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্র ও বর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-) হীন এবং চক্ষুঃ ও কর্ণশূন্য; তিনি হস্ত-পদরহিত, নিত্য, বিভু (ব্যাপক), সর্ব্বগত অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যয় (নির্ব্বিকার); যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন' ইতি। সেইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী বাইশ হইতে চব্বিশসূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—তাহা প্রকৃতি ও পুরুষই বটে। (৪) উত্তর—না, প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় নাই; কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি পরমাত্মার ধর্ম্মই এখানে উক্ত হইয়াছে; উক্ত ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি ও পুরুষে সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত, অপর কেহ নহে; তাঁহার উপাসনায় মুক্তি লাভই প্রয়োজন।

তত্র সন্দিহ্যতে—কিমিহ অদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরম্ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ প্রকৃতি-পুরুষৌ? অথ উভয়ত্র পরমাত্মৈব? ইতি। কিং প্রাপ্তং? প্রকৃতি-পুরুষাবিতি। কুতঃ? অস্যাক্ষরস্য "অদৃষ্টো দ্রষ্টা" ইত্যাদাবিব ন দ্রষ্টৃত্বাদিশ্চেতনধর্ম্মবিশেষ ইহ শ্রূয়তে, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি চ সর্ব্বস্মাদ্বিকারাৎ পরভূতাদক্ষরাদস্মাৎ পরঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সমষ্টিপুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে।

এতদুক্তম্ভবতি—রূপাদিমৎস্থূলরূপাচেতনপৃথিব্যাদিভূতাশ্রয়ং দৃশ্যত্বাদিকং প্রতিষিধ্যমানং পৃথিব্যাদিসজাতীয়-সূক্ষ্মরূপাচেতনমেবোপস্থাপয়তি, তচ্চ প্রধানমেব; তস্মাৎ পরত্বঞ্চ সমষ্টিপুরুষস্যৈব প্রসিদ্ধম্। তদধিষ্ঠিতঞ্চ প্রধানং মহদাদিবিশেষপর্য্যন্তং বিকারজাতং প্রসূতে ইতি। তত্র দৃষ্টান্তা উপন্যস্যন্তে—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" [মুণ্ড০ ১।১।৭] ইতি। অতোঽস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষাবেব প্রতিপাদ্যেতে ইতি।

পরেও আছে—'পর অক্ষর হইতেও তিনি পর (শ্রেষ্ঠ)।' এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে এই যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষর, এবং পর অক্ষর হইতেও যাহা পর, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ? অথবা উভয় স্থলেই পরমাত্মা? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?- প্রকৃতি ও পুরুষ। হেতু কি?—যেহেতু 'তিনি দৃষ্ট হন না, অথচ দ্রষ্টা' ইত্যাদি স্থলে যেমন চেতনধর্ম্ম দ্রষ্টৃত্বাদি পরিশ্রুত হইয়া থাকে, এখানে তেমন কোনরূপ চেতনগত ধর্ম্মবিশেষ পরিশ্রুত হইতেছে না। বিশেষতঃ, 'পর অক্ষর অপেক্ষাও পর' এই শ্রুতি ত সমস্ত বিকার হইতে পরভূত বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাধিপতি পুরুষ সমষ্টির প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—রূপাদিগুণবিশিষ্ট স্থূল অচেতন পৃথিব্যাদি ভূতবিষয়ক যে দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম, সেই দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিষেধ হওয়ায় পৃথিব্যাদিরই সমানজাতীয় যে অচেতন অপর সূক্ষ্ম ভূতের [অদৃশ্যত্বাদিগুণ] বুঝাইতেছে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বস্তুটি প্রধান বা প্রকৃতি। জীবসমষ্টিরই তদপেক্ষা পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রসিদ্ধ; প্রধান সেই পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (প্রেরিত) হইয়া মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার অর্থাৎ কার্য্যবর্গ প্রসব করিয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, 'উর্ণনাভি (মাকড়শা) নিজেই যেরূপ [সূত্রের] সৃষ্টি ও সংহার করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ তৃণ-লতা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পুরুষ-দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।' অতএব, [বুঝিতে হইবে] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে, অন্য নহে।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে (*)—অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ পরমপুরুষ এব; কুতঃ? তদ্ধর্ম্মোক্তেঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকাস্তস্যৈব ধর্ম্মা উচ্যন্তে। তথা হি—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যাদিনা অদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরমভিধায় "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি তস্মাদ্বিশ্বসম্ভবঞ্চাভিধায় "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইতি ভূতযোনেরক্ষরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি প্রতিপাদ্যতে। পশ্চাৎ "অক্ষরাৎপরতঃ পরঃ" ইতি ১ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূতযোন্যক্ষরম্ সর্ব্বজ্ঞমেব পরত্বেন ব্যপদিশ্যতে। অতঃ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যক্ষরশব্দঃ পঞ্চম্যন্তঃ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং নাভিধত্তে, তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য বিশ্বযোনেঃ সর্ব্বস্মাৎ পরত্বেন তস্মাদন্যস্য পরত্বাসম্ভবাৎ। অতোঽত্রাক্ষর-শব্দো ভূতসূক্ষ্মমচেতনং ব্রূতে ॥ ১।২।২২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, 'ধর্ম্মের উক্তি হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত বস্তুটি [পরমেশ্বরই]।' পরমপুরুষ পরমাত্মাই এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত এবং পর অক্ষর হইতেও পর। কারণ? যেহেতু তাহারই ধর্ম্মের উক্তি আছে, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বাক্যে তাহার সম্বন্ধেই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সমূহ কথিত হইতেছে। দেখ, 'যাহা দ্বারা সেই অক্ষর অধিগত হওয়া যায়,' ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষরকে নির্দ্দেশ করিয়া—'অক্ষর হইতেই জগৎ সমুদ্ভূত হয়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবার তাহা হইতেই জগতের সমুৎপত্তি বলিয়া—'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাহার তপস্যা, তাহা হইতেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন (পৃথিবী) জন্মলাভ করিয়া থাকে।' এইরূপে সমস্ত ভূতের কারণীভূত অক্ষরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। পশ্চাৎ 'পর অক্ষর হইতেও পর' এই বাক্যেও সেই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট,—প্রস্তাবিত সেই ভূতযোনি সর্ব্বজ্ঞ অক্ষরকেই 'পরতত্ত্ব' রূপে উল্লেখিত করা হইতেছে। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে "অক্ষরাৎ" এই পঞ্চম্যন্ত 'অক্ষর' শব্দটী প্রস্তাবিত অদৃশ্যত্বাদিগুণসম্পন্ন অক্ষরের অভিধায়ক নহে; কেন না, সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকারণ অপর সমস্ত বস্তু হইতেই পর; সুতরাং তদপেক্ষা অপর কোনও পর থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব এই পঞ্চম্যন্ত 'অক্ষর' শব্দটী অচেতন সূক্ষ্ম ভূতেরই বাচক, (পরমেশ্বরের নহে) ॥ ১ । ২ । ২২ ॥

(*) ক্রমঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইতশ্চ ন প্রধান-পুরুষৌ—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদ নির্দ্দেশহেতু) চ (ও) ন (না), ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও পুরুষ)।]

[সরলার্থঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাদিনা বিশেষণাৎ প্রকৃতেরপি বিশেষ্য ভূতযোনেরক্ষরস্য অভিধানাৎ ন প্রকৃতিঃ; "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"ইত্যত্র প্রধানাদপি পরো যঃ পুরুষঃ, তস্মাদপি ভূতযোন্যক্ষরস্য পরত্বাভিধানেন ভেদনির্দ্দেশাদপি পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্বা নাত্র ভূতযোন্যক্ষরমিত্যর্থঃ।

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রকরণটিকে বিশেষিত করায়, এবং অক্ষর পদবাচ্য প্রকৃতি অপেক্ষাও পর—জীব হইতে ভেদ নির্দ্দেশ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে ভূতযোনি নহে ॥ ১ । ২ । ২৩ ॥]

বিশিনষ্টি হি প্রকরণং—প্রধানাচ্চ পুরুষাচ্চ ভূতযোন্যক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ; একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনাদিভিঃ (*)। তথা তাভ্যামস্য (†) অক্ষরস্য ভেদশ্চ ব্যপদিশ্যতে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিনা। তথা হি—"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" [মুণ্ড০ ১।১।১] ইতি সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাভূতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রক্রান্তা; পরবিদ্যৈব চ সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা; তামিমাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং চতুর্মুখাথর্ব্বাদিগুরুপরম্পরয়া অঙ্গিরসা প্রাপ্তাং জিজ্ঞাসুঃ "শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্ব-

---

এই কারণেও প্রধান ও পুরুষ অক্ষর-শব্দবাচ্য নহে। কারণ, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার উপপাদনার্থ আরব্ধ এই প্রকরণও তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছে, অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ হইতে ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য সাধন করিতেছে। এইরূপ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই প্রধান এবং পুরুষ হইতেও অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। দেখ, 'তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন।' এইরূপে সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা; ব্রহ্মা ও অথর্ব্ব ঋষি প্রভৃতি গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরাকর্তৃক লব্ধ সেই এই সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাত্মক বিদ্যা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'অভিজাত শৌনক বিহিতবিধানে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্, কোন একটী পদার্থ জানিলে এই সমস্ত জগৎ

(*) সর্ব্ববিজ্ঞানোপপাদনাদিভিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ। (†) অস্য, ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি কৃত্বা ব্রহ্মস্বরূপমনেন পৃষ্টম্; "তস্মৈ স হোবাচ —দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ" [মুণ্ড০ ১।১।৪] ইতি। ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষাপরোক্ষরূপে দ্বে বিজ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থঃ। তত্র (ঠ) পরোক্ষং শাস্ত্রজন্যং জ্ঞানম্, অপরোক্ষং যোগজন্যং জ্ঞানং, (ড)তয়োর্ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতমপরোক্ষং জ্ঞানম্; তচ্চ ভক্তিরূপাপন্নং, "যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ" ইত্যত্রৈব বিশেষ্যমাণত্বাৎ; তদুপায়শ্চাগমজন্যং বিবেকাদিসাধনসপ্তকানুগৃহীতং জ্ঞানং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি শ্রুতেঃ। আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

"তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানং চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে!
আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে॥"
[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৬০] ইতি।

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে,' ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্থল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিয়া শৌনক ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে 'তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুইটী বিদ্যা জানিতে হইবে, ব্রহ্মবিদ্গণ যাহাকে পরা ও অপরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন।' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির দুইটী বিদ্যা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার বিজ্ঞানই গ্রহণ করা আবশ্যক। তন্মধ্যে, কেবল শাস্ত্র-শ্রবণে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, আর যোগ হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা অপরোক্ষ। সেই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যেও আবার অপরোক্ষ জ্ঞানই (সাক্ষাৎ উপলব্ধিই) ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ, তাহাও আবার ভক্তিভাবাপন্ন হওয়া চাই। যেহেতু, 'ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য হন,' এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোপদেশলব্ধ এবং বিবেকাদি সপ্তবিধ সাধনসমন্বিত জ্ঞানই তাহার উপায়। 'ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন,' এই শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন 'হে মহামুনে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ই তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিয়া কথিত। জ্ঞানও দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজনিত ও বিবেকজাত।'

(ঠ) অত্র' ই (ক, গ) পাঠঃ। (ড) জ্ঞানম্' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা "ধর্ম্মশাস্ত্রাণি" ইত্যন্তেন আগমোত্থং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুভূতং পরোক্ষজ্ঞানমুক্তম্। সাঙ্গস্য সেতিহাসপুরাণস্য সধর্ম্মশাস্ত্রস্য সমীমাংসস্য বেদস্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভূতত্বাৎ "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যুপাসনাখ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভক্তিরূপাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে (*), "যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা পরোক্ষাপরোক্ষরূপজ্ঞানদ্বয়বিষয়স্য পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমুচ্যতে। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ" ইত্যাদিনা যথোক্তস্বরূপাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽক্ষরাৎ কৃৎস্নস্য চেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্যোৎপত্তিরুক্তা, বিশ্বমিতি বচনাৎ নাচেতনমাত্রস্য; "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্" ইতি ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে। তপসা—জ্ঞানেন, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ; চীয়তে—উপচীয়তে; "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতীত্যর্থঃ। ততোঽন্নমভিজায়তে—অদ্যত ইত্যন্নম্, বিশ্বস্য ভোক্তৃবর্গস্য ভোগ্যভূতং

'তন্মধ্যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা অপরা' ইত্যাদি এবং 'ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ' এতদন্ত গ্রন্থে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত, আগম-জন্য পরোক্ষ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। [তাহার পর] ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মীমাংসাশাস্ত্র সহকৃত বেদই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু; এই নিমিত্ত 'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায়,' এই বাক্যে ব্রহ্মানুভূতিরূপ ভক্তিভাবাপন্ন 'উপাসনা' নামক জ্ঞানকেই 'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য' ইত্যাদি বাক্যে আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর, 'উর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন সৃষ্টি ও গ্রহণ (সংহার) করে' ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বশব্দের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্ববর্ণিত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; কেবলই অচেতনের [উৎপত্তি] নহে। 'ব্রহ্ম তপস্যা (চিন্তা) দ্বারাই পুষ্টি—সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়, এবং সেই অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, সমস্ত লোক, কর্ম্মফল ও অমৃত (স্বর্গাদি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের (সমস্ত প্রপঞ্চের) উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে। 'তপসা' অর্থ—জ্ঞান দ্বারা; কারণ, পরেই বলা হইবে যে, 'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা'। "চীয়তে" অর্থ—উপচিত হন, অর্থাৎ 'আমি বহু হইব' এই প্রকার জ্ঞানবলেই ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির দিকে উন্মুখ (উদ্যোগী) হইয়া থাকেন। "ততোঽন্নম্ অভিজায়তে" অর্থ—যাহা ভক্ষণীয়, তাহাই 'অন্ন'; সমস্ত ভোক্তৃবর্গের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত (অপঞ্চীকৃত)

(*) উচ্যতে' ইত্যংশঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ। প্রাণ-মনঃ-প্রভৃতি চ স্বর্গাপবর্গরূপফল-সাধনভূতকর্ম্মপর্যন্তং সর্ব্বং বিকারজাতং তস্মাদেব জায়তে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদিনা সৃষ্ট্যুপকরণভূতং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিকমুক্তম্। সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽক্ষরাদেতৎ কার্যাকারং ব্রহ্ম নাম-রূপবিভক্তং ভোক্তৃভোগ্যরূপং চ জায়তে। "তদেতৎ সত্যম্" ইতি পরস্য ব্রহ্মণো নিরুপাধিকসত্যত্বমুচ্যতে। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্, তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরত নিয়তং সত্যকামাঃ" ইতি সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পত্বাদি-কল্যাণগুণাকরমক্ষরং পুরুষং স্বতঃ সত্যং কাময়মানাস্তৎপ্রাপ্তয়ে ফলান্তরেভ্যো বিরক্তা ঋগ্-যজুঃসামাথর্ব্বসু কবিভির্দৃষ্টানি বর্ণাশ্রমোচিতানি ত্রেতাগ্নিষু বহুধা সন্ততানি কর্ম্মাণ্যাচরতেতি, "এষ বঃ পন্থাঃ" ইত্যারভ্য "এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো

(*) সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্ররূপ—অন্ন) পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ ও মন প্রভৃতি, এবং স্বর্গলাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধনীভূত কর্ম্মপর্য্যন্ত সমস্ত বিকারই সেই পরব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যোপযোগী সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। কার্য্যভাবাপন্ন ব্রহ্ম (কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত এই ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্য জড় জগৎও সেই সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প 'অক্ষর' পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'ইহাই সেই সত্য' এই বাক্যে পরব্রহ্মের নিরুপাধিক সত্যতা উক্ত হইতেছে। কবিগণ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিগণ মন্ত্রাভ্যন্তরে যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, ত্রেতাতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিতে) সেই সমস্ত কর্ম্ম বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ; হে সত্যাভিলাষিগণ, তোমরা নিরন্তর সেই সমস্ত কর্ম্ম আচরণ কর।' এইস্থলে [বলা হইতেছে যে,] সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি কল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ স্বতঃসত্য অক্ষর পুরুষকে পাইতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশেই অপরাপর ফল হইতে বিরক্ত (বীতস্পৃহ) তোমরা ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদে ঋষি-পরিজ্ঞাত, এবং ত্রেতা অগ্নিতে বহু প্রকারে বিস্তৃতি প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর। 'ইহাই তোমাদের পথ', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইহাই তোমাদের পুণ্যলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক' এতদন্ত গ্রন্থ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী ; আর

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দুই প্রকার—(১) পঞ্চীকৃত, (২) অপঞ্চীকৃত। পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ স্থূল, আর অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ সূক্ষ্ম এবং তন্মাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত। পঞ্চীকৃত ভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই অপর চারিটি ভূতের দুই আনা করিয়া অংশ আছে ; কিন্তু অপঞ্চীকৃত ভূতে তাহা নাই, উহা বিশুদ্ধ—অবিমিশ্রিত ; এইজন্য 'তন্মাত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মলোক” ইত্যন্তেন কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারং, শ্রুতিস্মৃতিচোদিতেষু কর্ম্মস্বেক-তরকর্ম্মবৈধুর্য্যেঽপি ইতরেষামনুষ্ঠিতানামপি নিষ্ফলত্বম্‌, অযথানুষ্ঠিতস্য চাননুষ্ঠিতসমত্বমভিধায় “প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছে্রয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যু তে পুনরেবাপি যন্তি” ইত্যা-দিনা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন জ্ঞানবিধুরতয়া চাবরং কর্ম্মাচরতাং পুনরাবৃত্তি-মুক্ত্বা “তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্তি” ইত্যাদিনা পুনরপি ফলাভিসন্ধিরহিতং জ্ঞানিনা অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তয়ে ভবতীতি প্রস্তু “পরীক্ষ্য লোকান্‌” ইত্যাদিনা কেবলকর্ম্মফলেষু বিরক্তস্য যথোদিতকর্ম্মানুগৃহীতং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যু-পায়ভূতং জ্ঞানং জিজ্ঞাসমানস্য চ আচার্য্যোপসদনং বিধায় “তদেতৎ সত্যম্‌” “যথা সুদীপ্তাৎ” [মুণ্ড০ ২।১।১] ইত্যাদিনা “সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য” [মুণ্ড০ ২।১।১০] ইত্যন্তেন পূর্ব্বোক্তস্যাক্ষরস্য ভূতযোনেঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষস্য অনুক্তৈঃ স্বরূপগুণৈঃ সহ সর্ব্বভূতান্তরাত্মতয়া বিশ্ব-শরীরত্বেন বিশ্বরূপত্বং, তস্মাদ্বিশ্বসৃষ্টিং চ বিস্পষ্টমভিধায় “আবিঃ সন্নি-হিতম্‌” ইত্যাদিনা তস্যৈবাক্ষরস্যাব্যাকৃতাৎ পরতোঽপি পুরুষাৎ পরভূতস্য

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোন একটী মাত্র কর্ম্মের হানি হইলেই অনুষ্ঠিত অপরাপর কর্ম্মসমূহেরও বিফলতা হয়, এবং বিধি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার অননুষ্ঠানতুল্যতা নির্দ্দেশ করিয়া ‘এই যজ্ঞরূপ প্লব সমূহ (ভেলা সকল) দৃঢ় নহে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌-সাধ্য যে সমস্ত যজ্ঞে অতুৎকৃষ্ট কর্ম্ম বিহিত আছে, যে সকল মূঢ়ব্যক্তি সেই কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্তিলাভ করিতে পারে না)।’ ইত্যাদি বাক্যে, ফলাভিলাষপূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মকে ‘অবর’ কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই অবর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের পুনর্ব্বার সংসারপ্রাপ্তির কথা বলিয়া ‘যাহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধার উপাসনা করে’, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিগণের অনুষ্ঠিত ফলাভিসন্ধানবর্জ্জিত কর্ম্মও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে; এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার পর ‘কর্ম্মলব্ধ ফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, ইহা বিচার করিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আবার কর্ম্মফলে বিরক্ত অথচ ব্রহ্মলাভের উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসহকৃত জ্ঞান-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে গুরুসমীপে গমনের বিধান করিয়া—‘ইহাই সেই সত্য; প্রজ্জলিত [অগ্নি] হইতে যেমন—’ ইত্যাদি এবং ‘হে সোম্য, সেই পুরুষই অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন করে’ ইত্যন্ত বাক্যে আবার পূর্ব্বোক্ত অক্ষর পদবাচ্য ভূতযোনি, পরমপুরুষ পরব্রহ্মসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনুক্ত স্বীয় রূপ ও গুণসমূহ এবং তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত জগৎ তাঁহার শরীর, এই নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বরূপত্ব এবং তাঁহা হইতেই জগদুৎপত্তিও প্রতিপাদন করি-

পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতস্যানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপস্য হৃদয়-গুহায়ামুপাসনপ্রকারমুপাসনস্য চ পরভক্তিরূপত্বমুপাসীনস্যাবিদ্যাবিমোক-পূর্ব্বকং ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং চোপদিশ্যোপসংহৃতম্। অত এবং বিশেষণাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষৌ প্রতিপাদ্যেতে।

ভেদব্যপদেশোঽপি হি তাভ্যাং পরস্য ব্রহ্মণোঽত্র বিদ্যতে, "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিভিঃ অক্ষরাদব্যাকৃতাৎ পরো যঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাদপি পরভূতোঽদৃশ্যত্বাদিগুণকোঽক্ষরশব্দাভিহিতঃ পর-মাত্মেত্যর্থঃ। অশ্নুত ইতি বা, ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং, তৎ অব্যাকৃতেঽপি স্ববিকারব্যাপ্ত্যা বা মহদাদিবৎ নামান্তরাভিলাপযোগ্য-ক্ষরণাভাবাদ্বা অক্ষরত্বং কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ১ ॥ ২ ॥২৩॥

য়াছেন। অনন্তর 'আবিঃ সন্নিহিতং' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অব্যাকৃত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, পরম ব্যোমে অবস্থিত, নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরম পুরুষ পরব্রহ্মেরই হৃদয়-পুণ্ডরীকে উপাসনার প্রণালী, উপাসনার পরা ভক্তিরূপত্ব এবং উপাসকেরও অবিদ্যা-নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মতুল্যতা ও ব্রহ্মানুভব-ফলের উপদেশ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন। অতএব এবংবিধ বিশেষ নির্দ্দেশ এবং ভেদনির্দ্দেশ হেতুও [বুঝিতে হইবে যে,] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) প্রতিপাদিত হইতেছে না।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পরব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। 'সেই দিব্য (অলৌকিক) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত) পুরুষই বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, জন্মরহিত, প্রাণ ও মনোরহিত, শুভ্র এবং পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট)' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে যে, অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) যে পুরুষ সমষ্টি, অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত 'অক্ষর'-শব্দোক্ত পরমাত্মা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। 'অক্ষর' অর্থ—যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন, অথবা যিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। অব্যাকৃত প্রকৃতি স্বীয় কার্য্য সমূহ ব্যাপিয়া থাকে এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় নামান্তর-গ্রহণরূপ ক্ষরণ (রূপান্তর) লাভ করে না, এই কারণে কোন প্রকারে তাহারও 'অক্ষরত্ব' উপপাদন করা যাইতে পারে ॥ ১। ২। ২৩ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥১॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপোপন্যাসাৎ (যেহেতু ব্রহ্মরূপের উল্লেখ), চ (ও) [রহিয়াছে]।]

[সরলার্থঃ—"অগ্নির্মূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" ইত্যাদৌ অগ্নিমূর্ধত্বাদীনাং পারমেশ্বর-রূপাণাং উপন্যাসাৎ অপি অত্র ভূতযোনি অক্ষরং পরমাত্মৈব, নতু প্রধানং পুরুষো বা ইত্যর্থঃ ॥

[ইতি পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং অধিকরণম্ ।]

'অগ্নি যাহার শির, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার দুই চক্ষু' ইত্যাদি স্থলে যে অগ্নিমূর্দ্ধত্বাদি রূপের উল্লেখ হইয়াছে ; তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অপরের পক্ষে উপপন্ন হয় না ; অতএব ঈদৃশ রূপের উল্লেখ হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, উক্ত ভূতযোনি অক্ষর পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৪ ॥]

"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" [মুণ্ড০২।১।৪] ইতি, ঈদৃশং রূপং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি ; অতশ্চ পরমাত্মা ॥ ১।২।২৪ ॥ [পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

বৈশ্বানরাধিকরণম্।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ॥১॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ (সাধারণ-বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—"আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" ইত্যাদৌ 'বৈশ্বানর'-শব্দস্য জাঠরাগ্নৌ, ভূতাগ্নৌ, দেবতাবিশেষে, পরমাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র বৈশ্বানরঃ কিং জাঠরাগ্নিঃ ? কিংবা ভূতাগ্নিঃ ? উত দেবতাবিশেষঃ ? অথবা পরং ব্রহ্ম ? ইতি। অশক্যনির্ণয়তয়া এষামেব অন্যতমঃ কশ্চিৎ বৈশ্বানর ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—বৈশ্বানরঃ বৈশ্বানর-শব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা ; কুতঃ ? সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—যদ্যপায়ং বৈশ্বানর-শব্দঃ জাঠরাদিসাধারণঃ, তথাপি বিশেষোঽত্র উপলভ্যতে—'কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম' ? ইত্যুপক্রমে ব্রহ্ম-শব্দশ্রবণম্, "আত্মানং বৈশ্বানরং" ইত্যুপসংহারে চ বৈশ্বানরস্য আত্মত্ব-কথনং; তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ অত্র পরমাত্মা এব বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

'সম্প্রতি তুমি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ কি জাঠরাগ্নি ? কিংবা ভূতাগ্নি ? না—দেবতাবিশেষ ? অথবা পরমাত্মা ? । বৈশ্বানর শব্দটী যখন জাঠরাগ্নি প্রভৃতির সাধারণ অর্থাৎ বাচক, তখন ঐরূপ সংশয় হওয়া অসঙ্গত নহে। এখানে যখন কোন একটী অর্থ বিশেষ নির্ধারণের উপায় নাই, তখন যে কোন একটী অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছেন যে, না—এখানে বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; কারণ, সাধারণ শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। প্রথমতঃ 'আমাদের আত্মস্বরূপ সেই ব্রহ্ম কে' ? পরমাত্ম-বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন রহিয়াছে। তাহার পর 'বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ' বলিয়া আত্মশব্দ দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই এখানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কেহ নহে ॥১॥২॥২৫॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫।১১।৬] ইতি প্রক্রম্য "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো০৫ ১৮।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্মেতি শক্যনির্ণয়ঃ ? উত ন ? ইতি। কিং প্রাপ্তম্ ? অশক্যনির্ণয় ইতি। কুতঃ ? বৈশ্বানরশব্দস্য চতুর্ষু অর্থেষু প্রয়োগদর্শনাৎ—জাঠরাগ্নৌ তাবৎ "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যেনেদমন্নং পচ্যতে, যদিদমদ্যতে, তস্যৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ (ক) কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি" [বৃহদা০ ৭।৯।১০]। ইতি মহাভূত-তৃতীয়ে চ "বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা

অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণবিবর বেদসমূহ বাগ্‌ব্যাপার (শব্দ), বায়ু ইহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ ইহার হৃদয় এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।' এবংবিধ রূপটী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব হয়; এই কারণেও [ভূতযোনি অক্ষর] পরমাত্মা [বুঝিতে হইবে] ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

['অদৃশ্যত্বাদিগুণক' পঞ্চম অধিকরণ।]

(৯৪) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জান; অতএব, তাহাই আমাদিগকে বল,' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'যে লোক প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করে' ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, এই বৈশ্বানর আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারা যায় কি না। কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? [না কোন অর্থবিশেষ] নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ ? যেহেতু চারিপ্রকার অর্থেই 'বৈশ্বানর' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—প্রথমতঃ জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ—'ইহাই বৈশ্বানর অগ্নি, যাহা দ্বারা এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক পায়; তাহা হইতেই এই শব্দ হইয়া থাকে, কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যাহা শ্রবণ করা যায়; জীব যখন নির্গমনোন্মুখ হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করিতে পায় না' ইতি। তৃতীয় মহাভূতেও (অগ্নিতেও) প্রয়োগ আছে

(ক) যাবদেতৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(৯৪ তাৎপর্য্য এই অধিকরণের নাম 'বৈশ্বানরাধিকরণ'। ইহা পচিশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত নয়টী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ —(১) বিষয় বাক্য—"আত্মানমেব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" ইত্যাদি। (২) সংশয়—বৈশ্বানর অর্থ কি জাঠরাগ্নি, কিংবা ভৌতিক অগ্নি, অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জাঠরাগ্নি প্রভৃতি হইবে; কেননা, পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণের বিশেষ কোন হেতু নাই। (৪) উত্তর—না পরমাত্মাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে; কারণ, পরমাত্মার গ্রাহক হেতুবিশেষ আছে। (৫ নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই বৈশ্বানর, এবং ঐরূপ তাহার উপাসনা উপদেশ করাই ইহার প্রয়োজন।

বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্” ইতি ; দেবতায়াং চ “বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ” [যজুঃ, কাণ্ড০ ১।৫।১১] ইতি ; পরমাত্মনি চ “তদাত্মন্যেব হৃদয়েঽগ্নৌ বৈশ্বানরে প্রাস্যৎ” [অষ্ট০১। প্রশ্ন০১১। অনু০৮] ইতি ; “স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে” [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি চ। বাক্যোপক্রমাদিষু উপলভ্যমানান্যপি লিঙ্গানি সর্ব্বানুগুণতয়া নেতুং শক্যানীতি।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা (*)। কুতঃ ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ—বিশেষ্যত ইতি বিশেষঃ, সাধারণস্য বৈশ্বানর-শব্দস্য পরমাত্মাসাধারণৈর্ধর্ম্মৈর্বিশেষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।

—'দেবগণ সমস্ত জগতের জন্য বৈশ্বানরকে দিবসের কেতু বা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছেন,' ইতি ; দেবতা বিষয়ে প্রয়োগ যথা—'আমরা যেন বৈশ্বানরের সুদৃষ্টিতে থাকি ; কারণ, তিনিই সমস্ত জগতের সুখ-সমৃদ্ধি সম্পাদক,' ইতি ; পরমাত্ম বিষয়েও প্রয়োগ আছে—'হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নিতে তাহা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন' ইতি, এবং 'সেই এই প্রাণস্বরূপ, বৈশ্বানর অগ্নি বহুপ্রকারে উদ্গত হইয়া থাকে' ইতি। বাক্যের উপক্রমে বা প্রারম্ভে বিশেষার্থ-জ্ঞাপক যে সমস্ত চিহ্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে উক্ত সমস্ত অর্থেই অনুকূলভাবে সংযোজিত করা যাইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” এই সূত্র কথিত হইতেছে। পরমাত্মাই বৈশ্বানর ; কারণ ? সাধারণ শব্দাপেক্ষা বিশেষ দর্শনই তাহার কারণ। 'বিশেষ' অর্থ—যাহা দ্বারা বিশেষিত করা হয়, অর্থাৎ 'বৈশ্বানর' শব্দ সাধারণার্থবোধক হইলেও পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মসমূহ থাকায় তাহাকেই বিশেষিত করিয়া বলিতেছে (৯৫)। দেখ—ঔপমন্যব

(*) পর এবাত্মা' ইতি খ পাঠঃ।

(৯৫) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে, উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল, এই পাঁচজন ঋষি মিলিত হইয়া আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে বসিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া স্থির করিলেন যে, অরুণনন্দন উদ্দালক ঋষি এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন ; অতএব, চল, আমরা তাঁহার নিকটেই যাই। অনন্তর তাহারা উপস্থিত হইলে পর উদ্দালক বুঝিলেন যে, আমা দ্বারা ইহাদের প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না ; অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কেকয়-দেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন ; চলুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি। অনন্তর, তাঁহারা ছয়জনই অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইলেন ; অশ্বপতি তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজে একটি যজ্ঞ করিবেন, সেই যজ্ঞে তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সেই ধন-লাভের আশায় সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, 'কল্য প্রাতঃকালে বলিব', বলিয়া অশ্বপতি তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন। অনন্তর, প্রাতঃকালে জিজ্ঞাসু ঋষিগণ যথাভাবে উপস্থিত হইলে পর অশ্বপতি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইঁহারা যখন বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে কিছু কিছু খবর জানেন। যে যে অংশ জানা আছে, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং ইহারা কি পর্য্যন্ত জানেন, তাহা আদৌ জানা আবশ্যক ; এইজন্য তিনি তাহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্বানর বিদ্যার উপদেশ দিলেন।

তথা হি—ঔপমন্যবাদয়ঃ পঞ্চ ইমে মহর্ষয়ঃ সমেত্য 'কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম' ইতি বিচার্য্য "উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম" [ছান্দো০ ৫।১১।১,২] ইত্যুদ্দালকস্য বৈশ্বানরাত্মাবিজ্ঞানমবগম্য তমভ্যাজগ্মুঃ। স চোদ্দালক এতান্ বৈশ্বানরাত্মজিজ্ঞাসূনভিলক্ষ্য আত্মনশ্চ তত্রাকৃৎস্নবেদিত্বং মত্বা "তান্ হোবাচ অশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম" ইতি। তে চোদ্দালকষষ্ঠাস্তমশ্বপতিমভ্যাজগ্মুঃ। স চ তান্ মহর্ষীন্ যথার্হং পৃথগভ্যর্চ্য "ন মে স্তেনঃ" ইত্যাদিনা "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" ইত্যন্তেনাত্মনো ব্রতস্থতয়া প্রতিগ্রহযোগ্যতাং জ্ঞাপয়ন্নেব ব্রহ্মবিদ্ভিরপি প্রতিষিদ্ধপরিহরণীয়তাং বিহিতকর্ম্ম-কর্ত্তব্যতাং চ প্রজ্ঞাপ্য "যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবদ্ ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি; বসন্তু ভবন্তঃ" ইত্যবোচৎ। তে চ মুমুক্ষবো বৈশ্বানরমাত্মানং জিজ্ঞাসমানাস্তমেবাত্মানমস্মাকং ব্রূহীত্যবোচন্। তদেবং "কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম" ইতি

প্রভৃতি এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া 'আমাদের আত্মা কি? এবং ব্রহ্ম কি?' এইরূপ বিচার করিয়া [বলিলেন যে,] 'হে মহাশয়গণ, অরুণ-তনয় উদ্দালক ঋষিই সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি,' 'এইরূপে উদ্দালকের বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞতা অবগত হইয়া তাঁহারই নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই উদ্দালক উপস্থিত ঋষিগণকে বৈশ্বানর আত্মজিজ্ঞাসু বুঝিতে পারিয়া এবং আপনাকেও বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণজ্ঞ মনে করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়গণ! সম্প্রতি কেকয়দেশীয় রাজা অশ্বপতিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; আসুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি।' এইরূপ স্থির করিয়া উদ্দালক সহকারে তাহারা ছয়জন অশ্বপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই অশ্বপতি সেই মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া 'আমার রাজ্যে চোর নাই' ইত্যাদি এবং 'হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি' এইপর্য্যন্ত বাক্যে আপনার ব্রতস্থতা-নিবন্ধনদাতৃ-জ্ঞাপনের উদ্দেশেই 'ব্রহ্মবিদ্গণের পক্ষেও নিষিদ্ধ কর্ম্মের ত্যাগ ও বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'এক একজন ঋত্বিক্কে (ব্রতীকে) যে পরিমাণ ধন প্রদান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই প্রদান করিব; আপনারা এখানে অবস্থান করুন' ইতি। সেই মুমুক্ষু ঋষিগণ, বৈশ্বানর আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, 'সেই বৈশ্বানর আত্মাকেই আমাদের নিকট প্রকাশ কর।' অতএব, আমাদের আত্মা কি? এবং ব্রহ্মই বা কি? এইরূপে জীবগণের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইয়া-

জীবাত্মনামাত্মভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসমানৈস্তজ্জ্ঞমশ্বিচ্ছদ্ভির্বৈশ্বানরাত্মজ্ঞসকাশ-মাগম্য পৃচ্ছ্যমানো বৈশ্বানরাত্মা পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে; আত্ম-ব্রহ্ম-শব্দাভ্যামুপক্রম্য পশ্চাৎ সর্ব্বত্রাত্ম-বৈশ্বানরশব্দাভ্যাং ব্যবহারাচ্চ ব্রহ্ম-শব্দ-স্থানে নির্দ্দিশ্যমানো বৈশ্বানর-শব্দো ব্রহ্মৈবাভিধত্ত ইতি বিজ্ঞায়তে। কিঞ্চ, "স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি", "তদযথেষীকতুল-মগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।২৪ ৩] ইতি চ বক্ষ্যমাণং বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞানফলং বৈশ্বানরাত্মানং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়তি ॥১।২।২৫॥

ইতশ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা—

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥১॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যমাণং (স্মরণের বিষয়ীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা) অনুমান (লিঙ্গ—জ্ঞাপক) স্যাৎ (হইতে পারে) ইতি (এই প্রকারে)।]

[সরলার্থঃ—স্মর্য্যমাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মাণং; অনুমানং—অনুমীয়তে অনেনেতি লিঙ্গং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ; ইতি শব্দঃ প্রকারবাচী, তথাচ "অগ্নির্মূর্দ্ধা, চক্ষুষী চন্দ্র-স্বর্য্যৌ" ইত্যাদি প্রকারেণ স্মর্য্যমাণং বৈশ্বানরস্য রূপং পরমাত্মপরিগ্রহে অনুমানং লিঙ্গং স্যাৎ ভবেদিত্যর্থঃ। নহি পরমাত্মনোঽন্যত্র ঈদৃশং রূপং সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥

'অগ্নি যাঁহার মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুদ্বয়' ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব-নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে; কারণ, ঐরূপ রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না ॥ ১। ২। ২৬ ॥]

ছিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যখন সেই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ নহে। বিশেষতঃ উপক্রমে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ এবং পশ্চাৎ সর্ব্বত্র আত্মশব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আরও এক কথা—'সেই বৈশ্বানরাত্মবিৎ পুরুষ সমস্ত লোকে, সমস্তভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন'; এবং 'অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঈষীকাতুলা (শরতৃণের মূল) যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি ইহারও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।' বৈশ্বানর আত্ম-বিজ্ঞানের উক্তপ্রকার ফল নির্দ্দেশও বৈশ্বানর আত্মার পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ॥১।২।২৫ ॥

দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তমবয়ববিভাগেন বৈশ্বানরস্য রূপমিহোপদিশ্যতে; তচ্চ শ্রুতিস্মৃতিষু পরমপুরুষরূপতয়া প্রসিদ্ধম্। তদিহ তদেবেদমিতি স্মর্য্যমাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্য পরমপুরুষত্বে অনুমানং লিঙ্গমিত্যর্থঃ। ইতি—শব্দঃ প্রকারবচনঃ; ইত্থম্ভূতং রূপং প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্য পরমাত্মত্বে অনুমানং স্যাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু হি পরমপুরুষস্যেত্থং রূপং প্রসিদ্ধম্। যথা আথর্ব্বণে "অগ্নির্মূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, দিশঃ শ্রোত্রে, বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য, পদ্ভ্যাং পৃথিবী, হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" [মুণ্ড০ ২।১ ৪] ইতি। অগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ, "অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ" [বৃহদা০ ৮।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ। স্মরন্তি চ মুনয়ঃ "দ্যাং মূর্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা" ইতি, "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" [মহাভা০ শান্তি০ রাজধর্ম্ম০ ৪৭।৭০] ইতি চ। ইহ চ দ্যুপ্রভৃতয়ো বৈশ্বানরস্য মূর্ধাদ্যবয়বত্বেনোচ্যন্তে।

এই প্রকরণে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত এক একটী অবয়ব ক্রমে বৈশ্বানর আত্মার রূপ (আকৃতি) উপদিষ্ট হইয়াছে; শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু পরমপুরুষ পরমাত্মারই ঐরূপ রূপ প্রসিদ্ধ আছে; অতএব এখানে যখন ইহাও তাঁহারই সেই রূপ বলিয়া স্মরণের বষয়ীভূত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা উক্ত বৈশ্বানরের পরম পুরুষত্ব বিষয়ে অনুমান অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু [হইবে]। [সূত্রস্থ] 'ইতি'শব্দের অর্থ 'প্রকার' (বিশেষণভাব), [সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই একপ্রকার রূপ, এই ভাবে] প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ীভূত এবম্ভূত রূপই বৈশ্বানর-শব্দের পরমাত্মত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরম পুরুষ পরমাত্মারই এবংবিধ রূপ প্রসিদ্ধ আছে। যথা অথর্ব্ববেদীয় [মুণ্ডকোপনিষদে]—'অগ্নি যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সমূহ যাঁহার কর্ণদ্বয়, বেদসমূহ যাঁহার বাক্য স্বরূপ, বায়ুমণ্ডল যাঁহার প্রাণ, জগৎ যাঁহার হৃদয়, পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয়, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা', ইতি। এখানে অগ্নি অর্থ—দ্যুলোক; কারণ, 'এই দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। মুনিগণও স্মরণ করিয়া থাকেন যে, 'বিপ্রগণ দ্যুলোককে যাঁহার মস্তক বলিয়া বর্ণনা করেন, আকাশকে নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে চক্ষুদ্বয়, দিক্ সমূহকে দুই কর্ণ, এবং ক্ষিতিকে তাঁহার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে; সেই অচিন্ত্য আত্মাই সমস্তভূতের পরিচালক বা নিয়ামক' ইতি। আরও আছে—'অগ্নি যাঁহার মুখ, দ্যুলোক যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণদ্বয়, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ সমূহ যাঁহার শ্রোত্রদ্বয়, সেই সর্ব্বলোকাত্মকের উদ্দেশে নমস্কার।' এখানেও দ্যুলোক প্রভৃতি পদার্থগুলিই বৈশ্বানরের মস্তকাদি অবয়বরূপে উক্ত হইতেছে।

তথাহি—তৈরৌপমন্যবপ্রভৃতিভির্মহর্ষিভিঃ "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সংপ্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" ইতি পৃষ্টঃ কেকয়স্তেভ্যো বৈশ্বানরাত্মানমুপদিদিক্ষুর্ব্বিশেষপ্রশ্নান্যথানুপপত্ত্যা বৈশ্বানরাত্মন্যেতৈঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞাতং কিঞ্চিদজ্ঞাতমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশবুভুৎসয়া তানেকৈকং পপ্রচ্ছ। তত্র "ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে" [ছান্দো০ ৫।১২।১] ইতি পৃষ্টে "দিবমেব ভগবো রাজন্" ইতি তেন চোক্তে দিবি তস্য পূর্ণবৈশ্বানরাত্মবুদ্ধিং নিবর্ত্তয়ন্ বৈশ্বানরস্য দ্যৌর্মূর্দ্ধেতি চোপদিশন্ তস্যা বৈশ্বানরাংশভূতায়া দিবঃ'সুতেজাঃ' ইতি গুণনামধেয়ং প্রাচিখ্যপৎ। এবং সত্যযজ্ঞাদিভিরাদিত্যবায়্বাকাশাপ্পৃথিবীনামেকৈকেন একৈকমুপাস্যমানতয়া কথিতানাং "বিশ্বরূপঃ, পৃথগ্বর্ত্মা, বহুলঃ, রয়িঃ, প্রতিষ্ঠা," ইত্যেকৈকগুণনামধেয়ানি বৈশ্বানরাত্মনশ্চক্ষুঃপ্রাণ-সন্দেহ-বস্তি-পাদাবয়বত্বং চোপদিষ্টম্। সন্দেহো মধ্যকায় উচ্যতে। অতএবম্ভূত-দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টং পরমপুরুষস্যৈব রূপমিতি বৈশ্বানরঃ পরমপুরুষ এব ॥ ১॥২॥২৬ ॥

দেখ, সেই ঔপমন্যব প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেকয়-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ, অতএব তাহা আমাদিগকে বল।' জিজ্ঞাসিত কেকয় রাজ বৈশ্বানর আত্মার উপদেশেচ্ছু হইয়া [মনে করিলেন যে,] কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান না থাকিলে যখন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না; তখন নিশ্চয়ই এবিষয় ইহাদের কিয়ৎ পরিমাণে জানা আছে; কোন অংশ ইহাদের জ্ঞাত, আর কোন অংশ বা অজ্ঞাত, ইহা বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অনন্তর ঔপমন্যবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?' জিজ্ঞাসিত ঔপমন্যব বলিলেন—ভগবন্ রাজন্! দ্যুলোককেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি।'] এই কথার পর, দ্যুলোকেই যে তাহার সংপূর্ণ বৈশ্বানরত্ব বুদ্ধি আছে, তন্নিবারণার্থ 'দ্যুলোক মস্তক' এইরূপ উপদেশ করিয়া বৈশ্বানরের অংশভূত সেই দ্যুলোকের গুণানুযায়ী 'সুতেজাঃ' নাম নির্দ্দেশ করিলেন। এই প্রকার আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীর এক একটীকে সত্য, যজ্ঞ প্রভৃতিরূপে উপাস্যমান বলিয়া উপদেশ করিয়া তাহাদেরই এক একটীর আবার 'বিশ্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্তাত্মা (পৃথগ্বর্ত্মা—বায়ু যাহার আত্মা), বহুল (বহুব্যাপক আকাশ), রয়ি ও প্রতিষ্ঠা', গুণানুযায়ী এই সকল নাম এবং বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, প্রাণ, সন্দেহ, বস্তি (মলমূত্রাশয়) ও চরণ, এই কয়েকটী অবয়বেরও উপদেশ করিলেন। 'সন্দেহ' শব্দে দেহের মধ্যভাগ উক্ত হইয়া থাকে। অতএব, এবংপ্রকার দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্ট রূপটী যখন পরম পুরুষ পরমাত্মারই প্রসিদ্ধ; তখন বৈশ্বানর অর্থ নিশ্চয়ই পরম পুরুষ পরমাত্মা, অপর কেহ নহে ॥ ১। ২। ২৬ ॥

পুনরপ্যনির্ণয়মেবাশঙ্ক্য পরিহরতি—

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাদিভ্যঃ (শব্দ প্রভৃতি কারণে) ; অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ (অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু) চ (ও) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল,] ন (না—বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির—উপাসনার উপদেশহেতু) ; অসম্ভবাৎ [অন্যের পক্ষে] (অসম্ভবহেতু), পুরুষম্ (পুরুষ বলিয়া) অপি (ও) চ (এবং) এনং (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন)।]

[সরলার্থঃ—শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ হেতোঃ। বৈশ্বানরশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং শঙ্কাপূর্ব্বকং সমর্থয়তি। শব্দস্তাবৎ "স এষোঽগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ" ইত্যত্র বৈশ্বানর শব্দ-সমানাধিকরণঃ অগ্নিশব্দঃ, "স যো হ বৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ" ইত্যাদৌ বৈশ্বানরস্যাগ্নেঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্বং চ শ্রূয়তে ; এভিঃ হেতুভিঃ বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বরো ন, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেতে ; ন—ন তৎ বক্তব্যম্ ; কুতঃ ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপতয়া উপাসনাবিধানাৎ, কেবলজাঠরাগ্ন্যাদৌ তু তত্রোক্ত-ত্রৈলোক্য-শরীরাত্মত্বস্যাপি অসম্ভবাৎ। বাজসনেয়িনস্তু এনং বৈশ্বানরং পুরুষং অপি অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। পুরুষস্তু তত্র পরমাত্মৈব "পুরুষ এব ইদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর-পদবাচ্য ইত্যাশয়ঃ।

যদি বল, শ্রুতিতে বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) প্রয়োগ থাকায় এবং দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ থাকায়ও বৈশ্বানর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপেই দেহাভ্যন্তরস্থ জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপেই বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনার বিধান হইয়াছে ; শুদ্ধ জাঠরাগ্নিতে তত্রত্য ধর্ম্ম সমূহের সম্ভবও হয় না। বিশেষতঃ বাজসনেয়-শাখীরা এই বৈশ্বানরকে 'পুরুষ' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেখানে পুরুষ অর্থে ত পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১। ২। ২৭ ॥]

যদুক্তং বৈশ্বানরঃ পরমাত্মেতি নিশ্চীয়ত ইতি, তন্ন, শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরস্যাপ্যগ্নেরিহ প্রতীয়মানত্বাৎ। শব্দস্তাবৎ বাজিনাং বৈশ্বা-

---

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে, বৈশ্বানর অর্থে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছে ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে শব্দাদি ও শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান হেতুতে জাঠরাগ্নিও প্রতীতির

নরবিদ্যাপ্রকরণে "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি বৈশ্বানর-সমানাধিকরণতয়া অগ্নিরিতি শ্রূয়তে; অস্মিন্ প্রকরণে চ "হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ" [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইতি বৈশ্বানরস্য হৃদয়াদিস্থস্যাগ্নিত্রয়কল্পনং ক্রিয়তে। "তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং, জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা" [ছান্দো০৫।১৯।১] ইত্যাদিনা প্রাণাহুত্যাধারত্বং চ বৈশ্বানরস্যাবগম্যতে। তথা বৈশ্বানরস্যাস্মিন্ পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। অতোঽগ্নি-শব্দসামানাধিকরণ্যাদগ্নিত্রেতাপরিকল্পনাৎ প্রাণাহুত্যাধারভাবাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ বৈশ্বানরস্য জাঠরত্বমপি প্রতীয়ত ইতি নৈকান্ততঃ পরমাত্মত্বমিতি চেৎ—

তন্ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—পূর্ব্বোক্তস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বৈশ্বানরস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টোপাসনস্যোপদেশাৎ। অগ্নি-শব্দা-

---

বিষয় হইতেছে। শঙ্কা এই যে, বাজসনেয় প্রশ্নোপনিষদে বৈশ্বানর-বিদ্যার প্রকরণে 'সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর', এস্থলে বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে অভেদ নির্দ্দেশ পরিশ্রুত হইতেছে। এই প্রকরণেও 'হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি), এবং মুখই আহবনীয় (যে অগ্নিতে হোম করা হয়)', এইরূপে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরের অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'ভোজনার্থ প্রথমে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় (তাহা দ্বারা হোম করা আবশ্যক)', সেই লোক প্রথমে যাহা হোম করিবে, 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া সেই হোম করিবে ; অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা মুখে দিবে,' ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর আত্মাকেই প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া জানা যাইতেছে। সেইরূপ বাজসনেয়শাখিগণ এই বৈশ্বানর আত্মার জীবশরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতিও বলিয়া থাকেন—'সেই যে লোক, পুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষাকৃতি এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়,' ইতি। অতএব অগ্নির সহিত অভেদ নির্দ্দেশ, অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা, প্রাণাহুতির অধিকরণতা এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু বশতঃ বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিত্বও প্রতীত হইতেছে—কেবলই যে পরমাত্মত্ব, তাহা নহে। ইহা যদি বল—

না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু সেইরূপই দৃষ্টির উপদেশ, অর্থাৎ পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী বলিয়া যে পরব্রহ্ম বৈশ্বানর উক্ত হইয়াছেন, জঠরাগ্নিও তাহার শরীরস্থানীয় ; এই

দিভির্হি ন কেবলো জাঠরঃ প্রতিপাদ্যতে; অপি তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্টঃ পরমাত্মা। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, অসম্ভবাৎ—জাঠরস্য কেবলস্য ত্রৈলোক্যশরীরত্বাসম্ভবাৎ। ত্রৈলোক্যশরীরতয়া প্রতিপন্নবৈশ্বানরসমানাধিকরণো জাঠরবিষয়তয়া প্রতীয়মানোঽগ্নি-শব্দো জাঠর-শরীরতয়া তদ্বিশিষ্টং পরমাত্মানমেবাভিদধাতীত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

"প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥" [গীতা০ ১২।১৪] ইতি জাঠরানলশরীরো ভূত্বেত্যর্থঃ। অতঃ তদ্বিশিষ্টস্যোপাসনমত্রোপদিশ্যতে। কিঞ্চ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—"স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎপুরুষঃ" ইতি; ন হি জাঠরস্য কেবলস্য পুরুষত্বং, পরমাত্মন এব হি নিরুপাধিকং পুরুষত্বং, যথা "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ", "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" [পুরুষ সূ০] ইত্যাদৌ ॥ ১।২।২৭ ॥

জন্য জাঠরাগ্নি-বিশিষ্টরূপেই তাহার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। আর অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু পরমাত্মাও। যদি বল, ইহা জানিবার উপায় কি ? অসম্ভবই তাহার উপায় অর্থাৎ শুধু জাঠরাগ্নির সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য শরীরত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ত্রৈলোক্য শরীরবিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন বৈশ্বানরের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত কোন শব্দ যদি জাঠরাগ্নি অর্থে প্রতীয়মান ও হয়, তাহা হইলেও [বুঝিতে হইবে যে,] জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর; তখন সেই অগ্নি শব্দও জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারই বোধক হইয়া থাকে। ভগবান্‌ও যাহা বলিয়াছেন—'আমি বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি'—অর্থাৎ জাঠরানলস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া। অতএব, এখানে সেই জাঠরাগ্নিবিশিষ্টের উপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে। আরও এক কথা,—বাজসনেয়-শাখীরা ইহাকে পুরুষ-শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। 'সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যাহা পুরুষ [বলিয়া কথিত]' ইতি। কিন্তু কেবলই জাঠরাগ্নির কখনই পুরুষত্ব হইতে পারে না; পরন্তু, একমাত্র পরমাত্মারই নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক পুরুষত্ব স্থানান্তরে প্রসিদ্ধ আছে; যথা—'পুরুষ সহস্র মস্তকযুক্ত,' 'পুরুষই এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মাকেই 'পুরুষ'শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে ॥ ১।২ ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১।২।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতএব (এইহেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা), ভূতং (ভূতাগ্নি) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অতএব—উক্তেভ্য এব হেতুভ্যঃ, দেবতা ভূতং (অগ্নিঃ) চাপি ন বৈশ্বানরশব্দেন অভিলপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

উক্ত হেতুতেই এখানে বৈশ্বানর অর্থ দেবতা কিংবা ভূতাগ্নি নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ॥১।২। ২৮॥]

উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতায়াশ্চ তৃতীয়স্য মহাভূতস্যাপি ন বৈশ্বানরত্বপ্রসঙ্গঃ ॥১।২।২৮॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [বলিয়া থাকেন।]

[সরলার্থঃ—বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ বৈশ্বানর-শব্দো যথা ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তথা অগ্রনয়নাৎ অগ্নিশব্দস্যাপি সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকতয়া পরমাত্মনি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাভাবং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ইতিশেষঃ ॥

সমস্ত নরের (জীবের) নেতা বলিয়া বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরমাত্মার বোধক হয়, তেমনি অগ্রনয়ন অর্থাৎ উৎকর্ষ বা ফল সম্পাদন গুণ থাকায় অগ্নি শব্দও যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক হইবে, ইহাতে জৈমিনি আচার্য্য কোনপ্রকার বিরোধ মনে করেন না ॥ ১। ২। ২৯ ॥]

বৈশ্বানর-সমানাধিকরণস্যাগ্নি-শব্দস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টস্য পরমাত্মনো বাচকত্বং, তথৈব পরমাত্মন উপাস্যত্বং চোক্তম্। জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো বৈশ্বানর-শব্দবদগ্নি-শব্দস্যাপি পরমাত্মন এব সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকত্বে ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি মন্যতে।

উক্ত হেতুবশতই দেবতা এবং তৃতীয় মহাভূত অগ্নিরও বৈশ্বানরত্ব সম্ভাবনা নাই ॥১॥২॥২৮॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দটী বৈশ্বানর শব্দের সহিত অভেদ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, জাঠারাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক হইতে পারে, এবং ঐরূপেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বৈশ্বানর শব্দের স্থায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাচকতায়ও অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের কোন প্রকার বিরোধ নাই।

এতদুক্তং ভবতি—যথা বৈশ্বানর-শব্দঃ সাধারণোঽপি পরমাত্মাসাধারণ-ধর্ম্মবিশেষিতো বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাদিনা গুণেন পরমাত্মানমেবাভি-দধাতীতি নিশ্চীয়তে, এবমগ্নি-শব্দোঽপ্যগ্র-নয়নাদিনা যেনৈব গুণেন যোগাৎ জ্বলনে বর্ত্ততে, তস্যৈব গুণস্য নিরুপাধিকস্য কাষ্ঠাগতস্য পরমাত্মনি সম্ভবাদস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মবিশেষিতঃ পরমাত্মানমেবাভি-ধত্ত ইতি ॥ ১।২।২৯ ॥

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্" ইত্যপরিচ্ছিন্নস্য পরস্য ব্রহ্মণো দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তপ্রদেশসম্বন্ধিন্যা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কথমুপপদ্যতে ? তত্রাহ—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।২।৩০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তি হেতু), ইতি (ইহা) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—"যস্ত এতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং" ইত্যাদৌ যৎ অনবচ্ছিন্নস্যাপি পরমা-ত্মনঃ প্রাদেশমাত্রত্বেন গ্রহণম্, তৎ প্রাদেশপরিমিত-হৃদয়দেশে অভিব্যক্তিনিমিত্তম্ ; অভিব্যজ্যতে হি পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিতে হৃদয়দেশে উপাসকানাং কৃতে, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অনবচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও উপাসকগণের হৃদয়প্রদেশেই অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) হন। হৃদয়ের পরিমাণ একপ্রাদেশ ; সুতরাং শ্রুতিতে তদভিব্যক্ত পরমাত্মাকেও প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ইহা আশ্মরথ্যনামক আচার্য্যের মত ॥১॥২॥৩০॥]

ইহাই বলা হইতেছে যে,—'বৈশ্বানর' শব্দটী সাধারণ বা অবিশেষিত হইলেও যেমন পরমাত্মার অসাধারণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া—নিখিল নরের (জীবের) নেতৃত্ব-গুণে পরমাত্মার বাচক বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; তেমনি 'অগ্নি'শব্দও অগ্রে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধানুসারে অগ্নির বোধক হইয়া থাকে। নিরুপাধিক বা স্বভাবসিদ্ধ সেই গুণই পরমাত্মাতে সর্ব্বাধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রকরণেও পরমাত্মার অসাধারণ অপরাপর গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মারই অভিধায়ক হইতেছে ॥ ১ । ২ । ২৯ ॥

[ভাল, পরব্রহ্মই যদি বৈশ্বানর হইলেন, তাহা হইলে] 'যে লোক এই প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিমিত', এই শ্রুতিকথিত অপরিচ্ছন্ন পরব্রহ্মের দ্যুলোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষগত মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অভিব্যক্তেঃ" ইত্যাদি।

উপাসকাভিব্যক্ত্যর্থং প্রাদেশমাত্রত্বং পরমাত্মন ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। "দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশো মধ্যকায়ঃ, আপো বস্তিঃ, পৃথিবী পাদৌ" ইতি দ্যুপ্রভৃতিপ্রদেশসম্বন্ধিন্যা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কৃৎস্নমিদম্ (*) অভিব্যাপ্তবতো বিগতমানস্য হ্যভিব্যক্তেরেব হেতোর্ভবতি ॥ ১।২।৩০ ॥

মূর্দ্ধপ্রভৃত্যবয়ববিশেষৈঃ পুরুষবিধত্বং পরস্য ব্রহ্মণঃ কিমর্থম্? ইতি চেৎ; তত্রাহ —

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥ ১।২।৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (অনুগত উপলব্ধি স্থান বলিয়া), ইতি (ইহা) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) [মনে করেন।]

[সরলার্থঃ—অনবচ্ছিন্নস্যাপি পরমাত্মনঃ অনুস্মৃতেঃ, অনুস্মৃতিঃ উপাসনং, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ; দ্যু-মূর্দ্ধত্বাদি-কল্পনম্, ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উপাসনার নিমিত্তই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও পূর্ব্বোক্ত দ্যু-মূর্দ্ধত্বাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ১। ২। ৩১ ॥]

তথোপাসনার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। "যস্ত্বেতমেবমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু অন্নমত্তি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে হ্যুপাসনমুপদিশ্যতে। এতমেবমিতি—উক্ত-

---

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [উপাসনাকালে পরমাত্মা] উপাসকদিগের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহার প্রাদেশ-মাত্র পরিমাণ [কথিত হইয়াছে]। আর 'দ্যুলোক যাহার মস্তক, আদিত্য যাহার চক্ষু, বায়ু যাহার প্রাণ, আকাশ যাহার দেহমধ্য, জল যাহার বস্তি (মূত্রাশয়) পৃথিবী যাহার পাদ,' ইত্যাদি প্রকারে দ্যুলোক প্রভৃতি প্রদেশগত পরিমাণ দ্বারা যে, সর্ব্বব্যাপী অপরিমেয় পরমাত্মার পরিচ্ছিন্নতা উক্ত হইয়াছে, [ঐ সমস্ত প্রদেশে] অভিব্যক্তিই তাহার হেতু। ১। ২ ॥ ৩০ ॥

যদি বল, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব-যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে কল্পনাকরার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—"অনুস্মৃতেঃ" ইত্যাদি।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, পরব্রহ্মের ঐ প্রকারে উপাসনার্থই [পুরুষাকার কল্পিত হইয়াছে]। কেননা, 'যে লোক সর্ব্বতোভাবে অপরিমিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার পুরুষাকারে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে (দেহে) অন্নভোগ করে', এই শ্রুতি উক্তপ্রকার উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ

(*) 'কৃৎস্নমভিব্যাপ্ত' ইতি (খ) পাঠঃ।

প্রকারেণ পুরুষাকারমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু বর্ত্তমানং যদন্নং ভোগ্যং, তদত্তি—সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং স্বত এবানবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতি। যত্তু সর্ব্বৈঃ কর্ম্মবশ্যৈরাত্মভিঃ প্রত্যেকমনন্যসাধারণমন্নং ভুজ্যতে, তন্মুমুক্ষুভিস্ত্যাজ্যত্বাদিহ ন গৃহ্যতে ॥ ১।২।৩১ ॥

যদি পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ, কথং তর্হি উরঃপ্রভৃতীনাং বেদ্যাদিত্বোপদেশঃ? যাবতা জাঠরাগ্নিপরিগ্রহ এবৈতদুপপদ্যত ইতি। অত্রাহ—

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১।২।৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্পত্তেঃ ('সম্পৎ' উপাসনার জন্য) [ঐরূপ অর্থ] ইতি (ইহা) (জৈমিনি আচার্য্য) [মনে করেন]।

[সরলার্থঃ—"উর এব বেদিঃ লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ" ইত্যাদিনা উপাসকস্য উর আদীনাং বেদ্যাদিভাব-কল্পনং বিদ্যাঙ্গভূতায়াঃ প্রাণাহুতেঃ অগ্নিহোত্রত্বসম্পাদনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্য্যঃ মন্যতে। তথাহি শ্রুতিরপি এতৎ দর্শয়তি—"য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদ্যা।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমই বর্হিঃ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি' ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনার্থই উপাসকের বক্ষঃপ্রভৃতিকে বেদিপ্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'যে লোক ইহাকে এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে' ইত্যাদি শ্রুতিও এইরূপ অর্থই প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১।২।৩২ ॥]

অস্য পরমাত্মন এব বৈশ্বানরস্য দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তশরীরস্য সমারাধনভূতায়া উপাসকৈরহরহঃ ক্রিয়মাণায়াঃ প্রাণাহুতেরগ্নিহোত্রত্ব-সম্পাদনায়

করিয়াছেন। 'এতম্ এবম্' অর্থ—উক্তপ্রকার পুরুষাকারকে। সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব আত্মায় বর্ত্তমান যে অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, তাহা ভোগ করেন,—সর্ব্বত্রাবস্থিত, নিরতিশয় ও অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াথাকেন। কর্ম্মাধীন আত্মগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র অনন্যসাধারণ (অর্থাৎ যাহা অপরের নাই, এমন) যে অন্ন উপভুক্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য ॥ ১।২।৩১ ॥

ভাল, যদি পরমাত্মাই বৈশ্বানর হন, তাহা হইলে উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে উপদেশ কেন? বরং জঠরাগ্নির পক্ষেই ঐ সমস্ত উপদেশ সুসঙ্গত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"সম্পত্তেঃ" ইত্যাদি।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যাঁহার শরীর, উপাসকগণ বৈশ্বানরসংজ্ঞক সেই পরমাত্মারই প্রত্যহ যে প্রাণাহুতিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই

অয়ম্ উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিত্বাদ্যুপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। তথা হি—পরমাত্মোপাসনোচিতমেব ফলং প্রাণাহুত্যা অগ্নিহোত্রসম্পত্তিং চ দর্শয়তীয়ং শ্রুতিঃ (*) "স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্যাৎ। অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি, তদ্‌যথেষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।২৪।১] ইতি ॥ ১।২।৩২ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আমনন্তি (বলিয়া থাকেন), চ (ও), এনং (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্ (উপাসকের শরীরমধ্যে)।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ উপাসক-শরীরে এনং পরমাত্মানং উপাস্যত্বেন আমনন্তি কথয়ন্তি চ শ্রুতয়ঃ—"তস্য হ বা এতস্য * * * মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদ্যাঃ।

'এই উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তক' ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মাকে এই উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১ । ১ । ৩৩ ॥]

আরাধনারূপ প্রাণাহুতির 'অগ্নিহোত্র'ত্ব সম্পাদনের নিমিত্তই উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে উপদেশ করা হইয়াছে (+)। দেখ, 'যে লোক ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে; তাহার সেই হোম জ্বলৎ অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতির সমান হয়। পক্ষান্তরে, যে লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে; সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মায়ই তাহার সেই হোমকরা হয়। ঈষীকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাহারও সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।' এই শ্রুতিও পরমাত্মোপাসনার উপযুক্ত ফল এবং প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনই প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ । ২ । ৩২ ॥

(*) দর্শয়তি শ্রুতিরিয়ং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—'অগ্নিহোত্র' একপ্রকার যজ্ঞ; প্রত্যহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে দ্রব্যময় যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হয় না; উপাসনারই বিশেষ আবশ্যক। তাই তাহারা বেদবিহিত যজ্ঞকে জ্ঞানাকারে পরিণত করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন; এইরূপই শ্রৌত বিধান রহিয়াছে। 'সম্পৎ' একপ্রকার উপাসনা; একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা। 'প্রাণাহুতি' অর্থ—আমরা প্রত্যহ যে, আহার করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করা হয়, এই প্রাত্যহিক আহারকেই 'প্রাণাহুতি' বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আলোচ্য স্থলে উপাসক ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য-সাধ্য 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ না করিয়া উক্ত প্রাণাহুতিকেই অগ্নিহোত্ররূপে চিন্তা করিবে; সুতরাং অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় বেদি ও কুশ প্রভৃতিরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়; তাই তাহাকে প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব এবং উরঃ (বক্ষঃস্থল) প্রভৃতি অবয়বসমূহের যজ্ঞীয় বেদিপ্রভৃতি রূপত্ব সম্পাদন করিয়া লইতে হয়; এইজন্য এই জাতীয় উপাসনাকে 'সম্পৎ'উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

এনং পরমপুরুষং দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্টং বৈশ্বানরমস্মিন্ উপাসক-শরীরে প্রাণাহুত্যাধারত্বায় আমনন্তি চ "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাঃ" [ছান্দো° ৫।১৮।২] ইত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" ইতি ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্যোপাসনং বিধায় "সর্ব্বেষু লোকেষু" ইত্যাদিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তিং চ ফলমুপদিশ্য অস্যৈবোপাসনস্যাঙ্গভূতং প্রাণাগ্নিহোত্রং "তস্য হ বা এতস্য" ইত্যাদিনোপদিশতি; যঃ পূর্ব্বমুপাস্যতয়োপদিষ্টো বৈশ্বানরঃ, তস্যাবয়বভূতানগ্ন্যাদিত্যাদীন্ সুতেজোবিশ্বরূপাদিনামধেয়ান্ উপাসক-শরীরে মূর্ধাদি-পাদান্তেষু সম্পাদয়তি। মূর্ধৈব সুতেজাঃ—উপাসকস্য মূর্ধৈব পরমাত্ম-মূর্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ। চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ—আদিত্য ইত্যর্থঃ। প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মা—বায়ুরিত্যর্থঃ। সন্দেহো বহুলঃ—উপাসকস্য মধ্যকায় এব পরমাত্ম-মধ্যকায়ভূত আকাশ ইত্যর্থঃ। বস্তিরেব রয়িঃ—অস্য বস্তিরেব তদবয়বভূতা আপ ইত্যর্থঃ (*)। পৃথিব্যেব পাদৌ—অস্য পাদাবেব তৎপাদভূতা পৃথিবীত্যর্থঃ। এবমুপাসকঃ স্বশরীর এব পরমাত্মানং

'সুতেজাঃ দ্যুলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক', ইত্যাদি শ্রুতিও দ্যুলোকাদিরূপ মস্তকাদি-বিশেষণে বিশেষিত সেই এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে এই উপাসক-শরীরে প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, 'যে লোক এই সর্ব্বব্যাপী বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র-পরিমিতভাবে উপাসনা করে,' এই শ্রুতিতে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করিয়া "সর্ব্বেষু লোকেষু" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ উপাসনা-ফলের উল্লেখ করিয়া "তস্য হ বা এতস্য" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে প্রাণাগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার উপদেশ করিতেছেন। [এইরূপে] পূর্ব্বে যে বৈশ্বানর উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই অবয়বস্থানীয় সুতেজাঃ ও বিশ্বরূপাদিনামক অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিকে উপাসকদেহে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত অবয়বসমূহরূপে সম্পাদন করিতেছেন; অর্থাৎ বৈশ্বানরের দ্যুলোকাদি অবয়বগুলিকে উপাসকের অবয়বরূপে কল্পনা করিতেছেন।

"মূর্ধৈব সুতেজাঃ"—অর্থ—উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক। "চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ" অর্থ—[উপাসকের] চক্ষুই [পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয়] আদিত্য। "প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা" অর্থ—[উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয়] বায়ু। "সংদেহঃ বহুলং" অর্থ—উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ। 'পৃথিবীই পাদদ্বয়' অর্থ—এই উপাসকের পাদদ্বয়ই

(*) 'বস্তিরেব' ইত্যাদিঃ "ইত্যর্থঃ" ইত্যন্তঃ পাঠঃ 'খ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ত্রৈলোক্যশরীরং বৈশ্বানরং সন্নিহিতমনুসংধায় স্বকীয়ানি উরোলোমহৃদয়-মন-আস্যানি প্রাণাহুত্যাধারস্য পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্য বেদি-বর্হির্গার্হপত্যা-ন্বাহার্যপচনাহবনীয়ান্ অগ্নিহোত্রোপকরণভূতান্ পরিকল্প্য প্রাণাহুতেশ্চাগ্নি-হোত্রত্বং পরিকল্প্য এবংবিধেন প্রাণাগ্নিহোত্রেণ পরমাত্মানং বৈশ্বানর-মারাধয়েদিতি "উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ", ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। অতঃ পরমাত্মা পুরুষোত্তম এব বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।৩৩॥ [সমাপ্তং ষষ্ঠং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তাঁহার পাদদ্বয়স্থানীয় পৃথিবী। উপাসক এইরূপে ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর পরমাত্মাকে স্বশরীরেই সন্নিহিতভাবে অনুসন্ধান করিয়া—স্বীয় বক্ষঃ, লোম, হৃদয়, মন প্রভৃতিকে প্রাণাহুতির অধিকরণস্থানীয় বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, বর্হিঃ, গার্হপত্য, আহবনীয় ও অন্বাহার্য্য-পচনরূপে (দক্ষিণাগ্নিরূপে) অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় উপকরণরূপে পরিকল্পনা করিয়া এবং প্রাণাহুতিরও অগ্নিহোত্রত্ব কল্পনা করিয়া উক্তপ্রকার প্রাণাহুতি দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মার আরাধনা করিবে, ইহাই 'বক্ষই বেদি, লোমসমূহই বর্হিঃ (কুশ), এবং হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি' ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে। অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই যে বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১। ২। ৩৩॥ [ষষ্ঠ 'বৈশ্বানরাধিকরণ' সমাপ্ত।]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

[প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্] **দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১।৩।১ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং (দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়) [ব্রহ্ম], স্বশব্দাৎ (যেহেতু তদ্বোধক শব্দ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থ :—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্", ইত্যত্র দ্যুভ্বাদীনাম্ আয়তনত্বেন শ্রূয়মাণঃ কিং জীবঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে— পরমাত্মৈব অত্র দ্যু-পৃথিব্যাদীনাম্ আয়তনং ভবিতুমর্হতি, নতু জীবঃ। কস্মাৎ? স্বশব্দাৎ—"তমেব একং জানথ আত্মানম্" ইত্যাত্ম-শব্দশ্রবণাৎ; অবিশেষেণ হি শ্রূয়মাণ আত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব অবগময়তি, নতু জীবমিত্যাশয়ঃ।

'দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ যাহাতে অবস্থিত' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকাদির অধিকরণ-রূপে শ্রূয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? [উত্তর—] দ্যুলোকাদির আশ্রয় পদার্থটি পরমাত্মাই বটে, জীব নহে। কারণ? এই শ্রুতিরই শেষাংশে 'একমাত্র সেই আত্মাকেই জান' এইরূপ 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে 'আত্মা' শব্দে সাধারণতঃ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ১।৩।১ ॥]

আথর্ব্বণিকা অধীয়তে "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০২।২।৫,৬] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দ্যুপৃথিব্যাদীনামায়-তনত্বেন শ্রূয়মাণো জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তং? জীব ইতি। কুতঃ? "অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ, স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" ইতি পরস্মিন্ শ্লোকে পূর্ব্ববাক্যপ্রস্তুতং দ্যুপৃথিব্যা-দ্যায়তনং 'যত্র' ইতি পুনরপি সপ্তম্যন্তেন পরামৃশ্য তস্য নাড্যাধারত্বমুক্ত্বা,

---

অথর্ব্ববেদীয়গণ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'দ্যুলোক (স্বর্গ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সমস্ত নামের সহিত (বাচক শব্দের সহিত) মনঃ যাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে; একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অপর সমস্ত উপদেশ বাক্য ত্যাগ কর; কারণ, তিনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতুস্বরূপ।' এখানে সংশয় এই যে, এখানে দ্যুলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয়রূপে শ্রূয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত? জীবই। কারণ? 'রথ-নাভিতে অর (শলাকা) সমূহের ন্যায় সমস্ত নাড়ী যাহাতে সংহত বা একত্রিত আছে, তাহাই বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে।' এই পরবর্ত্তী শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকেই আবার "যত্র" (যাহাতে) এইরূপে সপ্তমীবিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক নাড়ীর

পুনরপি "স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" ইতি তস্য বহুধা জায়মানত্ব-মুচ্যতে ; নাড়ীসম্বন্ধো দেবাদিরূপেণ বহুধা জায়মানত্বঞ্চ জীবস্যৈব ধর্ম্মঃ। অস্মিন্নপি শ্লোকে "ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইতি প্রাণপঞ্চকস্য মনসশ্চাশ্রয়ত্বমুচ্যমানং জীবধর্ম্ম এব। এবং জীবত্বে নিশ্চিতে সতি দ্যুপৃথিব্যাদ্যায়তনত্বাদিকং যথাকথঞ্চিৎ সঙ্গময়িতব্যমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে —"দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ"।

[সিদ্ধান্তঃ—]

দ্যুপৃথিব্যাদীনামায়তনং পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? স্বশব্দাৎ—পরব্রহ্মাসাধারণ-শব্দাৎ। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি পরস্য ব্রহ্মণোঽসাধারণঃ শব্দঃ। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" [পুরুষ সূ০ ২] ইতি সর্ব্বত্রোপনিষৎসু স এবামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুঃ (*) শ্রূয়তে. সিনো-

আশ্রয়রূপে উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ "বহুধা জায়মানঃ" বাক্যে তাহারই বহুপ্রকারে প্রকাশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ এবং দেবাদি ভেদে বহুপ্রকারে জন্মধারণ, তাহা জীবেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, (পরমাত্মার নহে)। আর এখানেও যে, " ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" এইরূপে মন ও প্রাণের আশ্রয়ত্ব কথিত হইতেছে, তাহাও জীবেরই ধর্ম্ম, (পরমাত্মার নহে)। এইরূপে যদি জীবত্বই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে দ্যুলোকাদির আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি কথাগুলিকেও যে-কোনরূপে এতদনুযায়ী করিয়া লইতেই হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্" ইত্যাদি। (†)

সিদ্ধান্ত।

পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয় ; কারণ কি ?— স্বশব্দই কারণ, অর্থাৎ যেহেতু পরব্রহ্ম-বোধোপযোগী শব্দ ('অমৃত'শব্দ) রহিয়াছে। 'তিনিই অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ', এটি পরব্রহ্মের অসাধারণ (এক-মাত্র বোধক) শব্দ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না। 'তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অমৃত (মুক্ত) হইয়া থাকে। গমনের আর অপর পথ নাই ;' এইরূপে সমস্ত উপনিষদে পরব্রহ্মই অমৃতপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া পরিশ্রুত হইয়া থাকেন। 'সিঞ্'

(*) হেতুশ্চ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটির নাম 'দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ'। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়-বাক্য—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে যাহাকে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয় বলা হইয়াছে, তাহা কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলায় ইন্দ্রিয়াধীশ্বর জীবই দ্যুভূপ্রভৃতির অধিকরণ। (৪) উত্তর—না—জীব দ্যুভূপ্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না ; কারণ, জীবের সম্বন্ধে নির্বিশেষ 'আত্মা', 'অমৃত' ও 'সেতু' শব্দের প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না, পরন্তু পরমাত্মার পক্ষেই সঙ্গত হয়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ঐরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ করা।

তেশ্চ বন্ধনার্থত্বাৎ সেতুঃ অমৃতস্য প্রাপক ইত্যর্থঃ। সেতুরিব বা সেতুঃ, নদ্যাদিষু সেতুর্হি কূলস্য প্রতিলম্ভকঃ, সংসারার্ণব-পারভূতস্যামৃতস্যৈষ-প্রতিলম্ভক ইত্যর্থঃ। আত্ম-শব্দশ্চ নিরুপাধিকঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তঃ; আপ্নোতীতি হ্যাত্মা; স্বেতরসমস্তস্য নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্তিস্তস্যৈব সম্ভবতি। অতঃ সোঽপি তস্যৈব শব্দঃ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদয়শ্চোপরিতনাঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ শব্দাঃ। নাড্যাধারত্বং তস্যাপি সম্ভবতি, "সন্ততং শিরাভিস্তু (*) লম্বত্যা কোশসন্নিভম্" ইত্যারভ্য— "তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ" [মহানারা০ ১১।৯, ১৩] ইতি শ্রবণাৎ। "বহুধা জায়মানঃ" ইত্যপি পরস্মিন্ ব্রহ্মনি সঙ্গচ্ছতে। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি

ধাতুর অর্থ বন্ধন; সুতরাং সেতু অর্থ—অমৃতপ্রাপ্তির উপায়; অথবা, সেতু অর্থ—সেতুর ন্যায়; নদী প্রভৃতির সেতু যেরূপ পরপার লাভ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও সংসার-সাগরের পারস্বরূপ মোক্ষলাভ সম্পাদন করিয়া দেন। আর অবিশেষে প্রযুক্ত আত্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ। কেননা, 'আত্মা' অর্থ—[যিনি সমস্ত] প্রাপ্ত হন; স্বেতর সমস্ত পদার্থের যে, নিয়ন্তারূপে প্রাপ্তি, তাহাও তাঁহাতেই (পরব্রহ্মেই) সম্ভবপর। সুতরাং 'আত্ম' শব্দও তাহারই বাচক। আর ইহার পরেও 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে, সে সমুদয়ও পরব্রহ্মেরই বাচক। আর পরব্রহ্মের পক্ষেও নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি অসম্ভব হয় না। কারণ, 'হৃদয় স্থানটী পদ্মকলিকার ন্যায় শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ শিরা-আধারে লম্বমান আছে।' এই বাক্যারম্ভের পর 'সেই নাড়ীর অগ্রভাগমধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন', এইরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় (†)। বহুরূপে জায়মানতাও (উৎপত্তিও) পরব্রহ্মে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের অনায়াসে আশ্রয়যোগ্য হইবার জন্য পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বেচ্ছাবশে বিভিন্ন জাতীয় রূপ, আকৃতি, গুণ ও কর্ম্মসমন্বিত হইয়া বহুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন; ইহা অন্যত্রও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, 'তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে জন্ম বা অভিব্যক্তি লাভ করেন। ধীর ব্যক্তিরা তাঁহার অভিব্যক্তির নিদান অবগত

(*) সন্ততং তু 'শিরাভিস্তু' ইত্যুপনিষৎ-সম্মতঃ পাঠঃ। অস্যার্থস্তু—সন্ততং নিরন্তরং শিরাভিঃ লম্বতি আ— আলম্বতি—আলম্বতে শিরাধারে অবলম্বতে ইত্যর্থঃ। অথবা, সন্ততং শতচ্ছিদ্রং বংশচর্ম্মাদিনির্ম্মিতং পাত্রং যবনেষু প্রসিদ্ধম্, তস্য সন্ততস্য তন্তব ইব আতানবিতানাত্মিকাঃ শিরাঃ, তাভিরুপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। কোশসন্নিভং কদলী-পুষ্পসন্নিভমিত্যর্থঃ। ইতি শঙ্করানন্দ-'দীপিকা'।

(†) তাৎপর্য্য—অথর্ব্ববেদীয় 'মহানারায়ণ' নামক উপনিষদের একাদশ খণ্ডে ব্রহ্ম-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান বলিয়া প্রথমতঃ নাভির উপরিভাগস্থিত হৃদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে বলিয়াছেন যে, শিরাসমষ্টি-বেষ্টিত সেই হৃদয়ের মধ্যে একটী ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রমধ্যে অবস্থিত অগ্নির যে উজ্জ্বল সূক্ষ্ম শিখা, সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন। পরমাত্মার আশ্রয়ভূত হৃদয় যখন নাড়ীসমষ্টিতে আশ্রিত, তখন হৃদয়াশ্রিত পরমাত্মাকেও নাড়ী মধ্যে অবস্থিত—'নাড্যাধার' বলা অসঙ্গত হয় নাই।

দেবাদীনাং সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় তত্তজ্জাতীয়রূপ-সংস্থান-গুণ-কর্ম্মসমন্বিতঃ স্বকীয়ং স্বভাবমজহদেব স্বেচ্ছয়া বহুধা বিজায়তে পরঃ পুরুষ ইত্যভিধানাৎ। স্মৃতিরপি—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" [গীতা০ ৪।৬] ইতি।

মনঃপ্রভৃতিজীবোপকরণাধারত্বং চ সর্ব্বাধারস্য পরস্যৈবোপপদ্যতে ॥১॥৩॥১॥

ইতশ্চ পরমপুরুষঃ—

মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ ॥১॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ (মুক্তপুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ হেতু), চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ পুণ্য-পাপবিনির্মুক্তানাং মুক্তানাং উপসৃপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ—নির্দ্দেশাদপি ইদং দ্যু-ভ্বাদ্যায়তনং পরমেব ব্রহ্ম বেদিতব্যমিত্যর্থঃ।

'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তখন (আত্মদর্শনের পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হইয়া অত্যন্ত ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত জ্ঞানী পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ করায়ও এই দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে পর ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ১।৩।২ ॥]

অয়ং দ্যুপৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ সংসারবন্ধাদ্ মুক্তৈরপি প্রাপ্যতয়া ব্যপদিশ্যতে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

আছেন।' স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—'অবিকারী পরমাত্মরূপী আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং সর্ব্ব-ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ মায়াপ্রভাবে সম্ভূত হইয়া থাকি।' এইরূপ জীবের ভোগোপকরণ মনঃপ্রভৃতির আশ্রয়ত্বও সর্ব্বাধার পরমাত্মারই উপপন্ন হইতে পারে ॥ ১।৩।১ ॥

এই কারণেও পরমপুরুষ [দ্যুভূ-প্রভৃতির আয়তন],—'যেহেতু মুক্তপুরুষের প্রাপ্যত্বেরও উক্তি আছে।'

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন, দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত উক্ত পুরুষ তাহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া অভিহিত আছেন। [নিম্নলিখিত শ্রুতিতে কথিত আছে—] 'পরমার্থবিৎ পুরুষ যখন সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মারও কারণ) জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-পুণ্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) হইয়া নিরতিশয়

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"
[মুণ্ড০ ৩। ১। ৩॥ ৩।২।৮] ইতি।

সংসার-বন্ধনাদ্বিমুক্তা এব হি বিধূতপুণ্য-পাপা নিরঞ্জনা নাম-রূপাভ্যাং বিনির্মুক্তাশ্চ। পুণ্য-পাপনিবন্ধনাচিৎসংসর্গপ্রযুক্ত-নামরূপভাক্ত্বমেব হি সংসারঃ। অতো বিধূতপুণ্য-পাপৈর্নিরঞ্জনৈঃ প্রকৃতিসংসর্গরহিতৈঃ পরেণ ব্রহ্মণা পরমং সাম্যমাপন্নৈঃ প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টো দ্যু-পৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ পরং ব্রহ্মৈব ॥১।৩।২॥

পরব্রহ্মাসাধারণ-শব্দাদিভিঃ পরমেব ব্রহ্মেতি প্রসাধ্য প্রত্যগাত্মা-সাধারণ-শব্দাভাবাচ্চায়ং পর এবেত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃচ্চ ॥ ১।৩।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অনুমানং (অনুমানগম্য প্রকৃতি), অতচ্ছব্দাৎ (তদ্বাচক শব্দের অভাবহেতু), প্রাণভৃৎ (জীব) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অতচ্ছব্দাৎ তদ্বোধক-শব্দাভাবাৎ হেতোঃ অনুমানং প্রধানং [যথা দ্যুভ্বাদ্যায়-তনং] ন, [তথা] প্রাণভৃৎ জীবোঽপি ন, অতচ্ছব্দাদেবেত্যাশয়ঃ॥

অনুমান অর্থাৎ সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রকৃতি এবং প্রাণভৃৎ জীবও দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন নহে; কারণ, তদ্বোধক কোন শব্দ নাই ॥ ১।৩।৩ ॥]

ব্রহ্ম সাম্য লাভ করেন। প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, তাহারাই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হন, এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হন। পুণ্য-পাপ নিবন্ধন যে জড়পদার্থের সহিত সংসর্গ, অর্থাৎ 'ইহা আমার' ইত্যাকার অভিমান, সেই জড়সংসর্গ বশতঃ যে নামে ও রূপে আসক্তি, তাহাই জীবের সংসার, (তদতিরিক্ত নহে)। অতএব, পুণ্য-পাপবর্জ্জিত, নিরঞ্জন, প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য এবং পর ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রাপ্যরূপে যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে; দ্যু ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম, (অপর কিছু নহে) ॥ ১। ৩। ২ ॥

বিশেষরূপে পরমাত্মাভিধায়ক শব্দাদিরূপ হেতুপ্রদর্শন দ্বারা দ্যু ও ভূপ্রভৃতির আয়তনভূত ভূমার পরব্রহ্মত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, জীবাভিধায়ক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও যে ঐ ভূমা নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, এখন তাহা বলিতেছেন—"অনুমানম্" ইত্যাদি।

যথা অস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ প্রধানং ন প্রতিপাদ্যম্; এবং প্রাণভৃদপীত্যর্থঃ। অনুমীয়ত ইত্যনুমানং পরোক্তং প্রধানমুচ্যতে, অনুমানপ্রমিতত্বাদ্ আনুমানমিতি বা; অতচ্ছব্দাৎ—তদ্বাচিশব্দাভাবাদিত্যর্থঃ। "অর্থাভাবে যদব্যয়ম্" ইত্যব্যয়ীভাবঃ ॥১॥৩॥৩॥

ইতশ্চায়ং ন প্রত্যগাত্মা—

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশং" ইত্যাদিনা পরমাত্মনঃ সকাশাৎ জীবস্য ভেদব্যপদেশাৎ ভেদেন সমুল্লেখাৎ চ (অপি) জীবো ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি শেষঃ।

'জীব অবিদ্যা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে। সে যখন আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রীয়মাণ বা আনন্দময় ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে,' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ নির্দ্দেশ হেতুও [বুঝিতে হইবে যে,] এই দ্যুভূপ্রভৃতির আশ্রয় পদার্থটি জীব নহে, নিশ্চয়ই পরমাত্মা ॥ ১।৩।৪ ॥]

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

এই প্রকরণে প্রধান-বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান (প্রকৃতি) যেরূপ এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে, প্রাণভৃৎ—জীবও তদ্রূপ। অনুমিত হয় বলিয়া অথবা অনুমান-কল্পিত বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রধানকে (প্রকৃতিকে) 'অনুমান' বা 'আনুমান' বলা হইয়া থাকে। "অতচ্ছব্দাৎ" অর্থ—তদ্বাচক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষবাচক শব্দের অভাব হেতু। "অর্থাভাবে যদব্যয়ং "এই নিয়মানুসারে ["অতচ্ছব্দাৎ" এই স্থানে] 'অব্যয়ীভাব' সমাস হইয়াছে। (*) ॥১॥৩॥৩॥

এই কারণেও জীবাত্মা 'ভূমা' হইতে পারে না,—'যে হেতু ভেদোল্লেখ রহিয়াছে।'

'একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত (জীবাত্মা) অনীশায়—ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিদ্যাপ্রভাবে

(*) তাৎপর্য্য—'অর্থাভাবে যদব্যয়ম্' এটী ব্যাকরণের সূত্র নহে—সূত্রার্থ কথনমাত্র। এই সূত্রার্থ-সমুত্থানের অভিপ্রায় এই যে, 'অতচ্ছব্দাৎ' পদের অন্য কোন প্রকার সমাস হইতে পারে না; হইলেও অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ হয় না; কারণ, বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থ হয়—তদ্বাচক শব্দ যাহার বা যাহাতে নাই; অর্থাৎ যাহা তদ্বাচক শব্দরহিত; ইহাতেও প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দের অভাব বুঝা যায় না। এইরূপ তৎপদার্থ-ঘটিত অন্যান্য সমাসেও প্রকৃতার্থ লাভ হয় না। এইজন্যই এখানে অর্থাভাবে অব্যয়ীভাব সমাস স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

[শ্বেতাশ্ব০ ৪।৭]

ইত্যাদিভির্জীবাদ্ বিলক্ষণত্বেনায়ং ব্যপদিশ্যতে। অনীশয়া—ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহ্যমানঃ শোচতি জীবঃ; অয়ং যদা স্বস্মাদন্যং সর্ব্বস্যেশং প্রীয়মাণম্; অস্য--ঈশ্বরস্য মহিমানং চ নিখিলজগন্নিয়মনরূপং পশ্যতি; তদা বীতশোকো ভবতি ॥১॥৩॥৪॥

প্রকরণাৎ ॥১॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকরণাৎ (প্রকরণহেতুও) [পরমাত্মা]।]

[সরলার্থঃ—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে", "যৎ তদদ্রেশ্যং" ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মনঃ, তস্মাদপি [পরমাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবিতুমর্হতি]।

পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত বলিয়াও [ইহা পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না] ॥ ১।৩।৫ ॥]

প্রকরণঞ্চেদং পরস্য ব্রহ্মণঃ, ইতি "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ"

(*) মুহ্যমান (মোহগ্রস্ত) হইয়া শোক (দুঃখ) করিয়া থাকে। কিন্তু, যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার (ঈশ্বরের) মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন (জীব) শোকাতীত হয়।' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও এই দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে জীব হইতে বিলক্ষণ বা পৃথগ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'অনীশয়া' অর্থ—জীব স্বীয় ভোগ্য প্রকৃতিকর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই জীব যখন আপনা হইতে ভিন্ন ও প্রীতিময় সর্ব্বেশ্বরকে এবং তাহার সর্ব্বজগৎনির্ম্মাণ মহিমা সন্দর্শন করে, তখন শোক বিমুক্ত হন॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আর ইহা যে পর ব্রহ্মেরই প্রকরণ, তাহাও "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" এই সূত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে কেবল. নাড়ীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জন্ম, মনঃ-প্রাণাধারত্ব প্রভৃতি

(*) তাৎপর্য্য—'অনীশয়া' ইতি স্ত্রীলিঙ্গসামর্থ্যাৎ প্রকৃতেবিশেষ্যত্বমুক্তম্। 'অন্য'-শব্দসামর্থ্যলব্ধং প্রতিযোগিনং নির্দ্দিশতি—স্বস্মাদিতি। 'ঈশ'-শব্দসামর্থ্যপ্রাপ্তমীশিতব্যং মানান্তরানুরোধেনাহ—সর্ব্বস্যেতি। 'জুষ্ট'-শব্দং ব্যাচষ্টে—প্রীয়মাণমিতি, আদিকর্ম্মণি ক্তঃ। সমুচ্চেতব্য-সামর্থ্যপ্রাপ্তঃ 'চ' শব্দঃ, ইত্যাভিপ্রায়েণাহ—মহিমানং চেতি। 'ইতি'-শব্দার্থমাহ নিখিল-জগন্নিয়মনরূপম্ ইতি। 'ইতি'শব্দো বুদ্ধিহ-প্রকারপরঃ; 'ঈশ'-শব্দ-শ্রবণাৎ নিয়মনপ্রকারো বুদ্ধিস্থ ইতি ভাবঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

ইত্যত্রৈব প্রদর্শিতম্ । নাড়ীসম্বন্ধ—বহুধাজায়মানত্ব-মনঃপ্রাণাধারত্বৈশ্চ প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কামাত্রমত্র পর্য্যহার্ষ্ম ॥১॥৩॥৫॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও ভোগ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি ।" ইত্যত্র পরমাত্মনঃ স্থিতিঃ—ঔদাসীন্যেন অবস্থানং, সাক্ষিমাত্রত্বমিত্যর্থঃ । জীবস্য চ অদনং—কর্ম্মফলোপভোগঃ শ্রূয়তে ; তাভ্যামপি হেতুভ্যাং পরমাত্মৈবাত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু, 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি উদাসীন—সাক্ষিরূপে অবস্থিত, এবং অপরটি (জীব) কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া থাকে, সেই হেতুও পরমাত্মাই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন, অন্যে নহে ॥ ১।৩।৬ ॥ [প্রথম দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ ।]

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ॥ [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬]

ইত্যেকস্য কর্ম্মফলাদনম্, অন্যস্য চ কর্ম্মফলমনশ্নত এব দীপ্যমানতয়া শরীরান্তঃস্থিতিমাত্রং প্রতিপাদ্যতে । তত্র কর্ম্মফলমনশ্নন্ দীপ্যমান এব সর্ব্বজ্ঞোঽমৃতসেতুঃ সর্ব্বাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবিতুমর্হতি, ন পুনঃ কর্ম্মফলমদন্ শোচন্ প্রত্যগাত্মা ; অতো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥৬॥ [প্রথমং দ্যুভ্বাদ্যধিকরণং সমাপ্তম্]

কতকগুলি ধর্ম্মদর্শনে যে, জীবাত্মা বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবল তাহারই পরিহার করা হইল মাত্র ॥১।৩।৫॥

[দুইটি পক্ষী,] তাহারা পরস্পর সহচর ও সমান-স্বভাব ; তাহারা উভয়ে একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে ; তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র ।' এই শ্রুতিতে একের (জীবের) কর্ম্মফল ভোগ, আর অপরের (পরমাত্মার) ভোগাভাব এবং কেবল স্বপ্রকাশভাবে দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি মাত্র প্রতিপাদিত হইতেছে । তন্মধ্যে, যিনি কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবলই স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন, সর্ব্বজ্ঞ ও মোক্ষসেতু সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন হইবার উপযুক্ত ; কিন্তু কর্ম্মফলভোক্তা ও শোকান্বিত জীবাত্মা উপযুক্ত নহে । অতএব, পরমাত্মাই যে, দ্যুভ্বাদির আয়তন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । ১॥৩॥৬॥ [প্রথম 'দ্যুভ্বাদ্যায়তন' অধিকরণ]

ভূমাধিকরণম্] **ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১।৩।৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভূমা ('ভূমা' অর্থ) [পরমাত্মা,] সম্প্রসাদাৎ (সুষুপ্তি অবস্থার) অধি (উপরে অর্থাৎ পরে) উপদেশাৎ (উপদেশহেতু)।]।

[সরলার্থঃ—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা', ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—অত্র ভূমা কিং জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। তত্রোচ্যতে—অত্র পরমাত্মা এব 'ভূমা', ন তু জীবঃ। কুতঃ? সম্প্রসাদাৎ অধি উপদেশাৎ—সম্প্রসাদঃ—জীবঃ, "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ, সমাধি-সুষুপ্ত্যোঃ সম্যক্ প্রসীদতি ইতি নির্ব্বচনাচ্চ। "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন অতিবদতি," ইত্যাদৌ তস্মাদপি সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাৎ জীবাৎ অধি—অধিকত্বয়া—ভেদেন ভূম্ন উপদেশাৎ। অতিবাদিত্বং হি স্বোপাস্যাধিক্যবর্ণনং; নহি স এব তস্মাদ্ অধিকত্বয়া উপদেষ্টুং শক্যতে ইতি ভাবঃ।

'[সাধক] যাঁহাতে অন্য বিষয় দর্শন করে না, শ্রবণ করে না, এবং অন্য বিষয় জানিতে পারে না, তাহাই 'ভূমা'। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই 'ভূমা' অর্থ কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? এতদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে ভূমা অর্থ জীব নহে, পরমাত্মা। কারণ, 'যে লোক সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি অতিবাদী', ইত্যাদি স্থলে 'সম্প্রসাদ' শব্দবাচ্য জীব হইতে এই ভূমাকে অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৩।৭ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি, তদল্পম্" [ছান্দো০ ৭।২৪।১] ইতি। অত্রায়ং ভূম-শব্দো ভাবপ্রত্যয়ান্তো ব্যুৎপাদ্যতে। তথাহি—পৃথ্বাদিষু 'বহু'-শব্দঃ পঠ্যতে, ততঃ "পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা" [অষ্টা০ ৫।১।১২২] ইতি ইমনিচ্প্রত্যয়ে কৃতে "বহোর্লোপো

---

(১) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, সাধক যাঁহাতে অন্য বিষয় দর্শন করে না, অন্য বিষয় শ্রবণ করে না, এবং অন্য বিষয় বিশেষরূপে জানিতেও পারে না; তাহাই 'ভূমা'; পক্ষান্তরে, যেখানে অন্য বিষয় দর্শন করে, শ্রবণ করে, এবং অন্য বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয়; তাহাই অল্প, (ভূমা নহে)।' এখানে এই 'ভূমন্' (ভূমা) শব্দটি ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। দেখ, 'বহু' শব্দটি 'পৃথ্বাদি' (পৃথু আদি) গণের মধ্যে পঠিত আছে; তাহার পর 'পৃথু' প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্ প্রত্যয় করিলে পর 'বহু'র

(১) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ভূমাধিকরণ'। ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি ....স ভূমা" ইত্যাদি। (২) সংশয়—'ভূমা' অর্থ কি প্রাণশব্দার্পিত জীবাত্মা? অথবা 'সত্য' শব্দার্পিত পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবাত্মাই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—'ভূমা' অর্থ পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—'ভূমা' রূপে পরমাত্মারই উপাসনা এবং তাহার উপাসনাতেই মুক্তি লাভ করা।

ভূ চ বহোঃ" [অষ্টা০ ৬।৪।১৫৮] ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্ব্বিকারে ভূমেতি ভবতি। ভূমা—বহুত্বমিত্যর্থঃ। অত্র চায়ং বহু-শব্দো বৈপুল্যবাচী, ন সংখ্যাবাচী ; "যত্রান্যৎ পশ্যতি…তদল্পম্" ইতি অল্পপ্রতিযোগিত্বশ্রবণাৎ। অল্পশব্দ-নির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মিপ্রতিযোগি-প্রতিপাদনপরত্বাদেব ধর্ম্মিপরশ্চ নিশ্চীয়তে ; ন ধর্ম্মমাত্রপরঃ। তদেবং ভূমেতি বিপুল ইত্যর্থঃ ; বৈপুল্যবিশেষ্যশ্চেহাত্মেত্যবগতঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি প্রক্রম্য ভূম-বিজ্ঞানমুপদিশ্য "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তস্যৈবোপসংহারাৎ।

অত্র সংশয্যতে—কিময়ং ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ ? "শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিৎ" [ছান্দো০ ৭।১।৩।] ইত্যাত্মজিজ্ঞাসয়োপসেদুষে নারদায় নামাদিপ্রাণপর্যন্তেষু উপাস্যতয়োপদিষ্টেষু "অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ", "অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ?" ছান্দো০ ৭।১৫

লোপ এবং 'বহু'স্থানে 'ভূ' হয়, এই নিয়মানুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিকার করিলে (রূপান্তর করিলে) 'ভূমন্' পদটী নিষ্পন্ন হয়। 'ভূমা' অর্থ—বহুত্ব ; এখানে 'বহু' শব্দটী বিপুলতা-অর্থ বোধক, কিন্তু সংখ্যা-বোধক নহে ; কেন না, 'যেখানে অন্য বিষয় দর্শন করে, * * * তাহা অল্প,' এই শ্রুতি হইতে 'ভূমা' শব্দের অল্পত্বভিন্ন অর্থই শ্রুত হইতেছে। আর 'অল্প' শব্দে যখন ধর্ম্মী অর্থাৎ অল্পত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইতেছে, এবং এই 'ভূমা' শব্দে যখন তাহারই প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মিবোধনেই (অর্থাৎ বিপুলতাবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনেই) এই 'ভূমা' শব্দের তাৎপর্য্য, কেবল ধর্ম্মমাত্র প্রতিপাদনে নহে। অতএব, 'ভূমা' অর্থ বিপুল ; আত্মাই এখানে সেই বিপুলতাধর্ম্মের বিশেষ্য বা আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে। কেননা, প্রথমে 'আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,' এইরূপে 'ভূমা' আত্মার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ করিয়া 'আত্মাই এই সমস্ত', এইরূপে তাহারই উপসংহার করিয়াছেন।

এখন এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভূম-গুণবিশিষ্ট কি প্রত্যক্-আত্মা (জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যাগাত্মাই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ ? 'ভবাদৃশ লোকদিগের নিকটেই আমরা শুনিয়াছি যে, আত্মবিৎ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন', এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভের আশায় আগত নারদকে 'নাম' (শব্দ) হইতে 'প্রাণ' পর্য্যন্ত এক একটীর উপাসনা উপদেশ করিলে পর, প্রাণের পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 'ভগবন্ নাম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু আছে কি ?' ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ, এবং 'নাম (শব্দ) অপেক্ষা বাক্যই

২।২] ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নাঃ, "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী", "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" ইত্যাদীনি চ প্রতিবচনানি প্রাণাৎ প্রাচীনেষু দৃশ্যন্তে; প্রাণে তু ন পশ্যামঃ। অতঃ প্রাণপর্যন্ত এবায়মাত্মোপদেশ ইতি প্রতীয়তে; তেনেহ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ প্রাণসহচারী প্রত্যগাত্মৈব ন বায়ুবিশেষমাত্রম্। "প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা" [ছান্দো০ ৭।২৫।১] ইত্যাদয়শ্চ প্রাণস্য চেতনতামবগময়ন্তি; "পিতৃহা…মাতৃহা" ইত্যাদিনা সপ্রাণেষু পিতৃ-প্রভৃতিষু উপমর্দ্দকারিণি হিংসকত্বনিমিত্তোপক্রোশবচনাৎ, তেষ্বেব বিগত-প্রাণেষ্বত্যন্তোপমর্দ্দকারিণ্যপি উপক্রোশাভাববচনাচ্চ হিংসাযোগ্যশ্চেতন এব প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ। অপ্রাণেষু স্থাবরেষ্বপি চেতনেষু উপমর্দ্দভাবা-ভাবয়োঃ হিংসা-তদভাবদর্শনাদয়ং হিংসাযোগ্যতয়া নির্দ্দিষ্টঃ প্রাণঃ প্রত্য-গাত্মৈবেতি নিশ্চীয়তে; অত এব চ অর-নাভিদৃষ্টান্তাদ্যুপন্যাসেন প্রাণ-শব্দ-নির্দ্দিষ্টঃ পর ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, পরস্য হিংসাপ্রসঙ্গাভাবাৎ, জীবাদিতরস্য তদ্‌ভোগ্যভোগোপকরণভূতস্য কৃৎস্নস্যাচিদ্বস্তুনো জীবায়ত্তস্থিতিত্বেন প্রত্য-গাত্মন্যেব অর-নাভিদৃষ্টান্তোপপত্তেশ্চ। অয়মেব চ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টো ভূমা; 'অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি প্রশ্নস্য 'অদো বাব প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি প্রতিবচনস্য চাভাবাদ্ ভূমসংশব্দনাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রকরণস্যাবিচ্ছেদাৎ।

বড়', এবং 'বাক্য অপেক্ষাও মন বড়' ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বাক্য সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণ বিষয়ে [আর কোনরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবচনই দৃষ্ট হয়] না। ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাণেই উক্ত আত্মোপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; [তাহার পর আর আত্মোপদেশের প্রসঙ্গ নাই]। অতএব, প্রাণের সহচর জীবাত্মাই 'প্রাণ' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কেবল বায়ুবিশেষ (প্রাণবায়ু) নহে। তাহার পর 'প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও প্রাণের চেতনত্ব প্রতি-পাদন করিতেছেন। 'পিতৃঘাতী…মাতৃঘাতী' ইত্যাদি বাক্যে, পিতা প্রভৃতি যতক্ষণ প্রাণ সমন্বিত (জীবিত) থাকেন, ততক্ষণই তাহাদের প্রতি হিংসাকারীর হিংসানিমিত্ত নিন্দা-বচন থাকায় অথচ সেই পিতা প্রভৃতিই যখন প্রাণহীন হন, তখন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও নিন্দা-বচনের অভাব থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হিংসাযোগ্য চেতনই প্রাণশব্দের যথার্থ অর্থ। অতএব, শ্রুত্যুক্ত 'অর-নাভির (রথচক্রের নাভিগর্ত্তে প্রবিষ্ট শলাকার) দৃষ্টান্তোল্লেখ বশতঃ 'প্রাণশব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন', এইরূপ ভ্রম করা উচিত নহে; কারণ, পরমাত্মার পক্ষে হিংসার সম্ভাবনাই নাই; জীব হইতে পৃথক্ অথচ জীবেরই ভোগ্য ও ভোগোপকরণ নিখিল জড়জগৎই জীবের অধীনে অবস্থিত; সুতরাং জীবের সম্বন্ধেই 'অর-নাভি' দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ, 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি?'

কিঞ্চ, প্রাণবেদিনোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা তমেব "এষ তু বা অতিবদতি" ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্য "যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি তস্য সত্যবদনং প্রাণোপাসনাঙ্গতয়োপদিশ্য উপাদেয়স্য সত্যবদনস্য শেষিতয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট-প্রাণ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং "যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি" ইত্যুপদিশ্য তৎসিদ্ধ্যর্থং চ মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাপ্রযত্নান্ উপদিশ্য তদারম্ভায় চ প্রাপ্যভূত-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টপ্রত্যগাত্মস্বরূপস্য সুখরূপতাজ্ঞানমুপদিশ্য, তস্য চ সুখস্য বিপুলতা "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যুপদিশ্যতে। তদেবং প্রত্যগাত্মন এবাবিদ্যাবিযুক্তং রূপং বিপুলসুখমিত্যুপদিষ্টমিতি "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যুপক্রমাবিরোধশ্চ; অতো ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা। যত এবং ভূমগুণ-বিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা, অত এব অহমর্থে প্রত্যগাত্মনি "অহমেবাধস্তাদহ-মুপরিষ্টাৎ" ইত্যারভ্য "অহমেবেদং সর্ব্বম্" ইতি প্রত্যগাত্মনো বৈভব-

---

এইরূপ প্রশ্ন, এবং 'অমুকই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ', এইরূপ প্রত্যুত্তরও না থাকায় [বুঝিতে হয় যে,] 'ভূমা'-শব্দের প্রসঙ্গ সমুল্লেখ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ-বর্ণনার প্রস্তাব পরিসমাপ্ত হয় নাই ; [সুতরাং তৎপ্রকরণান্তর্গত] এই জীবই 'প্রাণ'শব্দনির্দ্দিষ্ট ভূমা, (অপর কেহ নহে)।

অপিচ, প্রথমতঃ প্রাণবিৎ পুরুষকে 'অতিবাদী' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পর, 'যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী', এই বাক্যে আবার সেই অতিবাদীরই প্রত্যভিজ্ঞাপন (তাহারই পুনরুল্লেখ) করিয়া পুনশ্চ সেই সত্যবাদিতাকেই প্রাণোপাসনার অঙ্গরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর, 'যখন বিশেষরূপে জানিতে পারে, তখনই সত্য বলিতে থাকে,' এই বাক্যে অবলম্বনীয় সত্যবাদিতার অঙ্গিরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সেই সত্যবাদিতা-সাধনার্থ উপযুক্ত মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বা তৎপরতা এবং প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষের উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাহারই আরম্ভের উদ্দেশে তৎপ্রাপ্য 'প্রাণ'-শব্দোল্লেখিত প্রত্যক্-আত্মার (জীবের) সুখময় স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়া 'ভূমাই জিজ্ঞাস্য' এই বাক্যে আবার সেই সুখেরই ভূমতা বা বৃহত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন। অতএব, উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জীবাত্মারই অবিদ্যাবিরহিত রূপটিকে বিপুল সুখাত্মক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই 'আত্মবিৎ পুরুষ শোক-দুঃখ অতিক্রম করে', এই উপক্রম বাক্যেরও অবিরোধ সম্পন্ন হয়। অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই ; যেহেতু ভূমত্ব বা বিপুলতা গুণবিশিষ্ট পদার্থটি নিশ্চই জীবাত্মা, সেই হেতুই অহংপদার্থ জীবাত্মাতে 'আমিই অধে, আমিই ঊর্দ্ধে' এই হইতে 'আমিই সর্ব্ব' এইপর্য্যন্ত বাক্যে জীবাত্মার বিভুত্বের (ভূমরূপতার) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে 'ভূমা' শব্দের প্রত্যগাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হইলে বাক্যের

মুপদিশতি। এবং প্রত্যগাত্মত্বে নিশ্চিতে সতি তদনুগুণতয়া বাক্যশেষো নেতব্য ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।"

[সিদ্ধান্তঃ]

সংপ্রসাদঃ ভূমগুণবিশিষ্টো ন প্রত্যগাত্মা, অপি তু পরমাত্মা ; কুতঃ ? সংপ্রসাদাদ্ অধ্যুপদেশাৎ ; সংপ্রসাদঃ—প্রত্যগাত্মা "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২] ইত্যুপনিষৎপ্রসিদ্ধেঃ। সংপ্রসাদাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকতয়া ভূমবিশিষ্টস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্যোপদেশাদিত্যর্থঃ। সত্য-শব্দাভিধেয়ং চ পরং ব্রহ্ম। এতদুক্তং ভবতি—যথা নামাদিষু প্রাণপর্যন্তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বাধিকতয়া উত্তরোত্তরাভিধানাৎ পূর্ব্বেভ্য উত্তরেষাম্ অর্থান্তরত্বম্, এবং প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকতয়া নির্দ্দিষ্টঃ সত্যশব্দাভিধেয়স্তস্মাদর্থান্তরভূত এব ; সত্য-শব্দনির্দ্দিষ্ট এব ভূমেতি সত্যাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব ভূমেত্যুপদিশ্যতে ইতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ—'ভূমা ত্বেবোত ভূমা ব্রহ্ম, নামাদপরম্পরয়া আত্মন ঊর্দ্ধমস্যোপদেশাৎ' ইতি।

শেষাংশও তদনুগতরূপেই সঙ্গতার্থ করিতে হইবে। এতদুত্তরে কথিত হইতেছে—"ভূমা সম্প্রসাদাদ্অধ্যুপদেশাৎ।"

ভূমার পরমাত্মত্ব-স্থাপন।

ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মা। কারণ? যেহেতু সম্প্রসাদ হইতে অধিক বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ভূমার উপদেশ রহিয়াছে। সম্প্রসাদ অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীব); কেন না, 'সেই এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পর জ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়।' এই উপনিষদে জীবই 'সম্প্রসাদ' নামে প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ যেহেতু ভূমগুণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে সম্প্রসাদসংজ্ঞক জীবাত্মা হইতে অধিক বা পৃথক্ করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, এবং 'সত্য' শব্দেরও প্রকৃত অর্থ—পরব্রহ্ম; অতএব পরব্রহ্মই (পরমাত্মাই) 'ভূমা' শব্দের প্রতিপাদ্য বা অর্থ। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'নাম' হইতে 'প্রাণ' পর্য্যন্ত যাহারা উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহকে উৎকৃষ্ট বলিয়া উপদেশ করায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহের যেরূপ পৃথক্-পদার্থত্ব সিদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ 'প্রাণ' শব্দে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যগাত্মা জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট 'সত্য' পদার্থও নিশ্চই তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে। 'সত্য' শব্দে যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহাই 'ভূমা'; এইজন্য 'সত্য'-সংজ্ঞক পর ব্রহ্মই 'ভূমা' বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন। বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন—'ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত' এই শ্রুতিতে যে, 'ভূমা' শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম; কেন না, পর-পর নামাদি পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া আত্মারও পরে ইহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,' ইতি।

প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাদ্ অধিকতয়া সত্যস্যোপদেশঃ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" [ছান্দো° ৭।১৫।৪] ইতি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" [ছান্দো° ৭।১৬।১] ইতি সত্য-বেদিত্বেনাতিবাদিনং 'তু'-শব্দেন পূর্ব্বস্মাদতিবাদিনো ব্যাবর্ত্তয়তি। অতএব "এষ তু বা অতিবদতি" ইত্যত্র প্রাণাতিবাদিনো ন প্রত্যভিজ্ঞা। অতোঽস্যাতিবাদিত্বনিমিত্তং সত্যং পূর্ব্বাতিবাদিত্বনিমিত্তাৎ প্রাণাদধিকমিতি বিজ্ঞায়তে।

নমু চ প্রাণবেদিন এব সত্যবদনমঙ্গত্বেনোপদিষ্টম্, অতঃ প্রাণপ্রকরণা-বিচ্ছেদ ইত্যুক্তম্। নৈতদ্ যুক্তম্ —'তু'-শব্দেন হ্যতিবাদ্যেবান্যঃ প্রতীয়তে, ন তস্যৈবাতিবাদিনঃ সত্যবদনাঙ্গবিশিষ্টতামাত্রম্। "এষ তু বা অগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতি" ইত্যাদিষ্বগ্নিহোত্র্যন্তরাপ্রতীতেঃ, প্রতীতস্যৈবাগ্নিহোত্রিণঃ সত্যবদনাঙ্গবিধানমিতি ক্লিষ্টা গতিরাশ্রীয়তে। অত্র ত্বতিবাদ্যন্তরত্বনিমিত্তং

যদি বল 'প্রাণ'-শব্দাভিহিত পদার্থ অপেক্ষা 'সত্য' পদার্থের যে, আধিক্যোপদেশ করা হইয়াছে, ইহা জানা যায় কি প্রকারে ? [তাহার উত্তর এই যে,] 'সেই এই পুরুষ এই প্রকার দর্শন করত, এই প্রকার মনন করত এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করত, অতিবাদী হন।' এই শ্রুতিতে প্রাণবিদ্ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পর 'কিন্তু ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্যবাদী', এই শ্রুতিতে আবার 'তু' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অতিবাদী হইতে এই 'সত্য'-বিজ্ঞানলব্ধ অতিবাদীকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণেই 'ইনিই কিন্তু অতিবাদী', এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণাতিবাদীর আর প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে না। এই কারণে বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই অতিবাদিত্বের নিমিত্তস্বরূপ 'সত্য' পদার্থটি পূর্ব্বকথিত অতিবাদিতার কারণীভূত 'প্রাণ' পদার্থ হইতে অধিক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভাল, উক্ত সত্য-কথন বা সত্যবাদিতা ত প্রাণবেদীরই অঙ্গ বা অধীনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব প্রাণপ্রকরণ বা প্রাণপ্রস্তাবের যে, বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাত পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে। না—একথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ['এষ তু বা' এই স্থলে] 'তু' শব্দ থাকায় পৃথক্ অতিবাদীই প্রতীত হইতেছে ; কিন্তু সেই অতিবাদীরই (প্রাণবিদেরই) অঙ্গরূপে যে, এই সত্যকথনরূপ একটি বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হইতেছে, তাহা নহে। কেন না, 'ইনিই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্যবাদী' ইত্যাদি স্থলে অপর কোনও অগ্নিহোত্রীর প্রসঙ্গ না থাকায় অগত্যা সেই অগ্নিহোত্রীর সম্বন্ধেই 'সত্য-কথনরূপ অঙ্গ-বিধানার্থ কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতে

সত্যশব্দাভিধেয়ম্ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। সত্য-শব্দশ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাদিষু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রযুক্তঃ; অতস্তন্নিষ্ঠস্যাতিবাদিনঃ পূর্ব্বস্মাদধিকত্বং সম্ভবতীতি বাক্যস্বরসসিদ্ধমন্যত্বং ন বাধিতব্যম্। অতিবাদিত্বং হি বস্ত্বন্তরাৎ পুরুষার্থতয়া অতিক্রান্তস্বোপাস্যবস্তু-বাদিত্বম্; নামাদ্যাশাপর্যন্তোপাস্যবস্ত্বতিক্রান্ত-স্বোপাস্যপ্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্ট-প্রত্যগাত্মবাদিত্বাৎ প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বং; তস্যাপি সাতিশয়-পুরুষার্থত্বাৎ নিরতিশয়পুরুষার্থতয়োপাস্য-পরব্রহ্মবাদিন এব সাক্ষাদতিবাদিত্বমিতি "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইত্যুক্তম্। 'সত্যেন' ইতীত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া; সত্যেন পরেণ ব্রহ্মণোপাস্যেনোপলক্ষিতো যোঽতিবদতীত্যর্থঃ। অত এবৈবং শিষ্যঃ প্রার্থয়তে—"সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি। আচার্যশ্চ "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যাহ। "আত্মনঃ প্রাণঃ" ইতি চ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্যাত্মন উৎপত্তিরুচ্যতে। অতঃ "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি প্রক্রান্ত আত্মা প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাদন্য ইতি গম্যতে।

হয়, এখানে কিন্তু 'সত্য' শব্দাভিহিত পর ব্রহ্মই পৃথক্ অতিবাদিতার কারণরূপে প্রতীত হইতেছেন; কারণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' ইত্যাদি স্থলে পর-ব্রহ্মেই 'সত্য' শব্দ প্রযুক্ত রহিয়াছে; অতএব, পূর্ব্বোক্ত [প্রাণবিদ্] অতিবাদী হইতে তদ্বিষয়ক অতিবাদীর পার্থক্যই সম্ভবপর হইতেছে; সুতরাং বাক্যের মুখ্যার্থ-সিদ্ধ যে, [উভয় অতিবাদীর] অন্যত্ব বা ভেদ, তাহার বাধা করা উচিত নহে। 'অতিবাদিত্ব' অর্থ—অপরাপর বস্তু অপেক্ষা নিজের উপাস্য বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা। প্রথমতঃ 'নাম' হইতে দিক্ পর্য্যন্ত অন্য যে সমস্ত পদার্থ উপাস্যরূপে কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অন্যান্য উপাস্য পদার্থ অপেক্ষা 'প্রাণ' শব্দোক্ত জীবাত্মার উৎকর্ষবাদী প্রাণবিৎ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব, এবং প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব ধর্ম্মও আবার আপেক্ষিক পুরুষার্থ, (পরম পুরুষার্থ নহে); এই কারণে নিরতিশয় পুরুষার্থরূপে যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই উপাস্য পর-ব্রহ্মবাদী পুরুষগণের অতিবাদিত্বই যে, সাক্ষাৎ বা প্রকৃত অতিবাদিত্ব, তাহাই 'ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্যবাদী' এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 'সত্যেন' এই তৃতীয়া বিভক্তি 'ইত্থম্ভূত' অর্থে হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সত্যরূপে উপাসনীয় পরব্রহ্মোপলক্ষিত; অর্থাৎ উপাসক আপনাকে সেই পরব্রহ্মরূপাপন্ন মনে করিয়া অতিবাদী হন। এইজন্য শিষ্যও এইরূপেই প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, 'ভগবন্ আমি যেন সেই সত্যোপলক্ষিত হইয়া অতিবাদী হইতে পারি।' [তদুত্তরে] আচার্য্যও বলিলেন—'সত্যই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য'। 'আত্মা হইতে প্রাণ' এই শ্রুতিতেও আত্মা হইতেই 'প্রাণ'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট পদার্থটির (প্রাণের) উৎপত্তি কথিত হইতেছে। অতএব, 'আত্মবিৎ পুরুষ

যত্তূক্তম্ (*) "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি প্রশ্নস্য "অদো বাব প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি প্রতিবচনস্য চ অদর্শনাৎ প্রক্রান্ত আত্মোপদেশঃ প্রাণোপদেশপর্য্যবসানো গম্যত ইতি। তদযুক্তম্ ; ন হি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামেবার্থান্তরত্বং গম্যতে ; প্রমাণান্তরেণাপি তৎসম্ভবাৎ ; উক্তং চ প্রমাণান্তরম্। "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ" ইত্যপৃচ্ছতোঽয়মভিপ্রায়ঃ—নামাদিষ্বাশাপর্য্যন্তেষ্বচেতনেষু পুরুষার্থভূয়স্তয়া পূর্ব্বপূর্ব্বমতিক্রান্তেষ্বপ্যুত্তরোত্তরেষূপদিষ্টেষু তত্ত্ববেদিন আচার্য্যেণাতিবাদিত্বং নোক্তম্ ; প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট-প্রত্যগাত্ম-যাথাত্ম্যবেদিনস্তু পুরুষার্থভূয়স্ত্বাতিশয়ং মন্বানেন "স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" ইত্যতিক্রান্তবস্তুবাদিত্বমুক্তম্ ; অতোঽত্রৈবাত্মোপদেশঃ সমাপ্ত ইতি মত্বা শিষ্যো ভূয়ো ন পপ্রচ্ছ। আচার্য্যস্তু ইদমপি সাতিশয়ং মত্বা নিরতিশয়পুরুষার্থভূতং সত্য-শব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি,"

শোক হইতে ত্রাণ পায়' এই শ্রুতি-প্রস্তাবিত আত্মা যে, প্রাণ-পদার্থ হইতে অন্য বা পৃথক, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আর যে বলা হইয়াছে, 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি ?' এইপ্রকার প্রশ্ন, এবং 'ইহাই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ,' এইরূপ প্রতিবচন বা উত্তর বাক্য যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন এই প্রস্তাবিত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেরই নামান্তর মাত্র। একথা ও যুক্তি সম্মত নহে ; কারণ, কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারাই যে, পার্থক্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে ; কেন না, অন্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্বেই এ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রশ্ন-কর্ত্তার 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ আছে কি ?' এরূপ প্রশ্ন না করিবার অভিপ্রায় এই যে, 'নাম' হইতে আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত অচেতন পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থরূপে নির্দ্দিষ্ট পরবর্ত্তী পদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই যে, আচার্য্যকর্ত্তৃক অতিবাদিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু, 'প্রাণ' শব্দাভিহিত জীবাত্ম-যাথার্থ্যাভিজ্ঞের যে, পুরুষার্থ, তাহাই প্রচুর ; এইরূপ মনে করিয়া তিনি 'সেই (প্রাণবিৎ) ব্যক্তি এইপ্রকার দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করত 'অতিবাদী' হন,' এই শ্রুতিতে অতীত বিষয় সম্বন্ধেই 'অতিবাদিত্ব' অভিহিত করিয়াছেন। অতএব এখানেই আত্মোপদেশ সমাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া শিষ্য আর পৃথক্ প্রশ্ন করেন নাই সত্য ; কিন্তু আচার্য্য নিজেই উল্লিখিত পুরুষার্থকেও সাতিশয় বা আপেক্ষিক পুরুষার্থ মনে করিয়া [প্রশ্ন ব্যতিরেকেই] নিরতিশয় পুরুষার্থরূপী 'সত্য'-পদার্থ পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইনিই কিন্তু অতিবাদী, যিনি

(*) যত্তূক্তম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইতি স্বয়মেবোপচিক্ষেপ। শিষ্যোঽপি পরমপুরুষার্থরূপে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপক্ষিপ্তে তৎস্বরূপ-তদুপাসন-যাথাত্ম্যবুভুৎসয়া "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" ইতি প্রার্থয়ামাস। ততো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তাতিবাদিত্বসিদ্ধয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ভূতং ব্রহ্মোপাসনং "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতং ব্রহ্মমননং "মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বাদ্ মননস্য মননোপদেশেন শ্রবণমর্থসিদ্ধং মত্বা শ্রবণোপায়ভূতাং ব্রহ্মণি শ্রদ্ধাং "শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" [ছান্দো০ ৪.৭।১৯] ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তন্নিষ্ঠাং "নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তদুদ্যোগ-প্রযত্নরূপাং কৃতিমপি "কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য শ্রবণাদ্যুপক্রমরূপকৃতিসিদ্ধয়ে প্রাপ্যভূতস্য সত্যশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সুখরূপতা জ্ঞাতব্যেতি "সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যুপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলমেব সুখং পরমপুরুষার্থরূপং ভবতীতি তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সুখরূপস্য নিরতিশয়বিপুলতা জ্ঞাতব্যেতি "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যুপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলসুখরূপস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে—

সত্যবাদী', এইরূপে পরম পুরুষার্থরূপী পর ব্রহ্ম আচার্য্যকর্তৃক উল্লেখিত হইলে পর, তাহার স্বরূপ ও উপাসনার যথার্থ তত্ত্ব অধিগত হইবার ইচ্ছায় শিষ্য প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্, সেই আমি সত্যবাদী হইতে ইচ্ছা করি।' অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পাদ্য অতিবাদিত্ব-সিদ্ধির জন্য 'সত্যই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য', এই বাক্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া, মতিই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য' এই বাক্যে আবার তাহারও উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক মননের উপদেশ করিলেন। শ্রবণের বা শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই মননের উদ্দেশ্য; এই কারণে মননের উপদেশেই ফলতঃ শ্রবণের উপদেশও সিদ্ধ হইয়াছে; এই জন্য 'নিষ্ঠাই (শ্রদ্ধাই) জিজ্ঞাস্য', এই বাক্যে আবার শ্রবণের উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রদ্ধার উপদেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ, 'নিষ্ঠাই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য' এই বাক্যে সেই শ্রদ্ধালাভেরও উপায়ভূত ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ করিয়া 'কৃতি অর্থাৎ যত্নই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিতব্য' এই স্থলে আবার সেই নিষ্ঠাসিদ্ধিরও উপায়ভূত তদ্বিষয়ক উদ্যোগ বা প্রযত্নরূপ 'কৃতি'র উপদেশ করিয়া, তাহার পরেও শ্রবণাদিবিষয়ে প্রবৃত্তি-সাধনার্থ আবার 'সত্য' শব্দনির্দ্দিষ্ট প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের সুখরূপতাজ্ঞাপনের জন্য 'সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য' এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা অধিক নাই, ঈদৃশ বিপুল সুখই পরম পুরুষার্থ; এই জন্য সেই সুখস্বরূপ ব্রহ্মেরই নিরতিশয় বিপুলতাও (মহত্ত্বও) অবগত হওয়া আবশ্যক; এই উদ্দেশে 'ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে' এইরূপ উপদেশ করিয়া সেই নিরতিশয় বিপুল সুখাত্মক ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা" [ছান্দো° ৭।২৪।১] ইতি। অয়মর্থঃ—অনবধিকাতিশয়সুখরূপে ব্রহ্মণ্যনুভূয়মানে ততোঽন্যৎ কিমপি ন পশ্যত্যনুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বাচ্চ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য; অত ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণবিশিষ্টং নিরতিশয়সুখরূপং ব্রহ্মানুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনোঽভাবাদেব কিমপ্যন্যৎ ন পশ্যতি; অনুভাব্যস্য সর্ব্বস্য সুখরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্যতি; তদেব হি সুখং, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি।

নন্বু চেদমেব জগদ্ ব্রহ্মণোঽন্যতয়া অনুভূয়মানং দুঃখরূপং পরিমিতসুখরূপং চ ভবৎ কথমিব ব্রহ্মবিভূতিত্বেন তদাত্মকতয়া অনুভূয়মানং সুখরূপমেব ভবেৎ?

উচ্যতে—কর্ম্মবশ্যানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং ব্রহ্মণোঽন্যত্বেনানুভূয়মানং কৃৎস্নং জগৎ তত্তৎকর্ম্মানুরূপং দুঃখং চ পরিমিতসুখং চ ভবতি। অতো ব্রহ্মণোঽন্যতয়া (*) পরিমিতসুখত্বেন দুঃখত্বেন চ জগদনুভবস্য কর্ম্মনিমিত্ত-

['মুমুক্ষু পুরুষ] যাহাতে অন্যকিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই 'ভূমা'। অভিপ্রায় এই যে, অসীম নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে পর অনুভবকর্ত্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না; কেন না, সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতির অন্তর্গত; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্য্যসংজ্ঞক-বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় সুখস্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে অনুভব করিতে থাকেন, এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অন্য কোনও বস্তু দর্শন করে না। আর অনুভব-গোচর সমস্তই সুখস্বরূপে প্রতিভাত হয়; কাজেই তখন দুঃখও দর্শন করেন না; [কেন না,] তাহাই প্রকৃত সুখ, যাহা অনুভব সমকালে অনুভবিতৃ-পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগৎই যখন দুঃখময় ও পরিমিতসুখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইতেছে; তখন এই জগৎই আবার সুখময় এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অনুভূত হইবে কিরূপে?

[উত্তর] কথিত হইতেছে—স্বকৃত কর্ম্মাধীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের সম্বন্ধেই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাদেরই নিজনিজ কর্ম্মানুসারে দুঃখ ও পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব, এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন যে, দুঃখময় ও পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও মনে হইয়া থাকে, জীবের কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। জীব যখন কর্ম্মরূপ অবিদ্যা-বিনির্ম্মুক্ত

(*) ব্রহ্মণোঽন্যত্বেনানুভূয়মানং' ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

ত্বাৎ কর্ম্মরূপাবিদ্যাবিমুক্তস্য তদেব জগদ্বিভূতিগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মানুভবান্তর্গতং সুখমেব ভবতি। যথা পিত্তোপহতেন পীয়মানং পয়ঃ পিত্ততারতম্যেনাল্পসুখং বিপরীতং চ ভবতি; তদেব পয়ঃ পিত্তানুপহতস্য সুখায়ৈব ভবতি; যথৈব রাজপুত্রস্য পিতুর্লীলোপকরণমতথাত্বেনানুসন্ধীয়মানং প্রিয়ত্বমনুপগতং তথাত্বানুসন্ধানে প্রিয়তমং ভবতি; তথা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্য লীলোপকরণং তদাত্মকং চানুসন্ধীয়মানং জগৎ নিরতিশয়প্রীতয়ে ভবত্যেব। অতো জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টমনবধিকাতিশয়সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ ততোঽন্যৎ কিমপি ন পশ্যতি; দুঃখং চ ন পশ্যতি। এতদেবোপপাদয়তি বাক্যশেষঃ "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানঃ, তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি; তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি। স্বরাট্—অকর্ম্মবশ্যঃ। অন্যরাজানঃ—কর্ম্মবশ্যাঃ। তথা—

হয়, তখন তাহার পক্ষে সেই জগৎই আবার বিভূতিবিশিষ্ট বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক অনুভবের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কেবলই সুখরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। যেমন, পিত্তবিকারগ্রস্ত লোক যদি দুগ্ধ পান করে, [তাহা হইলে যেমন তাহারই] পিত্তের তারতম্যানুসারে পানকরা দুগ্ধ অল্পপরিমাণে সুখের বা দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে; সেই দুগ্ধই আবার পিত্তরোগরহিত লোককর্তৃক পিত হইলে সুখাবহ হইয়া থাকে; বালক রাজপুত্রের নিকট যেমন পিতার বিলাসসামগ্রী সমূহ যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় প্রীতিকর না হইলেও যথাযথরূপে পরিজ্ঞানের পর অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে; তেমনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্যকল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ ব্রহ্মের লীলোপকরণ ও তদাত্মক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের পর এই জগৎও নিশ্চয়ই নিরতিশয় প্রীতি-সাধন হইয়া থাকে। অতএব যে লোক জগৎরূপ-বিভূতিবিশিষ্ট নিরবধি ও নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই দেখিতে পান না এবং দুঃখও অনুভব করেন না। 'সে এই পুরুষে এইরূপ দর্শন করতঃ (ব্রহ্মোপলব্ধি করত) এবং এইরূপ মনন করত, এইরূপ বিজ্ঞান লাভ করত আত্মরতি (আত্মাতেই যাহার প্রীতি), আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন (কিন্তু স্ত্রী-পুরুষসাধ্য মিথুন নহে), আত্মানন্দ এবং স্বরাট্ হন; পক্ষান্তরে, যাহারা ইহা হইতে পৃথক্ বস্তু দর্শন করে, এবং অন্যের অধীন বলিয়া মনে করে, তাহারা ক্ষয়শীল লোকে গমন করে; সমস্ত লোকেই তাহাদের কামনা ব্যাহত হইয়া থাকে'; এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশও উক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে। [শ্রুতির] "স্বরাট্" অর্থ—অ-কর্ম্মবশ্য অর্থাৎ সে লোক পাপপুণ্যময় কর্ম্মের অধীন নহে। "অন্যরাজানঃ"

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥"

[ছান্দো° ৭।২৬।২] ইতি চ।

নিরতিশয়-সুখরূপত্বং চ ব্রহ্মণঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" [ব্রহ্মসূ° ১।১।১২] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতম্। অতঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণো ভূমেত্যুপদেশাদ্ ভূমা পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৭॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥১॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্ম্মোপপত্তেঃ ([ঐ প্রকরণোল্লিখিত] ধর্ম্মসমূহের উপপত্তি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—'ভূম-'শব্দাভিহিতে বস্তুনি শ্রূয়মাণানাং স্বাভাবিকামৃতত্ব-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব-সর্ব্বাত্মকত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরমাত্মন্যেব উপপত্তেরপি পরমাত্মৈব 'ভূমা', নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম ভূমার সম্বন্ধে শ্রুত হইতেছে, পরমাত্মাতেই সেই সমস্ত ধর্ম্মের যথাযথভাবে সঙ্গতি হয়; অতএব পরমাত্মাই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১।৩।৮ ॥]

অস্য ভূম্নো যে ধর্ম্মা আম্নায়ন্তে, তেঽপি পরস্মিন্নেবোপপদ্যন্তে। "এতদমৃতম্" ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্, "স্বে মহিম্নি" ইত্যনন্যাধারত্বং, "স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদি "স এবেদং সর্ব্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মকত্বম্, "আত্মতঃ

অর্থ—কর্ম্ম-বশ্য, অর্থাৎ তাহারা কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে বাধ্য। সেইরূপ [আরও শ্রুতি আছে—] 'যথোক্ত তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, এবং রোগ কিংবা দুঃখও ভোগ করেন না। যথোক্তদর্শী লোক নিশ্চয়ই সর্ব্বদর্শী হন, এবং সর্ব্বপ্রকার সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন,' ইতি। ব্রহ্ম যে স্বভাবতই নিরতিশয় সুখস্বরূপ, তাহা "আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ" এই সূত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব, প্রাণশব্দোক্ত জীবাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত 'সত্য'-শব্দাভিধেয় ব্রহ্মকেই 'ভূমা' শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং পর ব্রহ্মই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১ ॥ ৩ । ৭ ॥

এই ভূমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পরমাত্মাতেই উপপন্ন বা সুসঙ্গত হয়। [দেখ—] 'ইহাই অমৃত (নিত্যমুক্ত)', এই যে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতভাব; 'স্বীয় মহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]', এই যে অনন্যাধারত্ব (অপরকে আশ্রয় না করিয়া থাকা); 'তিনিই অধে' এবং 'তিনিই এতৎ সমস্ত', ইত্যাদি যে সর্ব্বাত্মকভাব; আর 'আত্মা হইতে প্রাণ [উৎপন্ন

প্রাণঃ” ইত্যাদি প্রাণপ্রভৃতিসর্ব্বস্যোৎপাদকত্বম্, ইত্যাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ পরমাত্মন এব। যত্তু “অহমেবাধস্তাৎ” ইত্যাদিনা সর্ব্বাত্মকত্বমুপদিষ্টং, তদ্ ভূমবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽহংগ্রহেণোপাসনমুপদিশ্যতে “অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ” ইত্যহংগ্রহোপদেশোপক্রমাৎ। অহমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোঽপি হি আত্মা পরমাত্মা, ইতি অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু উক্তম্। অতঃ প্রত্যগর্থস্য পরমাত্মপর্য্যবসানাদ্ অহংশব্দোঽপি পরমাত্মপর্য্যবসায়ীতি প্রত্যগাত্মশরীরকত্বেন পরমাত্মানুসন্ধানার্থোঽয়মহংগ্রহোপদেশঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বাত্মত্বাৎ প্রত্যগাত্মনোঽপ্যাত্মা পরমাত্মা; তদেব “অথাত আত্মাদেশঃ” ইত্যাদিনা “আত্মৈবেদং সর্ব্বম্” ইত্যন্তেনোচ্যতে। এতদেবোপপাদয়িতুং প্রত্যগাত্মনোঽপ্যাত্মভূতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বস্যোৎপত্তিরুচ্যতে, “তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আকাশঃ” [ছান্দো০ ৭।২৬।১] ইত্যাদিনা। উপাসকস্যান্তর্যামিতয়া অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বস্যোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। অতঃ পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মশরীরকত্ব-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার্থমহংগ্রহোপাসনং

হয়],' ইত্যাদি যে প্রাণাদি-পদার্থোৎপাদকতা; এ সমস্ত পরমাত্মারই ধর্ম্ম। তবে, 'আমিই অধে' ইত্যাদি বাক্যে যে, [অহঙ্কারবিশিষ্টের] সর্ব্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অহংকার-ধর্ম্ম সহকারে উপাসনার্থ বিপুলতাবিশিষ্ট পর ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন না, 'অতঃপর অহঙ্কারোপদেশ [আরব্ধ হইতেছে'], এই শ্রুতিতে অহঙ্কারাভিমানেরই উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মাই যে, অহংপদার্থ-জীবেরও আত্মা, তাহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণে) কথিত আছে। অতএব, যেহেতু 'প্রত্যক্'-পদার্থ (জীব) পরমাত্মায়ই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা ও প্রত্যক্-পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন; সেই হেতু তদ্বোধক 'অহং'শব্দও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়; এই কারণে জীবাত্মরূপি শরীরের স্বামিরূপে পরমাত্মার অনুসন্ধান বা প্রতীতির জন্যই উক্ত অহংজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে, (জীবের স্বতন্ত্র প্রতীতির জন্য নহে); তাহার পর 'অতঃপর [আত্মোপদেশ কথিত হইতেছে]' এই হইতে 'আত্মাই এই সমস্ত জগৎ' এই পর্য্যন্ত বাক্যেও ঐ অর্থই অভিহিত হইতেছে। এইরূপ অর্থের উপপাদন করিবার অভিপ্রায়েই—'এইরূপ দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই আত্মা হইতে প্রাণ এবং সেই আত্মা হইতেই আকাশ [উৎপন্ন হয়]' ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মারও আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি কথিত হইতেছে। [ঐ শ্রুতির] অভিপ্রায় এই যে, উপাসকের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, প্রত্যক্‌পদার্থ জীবাত্মা যে,

কর্ত্তব্যম্। তস্মাদ্ ভূমবিশিষ্টঃ পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥
[দ্বিতীয়ং ভূমাধিকরণম্।]

অক্ষরাধিকরণম্।　**অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১॥৩॥৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরং ('অক্ষর' পদের অর্থ—) [পরমাত্মা], অম্বরান্তধৃতেঃ (যেহেতু আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ব পদার্থের ধারণ [উক্ত আছে]।]

[সরলার্থঃ—"এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু" ইত্যাদিনা অভিহিতং অক্ষরং কিং প্রধানম্? উত জীবঃ? অথবা পরমাত্মা? ত্রিষ্বপি লিঙ্গদর্শনাৎ এবং ভবতি সংশয়ঃ। তত্র প্রধানং জীবো বা ভবেদিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে উত্তরমুচ্যতে—

এতৎ অক্ষরং—অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং বস্তু পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ, প্রধানং বা; কুতঃ? অম্বরান্তধৃতেঃ—অম্বরং আকাশঃ, তস্য কারণং অব্যাকৃতং প্রধানং, তস্য ধৃতেঃ ধারণাৎ, প্রধানস্যাপি কারণভূতত্বাদিত্যর্থঃ, অক্ষরং পরমাত্মৈব ইতিশেষঃ।

'হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।' এই শ্রুতি-কথিত 'অক্ষর' অর্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—'অক্ষর' অর্থ পরমাত্মা; কারণ, যে হেতু এই অক্ষর আকাশেরও কারণী-ভূত প্রকৃতির বিধারক। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের বিধারক হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মাই এই 'অক্ষর'পদের অর্থ ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥]

বাজসনেয়িনো গার্গিপ্রশ্নে সমামনন্তি "স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্" [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতদক্ষরং প্রধানম্?

পরমাত্মারই শরীরস্থানীয়, এই জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থই অহংজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা করা আবশ্যক। অতএব 'ভূম' বিশিষ্ট পদার্থ যে, পরমাত্মা, (তদতিরিক্ত নহে); ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বাজসনেয়িগণ (*) গার্গীর প্রশ্ন প্রসঙ্গে পাঠকরিয়া থাকেন যে, 'তিনি বলিয়াছিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (সূক্ষ্ম নহে), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহ ও ছায়ারহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি। তাহাতে সংশয় এই যে,—এই 'অক্ষর'

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অক্ষরাধিকরণ'টি নবম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার অবয়ব পাঁচটি এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"স হোবাচ এতদক্ষরং গার্গি" ইত্যাদি। (২) সংশয়—অক্ষর অর্থ কি প্রকৃতি? না জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রকৃতি কিংবা জীবই 'অক্ষর', পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রকৃতি কিংবা জীব 'অক্ষর' নহে; কারণ, এই অক্ষরই আকাশেরও কারণীভূত 'অব্যাকৃত'-পদবাচ্য প্রকৃতিরও বিধারক; প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত ধারণ করা পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের কার্য্য হইতে পারে না।

এখানে 'বাজসনেয়ী' পদে প্রধানতঃ যজুর্ব্বেদীয় 'কাণ্ব' ও 'মাধ্যন্দিন' শাখাবলম্বিদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জীবো বা? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি। কুতঃ? "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিষু অক্ষরশব্দস্য প্রধানে প্রয়োগদর্শনাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং চ তত্র সমন্বয়াৎ। "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০ ১।১।৫] ইত্যাদিষু পরস্মিন্নপ্যক্ষরশব্দো দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ-শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়োঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধস্য প্রথমপ্রতীতেঃ; প্রতীত-পরিগ্রহে বিরোধাভাবাৎ।

কিং চ, (*) "যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যারভ্য সর্ব্বস্য কালত্রিতয়বর্ত্তিনঃ কারণভূতাকাশাধারত্বে প্রতিপাদিতে "কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যাকাশস্যাপি কারণং তদাধারভূতং কিম্? ইতি পৃষ্টে প্রত্যুচ্যমানমক্ষরং সর্ব্ববিকারকারণতয়া তদাধারভূতং প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধং (†) প্রধানমিতি প্রতীয়তে, অতোঽক্ষরং প্রধানম্। ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ"—অক্ষরং পরং ব্রহ্ম; কুতঃ? অম্বরান্তধৃতেঃ;

শব্দার্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত? প্রকৃতি অর্থ। কারণ? যেহেতু "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (অক্ষর-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম), এই স্থলে প্রকৃতিতে 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আর অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও তাহাতেই সম্ভব হয়। যদি বল, [কেন?] 'যাহা (যে বিদ্যা) দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অধিগত বা জ্ঞাত হন' ইত্যাদি স্থলেত পরব্রহ্মেও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থ আর যে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অর্থ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাণান্তর-লব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয়; অথচ প্রথম-প্রতীত অর্থের গ্রহণে কোনরূপ বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, 'হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীরও নীচে [আছেন]', এই হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়বর্ত্তী সমস্ত পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে আকাশ-প্রতিপাদনের পর আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে রহিয়াছে?' এইরূপে আকাশেরও কারণ এবং আশ্রয় কি? ইহা জিজ্ঞাসার পর যখন তাহারই প্রত্যুত্তরভাবে সর্ব্বপ্রকার বিকারের কারণত্বনিবন্ধন আকাশাধার বলিয়া অক্ষরের নির্দ্দেশ হইয়াছে, তখন তাহাত "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই প্রমাণান্তরসিদ্ধ 'প্রকৃতি' বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব প্রকৃতিই 'অক্ষর'-পদবাচ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে— অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ।"

[এখানে] 'অক্ষর' অর্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম; কারণ? অম্বরান্তধৃতিই কারণ। 'অম্বর'

(*) কিঞ্চেতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি। (†) প্রমাণান্তরহৃতঃ প্রসিদ্ধম্" ইতি (ক) পাঠঃ।

অম্বরস্য—আকাশস্য, অন্তঃ—পারভূতম্ অব্যাকৃতম্—অম্বরান্তঃ, তস্য ধৃতেঃ তদাধারতয়া অস্যাক্ষরস্যোপদেশাদিতি যাবৎ। অয়মর্থঃ—“কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যত্রাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টং ন বায়ুমদম্বরম্, অপি তু তৎপারভূতমব্যাকৃতম্; অতস্তস্যাব্যাকৃতস্যাপি আধারত্বেনোচ্যমানমক্ষরং ন অব্যাকৃতং ভবিতুমর্হতীতি।

ননু আকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টো ন বায়ুমান্, ইতি কথমবগম্যতে? উচ্যতে—“যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে, আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চ” [বৃহদা° ৫।৮।৭] ইত্যুক্তে ত্রৈকাল্যবর্ত্তিনো বিকারজাতস্যাধারতয়া নির্দ্দিষ্ট আকাশো ন বায়ুমদাকাশো ভবিতুমর্হতি; তস্যাপি বিকারান্তর্গতত্বাৎ। অতোঽত্রাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমিতি প্রতীয়তে। ততস্তস্যাপি ভূতসূক্ষ্মস্যাধারভূতং কিম্, ইতি পৃচ্ছ্যতে “কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইতি। অতস্তদাধারতয়া নির্দ্দিশ্যমানমক্ষরং ন প্রধানং ভবিতুমর্হতি।

সিদ্ধান্ত। অর্থ—আকাশ; ‘অন্ত’ অর্থ—পার বা চরমসীমা; সুতরাং অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতিই ‘অম্বরান্ত’; তাহার ধারণহেতু, অর্থাৎ শ্রুতিতে সেই আকাশেরও আশ্রয়রূপে অক্ষরের উপদেশ হেতু (উল্লেখ থাকায়)। অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে’, এই ‘আকাশ’ অর্থ—প্রসিদ্ধ বায়ুযুক্ত আকাশ নহে; পরন্তু আকাশেরও পার বা শেষ সীমা—অনভিব্যক্ত প্রকৃতি; অতএব, সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘অক্ষর’ কখনই ‘অব্যাকৃত’ (প্রকৃতি) হইতে পারে না।

ভাল, আকাশ-শব্দোল্লেখিত পদার্থটা যে বায়ুমণ্ডলাশ্রয় আকাশ নহে, তাহা কিসে জানা যাইতেছে? বলা হইতেছে—‘হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের উপরে এবং পৃথিবীর নিম্নে, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহার অভ্যন্তরে; [পণ্ডিতগণ] যাহাকে ‘ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আকাশেই ওত-প্রোত’, এই স্থলে কালত্রয়বর্ত্তী জন্য-পদার্থমাত্রেরই আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘আকাশ’ কখনই বায়ুবিশিষ্ট আকাশ হইতে পারে না; কেননা, সেই আকাশও উক্ত বিকাররাশিরই (জন্য শ্রেণীরই) অন্তর্গত, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। অতএব, এখানে ‘আকাশ শব্দে যে, ভূতসূক্ষ্মই অভিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে,] ‘হে গার্গি, এই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত [রহিয়াছে]?’ এইস্থলে, সেই ভূতসূক্ষ্মেরই আশ্রয়স্বরূপ কোনও বস্তুবিশেষই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। অতএব সেই অব্যাকৃতেরও আধার বা আশ্রয়রূপে নির্দ্দিষ্ট এই ‘অক্ষর’ কখনই প্রকৃতি হইতে পারে না।

যত্তু, শ্রুতিপ্রসিদ্ধাৎ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধম্ প্রথমং প্রতীয়ত ইতি, তন্ন, অক্ষর-শব্দস্যাবয়বশক্ত্যা স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রমাণান্তরানপেক্ষণাৎ; সম্বন্ধ-গ্রহণদশায়াম্ অর্থস্বরূপং যেন প্রমাণেনাবগম্যতে, ন তৎ প্রতিপাদনদশায়ামপেক্ষণীয়ম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

এবং তর্হি অক্ষর-শব্দনির্দ্দিষ্টো জীবোঽস্তু, তস্য ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্তস্য কৃৎস্নস্যাচিদ্বস্তুন আধারত্বোপপত্তেঃ; অস্থূলত্বাদ্যুচ্যমানবিশেষণোপপত্তেশ্চ; "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে" [সুবাল° ২], "যস্যাব্যক্তং শরীরং···যস্যাক্ষরং শরীরং" [সুবাল° ৭], "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" [গীতা° ১৫।১৬] ইত্যাদিষু প্রত্যগাত্মন্যপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি। অত্রোত্তরম্—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—ধারণ করা) চ (ও) প্রশাসনাৎ (শাসন—নিয়মিত করণ হেতুতে)।]

[সরলার্থঃ—সাচ অম্বরান্তধৃতিঃ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যুক্তাৎ প্রশাসনাৎ অবগম্যতে। প্রশাসনং চ—প্রকৃষ্টং শাসনং—অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ন চ পরিমিতশক্তেঃ জীবস্য অপ্রতিহতাজ্ঞতারূপা ধৃতিঃ সম্ভবতি; পরমাত্মনি তু সম্ভবতি; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষরং, নতু জীব ইত্যাশয়ঃ ॥

সেই যে অম্বরান্ত ধারণ, তাহাও 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র, উভয়েই এই 'অক্ষর' ব্রহ্মের

আর যে, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থ অপেক্ষা প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতিগোচর হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য নহে; কারণ, 'অক্ষর' শব্দের যে অবয়বশক্তি বা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগের বলে স্বার্থপ্রতিপাদন, তাহাতে প্রমাণান্তরের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-গ্রহণ কালে, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থ বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থ-প্রতিপাদন কালে সেই প্রমাণের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। [সুতরাং অক্ষর-শব্দের যোগার্থলব্ধ অর্থ গ্রহণে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থবিশেষও বাধক হইতে পারে না] ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥

প্রকৃতির অক্ষরত্ব যদি অসম্ভবই হয়,] তাহা হইলে জীবই অক্ষর হউক, কারণ, সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত সমস্ত অচেতন পদার্থের আধারত্ব জীবে উপপন্ন হইতে পারে, এবং অত্রোক্ত অস্থূলত্বাদি বিশেষণও জীবে সঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ 'অব্যক্ত (প্রকৃতি বা ভূতসূক্ষ্ম) অক্ষরে লীন হয়,' 'অব্যক্ত যাহার শরীর,' 'অক্ষর যাহার শরীর,' 'ক্ষর' শব্দে সমস্ত ভূত, আর 'অক্ষর' শব্দে কূটস্থ অভিহিত হন,' ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্-আত্মা জীবেও 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই আপত্তির উত্তর—"সা চ প্রশাসনাৎ।"

সা চাম্বরান্তধৃতিরস্যাক্ষরস্য প্রশাসনাদেব ভবতীত্যুপদিশ্যতে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিনা। প্রশাসনং—প্রকৃষ্টং শাসনম্ ; ন চেদৃশং শাসনং (*) স্বশাসনাধীনসর্ব্ববস্তু-বিধরণং বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থস্যাপি প্রত্যগাত্মনঃ সম্ভবতি। অতঃ পুরুষোত্তম এব প্রশাসিতৃ অক্ষরম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ (অন্য ভাবের অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভেদের ব্যাবৃত্তি বা নিষেধ হেতু) চ (ও)।]

শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন', এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'শাসন' হইতে অবগত হওয়া যায়। জীবের শক্তি যখন পরিমিত, তখন তাহার পক্ষে কখনই এরূপ ধারণ-কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই 'অক্ষর', জীব নহে ॥ ১। ৩। ১০ ॥]

[সরলার্থঃ—অস্য চ অক্ষরস্য পরমপুরুষাৎ পরমাত্মনো যঃ অন্যভাবঃ অন্যত্বং—ভেদঃ, তস্য ব্যাবৃত্তেঃ নিষেধাদপি পরমাত্মৈব তদক্ষরং, নান্যঃ।

শ্রুতিতে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে এই অক্ষরের ভেদও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মাই 'অক্ষর' শব্দের অর্থ ; জীব নহে ॥ ১।৩।১১ ॥]

'হে গার্গি, এই অক্ষরের তীব্র শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে, হে গার্গি ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ঋতু, সংবৎসর, ইহারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অম্বরান্ত-ধারণ কার্য্যটী এই অক্ষরের শাসনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রশাসন অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা (নিয়মিত করিয়া রাখা)। বদ্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই ঈদৃশ স্বীয় শাসনাধীনভাবে সমস্ত বস্তুকে ধারণ করা সম্ভবপর হয় না ; অতএব পুরুষোত্তমই (পরমাত্মাই) উক্ত অক্ষর-পদবাচ্য প্রশাসিতা (জীব নহে) ॥ ১। ৩। ১০ ॥

(*) শাসনং' ইত্যধিকঃ পাঠঃ 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

অন্যাভাবঃ—অন্যত্বং, প্রধানাদিভাবঃ। অস্যাক্ষরস্য পরমপুরুষাদন্যত্বং বাক্যশেষে ব্যাবর্ত্ত্যতে, "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" [বৃহদা০ ৫।৮।১১] ইতি। অত্র দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদ্যুপদেশাদস্যাক্ষরস্যাচেতনভূতপ্রধানভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে; সর্ব্বৈর-দৃষ্টস্যৈব সতঃ সর্ব্বস্য দ্রষ্টৃত্বাদ্যুপদেশাচ্চ প্রত্যগাত্মভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে। অত ইয়মন্যভাব-ব্যাবৃত্তিরস্যাক্ষরস্য পরমপুরুষতাং দ্রঢ়য়তি।

এবং বা অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যস্য সদ্ভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ; যথৈতদক্ষরমন্যৈরদৃষ্টং সৎ অন্যেষাং দ্রষ্টৃ চ সৎ স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্যাধারভূতম্, এবমনেনাদৃষ্টমেতস্য দ্রষ্টৃ চ সদ্ এতস্যাধারভূতমন্যৎ নাস্তি, ইতি বদন্ "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিবাক্যশেষোঽন্যস্য সদ্ভাবং ব্যাবর্ত্তয়ন্ অস্যাক্ষরস্য প্রধানভাবং প্রত্যগাত্মভাবং চ প্রতিষেধতি।

কিঞ্চ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,

অন্যভাব অর্থ—অন্যত্ব (পার্থক্য) অর্থাৎ প্রধানাদিরূপত্ব। 'হে গার্গি, সেই এই 'অক্ষর' দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে—শ্রোতা, মননের অবিষয়—মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা; ইহা হইতে অপর শ্রোতা নাই, ইহা হইতে অপর মননকর্ত্তা নাই, এবং ইহা হইতে অন্য কোন বিজ্ঞাতাও নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত [রহিয়াছে]। এই পরবর্ত্তী বাক্যে পরমপুরুষ হইতে এই অক্ষরের ভেদ বা পার্থক্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এখানে দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের উপদেশ থাকায় 'অক্ষর'-পদার্থের অচেতনত্ব (জড়ত্ব) ব্যাবৃত্ত হইতেছে; অপর সকলের অদৃষ্ট অক্ষরের দ্রষ্টৃত্বোপদেশ থাকায় অক্ষরের জীবভাবও (জীবত্বও) নিবারিত হইতেছে। অতএব, এই অন্যভাবব্যাবৃত্তিই অক্ষরের' পরমপুরুষত্ব সুদৃঢ় করিতেছে।

অথবা, 'অন্যভাবব্যাবৃত্তি' কথার অর্থ এইরূপ—অন্যভাবব্যাবৃত্তির অর্থ—অন্য পদার্থের সদ্ভাবনিবৃত্তি। 'ইহা হইতে অন্য কোনও দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি বাক্যশেষ যেমন অপরকর্ত্তৃক অদৃষ্ট অথচ সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা এই অক্ষরকে তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তেমনি ইহাকর্ত্তৃক অদৃষ্ট অথচ ইহার দ্রষ্টা ও আশ্রয়ভূত পদার্থের অসদ্ভাবও প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং অন্য পদার্থের সদ্ভাব প্রতিষেধ দ্বারাই উল্লিখিত বাক্যাংশটী অক্ষরের প্রাধান্য ও জীবত্ব ধর্ম্মের প্রতিষেধ, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছে।

আরও এক কথা, 'হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানবগণ দাতার প্রশংসা করিয়া থাকে,

যজমানং দেবাঃ, দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।১] ইতি শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ যাগ-দান-হোমাদিকং সর্ব্বং কর্ম্ম যস্যাজ্ঞয়া প্রবর্ত্ততে, তদক্ষরং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তম এবেতি বিজ্ঞায়তে।

অপি চ, “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে, তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।১০] ইতি যদজ্ঞানাৎ সংসারপ্রাপ্তিঃ, যজ্জ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তদক্ষরং পরং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥১১॥ [তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্।]

ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্] ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ॥১।৩।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতিকর্ম্ম (ঈক্ষণের—দর্শনের কর্ম্ম—বিষয়), ব্যপদেশাৎ (উল্লেখহেতু), সঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—“যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত”, ইত্যারভ্য “স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে” ইত্যত্র ধ্যায়তেঃ ঈক্ষতেশ্চ (দর্শনস্য চ) কর্ম্ম—ঈক্ষণবিষয়ঃ সঃ পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? উত্তরত্র—“তম্ ওঙ্কারেণৈবায়তনেন অন্বেতি বিদ্বান্, যত্তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” ইতি পরমপুরুষস্য অসাধারণধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাৎ, “যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি তদীয়স্থানস্য সূরিভির্দৃশ্যত্বেন ব্যপদেশাচ্চ ইত্যর্থঃ।

‘যিনি [অ, উ, ম এই] ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কার অক্ষরস্বরূপে ইঁহার ধ্যান করেন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘তিনি এই শ্রেষ্ঠ জীবভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন’, এই স্থলে ধ্যানকার্য্য ঈক্ষণের কর্ম্ম বা বিষয়ীভূত পদার্থটী নিশ্চয়ই সেই পরমাত্মা; কারণ, তাহার পরেই, ‘বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কার অবলম্বনেই সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে লাভ করেন’ এইরূপে পরমপুরুষের ধর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং ‘কবিগণ সেই যে স্থান অনুভব করিয়া থাকেন’ এই স্থলে পরমপুরুষের স্থানকে জ্ঞানিদৃশ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, পরমপুরুষই ঈক্ষতির কর্ম্ম, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১২ ॥]

দেবগণ যজমানের (যজ্ঞকারীর) এবং পিতৃগণ দর্বীর (চরুপাকের হাতার) প্রশংসা করিয়া থাকেন।’ এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যাগ-দান-হোমাদি কর্ম্মসমূহ যাহার আজ্ঞায় প্রবৃত্ত (আরব্ধ) হইয়া থাকে, সেই ‘অক্ষর’ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, (অপর নহে)।

অপিচ, ‘হে গার্গি, যে লোক ইহলোকে এই অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, কিংবা বহুসহস্র বৎসরও তপস্যা করে, তাহার সে সমস্তই বিনাশশীল হইয়া থাকে। হে গার্গি,

আথর্ব্বণিকাঃ সত্যকামপ্রশ্নেঽধীয়তে—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম্'ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" [প্রশ্ন০ ৫।৫] ইতি। অত্র 'ধ্যায়তীক্ষতি'-শব্দাবেকবিষয়ৌ, ধ্যানফলত্বাদীক্ষণস্য; "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষঃ" ইতি ন্যায়েন ধ্যানবিষয়স্যৈব প্রাপ্যত্বাৎ "পরং পুরুষম্" ইত্যুভয়ত্র কর্ম্মভূতস্যার্থস্য প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ।

যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে লোক কৃপণ (দয়ার পাত্র), আর যে লোক এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে (দেহ ত্যাগ করে), সেই লোকই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ।' এই [শ্রুতি অনুসারে জানা যায়,] যাহার (অক্ষরের) জ্ঞানাভাবে সংসার-প্রাপ্তি, আর যাহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, সেই 'অক্ষর' পদার্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ॥ ১। ৩। ১১ ॥ [তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত।]

(*) অথর্ব্ববেদীয়গণ 'সত্যকামের (সত্যকাম একজন মুনিকুমারের নাম,) প্রশ্নপ্রসঙ্গে পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি [অ, উ, ম, এই] ত্রিমাত্রাত্মক 'ওম্' এই অক্ষররূপে পরমপুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তদ্ভাব লাভ করেন। সর্প যেরূপ ত্বক্-বিনির্ম্মুক্ত হয় (খোলস্ ত্যাগ করে), তদ্রূপ তিনিও পাপবিনির্ম্মুক্ত হন; তিনি সামগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন; যিনি [অন্যাপেক্ষায়] উৎকৃষ্ট এই জীবভাব হইতেও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন।' এখানে ধ্যান ও দর্শন, উভয়েরই বিষয় (কর্ম্ম) এক; কেননা, দর্শন বা সাক্ষাৎকার কার্য্যটী ধ্যানেরই ফল; কারণ, 'পুরুষ ইহলোকে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়, [এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে]' এই নিয়মানুসারে ধ্যানের বিষয়টিই [উপাসকের] প্রাপ্য হইয়া থাকে; বিশেষতঃ [ধ্যান ও দর্শন, এই] উভয় স্থলেই কর্ম্মরূপে 'পরপুরুষের' প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে।

(*) তাৎপর্য্য—'ঈক্ষতিকর্ম্ম'নামক এই অধিকরণের পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—অত্রত্য ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ কি চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক? এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাই কি সেখানে দ্রষ্টব্য 'পুরুষ'? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক অর্থ— কার্য্যব্রহ্ম চতুর্মুখের লোক, এবং সেই স্থানে ঈক্ষণীয় বা দ্রষ্টব্য পুরুষও সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পর ব্রহ্ম নহে। (৪) উত্তর—না—সেখানে পরব্রহ্মই 'পর পুরুষ' শব্দের অর্থ; কার্য্যব্রহ্ম নহে; সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থও চতুর্মুখের স্থান নহে; পরন্তু "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্থান। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব ওঙ্কার অবলম্বনে ধ্যান দ্বারা পরব্রহ্ম দর্শন করা এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ করা।

তত্র সংশয্যতে—কিমিহ "পরং পুরুষম্" ইতি নির্দ্দিষ্টো জীবসমষ্টিরূপোঽণ্ডাধিপতিশ্চতুর্ম্মুখঃ ? উত সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। কুতঃ ? "স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি" [প্রশ্ন০ ৫।১] ইতি প্রক্রম্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোক-প্রাপ্তিমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরিক্ষলোকপ্রাপ্তিমভিধায়, ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য প্রাপ্যতয়া অভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোঽন্তরিক্ষাৎ পরো জীবসমষ্টিরূপস্য চতুর্ম্মুখস্য লোক ইতি বিজ্ঞায়তে (*) ; তদ্গতেন চেক্ষ্যমাণস্তল্লোকাধিপতিশ্চতুর্ম্মুখ এব। "এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্" ইতি চ দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ ঘনীভূতাজ্জীব-ব্যষ্টিপুরুষাৎ ব্রহ্মলোকবাসিনঃ সমষ্টিপুরুষস্য চতুর্ম্মুখস্য পরত্বেনোপপদ্যতে। অতোঽত্র নির্দ্দিশ্যমানঃ পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্ম্মুখ এব। এবং চতুর্ম্মুখত্বে নিশ্চিতে অজরত্বাদয়ো যথাকথঞ্চিৎ নেতব্যাঃ। ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ ॥"

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে 'পর পুরুষ' শব্দে কি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি জীবসমষ্টিরূপ চতুর্ম্মুখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ? অথবা সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম ? কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত ? জীবসমষ্টিই যুক্তিযুক্ত। কারণ ? [কারণ এই যে,] 'হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে লোক মরণকাল পর্য্যন্ত ওঙ্কারের অভিধ্যান করিতে পারে, সে তাহা দ্বারা কোন লোক জয় করে ?' এইরূপ উপক্রমের পর, একমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের মনুষ্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া, দ্বিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের অন্তরিক্ষলোকপ্রাপ্তি-ফলের উল্লেখের পর ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিশ্যমান ব্রহ্মলোক যে, অন্তরিক্ষ লোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জীবসমষ্টিরূপ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারই লোক বা বাসস্থান, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ; সুতরাং সেই ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তির দৃশ্যমানও যে, সেই লোকেরই অধিপতি চতুর্ম্মুখ, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে। আর যে 'এই শ্রেষ্ঠ জীবঘন অপেক্ষাও পর' কথা আছে, তাহাও দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ঘনীভূত ব্যষ্টিভূত জীবপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্মলোকবাসী জীবসমষ্টিরূপ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, এখানে নির্দ্দিষ্ট 'পর পুরুষ' নিশ্চয়ই জীবসমষ্টিরূপ চতুর্ম্মুখ। এইরূপে চতুর্ম্মুখ অর্থই নিশ্চিত হইলে 'অজরত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিরও [তদনুকূলভাবেই] কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় [আমরা] বলিতেছি যে, "ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ।"

(*) 'বিজ্ঞাপয়তে' ইতি (ক) পাঠঃ।

[সিদ্ধান্ত :—]

ঈক্ষতিকর্ম্ম সঃ—পরমাত্মা। কুতঃ? ব্যপদেশাৎ—ব্যপদিশ্যতে হি ঈক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মত্বেন। তথা হি—ঈক্ষতি-কর্ম্মবিষয়তয়োদাহৃতে শ্লোকে "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেন (*) অন্বেতি বিদ্বান্, যৎ তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ" [প্রশ্ন০ ৫।৭] ইতি। পরং শান্তমজরমভয়মমৃতমিতি হি পরমাত্মন এবৈতদ্ রূপম্, "এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। "এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্" ইতি চ পরমাত্মন এব ব্যপদেশঃ, ন চতুর্ম্মুখস্য, তস্যাপি জীবঘনশব্দগৃহীতত্বাৎ। যস্য হি কর্ম্মনিমিত্তং দেহিত্বং, স জীবঘন ইত্যুচ্যতে; চতুর্ম্মুখস্যাপি তৎ শ্রূয়তে—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬৷১৮] ইত্যাদৌ। যৎ পুনরুক্তম্, অন্তরিক্ষলোকস্যোপরি নির্দ্দিশ্যমানো ব্রহ্মলোকশ্চতুর্ম্মুখলোক ইতি প্রতীয়তে, অতস্তত্রস্থশ্চতুর্ম্মুখ ইতি; তদযুক্তম্; "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ম্" [প্রশ্ন ৫।৭] ইত্যাদিনা ঈক্ষতি-কর্ম্মণঃ পরমাত্মত্বে নিশ্চিতে

সিদ্ধান্ত। সেই পরমাত্মাই ঈক্ষতির কর্ম্ম অর্থাৎ আলোচ্য দর্শনের বিষয়ীভূত। কারণ কি? ব্যপদেশই কারণ,—যেহেতু পরমাত্মাকেই ঈক্ষণের কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। দেখ,—ঈক্ষণের কর্ম্ম-প্রদর্শনার্থ উদাহৃত 'বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কাররূপ আলম্বন দ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমর ও অক্ষয়স্বরূপ সেই 'পরকে' প্রাপ্ত হন,' এই শ্লোকে [উল্লিখিত যে,] পর, শান্ত, অজর ও অমৃতাদি ধর্ম্ম; ইহা যে, পরমাত্মারই রূপ, তাহা 'ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [অবধারিত হইতেছে]। আর 'এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্', এই 'পরং'শব্দেও পরমাত্মারই নির্দ্দেশ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নহে; কেননা, 'জীবঘন' শব্দে চতুর্ম্মুখও পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, [কারণ, তিনিও জীবসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত নহেন]। যাহার দেহ-পরিগ্রহ কর্ম্মের অধীন, তাহাকেই 'জীবঘন' বলা হইয়া থাকে; 'যিনি (ঈশ্বর) প্রথমে ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়া থাকেন' ইত্যাদি স্থলে চতুর্ম্মুখেরও তাহা (কর্ম্মাধীন দেহধারণ) পরিশ্রুত হইতেছে। আরও যে বলা হইয়াছে, অন্তরিক্ষ লোকের উপরে নির্দ্দিষ্ট 'ব্রহ্মলোক' শব্দে যখন চতুর্ম্মুখ-লোকই প্রতীত হইতেছে, তখন সেখানে দর্শনীয় পুরুষও চতুর্ম্মুখই; তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কেননা 'সেই যে শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়,'

(*) তমোঙ্কারেণৈবায়নেন' ইতি (খ) পাঠঃ।

সতি ঈক্ষিতুঃ স্থানতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো ন ক্ষয়িষ্ণুশ্চতুর্ম্মুখলোকো ভবিতুমর্হতি।

কিঞ্চ, "যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" [প্রশ্ন০ ৫।২] ইতি সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্তস্য প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্ম্মুখস্থানম্ ; অতএব চ উদাহরণ-শ্লোকে ইমমেব ব্রহ্মলোকমধিকৃত্য শ্রূয়তে—"যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে" [সুবাল০ ৬] ইতি। কবয়ঃ—সূরয়ঃ ; সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" [প্রশ্ন০ ৫।২] ইত্যেবমাদিভ্যঃ। ন চান্তরিক্ষাৎ পরশ্চতুর্ম্মুখলোকঃ, মধ্যে স্বর্গলোকাদীনাং বহূনাং সদ্ভাবাৎ ; অতঃ "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" [সুবাল০ ৬] ইতি প্রতিবচনে যৎ অপরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তদৈহিকামুষ্মিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্য এক-মাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যলোকাবাপ্তিরূপং ফলমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুষ্মিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়, ত্রি-

---

ইত্যাদি বাক্যে ঈক্ষণ-কর্ম্মের (দর্শনীয়ের) যখন পরমাত্মত্বই নিশ্চিত হইতেছে, তখন ঈক্ষণকর্ত্তার (দ্রষ্টার) স্থান বা আশ্রয়রূপে নির্দ্দিষ্ট লোকটী কখনই ক্ষয়শীল চতুর্ম্মুখ-লোক হইতে পারে না।

আরও এক কথা, 'পাদোদর (উদরই যাহার পাদ, সেই পাদোদর—সর্প) যেমন ত্বক্-বিনির্ম্মুক্ত হয়, তেমনি তিনিও পাপবিনির্ম্মুক্ত হন ; সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,' এই স্থলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে অভিহিত লোক কখনই চতুর্ম্মুখের বাসস্থান হইতে পারে না। এই কারণে ইহার উদাহরণশ্লোকে এই ব্রহ্মলোকাধিকারে (তৎপ্রসঙ্গে) 'কবিগণ (জ্ঞানিগণ) সেই যে স্থান অনুভব করিয়া থাকেন', এইরূপ কথা শ্রুত হইতেছে। 'কবি' অর্থ—সূরি (পণ্ডিত) ; 'সূরিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও [জানা যায় যে,] বৈষ্ণব পদই (স্থানই) সূরিগণের একমাত্র দৃশ্য, (চতুর্ম্মুখ-লোক নহে)। আর অন্তরিক্ষের পরবর্ত্তী লোকই যে ব্রহ্মলোক, তাহাও নহে ; কেন না, ইহাদের মধ্যস্থলেও স্বর্গাদি বহুতর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, 'হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি এই উপায়েই একতর (দুইয়ের মধ্যে একটী) লোক লাভ করেন।' এই প্রতিবচন বাক্যে যে, 'অপর'সংজ্ঞক কার্য্য ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই আবার ঐহিক ও আমুষ্মিকরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকদিগের জন্য ঐহিক—মনুষ্যলোক-ফলের নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকদিগের পক্ষে আমুষ্মিক—অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্তিরূপ

মাত্রেণ পরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরং পুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্যতয়োপদিশতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্, অত ঈক্ষতি-কর্ম্ম পরমাত্মা ॥১॥৩॥১২॥
[চতুর্থং ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণং সমাপ্তম্।]

দহরাধিকরণম্।

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১॥৩॥১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দহরঃ (দহর-শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], উত্তরেভ্যঃ (পরবর্ত্তী হেতু সমূহ হইতে)।]

সরলার্থঃ—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যত্র হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিত্বেন শ্রূয়মাণঃ দহরাকাশঃ কিং ভূতাকাশঃ? উত জীবঃ? অথ পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্র 'আকাশ'-শব্দস্য ভূতাকাশে প্রসিদ্ধত্বাৎ পরিমাণস্য অল্পত্বাৎ, আকাশমধ্যবর্ত্তিনঃ অন্যস্য চ অন্বেষ্টব্যস্য অপ্রতীতেঃ ভূতাকাশঃ জীবো বা দহরাকাশঃ স্যাদিতি; এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—দহরঃ পরমাত্মা; কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ—"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যন্তবাক্যশেষগতেভ্যঃ অতিমহত্ত্ব-প্রাণাধারত্বাপহতপাপ্মত্বাদিভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ।

এই যে, এই ব্রহ্মপুরে অল্পপরিমাণ (দহর) হৃৎপদ্ম-গৃহ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে', এই শ্রুতিতে হৃৎপদ্মের মধ্যবর্ত্তী যে দহর আকাশ পরিশ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা পরমাত্মা? 'আকাশ' শব্দ ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরিমাণেও যখন অল্প, তখন এই 'আকাশ' শব্দটী ভূতাকাশ কিংবা জীবেরই বোধক, কিন্তু পরমাত্মার নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, না—'দহর' শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; কারণ, বাক্যশেষগত—'এই আত্মা নিষ্পাপ' 'সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' ইত্যাদি নির্দ্দেশই তাহার হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥]

ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে পরব্রহ্মবাচক ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণব অবলম্বনে পরমপুরুষ পরব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (ফলরূপে) উপদেশ করিতেছেন; সুতরাং এইরূপে সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে; অতএব পরমাত্মাই শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণের (দর্শনের) কর্ম, (অপর নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ [চতুর্থ 'ঈক্ষতি-কর্ম্ম' অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

ইদমামনন্তি ছন্দোগাঃ—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্-যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিমসৌ হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী দহরাকাশো মহাভূতবিশেষঃ ? উত প্রত্যগাত্মা ? অথ পরমাত্মা ? ইতি। কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? মহাভূতবিশেষ ইতি কুতঃ ? আকাশ-শব্দস্য ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রসিদ্ধত্বেঽপি অস্মিন্ ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিপ্রকর্ষাৎ, "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যন্বেষ্টব্যান্তরস্যাধারতয়া প্রতীতেশ্চ, ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

'দহর উত্তরেভ্যঃ"—দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? উত্তরেভ্যো বাক্যগতেভ্যো হেতুভ্যঃ। "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি নিরুপাধিকাত্মত্বমপহতপাপ্মত্বাদিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বং চেতি দহরাকাশে শ্রূয়মাণা গুণা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়ন্তি।

(*) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'এই যে, ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্ম) গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটী আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।' সে স্থানে সংশয় এই যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী এই দহরাকাশ কি মহাভূতবিশেষ (আকাশ) ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থ টী যুক্ত? মহাভূতবিশেষ। কারণ? যদিও আকাশ শব্দটি ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রসিদ্ধ, তথাপি ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিরই উৎকর্ষ আছে। বিশেষতঃ, 'তাহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ করিবে' এই স্থলে অন্য একটী অন্বেষ্টব্যের আধাররূপে 'দহরাকাশ' প্রতীত হইতেছে ; এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ।" পর ব্রহ্মই দহরাকাশ; কারণ? উত্তরবর্ত্তী অর্থাৎ বাক্য-শেষগত হেতুই ইহার কারণ।' এই আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প', এই শ্রুতিতে দহরাকাশে যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইতেছে, সেগুলি দহরাকাশের পর-ব্রহ্মত্বই জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'দহরাধিকরণটী ত্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এই :—(১) বিষয় "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্ত বাক্যস্থ 'দহরাকাশ' অর্থ কি ভূতাকাশ ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভূতাকাশ অথবা জীব। (৪) উত্তর—'দহরাকাশ' পদের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই 'দহরাকাশ' শব্দের প্রতিপাদ্য, ভূতাকাশ বা জীব নহে, এবং পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশের প্রয়োজন।

"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা "যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে" [ছান্দো০ ৮।২।১০] ইত্যন্তেন দহরাকাশবেদিনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রাপ্তিশ্চোচ্যমানা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেত্যবগময়তি। "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইত্যুপমানোপমেয়ভাবশ্চ দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বে নোপপদ্যতে। হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধন উপমানোপমেয়ভাব ইতি চেৎ; তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্য দ্যাবাপৃথিব্যাদিসর্ব্বাশ্রয়ত্বং নোপপদ্যতে।

নন্বু চ, দহরাকাশস্য পরমাত্মত্বেঽপি বাহ্যাকাশোপমেয়ত্বং ন সম্ভবতি, "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩ ইত্যাদৌ সর্ব্বস্মাৎ জ্যায়স্ত্ব-শ্রবণাৎ। নৈবম্, দহরাকাশস্য হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিত্ব-প্রাপ্তাল্পত্বস্য নিবৃত্তিপরত্বাদস্য বাক্যস্য; যথা অধিকজবেঽপি সবিতরি 'ইষুবদ্ গচ্ছতি সবিতা' ইতি বচনং গতিমান্দ্য-নিবৃত্তিপরম্।

আর 'যাহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সমস্ত সত্যকাম অবগত হইয়া [পরলোকে] গমন করে, সমস্ত লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়' ইত্যাদি—'[তিনি] যাহা কামনা করেন, তাহা তাহার ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রমুদিত হন,' এই পর্য্যন্ত বাক্যে দহরাকাশবিৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে, তৎসমুদয়ও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আর ভূতাকাশই দহরাকাশ হইলে 'এই বাহ্য আকাশের যাহা পরিমাণ, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী এই আকাশেরও ঠিক তদনুরূপ পরিমাণ,' এই উপমানোপমেয়ভাবও উপপন্ন হয় না। যদি বল, হৃদয়রূপ অবচ্ছেদনিবন্ধন— অর্থাৎ আকাশ স্বভাবতঃ এক হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত উহার পার্থক্য ধরিয়া উভয়ের মধ্যে উপমানোপমেয়ভাব করা যাইতে পারে; তাহা হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আকাশের কখনই দ্যুলোক ও ভূলোকাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।

ভাল, '[পরমাত্মা] পৃথিবী অপেক্ষা মহৎ, এবং অন্তরিক্ষ হইতেও মহৎ' ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মার] সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব শ্রবণহেতু দহরাকাশের পরমাত্মত্ব পক্ষেও ত উহা বাহ্য—ভূতাকাশের উপমেয় হইতে পারে না। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়-পুণ্ডরীকের মধ্যবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন যে, দহরাকাশের অল্পত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নিবৃত্তি করাই এই বাক্যের (উপমানোপমেয়ভাব-বোধক বাক্যের) উদ্দেশ্য। [সূর্য্য স্বভাবতঃ] অধিক বেগবান্ হইলেও যেমন সূর্য্যের মৃদুগতি-নিষেধের জন্য 'সূর্য্য বাণবৎ গমন করিতেছেন' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

অথ স্যাৎ—“এষ আত্মাপহতপাপ্মা” ইত্যাদিনা দহরাকাশো ন নির্দ্দিশ্যতে ; “দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” ইতি দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিনস্ততোঽন্যস্যান্বেষ্টব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, ইহ “এষ আত্মাপ-হতপাপ্মা” ইতি তস্যৈবান্বেষ্টব্যস্য নির্দ্দেষ্টুং যুক্তত্বাৎ।

স্যাদেতদেবম্, যদি শ্রুতিরেব দহরাকাশং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং চ ন ব্যভাঙ্ক্ষ্যৎ, ব্যভাঙ্ক্ষীৎ তু সা ; তথা হি—“অথ যদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” ইতি ব্রহ্মপুর-শব্দেনোপাস্যতয়া সন্নিহিত-পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য তন্মধ্যবর্ত্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমল্পপরিমাণং হৃদয়ং পরস্য ব্রহ্মণো বেশ্মতয়া অভিধায় সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিম্ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকানু-গ্রহায় তস্মিন্ বেশ্মনি সন্নিহিতং সূক্ষ্মতয়া ধ্যেয়ং দহরাকাশ-শব্দেন নির্দ্দিশ্য তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহতপাপ্মত্বাদিস্বভাবতো নিরস্তনিখিলহেয়ত্ব-সত্যকামত্বাদি-স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়-কল্যাণগুণজাতং চ ধ্যেয়ং “তদ্ অন্বেষ্টব্যম্” ইত্যুপদিশ্যতে। অত্র ‘তদন্বেষ্টব্যম্” ইতি তচ্ছব্দেন

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহা জানিবে,’ এই স্থলে দহরাকাশাভ্যন্তরস্থ, অথচ দহরাকাশ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অন্বেষণই প্রকৃত বা প্রস্তাবিত ; সুতরাং ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ এই বাক্যে তাহারই নির্দ্দেশ হওয়া উচিত ; অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না।

হাঁ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য ; যদি স্বয়ং শ্রুতিই দহরাকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ পদার্থের বিভাগ না করিতেন ; শ্রুতি কিন্তু বিভাগ করিয়াছেন। দেখ, ‘এই ব্রহ্মপুরে এই যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে’, এই শ্রুতি উপাস্যত্বনিবন্ধন সন্নিহিত, অর্থাৎ প্রথমেই বুদ্ধির বিষয়ীভূত পর-ব্রহ্মের পুরস্বরূপ উপাসক-শরীরকে ‘ব্রহ্মপুর’ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অথচ তাহারই অবয়বস্বরূপ অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক-সদৃশ হৃদয়কে পর-ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, আশ্রিতবাৎসল্যের একমাত্র জলধিস্বরূপ, এবং উপাসকানুগ্রহার্থ সেই বাসস্থানেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ধ্যেয় পদার্থকে ‘দহরাকাশ’ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া অপহতপাপত্বাদিগুণ থাকায় স্বভাবতই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিবর্জ্জিত, তন্মধ্যগত স্বভাবসিদ্ধ সত্যাদিগুণনিবহই ‘তদন্বেষ্টব্যম্’ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে ‘তৎ’পদে

দহরাকাশং, তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং গুণজাতং চ পরামৃশ্য তদুভয়মন্বেষ্টব্যমিত্যুপদিশ্যতে ; "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" ইত্যনূদ্য তস্মিন্ দহরপুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশঃ, যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং, তদুভয়মন্বেষ্টব্যমিতি বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য পরব্রহ্মত্বং "তস্মিন্ (*) যদন্তঃ" ইতি নির্দ্দিষ্টস্য চ তদ্গুণত্বং, তচ্ছব্দেনোভয়ং পরামৃশ্য উভয়স্যাপ্যন্বেষ্টব্যতয়া বিধানং চ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; তদবহিতমনাঃ শৃণু—"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি দহরাকাশস্যাতিমহত্ত্বামভিধায় "উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি প্রকৃতমেব দহরাকাশম্ 'অস্মিন্' ইতি নির্দ্দিশ্য তস্য সর্ব্বজগদাধারত্বমভিধায় "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি পুনরপি 'অস্মিন্' ইতি তমেব দহরাকাশং পরামৃশ্য তস্মিন্ অস্যোপাসকস্যেহ লোকে যদ্ ভোগ্যজাতমস্তি, যচ্চ মনো-

---

দহরাকাশ ও তদন্তর্গত গুণ সমূহ, এই উভয়েরই অন্বেষণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'এই ব্রহ্মপুরে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক গৃহ', এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তন্মধ্যগত যে সমস্ত গুণগণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইতেছে।

যদি বল, এই স্থানে দহরাকাশ-শব্দোল্লিখিত পদার্থের পরব্রহ্মত্ব এবং "তস্মিন্ যৎ অন্তঃ" এই শ্রুতিকথিত পদার্থের তদ্গুণত্ব, 'তৎ'শব্দে এই উভয়ের পরামর্শ করিয়া যে, সেই উভয়েরই অন্বেষণ বিহিত করিয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে কিসে? সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর ;—'এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ', এই বাক্যে দহরাকাশের অতিমহত্ত্ব বলিয়া 'দ্যুলোক ও ভূলোক, এতদুভয় ; অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয় ; সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ ইহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখানে 'অস্মিন্' পদে প্রস্তাবিত দহরাকাশের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার সমস্ত জগদাধাররূপে নির্দ্দেশ করিয়া, পুনশ্চ 'এখানে ইহার যাহা আছে এবং যাহা নাই, অর্থাৎ বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মনোরথের বিষয়ীভূত হইয়া আছে, তৎসমস্তই ইহার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে,' এই শ্রুতিতে "অস্মিন্" পদে সেই দহরাকাশেরই উল্লেখপূর্ব্বক বলা হইল যে, 'ইহলোকে এই উপাসকের সেই দহরাকাশে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, এবং যাহা কেবল

(*) 'তদস্মিন্'ইতি 'ক' পাঠঃ

রথমাত্রগোচরম্—ইহ নাস্তি, সর্ব্বং তদ্ ভোগ্যজাতমস্মিন্ দহরাকাশে সমাহিতমিতি নিরতিশয়ভোগ্যত্বং দহরাকাশস্যাভিধায় তস্য দহরাকাশস্য দেহাবয়বভূত-হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেঽপি দেহস্য জরাপ্রধ্বংসাদৌ সত্যপি পরমকারণতয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নির্ব্বিকারত্বমুক্ত্বা তত এব "এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্" ইতি তমেব দহরাকাশং সত্যকারণতয়া (*) সত্যভূতং ব্রহ্মাখ্যং পুরং নিখিলজগদাবাসভূতমিত্যুপপাদ্য—"অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি দহরাকাশম্ 'অস্মিন্' ইতি নির্দ্দিশ্য কাম্যভূতাংশ্চ গুণান্ "কামাঃ" ইতি নির্দ্দিশ্য তেষাং দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমুক্ত্বা তদেব দহরাকাশস্য কাম্যভূত-কল্যাণগুণবিশিষ্টত্বং তস্যাত্মত্বং চ "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা "সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যন্তেন স্ফুটীকৃত্য "যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি" ইত্যারভ্য "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি" ইত্যন্তেন তদিদং গুণাষ্টকং তদ্বিশিষ্টং দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টমাত্মানং চ অবিদুষামেব (†) তদ্ব্যতিরিক্তভোগ্যসিদ্ধয়ে চ কর্ম্ম কুর্ব্বতামন্তবৎ-ফলাবাপ্তিম্ অসত্যসঙ্কল্পত্বং চাভিধায় "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,

---

অভিলাষের বিষয়ীভূত—এখানে বর্ত্তমান নাই, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুই এই দহরাকাশের নিরতিশয়-ভোগ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। দেহাবয়বভূত হৃদয়ের মধ্য-গত হইলেও এবং দেহের জরা-ধ্বংসাদি সত্ত্বেও পরমকারণত্ব নিবন্ধন অতি সূক্ষ্মতাহেতু সেই দহরাকাশের নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই হেতুতেই 'ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর' এই শ্রুতিতে সেই দহরাকাশকেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মনামক 'পুর' (আশ্রয় স্থান) এবং সকল জগতের আধার বলিয়া উপপাদন করিয়া "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" বলিয়া 'কাম' পদে প্রার্থনীয় গুণসমূহের নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই কাম সমূহকেই দহরাকাশমধ্যবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার পর 'এই আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি এবং 'সত্যসংকল্প' ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা দহরাকাশেরই কাম্যভূত-কল্যাণময়গুণাশ্রয়ত্ব এবং আত্মত্ব স্পষ্টীকৃত করিয়া, 'প্রাণিগণ ইহ লোকে যেরূপ ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার বা অব্যাহত ইচ্ছা হইয়া থাকে' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সেই প্রসিদ্ধ অষ্টবিধ গুণ এবং সেই গুণবিশিষ্ট 'দহরাকাশ'-শব্দোল্লিখিত আত্মাকে যাহারা জানে না, এবং আত্মাতিরিক্ত ভোগ্যলাভের উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের পক্ষে বিনাশশীল ফলপ্রাপ্তি এবং সত্যসংকল্পত্বেরও অভাব অভিহিত করিয়া, পক্ষান্তরে, 'যাহারা ইহলোকে আত্মাকে অবগত

(*) সত্যকারণতয়া' ইত্যংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(†) মেতদ্ব্যতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদিনা দহরাকাশ-শব্দ-নির্দ্দিষ্টম্ আত্মানং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চ কাম্যভূতান্ অপহতপাপ্মত্বাদিকান্ গুণান্ বিজানতাম্ উদারগুণসাগরস্য তস্য পরমপুরুষস্য প্রসাদাদেব সর্ব্বকামাবাপ্তিঃ সত্যসঙ্কল্পতা চোচ্যতে। অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম, তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহত-পাপ্মত্বাদি কাম্যগুণজাতং, তদুভয়মন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চোচ্যতে, ইতি নিশ্চীয়তে। তদেতদ্ বাক্যকারোঽপি স্পষ্টয়তি—"তস্মিন্ যদন্তঃ" ইতি কামব্যপদেশঃ' ইত্যাদিনা। অত এভ্যো (*) হেতুভ্যো দহরাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৩ ॥

(†) ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১।৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-শব্দাভ্যাং (গতি—ফলপ্রাপ্তি ও শব্দ হেতুতে,) তথাহি (সেইরূপই) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইতেছে) লিঙ্গং (জ্ঞাপক চিহ্ন) চ ও) ॥]

[সরলার্থঃ—"এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" ইত্যত্র অস্মিন্ দহরাকাশে সর্ব্বাসাং প্রজানাং অহরহঃ যা অজ্ঞানপূর্ব্বিকা গতিঃ, যশ্চ দহরাকাশ-পরামর্শ'কৈতৎ'-শব্দসামানাধিকরণ্যেন প্রযুক্তঃ 'ব্রহ্মলোক'-শব্দঃ, আভ্যাং হেতুভ্যাং দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম; তথাহি—তদ্বদেব লিঙ্গং পরব্রহ্মত্বজ্ঞাপকং [অন্যত্র] দৃষ্টম্ চ—"এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ, সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যত্র।

'ঠিক এই প্রকারই এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, [আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি]', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকে জীবগণের গমন শ্রবণ এবং দহরাকাশ-বোধক 'এতৎ'শব্দের সহিত 'ব্রহ্মলোক' শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ, এই উভয় হেতুতেও 'দহরাকাশ' অর্থ পর ব্রহ্ম; কারণ, 'হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজাও ঠিক তদ্রূপ সৎ-ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি,' এই অপর শ্রুতিতেও সৎ-ব্রহ্মে জীবগণের গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ, এই প্রকরণে পরিশ্রুত যে, প্রজাগণের প্রত্যহ দহরাকাশপ্রাপ্তি এবং 'ব্রহ্মলোক' শব্দ, তাহাও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব পক্ষে যথেষ্ট লিঙ্গ বা গ্রাহক হেতু ॥ ১। ৩। ১৪ ॥]

হইয়া এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হইয়া থাকে' ইত্যাদি বাক্যে আবার দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা ও তদন্তর্গত অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি প্রার্থনীয় গুণসমূহ যাহারা অবগত হয়, উদারগুণ-সাগর সেই পরম পুরুষের (পর ব্রহ্মের) প্রসাদলাভই তাহাদের সর্ব্বাভীষ্টপ্রাপ্তি ও সত্যসংকল্পতা লাভ ফল বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

(*) এতেভ্যঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) অয়মংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োঃ সূত্রাধস্তাদুপলভ্যতে।

"তদ্‌যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো০ ৮।৩।২] ইতি 'এতম্' ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দ্দিশ্য তত্রাহরহঃ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং গমনং, গন্তব্যস্য তস্য দহরাকাশস্য ব্রহ্মলোক-শব্দনির্দ্দেশশ্চ দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তঃ। কথমনয়োরস্য পরব্রহ্মত্ব-সাধকত্বম্ ? ইত্যত আহ—"তথা হি — দৃষ্টম্" ইতি। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানামহরহঃ সুষুপ্তিকালে গমনমন্যত্রাভিধীয়মানং দৃষ্টম্—"এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ (*) ইতি" ইতি, "সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি" [ছান্দো০ ৬।৯।২] ইতি চ। তথা ব্রহ্মলোক-

অতএব, পর ব্রহ্মের, 'দহরাকাশত্ব' এবং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট অপহতপাপ্নত্ব প্রভৃতি কাম্য গুণ সমূহ, এই উভয়কেই যে, এখানে অন্বেষ্টব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা অবধারিত হইতেছে। 'কাম্য গুণরাশির উল্লেখ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্যকারও (বাক্যকার এই ব্রহ্মসূত্রের একজন ব্যাখ্যাকর্ত্তা,) 'তাঁহার অভ্যন্তরে যাহা' এই কথার উক্ত প্রকার অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত হেতুতে পর ব্রহ্মই দহরাকাশ, [ভূতাকাশ বা জীব নহে] ॥ ১।৩।১৩॥

এই কারণেও 'দহরাকাশ' শব্দে পরব্রহ্ম [বুঝিতে হইবে]; কেন না 'ভূ-বিদ্যাবিহীন লোক সমূহ যেমন ভূমির উপরে উপরে বিচরণ করিলেও অন্তর্নিহিত সুবর্ণময় নিধি লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই প্রজাগণ প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা অজ্ঞানে আবৃত।' এই শ্রুতিতে কথিত "এতং" পদে প্রস্তাবিত ব্রহ্মলোকের নির্দ্দেশের অনন্তর সমস্ত প্রজাগণের যে, সেখানে প্রত্যহ গমন এবং 'দহরাকাশ' শব্দে যে, ব্রহ্মলোকের নির্দ্দেশ, এই উভয় হেতুই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ভাল, উক্ত হেতুদ্বয়ই বা দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-সাধক হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন— 'সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্টও আছে।' অর্থাৎ প্রতিদিন সুষুপ্তিসময়ে সমস্ত জীবগণের পরব্রহ্মে গমন বা বিলয়-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অন্য শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। যথা—'হে সোম্য, ঠিক এইরূপই এই সমস্ত প্রজা প্রত্যহ সৎ-ব্রহ্মে সম্পন্ন (মিলিত) হইয়া জানিতে পারে না যে, সতে (ব্রহ্মে) মিলিত হইতেছি।' এবং 'সৎ-ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে, সৎ হইতে আগত হইতেছি।' সেইরূপ 'ব্রহ্মলোক' শব্দ পর ব্রহ্মেও প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা—'তিনি বলিলেন,

(*) সম্পৎস্যামহে' ইতি (খ) পাঠঃ।

শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দৃষ্টঃ—"এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ" [বৃহদা০ ৬।৩।৩৩] ইতি মা ভূদন্যত্র ব্রহ্মণি গমনদর্শনম্; এতদেব তু দহরাকাশে সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রলয়কাল ইব নিরস্তনিখিলদুঃখানাং সুষুপ্তিকালেহবস্থানং শ্রূয়মাণমস্য পরব্রহ্মত্বে পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্; তথা ব্রহ্ম-লোক-শব্দশ্চ সমানাধিকরণবৃত্ত্যা অস্মিন্ দহরাকাশে প্রযুজ্যমানোহস্য ব্রহ্মত্বে প্রয়োগান্তরনিরপেক্ষং পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্, ইত্যাহ—"লিঙ্গং চ" ইতি। নিষাদ-স্থপতিন্যায়াচ্চ ষষ্ঠীসমাসাৎ সমানাধিকরণসমাসো ন্যায্যঃ।

অথবা, "অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ" ইতি ন সুষুপ্তিবিষয়ং গমনমুচ্যতে; অপি তু অন্তরাত্মত্বেন সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্য দহরাকাশস্য পরমপুরুষার্থভূতস্য উপর্য্যুপরি অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ সর্ব্বস্মিন্ কালে বর্ত্তমানাঃ তমজানত্যস্তং ন বিন্দন্তি (*)

হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক' ইতি। ব্রহ্মগমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য আর অন্যশ্রুতির আবশ্যক নাই; পরন্তু এই যে, প্রলয়কালের ন্যায় সুষুপ্তি-কালেও সমস্ত জীবগণের সর্ব্ববিধ দুঃখবিমুক্তভাবে দহরাকাশে অবস্থান পরিশ্রুত হইতেছে, তাহাই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ; আর সমানাধিকরণভাবে দহরাকাশে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে এমনই পর্য্যাপ্ত কারণ যে, ইহার জন্য আর অপর দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে না। সূত্রস্থ "লিঙ্গং চ" কথাটীও এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিষাদ-স্থপতি ন্যায়ানুসারেও (†) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসাপেক্ষা কর্ম্মধারয় সমাস করাই ন্যায়সম্মত।

অথবা, 'প্রাণিগণ প্রত্যহ গমন করতঃ' এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালীন গমন অভিহিত হইতেছে না; পরন্তু, তাহারা যেমন সেই নিধিস্থানের উপরি ভাগে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়াও অন্তর্নিহিত নিধি লাভ করিতে পারে না; তেমনি, অন্তরাত্মা বলিয়াই সর্ব্বদা সন্নিধানে বর্ত্তমান পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ দহরাকাশের উপরে উপরে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন প্রজাগণ

(*) বিদন্তি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'নিষাদ-স্থপতি' ন্যায়টি এইরূপ—নিষাদ অর্থ—ব্যাধ; স্থপতি অর্থ—রাজা; নিষাদ-স্থপতি বলিলে দুইরকম সমাস হইতে পারে, (১) নিষাদের স্থপতি, এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ, আর নিষাদজাতীয় স্থপতি, এইরূপ কর্ম্মধারয়। বলা বাহুল্য যে, সমাসভেদে অর্থেরও বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; ষষ্ঠীতৎপুরুষে অর্থ হয়—নিষাদের রাজা—যে কোন জাতীয় হইতে পারে; আর কর্ম্মধারয় পক্ষে অর্থ হয়—রাজা নিজেই নিষাদজাতীয়; তন্মধ্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষে 'নিষাদের স্থপতি' অর্থ করিলে 'লক্ষণা' করিতে হয়, অথচ অর্থান্তর সম্ভব থাকিলে কখনই 'লক্ষণা' স্বীকার করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে কর্ম্মধারয় সমাসে 'নিষাদ জাতীয় স্থপতি' অর্থ করিলে লক্ষণাও করিতে হয় না; অথচ রুদ্রযাগে নিষাদেরও যখন অধিকার রহিয়াছে, তখন "নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ।" শ্রুতির অর্থও বাধিত হয় না। 'নিষাদ-স্থপতি'র ন্যায় 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ (ব্রহ্মার লোক) না করিয়া (ব্রহ্মই লোক) এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসই করিতে হইবে। 'নিষাদ-স্থপতি' ন্যায় মীমাংসাদর্শনের ৬।১।৫১—৫২ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ন লভন্তে; যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতং তৎস্থানমজানানাস্তদুপরি সর্ব্বদা বর্ত্তমানা অপি ন লভন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ। সেয়মেবম্ অন্তরাত্মত্বেন স্থিতস্য দহরাকাশস্যোপরি তন্নিয়মিতানাং সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং সর্ব্বদা গতিরস্য দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তি। তথা হি—অন্যত্র পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তরাত্মতয়া অবস্থিতস্য স্বনিয়াম্যাভিঃ স্বস্মিন্ বর্ত্তমানাভিঃ প্রজাভিরবেদনং দৃষ্টম্। যথা অন্তর্যামিব্রাহ্মণে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি [বৃহদা০ মাধ্যন্দিনী ৫।৭।২২] ইতি, "অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি চ। মা ভূদন্যত্র দর্শনম্; স্বয়মেব ত্বিয়ং নিধিদৃষ্টান্তাবগত-পরমপুরুষার্থভাবস্যাস্য হৃদয়স্থস্যোপরি তদাধারতয়া অহরহঃ সর্ব্বদা সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং গতিরস্য পরব্রহ্মত্বে পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১।৩।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ধৃতেঃ (ধারণহেতু) চ (ও) মহিম্নঃ (মহিমার) অস্য (ইহার) অস্মিন্ (ইহাতে) উপলব্ধেঃ (যেহেতু প্রতীতি হয়)]।

[সরলার্থঃ—অস্য পরমাত্মনঃ ধৃতেঃ জগদ্বিধরণরূপস্য "এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যুক্তলক্ষণস্য মহিম্নঃ বিভূতেঃ অস্মিন্ দহরাকাশে উপলব্ধেরপি দহরাকাশঃ পরমাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে। উপলভ্যতে চ জগদ্বিধরণমস্মিন্ "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যাদৌ॥

এই দহরাকাশে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎ-ধারণরূপ পরমাত্ম-মহিমার উপলব্ধিবশতও এই দহরাকাশ পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥]

তাহাকে লাভ করিতে পারে না।' এই যে, অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত দহরাকাশের উপরিভাগে তাহারই নিয়মাধীন অজ্ঞ প্রজাগণের নিরন্তর গতি বা অবস্থিতি, তাহাই দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। দেখ, অন্যত্রও অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত পর ব্রহ্মের নিয়মাধীন অথচ পরমাত্মাতেই অবস্থিত প্রজাগণকর্ত্তৃক পর ব্রহ্মের অনুভবাভাব দৃষ্ট হইতেছে। যথা 'অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে' 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন' ইতি, এবং 'যিনি [অপরের] অদৃষ্ট, অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা' ইতি। অন্যত্র দর্শনের (দৃষ্টান্তের) প্রয়োজন নাই; এই যে, নিধিদৃষ্টান্তানুসারে যাহার পরম পুরুষার্থভাব বিজ্ঞাত হইতেছে, হৃদয়স্থ সেই দহরাকাশের উপরে তদাশ্রিত প্রজাগণের যে, অজ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বদা গতি (প্রাপ্তি), তাহাই ইহার (দহরাকাশের) পরব্রহ্মত্ব-গ্রাহক যথেষ্ট লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

"অথ য আত্মা" [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দ্দিশ্য "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যস্মিন্ জগদ্বিধরণং শ্রূয়মানং দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তি ; জগদ্বিধরণং হি পরস্য ব্রহ্মণো মহিমা "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিভ্যঃ। স চায়ং তস্য পরস্য ব্রহ্মণো ধৃত্যাখ্যো মহিমা অস্মিন্ দহরাকাশ উপলভ্যতে ; অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৫ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১।৩।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রসিদ্ধেঃ (প্রসিদ্ধিহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদৌ 'আকাশ'শব্দস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ চ অপি পরব্রহ্মৈব দহরাকাশমিত্যর্থঃ। সত্যসংকল্পত্বাদিগুণোপবৃংহিতা প্রসিদ্ধিঃ ভূতাকাশ-প্রসিদ্ধেঃ বলীয়সীইতি ভাবঃ।

'এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত' ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দের পরব্রহ্মে প্রসিদ্ধি নিবন্ধনও পরব্রহ্মই 'দহরাকাশ', অপর কেহ নহে ॥ ১ । ৩ । ১৬ ॥]

আকাশ শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধঃ "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭], "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" [ছান্দো০ ১।৯।১] ইত্যা-

---

'যাহা আত্মা' এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশ-নির্দ্দেশের অনন্তর 'এই সমস্ত জগতের সম্ভেদ বা সাঙ্কর্য্য পরিহারার্থ তিনিই জগদ্বিধারক সেতু স্বরূপ' ; এই বাক্যে শ্রূয়মান জগৎ-ধারণ কার্য্যই দহরাকাশের পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। জগৎ-ধারণ করা যে, পর ব্রহ্মেরই মহিমা, তাহা 'ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনিই জগৎ-পার্থক্য-রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ।' 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে বিশেষরূপে ধৃত হইয়াই অবস্থিত রহিয়াছেন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যাইতেছে যে,] এই জগৎধারণ করা সেই পর ব্রহ্মেরই মহিমা, এই দহরাকাশেও যখন তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, তখন এই দহরাকাশ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কে ই বা বাঁচিত, কে ই বা চেষ্টা করিত।' 'এই সমস্ত পদার্থ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'আকাশ' শব্দও পর ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ সহকারে যে

দিষু। অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণসনাথা প্রসিদ্ধির্ভূতাকাশপ্রসিদ্ধের্বলীয়সীত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১।৩।১৬ ॥

এবং তাবৎ দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বং প্রতিক্ষিপ্তম্। অথেদানীং দহ-রাকাশস্য প্রত্যগাত্মত্বমাশঙ্ক্য নিরাকর্ত্তুমুপক্রমতে—

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১।৩।১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরপরামর্শাৎ (অপর পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ) সঃ (তাহাই), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পার না), অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যত্র 'সম্প্রসাদ'পদেন ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ স এব দহরাকাশ, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? অসম্ভবাৎ অপহতপাপ্মত্বাদীনাং প্রাগুক্তধর্ম্মাণাং তস্মিন্ অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

যদি বল 'এই যে সম্প্রসাদ জীব' এই স্থলে 'সম্প্রসাদ' পদে জীবই গ্রহণীয়; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, অপহতপাপ্মত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম দহরাকাশে কথিত আছে, জীবে সে সমুদয়ের সম্ভব নাই। ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥]

যদুক্তং বাক্যশেষবশাৎ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্মেতি; তদযুক্তম্; বাক্য-শেষে পরস্মাদিতরস্য জীবস্যৈব সাক্ষাৎ পরামর্শাৎ "অথ য এষ সম্প্রসা-দোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ; এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৮।৩।৪] ইতি। যদ্যপি দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশ ইতি হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তিতয়োপদিষ্টস্যা-কাশস্য উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবাদ্ ভূতাকাশত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি বাক্যশেষবশাৎ প্রত্যগাত্মত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্। আকাশ-শব্দোঽপি প্রকা-

---

প্রসিদ্ধি, তাহা ভূতাকাশপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা সমধিক বলবতী। [সুতরাং, ভূতাকাশে প্রসিদ্ধি নিবন্ধন এখানে 'আকাশ' শব্দের ভূতাকাশ অর্থ হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

আর যে, বাক্যশেষ বলে 'দহরাকাশ' অর্থে পর ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কেননা, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর (পৃথক্‌ভূত) জীবেরই পরামর্শ বা সমুল্লেখ রহিয়াছে। 'তিনি বলিলেন, এই যে 'সম্প্রসাদ' এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম স্বরূপ।' বাহ্যাকাশের সহিত উপমানোপমেয়ভাবের সম্ভব হয় না বলিয়া যদিও হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিরূপে উপদিষ্ট দহরাকাশের ভূতাকাশত্ব সম্ভব হয় সত্য, তথাপি বাক্যশেষানুসারে তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। আর যদি বল; প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ

শাদিযোগাৎ জীব এব বর্ত্তিষ্যত ইতি চেৎ; (*) তত্রোত্তরং—নাসম্ভবাৎ ইতি; নায়ং জীবঃ; ন হি অপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণা জীবে সম্ভবন্তি ॥ ১।৩।১৭ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে), চেৎ (যদি), আবির্ভূতস্বরূপঃ (যাহার প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে), তু (পুনঃ কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরাৎ "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিরূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীব ইতি চেৎ-উচ্যেত; তন্ন; তু পুনঃ আবির্ভূতস্বরূপঃ; জীবঃ খলু অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদিবশাৎ তিরোহিত-পাপ্মত্বাদিগুণকঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্য আবির্ভূতং স্বরূপং অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং যস্য, তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ; দহরাকাশঃ পুনঃ নিত্যং অতিরোহিতকল্যাণগুণকঃ, ইতি নায়ং জীব ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, পরবর্ত্তী 'যে আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বাক্যানুসারে জীবই দহরাকাশ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, প্রথমে অবিদ্যা ও কামনাদি বশতঃ জীবের স্বরূপ তিরোহিত থাকে, পশ্চাৎ সেই অপহতপাপ্মত্বাদি স্বরূপটী অভিব্যক্ত হয়; দহরাকাশ কিন্তু সর্ব্বদাই কল্যাণময় গুণে পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং জীব কখনই উক্ত 'দহরাকাশ' হইতে পারে না। ১। ৩। ১৮ ॥]

উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবস্যৈবাপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগো নিশ্চীয়তে ইতি চেৎ; এতদুক্তং ভবতি—প্রজাপতিবাক্যং জীবপরমেব; তথাহি—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইতি প্রজাপতিবচনম্ ঐতিহ্যরূপেণোপশ্রুত্য অন্বেষ্টব্যাত্মস্বরূপ-

---

থাকায় 'আকাশ' শব্দও জীবেই প্রবৃত্ত হইবে [তাহার উত্তর—] না—জীব দহরাকাশ হইতে পারে না; যেহেতু অসম্ভব, অর্থাৎ জীবও এই দহরাকাশ নহে; কেন না, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ সমূহ জীবে কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, উত্তরবর্ত্তী প্রজাপতি বাক্য হইতে জীবের সম্বন্ধেই অপহতপাপ্মত্বাদিগুণের সম্বন্ধ নিশ্চিত হইতেছে। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, প্রজাপতি-বাক্যটী জীবেরই প্রতিপাদক (পর ব্রহ্মের নহে)। দেখ, 'অপহতপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত, সত্য-কাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অন্বেষণীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্য; যে লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম (ভোগ্য বিষয়) ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া থাকে।' এই প্রজাপতি বাক্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতিরূপে শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অন্বেষণীয় আত্মস্বরূপ-

---

(*) 'অত্রোত্তরম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

জিজ্ঞাসয়া প্রজাপতিমুপসেদুষে মঘবতে প্রজাপতির্জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থং জীবাত্মানং সশরীরং ক্রমেণ শুশ্রূষু-যোগ্যতাপরীচিক্ষিষয়া উপদিশ্য তত্র তত্র ভোগ্যমপশ্যতে পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপোপদেশ-যোগ্যায় তস্মৈ মঘবতে "মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্য (*) অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্" [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি শরীরস্যাধিষ্ঠানতামাত্মনশ্চাধিষ্ঠাতৃতামশরীরস্য চ তস্যামৃতত্বস্বরূপতাং চোক্ত্বা "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইতি কর্ম্মারব্ধশরীরযোগিনঃ তদনুগুণ সুখদুঃখভাগিত্বরূপানর্থং তদ্বিমোক্ষে চ তদভাবমভিধায় "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি জীবাত্মনঃ স্বরূপমেব শরীরবিযুক্তমুপদিদেশ। "স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্ [ছান্দো০ ৮।১২।৩] ইতি প্রাপ্যস্য পরস্য জ্যোতিষঃ পুরুষোত্তমত্বং, নিবৃত্ত-তিরোধানস্য পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য প্রত্যগাত্মনো ব্রহ্মলোকে যথেষ্টভোগাবাপ্তিং,

---

জিজ্ঞাসার্থ প্রজাপতি সমীপে উপস্থিত হইলে পর প্রজাপতি প্রথমতঃ জিজ্ঞাসুর যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য, ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সংপন্ন, সশরীর জীবাত্মাকে উপদেশ করিয়া [যখন বুঝিলেন,] ইন্দ্র উপদিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে ভোগযোগ্য কিছু দর্শন করিতেছে না; অতএব, ইনি বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ উপদেশের যোগ্য; [তখন] ইন্দ্রের নিকট 'হে মঘবন্ ইন্দ্র, এই শরীর মর্ত্ত্য (মরণশীল) ও মৃত্যু-গ্রস্ত; এই শরীরই অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান।' এইরূপে শরীরের অধিষ্ঠানতা, আত্মার অধিষ্ঠাতৃতা এবং অশরীর আত্মার অমৃতস্বরূপতা বলিয়া, 'শরীরাভিমানী হইলে তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম হয় না; অথচ অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানহীন ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।' এই শ্রুতিতে [পুণ্য-পাপময়] কর্ম্মোৎপাদিত শরীরধারী ব্যক্তির কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ জ্ঞাপনার্থ তাদৃশ শরীরোপরমে সুখ-দুঃখাভাব নির্দ্দেশ করিয়া, 'এই সম্প্রসাদ' এই প্রকারেই এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়', এইবাক্যে শরীরবিমুক্ত জীবাত্মার স্বরূপই উপদেশ করিয়াছেন। 'তাহাই উত্তম পুরুষ; সে সেখানে ভক্ষণ, ক্রীড়া এবং স্ত্রীগণ ও যানের কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত সন্নিহিত এই মানব শরীর স্মরণ না করিয়া বিচরণ করে', এই বাক্যে আবার তৎপ্রাপ্য পরম জ্যোতির পুরুষোত্তমত্ব, [অবিদ্যাকৃত] স্বরূপ-তিরোধন নিবৃত্তির পর পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন জীবাত্মার ব্রহ্মলোকে যথেষ্ট

(*) 'তদস্যামৃতস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

প্রিয়াপ্রিয়াবিযুক্ত-কর্ম্মনিমিত্তশরীরাদ্যপুরুষার্থানমুসন্ধানং চাভিধায় "স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ" ইতি যথোক্ত-স্বরূপস্যৈব সংসারদশায়াং কর্ম্ম-তন্ত্রং শরীরযোগং যুগ্য-শকটযোগদৃষ্টান্তে-নাভিধায় "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায় চক্ষুঃ; অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্; অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাক্; অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্; অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।৪,৫] ইতি চক্ষুরাদীনাং করণত্বম্, রূপাদীনাং জ্ঞেয়ত্বম্, অস্য চ জ্ঞাতৃত্বং প্রদর্শ্য, তত এব শরী-রেন্দ্রিয়েভ্যোঽস্য ব্যতিরেকমুপপাদ্য "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" [ছান্দো০ ৮।১২।৬]

ভোগ প্রাপ্তি, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ সহকৃত কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন শরীরাদির অপুরুষার্থত্ব চিন্তার উল্লেখ করিয়া 'সেই প্রযোগ্য অর্থাৎ অশ্ব বা ষাঁড় যেরূপ রথ বা শকট চালনে নিযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাণও এই শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে' (*)। এখানে ক্ষুদ্র শকটের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার জীবেরই সংসার-দশায় কর্ম্মাধীন শরীরসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া 'আকাশসদৃশ এই আত্মা যখন চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হয়, তখন সে 'চাক্ষুষ পুরুষ' হয়, চক্ষু তাহার দর্শনের সহায় হয়; আবার, 'আমি আঘ্রাণ করিব' ইহা যে জানে, সে-ই আত্মা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার গন্ধগ্রহণের সাধন; আবার 'আমি বাক্য বলিব' বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাহার বাক্য-প্রয়োগের সহায় হয়; পুনশ্চ, 'আমি শ্রবণ করিব' ইহা যে জানে, তাহাই আত্মা; কর্ণ ই তাহার শব্দশ্রবণের সাধন; আবার 'আমি ইহা চিন্তা করিব' বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, মন তাহার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ। 'এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব, রূপাদিবিষয়সমূহের জ্ঞেয়ত্ব, এবং ইহার (আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া আবার সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতেও তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য উপপাদন করিয়া এই যে-সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মলোকে

(*) তাৎপর্য্য—প্রযুজ্যতে ইতি প্রয়োগঃ—অশ্বো বলীবর্দ্দো বা। যথা লোকে, আচরত্যনেন ইতি আচরণঃ—রথঃ, অনো বা, তস্মিন্ আচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়, এবং অস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদ্বয়-সম্মূর্চ্ছিতাত্মা যুক্তঃ—স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ। ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

বহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া অশ্ব বা ষাঁড়কে 'প্রয়োগ' বলা হয়। যাহা দ্বারা আচরণ—গমনাদি ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম 'আচরণ'— রথ বা শকট। অশ্ব বা ষাঁড় যেমন রথ বা শকট-চালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি অপানাদি-প্রাণভেদযুক্ত প্রাণও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহযোগে রথস্থানীয় শরীরের পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ইতি তস্যৈব বিধূতকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরেন্দ্রিয়স্য মনঃশব্দাভিহিতেন দিব্যেন স্বাভাবিকেন জ্ঞানেন সর্ব্বকামানুভবমুক্ত্বা "তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আপ্তাঃ, সর্ব্বে চ কামাঃ" ইত্যেবং-বিধমাত্মানং জ্ঞানিনো জানন্তি, ইত্যভিধায় "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ" ইত্যেবংবিধমাত্মানং বিদুষঃ সর্ব্বলোক-সর্ব্বকামাবাপ্ত্যুপলক্ষিতং ব্রহ্মানুভবং ফলমভিধায়োপসংহৃতম্। অতস্তত্র অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকো জ্ঞাতব্যতয়া প্রক্রান্তো জীব এবেত্যবগতম্। অতো জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ সম্ভবন্তি। অতো দহরবাক্যশেষে শ্রূয়মাণস্য জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্ভবাৎ স এব দহরাকাশ ইতি নিশ্চীয়ত ইতি চেদিতি। তত্রাহ—"আবির্ভূতস্বরূপস্তু" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পূর্ব্বমনৃততিরোহিতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্বরূপঃ (*) পশ্চাদ্ বিমুক্ত-কর্ম্মবন্ধঃ শরীরাৎ সমুত্থিতঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ন আবির্ভূতস্বরূপঃ

বর্ত্তমান আছে,' 'সেই এই আত্মা এই মনোময় দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই-সমস্ত কার্য্য-বিষয় দর্শন করত রমণ করে, এই শ্রুতিতে কর্ম্মজনিত শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর সেই আত্মারই আবার মনঃশব্দোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জন্য-বিষয়ের অনুভব নির্দ্দেশ করিয়া 'দেবগণ সেই এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই কারণে তাহারা সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এই বাক্যে জ্ঞানিগণ এবংবিধ আত্মাকে জানেন; ইহা প্রতিপাদন করিয়া 'যিনি সেই আত্মাকে অনুভব করিয়া জানেন, তিনি সমস্ত 'লোক' লাভ করেন এবং সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হন,' প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন। এবংবিধ আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মানুভবাত্মক ফলোল্লেখপূর্ব্বক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন জীবই যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই কারণেই জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণও সম্ভবপর হইতেছে। অতএব, যেহেতু দহরবাক্যশেষে শ্রূয়মাণ জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের সম্ভব হইতেছে, সেই হেতু সেই জীবই যে, 'দহরাকাশ'-পদবাচ্য, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে; এ কথা যদি বল; তাহার উত্তরে বলা হইতেছে— 'আবির্ভূত-স্বরূপস্তু' ইতি।

উক্ত প্রজাপতিবাক্যে অভিহিত হইতেছে যে, জীবের যে অপহতপাপ্মত্বাদি স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহা মিথ্যা জ্ঞানে আবৃত ছিল, পশ্চাৎ কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর শরীর হইতে সমুত্থিত

(*) পাপ্মত্বাদিগুণকঃ স্বস্বরূপঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সন্ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্টস্তত্র প্রজাপতিবাক্যেঽভিধীয়তে; দহরবাক্যে তু অতিরোহিতস্বভাবাপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট এব দহরাকাশঃ প্রতীয়তে। আবির্ভূতস্বরূপস্যাপি জীবস্যাসম্ভাবনীয়াঃ সেতুত্ব-সর্ব্বলোকবিধরণত্বাদয়ঃ সত্যশব্দনির্ব্বচনাবগতং চেতনাচেতনয়োর্নিয়ন্তৃত্বং দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং সাধয়ন্তি। সেতুত্ব-সর্ব্বলোকবিধরণত্বাদয় আবির্ভূতস্বরূপস্যাপি ন সম্ভবন্তীতি—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১॥৩॥১৮ ॥

যদ্যেবং, দহরবাক্যে "অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদিনা জীবপ্রস্তাবঃ কিমর্থঃ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১॥৩॥১৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যার্থঃ (অন্য উদ্দেশে) চ (ও) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ)।]

[সরলার্থঃ—"অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি জীবস্য দহরাকাশ-সম্পত্ত্যা স্বরূপাবির্ভাবাপাদনার্থো হ্যত্র জীবপরামর্শঃ, নতু তস্য দহরাকাশত্বপ্রতিপাদনার্থঃ ॥

'জীব এই শরীর হইতে সমুত্থানের পর, পর জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়,' এই শ্রুতিতে দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা জীবের স্বরূপাবির্ভাব সম্পাদনার্থই জীবের উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

দহরাকাশস্যেবাপহতপাপ্মত্ব-জগদ্বিধরণত্বাদিবৎ মুক্তস্য তদুপসম্পত্ত্যা

এবং পরজ্যোতিঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া। তাহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকটীকৃত হয়, তখনই জীব অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়, [কিন্তু তৎপূর্ব্বে হয় না]; দহরবাক্য-শেষের দহরাকাশ কিন্তু, অনাবৃতস্বভাব ও অপহতপাপ্মত্বাদ-গুণবিশিষ্ট স্বরূপেই প্রতীত হইতেছে। আর আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও অসম্ভাবনীয় সেতুত্ব ও সর্ব্বলোক-বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি এবং দহরাকাশের 'সত্য'-শব্দগত ব্যুৎপত্তিও তাহার চেতনাচেতন-নিয়ন্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব সাধন করিতেছে। সেতুত্ব ও সর্ব্বলোকবিধারকত্বাদি ধর্ম্মগুলি যে, আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও সম্ভব হয় না; তাহা 'জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্' এই সূত্রে উপপাদন করিব ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

যদি বল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, দহর প্রকরণের শেষে 'এই যে সম্প্রসাদ (জীব)' ইত্যাদি বাক্যে জীবের প্রস্তাব কিসের জন্য? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—'অন্য উদ্দেশে জীবের পরামর্শ।

দহরাকাশেরই যেমন অপহতপাপ্মত্বাদি ও জগদ্বিধারণাদি ধর্ম্ম আছে, তেমনি মুক্ত

অপহতপাপ্মত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টস্বাভাবিকরূপপ্রাপ্তিকথনেন তদ্ধেতু-স্বরূপং পরমপুরুষাসাধারণং গুণমুপদেষ্টুং প্রজাপতিবাক্যোক্তস্য জীবস্যাত্র পরামর্শঃ; প্রজাপতিবাক্যে চ মুক্তাত্মস্বরূপ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং দহরবিদ্যোপ-যোগিতয়োক্তম্; ব্রহ্ম প্রেপ্সোর্হি জীবাত্মনঃ স্বস্বরূপং চ জ্ঞাতব্যমেব; স্বয়মপি কল্যাণগুণ এব সন্ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্ম অনুভবিষ্যতীতি ব্রহ্মোপাসনফলান্তর্গতত্বাৎ স্বস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানস্য। "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্", "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ (*) ক্রীড়ন্" ইত্যাদিকং প্রজাপতিবাক্যে কীর্ত্ত্যমানং ফলমপি দহরবিদ্যা-ফলমেব ॥ ১॥৩॥১৯ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥ ১॥৩॥২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অল্পশ্রুতেঃ (অল্পত্ব-শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); তৎ (তাহা—তাহার উত্তর) উক্তং (উক্ত হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—"দহরোঽস্মিন্" ইতি অল্পপরিমাণত্বশ্রুতেঃ আরাগ্রমাত্রঃ জীব এব দহরাকাশ ইতি চেৎ; তদুক্তম্—তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্, তৎ "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ [ব্রহ্মসূত্র• ১।২।৭] ইত্যত্রৈবোক্তম্, নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥

'ইহার মধ্যে দহর [আকাশ]' এই শ্রুতিতে অল্পপরিমাণের শ্রবণহেতু জীবই এখানে দহরাকাশ-পদবাচ্য, ইহা যদি বল; তাহার উত্তর—"নিচায্যত্বাৎ এবং ব্যোমবৎ চ" এই দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনার্থই ঐরূপ অল্পত্বোপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১। ৩। ২০ ॥]

পুরুষেরও দহরাকাশোপাসনা দ্বারা অপহতপাপ্মত্বাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপের প্রাপ্তি হয়; এই কথা দ্বারা পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু, ইহা উপদেশ করিবার জন্য এখানে প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ করা হইয়াছে। আর প্রজাপতিবাক্যেও, দহরবিদ্যায় উপযোগী হইবে বলিয়াই মুক্তাত্মার স্বরূপগত যথাযথ বিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে; কেন না, ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপও অবশ্য-জ্ঞাতব্য; কারণ, জীব নিজেও কল্যাণময় গুণসম্পন্নই বটে, তথাপি নিরবধি ও নিরতিশয় কল্যাণগুণোপেত পর ব্রহ্ম অনুভব করিয়া থাকে; অতএব যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানও সেই ব্রহ্মোপাসনা-ফলেরই অন্তর্গত। আর প্রজাপতি-বাক্যে যে, 'সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য ফল লাভ করিয়া থাকেন,' 'হাস্য ও ক্রীড়া করত সেখানে বিচরণ করেন' ইত্যাদি ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও দহর-বিদ্যারই ফল (স্বতন্ত্র নহে) ॥ ১ ॥ ৩॥ ১৯ ॥

(*) যদ্যপি সর্ব্বপুস্তকেষু 'জক্ষন্ ক্রীড়ন্'ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি 'জক্ষত্যাদয়ঃ ষট্'ইত্যাদিনা অভ্যস্ততাবিধানাৎ নুম্ ন ভবতীতি 'জক্ষৎ'ইত্যেব যুক্তঃ পাঠো মন্যতে।

"দহরোঽস্মিন্" ইত্যল্পপরিমাণ-শ্রুতিরারাগ্রোপমিতস্য জীবস্যৈবোপপদ্যতে, ন তু সর্ব্বস্মাৎ জ্যায়সো ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্, তৎ পূর্ব্বমেবোক্তং "নিচায্যত্বাদেবম্" ইত্যনেন। অতো দহরাকাশোঽনাঘ্রাতাবিদ্যাদ্যশেষদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকনিরতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তি-তেজঃপ্রভৃত্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ পুরুষোত্তম এব।প্রজা পতিবাক্য-(*) নির্দ্দিষ্টস্তু "ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তি" [ছান্দো০ ৮।১০।২] ইত্যেবমাদি-ভিরবগতকর্ম্মনিমিত্ত-দেহপরিগ্রহঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যাবির্ভূতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণক-স্বস্বরূপঃ, ইতি ন দহরাকাশঃ॥ ১॥৩॥২০ ॥

ইতশ্চৈতদেবম্—

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ১॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুকৃতেঃ (অনুকরণহেতু) তস্য (তাহার) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অনুকৃতিঃ অনুকরণং; তস্য দহরাকাশস্য পরজ্যোতিষঃ "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদৌ জীবকর্তৃকানুকরণশ্রবণাৎ জীবো ন দহরাকাশঃ; নহি অনুকর্ত্তা অনুকার্য্যশ্চৈকঃ ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ॥

অনুকৃতি অর্থ—অনুকরণ; শ্রুতিতে দহরাকাশের উপাসনায় তৎসাদৃশ্যলাভের শ্রবণ হেতু এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে পারে না; কেন না, অনুকরণকারী ও অনুকার্য্য কখনই এক পদার্থ হয় না॥ ১॥ ৩। ২১॥]

যদি বল, দহরাকাশের অল্পপরিমাণত্বপ্রতিপাদক "দহরোঽস্মিন্" ইত্যাদি শ্রুতি আরাগ্রসদৃশ জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্রহ্মের পক্ষে নহে; [চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের নাম 'আরা।'] এ সম্বন্ধে যে উত্তর বলা উচিত, তাহা পূর্ব্বেই "নিচায্যত্বাৎ এবং" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষে অনাঘ্রাত, এবং স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই 'দহরাকাশ,' [অন্য নহে]। 'ইহাকে (আত্মাকে) যেন হতই করে এবং বিতাড়িতই করে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানাযায় যে, প্রথমে প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে দেহধারী থাকে, পশ্চাৎ পরজ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে পর অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণসম্পন্ন জৈব স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এইজন্য সেই জীবই প্রজাপতিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু দহরাকাশ হয় নাই॥ ১॥ ৩॥ ২০॥

এই কারণেও ইহা এইরূপই—'যেহেতু তাহারই অনুকরণ।'

(*) বাক্যে' ইতি (ক) পাঠঃ।

তস্য দহরাকাশস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽনুকারাদ্ অয়মপহতপাপ্মত্বাদিগুণকো বিমুক্তবন্ধঃ প্রত্যগাত্মা ন দহরাকাশঃ। তদনুকারঃ—তৎসাম্যম্। তথাহি—প্রত্যগাত্মনো বিমুক্তস্য পরব্রহ্মানুকারঃ শ্রূয়তে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"॥

[মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি।

অতোঽনুকর্ত্তা প্রজাপতিবাক্যনির্দ্দিষ্টঃ; অনুকার্য্যং ব্রহ্ম দহরাকাশঃ॥ ১॥৩॥২১॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ১॥৩॥২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

ইত্যাদৌ পরমাত্মোপাসনয়া তদনুরূপ-স্বরূপাপত্তিঃ স্মর্য্যতেঽপি চ; অতঃ পরমাত্মৈব দহরাকাশঃ, নতু জীব ইত্যাশয়ঃ॥

'এইরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমার সমান ধর্ম্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, এবং প্রলয়কালেও দুঃখানুভব করে না।' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও পরমাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য-প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে; অতএব পরমাত্মাই এই দহরাকাশ, জীব নহে॥ ১॥৩।২২॥]

সংসারিণোঽপি মুক্তাবস্থায়াং পরমসাম্যাপত্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মানুকারঃ স্মর্যতে—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

[ভগবদ্গীতা০ ১৪।২] ইতি।

প্রত্যাগাত্মা জীব যখন সেই দহরাকাশ-শব্দিত পর-ব্রহ্মের অনুকরণে অপহতপাপত্বাদি গুণসম্পন্ন এবং বন্ধনবিমুক্ত হয়, তখন দহরাকাশ জীব হইতে পারে না। 'তদনুকার' অর্থ—তাহার সমতা বা সাদৃশ্য। দেখ, বিমুক্তাবস্থ জীবের ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ পরিশ্রুত হইতেছে—'দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মারও কারণীভূত পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার দোষ রহিত) হইয়া পরম-সাম্য প্রাপ্ত হন,' ইতি। অতএব প্রজাপতি-বাক্যে জীবই অনুকরণকারীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর তাহার অনুকার্য্য ব্রহ্মপদার্থই 'দহরাকাশ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ১॥৩॥ ২১॥

কেচিৎ "অনুকৃতেস্তস্য চ", "অপি স্মর্যতে" ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণান্তরং "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি [মুণ্ড° ২।২।১০]" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মপরত্বনির্ণয়ায় প্রবৃত্তং বদন্তি। তত্তু "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" [ব্রহ্মসূ° ১।২।২২], "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" [ব্রহ্মসূ° ১।৩।১] ইত্যধিকরণদ্বয়েন তস্য প্রকরণস্য পরব্রহ্মবিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" [ব্রহ্মসূ° ১ । ১ । ২৫] ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বাবগতেশ্চ পূর্ব্বপক্ষানুত্থানাদ্ অযুক্তম্, সূত্রাক্ষরবৈরূপ্যং চ ॥ ১॥৩॥২২ ॥ [পঞ্চমং দহরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

প্রমিতাধিকরণম্।] **শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১॥৩॥২৩ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুতেই) প্রমিতঃ (পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন)।]

[সরলার্থঃ—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগ্সতে।" ইত্যেবংজাতীয়া আত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ববোধিকাঃ বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ কঠবল্লীষু উপলভ্যন্তে। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতো জীবাত্মা? উত পরমাত্মেতি। উপাধিপরিচ্ছিন্নঃ জীব এব অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ, ইতি প্রতীয়তে, ন তু জীবঃ। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শব্দাৎ এব "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" ইতিশ্রুতিবাক্যাদেব প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ; তস্য নিরঙ্কুশ-ভূত-ভব্যেশানত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ॥

'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনিই অতীত ও অনাগত [সর্ব্বপদার্থের] ঈশ্বর; তাঁহা হইতে কিছু নিন্দিত হয় না।' কঠোপনিষদে আত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ববোধক এই জাতীয় বহুতর শ্রুতি দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? আপাততঃ মনে হয়, জীব যখন উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তখন সেই জীবই এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, পরমাত্মা নহে। এইরূপ সম্ভাবনার উত্তরে বলা হইতেছে যে, "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" এই শ্রুতি-বাক্যানুসারেই [জানা যায় যে,] পরমাত্মাই এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, জীব নহে। কেন না, সর্ব্বতোমুখী শাসন-ক্ষমতা জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না॥ ১। ৩। ২৩॥]

কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥

কঠবল্লীতে শ্রুত হয় যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র (অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-পরিমিত) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, তিনিই ভূত (অতীত) ও ভব্যের (অনাগতের) ঈশান শাসনকর্ত্তা;

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥”

[কঠ০ ১ ৪।১২, ১৩]

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাম্

ধৈর্যেণ, তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্। [কঠ০ ২।৬।১৭] ইতি ॥

তত্র সন্দিহ্যতে—কিময়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমিতঃ প্রত্যগাত্মা? উত পরমাত্মেতি? কিং যুক্তম্? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ? জীবস্য অন্যত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বশ্রুতেঃ, “প্রাণাধিপঃ (*) সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ” [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৮-৭] ইতি। ন চান্যত্রোপাসনার্থতয়াপি পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং শ্রূয়তে। এবং নিশ্চিতে জীবত্বে ঈশানত্বং শরীরেন্দ্রিয়-ভোগ্য-ভোগোপকরণাপেক্ষয়াপি ভবিষ্যতি; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—“শব্দাদেব প্রমিতঃ।”

তাহা হইতে কেহ নিন্দা লাভ করে না। ইহাই সেই বস্তু [যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছ]।’ ‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন অগ্নির ন্যায় [উজ্জ্বল], ভূত ও ভব্যের ঈশান; তিনিই অদ্য এবং তিনিই কল্য [থাকিবেন]; ইহাই সেই বস্তু।’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জ (শরতৃণ) হইতে ঈষীকার (গর্ভপত্রের) ন্যায় ধৈর্য্যসহকারে তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবে; তাহাকেই উজ্জ্বল অমৃতস্বরূপ বলিয়া জানিবে।’

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? কোনটি যুক্তিযুক্ত? জীবাত্মা। কারণ? অন্যস্থলে জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক-শ্রুতিই কারণ; যথা—‘যিনি সূর্য্যসদৃশ রূপসম্পন্ন, এবং সংকল্প ও অহঙ্কারসমন্বিত, তিনিই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রাণাধিপতি হইয়া সঞ্চরণ করেন।’ বিশেষতঃ উপাসনার জন্যও যে, পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ নির্দ্দেশ হইতে পারে, তাহাও অন্য কোন স্থানে পরিশ্রুত হইতেছে না। এইরূপে [অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের] জীবত্ব ধর্ম্মই নিশ্চিত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয়ে

(*) বিশ্বাধিপঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা ; কুতঃ? "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" ইতি শব্দাদেব; ন চ ভূত-ভব্যস্য সর্ব্বস্যেশিতৃত্বং কর্ম্মপরবশস্য জীবস্যোপপদ্যতে ॥১॥৩॥২৩॥

কথং তর্হি পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্? ইত্যত্রাহ—

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের তুলনায়) [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব], তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (যে হেতু মনুষ্য বিষয়েই) [শাস্ত্রের উপদেশ।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বব্যাপিনোঽপি পরমাত্মন উপাসনার্থং উপাসকহৃদয়ে বর্ত্তমানত্বাৎ হৃদয়স্য চ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তদপেক্ষয়া পুনঃ ইদং অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানেব অধিকরোতি; সুতরাং তদপেক্ষয়া ইদম্ উক্তম্ ইত্যাশয়ঃ ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুক্ত; মনুষ্য-হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত হন; এই কারণে উপাসক-হৃদয়ের পরিমাণানুসারে তদভিব্যক্ত পরমাত্মারও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে ॥ ১।৩।২৪ ॥]

পরমাত্মন উপাসনার্থম্ উপাসক-হৃদয়ে বর্ত্তমানত্বাদ্ উপাসক-হৃদয়স্যাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ তদপেক্ষয়েদম্ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বমুপপদ্যতে; জীবস্যাপি

তাহার ঈশানত্বও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"শব্দাৎ এব প্রমিতঃ।" (*)

পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ; কারণ? 'ভূত ও ভব্য পদার্থের ঈশ্বর' এই শব্দই (শ্রুতি-বাক্যই) তাহার কারণ; কেন না, [প্রাক্তন] কর্ম্মাধীন জীবের কখনই ভূত-ভব্য সর্ব্ব পদার্থের শাসনকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না ॥ ১।৩।২৩॥

যেহেতু পরমাত্মা উপাসনার্থ উপাসক-হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং যে হেতু উপাসকের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; [সেই হেতুই পরমাত্মার পক্ষে] সেই উপাসক-হৃদয়াপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব উপপন্ন হইতেছে; আর জীবেরও যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, তাহাও হৃদয়মধ্যে

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'প্রমিতাধিকরণ।' এই অধিকরণটী প্রকৃত পক্ষে তেইশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে পরিসমাপ্ত হইলেও পাঁচসূত্র হইতে আবার 'দেবতাধিকরণ' নামে অপর একটী পৃথক্ অধিকরণ কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ দেবতাধিকরণকে এই প্রমিতাধিকরণেরই গর্ভাধিকরণ বলিলে অন্যায় হয় না। যাহা হউক, আমরাও তদনুসারে ২৩—২৪ সূত্রে এই 'প্রমিতাধিকরণ' নির্দ্দেশ করিলাম।

এই প্রমিতাধিকরণের পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; ব্যাপক পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই; জীব নহে; শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহার পরিমিতত্ব নিশ্চয় হয়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এবং ঐরূপে তাহার উপাসনাই ঐরূপ নির্দ্দেশের প্রয়োজন।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং হৃদয়ান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ তদপেক্ষমেব; তস্যারাগ্রমাত্রত্বশ্রুতেঃ। মনুষ্যাণামেব উপাসকত্বসম্ভাবনয়া শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যহৃদয়স্য চ তত্তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বাৎ খর-তুরগ-ভুজগাদীনামনঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেঽপি ন কশ্চিদ্দোষঃ, স্থিতং তাবদুত্তরত্র সমাপয়িষ্যতে ॥১॥৩॥২৪॥ [ইতি প্রমিতাধিকরণম্]

দেবতাধিকরণম্] **তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১॥৩॥২৫॥**

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মোপাসনাশাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্তম্, ইত্যুক্তম্; ইদানীং তৎপ্রসঙ্গেন দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি নবা ইতি চিন্ত্যতে। তদুপরি—তেভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ উপরি বর্ত্তমানানাং দেবাদীনামপি অস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ। যদ্বা, তৎ—উপাসনং, উপরি—মনুষ্যেভ্য উপরি—দেবাদিষ্বপি ইত্যর্থঃ; ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? সম্ভবাৎ—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহবত্ত্বাদীনাং অধিকারহেতূনাং তেষ্বপি সম্ভবাৎ। মন্ত্রার্থবাদেতিহাসাদিভ্যো হি দেবাদীনামপি বিদ্যার্থিত্বাদিকমবগম্যতে ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র যে মনুষ্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে—

বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, মনুষ্যের উপরেও অর্থাৎ দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; কারণ, তাহারাও ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে সমর্থ, অর্থী ও তদুপযোগী শরীরসম্পন্ন; অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয় ॥ ১।৩।২৫ ॥]

পরস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বোপপত্তয়ে মনুষ্যাধিকারং ব্রহ্মোপাসনশাস্ত্রমিত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গেনেদানীং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে। কিং তাবদ্ যুক্তম্? নাস্তি দেবাদীনাম-

---

অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই হইয়াছে; যে হেতু তাহার আরাগ্রমাত্র পরিমাণবোধক অপর শ্রুতিও রহিয়াছে। উপাসনায় মনুষ্যগণেরই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়, এইজন্য মনুষ্যাধিকারেই উপাসনাশাস্ত্র; মনুষ্যহৃদয়ও সাধারণতঃ নিজ-নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; সুতরাং গর্দ্দভ, অশ্ব ও সর্প প্রভৃতির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অসম্ভব হইলেও কোন দোষ হইতেছে না। অবশিষ্ট বক্তব্যগুলি পরে পরিসমাপ্ত করা হইবে ॥ ১।৩।২৪ ॥ [ইতি ষষ্ঠ 'প্রমিতাধিকরণ']।

পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রকে মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্ত বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে। এখন কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই, [ইহাই যুক্তিসম্মত]; কারণ? সামর্থ্যের অভাবই কারণ; কেন না,

ধিকার ইতি। কুতঃ? সামর্থ্যাভাবাৎ; নহ্যশরীরাণাং দেবাদীনাং বিবেক-বিমোকাদি-সাধনসপ্তকানুগৃহীত-ব্রহ্মোপাসনোপসংহারসামর্থ্যমস্তি। নচ দেবাদীনাং সশরীরত্বে প্রমাণমুপলভামহে। যদ্যপি পরিনিষ্পন্নেঽপি বস্তুনি ব্যুৎপত্তিসম্ভাবনয়া বেদান্তবাক্যানি পরে ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি, তথাপি দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্ব-প্রতিপাদনপরং ন কিঞ্চিদপি বাক্যমুপলভ্যতে। মন্ত্রার্থবাদাস্তু কর্ম্মবিধিশেষতয়া অন্যপরত্বাৎ ন দেবাদিবিগ্রহসাধনে প্রভবন্তি। কর্ম্মবিধয়শ্চ স্বাপেক্ষিতোদ্দেশ্য-কারকত্বাতিরেকি দেবতাগতং কিমপি ন সাধয়ন্তি; অতএব তাসামর্থিত্বমপি ন সম্ভবতি। অতঃ সামর্থ্যার্থিত্বয়োরভাবাদ্ দেবাদীনামনধিকার ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ"। তদুপর্য্যপি—তৎ—ব্রহ্মোপাসনম্,

দেবতাগণের শরীর নাই; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিবেক-বিমোকাদি সপ্তবিধ সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণের সামর্থ্যও নাই। আর দেবগণের সশরীরত্ববিষয়ে কোন প্রমাণও দেখিতেছি না। যদিও, শব্দ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (ক্রিয়া সম্বন্ধ রহিত) বস্তুবিষয়েরও ব্যুৎপাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, বেদান্তবাক্যসমূহ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে সত্য, তথাপি দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্তা-প্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ বাক্যই দৃষ্ট হইতেছে না। মন্ত্র এবং 'অর্থবাদ' বাক্যসমূহও যখন কর্ম্ম-বিধিরই অঙ্গ, তখন তৎসমস্তই অন্যপর, অর্থাৎ অন্যার্থ-বোধক (স্বার্থে প্রামাণ্যহীন); সুতরাং সে সমুদয়ও দেবগণের শরীরাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কর্ম্মবিধিসমূহও দেবতা সম্বন্ধে কর্ম্মাপেক্ষিত উদ্দেশ্যত্ব বা সম্প্রদানত্বমাত্র প্রতিপাদন ভিন্ন অতিরিক্ত আর কিছুই প্রমাণ করিতেছে না (*)। এই কারণেই (শরীর না থাকাতেই) তাহাদের অর্থিত্বও (প্রার্থনা করাও) সম্ভব হয় না; অতএব, সামর্থ্য ও অর্থিত্ব না থাকায় দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই। এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"তদুপর্য্যপি" ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

তদুপর্য্যপি—তৎ অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা, উপরি অর্থ—দেবতাপ্রভৃতিতেও, সম্ভব হয়, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন; কারণ, তাহাদেরও অর্থিত্ব ও সামর্থ্যের সম্ভব আছে। প্রথমতঃ দুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে

(*) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল, কর্ম্মবিধায়ক যে সমস্ত বাক্য দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিধি-বাক্যই দেবতার বিগ্রহ-সদ্ভাবও প্রতিপাদন করিবে? সুতরাং দেবতার বিগ্রহসদ্ভাবে প্রমাণের অভাব নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—দেবতাসম্বন্ধে কর্ম্মবিধির এইমাত্র কার্য্য যে, কোন দেবতা কোন কর্ম্মের সম্প্রদান কারক, অর্থাৎ কোন ক্রিয়াতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দান করিতে হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া; কিন্তু সম্প্রদানভূত সেই দেবতার শরীর আছে কি না, এবং কোন প্রকার গুণরূপাদি আছে কি না। তাহা প্রতিপাদন করা উহার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

উপরি—দেবাদিষ্বপি, সম্ভবতীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে, তেষামর্থিত্ব-সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। অর্থিত্বং তাবৎ আধ্যাত্মিকাদি-দুর্ব্বিষহ-দুঃখাভিতাপাৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চ নিরস্তনিখিলদোষগন্ধে অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণ-গুণগণে নিরতিশয়ভোগ্যত্বাদিজ্ঞানাচ্চ সম্ভবতি ; সামর্থ্যমপি পটুতরদেহে-ন্দ্রিয়াদিমত্তয়া সম্ভবতি। দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বং চ ব্রহ্মাদীনাং সকলোপনিষৎসু সৃষ্টিপ্রকরণেষু উপাসনপ্রকরণেষু চ শ্রূয়তে। তথা হি—"সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ", "তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬৷২৷১, ৩] ইত্যারভ্য সর্ব্বমচেতনং তেজোঽবন্নপ্রমুখাবস্থাবিশেষ-বদ্ ব্যাকৃত্য "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬৷৩৷২] ইতি সঙ্কল্প্য ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তং চতুর্ব্বিধং ভূতজাতং তত্তৎকর্ম্মোচিত-শরীরং (*) তদুচিত-নামভাক্ চায়মকরোদিত্যুক্তম্।

এবং সর্ব্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিরাম্নায়তে। দেবাদিভেদশ্চ তত্তৎকর্ম্মানুগুণব্রহ্মলোকপ্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-লোকস্থ-ফলভোগযোগ্য-দেহেন্দ্রিয়ান্দ্রিযোগায়ত্তঃ, আত্মনাং স্বতো দেবা-দিত্বাভাবাৎ। তথা "তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুঃ···ইন্দ্রো

অভিতপ্ত হওয়ায় এবং সর্ব্ববিধ দোষ-সংস্পর্শবর্জ্জিত, অবধি ও অতিশয়রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণগণোপেত পর ব্রহ্মেও নিরতিশয় ভোগ-সদ্ভাব জানা থাকায় তাহাদেরও [ব্রহ্মোপাসনায়] অর্থিত্ব সম্ভবপর হইয়া থাকে; কার্য্যক্ষম উৎকৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকায় তাহাদের সামর্থ্যও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে ও উপাসনাপ্রকরণেও 'ব্রহ্মা' প্রভৃতি দেবতাগণের দেহেন্দ্রিয়াদি-সত্তা পরিশ্রুত হইয়া থাকে। দেখ; 'হে সোম্য, সৃষ্টির অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপ ছিল;' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন - বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত তেজঃ ও জলপ্রভৃতি সমস্ত অচেতনকে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত করিয়া—'এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনিই ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূতবর্গকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুরূপ শরীর ও তদুপযুক্ত নাম-রূপভাগী করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই দেবতা, তির্য্যক্ (পশু পক্ষি প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্থাবরাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ কোন আত্মারই যখন দেবাদিভাব নাই, তখন ঐ দেবাদিভাব কেবল ব্রহ্মলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

(*) 'ভূতশরীরং' ইতি (ক) পাঠঃ।

হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং, তৌ হাসম্বিদানাবেব সমিৎ-পাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ", "তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ, তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ" [ছান্দো০ ৮।৭।২, ৩] ইত্যাদিনা স্পষ্টমেব শরীরেন্দ্রিয়বত্ত্বং দেবাদীনাং প্রতীয়তে ।

কর্ম্মবিধিশেষভূত-মন্ত্রার্থবাদেষ্বপি "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" [অষ্টক০ ২।৬।৭।৩৪], তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছৎ" [কাণ্ড০ ২।৪।১২] ইত্যাদিভিঃ প্রতীয়-মানং বিগ্রহাদিমত্ত্বং প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধং তৎপ্রমেয়মেব। ন চানুষ্ঠেয়ার্থ-প্রকাশন-স্তুতিপরত্বাভ্যাং প্রতীয়মানার্থান্তরাবিবক্ষা শক্যতে বক্তুম্ ; স্তুত্যাদ্যুপযোগিত্বাৎ (*) তেন বিনা স্তুত্যাদ্যনুপপত্তেশ্চ। গুণকথনেন হি স্তুতিত্বং, গুণানামসদ্ভাবে স্তুতিত্বমেব (†) হীয়তে। ন চাসতি গুণে কথিতে তেন (‡) প্ররোচনা জায়তে ; অতঃ কর্ম্ম প্ররোচয়ন্তো গুণসদ্ভাবং বোধয়ন্ত্যেবার্থবাদাঃ। মন্ত্রাশ্চ কর্ম্মসু বিনিযুক্তাঃ তত্র তত্র কিঞ্চিৎকরত্বায় অনুষ্ঠেয়মর্থং (§) প্রকাশয়ন্তো দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধত

সম্বন্ধ নিবন্ধনই কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। সেইরূপ, 'দেবতা ও অসুর, উভয়েই [লোক-পরম্পরাগত প্রজাপতির উপদেশ] অবগত হইয়াছিলেন; তাহারা বলিয়াছিলেন... ; দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, আর অসুরগণের মধ্যে বিরোচন, এই দুইজন প্রজাপতির উদ্দেশে গমন করিয়া-ছিলেন; তাহারা পরস্পরের ফললাভে একমত না হইয়া অর্থাৎ ঈর্ষাপরবশভাবে সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতি সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন' ; 'তাহারা বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন ; পজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন', ইত্যাদি বাক্য হইতে দেবতা-প্রভৃতিরও শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতেছে।

আর কর্ম্মবিধির অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও 'পুরন্দর (ইন্দ্র) বজ্রহস্ত,' 'ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন', ইত্যাদি বাক্যে যে, শরীরাস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহা যখন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে, তখন নিশ্চয়ই সত্য। আর মন্ত্র ও অর্থবাদাদির ও কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রকাশন ও প্রশংসা পরত্বনিবন্ধন যে, প্রতীতি সত্ত্বেও অন্য অর্থ বিবক্ষিত হইবে না, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, প্রতীয়মান সেই অর্থান্তরও স্তুতিবাদ প্রভৃতিরই উপযোগী। বিশেষতঃ অর্থান্তর-বিবক্ষাস্বীকার না করিলে স্তুতিবাদত্বই উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, গুণ-কথন আছে বলিয়াই [ঐ সকল বাক্যের] স্তুতিত্ব ; গুণের অসদ্ভাবে স্তুতিত্বই নষ্ট হইতে পারে ; আর অবিদ্যমান গুণ কথিত হইলেও তদ্দ্বারা লোকের প্ররোচনা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা)

(*) 'পযোগাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।　　　(†) 'মপি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) ন চাসতা গুণেন কথিতেন' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।　　　(§) অনুষ্ঠেয়ার্থং' ইতি 'ক, গ' পাঠঃ।

এব তত্র কিঞ্চিৎকুর্ব্বন্তি ; অন্যথা ইন্দ্রাদিস্মৃত্যনুপপত্তেঃ ; ন চ নির্ব্বিশেষা দেবতা ধিয়মধিরোহতি। তত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তান্ গুণান্ স্বয়মেব বোধয়িত্বা তৈঃ কর্ম্ম প্ররোচয়ন্তি; গুণবিশিষ্টং বা প্রকাশয়ন্তি; দেবতাদিগতবিগ্রহাদি-গুণবিশেষমভিদধতঃ তত্র (*) প্রাপ্তাংশ্চানূদ্য তৈঃ প্ররোচন-প্রকাশনে (†) কুর্ব্বন্তি ; বিরুদ্ধত্বে তু তদ্বাচিভিঃ শব্দৈরবিরুদ্ধান্ গুণান্ লক্ষয়িত্বা কুর্ব্বন্তি। কর্ম্মবিধেশ্চ দেবতায়াঃ প্রমাণান্তরপ্রাপ্তম্ (‡) ঐশ্বর্য্যমপেক্ষিত-মেব। কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া কর্ম্ম বিধীয়মানং স্বয়ং ক্ষণপ্রধ্বংসি কালান্তর-ভাবিনঃ ফলস্য স্বর্গাদেঃ সাধকমপেক্ষতে। মন্ত্রার্থবাদয়োশ্চ—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি" [যজুঃ০২।১।১।১], "যদনেন হবিষা আশাস্তে, তদশ্যাৎ তদৃদ্ধ্যাৎ তদস্মৈ দেবা রাধন্তাম্" [অন্ট০ প্রশ্ন০ ·] ইত্যাদিষু দেবতায়াঃ কর্ম্ম-ণারাধিতায়াঃ ফলদায়িত্বং তদনুগুণঞ্চৈশ্বর্য্যং প্রতীয়মানমপেক্ষিতত্বেন

জন্মিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম বিষয়ে রুচিজনক অর্থবাদসমূহও নিশ্চয়ই বর্ণনীয় গুণের সদ্ভাব বোধক। মন্ত্রসমূহও কর্ম্মে বিনিযুক্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকারসাধনের জন্যই কর্ম্মা-নুষ্ঠেয় অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং মন্ত্রসমূহ দেবতাপ্রভৃতির শরীরাদি গুণবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াই উপকারী হইয়া থাকে; নচেৎ কার্য্যকালে ইন্দ্রাদির স্মরণই হইতে পারে না; কেন না, নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ শরীরাদি বিশেষভাবরহিত কেবলই শব্দময় দেবতা কথনই বুদ্ধ্যারূঢ় (স্মৃত) হইতে পারে না। তাহাতে [এইমাত্র বিশেষ যে,] যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই, নিজেই সেই সমস্ত গুণরাশি প্রতিপাদন করত তদ্দ্বারা কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করে ; অথবা গুণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া কর্ম্মবিশেষ প্রতিপাদন করে। আর যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তর লব্ধ, তৎসমুদয়ের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র করিয়া লোকের প্ররোচনা ও কর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশন, উভয়ই করিয়া থাকে। [প্রমাণান্তরের সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে সেই গুণবাচক শব্দ দ্বারা অবিরুদ্ধ গুণসমূহ লক্ষিত করিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। দেবতার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতিও নিশ্চয়ই কর্ম্ম বিধিতে অপেক্ষিত। সকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্যরূপে বিধীয়মান কর্ম্ম নিজে ক্ষণধ্বংসী; সুতরাং তাহা কালান্তরভাবি-স্বর্গাদি ফলের সাধক অপর কিছু সাধনের অপেক্ষা করে; [অর্থবাদ-প্রকাশিত ঐশ্বর্য্যাদিই সেই সাধক প্রমাণ]। 'বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা, উপাসক স্বীয় ভাগ্যবলে বায়ু অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে সম্পৎ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে', 'যজমান এই হবিঃ দ্বারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা অর্পিত হউক, তাহা বৃদ্ধি পাউক, দেবগণ তাহা সম্পন্ন করুন', ইত্যাদি মন্ত্রে ও অর্থবাদবাক্যে যে, প্রতীয়মান—কর্ম্মারাধিত

(*) দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধত এব তত্র' ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠস্তু প্রামাদিক ইতি প্রতীয়তে।
(†) প্ররোচন-প্রকাশনং' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) প্রমাণান্তরপ্রাপ্তম্' ইত্যংশঃ 'খ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

বাক্যার্থে সমন্বীয়তে। দেবপূজাভিধায়িনো যজিধাতোশ্চ যাগাখ্যং কর্ম্ম স্বারাধ্যদেবতাপ্রধানং প্রতীয়তে। তদেবং কৃৎস্নবাক্যপর্য্যালোচনয়া বাক্যাদেব বিধ্যপেক্ষিতং সর্ব্বমবগতমিতি নাপূর্ব্বাদিকং ব্যুৎপত্তিসময়ানবগতং কর্ম্ম-বিধিবিভিধেয়তয়া কল্প্যতয়া বা আশ্রয়িতব্যম্। তথা সঙ্কীর্ণব্রাহ্মণ-মন্ত্রার্থবাদ-মূলেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণেষু ব্রহ্মাদীনাং দেবাসুরপ্রভৃতীনাং চ দেহেন্দ্রিয়া-দয়ঃ স্বভাবভেদাঃ স্থানানি ভোগাঃ কৃত্যানি চ, ইত্যেবমাদয়ঃ সুব্যক্তাঃ প্রতি-পাদ্যন্তে। অতো বিগ্রহাদিমত্ত্বাদ্ দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্ত্যেব ॥১॥৩॥২৫॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতি-পত্তের্দর্শনাৎ ॥ ১॥৩॥২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিরোধঃ (বিরোধ) কর্ম্মণি (কর্ম্মেতে) [হয়,] ইতি (ইহা) চেৎ [যদি বল,] ন (না—বলিতে পার না], অনেকপ্রতিপত্তেঃ (অনেকপ্রকার উপপত্তির) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু)।]

[সরলার্থঃ—দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্ত্বে একস্য অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবাৎ হেতোঃ বিদ্যায়াং বিরোধাভাবেঽপি কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; তৎ ন; কুতঃ? অনেক-প্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ—সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিবিশেষবশাৎ যুগপৎ অনেকশরীরস্য প্রতিপত্তেঃ গ্রহণস্য দৃষ্টত্বাৎ। যদ্বা, অনেকধা প্রতিপত্তেঃ সমাধানস্য সম্ভবাৎ; যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চিৎ যুগপৎ বহুভিঃ নমস্যতে, নতু ভোজয়িতুং শক্যতে, এবমিত্যর্থঃ।

যদি বল দেবতাপ্রভৃতির শরীর-সদ্ভাব স্বীকার করিলে বিদ্যায় বিরোধ না হইলেও কর্ম্মেতে নিশ্চয়ই বিরোধ সম্ভাবিত হইতেছে, কেন না; শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কথনই বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে সন্নিহিত থাকিতে পারেন না; না—তাহাও বলা যায় না; কারণ, যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনির একই সময়ে বহু শরীরধারণপূর্ব্বক বহুকার্য্য করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর ॥ ১। ৩। ২৬ ॥]

দেবতার ফলদাতৃত্ব এবং ফলদানের উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অপেক্ষণীয় বা আবশ্যকীয় বলিয়াই সে সমুদয়ের সহিত বাক্যার্থের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 'যজ' ধাতুর অর্থ দেবতার পূজা; সেই দেবপূজাবাচক যজধাতুর কর্ম্মভূত যাগেও আরাধ্য দেবতারই প্রাধান্য প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে সমস্ত বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বিধিবাক্যে যাহা যাহা অপেক্ষিত, শ্রুতিবাক্য হইতেই তৎসমুদয় অবগত হইতে হয়; অতএব শব্দ-ব্যুৎপত্তির (শব্দজ্ঞানের) নিয়মানুসারে যাহা অবগত হয় না, এরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাদি কিছুই কর্ম্মবিধিতে বাক্যার্থরূপে কিংবা কল্পনীয়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায় না। সেইরূপ, সমস্ত ব্রাহ্মণ (বেদের অংশবিশেষ), মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মাপ্রভৃতির এবং দেবতা ও অসুরগণের দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রভেদ, স্বভাবভেদ, বিশেষ বিশেষ স্থান, ভোগ ও কর্ত্তব্যভেদ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত আছে। অতএব বিগ্রহাদির সদ্ভাব নিবন্ধন দেবগণেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ১ ॥ ৩। ২৫॥

দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্ত্বাভ্যুপগমে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, বহুষু যাগেষু যুগপদেকস্যৈন্দ্রস্য বিগ্রহবত্ত্বে "অগ্নিমগ্ন আবহ" [যজুঃ অষ্ট° ৩।৫], "ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ" [যজুঃ আরণ্য° ১।১২] ইত্যাদিনা আহূতস্য তস্য সন্নিধানানুপপত্তেঃ। দর্শয়তি চাগ্ন্যাদীনাং তত্র তত্রাগমনং "কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন; বহূনাং যজমানানাং যো বৈ দেবতাঃ পূর্ব্বঃ পরিগৃহ্ণাতি, স এনাঃ শ্বো ভূতে যজতে" [যজুঃ, কাণ্ব° ১।৬।°।২১] ইতি। অতো বিগ্রহাদিমত্ত্বে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যত ইতি চেৎ, তন্ন—অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিমতাং যুগপদনেকশরীরপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১॥৩॥২৬ ॥

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥১॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দে (বৈদিকশব্দে) [বিরোধ] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], না (না—) অতঃ (ইহা হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হেতু), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ –শ্রুতি ও অনুমান স্মৃতি প্রমাণে)।]

[সরলার্থঃ—মা ভূৎ কর্ম্মণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যত এব ইতি চেৎ, বিগ্রহাদিমত্ত্বে হি তেষামুৎপত্তি-বিনাশাবশ্যম্ভাবাৎ—উৎপত্তেঃ প্রাক্, বিনাশাচ্চ ঊর্দ্ধং বেদোক্তানাং ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূন্যত্বমনিত্যত্বং দোষঃ প্রসজ্যত এব, ইতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? অতঃ প্রভবাৎ— অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাৎ ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বেন্দ্রাদি-বিনাশোত্তরং পুনঃ সৃষ্টিসময়ে প্রজাপতিঃ ইন্দ্রাদ্যাকৃতিবিশেষবাচিন ইন্দ্রাদি-শব্দাৎ ইন্দ্রাদ্যাকৃতিবিশেষং মনসি সংকলয্য তদাকারম্ অপরম্ ইন্দ্রাদিকং সৃজতি, অতঃ বৈদকশব্দপ্রভবত্বম্ ইন্দ্রাদীনামুচ্যতে; ততশ্চ শব্দে ন বিরোধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

ভাল, কর্ম্মে বিরোধ না হয় না হউক, বৈদিক শব্দে ত বিরোধের সম্ভাবনাই আছে; কেন না, দেবতাগণের যদি শরীরই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি বিনাশও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে দেবতাবাচক 'ইন্দ্র'প্রভৃতি বৈদিক শব্দ যে, তৎকালে অর্থশূন্য ছিল, একথাও বলিতেই হইবে; পক্ষান্তরে, বৈদিক শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে উভয়প্রকারেই বৈদিক শব্দে দোষ প্রসক্ত হইতেছে, ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না—সে দোষ হয় না; কারণ, শব্দ হইতেই দেবাদি জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেখ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর প্রজাপতি প্রথমে তদাকৃতিবাচক ইন্দ্রাদি শব্দ বুদ্ধিস্থ করিয়া—স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ তদাকার অপরাপর ইন্দ্রাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন; অতএব ইন্দ্রাদির শব্দপ্রভবত্ব হেতু শব্দ সম্বন্ধে আরোপিত পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না ॥১॥৩॥২৭॥]

বিরোধ ইতি বর্ত্ততে। মা ভূৎ কর্ম্মণি বিরোধোঽনেকশরীরপ্রতিপত্তেঃ; শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যতে, অনিত্যার্থসংযোগাৎ। বিগ্রহবত্ত্বে হি সাবয়বত্বেনেন্দ্রাদেরর্থস্যানিত্যত্বমনিবার্য্যম্; ততো দেবদত্তাদিশব্দবৎ ইন্দ্রাদ্যর্থজন্মনঃ প্রাক্, বিনাশাদূর্দ্ধঞ্চ ইন্দ্রাদিশব্দানাং বৈদিকানামর্থশূন্যত্বম্, অনিত্যত্বং বা বেদস্য স্যাদিতি চেৎ, ন, (*) অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাদিন্দ্রাদি-শব্দাদেব পুনঃপুনরিন্দ্রাদ্যর্থস্য প্রভবাৎ। এতদুক্তম্ভবতি—ন হি দেব-দত্তাদিশব্দবদ্ ইন্দ্রাদিশব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষমাত্রে সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ; অপি তু স্বভাবত এব গবাদিশব্দবদ্ আকৃতিবিশেষবাচিত্বেন। ততশ্চৈকস্যাম্ ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্ অত এব বৈদিকাদ্ ইন্দ্র-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তমানাদবগত-তদ্বাচ্যভূতেন্দ্রাদ্যর্থাকারো ধাতা তদাকারমেবা-

---

দেবতা প্রভৃতির শরীর-সদ্ভাব স্বীকার করিলে কর্ম্মেতে বিরোধ সম্ভাবিত হয়; কারণ, ইন্দ্র একটি ব্যক্তি; শরীরবান্ হইলে "অগ্নিং অগ্নে আবহ" "ইন্দ্র আগচ্ছ, হরিব আগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বহুযাগে একসঙ্গে আহূত ইন্দ্রের কখনই সন্নিধান হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্র কিন্তু নানাস্থানে অগ্নি প্রভৃতির আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন,—'দেবগণ কাহার যজ্ঞে আগমন করেন, কাহার যজ্ঞে বা [আগমন করেন] না? বহু যজমানের মধ্যে যিনি প্রথমে দেবতাগণকে গ্রহণ করেন, তিনিই পরাহ-কর্ত্তব্য যজ্ঞে তাহাদিগের যজন (পূজা) প্রদান করেন।' অতএব বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে যজ্ঞাদিকর্ম্মে বিরোধ প্রসক্ত হয়, এরূপ যদি আশঙ্কা কর; না—তাহাও করিতে পার না; কারণ, 'অনেক প্রতিপত্তি' দেখা যায়, যোগশক্তি-সম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি ঋষির একদা অনেক শরীর পরিগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১। ৩ ॥ ২৬ ॥

[পূর্ব্ব সূত্র হইতে এখানেও] 'বিরোধ' শব্দটী আসিয়াছে। অনেক শরীরের প্রতিপত্তি-নিবন্ধন কর্ম্মে বিরোধ না হউক; কিন্তু অনিত্য পদার্থ বোধক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দে ত বিরোধ সম্ভাবিতই হইতেছে। কেন না, শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতার সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে; সাবয়বত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রাদিরও অনিত্যত্ব অনিবার্য্য হয়। অতএব ইন্দ্রাদি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর [প্রতিপাদ্য অর্থ না থাকায়] বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দেরও অর্থশূন্যত্ব (নিরর্থকত্ব), অথবা বেদেরই অনিত্যত্ব হইতে পারে; ইহা যদি বল; [তাহার উত্তর—] না—তাহা বলিতে পার না; ইহা হইতে প্রভবই তাহার হেতু—যেহেতু এই ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃপুনঃ উদ্ভব হয়। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দ যে, দেবদত্তাদি শব্দের ন্যায় আধুনিক সঙ্কেত দ্বারা কোন এক ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু গবাদি শব্দের ন্যায় স্বভাবতই আকৃতি-বিশেষের বাচকরূপে

(*) তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ।

পরমিন্দ্রং সৃজতি; যথা কুলালো ঘট-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তমানাৎ তদাকারমেব ঘটম্; ইতি।

কথমিদমবগম্যতে? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং- শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ "বেদেন রূপে ব্যাকরোৎ সতা-সতী প্রজাপতিঃ" [অষ্ট০ ২।৬।২।৭] ইতি; তথা "স ভূরিতি ব্যাহরৎ, স ভূমিমসৃজত; স ভুব ইতি ব্যাহরৎ, সোঽন্তরিক্ষমসৃজত" [অষ্ট০ ২।২।৪।২] ইত্যাদি। বাচক-শব্দপূর্ব্বকং তত্তদর্থসংস্থানং স্মরন্ তত্তৎসংস্থানবিশিষ্টং তং তমর্থং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি—

[প্রযুক্ত] রহিয়াছে (*)। অতএব, এক ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে পর বিধাতা বুদ্ধিস্থ বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে সেই শব্দবাচ্য ইন্দ্রাদি পদার্থ অনুধ্যান করত পূর্ব্বের অনুরূপই অপর ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কুম্ভকার যেরূপ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান 'ঘট' শব্দ হইতে কল্পনানুরূপ ঘটের [সৃষ্টি করে], তদ্রূপ। (†)

[জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে,] ইহা জানা যায় কিরূপে? প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে; অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে। [তন্মধ্যে] শ্রুতি এই যে, প্রজাপতি বেদ দ্বারা (শব্দ দ্বারা) সৎ ও অসৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত করিলেন,' সেইরূপ 'তিনি 'ভূ' শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তিনি 'ভুবঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। অর্থাৎ পদার্থবাচক শব্দ স্মরণপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ স্মরণ করতঃ সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রও আছে 'স্বয়ম্ভু প্রথমে

(*) তাৎপর্য্য—কোন অর্থবিশেষ-বোধনের জন্য যে শব্দাবিশেষের প্রয়োগ, তাহার নাম 'সংকেত'; 'সংজ্ঞা' ইহারই নামভেদ মাত্র। সংকেত দ্বিবিধ—আজানিক (অনাদিকাল-প্রবৃত্ত) ও আধুনিক (অস্মদাদি-কৃত)। যে সংকেত কোনও ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে, অথচ চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাই আজানিক সংকেত, যেমন—দেব, মনুষ্য, গো প্রভৃতি। আর যে সংকেত আমাদের প্রবর্ত্তিত, অনাদিসিদ্ধ নহে, তাহা 'আধুনিক' যেমন—পুত্রাদির নামকরণ—রাম, শ্যাম, যদু দেবদত্ত প্রভৃতি। দেবরাজে যে 'ইন্দ্র' শব্দের সংকেত, তাহা ঐ 'আজানিক' সংকেত, অস্মদাদি কৃত দেবদত্ত প্রভৃতির ন্যায় আধুনিক নহে। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অগ্রে ইন্দ্রের উৎপত্তি, পশ্চাৎ যে, তাহার 'ইন্দ্র' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু ঐ শব্দটী চিরন্তন। আর দেবরাজ ইন্দ্র উৎপত্তি-বিনাশশালী-অনিত্য হইলেও তাহার শরীর-সংস্থান—আকৃতিটী চিরস্থায়ী, কর্ম্মফলে যখনই যিনি দেবরাজ হন, তখনই তাহার সেই পূর্ব্বকল্পীয় ইন্দ্রের অনুরূপ আকৃতি লাভ হয়, এবং তদনুসারে তিনি 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দ ও দেবরাজের আকৃতি, উভয়েই অনাদি হওয়ায় শব্দ সম্বন্ধে আপত্তিত বিবাদের সম্ভাবনা হইতে পারে না।

(১১) এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যখনই কোন একটি বস্তু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্বেই সেই বস্তুটীর আকৃতি ও নাম মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি; এরূপ কোন বস্তুই আমার নির্ম্মাণ করিতে পারি না, যাহার নাম ও আকৃতি আমরা মনে মনে স্মরণ না করি। নাম-রূপ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্য করাই সৃষ্টি-তত্ত্বের চিরন্তন প্রথা।

"অনাদিনিধনা হ্যেষা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রসূতয়ঃ" (*) [মনু০ ১।২১] ইতি;
"সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে" ইতি।
সংস্থাঃ—সংস্থানানি রূপাণীতি যাবৎ; তথা—
"নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ"॥ [বিষ্ণুপু০ পু০ ১।৫।৬৩]
ইতি। অতো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বেঽপি (†) বৈদিকশব্দানামানর্থক্যং, বেদস্যাদিমত্ত্বং চ ন প্রসজ্যতে ॥১॥৩॥২৭॥

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥১॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (ও) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ প্রজাপতিঃ বৈদিকাং শব্দাদর্থাকৃতিং স্মৃত্বা তদাকারমেব সর্ব্বং সৃজতি; অতশ্চ হেতোঃ বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রসূক্তাদিকারিত্বেঽপি মন্ত্রাদিময়স্য বেদস্য নিত্যত্বমেব ব্যবতিষ্ঠতে, নতু জন্যত্বম্।

প্রজাপতির্হি নৈমিত্তিকপ্রলয়াবসানে "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" "বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবতি" ইত্যাদি বেদশব্দেভ্য এব অধ্যয়নমন্তরেণাপি মন্ত্রদর্শনসমর্থং বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাকৃতিবিশেষং স্মৃত্বা তদাকৃতিবিশিষ্টান্ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদীন্ সৃজতি; তে চ অনধীত্যৈব বেদান্ পূর্ব্বসংস্কারবশেন যথাযথং স্মরন্তি; তস্মাৎ তেষাং মন্ত্রাদিকারিত্বেঽপি বেদস্য নিত্যত্বমব্যাহতমেবেতি ভাবঃ।

যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদোক্ত শব্দ হইতেই তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের আকৃতি স্মরণপূর্ব্বক তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট সর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই হেতুই বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের মন্ত্রকর্তৃত্ব ও সূক্তাদিকর্তৃত্ব উক্ত থাকিলেও মন্ত্রাদিময় বেদের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না।

অভিপ্রায় এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কাল শেষ হইলেই ব্রহ্মা "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি বেদশব্দ হইতে, অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও যাহারা মন্ত্রদর্শনে সমর্থ, তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নপ্রকার আকৃতি স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন, তাহারাও অধ্যয়ন না করিয়াই যথাযথরূপে বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ হন; এই কারণে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঐরূপে মন্ত্রকর্তা (মন্ত্রদ্রষ্টা) হইলেও ফলতঃ বেদের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না॥ ১।৩।২৮॥]

অনাদি, নিধন, বেদময় দিব্য বাক্য (শব্দ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে,' ইতি। 'তিনি (আদিপুরুষ) প্রথমে বৈদিকশব্দ হইতেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।' ইতি। সংস্থা অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ নানাবিধ রূপ (আকৃতি)। আরও, 'তিনি দেবাদি সমস্ত ভূতের নাম, রূপ এবং বহুবিধ কর্ত্তব্য বিষয় বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' অতএব দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকিলেও বেদোক্ত শব্দের আনর্থক্য কিংবা বেদের অনিত্যতা দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না॥ ১॥ ৩। ২৭॥

(*) প্রবৃত্তয়ঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) 'ক' পুস্তকে তু অত্র 'ন' শব্দোঽস্তি, উত্তরত্র তু নাস্তি

যত এবেন্দ্র-বসিষ্ঠাদিশব্দানাং দেব-ঋষিবাচিনাং (*) তত্তদাকারবাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বিকা চ তত্তদর্থসৃষ্টিঃ; তত এব "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে", "নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্‌ভ্যঃ" [আরণ্য০, প্র০৭।১।১], "অয়ং সোঽগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ভবতি" [যজুঃ০ কা০ প্র০ ৫।২।৩।৩] ইত্যাদিভির্ব্বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রকৃত্ত্ব-কাণ্ডকৃত্ত্ব-ঋষিত্বাদৌ প্রতীয়মানেঽপি বেদস্য নিত্যত্বমুপপদ্যতে। এভিরেব "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদিভির্ব্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-সূক্ত-মন্ত্রকৃতামৃষীণাম্ আকৃতিশক্ত্যাদিকং পরামৃশ্য তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছক্তিযুক্তাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিস্তানেব তত্তন্মন্ত্রাদিস্মরণে (†) নিযুঙ্‌ক্তে; তে চ প্রজাপতিনা আহিতশক্তয়স্তত্তদনুগুণং তপস্তপ্ত্বা নিত্যসিদ্ধান্ (‡) পূর্ব্ব-পূর্ব্ববসিষ্ঠাদিদৃষ্টান্ (§) তানেব মন্ত্রাদীন্ অনধীত্যৈব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্খলিতান্ পশ্যন্তি। অতশ্চ বেদানাং নিত্যত্বমেবাঙ্ক মন্ত্রকৃত্ত্বমুপপদ্যতে ॥১।৩।২৮॥

অথ স্যাৎ—নৈমিত্তিক-প্রলয়াদিষু ইন্দ্রাদ্যুৎপত্তৌ বেদশব্দেভ্যঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বেন্দ্রাদিস্মরণেন প্রজাপতিনা দেবাদিসৃষ্টিরুপপদ্যতাং নাম; প্রাকৃত-প্রলয়ে তু স্রষ্টুঃ প্রজাপতেঃ ভূতাদ্যহঙ্কারপরিণাম-শব্দস্য চ বিনষ্টত্বাৎ কথং

যেহেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই সেই আকৃতি-বিশেষেরই বাচক, এবং যেহেতু সেই সেই পদার্থের স্মরণপূর্ব্বকই সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে; সেই হেতুই "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে", "নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যঃ", "অয়ং সো ঽগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবতি" ইত্যাদি বেদবাক্যে বসিষ্ঠ প্রভৃতির মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব, কাণ্ড (অংশবিশেষ-) কর্ত্তৃত্ব এবং ঋষিত্বাদি প্রতীত হইলেও বেদের নিত্যত্ব উপপন্ন হয়; কারণ, "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি শব্দ হইতেই প্রজাপতি সেই সেই মন্ত্র, সূক্ত ও কাণ্ডকর্ত্তা ঋষিগণের আকৃতি ও শক্তিসমূহ স্মরণ করিয়া সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই সেই শক্তিযুক্তরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদিকার্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রজাপতি হইতে লব্ধশক্তি তাহারাও স্বস্বকর্ত্তব্যানুকূল তপস্যা করিয়া অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিদৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যথাযথ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; এই কারণেই বেদের নিত্যত্ব এবং বসিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ১।৩।২৮ ॥

(*) দেবর্ষিবাচিনাং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) করণে' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(‡) বীর্য্যসিদ্ধান্' ইতি (ক) পাঠঃ

(§) দৃষ্টান্ মন্ত্র' ইতি (ক,ও) পাঠঃ।

প্রজাপতেঃ শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরুপপদ্যতে? কথন্তরাং বিনষ্টস্য বেদস্য নিত্যত্বম্? অতো বেদনিত্যত্ববাদিনা দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপি লোকব্যবহারস্য প্রবাহানাদিতা আশ্রয়ণীয়েতি। অত উত্তরং পঠতি—

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাননামরূপত্বাৎ (নাম ও রূপ—আকৃতি সমান হওয়ায়) চ (ও) আবৃত্তৌ (পুনঃপুনঃ আগমনে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব), দর্শনাৎ (শ্রুতিদর্শনহেতু), স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ সমাননাম-রূপত্বাৎ— সমানং নাম রূপঞ্চ যেষাং—স্রষ্টব্যানাং, তে সমাননাম-রূপাঃ, তেষাং ভাবঃ—তত্ত্বং, তস্মাৎ চ হেতোঃ আবৃত্তৌ বেদ-চতুর্ম্মুখয়োরপি বিনাশাত্মক-প্রাকৃতপ্রলয়-পরম্পরায়ামপি অবিরোধঃ বিরোধাভাবঃ। পরমপুরুষো হি পূর্ব্বসংস্থানানুরূপং সর্ব্বং জগৎ বুদ্ধৌ আকলয্য তদাকারমেব চতুর্মুখাদিকং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা পূর্ব্বানুপূর্ব্বীবিশিষ্টান্ বেদাংশ্চ স্মরন্ চতুর্মুখায় প্রযচ্ছতি। দর্শনাৎ—শ্রুতেঃ, স্মৃতেশ্চ এতদবগম্যতে; শ্রুতিস্তাবৎ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদিঃ, তথা স্মৃতিশ্চ—যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" ইত্যাদিকা। এতদেব বেদস্য নিত্যত্বং যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমানুরূপমেব উচ্চার্য্যত্বমিতি ভাবঃ।

যখন চতুর্ম্মুখাদি সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রাকৃতপ্রলয়েও সমান অর্থাৎ পূর্ব্ব-কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপের (আকৃতির) সৃষ্টি হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতেও কোন বিরোধ নাই; শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই সমানাকার নামরূপ সৃষ্টির কথা জানা যায়। শ্রুতি যথা—'বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,' ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—'পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন সমানভাবেই ঋতুচিহ্ন সমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি যুগের আদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপই নানাবিধ পদার্থ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়' ইত্যাদি ॥ ১।৩।২৯ ॥]

আচ্ছা, ব্রহ্মার দিবসাবসানরূপ 'নৈমিত্তিক' প্রলয়াদি সময়ে যে, ইন্দ্রাদির উৎপত্তি, তাহাতে বরং প্রজাপতিকর্ত্তৃক বেদশব্দসমূহ হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ইন্দ্রাদির স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবতার সৃষ্টি উপপন্ন হয় হউক; কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি এবং ভূতোপাদান অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ শব্দেরও যখন বিনাশ হয়, তখন প্রজাপতির শব্দানুস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি উপপন্ন হয় কিরূপে? আর বিনষ্ট বেদেরইবা নিত্যত্ব রক্ষা হয় কি প্রকারে? অতএব, বেদ-নিত্যত্ববাদী, দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্তা স্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের যে, অনাদিপ্রবাহ-রূপতা, তাহা সমর্থন করিবে কিরূপে? এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—"সমাননামরূপত্বাৎ" ইত্যাদি।

কৃৎস্নোপসংহারে জগদুৎপত্ত্যাবুভাবপি পূর্ব্বোক্তাৎ সমাননামরূপত্বা-দেব ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তথা হি—স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ প্রলয়াবসানসময়ে পূর্ব্বসংস্থানং জগৎ স্মরন্ "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য ভোগ্য-ভোক্তৃজাতং স্বস্মিন্ শক্তিমাত্রাবশেষং প্রলীনং বিভজ্য মহদাদি ব্রহ্মাণ্ডং (*) হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্তং সৃষ্ট্বা বেদাংশ্চ পূর্ব্বানুপূর্ব্বীবিশেষ-সংস্থিতান্ আবিষ্কৃত্য হিরণ্য-গর্ভায় উপদিশ্য পূর্ব্ববদেব দেবাদ্যাকারজগৎসর্গে তং নিযুজ্য স্বয়মপি তদন্তরাত্মতয়া অবতস্থে ; অতো যথোক্তং সর্ব্বমুপপন্নম্। এতদেব চ বেদস্যা-পৌরুষেয়ত্বং নিত্যত্বঞ্চ—যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রম-জনিতসংস্কারেণ তমেব ক্রমবিশেষং স্মৃত্বা তেনৈব ক্রমেণোচ্চার্য্যত্বম্ ; তদস্মাসু সর্ব্বেশ্বরেঽপি

ত্রিলোক-প্রলয় সময়েও পুনঃপুনঃ জগদুৎপত্তিতে পূর্ব্বকথিত সমাননাম-রূপত্ব হেতুতেই কোন বিরোধ নাই। দেখ, সেইরূপই কথিত আছে—'সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর) প্রলয়াবসান সময়ে পূর্ব্বকল্পীয় সংস্থানবিশেষবিশিষ্ট (বিশেষবিশেষ নাম ও রূপাদি সম্পন্ন) জগৎ স্মরণ করত 'আমি বহু হইব' ইত্যাকার সংকল্প করিয়া কেবলই শক্তিরূপে (বীজাবস্থায়) আপনাতে বিলীন ভোগ্য ও ভোক্তৃসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, [আদিপুরুষ] মহত্তত্ত্ব (সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিয়া এবং পূর্ব্বতন আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট (ক্রমাদিযুক্ত) বেদ সমূহ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিয়া হিরণ্যগর্ভকে তাহা উপদেশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় যথাযথ আকৃতি সম্পন্ন দেবাদি জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেও অন্তরাত্মরূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন'; অতএব যাহা যাহা কথিত হইল, তৎসমস্তই যুক্তিযুক্ত। ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উচ্চারণক্রমে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বিশিষ্ট সংস্কারানুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য-ক্রম স্মরণপূর্ব্বক সেই ক্রমানুসারেই উচ্চারণ করা (†); আমাদের এবং পরমেশ্বরের, সকলের

(প) ব্রহ্মাণ্ড-হিরণ্য' ইতি (ক) পাঠঃ।

† প্রলয়াবসানে আদি পুরুষ যখন সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত হন, তখন তিনিও বেদোক্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি নাম ও তাহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয় আকৃতি মনোমধ্যে সংকলন করিয়া তাহার পর পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রুতি ও এই কথা বলিয়াছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' এই কারণেই জগৎকে 'শব্দপ্রভব' বলা হইয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। আকৃতির সহিতই শব্দের সম্বন্ধ, সুতরাং আকৃতিই শব্দের মুখ্য অর্থ; কাজেই শব্দের আনর্থক্য আশঙ্কা যুক্তিসহ নহে।

সমানম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—সংস্কারানপেক্ষমেব স্বয়মেবানুসন্ধত্তে পুরুষোত্তমঃ।

কুত ইদং যথোক্তমবগম্যত ইতি চেৎ; তত্রাহ—দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। দর্শনং তাবৎ "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" [শ্বেতাশ্ব০ ১৬। ৮] ইতি। স্মৃতিরপি মানবী—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইত্যারভ্য—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমপাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ"। [মনু০ ১।৫, ৮, ৯],

ইতি। তথা পৌরাণিকী—(*)

"তত্র সুপ্তস্য দেবস্য নাভৌ পদ্মমজায়ত।
তস্মিন্ পদ্মে মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ব্রহ্মোৎপন্নঃ স তেনোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে॥"

তথা—"পরো নারায়ণো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ"॥ ইতি।

পক্ষেই এই নিয়ম সমান। এই মাত্র বিশেষ যে, পুরুষোত্তম ভগবান্ পূর্ব্বসংস্কার-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংই অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, [আর আমরা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে স্মরণ করিয়া থাকি]।

যদি বল, উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত জানা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—দর্শন হইতে এবং স্মৃতি হইতে। [দর্শন অর্থ শ্রুতি;] তাহা এই—'যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, এবং যিনি তাহার উদ্দেশে বেদসমূহ প্রেরণ করেন' ইতি। মনুক্তস্মৃতিও এই—'এই জগৎ [সৃষ্টির পূর্ব্বে] তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ছিল'; এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীর্য্য বা সৃষ্টি-শক্তি সন্নিবেশিত করিলেন। সেই বীর্য্যই সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাসম্পন্ন হিরণ্ময় ডিম্বরূপে পরিণত হইল; তাহা হইতেই সর্ব্বলোকের পিতামহ (কারণ-কারণ) স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।' সেইরূপ পৌরাণিক স্মৃতিও আছে—'ক্ষীর-সমুদ্রে শয়ান দেবের (নারায়ণের) নাভিদেশে একটী পদ্ম জন্মিয়াছিল; হে মহাভাগ, সেই পদ্ম মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন; সেই নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টিকর।' আরও আছে—'প্রকাশমান নারায়ণই সর্ব্বোত্তম; তাঁহা

(*) পৌরাণিকাঃ' ইতি (ক, গ) পাঠঃ

তথা—"আদিসর্গমহং বক্ষ্যে" ইত্যারভ্যোচ্যতে—

"সৃষ্ট্বা নারং তোয়মন্তঃ স্থিতোঽহম্ যেন স্যান্মে নাম নারায়ণেতি।
কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ সুপ্তস্য মে নাভিজং স্যাদ্ যথাব্জম্ ॥
এবং ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্মে চতুর্মুখঃ ॥
উৎপন্নঃ স ময়া প্রোক্তঃ (*) প্রজাঃ সৃজ মহামতে" ॥ ইতি।

অতো দেবাদীনামপ্যর্থিত্ব-সামর্থ্যযোগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়াং (†) অধিকারোঽস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্তম্।]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

মধ্বধিকরণম্] **মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১॥৩॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মধ্বাদিষু (মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) অনধিকারং (অধিকারের অভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন]।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপি অধিকারোঽস্তীতি স্থিতম্, ইদানীং "অসৌ বা দেবমধু" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণ-মধুবিদ্যাপ্রভৃতিষু বসুপ্রভৃতীনামপি অধিকারোঽস্তি নাস্তি বা, ইতি সংশয়ঃ। তত্র জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ মধ্বাদিষু "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদ্যুক্তমধুবিদ্যাপ্রভৃতিষু বস্বাদীনামেব উপাস্যত্বাৎ বস্বাদিভাব-প্রাপ্তেশ্চ তৎফলত্বাৎ বসুপ্রভৃতীনাং চ বস্বাদিভাব-প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ তদ্ভাবপ্রাপ্তৌ চ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধাৎ নাস্ত্যধিকার ইতি মন্যতে।

ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে বসুপ্রভৃতির উপাসনায় যখন বসুপ্রভৃতির স্বরূপ-প্রাপ্তিই ফল; অথচ বসুপ্রভৃতি দেবতাগণ যখন সেই উপাসনা দ্বারা আর বস্বাদিভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না, তখন সেই সমস্ত বিদ্যায় বসুপ্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, মধুপ্রভৃতি বিদ্যায় যখন বসুপ্রভৃতির আর বসুত্বাদি লাভ সম্ভব হয় না, এবং নিজেই নিজের উপাসন করিলে যখন কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের অধিকার নাই ॥১।৩।৩০॥]

হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন'। অপিচ, 'আদি (প্রথম) সৃষ্টি বলিব' এই হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত হইয়াছে—'নার' (নরসংজ্ঞক, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন) জল সৃষ্টি করিয়া আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; তাহাতেই আমার 'নারায়ণ' এই নাম হইয়াছে। প্রতিকল্পে বারংবার আমি সেখানে শয়ন করিয়া থাকি, যাহাতে প্রসুপ্ত আমার নাভি হইতে পদ্ম সম্ভূত হইতে পারে। হে দেবি, এবম্ভূত আমার নাভিপদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর।' অতএব প্রার্থিত্ব ও সামর্থ্য সম্ভাবিত হওয়ায় দেবতাপ্রভৃতিরও যে, ব্রহ্ম-বিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১।৩।২৯ ॥ [সপ্তম দেবতাধিকরণ সমাপ্ত।]

(*) চোক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) সমাধিকারঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্তীত্যুক্তম্; ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—যেষু উপাসনেষু যা দেবতা এবোপাস্যাঃ, তেষু তাসামধিকারোঽস্তি ন? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? নাস্ত্যধিকারঃ তেষু মধ্বাদিষু, ইতি জৈমিনির্ম্মন্যতে। কুতঃ? অসম্ভবাৎ—ন হ্যাদিত্যবস্বাদিভিরুপাস্যা আদিত্যবস্বাদয়োঽন্যে সম্ভবন্তি; ন চ বস্বাদীনাং (*) সতাং বস্বাদিত্বং প্রাপ্যং সম্ভবতি, প্রাপ্তত্বাৎ।

মধুবিদ্যায়ামৃগ্বেদাদিপ্রতিপাদ্য-কর্ম্মনিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারেণ প্রাপ্তস্য (†) রসস্যাশ্রয়তয়া লব্ধমধুব্যপদেশস্যাদিত্যস্য অংশানাং বস্বাদিভিঃ (‡) অভিভুজ্যমানানামুপাস্যত্বং বস্বাদিত্বঞ্চ প্রাপ্যং শ্রূয়তে—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" [ছান্দো০। ৩। ১। ১] ইত্যুপক্রম্য "তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপ-

---

(§) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যে সমস্ত বিদ্যায় যে সমস্ত দেবতা নিজেই উপাস্য, সেই সমস্ত বিদ্যায় তাহাদের অধিকার আছে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, সেই মধুপ্রভৃতি বিদ্যাতে [তাহাদের] অধিকার নাই; কারণ? অসম্ভবই কারণ; কেন না, আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার উপাস্য ত আর অপর আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার সম্ভব হয় না; অথচ স্বয়ং বসুপ্রভৃতি দেবতারও আর পুনর্ব্বার বস্বাদিভাব প্রাপ্য হইতে পারে না; কারণ, উহা তাহাদের স্বতই প্রাপ্ত রহিয়াছে। মধুবিদ্যায় ঋক্ প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ম্মের ফলে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিয়া মধুনামে অভিহিত সূর্য্যের যে সমস্ত অংশ বসুপ্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, সেই অংশ সমূহই উপাস্য এবং বস্বাদিভাবই তাহার প্রাপ্য বা ফল। 'এই আদিত্যই দেবমধু' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'সেখানে যাহা প্রথম অমৃতভাগ, তাহা বসুগণ উপভোগ করেন' এইরূপ বলিয়া 'সেই যে

পূর্ব্বপক্ষ

(*) 'আদিত্যবস্বাদীনাং' ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) 'দ্বারেণাপ্রাপ্তস্য' ইতি (ক) পাঠঃ। (‡) 'বস্বাদিভিরাদিভিঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—ত্রিংশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত তিন সূত্র লইয়া এই মধ্বধিকরণটী রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদি। (২) সংশয়—যে সমস্ত বিদ্যার যে সকল দেবতা উপাস্য, যেমন মধুবিদ্যায় বসুপ্রভৃতি দেবগণ উপাস্য; সেই সকল দেবতার সেই সমস্ত বিদ্যায় অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বসুগণ যখন নিজেই নিজকে উপাসনা করিতে পারে না, এবং ঐ উপাসনার ফল বসুত্ব প্রাপ্তিও যখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তখন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে তাহাদের অধিকার নাই। (৪) উত্তর—জৈমিনির মতে অধিকার না থাকিলেও বাদরায়ণের মতে অধিকার আছে; কারণ, ব্রহ্ম যখন কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থাতেই অবস্থিত, তখন বসুপ্রভৃতিরাও আপনাদিগকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে পারেন, এবং সেই উপাসনার ফলে কল্পান্তরে পুনশ্চ বসুত্ব লাভ করিতে পারেন। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব বসুপ্রভৃতিরাও বসুপ্রভৃতিরূপে অবস্থিত কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং তাহার ফলে কল্পান্তরে বসুত্ব প্রাপ্ত হইবে।

জীবন্তি"। ছান্দো° ৩। ৬। ১] ইত্যুক্ত্বা "স য এতদমৃতং বেদ, বসূনামেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি" [ছান্দো° ৩। ৬। ৩] ইত্যাদিনা (*) ॥ ১। ৩। ৩০ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষি (জ্যোতিঃশব্দোক্ত ব্রহ্মে) ভাবাৎ [উপাসনার] (সদ্ভাবহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ অবিশেষেণ অধিকারে সম্ভবত্যপি যৎ 'দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম উপাসতে' ইতি বিশেষবচনং, তৎ খলু বস্বাদীনাং মধুবিদ্যাদিষু অনধিকারং জ্ঞাপয়তীতি ভাবঃ।

সাধারণ নিয়মানুসারে দেবতা ও মনুষ্যের ব্রহ্মবিদ্যায় তুল্য অধিকার থাকিলেও 'দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই পরব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন', এইস্থলে যে, 'দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন' এই বিশেষ উপাসনার উপদেশ, তাহাই বসুপ্রভৃতি দেবতার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥]

"তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি উপাসনং দেবানাং শ্রূয়তে। দেব-মনুষ্যোভয়সাধারণে পরব্রহ্মোপাসনে দেবানামুপাসকত্বকথনং দেবাদীনামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্যোতয়তি ; অত এষু বস্বাদীনামনধিকারঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

লোক এইরূপে এই অমৃতকে জানে, সে লোক বসুগণের মধ্যেই একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন' ইত্যাদি বাক্যেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই শ্রুত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

'দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন' এই শ্রুতিতে জ্যোতিঃ-শব্দোক্ত পরব্রহ্মবিষয়ে দেবগণের উপাসনাধিকার শ্রুত হইতেছে। পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবতা ও মনুষ্য, উভয়ের তুল্যাধিকার সত্ত্বেও দেবগণের জন্য যে, এই পৃথক্ উপাসকত্ব কথন, তাহাই তাহাদের অপর উপাসনায় অধিকার-নিবৃত্তি বিজ্ঞাপিত করিতেছে ; সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে (মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে) বসুপ্রভৃতির (দেবগণের) অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

(*) ইত্যাদিষু' ইতি ক্বাপ্যঃ পাঠঃ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (অধিকার সদ্ভাব) তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য), অস্তি (আছে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—বাদরায়ণস্তু আচার্য্যঃ বস্বপ্রভৃতীনামপি মধুবিদ্যাদিষু ভাবং—অধিকারসদ্ভাবং মন্যতে ; হি যস্মাৎ অস্তি বস্বাদীনামপি স্বান্তরবস্থিতস্য ব্রহ্মণ উপাস্যত্বসম্ভবঃ, পুনরপি কল্পান্তরে বসুত্বাদিপ্রাপ্তিফলসম্ভবশ্চ।

কিন্তু আচার্য্য বাদরায়ণ বসুপ্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে উপাসনাধিকার আছে, বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, তাহাদের পক্ষেও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার উপাসনা করা সম্ভব হয়, এবং ঐ উপাসনার ফলে পুনশ্চ কল্পান্তরে বসুত্বাদি অধিকার লাভ রূপ ফলপ্রাপ্তিরও সম্ভব হয় ॥ ১ । ৩ । ৩২ ॥]

আদিত্য-বস্বাদীনামপি তেষ্বধিকারভাবং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। অস্তি হি আদিত্য-বস্বাদীনামপি স্বাবস্থ-ব্রহ্মোপাসনেন (*) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক-ব্রহ্মপ্রেপ্সাসম্ভবঃ। ইদানীং বস্বাদীনামপি সতাং কল্পান্তরে (+) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তিশ্চাপেক্ষিতা ভবতি। অত্র হি কার্য্য-কারণোভয়াবস্থব্রহ্মোপাসনং বিধীয়তে—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" [ছান্দো০। ৩।১।১] ইত্যারভ্য "অথ তত ঊর্দ্ধ্বম্ (‡) উদেত্য" ইত্যতঃ প্রাক্ আদিত্য-বস্বাদিকার্য্য-

ভগবান বাদরায়ণ আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবগণেরও সেই সমস্ত বিদ্যায় অধিকার-সদ্ভাব স্বীকার করেন; কারণ, আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবগণেরও আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা বস্বাদিভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা সম্ভবপর হয়। আর ইহ জন্মে যাহারা বসুপ্রভৃতি হইয়াছেন, কল্পান্তরেও তাহাদের বসুত্বাদি প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। এই প্রকরণেও কার্য্যও কারণ, উভয়াবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে, 'এই আদিত্যই দেবমধু' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনন্তর তাহার পর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া' এই কথার পূর্ব্বপর্য্যন্ত আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে। আর 'অনন্তর তাহারও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যের

(*) বস্বাদিত্যপ্রাপ্তিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ। (+) কল্পান্তরেঽপি' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ঊর্দ্ধ্বে' ইতি (খ) পাঠঃ।

বিশেষাবস্থং ব্রহ্মোপাসনম্ ইত্যুপদিশ্যতে (*) ; "অথ তত ঊর্দ্ধং উদেত্য" ইত্যাদিনা আদিত্যান্তরাত্মতয়াবস্থিতং কারণাবস্থমেব ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুপদিশ্যতে (†)। তদেবং কার্য্য-কারণোভয়াবস্থং ব্রহ্মোপাসীনঃ কল্পান্তরে বস্বাদিত্বং প্রাপ্য তদন্তে কারণং পরং ব্রহ্মৈবাপ্নোতি। "ন হ বা অস্মা উদেতি, ন নিম্রোচতি, সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ (‡) ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" [ছান্দো০ ৩।১১।৩] ইতি কৃৎস্নায়া মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপনিষত্ত্বশ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত-বস্বাদিত্বফলশ্রবণাচ্চ, (§) বস্বাদিভোগ্যভূতাদিত্যাংশস্য বিধীয়মানমুপাসনং তদবস্থস্যৈব ব্রহ্মণ ইত্যবগম্যতে। অত এবংবিধমুপাসনম্ আদিত্য-বস্বাদীনামপি সম্ভবতি। এবং চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বাৎ "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইত্যুপপদ্যতে। তদাহ বৃত্তিকারঃ—"অস্তি হি মধ্বাদিষু সম্ভবো ব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র নিচায্যত্বাৎ" ইতি ॥ ১॥৩॥৩২ ॥

[অষ্টমং মধ্বধিকরণং সমাপ্তম্।]

অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত কারণাবস্থ ব্রহ্মের উপসনা উপদিষ্ট হইতেছে। কার্য্য ও কারণ, এতদুভয়াবস্থ ব্রহ্মের উপাসক ব্যক্তি কল্পান্তরে বসুত্বপ্রভৃতি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কারণস্বরূপ পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'যে ব্যক্তি এইপ্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানে, তাহার সম্বন্ধে [সূর্য্য] আর উদিত হয় না, এবং অস্তমিতও হয় না ; একবারই ইহার দিবা (চির প্রকাশ) হয়।' এই শ্রুতিতে সমস্ত মধুবিদ্যায় ব্রহ্মোপনিষদ্ভাব (ব্রহ্মবিদ্যাত্ব) শ্রবণহেতু এবং বস্বাদিভাব শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত ফলের শ্রুতি হেতুও বুঝা যাইতেছে যে, বসুপ্রভৃতির ভোগ্যস্বরূপ আদিত্যাংশের যে, উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; [প্রকৃত পক্ষে] তাহা তদবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা ; অতএব, এবংবিধ উপাসনা ত আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার পক্ষেও সম্ভব হয় ; এই কারণে ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব নিবন্ধন "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" এই কথাও উপপন্ন হইতেছে। বৃত্তিকারও তাহা বলিয়াছেন—'সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব নিবন্ধন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতেও [অধিকারের] সম্ভব আছে।' ইতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[অষ্টম মধ্বধিকরণ সমাপ্ত]

(*) ব্রহ্মোপাস্যমুপদিশ্যতে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　(†) পাস্যমুপদিশ্যতে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) হাস্ত' ইতি (ক) পাঠঃ।　　(§) দিত্বফলস্য শ্রবণাচ্চ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

অপশূদ্রাধিকরণম্] **শুগস্য তদনাদর-শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ১॥৩॥৩৩ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—শুক্ (শোক—দুঃখ) অস্য (ইহার) তদনাদরশ্রবণাৎ (তাহার অনাদর—অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু) তদা (তখন) আদ্রবণাৎ দ্রবীভূত হওয়ায়), অথবা তদাদ্রবণাৎ (সেই শোককর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়), সূচ্যতে (সূচিত হইতেছে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপি অধিকারোঽস্তি নবা, ইতি চিন্ত্যতে। "আজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ" ইত্যত্র 'শূদ্র'-শব্দসন্দর্শনাৎ অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদি-সম্ভাবাচ্চ অস্তি শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শুগস্যেত্যাদি।

নাস্তি শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ; "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা শূদ্রস্য উপনয়নসংস্কার-প্রতিষেধেন বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ ঔপনিষদ-জ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যায়াং অধিকারস্য অন্যায্যত্বাৎ। যত্তু শ্রুতৌ 'শূদ্র'শব্দশ্রবণং, ন তৎ জাতিশূদ্রপরং; অপিতু, ব্রহ্মবিদ্যা-বিধুরতয়া তেষাং হংসানাং অনাদরশ্রবণাৎ অস্য জানশ্রুতেঃ শুক্ শোকঃ সংজাতা; তদা—তৎকালমেব আচার্য্যং প্রতি আদ্রবণাৎ—দ্রুতং উপসর্পণাৎ। হি যস্মাৎ আচার্য্যবচনেন চ সা শুক্ সূচ্যতে। যস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ অস্য শুক্ সূচ্যতে, তস্মাৎ 'শোচনাৎ শূদ্রঃ' ইতি কৃত্বা আচার্য্যেণ 'জানশ্রুতিঃ' 'শূদ্র'-পদেন আমন্ত্রিত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

এখন সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রজাতির অধিকার আছে কি না? শূদ্রের যখন মুক্তিলাভের অভিলাষ এবং তদুপযোগী সামর্থ্য ও আছে, এবং শ্রুতিতেও 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যালাভে শূদ্রেরও অধিকার আছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, শূদ্রজাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ, তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তদধীন বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালাভেও শূদ্রজাতির অধিকার থাকিতে পারে না। তবে শ্রুতিতে যে, 'শূদ্র' শব্দ আছে, তাহার অর্থ শূদ্র-জাতি নহে, পরন্তু হংসগণের অনাদর শ্রবণে তীব্র দুঃখে সেই সময়েই তিনি গুরুর উদ্দেশ দ্রুত গমন করিয়াছিলেন; সেই শোক ও তজ্জন্য দ্রুতগমন সূচনার জন্যই আচার্য্য 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অতএব, ইহা দ্বারা শূদ্র-জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ১। ৩। ৩৩ ॥]

ব্রহ্মবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপ্যধিকারোঽস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে; কিং যুক্তম্?

---

(১৩) শূদ্রজাতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, ইহা বিচারিত হইতেছে; কোন-

---

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'অপশূদ্রাধিকরণ'। (১) বিষয় বাক্য—"অহ হারেত্বা শূদ্র" ইত্যাদি। (২) সংশয়—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শূদ্রও যখন জিজ্ঞাসু এবং বিদ্যালাভে সমর্থ, এবং যখন 'শূদ্র' শব্দ ঘটিত শ্রুতিও রহিয়াছে, তখন তাহারও অধিকার আছে। (৪) উত্তর—না শূদ্রের অধিকার নাই; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতুভূত বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই। শ্রুত্যুক্ত 'শূদ্র' শব্দ কেবল শোকব্যঞ্জকমাত্র, জাতিবোধক নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মবিদ্যালাভে তীব্রবেদনা ও শক্তি অনুসারে দানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করা।

অস্তীতি । কুতঃ ? (*) অর্থিত্ব-সামর্থ্যপ্রযুক্তত্বাদধিকারস্য, শূদ্রস্যাপি তৎ-সম্ভবাৎ । যদ্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্যেষু কর্ম্মসু অনগ্নিবিদ্যত্বাৎ শূদ্রস্যানধিকারঃ ; তথাপি মনোবৃত্তিমাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মোপাসনস্য তত্রাধিকারোঽস্ত্যেব, শাস্ত্রীয়ক্রিয়াপেক্ষত্বেঽপি উপাসনস্য তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ায়া এব অপেক্ষিতত্বাৎ শূদ্রস্যাপি স্ববর্ণোচিত-পূর্ব্ববর্ণশুশ্রূষৈব ক্রিয়া ভবিষ্যতি । "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" [যজুঃ-কাণ্ব০ ৭।১।১।১] ইত্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্য-যজ্ঞাদি-কর্ম্মানধিকার এব ন্যায়সিদ্ধোঽনূদ্যতে ।

নন্বনধীতবেদস্যাশ্রুতবেদান্তস্য ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারানভিজ্ঞস্য (†) কথং ব্রহ্মোপাসনং সম্ভবতি ? উচ্যতে—অনধীতবেদস্যাশ্রুতবেদান্তবাক্যস্যাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণেনাপি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনজ্ঞানং সম্ভবতি। অস্তি চ শূদ্রস্যাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞা "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ" [মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০] ইত্যাদৌ । দৃশ্যন্তে চ ইতিহাস-

---

পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? 'অস্তি' পক্ষই (অধিকার আছে, এই পক্ষই) । কারণ ? অর্থিত্ব ও সামর্থ্যই অধিকারের কারণ ; শূদ্রের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর । যদিও অগ্নিবিদ্যাবিরহিত শূদ্রের অগ্নিবিদ্যাসাধ্য কর্ম্মসমূহে অধিকার নাই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা যখন কেবলই মনোবৃত্তি বা মানস চিন্তামাত্র, তখন নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে । উপাসনা কার্য্য যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসাপেক্ষও হয়, তথাপি বুঝিতে হইবে, তত্তৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াই সেখানে অপেক্ষিত ; সুতরাং শূদ্রের পক্ষেও পূর্ব্ববর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) শুশ্রূষা-করাই স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইবে ; আর, 'সেইহেতু শূদ্রজাতি যজ্ঞে অনধিকৃত,' এই নিষেধও বিদ্যাসাধ্য যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তদ্বিষয়ক অনধিকার-জ্ঞাপনার্থই অনূদিত হইতেছে মাত্র ; (‡) এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ ।

ভাল, যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, বেদান্ত শ্রবণ করে নাই, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনা বিষয়েও অভিজ্ঞ নহে, তাহার (শূদ্রজাতির) ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা হইতেছে ; যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, এবং বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় । 'ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী রাখিয়া চারি বর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ

(*) 'ক পুস্তকে কুতঃ' ইতি নাস্তি ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপোপাসন-প্রকারানভিজ্ঞস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য—শূদ্রের যে, বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, তাহা বহুতর প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং 'যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই', একথা না বলিলেও চলিত ; তবে এই সিদ্ধান্তিত বিষয়ের পুনশ্চ নিষেধ করা অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অনুবাদ বাক্যের নিজের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই ।

পুরাণেষু বিদুরাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। তথা উপনিষৎস্বপি সংবর্গবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ প্রতীয়তে—শুশ্রূষুং হি জানশ্রুতিমাচার্য্যো রৈক্কঃ শূদ্রেত্যামন্ত্র্য তস্মৈ ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশতি—"আজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ" [ছান্দো০ ৪।২।৫] ইত্যাদিনা। অতঃ শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন শূদ্রস্যাধিকারঃ সম্ভবতি ; কুতঃ ? (*) সামর্থ্যাভাবাৎ ; ন হি ব্রহ্ম-স্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিষ্বনধিকৃতস্য উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি (†) ; অসমর্থস্য চার্থিত্বসদ্ভাবেঽপি অধিকারো ন সম্ভবতি ; অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। যথৈব হি ত্রৈবর্ণিকবিষয়াধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়সম্পাদ্য-জ্ঞানলাভেন কর্ম্মবিধয়ো জ্ঞান-তদুপায়াদীন্ অপরান্ ন স্বীকুর্ব্বন্তি, তথা ব্রহ্মোপাসনবিধয়োঽপি। অতোঽ-ধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধায়াধিগত-জ্ঞানস্যৈব ব্রহ্মোপাসনোপায়ত্বাৎ শূদ্রস্য

করাইবে' ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের সম্বন্ধেও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুমতি দৃষ্ট হয়, এবং ইতি-হাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিদুরপ্রভৃতিরও ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা জানা যায়। উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যা-প্রকরণে শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রতীতি-গম্য হইতেছে। যথা—আচার্য্য রৈক্ক ব্রহ্মশুশ্রূষু জান-শ্রুতিকে 'শূদ্র' শব্দে সম্বোধন করিয়া তদুদ্দেশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—'হে শূদ্র, এই সমস্ত (কন্যা ও গো) [আমার নিমিত্ত] আহরণ করিয়াছ ; এইরূপ উপায়েই [আমাকে] আলাপ করাইতেছ,' ইত্যাদি। অতএব শূদ্রেরও [ব্রহ্মবিদ্যায়] অধিকার আছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

শূদ্রের অনধিকার-সিদ্ধান্ত।

না—শূদ্রের অধিকার-সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহার সামর্থ্য নাই। কেন না, যে লোক ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী জানে না ; সুতরাং তাহারই অঙ্গস্বরূপ বেদানুবচন (বেদপাঠ) ও যজ্ঞাদি কার্য্যেও অনধিকৃত তাহার পক্ষে কখনই উপাসনার অনুকূল সামর্থ্য সম্ভবপর হয় না। বেদাধ্যয়নের অভাবই তাহার সামর্থ্যাভাবের কারণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়ন বিহিত থাকায় তৎসম্পাদ্য জ্ঞানেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই জন্য, কর্ম্মবিধি সমূহ যেরূপ জ্ঞান ও তদুপযোগী অপরাপর সাধনের অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মোপসনা-বিধি সকলও তদ্রূপ। অতএব অধ্যয়নবিধিলব্ধ বেদাধ্যয়ন-জনিত জ্ঞানই যখন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উপায়, তখন সেই বৈদিক জ্ঞান না থাকায় শূদ্রের

(*) কুতঃ' ইতি পাঠঃ (গ, ঘ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (†) সামর্থ্যসম্ভবঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

ব্রহ্মোপাসনসামর্থ্যাসম্ভবঃ। ইতিহাস-পুরাণে অপি বেদোপবৃংহণং কুর্ব্বতী এব উপায়ভাবমনুভবতঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ; শূদ্রস্যেতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং পাপক্ষয়াদিফলার্থম্; নোপাসনার্থম্। বিদুরাদয়স্তু ভবান্তরাধিগত-জ্ঞানা-প্রমোষাজ্ জ্ঞানবন্তঃ, প্রারব্ধকর্ম্মবশাচ্চ ঈদৃশজন্মযোগিনঃ, ইতি তেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্।

যত্তু (*) সংবর্গবিদ্যায়াং শুশ্রূষোঃ শূদ্রেতি সম্বোধনং শূদ্রস্যাধিকারং সূচয়তীতি; তন্ন, ইত্যাহ—'শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি'—শুশ্রূষোর্জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য ব্রহ্মজ্ঞানবৈকল্যেন হংসোক্তা-নাদরবাক্যশ্রবণাৎ তদৈব ব্রহ্মবিদো রৈক্বস্য সকাশং প্রতি আদ্রবণাৎ শুক্ অস্য সংজাতেতি হি সূচ্যতে; অতঃ স শূদ্রেতি আমন্ত্র্যতে, ন চতুর্থবর্ণত্বেন। শোচতীতি হি শূদ্রঃ; "শুচের্দশ্চ" [ঊণাদি সূ০] ইতি র-প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্য চ দকারে 'শূদ্র' ইতি ভবতি। অতঃ শোচিতৃত্বমেবাস্য শূদ্র-শব্দপ্রয়োগেণ সূচ্যতে; ন জাতিযোগঃ। জানশ্রুতিঃ কিল পৌত্রায়ণো

সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা-সামর্থ্য কখনও সম্ভবপর নহে। আর ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্রও বেদার্থের পরিপোষণ করে বলিয়াই উপায়তা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। শূদ্রের পক্ষে যে, ইতিহাস ও পুরাণপাঠের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও কেবল পাপক্ষয়াদি ফলসিদ্ধির জন্যই; কিন্তু উপাসনার্থ নহে। জন্মান্তরাধিগত জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকায়ই বিদুর প্রভৃতিরা ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ তাদৃশ শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কাজেই তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব হইয়াছিল।

আর যে, সংবর্গবিদ্যায় শুশ্রূষু জানশ্রুতিকে 'শূদ্র'শব্দে সম্ভাষণ করায় শূদ্রেরও অধিকার প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "শুক্ অস্য তদনাদরশ্রবণাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যা-শুশ্রূষু পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন হংসগণের উক্ত অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্বসকাশে অভিগমন করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে তাহার শোক বা দুঃখ হইয়াছিল, এইরূপে শোক-দ্রুত হওয়ায়ই জানশ্রুতিকে শূদ্র-শব্দে সম্বোধিত করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থবর্ণ 'শূদ্র-জাতি' অভিপ্রায়ে নহে। শোক করে বলিয়া শূদ্র; "শুচেঃ দশ্চ" এই সূত্রানুসারে 'র' প্রত্যয় নিমিত্তে [শুচ্] ধাতুর উকার দীর্ঘ এবং 'চ' স্থানে 'দ' করিয়া 'শূদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব, 'শূদ্র' শব্দ দ্বারা ইহার শোকান্বিতভাবই সূচিত হইতেছে, কিন্তু শূদ্রত্ব-জাতির সম্বন্ধ নহে। পৌত্রায়ণ-

---

(*) যচ্চ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

বহুদ্রব্যপ্রদো বহ্বন্নপ্রদশ্চ বভূব; তস্য ধার্ম্মিকাগ্রেসরস্য ধর্ম্মেণ প্রীতয়োঃ কয়োশ্চিন্মহাত্মনোরস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাম্ উৎপিপাদয়িষতোঃ হংসরূপেণ নিশায়ামস্যাবিদূরে গচ্ছতোরন্যতর ইতরমুবাচ—"ভো ভোয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তস্মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ, তৎ ত্বা মা প্রধাক্ষীৎ" [ছান্দো০ ৪।১।২] ইতি। এবং জানশ্রুতিপ্রশংসারূপং বাক্যমুপশ্রুত্যাপরো হংসঃ প্রত্যুবাচ—"কং বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ" [ছান্দো০ ৪।১।৩]। ইতি। কং সন্তমেনং জানশ্রুতিং সযুগ্বানং রৈক্কং ব্রহ্মজ্ঞমিব গুণশ্রেষ্ঠম্ এতদাত্থ; স ব্রহ্মজ্ঞো রৈক্ক এব লোকে গুণবত্তরঃ; মহতা ধর্ম্মেণ সংযুক্তস্যাপ্যস্য জানশ্রুতেরব্রহ্মজ্ঞস্য কো গুণঃ, যদ্গুণজনিতং তেজো রৈক্কতেজ ইব মাং দহেদিত্যর্থঃ। এবমুক্তেন পরেণ 'কোঽসৌ রৈক্কঃ'? ইতি পৃষ্টঃ 'লোকে যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্বনুষ্ঠিতং কর্ম্ম, যচ্চ সর্ব্বচেতনাগতং (*) বিজ্ঞানং, তদুভয়ং যদীয়জ্ঞান-কর্ম্মান্তর্ভূতং, স রৈক্কঃ,' ইত্যাহ। তদেতদ্ হংসবাক্যং ব্রহ্মজ্ঞানবিধুরতয়া আত্মনিন্দাগর্ভং তদ্বত্তয়া চ রৈক্কপ্রশংসারূপং জানশ্রুতিরুপশ্রুত্য

জানশ্রুতি বহুদ্রব্য দাতা ও বহু অন্নপ্রদ ছিলেন; ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তাহার ধর্ম্মচর্য্যায় পরিতুষ্ট কোনও দুইজন মহাত্মা ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপাদনার্থ রাত্রিকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া ইহার অদূরে (উপরিভাগে) গমন করিতে করিতে একজন অপরকে বলিয়াছিলেন—'ভো ভো ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; তাহার উপরে যাইও না—দগ্ধ হইও না।' জানশ্রুতির এবংবিধ প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া অপর হংস বলিলেন—'অরে এইরূপে অবস্থিত কাহাকে তুমি সযুগ্বা রৈক্কের সমান বলিতেছ? [ইহার অর্থ এই যে,] এই সামান্য লোক জানশ্রুতিকে সযুগ্বা—ক্ষুদ্রশকটযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কের সমান গুণি-শ্রেষ্ঠ বলিতেছ! ব্রহ্মজ্ঞ সেই রৈক্কই জগতে সর্ব্বাধিক গুণবান্, এই জানশ্রুতি মহাধার্ম্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, তখন ইহার আর কি গুণ আছে? যে গুণজাত তেজে রৈক্কতেজের ন্যায় দগ্ধ করিবে? এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই দ্বিতীয় হংস প্রথম হংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রৈক্ক কে? তদুত্তরে বলিলেন 'এই জগতে যে-কিছু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত চেতনে যাহা কিছু জ্ঞান নিহিত আছে, সেই উভয়ই যাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তর্গত (কবলীকৃত), তিনিই রৈক্ক।' ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন আপনার নিন্দাপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সদ্ভাব বশতঃ রৈক্কের স্তুতিপর সেই হংসবাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি তৎক্ষণাৎ রৈক্কের অনুসন্ধানে সারথি প্রেরণ করিলেন; অনন্তর সারথি

(*) সর্ব্বং চেতনাজং বিজ্ঞানম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

তৎক্ষণাদেব ক্ষত্তারং রৈক্কান্বেষণায় প্রেষ্য তস্মিন্ বিদিত্বা আগতে স্বয়মপি রৈক্কমুপসদ্য গবাং ষট্‌শতং নিষ্কমশ্বতরীরথঞ্চ রৈক্কায়োপহৃত্য রৈক্কং প্রার্থয়ামাস—"অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্সে" ইতি; ত্বদুপাস্যাং পরাং দেবতাং মাম্ অনু শাধীত্যর্থঃ। স চ রৈক্কঃ স্বযোগমহিমবিদিতলোকত্রয়ো জানশ্রুতেব্র্রহ্মজ্ঞানবিধুরতানিমিত্তানাদরগর্ভ-হংসবাক্য-শ্রবণেন শোকাবিষ্টতাম্ তদনন্তরমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োদ্যোগং চ বিদিত্বা অস্য ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাম্ অভিজ্ঞায় চিরকালসেবাং বিনা দ্রব্যপ্রদানেন (*) শুশ্রূষমাণস্যাস্য যাবচ্ছক্তিপ্রদানেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীতি মত্বা তমনুগৃহ্নন্ তস্য শোকাবিষ্টতামুপদেশযোগ্যতাখ্যাপিকাং শূদ্র-শব্দেনামন্ত্রণেন জ্ঞাপয়ন্নিদমাহ—"অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত" ইতি। সহ গোভিরয়ং রথস্তবৈবাস্তু; নৈতাবতা মহ্যং দত্তেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া শোকাবিষ্টস্য তব ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। স চ জানশ্রুতিঃ ভূয়োঽপি স্বশক্ত্যনুগুণমেব গবাদিকং ধনং কন্যাং চ প্রদায় উপসসাদ। স রৈক্কঃ পুনরপি তস্য যোগ্যতামেব খ্যাপয়ন্ শূদ্র-শব্দেনামন্ত্র্যাহ—"আজহারেমাঃ

রৈক্ককে অবগত হইয়া আসিলে পর নিজেও রৈক্কসমীপে সমুপাগত হইয়া ছয়শত গো, স্বর্ণহার, অশ্বতরী-রথ উপহার দিয়া রৈক্কের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন।' অর্থাৎ আপনার উপাস্য পরা দেবতার তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিন। স্বীয় যোগশক্তিপ্রভাবে ত্রিলোক-তত্ত্বজ্ঞ সেই রৈক্ক, ব্রহ্মজ্ঞানাভাব নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর-বচন শ্রবণে জানশ্রুতির শোকাবেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উদ্যম অবগত হইয়া এবং তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব্যসম্ভার প্রদানেই আবশ্যকীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মশুশ্রূষু ইহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতর হইতে পারে, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক 'শূদ্র' সম্বোধন দ্বারা তাহার উপদেশযোগ্যতা-সূচক শোকান্বিতভাব জ্ঞাপনের জন্য বলিলেন—'অহে শূদ্র, তোমার এই সবাহন রথ ও গোসমূহ তোমারই থাকুক, আমাকে কেবল এইমাত্র দ্রব্যপ্রদান করায়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছায় শোকবিশিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।' সেই জানশ্রুতি পুনশ্চ স্বীয় শক্তি অনুসারেই গো প্রভৃতি ধন এবং কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত হইলেন; পুনশ্চ সেই রৈক্ক তাহার উপদেশযোগ্যতা জ্ঞাপনার্থই 'শূদ্র'শব্দে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে শূদ্র, এই যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা

(*) 'অর্থপ্রদানেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইতি। ইমানি ধনানি শক্ত্যনুগুণান্যাজহর্থ, অনেনৈব দ্বারেণ চিরসেবয়া বিনাপি মাং ত্বদভিলষিত-ব্রহ্মোপদেশরূপবাক্যম্ আলাপয়িষ্যসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ উপদিদেশ। অতঃ শূদ্র-শব্দেন বিদ্যোপদেশ-যোগ্যতাখ্যাপনার্থং শোক এবাস্য সূচিতঃ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১॥৩॥৩৩ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ (*) ॥ ১॥৩॥৩৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ (ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ন জাতিশূদ্রাভিপ্রায়েণ শূদ্রেতি সম্বোধনম্; প্রকরণপ্রারম্ভে হি 'বহুদায়ী' ইত্যাদিনা দানপতিত্বশ্রবণাৎ, সারথি-প্রেষণাচ্চ তস্য ক্ষত্রিয়ত্বমবগম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

ঐ প্রকরণের প্রারম্ভে 'বহুদায়ী' প্রভৃতি কথায় তাহার প্রচুর দান কার্য্য শ্রবণ হেতু এবং সারথি-প্রেরণরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম দর্শনহেতুও বুঝিতে হইবে যে, 'শূদ্র'শব্দে যে জানশ্রুতির সম্বোধন হইয়াছে, তাহা জাতি-শূদ্রাভিপ্রায়ে নহে ॥ ১। ৩। ৩৪ ॥]

"বহুদায়ী" ইতি দানপতিত্বেন, "বহুপাক্যঃ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বত এব-মেতদন্নমৎস্যন্তি" ইত্যন্তেন বহুতরপকান্নপ্রদায়িত্ব-প্রতীতেঃ "স হ সংজিহান এব ক্ষত্তারমুবাচ" ইতি ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্ বহুগ্রামপ্রদানাবগত-জনপদাধিপত্যাচ্চ অস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতীতেশ্চ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১॥৩॥৩৪ ॥

বলাইতেছ।' অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছ; তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তোমার অভিলষিত ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ; এই কথা বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব, বিদ্যা-সম্প্রদানের যোগ্যতা-জ্ঞাপনার্থ 'শূদ্র'শব্দে ইহার হৃদয়গত সেই শোকেরই সূচনা করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ-বর্ণত্ব (শূদ্রজাতিত্ব) নহে ॥ ১।৩।৩৩ ॥

'বহুদায়ী' এই বাক্যে দান-পতিত্ব শ্রবণহেতু, 'বহুপাক্য' ইত্যাদি—'সর্ব্বত্র এই প্রকার এই অন্ন ভোজন করিবে' ইত্যন্ত বাক্যে বহুতর পক্বান্নদাতৃত্ব প্রতীতি হেতু, 'তিনি (জানশ্রুতি) শয্যাত্যাগ সময়েই ক্ষত্তাকে (সারথিকে) বলিয়াছিলেন,' এই বাক্যোক্ত সারথিপ্রেরণ হেতু এবং বহু গ্রাম প্রদান করায় জনপদ বা প্রদেশাধিপত্য প্রতীতি হেতুও এই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবধারিত হইতেছে; সুতরাং তাহার চতুর্থবর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) হইতে পারে না ॥ ১।৩।৩৪ ॥

(*) ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

তদেবম্ উপক্রমগতাখ্যায়িকায়াং ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতীতিরুক্তা, অধুনা (*) উপসংহারগতাখ্যায়িকায়ামপি ক্ষত্রিয়ত্বমস্য প্রতীয়তে, ইত্যাহ—

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১।৩।৩৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরত্র (পরে ; চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদ দ্বারা) লিঙ্গাৎ (সূচনা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরত্র প্রকরণে "অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়ং অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিম্" ইত্যাদৌ চৈত্ররথেন—চিত্ররথবংশীয়েন ক্ষত্রিয়েণ সহযোগাৎ লিঙ্গাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বম্ অবগম্যতে। অভিপ্রতারিণশ্চ চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ কাপেয়-সহযোগাৎ অবধার্য্যতে ইতিভাবঃ॥
এই প্রকরণেরই শেষাংশে চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সহিত একযোগে নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয়ই বটে, শূদ্র নহে। অভিপ্রতারী যে, চৈত্ররথবংশজাত এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়, তাহা 'কাপেয়ের' সহিত একযোগে আহারাদি নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায়॥ ১। ৩। ৩৫ ॥]

অস্য জানশ্রুতেরুপদিশ্যমানায়াম্ অস্যামেব সংবর্গবিদ্যায়াম্ উত্তরত্র কীর্ত্ত্যমানেন অভিপ্রতারিনাম্না চৈত্ররথেন ক্ষত্রিয়েণাস্য ক্ষত্রিয়ত্বং গম্যতে। কথম্? "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" [ছান্দো০ ৪।৩।৫] ইত্যাদিনা "ব্রহ্মচারিন্ নেদমুপাস্মহে" ইত্যন্তেন কাপেয়াভিপ্রতারিণোর্ভিক্ষমাণস্য ব্রহ্মচারিণশ্চ সংবর্গবিদ্যাসম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে। তেষু চ অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মণৌ ; অতোঽস্যাং বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণস্য, তদিতরেষু চ ক্ষত্রিয়স্যৈবান্বয়ো দৃশ্যতে, ন

অতএব এই প্রকারে উপক্রমগত উপাখ্যানে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি কথিত হইল, এখন উপসংহারগত উপাখ্যানেও ইহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি আছে ; তজ্জন্য বলিতেছেন—"উত্তরত্র" ইত্যাদি।

এই জানশ্রুতির সম্বন্ধে উপদিষ্ট উক্ত সংবর্গ-বিদ্যাপ্রকরণেই পশ্চাৎ বর্ণনীয় চিত্ররথ-বংশজাত অভিপ্রতারীর ক্ষত্রিয়ত্ব হইতেই ইহারও (জানশ্রুতিরও) ক্ষত্রিয়ত্ব জানা যাইতেছে। কিপ্রকারে? 'পাচক তাহার পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময় 'কপিবংশজাত—কাপেয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী, এই উভয়ের নিকট ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল,' ইত্যাদি—'ব্রহ্মচারিন্ ইহাকে উপাসনা করি না' ইত্যন্ত বাক্যে কাপেয়, অভিপ্রতারী এবং ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী, এই তিনেরই সংবর্গবিদ্যায় সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে ; তন্মধ্যে, অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়, অপর দুইজন ব্রাহ্মণ ; সুতরাং এই বিদ্যা-প্রকরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্নের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ

(*) 'খ' পুস্তকে তু 'অধুনা' শব্দো নোপলভ্যতে।

শূদ্রস্য; অতোঽস্যাং বিদ্যায়ামন্বিতাদ্ রৈক্বাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ অন্যস্য জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বম্। নন্বস্মিন্ প্রকরণেঽভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ ন শ্রুতম্; তৎ কথমস্যাভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বম্ কথং বা ক্ষত্রিয়ত্বম্? তত্রাহ—"লিঙ্গাৎ" ইতি। "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিম্" [ছান্দো০ ৪।৩।৫] ইত্যভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সাহচর্য্যাৎ লিঙ্গাৎ অস্যাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে; অন্যত্র চ "এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্" ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং শ্রূয়তে। তথা চৈত্ররস্য ক্ষত্রিয়ত্বং "তস্মাচ্চৈত্ররথো নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত" ইতি; অতোঽভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ গম্যতে ॥১॥৩॥৩৫॥

তদেবং ন্যায়বিরোধিনি শূদ্রস্যাধিকারে লিঙ্গং নোপলভ্যত ইত্যুক্তম্; ইদানীং ন্যায়সিদ্ধঃ শূদ্রস্যানধিকারঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিরনুগৃহ্যতে, ইত্যাহ—

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সংস্কার-পরামর্শাৎ (উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকায়), তদভাবাভিলাপাৎ (সংস্কারাভাবের উল্লেখ থাকায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যোপদেশে "উপ গত্বা নেষ্যে" ইত্যুপনয়নসংস্কার-পরামর্শাৎ শূদ্রে চ তদভাবস্য অভিলাপাৎ উল্লেখাৎ অপি [শূদ্রস্য অনধিকারঃ ইতি শেষঃ]।

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-প্রসঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যেহেতু শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

দেখা যাইতেছে; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধ নাই। অতএব, এই প্রকরণসম্বদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় রৈক্ব হইতে পৃথক্—জানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব হওয়াই যুক্তিসম্মত; চতুর্থ বর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) নহে।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকরণে অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম্ম ত পরিশ্রুত হয় নাই, অতএব এই অভিপ্রতারীরই বা চৈত্ররথত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব [সিদ্ধ হয়] কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—লিঙ্গ 'হইতে', 'শৌনক কাপেয় এবং কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীকে' এই স্থানে কাপেয়ের সহিত একযোগে উল্লেখ থাকায় অভিপ্রতারীর কাপেয়-সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে; 'অন্যত্রও আছে—'কাপেয়গণ ইহা দ্বারাই চৈত্ররথের যাজন করিয়াছিলেন,' এইস্থলে কাপেয় সম্বন্ধীয় চৈত্ররথত্ব শুনা যাইতেছে; 'তাহা হইতে চৈত্ররথনামক একজন ক্ষত্রপতি হইয়াছিলেন,' এইস্থলে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও জানা যাইতেছে। অতএব অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, উভয়ই জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রদেশেষু (*) উপনয়নসংস্কারঃ পরামৃশ্যতে—"উপ ত্বা নেষ্যে", "তং হোপনিন্যে" [আপস্তম্ব০ শ্রৌত সূ০] ইত্যাদিষু। শূদ্রস্য চোপনয়নাদিসংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি" [মনু০ ১০।১২৬] ইতি, "চতুর্থো বর্ণ একজাতি র্ন চ সংস্কারমর্হতি" [গৌতম স০ ১০।৯] ইত্যাদিষু ॥১॥৩॥৩৬॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাব-নির্ধারণে (তাহার—শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারণ হইলে পর) চ (ও) প্রবৃত্তেঃ (যেহেতু প্রবৃত্তি)।]

[সরলার্থঃ—শুশ্রূষোর্জ্জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবনিশ্চয়ে সতি "নৈতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে" ইতি বিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তেশ্চ ন জাতিশূদ্রস্যাধিকারোঽস্তি ইতি ভাবঃ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণেচ্ছু জাবাল শূদ্র নহে, ইহা নিশ্চয় হইলে পরই তাহার উদ্দেশে গুরুর উপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্তি হেতুও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

"নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর" [ছান্দো০ ৪।৪।৬] ইতি শুশ্রূষোর্জ্জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবনির্ধারণে সত্যেব ব্রহ্ম-(†) বিদ্যোপদেশ-প্রবৃত্তেশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

এইরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ শূদ্রাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা উক্ত হইল, এখন বলা হইতেছে যে, শূদ্রের অনধিকারই যুক্তি সম্মত। এবং শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত।

'ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণে 'তোমাকে উপনীত করিব', 'তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি স্থলে উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা দৃষ্ট হইতেছে; অথচ 'শূদ্রে কোন প্রকার পাতক নাই, এবং শূদ্র সংস্কারার্হও নহে'; 'চতুর্থ বর্ণ (শূদ্র) একজাতি অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার-জনিত দ্বিজত্বধর্ম্ম-রহিত, এবং কোন সংস্কারার্হও নহে,' ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অভাবই অভিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই ইহা (এরূপ সত্য, বাক্য) বলিতে পারে না,' এইরূপে, শ্রবণেচ্ছু জাবালের শূদ্রত্বাভাব নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্তি হইতেও শূদ্রের অধিকারাভাব [সিদ্ধ হইতেছে] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

(*) বিদ্যোপদেশেষু' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকে 'ব্রহ্মপদং' নাস্তি।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ রহিয়াছে।] ৩৮

[সরলার্থঃ—"পদ্য্য হ বা এতৎ শ্মশানং, যৎ শূদ্রঃ ; তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" ইতি ; যস্য শ্রবণেঽপি নাধিকারঃ, কিমু বক্তব্যম্ তস্যাধ্যয়নে অনধিকার ইতি ; তস্মাৎ শূদ্রস্য নাস্ত্যধিকারঃ ॥

'ইহা একটী গমনশীল (জঙ্গম) শ্মশান, যাহার নাম শূদ্র ; সেইহেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না'। যাহার বেদশ্রবণেও অধিকার নাই, তাহার যে, অধ্যয়নে অনধিকার, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে ; অতএব [ব্রহ্মবিদ্যায়] নিশ্চয়ই শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥]

শূদ্রস্য বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষিধ্যন্তে—"পদ্য্য হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ ; তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্", "তস্মাচ্ছূদ্রো বহু-পশুরযজ্ঞীয়ঃ" ইতি। বহুপশুঃ পশুসদৃশ ইত্যর্থঃ। অনুপশৃণ্বতোঽধ্যয়ন-তদর্থ-জ্ঞান-তদর্থানুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তি ; অতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধান্যেব ॥১॥৩॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শূদ্রস্য বেদশ্রবণাদৌ দণ্ডবিধায়িকায়াঃ "অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণং, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ" ইত্যাদেঃ স্মৃতেশ্চ নাস্তি শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।

শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিষয়ে, 'শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে গালা ও শিশা দ্বারা তাহার কর্ণবিবর পূর্ণ করিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদারণ করিবে', ইত্যাদি দণ্ডবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে, শূদ্রের বিদ্যাগ্রহণে অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

এই যে শূদ্রজাতি, ইহা 'পদযুক্ত অর্থাৎ গমনশীল শ্মশানস্বরূপ ; সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না,' 'সেই হেতু 'বহুপশু' অর্থাৎ পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শূদ্র যজ্ঞার্হ নহে' ; এই সমস্ত শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান, এতৎ সমস্তই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'বহুপশু' অর্থ—পশুর সমান। যাহার বেদ-শ্রবণেও কর্তৃত্ব নাই, তাহার পক্ষে ত বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তদুপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব তৎসমস্তও নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥

স্মর্যতে চ শ্রবণাদিনিষেধঃ—"অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ" [গৌতম-ধর্ম্ম০ ২।১২।৩] ইতি, "ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ" [মনু০ ৪।৮০] ইতি চ ; অতঃ শূদ্রস্যানধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥

[শাঙ্করমত-নিরসনম্—]

যে তু নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ ; অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতম্ ; বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ ; স চ বাক্যজন্য-বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যঃ ; তন্নিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, ইতি বদন্তি । তৈর্ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্তুং ন শক্যতে ; অনুপনীতস্যানধীতবেদস্য অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্যাপি যস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং তস্মিন্ মিথ্যাভূতং পরিকল্পিতম্, ইতি বাক্যাদ্ বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেশ্চ। ন চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা, ন বাক্যান্তরেণ, ইতি নিয়ন্তুং শক্যম্ ; জ্ঞানস্যাপুরুষতন্ত্রত্বাৎ, সত্যাং সামগ্র্যামনিচ্ছতোঽপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ। ন চ বেদবাক্যাদেব বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যম্ ;

স্মৃতিশাস্ত্রেও বেদশ্রবণাদির নিষেধ নিবদ্ধ হইয়াছে ; যথা—'বেদশ্রবণকারী এই (শূদ্রের) কর্ণবিবর গালা ও শিশা দ্বারা পূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, এবং ধারণে শরীর-বিদারণ [কর্ত্তব্য'] ইতি, 'ইহার সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, এবং ইহাকে ব্রতানুষ্ঠানেরও উপদেশ দিবে না' ইতি। অতএব [বিদ্যাগ্রহণে যে,] শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥

যাহারা বলিয়া থাকেন যে, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য ; তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ; বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য ; কিন্তু ['তত্ত্বমসি' প্রভৃতি] বাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা যায়, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষ। বস্তুতঃ তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অনধিকার বলিতে পারেন না ; কেন না, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই অথবা বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও 'চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অন্য সমস্তই তাঁহাতে পরিকল্পিত—স্বরূপতঃ মিথ্যা', এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্তুবিষয়ক যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে। আর যে, কেবল "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যেই জ্ঞানোৎপাদন করিতে হইবে, বাক্যান্তরে নহে ; এরূপও নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান কখনই পুরুষতন্ত্র বা জ্ঞাতার অধীন নহে, যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির কারণরাশি উপস্থিত থাকিলে, ইচ্ছা না করিলেও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বেদবাক্য হইতেই বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলে অবশ্য বন্ধনিবৃত্তি হইবে (নচেৎ হইবে না)।

শাঙ্করমত-খণ্ডন।

যেন কেনাপি বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ। পৌরুষেয়াদপি নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্ম পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতম্, ইতি বাক্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব ভ্রমনিবৃত্তেশ্চ। যথা পৌরুষেয়াদপি আপ্তবাক্যাৎ শুক্তিকা-রজতাদিভ্রান্তিঃ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রাদেরপি নিবর্ত্ততে, তদ্বদেব শূদ্রস্যাপি বেদবিৎসম্প্রদায়াগত-(*) বাক্যাদ্ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন জগদ্‌ভ্রমনিবৃত্তিরপি ভবিষ্যতি। "ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্ম্মম্" ইত্যাদিনা বেদবিদঃ শূদ্রাদিভ্যো ন বদন্তীতি চ ন শক্যং বক্তুম্, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাবগত-ব্রহ্মাত্মভাবানাং বেদশিরসি বর্ত্তমানতয়া দগ্ধাখিলাধিকারত্বেন নিষেধশাস্ত্রস্য কিঙ্করত্বাভাবাৎ, (†) অতিক্রান্তনিষেধৈর্ব্বা কৈশ্চিদুক্তাদ্ বাক্যাৎ শূদ্রাদের্জ্ঞানমুৎপদ্যত এব।

ন চ বাচ্যম্—শুক্তিকাদৌ রজতাদিভ্রমনিবৃত্তিবৎ পৌরুষেয়-বাক্যজন্য-তত্ত্বজ্ঞানসমনন্তরং শূদ্রস্য জগদ্‌ভ্রমো ন নিবর্ত্তত ইতি; তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-

---

কেননা, যে কোন উপায়ে বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইতে পারে; যেহেতু 'নির্ব্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা,' এবংবিধ পৌরুষের (যাহা বেদোক্ত নহে, এমন) বাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি এবং কেবল তাহা দ্বারাই ভ্রান্তিরও নিবৃত্তি হইতে পারে। আপ্ত-পুরুষোক্ত বাক্য হইতে যেমন ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্রাদিরও শুক্তি-রজতাদি-গত ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি বেদজ্ঞ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন বস্তু-যাথার্থ্যজ্ঞানে শূদ্রেরও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে, (ইহাতে আর বাধা কি?)। আর "নচাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মম্" ইত্যাদি বাক্যানুসারে বেদবিদ্‌গণ যে, শূদ্রাদিকে উপদেশ প্রদান করেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য হইতে যাহাদের ব্রহ্মাত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারা ত বেদেরও উপরে অবস্থিত অর্থাৎ বেদবিধিরও অতীত; সুতরাং স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহারা আর নিষেধশাস্ত্রেরও দাস বা আজ্ঞাবহ থাকেন না; অথবা কেহ যদি নিষেধশাস্ত্র অতিক্রম করিয়াও ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, তাহা হইতেও অবশ্যই শূদ্রাদির তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে।

আর এ কথাও বলা যাইতে পারে না যে, শুক্তিকাদিগত রজতভ্রম-নিবৃত্তির ন্যায় পৌরুষেয় বা লৌকিক বাক্য-জন্য তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও শূদ্রের জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তি হয় না; যেহেতু

(*) দায়াবগত' ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) 'শাস্ত্রস্যাকিঙ্কিৎকরত্বভাবাৎ' ইতি 'ক'পাঠং উপেক্ষ্য প্রমাণান্তরানুগৃহীতঃ পাঠ এবাত্র পরিগৃহীতঃ। তচ্চ প্রমাণম্—"দগ্ধাখিলাধিকারত্বাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা মুনিঃ। বর্ত্তমানঃ শ্রুতের্মূর্ধ্নি নৈব স্যাৎ বেদকিঙ্করঃ।" ইত্যাদি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ্যাদৌ উক্তম্।

শ্রবণসমনন্তরং ব্রাহ্মণস্যাপি জগদ্‌ভ্রমানিবৃত্তেঃ। নিদিধ্যাসনেন দ্বৈতবাসনায়াং নিরস্তায়ামেব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি চেৎ; পৌরুষেয়বাক্যমপি শূদ্রাদেস্তথৈব, ইতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। নিদিধ্যাসনং হি নাম ব্রহ্মাত্মভাবাভিধায়ি বাক্যং যদর্থপ্রতিপাদনযোগ্যং, তদর্থভাবনা; সৈব বিপরীতবাসনাং নিবর্ত্তয়তীতি দৃষ্টার্থত্বং নিদিধ্যাসনবিধের্ব্রূষে, বেদানুবচনাদীন্যপি বিবিদিষোৎপত্তাবেব উপযুজ্যন্তে, ইতি শূদ্রস্যাপি বিবিদিষায়াং জাতায়াং পৌরুষেয়বাক্যাৎ নিদিধ্যাসনাদিভির্ব্বিপরীতবাসনায়াং নিরস্তায়াং জ্ঞানমুৎপৎস্যতে, তেনৈব অপারমার্থিকো বন্ধো নিবর্ত্তিষ্যতে। অথবা তর্কানুগৃহীতাৎ প্রত্যক্ষাদনুমানাচ্চ নির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-প্রত্যগ্‌বস্তন্যজ্ঞানসাক্ষিত্বং, তৎকৃতবিবিধবিচিত্র-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পরূপং কৃৎস্নং জগচ্চ অধ্যস্তমিতি নিশ্চিত্য এবংভূতপরিশুদ্ধ-প্রত্যগ্বস্তুনি অনবরতভাবনয়া বিপরীতবাসনাং নিরস্য তদেব প্রত্যগ্বস্তু সাক্ষাৎকৃত্য শূদ্রাদয়োঽপি বিমোক্ষ্যন্তে, ইতি মিথ্যাভূতবিচিত্রৈশ্বর্য্য-বিচিত্রসৃষ্ট্যাদ্যলৌকিকানন্তবিশেষাবলম্বিনা বেদান্তবাক্যেন ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিহ দৃশ্যতে, ইতি শূদ্রাদী-

"তৎ ত্বম্ অসি" বাক্য শ্রবণের অনন্তর অনেক ব্রাহ্মণেরও ত জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তি হয় না। যদি বল, নিদিধ্যাসন (ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একতানতা) দ্বারা দ্বৈতবাসনা নিবৃত্ত হইলেই "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্য ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, (তৎপূর্ব্বে নহে); তাহা হইলে শূদ্রের সম্বন্ধে পৌরুষেয় বাক্যও ঠিক তদ্রূপই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'নিদিধ্যাসন' অর্থ—ব্রহ্মাত্মভাববোধক বাক্য যে অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ, সেই বিষয়ের ভাবনা (চিন্তাপ্রবাহ); সেই ভাবনাই তদ্বিষয়ক বিপরীত বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে; এইজন্য নিদি-ধ্যাসন-বিধির দৃষ্টার্থতা (যাহার প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়), বলিয়া থাকে; এবং বেদানুশীলনকেও বিবিদিষা-(জ্ঞানেচ্ছা) উৎপাদনেই উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য হইতে শূদ্রেরও বিবিদিষা সমুৎপন্ন হইলে পর নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা [জগৎ-মিথ্যাত্বের] বিপরীত সংস্কার (ধারণা) নিবারিত হইয়া গেলে শূদ্রেরও তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে এবং তাহা দ্বারাই অসত্য বন্ধও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। অথবা, নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরমাত্মায় বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-কল্পনাত্মক সমস্ত জগৎ সমারোপিত আছে; যুক্তিসম্মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ অবধারণ হইলে পর, উক্তপ্রকার পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে নিরন্তর ভাবনা দ্বারা জগৎ-সত্যতা সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সর্ব্বব্যাপী সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া শূদ্র প্রভৃতিরাও বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে। অতএব, মিথ্যাভুত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত অলৌকিক বিশেষাবগাহী বেদান্ত-

নামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সুশোভনঃ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেরুপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।

ন চ বাচ্যং—নৈসর্গিকলোকব্যবহারে ভ্রাম্যতোঽস্য কেনচিৎ 'অয়ং লোক-ব্যবহারো ভ্রমঃ, পরমার্থস্ত্বেবম্' ইতি সমর্পিতে (*) সত্যেব প্রত্যক্ষানুমান-বৃত্তবুভুৎসা জায়ত ইতি তৎসমর্পিকা শ্রুতিরপ্যাস্থেয়েতি। যতো ভবভয়-ভীতানাং সাঙ্খ্যাদয় এব প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বস্তুনিরূপণং কুর্ব্বন্তঃ প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুৎসাং জনয়ন্তি; বুভুৎসায়াং জাতায়াং চ প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যামেব বিবিক্তস্বভাবাভ্যাং নিত্যশুদ্ধস্বপ্রকাশাদ্বিতীয়কূটস্থ-চৈতন্যমেব সৎ, অন্যৎ সর্ব্বং তস্মিন্ অধ্যস্তম্ ইতি সুবিবেচম্। এবংভূতে স্বপ্রকাশে বস্তুনি শ্রুতিসমধিগম্যবিশেষান্তরং চ নাভ্যুপগম্যতে; অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্ত্তিনী হি শ্রুতিরপি ত্বন্মতে। ন চ সত আত্মন আনন্দরূপতাজ্ঞানায়োপনিষদাস্থেয়া; চিদ্রূপতায়া এব সকলেতরাতদ্রূপব্যাবৃত্তায়াঃ তদ্রূপত্বাৎ (†)।

বাক্যের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছে না; অতএব শূদ্রাদির পক্ষেই ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকার সমধিক শোভন হইতেছে। ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির সম্ভাবনা হেতু উপনিষৎ বেচারীকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।

একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যে লোক অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক লোক-ব্যবহারে বিভ্রান্ত, কোন লোক যদি তাহাকে বলে যে, 'এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার ভ্রমাত্মক, পরমার্থ (প্রকৃত সত্য) বস্তুটি এই প্রকার', এইরূপ উপদেশ প্রদানের পরই তাহার প্রত্যক্ষ ও অনুমানাবগত বিষয়ে বুভুৎসা (জানিতে ইচ্ছা) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কারণে তদনুকূল শ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে। [ইহার উত্তর—] তাহার হেতু এই যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ সাংখ্যাদি-দার্শনিকগণই সংসারভয়কাতর লোকদিগের প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিষয়ক ব্যবহারে বুভুৎসা (বোধেচ্ছা) উৎপাদন করিয়া থাকেন। সেই বুভুৎসা সমুৎপন্ন হইলেই ত নির্দ্দোষ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে 'নিত্যশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যই সৎ, অপর সমস্তই তাঁহাতে অধ্যস্ত', ইহা সুন্দররূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। আর এবম্ভূত স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে শ্রুতি-গম্য অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্মও স্বীকৃত হয় না; কেননা, তোমার মতে শ্রুতিও কেবল অধ্যস্ত মিথ্যারূপেরই নিবর্ত্তক, (বিশেষ ধর্ম্মবোধক নহে)। সৎস্বরূপ আত্মার আনন্দরূপতা জ্ঞানের জন্য যে, উপনিষদের আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহাও নহে; কারণ, মিথ্যাভূত অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত যে চৈতন্য, প্রকৃতপক্ষে আনন্দই তাহার স্বাভাবিক রূপ।

(*) সমর্থিতে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) আনন্দরূপত্বাৎ'ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্ব্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষপ্রীণনম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যম্, উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদিসংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদি সাধনানুগৃহীতমেব স্বোপায়তয়া স্বীকরোতি; এবংরূপোপাসনপ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানদানেন কর্ম্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্ বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ; তস্য যথোক্তয়া রীত্যা (*) শূদ্রাদেরনধিকার উপপদ্যতে ॥১॥৩॥৩৯॥ [নবমং অপশূদ্রাধিকরণং সমাপ্তম্]

তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তাধিকারকথাং পরিসমাপ্য প্রকৃতস্যাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতস্য ভূতভব্যেশিতৃত্বাবগত-পরব্রহ্মভাবোত্তম্ভনং হেত্বন্তরমাহ—

প্রমিতাধিকরণশেষঃ।]

কম্পনাৎ ॥১॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনাৎ (কম্পন—জগতের পরিস্পন্দন হেতু)।]

[সরলার্থঃ—প্রাসঙ্গিকং অধিকারবিচারং পরিসমাপ্য ইদানীং প্রকৃতমনুসরতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমিতত্ববোধকপ্রকরণে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইত্যত্র অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতঃ 'প্রাণ'শব্দনির্দ্দিষ্টঃ কিং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা, নতু অন্যঃ। কুতঃ? কম্পনাৎ—এতস্যৈব ভয়াৎ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যেন্দ্র-প্রভৃতি-নিখিলজগতঃ পরিস্পন্দশ্রবণাৎ। নহি পরমাত্মানং অপহায় ঈদৃশানাং মহামহিম্নাং ভয়াৎ পরিচরণং সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

প্রাসঙ্গিক অধিকার-বিচার শেষ করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্ব-প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, 'এই যে-কিছু জগৎ, প্রাণের চেষ্টায়ই তাহারা চেষ্টা বা ক্রিয়া করিয়া থাকে; ইহা উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর', এই স্থানে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত প্রাণ অর্থ কি পঞ্চবৃত্তি বায়ু? অথবা পরমাত্মা? তদুত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মাই এখানে 'প্রাণ' শব্দের অর্থ, অন্য নহে। কারণ? কম্পন অর্থাৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জগতের যথানিয়মে ক্রিয়া সম্পাদনই তাহার কারণ; কেননা, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অগ্নি প্রভৃতির কখনই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ভীত হইয়া কার্য্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১। ৩। ৪০ ॥]

কিন্তু যাহার মতে—[স্বমতে] মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনাস্বরূপ; সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রীতি-সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য; সেই উপাসনা-প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন-পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার

(*) নীত্যা' (গ, ঘ) পাঠঃ।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি" [কঠ০ ২।৪।১২] "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" [কঠ০ ২।৬।১৭] ইত্যনয়োর্ব্বাক্যয়োর্ম্মধ্যে

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। কৃৎস্নস্য জগতোঽগ্নিসূর্য্যাদীনাং চাস্মিন্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রে পুরুষে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টে স্থিতানাং সর্ব্বেষাং ততো নিঃসৃতানাং তস্মাৎ সংজাতমহাভয়নিমিত্তম্ এজনং কম্পনং শ্রূয়তে। তচ্ছাসনাতিবৃত্তৌ কিং ভবিষ্যতি, ইতি মহতো ভয়াৎ বজ্রাদিব উদ্যতাৎ কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থঃ; "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ।

করা হয়; [সুতরাং] এবম্ভুত উপাসনা-পরিতুষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা কর্ম্মজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহার মতে [স্বমতে] উক্ত-প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকারই উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [নবম 'অপশূদ্রাধিকরণ সমাপ্ত।]

এইরূপ প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া এখন প্রস্তাবিত সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতের ভূত-ভব্যেশ্বরত্ব দ্বারা সমর্থিত ব্রহ্মভাবের সমর্থক আরও হেতু বলিতেছেন—"কম্পনাৎ।" (*)

'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ এই আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছে,' 'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষই অন্তরাত্মা' এই দুই বাক্যের মধ্যে 'প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত হয়,' '[ব্রহ্ম] অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রস্বরূপ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় উদ্যত রহিয়াছেন, যাহারা ইহাকে জানে, তাহারা অমৃত বা মুক্ত হয়।' 'ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।' এই শ্রুতিতে, সমস্ত জগতের—বিশেষতঃ প্রাণ-শব্দাভিহিত এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে অবস্থিত এবং তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই তাহা হইতে সমুৎপন্ন মহাভয়ে 'এজন' অর্থাৎ কম্পন হয়, ইহা শ্রুত হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার শাসনাতিক্রমে অনিষ্ট হইতে পারে; এইজন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় তাঁহার মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে। 'ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে' এই অপর শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষার জন্য "মহদ্ভয়ং

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'প্রমিতাধিকরণ' ইহার পঞ্চ অবয়ব ১। ৩। ২৩ সংখ্যক "শব্দাদেব প্রমিতঃ" সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেই সেই অধিকরণ সমাপ্ত হইল, মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটী অধিকরণ পৃথক্‌ভাবে বিরচিত হইয়াছে।

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইতি পঞ্চম্যর্থে প্রথমা। অয়ঞ্চ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯],

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]

ইতি পরস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমস্য এবংবিধৈশ্বর্য্যাবগতেঃ ॥১॥৩॥৪০॥

ইতশ্চাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পুরুষোত্তমঃ—

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥১॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ—তেজঃস্বরূপ), দর্শনাৎ [শ্রুত্যন্তরে] (দর্শনহেতু)।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্নেব প্রকরণে "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি সর্ব্বাভিভাবকস্য নিরতিশয়স্য 'ভাঃ'শব্দাভিহিতস্য পরব্রহ্মভূতস্য জ্যোতিষঃ দর্শনাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে।

এই প্রকরণেই 'তাহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই সর্ব্বতেজোঽভিভাবক জ্যোতিঃস্বরূপ 'ভাস্' শব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায়; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তেজঃও সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

তয়োর্দ্বয়োরেবাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতবিষয়য়োর্ব্বাক্যয়োর্ম্মধ্যে পরব্রহ্মাসাধারণং সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম্ অনুগ্রাহকং চ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতস্য জ্যোতিঃ দৃশ্যতে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

বজ্রমুদ্যতম্" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি (ভয়ং) হইয়াছে; [বুঝিতে হইবে—'ভয়াৎ'—ভয়হেতু]। 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মেরই শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন,' 'ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদিত, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন।' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেরই এবংবিধ ঐশ্বর্য্যাবগতি হেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম তাঁহারই স্বভাব [বলিয়া পরিগণিত] ॥ ১ ॥ ৩ ॥৪০ ॥

এই কারণেও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থটি পরমপুরুষ পরমাত্মা; যেহেতু তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপেও [উল্লিখিত] হইতে দেখা যায়।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বস্তুবোধক সেই বাক্যদ্বয়ের মধ্যেই পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে, সর্ব্বতেজোঽভিভাবক এবং সমস্ত তেজের কারণ ও অনুগ্রাহক জ্যোতিঃ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থের সম্বন্ধেও সেই জ্যোতিরই সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে—'সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" [কঠ০ ২।৫।১৫] ইতি। অয়মেব শ্লোক আথর্ব্বণে পরব্রহ্ম অধিকৃত্য শ্রূয়তে; পরজ্যোতিষ্ট্বঞ্চ সর্ব্বত্র পরস্য ব্রহ্মণঃ শ্রূয়তে। যথা—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২], "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" [বৃহদা০ ৬।৪।১৬], (*) "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে" [ছান্দো০ ৩।১৩।৭] ইত্যাদিষু। অতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতং পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪১॥

[ষষ্ঠং প্রমিতাধিকরণং সমাপ্তম্।]

[অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণম্।]

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥১॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ অর্থ [পরব্রহ্ম], অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ [বদ্ধ ও মুক্ত হইতে] (পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ প্রভৃতি কারণে)।]

[সরলার্থঃ—"আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম," ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে অভিহিতঃ আকাশঃ মুক্তাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ। তত্র অনন্তরবাক্যে "ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি মুক্তাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং মুক্তাত্মা, ইতি প্রতিভাতি। এবংপ্রাপ্তে অভিধীয়তে—আকাশঃ পরমাত্মা; কুতঃ? অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ—"নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা" ইত্যত্র বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাৎ অর্থান্তরত্বাদেঃ পৃথক্পদার্থত্বাদেঃ অভিধানাৎ। বদ্ধাবস্থো হি নাম-রূপাভ্যাং সংস্পৃষ্টঃ রাগাদি-দোষোপরক্তশ্চ ন নামরূপয়োঃ নির্ব্বাহক্ষমঃ, মুক্তশ্চ জগদ্ব্যাপাররহিতঃ, অতো ন নামরূপনির্ব্বাহার্হঃ; অতঃ পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব 'আকাশ'শব্দ-নির্দ্দিষ্টঃ, নত্বন্য ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ৪২ ॥]

তারকাও প্রতিভাত হয় না, এবং এই সমস্ত বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না; অগ্নি আর কোথা হইতে [প্রকাশ পাইবে?]।' প্রকাশমান সমস্ত পদার্থ তাঁহারই অনুগত থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়।' এই শ্লোকটীই আথর্ব্বণ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারে শ্রুত আছে। আর পরব্রহ্মেরই পরমজ্যোতির্ম্ময়তা সর্ব্বত্র পরিশ্রুত হয়। যথা—['পুরুষ] পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়,' 'দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অমৃতও আয়ুঃ স্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন,' 'এই যে দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষের) উপরে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে' ইত্যাদি স্থলে। অতএব, পরব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থ ॥ ১ । ৩ । ৪১ ॥ [ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত।]।

(*) অত্র 'ক' পুস্তকে 'ইতি' শব্দঃ পঠ্যতে।

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা" [ছান্দো০ ৮।১৪।১] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিময়মাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টো মুক্তাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? মুক্তাত্মেতি। কুতঃ ? "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" [ছান্দো০ ৮।১৩।১] ইতি মুক্তস্যানন্তরপ্রকৃতত্বাৎ, "তে যদন্তরা" ইতি চ নাম-রূপবিনির্মুক্তস্য তস্যাভিধানাৎ, "নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইতি চ স এব পূর্ব্বাবস্থয়োপলিলক্ষয়িষিতঃ ; স এব হি দেবাদিরূপাণি নামানি চ পূর্ব্বমবিভ্রৎ (*), তস্যৈব নামরূপবিনির্ম্মুক্তা সাম্প্রতিক্যব্যবস্থা "তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্" ইত্যুচ্যতে। আকাশ-শব্দশ্চ তস্মিন্নপি অসঙ্কুচিতপ্রকাশযোগাদুপপদ্যতে।

ননু দহরবাক্যশেষত্বাদস্য স এব দহরাকাশোঽয়মিতি প্রতীয়তে ; তস্য চ পরমাত্মত্বং নির্ণীতম্ ; নৈবম্ ; প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ। প্রজাপতিবাক্যে চ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হওয়া যায় যে, 'আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্ব্বাহক (কারণ); সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, এবং তাহাই আত্মা।' এখানে সংশয় এই যে, এই আকাশ-শব্দে কি মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত ? মুক্তাত্মা। কারণ ? যেহেতু 'অশ্ব যেমন রোমসকল [কম্পিত করে,] তেমনি পাপকে বিধূত করিয়া, রাহুর মুখ-নিঃসৃত চন্দ্রের ন্যায় বিমুক্ত হইয়া এবং নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিত কৃতার্থ হইয়া (আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি,' অব্যবহিত পরেই এইরূপে মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। [এখানেও] 'সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে' এই বাক্যে নাম-রূপবিনির্ম্মুক্ত তাহারই অভিধান হইয়াছে, আর 'নাম ও রূপের নির্ব্বাহক' এই শ্রুতিতেও সেই পরমাত্মাকেই সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন অবস্থাবিশিষ্টরূপে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; 'তিনিই প্রথমে দেবাদিরূপে বহুতর নাম ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত' এই বাক্যে আবার তাহারই নাম-রূপবিরহিত বর্ত্তমান অবস্থাটি অভিহিত করা হইতেছে। অব্যাহতপ্রকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাতেও 'আকাশ' শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয়।

ভাল, এই বাক্য যখন পূর্ব্ববর্ণিত 'দহর'-বাক্যেরই শেষাংশ, তখন ইহা সেই 'দহরাকাশ' বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, এবং সেই দহরাকাশের পরমাত্মত্বও ইতঃপূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, 'প্রজাপতি'-বাক্য দ্বারা সেই দহর-বাক্যের

(*) অবিভঃ ইতি 'খ' পাঠঃ।

প্রত্যগাত্মনো মুক্ত্যবস্থান্তং রূপমভিহিতম্ ; অনন্তরঞ্চ "বিধূয় পাপম্" ইতি স এব মুক্তাবস্থঃ প্রস্তুতঃ। অতোঽত্রাকাশো মুক্তাত্মা, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। অর্থান্তরত্বব্যপদেশস্তাবৎ "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইতি নাম-রূপয়োঃ নির্ব্বোঢ়ৃত্বং বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বমাকাশস্যোপপাদয়তি। বদ্ধাবস্থস্তু অয়ং কর্ম্মবশ্যঃ (*) নাম-রূপে ভজমানো ন নাম-রূপে নির্ব্বোঢ়ৃং শক্নুয়াৎ ; মুক্তাবস্থস্য জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ ন নিতরাং নামরূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বম্ ; ঈশ্বরস্য তু নিখিলজগন্নির্ম্মাণধুরন্ধরস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বোঢ়ৃত্বং শ্রুত্যৈব প্রতিপন্নম্ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০ ৬। ৩। ২],

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" ॥ [মুণ্ড০ ১।১।৯],
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" [তৈত্তি-পু০] ইত্যাদিষু।

ব্যবধান হইয়াছে। 'প্রজাপতি'-বাক্যে, মুক্তিপর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন জীবাত্মারই স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে; তাহার পর 'পাপ বিধূত করিয়া' এই বাক্যেও আবার মুক্তি-অবস্থাপন্ন সেই জীবই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মুক্ত আত্মাই এখানে 'আকাশ' পদের অর্থ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"আকাশোর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ"।

[এখানে] আকাশ অর্থ—পরব্রহ্ম; কারণ? অর্থান্তরত্বাদির ব্যপদেশ বা উপদেশই কারণ। অর্থান্তরত্ব-ব্যপদেশ এই যে, 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা নিষ্পাদক,' এই যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, ইহাই তাহার বদ্ধ-মুক্ত—উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। বদ্ধাবস্থ জীব নিজেই কর্ম্মবশে নাম ও রূপের অনুসরণ করিয়া থাকে; সুতরাং সে কখনই সেই নাম ও রূপ নিষ্পাদন করিতে পারে না; মুক্তাবস্থ জীবেরও যখন জগৎ-নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় না, তখন কাজেই তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকত্বও হইতে পারে না; পরন্তু, সমস্ত জগৎ-নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রগণ্য ঈশ্বরের যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, তাহা—'এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ (সামান্যাকারে ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন), জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, (কার্য্যব্রহ্ম),

---

(*) বদ্ধাবস্থঃ অয়ং কর্ম্মবশাৎ'ইতি 'ৰ' পাঠঃ।

অতো নির্ব্বাহ্য-নামরূপাৎ প্রত্যগাত্মনো নামরূপয়োনির্ব্বোঢ়া অয়মাকাশো-ঽর্থান্তরভূতঃ পরমেব ব্রহ্ম। তদেবোপপাদয়তি "তে যদন্তরা" ইতি। যস্মাৎ অয়মাকাশো নামরূপে অন্তরা—তাভ্যাম্ অস্পৃষ্টোঽর্থান্তরভূতঃ, তস্মাৎ তয়োনির্ব্বোঢ়া অপহতপাপ্মত্বাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাচ্চ নির্ব্বহিতেত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন ব্রহ্মত্বাত্মত্বামৃতত্বানি গৃহ্যন্তে। নিরুপাধিক-বৃহত্ত্বাদয়ো হি পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; তেনাত্রাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম।

যৎ পুনরুক্তং "ধূত্বা শরীরম্" ইতি মুক্তোঽনন্তরঃ প্রকৃত ইতি ; তন্ন, "ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণোঽনন্তরপ্রকৃতত্বাৎ। যদ্যপি অভিসম্ভবিতুর্মুক্তস্য অভিসম্ভাব্যতয়া পরং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তথাপি অভিসম্ভ-বিতুর্মুক্তস্য নাম-রূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ অভিসম্ভাব্যং পরমেব ব্রহ্ম অত্র প্রত্যেতব্যম্।

কিঞ্চ, আকাশ-শব্দেন প্রকৃতস্য দহরাকাশস্য অত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, প্রজা-পতিবাক্যস্যাপি উপাসকস্বরূপকথনার্থত্বাদ্ উপাস্য এব দহরাকাশঃ প্রাপ্য-

---

নাম, রূপ এবং অন্ন (পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে।' 'ধীর (স্থিরসংকল্প—পরমেশ্বর) সমস্ত রূপ-বিস্তার (আকৃতি-নির্ম্মাণ) করিয়া এবং তাহাদের নাম [প্রদান] করিয়া সেই নামে ব্যবহার করতঃ অবস্থান করেন,' ইত্যাদি স্থলে শ্রুতিকর্তৃকও অনুমোদিত হইয়াছে। অতএব নাম-রূপনির্ব্বাহক এই আকাশ নিশ্চয়ই তৎকার্য্যভূত নাম-রূপসম্পন্ন জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম।' "তে যদন্তরা" এই শ্রুতিও তাহাই সমর্থন করিতেছে। যেহেতু এই আকাশ নাম ও রূপের অন্তরা অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বারা অস্পৃষ্ট পৃথক্ পদার্থ, সেই হেতুই তিনি তদুভয়ের নির্ব্বাহক, অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব হেতু [নাম ও রূপ] নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে ব্রহ্মত্ব, আত্মত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি হেতুসমুদয় পরিগৃহীত হইতেছে। অনাপেক্ষিক মহত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, সেই হেতুতেও পরব্রহ্মই এখানে 'আকাশ' পদের অর্থ।

আরও যে বলা হইয়াছে, "ধূত্বা শরীরং" এই পরবর্ত্তী বাক্যে মুক্ত পুরুষই প্রস্তুত বা বর্ণিত হইয়াছেন। এ কথাও সত্য নহে ; কারণ, অব্যবহিত পরেই 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব' এইরূপে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন। যদিও অভিসম্ভবিতা মুক্তপুরুষের অভিসম্ভাব্য বা প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ; তথাপি অভিসম্ভবিতা (তদ্ভাবলব্ধা) মুক্ত-পুরুষের যখন নাম-রূপ-সম্পাদকত্ব নাই, তখন সেখানে প্রাপ্য পরব্রহ্মকেই নির্ব্বাহক বুঝিতে হইবে।

অপিচ, এখানে 'আকাশ' শব্দে প্রস্তাবিত দহরাকাশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝা যাইতেছে যে,] উপাসকের স্বরূপ-কথনই প্রজাপতি-বাক্যেরও উদ্দেশ্য ; অতএব এখানে উপাস্য

তয়া ইহ উপসংহ্রিয়তে, ইতি যুক্তম্। আকাশ-শব্দশ্চ প্রত্যগাত্মনি ন ক্বচিদ্ দৃষ্টচরঃ; অতোঽত্রাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪২॥

অথ স্যাৎ—প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতমাত্মান্তরমেব নাস্তি, ঐক্যোপদেশাৎ দ্বৈতপ্রতিষেধাচ্চ। শুদ্ধাবস্থ এব হি প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম, পরমেশ্বরঃ, ইতি চ ব্যপদিশ্যতে; অতঃ প্রকৃতাৎ মুক্তাত্মনোঽভিসম্ভবিতুর্নার্থান্তরমভিসম্ভাব্যো ব্রহ্মলোকঃ; অতো নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা আকাশোঽপি স এব ভবিতুমর্হতীতি; অত উত্তরং পঠতি—

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার ভেদব্যপদেশহেতু)।]

[সরলার্থঃ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি সুষুপ্তৌ, "প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি" ইতি চ উৎক্রমণসময়ে জীব-পরমাত্মনোর্ভেদব্যপদেশাৎ অস্তি প্রত্যগাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতঃ পরমাত্মা নাম পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ।

'প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া' এই স্থলে সুষুপ্তি অবস্থায়, আর 'প্রাজ্ঞ আত্মা-কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া' এই স্থলে দেহ হইতে বহির্গমনাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদোল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীবাতিরিক্ত পরমাত্মা বলিয়া একটী পৃথক্ পদার্থ আছে ॥১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে ইতি। (*) সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মনো-

---

দহরাকাশকে যে, প্রাপ্যরূপে উপসংহার করা হইতেছে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কথা। আর জীবাত্ম-বিষয়ে কোথাও 'আকাশ'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই, অতএব পরব্রহ্মই এখানে 'আকাশ, শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

শঙ্কা হইতে পারে, [শ্রুতিতে] যখন ঐক্যের উপদেশ ও রহিয়াছে এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অথচ, প্রত্যক্ জীবাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত কোন আত্মার অস্তিত্বই নাই। এই প্রত্যক্ আত্মাই (জীবই) যখন শুদ্ধাবস্থ হয়, তখনই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এবং পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব অভিসম্ভবিতা মুক্তাত্মা হইতে অভিসম্ভাব্য ব্রহ্মলোক কখনই পৃথক্ পদার্থ নহে; সুতরাং সেই প্রত্যক্ আত্মাই নামরূপনির্ব্বাহক 'আকাশ' পদেরও বাচ্য হইবার যোগ্য; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন।"

এখানেও 'ব্যপদেশাৎ' কথার অনুবৃত্তি হইতেছে; অতএব, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় (দেহ

(*) ব্যপদেশাদিতি বর্ত্ততে' ইতি 'খ' পুস্তকে পাঠঃ।

ঽর্থান্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মা অস্ত্যেব। তথা হি—বাজসনেয়কে "কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃতস্য প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা পরিষ্বঙ্গ আম্নায়তে—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইতি; তথা উৎক্রান্তাবপি—"প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি" [বৃহদা০৬।৩।৩৫] ইতি। ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা অস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদানীমেব স্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞেন সতা পরিষ্বঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবতঃ; ন চ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরেণ; তস্যাপি সর্ব্বজ্ঞত্বাসম্ভবাৎ ॥১॥৩॥৪৩॥

ইতশ্চ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মা; ইত্যাহ—

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥১॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যাদিশব্দেভ্যঃ (পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—"সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণেভ্যঃ পত্যাদি-শব্দেভ্যোঽপি প্রত্যগাত্মনোঽতিরিক্তঃ তৎপ্রভুঃ পরমাত্মাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥

তিনি সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মনকারী ও সকলের ঈশ্বর' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিশ্রুত 'পতি' প্রভৃতি শব্দ হইতেও জীবাতিরিক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১।৩।৪৪॥]

অয়ং পরিষ্বঞ্জকঃ পরমাত্মা উত্তরত্র পত্যাদিশব্দৈঃ ব্যপদিশ্যতে—"সর্ব্ব-

---

হইতে বহির্গমনের সময়) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার পৃথক্-পদার্থরূপে উল্লেখ থাকায় প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মা বলিয়া যে, একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত। দেখ, বাজসনেয় উপনিষদে (যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) আছে, 'আত্মা কতমঃ ? কোনটী ?') [উত্তর,] 'প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা এই 'বিজ্ঞানময়' ।' এইরূপে উপক্রমের পর বিশেষজ্ঞানবিহীন প্রত্যক্ আত্মার সুষুপ্তি অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভাব পঠিত আছে—'পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া বাহ্য কিংবা আন্তর কোন বিষয়ই জানে না'; সেইরূপ উপক্রমাবস্থায়ও—'প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (জীব) দেহত্যাগ করত চলিয়া যায়'। সুষুপ্তই হউক কিংবা উৎক্রমণকারীই হউক, তৎক্ষণাৎই অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বীয় সর্ব্বজ্ঞের সহিত সম্মিলিত ও অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) সহিতও হইতে পারে না। কারণ, তাহারও সর্ব্বজ্ঞতার সম্ভব হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥

এই কারণেও জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা আছেন; এজন্য বলিতেছেন—"পত্যাদিশব্দেভ্যঃ।" উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত জীবসংসৃষ্ট পরমাত্মাই পরবর্ত্তী গ্রন্থে 'পতি'প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দিষ্ট

স্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবা সাধুনা (*) কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।...এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা° ৬।৪।২২]। "স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ, *** অজরোঽমৃতোঽভয় আনন্দো ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৬।৪।২৪-২৫] ইতি। এতে চ পতিত্ব-জগদ্বিধরণত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বাদয়ঃ প্রত্যগাত্মনি মুক্তাবস্থেঽপি ন কথঞ্চিৎ সম্ভবন্তি; অতো মুক্তাত্মনোঽর্থান্তরভূতো নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা আকাশঃ। ঐক্যোপদেশস্তু সর্ব্বস্য চিদচিদাত্মকস্য ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বায়ত্তঃ, ইতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" [ছান্দো° ৩।১৪।১] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ (†); দ্বৈত-প্রতিষেধশ্চ তত এব, ইত্যনবদ্যম্ ॥১॥৩॥৪৪॥

[দশমং অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১॥৩॥

হইতেছেন। [যথা—] 'তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশকারী এবং সকলের ঈশ্বর। তিনি উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও মহান্ হন না, আর মন্দ কর্ম্ম দ্বারাও হীন হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনি এই সমস্ত জগতের বিভাগ-রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ইহাকে বেদানুবচন (বেদার্থ-পরিশীলন) দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন (জানেন)। ...ইহাকেই অবগত হইয়া মুনি হয়। সন্ন্যাসিগণ এই লোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করেন।' 'সেই এই মহান্ অজ আত্মাই অন্নভোক্তা ও ধনদাতা' 'ব্রহ্ম অজর, অমর ও অভয়স্বরূপ,' ইতি। যেহেতু, এই পতিত্ব, (পালন-কর্ত্তৃত্ব) জগদ্বিধারকত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহ মুক্তাবস্থ জীবেও কোনরূপে সম্ভবপর হয় না; অতএব নাম-রূপনির্ব্বাহক এই আকাশ পদার্থটি নিশ্চয়ই মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ। 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, [সমস্ত জগৎই] তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত ও তাঁহাতে বিলয়নশীল' ইত্যাদি বাক্যে যে ঐক্যোপদেশ, তাহারও, 'চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং ব্রহ্মাত্মক', এতদুপদেশেই একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই সমর্থিত (যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত) হইয়াছে, দ্বৈত-প্রতিষেধও সেই কারণেই হইয়াছে, এবং; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটী নির্দ্দোষ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৪ ॥ [দশম অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাধিকরণ সমাপ্ত] ॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজকৃতব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

(*) এবাসাধুকর্ম্মণা' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) সমর্থিতম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

চতুর্থঃ পাদঃ।

আনুমানিকাধি-করণম্।]

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ; ন; শরীর-রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনুমানিকং (অনুমান-কল্পিত প্রকৃতি) অপি (ও) একেষাং (কোন কোন শাখীদের), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলিতে পার না); শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (রূপকভাবে বিন্যস্ত শরীরের গ্রহণহেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—একেষাং কঠানাং [শাখাসু কঠোপনিষদি "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যত্র] আনুমানিকং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং [জগৎকারণত্বেন আম্নায়তে] ইতি চেৎ; তন্ন, শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ পূর্ব্বত্র রথি-রথাদিরূপকভাবেন বিন্যস্তেষু আত্মাদিসু মধ্যে রথত্বেন রূপিতস্য শরীরস্যৈব অত্র 'অব্যক্ত'-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। দর্শয়তি চ এতমেব অর্থং "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদিঃ বাক্যশেষঃ। অতোঽত্র ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণার্থং পরত্বস্যোক্তত্বাৎ নাত্র আনুমানিকস্য প্রধানস্য (প্রকৃতেঃ) সংগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, কোন কোন শাখীর শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে 'মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরও জগৎ-কারণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথি-রথাদিভাবে রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী 'প্রাজ্ঞ লোক বাক্যকে মনে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাক্যকে মনের অধীন করিবে।' ইত্যাদি বাক্যাংশও বর্ণিতপ্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে আনুমানিক প্রকৃতির নির্দ্দেশ হয় নাই, পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত শরীরেরই প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ১। ৪। ১ ॥]

উক্তং—পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া জিজ্ঞাস্যং জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অচিদ্বস্তুনঃ প্রধানাদেঃ চেতনাচ্চ বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাদ্বিলক্ষণং নিরস্ত-

---

[ইতঃপূর্ব্বে] মোক্ষসিদ্ধির উপায়রূপে যাহাকে জানিতে হইবে, তাহাই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ এবং প্রধানাদি অচেতন ও বদ্ধ মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন হইতে বিলক্ষণ,

সমস্তহেয়গন্ধং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সত্যসঙ্কল্পং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং সর্ব্বান্তরাত্মভূতং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যমিতি। ইদানীং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মক-প্রধানপুরুষাদিপ্রতিপাদনমুখেন প্রধানকারণত্বপ্রতিপাদন-চ্ছায়ানুসারীণ্যপি কানিচিৎ বাক্যানি কাসুচিৎ শাখাসু সন্তি, ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মৈককারণত্বস্থেম্নে তন্নিরাক্রিয়তে। কঠবল্লীষ্বাম্নায়তে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" [কঠ০ ১।৩।১০,১১] ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধম্ অব্রহ্মাত্মকং প্রধানমিহ 'অব্যক্ত'-শব্দেনোচ্যতে? উত ন? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি। কুতঃ?

সর্ব্ববিধ হেয়সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প, সমস্ত শুভগুণাত্মক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ এবং নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যোপেত পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। এখন কাপিলতন্ত্র-সম্মত অর্থাৎ কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ অব্রহ্মাত্মক প্রধান ও পুরুষের প্রতিপাদন প্রসঙ্গে কোন কোন বেদশাখায় এরূপ অনেক বাক্য আছে; [দেখিলেই] মনে হয়, সেগুলি যেন প্রধানেরই উক্ত জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মৈক-কারণত্ব-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন (*)।

কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদে) এইরূপ পঠিত আছে যে, 'ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা অর্থসমূহ (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ; অর্থসমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষাও বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহৎ হইতেও অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত অপেক্ষাও পুরুষ (আত্মা) শ্রেষ্ঠ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তাহাই শেষ সীমা, এবং তাহাই পরম গতি।' ইহাতে সংশয় এই যে, এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে কি কাপিলতন্ত্র-সিদ্ধ (সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত) প্রধানই উক্ত হইতেছে? অথবা অপর কিছু? কোনটী যুক্তিসম্মত? [কাপিলতন্ত্র-সম্মত]

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম আনুমানিকাধিকরণ। ইহা প্রথম হইতে ছয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই 'অব্যক্ত' কি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি (প্রধান)? না—আর কিছু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই হইবে; কারণ, সাংখ্যসম্মত 'মহৎ' 'অব্যক্ত' প্রভৃতি নাম ও ক্রম এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—এখানে 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম; কারণ, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকে দেহ ও আত্মা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে রথী ও রথাদিরূপে রূপিত (কল্পিত) করা হইয়াছে; এখানে তন্মধ্যগত দেহকে 'অব্যক্ত' শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে এ বিষয়ের সমর্থক আরও হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, পরব্রহ্মই অব্যক্ত পদের অর্থ; সর্ব্বজগতের তদধীনত্ব-প্রদর্শনই প্রয়োজন।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি তন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্ব-প্রক্রিয়া-প্রত্যভিজ্ঞানেন তস্যৈব প্রতীতেঃ, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত-তত্ত্বনিষেধাচ্চ। অতোঽব্যক্তং কারণম্, ইতি প্রাপ্তম্। তদিদমুক্তম্—'আনুমানিকমপ্যেকেষাম্, ইতি চেৎ' ইতি। একেষাং শাখিনাং শাখাসু আনুমানিকং প্রধানমপি কারণমাম্নায়তে, ইতি চেৎ ;—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোত্তরং—নেতি ; ন অব্যক্ত-শব্দেনাব্রহ্মাত্মকং প্রধানমিহাভিধীয়তে। কুতঃ? 'শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ', শরীরাখ্য-রূপকবিন্যস্তস্য অব্যক্তশব্দেন গৃহীতেঃ। আত্ম-শরীর-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথি-রথাদি-ভাবেন রূপিতেষু (*) রথ-রূপণেন বিন্যস্তস্য শরীরস্য অত্রাব্যক্ত-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বত্র হি—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

প্রধানই যুক্তিসম্মত। কারণ? যেহেতু 'মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ', এই স্থলে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রণালী প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় তাহারই প্রতীতি হইতেছে, এবং যেহেতু 'পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই শেষ সীমা এবং তাহাই শেষ গন্তব্য স্থল', এই বাক্যে পঞ্চবিংশক তত্ত্ব-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের প্রতিষেধও রহিয়াছে। অতএব এখানে অব্যক্তই জগৎকারণরূপে প্রাপ্ত হইতেছে। কথিত এই অভিপ্রায়েই "আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যদি বল, কোন শাখীদের শাখাতে (বেদভাগে) অনুমান-কল্পিত প্রকৃতিকেও ত জগৎ-কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

এতদুত্তরে বলিতেছেন—"ন,"—এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অব্রহ্ম (অচেতন) প্রধানকে [জগৎকারণরূপে] নির্দ্দেশ করা হইতেছে না ; কারণ? [পূর্ব্বোক্ত] রথরূপে কল্পিত শরীরের গ্রহণই কারণ; অর্থাৎ শরীরনামক যে পদার্থটি পূর্ব্বে রূপকভাবে রথরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 'অব্যক্ত'-শব্দে তাহারই গ্রহণ করা হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে উল্লিখিত শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে গ্রহণ করা হইতেছে। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে 'আত্মাকেই রথী (রথাধিষ্ঠাতা)

সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন।

(*) নিরূপিতেষু' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।" ইত্যাদিনা—

"সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

ইত্যন্তেন সংসারাধ্বনঃ পারং বৈষ্ণবং পদং প্রেপ্সন্তমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদীনি চ রথ-রথাঙ্গত্বেন রূপয়িত্বা, যস্যৈতে রথাদয়ো বশে তিষ্ঠন্তি, স এবাধ্বনঃ পারভূতং বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীত্যুক্ত্বা তেষু রথাদিরূপিত-শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্য্যতায়াম্ প্রধানানি, তান্যুচ্যন্তে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদিনা। তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্য্যত্বে (*) পরাঃ; বশ্যেন্দ্রিয়স্যাপি বিষয়সন্নিধৌ (†) ইন্দ্রিয়াণাং দুর্নিগ্রহত্বাৎ। তেভ্যোঽপি পরং প্রগ্রহত্বরূপিতং (‡) মনঃ; মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়াসন্নিধানস্যাপ্য-কিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্মাদপি সারথিত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা; অধ্যবসায়াভাবে মনসোঽপ্যকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্যা অপি রথিত্বরূপিত আত্মা কর্ত্তৃত্বেন

বলিয়া জানিবে, এবং শরীরকে রথস্বরূপ ও বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ (রথ-চালক) বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া (জানিবে); [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বসমূহ বলিয়া থাকেন, এবং [শব্দাদি] বিষয়সমূহকে তাহাদের গোচর বা বিচরণভূমি (বলিয়া থাকেন)।' ইত্যাদি—'তিনিই সংসার-সাগরের পারস্বরূপ সর্ব্বোত্তম সেই বিষ্ণু-পদপ্রাপ্ত হন' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা সংসার-সাগরের পারস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভেচ্ছু উপাসককে রথিরূপে এবং তাহার শরীরপ্রভৃতিকে রথ ও রথাঙ্গ—অশ্বাদিরূপে কল্পনা করিয়া, উক্ত রথাদি যাঁহার বশে থাকে, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন,' ইহা বলিয়া, রথাদিরূপে কল্পিত সেই শরীরাদির মধ্যে যাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদপেক্ষা যাহারা প্রধান, অর্থাৎ যদপেক্ষা যাহার বশীকরণ কার্য্য কষ্ট-সাধ্য, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেই সমুদয়ই 'পর'শব্দে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বশীকরণ-কার্য্যে অশ্বরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা গোচররূপে কল্পিত বিষয়সমূহই প্রধান; কারণ, যে লোক ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, ভোগ্যবিষয় সন্নিহিত হইলে তাহারও ইন্দ্রিয়গণ অসংযত হইয়া পড়ে। (প্রগ্রহরূপে কল্পিত) মন আবার তদপেক্ষাও প্রধান; কারণ, মন যদি বিষয়-নিরত হয়, তাহা হইলে বিষয়ের অসান্নিধ্য বা অভাবও অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। সারথিরূপে কল্পিত বুদ্ধি তদপেক্ষাও প্রবল; কেননা, অধ্যবসায় (কর্ত্তব্যনিশ্চয়) না থাকিলে মনও কিছু করিতে পারে না। রথী বা রথস্বামিরূপে কল্পিত আত্মা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান; বিশেষতঃ

(*) বশীকার্য্যত্বেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) সন্নিধানাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) প্রগ্রহরূপিতং' ইতি 'খ' পাঠঃ।

প্রাধান্যাৎ পরঃ; সর্ব্বস্য চাস্য আত্মেচ্ছায়ত্তত্বাদ্ আত্মৈব 'মহান্' ইতি চ বিশেষ্যতে। তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্, তদায়ত্তত্বাৎ জীবাত্মনঃ সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবৃত্তীনাম্। তস্মাদপি পরঃ সর্ব্বান্তরাত্মভূতোঽন্তর্য্যামী অধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষঃ; যথোক্তস্যাত্মপর্যন্তস্য সমস্তস্য তৎ-সঙ্কল্পায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বাৎ। স খলু অন্তর্যামিতয়া উপাসনস্যাপি নির্ব্বর্ত্তকঃ; "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" [ব্রহ্ম সূ° ২।৩।৪০] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিতি বক্ষ্যতে। বশীকার্যোপাসন-নির্ব্বৃত্ত্যুপায়কাষ্ঠাভূতঃ পরমপ্রাপ্যশ্চ স এব। তদিদমুচ্যতে—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি। তথা চ অন্তর্যামিব্রাহ্মণে "য আত্মনি তিষ্ঠন্," [বৃহদা° ৫।৭।২২] ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বং সাক্ষাৎকুর্ব্বন্ সর্ব্বং নিয়ময়তীত্যুক্ত্বা "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" (*) ইত্যাদিনা নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে। ভগবদ্‌গীতাসু চ—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥" [১৮।১৪] ইতি।

উক্ত সমস্ত পদার্থই আত্মার ইচ্ছাধীন; এই কারণে আত্মাকেই (বুদ্ধেরাত্মা 'মহান্' পরঃ এই স্থলে) 'মহান্' শব্দে বিশেষিত করা হইতেছে। রথরূপে কল্পিত শরীর আবার সেই আত্মা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, সেই শরীরই জীবাত্মার সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তির প্রযোজক; কিন্তু সংসারপথের পারভূত ও সকলের অন্তরাত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ তাহা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, পূর্ব্বোক্ত আত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সমস্ত প্রবৃত্তিই তাঁহার ইচ্ছার অধীন; তিনিই আবার অন্তর্য্যামিরূপে উপাসনারও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব যে পরমপুরুষ পরমাত্মার অধীন, তাহা "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে বলা হইবে। তিনিই বশীকরণ (ইন্দ্রিয়সংযম) ও উপাসনাসিদ্ধির উপায় সমূহের মধ্যে চরম উপায় এবং পরম প্রাপ্য বা পরম পুরুষার্থস্বরূপ, ইহাই 'পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; তিনিই শেষ সীমা ও পরা গতি' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণেও 'যিনি আত্মাতে আছেন' ইত্যাদি বাক্যে 'সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করত সমস্তকে নিয়মিত বা যথাযথরূপে পরিচালিত করেন', এই কথা বলিয়া 'ইহা হইতে ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই' এই বাক্যে অপর নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইতেছে। ভগবদ্‌গীতাতেও আছে—'অধিষ্ঠান (দেহ), এবং কর্ত্তা, নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়বর্গ), পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব, ইহারাই ক্রিয়া-প্রবৃত্তির [হেতু]।'

(*) দ্রষ্টা ইতি' ইতি 'খ' পাঠঃ।

দৈবমত্র পুরুষোত্তম এব "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান-মপোহনঞ্চ [গীতা০ ১৫।১৫] ইতি বচনাৎ। তস্য চ বশীকরণং তচ্ছরণাগতিরেব। যথাহ—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ" [গীতা০ ১৮।৬১-২] ইতি।

তদেবম্ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিনা রথ্যাদিরূপকবিন্যস্তা ইন্দ্রিয়াদয়ঃ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যত্র স্ব-শব্দৈরেব প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরম্, ইতি পরিশেষাৎ তদ্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে, ইতি নিশ্চীয়তে ; অতঃ কাপিলতন্ত্রপ্রসিদ্ধস্য প্রধানস্য প্রসঙ্গ এবেহ নাস্তি।

ন চাত্র তৎ-তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ"

'আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; আমা হইতেই স্মরণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিষয় (শব্দাদি) হইয়া থাকে।' এই গীতাবাক্য হইতে [জানা যায় যে] এখানে পুরুষোত্তমই 'দৈব' শব্দের অর্থ ; তাঁহার শরণাগত হওয়াই 'তাঁহাকে বশীভূত করা' কথার অর্থ। [ভগবান্ও] ইহা বলিয়াছেন—'হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের (পুতুলের) ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ; তুমি তাঁহারই শরণাগত হও।'

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকে রথিপ্রভৃতি-রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" এই স্থলে নিজ নিজ শব্দে প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রতীত) হইতেছে, কেবল রথরূপে কল্পিত শরীরটি মাত্র [প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে] না ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় তাহাই যে, এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ; সুতরাং এখানে কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতির প্রসঙ্গই নাই (*)।

আর এখানে যে, কাপিল শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াই [পদার্থ সংকলনই] প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে,

(*) তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে প্রথমে 'আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদিপ্রকারে আত্মাপর্য্যন্ত সমস্তকেই 'রথী' ও 'রথ' প্রভৃতি রূপকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। উপাসকের পক্ষে স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-মনঃ প্রভৃতিকে বশীভূত করা আবশ্যক হয়। এই জন্য কে কাহার অপেক্ষা প্রবল অবাধ্য, তাহা নির্দ্দেশ করাও আবশ্যক হয় ; তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত রূপককল্পিত ইন্দ্রিয়াদিকেই পুনর্ব্বার পর পর প্রধান বা দুর্গ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অপর সকলেরই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রসিদ্ধ নামে নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে, কেবল শরীর-বাচক কোন স্পষ্ট শব্দ দেখা যাইতেছে না ; অথচ এখানে শরীরের নির্দ্দেশ না থাকিলে বক্তব্যের ন্যূনতা থাকিয়া যায় ; অতএব, রথী-রথাদিরূপে কল্পিত পদার্থের মধ্যে একমাত্র শরীরই বাকী থাকায় এবং "ন ব্যক্তং অব্যক্তং" এইরূপ যোগার্থবলেও 'অব্যক্ত' শব্দের শরীরার্থ করা সম্ভবপর হওয়ায়, পরম পুরুষ ভগবান্ই এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ, কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে।

ইতীন্দ্রিয়েভ্যো হি অর্থানাং শব্দাদীনাং পরত্বকীর্ত্তনাৎ ; ন হি শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াণাং কারণভূতাস্তদ্দর্শনে। "অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যপি ন তত্তন্ত্র-সঙ্গতম্, অকারণত্বাদেব। তথা "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যপ্য-সঙ্গতম্, বুদ্ধি-শব্দেন মহৎ-তত্ত্বস্যাভিধানাভ্যুপগমাৎ (*)। ন হি মহতো মহান্ পর ইতি সম্ভবতি ; মহত আত্ম-শব্দেন বিশেষণং চ ন সঙ্গচ্ছতে ; অতো রূপক-বিন্যস্তানামেব গ্রহণম্। . দর্শয়তি চ তদেব—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥"
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদযচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥"

[কঠ০ ১৷৩,১৩] ইতি।

অজিতবাহ্যাভ্যন্তরকরণৈরস্য পরমপুরুষস্য দুর্দ্দর্শত্বমভিধায় হয়াদিরূপিতা-নামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণপ্রকারোঽয়মুচ্যতে,—

তাহাও নহে ; কারণ, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" এই স্থলে ত 'অর্থ' শব্দ-বাচ্য শব্দাদি বিষয়-সমূহেরই পরত্ব কথিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কপিলের দর্শনে শব্দাদি বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণভূত নহে ; [সুতরাং ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়া হইতেই পারে না]। আর যে, "অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ", ইহাও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের সম্মত কথা নহে ; অকারণত্বই তাহার হেতু, [অর্থাৎ মন যখন শব্দাদি-'অর্থের' কারণ নহে, তখন মনের ঐরূপ পরত্বোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।] সেইরূপ, "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ", ইহাও [তাহার মতে] সঙ্গত হয় না ; কেননা, [তাহার মতে] 'বুদ্ধি' শব্দটি মহত্তত্ত্বেরই নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; সেই 'মহৎ' কখনই মহৎ অপেক্ষাও 'পর' হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'মহৎ'কে 'আত্মা' শব্দে বিশেষিত করাও সঙ্গত হয় না ; কাজেই [এখানে] রূপক-কল্পিত আত্মা'প্রভৃতিরই গ্রহণ (সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের গ্রহণ নহে)। শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন, 'এই আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ় থাকায় প্রকাশ পায় না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্ত্তৃক প্রশস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে।' 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন ; সেই মনকে জ্ঞানময় আত্মস্থ বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবেন ; জ্ঞানকে (বুদ্ধিকে) মহৎ-আত্মাতে অর্থাৎ কর্ত্তৃস্বরূপ জীবাত্মাতে নিয়মিত করিবেন; তাহাকেও আবার শান্ত আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন।' এই স্থলে, যে লোক বাহ্য ও আভ্যন্তর করণকে জয় করে নাই, তাহার পক্ষে পরমপুরুষ-দর্শন দুষ্কর বলিয়া অশ্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপায়-বিশেষ নির্দ্দেশ করা হইতেছে মাত্র।

(*) তত্ত্বাভ্যুপগমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী" ইতি বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ—বাক্‌পূর্ব্বকাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ "সুপাং সুলুক্" [পাণিনি০ ৭।১।৩৯] ইতি লুক্। মনসীতি সপ্তম্যাশ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। "তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি"—তৎ মনঃ বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ। জ্ঞান-শব্দেনাত্র পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে; "জ্ঞানে আত্মনি" ইতি ব্যধিকরণে সপ্তম্যৌ; আত্মনি বর্ত্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। "জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ"—বুদ্ধিং কর্ত্তরি মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ। "তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি"—তং কর্ত্তারং পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ। ব্যত্যয়েন 'তৎ' ইতি নপুংসকলিঙ্গতা। এবম্ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং গন্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

অব্যক্ত-শব্দেন কথং ব্যক্তস্য শরীরস্যাভিধানম্? তত্রাহ—

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম শরীর) তু (পুনঃ) তদর্হত্বাৎ (পুরুষার্থসাধন-যোগ্য বলিয়া।]

[সরলার্থঃ—সূক্ষ্মং—অব্যক্তং ভূতসূক্ষ্মং এব শরীরাবস্থং সৎ ইহ 'অব্যক্ত'-শব্দেন উচ্যতে; কস্মাৎ? তস্যৈব তদর্হত্বাৎ পুরুষোপকারসাধন-ক্ষমত্বাদিত্যর্থঃ।]

অব্যক্ত ভূতসূক্ষ্মই শরীররূপে পরিণত হইয়া পুরুষের উপকার সাধনে সমর্থ; এইজন্য সেই শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১। ৪। ২ ॥]

"যচ্ছেৎ বাঙ্মনসী" অর্থ—বাগিন্দ্রিয়কে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ মনোবৃত্তির অধীন করিবে। 'সুপ্ বিভক্তির স্থলে লোপ হয়', এই সূত্রানুসারে 'বাক্' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ' বলিয়া "মনসী" এই সপ্তমী বিভক্তির ('ঙি'র) 'ই'কার দীর্ঘ হইয়াছে। "তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞানে আত্মনি" কথার অর্থ—সেই মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবে। এখানে 'জ্ঞান' শব্দে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিই অভিহিত হইতেছে। "জ্ঞানে আত্মনি" এই সপ্তমী দুইটি ব্যধিকরণ, অর্থাৎ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাববোধক নহে; ইহার অর্থ এই যে, আত্মাতে অবস্থিত জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিয়মিত করিবে। "জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ" ইহার অর্থ—জ্ঞানকে কর্তৃস্বরূপ মহৎ-আত্মাতে (জীবে) নিয়মিত করিবে। "তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি," ইহার অর্থ (জীবকে) সেই কর্তাকে আবার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে নিয়মিত করিবে। "তৎ" এই স্থলে লিঙ্গবিপর্য্যয়ে নপুংসক-লিঙ্গ হইয়াছে, [নচেৎ পুংলিঙ্গে "তং" হওয়া উচিত ছিল]। এবংবিধ বশীকরণসম্পন্ন রথিকর্তৃকই বৈষ্ণব পদ গন্তব্য (প্রাপ্য) হয় ॥ ১। ৪। ১ ॥

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হি অবস্থাবিশেষমাপন্নং শরীরং ভবতি; তদ্ অব্যাকৃতমিহ শরীরাবস্থম্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে; তদর্হত্বাৎ—তস্য অব্যাকৃতস্য অচিদ্বস্তুন এব বিকারাপন্নস্য রথবৎ পুরুষার্থসাধনপ্রবৃত্ত্যর্হত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে, কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ প্রদ্বেষঃ? তত্রাপি হি ভূতকারণমেব অব্যক্তমিত্যুচ্যতে। তত্রাহ—

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তদধীনত্বাৎ (তাহার অধীনতাহেতু) অর্থবৎ (সার্থক বা প্রয়োজনীয়) ॥]

[সরলার্থঃ—তদধীনত্বাৎ [অন্তর্য্যামিরূপেণ] অবস্থিতস্য পরমেশ্বরস্য অধীনত্বাৎ হেতোঃ রথি-রথাদিভাবেন কল্পিতং আত্ম-শরীরাদিকং সর্ব্বং অর্থবং সার্থকং—উপাসনারূপ-প্রয়োজন-সম্পাদকং ভবতীত্যর্থঃ॥

অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই অধীন বলিয়া রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত আত্মা ও শরীরাদি সমস্ত অংশই উপাসনা-কার্য্যে সার্থক (প্রয়োজনীয়) হইয়া থাকে ॥ ১ । ৪ । ৩ ॥]

পরমকারণভূত-পরমপুরুষাধীনত্বাৎ প্রয়োজনবদ্ ভূতসূক্ষ্মম্। এতদুক্তং ভবতি—ন বয়মব্যক্তং তৎপরিণামবিশেষাংশ্চ স্বরূপেণ নাভ্যুপগচ্ছামঃ; অপি তু পরমপুরুষ-শরীরতয়া তদাত্মকত্ববিরহেণ। তদাত্মকত্বেনৈব হি

ভাল, শরীর যখন ব্যক্তীভূত—স্থূল, তখন 'অব্যক্ত' শব্দে তাহার নির্দ্দেশ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত (অপঞ্চীকৃত) (*) সূক্ষ্মভূতই অবস্থাবিশেষযোগে 'শরীর' হইয়া থাকে। শরীররূপ বিশিষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত সেই অব্যাকৃতই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত হইতেছে। কেন না, বিকারাবস্থাপন্ন (শরীররূপে পরিণত) অচিৎ বস্তু (জড় পদার্থ) সেই অব্যাকৃতই রথের ন্যায় পুরুষের প্রয়োজনীয়-সম্পাদনক্ষম চেষ্টার যোগ্য ॥ ১ । ৪ । ২ ॥

ভাল, অব্যাকৃত সূক্ষ্মভূতই যদি 'অব্যক্ত' শব্দে গৃহীত হয়, তবে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণে বিদ্বেষ কেন? তাহাদের মতেও ত ভূতকারণই অব্যক্ত পদার্থ; তদুত্তরে বলিতেছেন—

পরমকারণ পরম পুরুষের অধীন বলিয়া সূক্ষ্মভূতও প্রয়োজনীয় (সার্থক)। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, আমরা যে, অব্যক্ত ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণামসমূহকে একেবারেই অস্বীকার করিতেছি, তাহা নহে; পরন্তু পরমপুরুষের শরীরস্থানীয়, এইজন্য তাঁহা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া [স্বীকার করিতেছি] না। প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থই তদাত্মক বা তৎস্বরূপেই

(*) তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটী সূক্ষ্ম পদার্থ সৃষ্ট হয়। তৎকালে এই পাঁচটি অবিমিশ্রিত—বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম থাকে, পশ্চাৎ পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য প্রথমোৎপন্ন ঐ পাঁচটি ভূতকে তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ও অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

প্রকৃত্যাদয়ঃ স্বপ্রয়োজনং সাধয়ন্তি ; অন্যথা স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদাস্তেষাং ন স্যুঃ ; তথানভ্যুপগমাদেব হি তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়া-নিরসনমিতি।

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি জগদুৎপত্তি-প্রলয়বাদেষু পরমপুরুষ-মহিমবাদেষু চ প্রকৃতি-বিকৃতি-পুরুষাস্তদাত্মকাঃ সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে ; যথা (*) "পৃথিব্যপ্সু লীয়তে" [সুবাল০ ২] ইত্যারভ্য "তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্মহতি লীয়তে, মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি," তথা "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭], তথা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে ; নচেৎ কখনই তাহাদের স্বরূপ, অবস্থিতি ও প্রবৃত্তিগত প্রভেদ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রণালী স্বীকার করে না বলিয়াই তাহাদের শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বোধক এবং পরম পুরুষের মহিমা-প্রতিপাদক প্রকরণসমূহে প্রকৃতি, প্রকৃতিকার্য্য ও পুরুষ, এ সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ পরমপুরুষস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—'পৃথিবী জলে বিলীন হয়,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তন্মাত্র সমুদয় ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি) অক্ষরে (পুরুষে) বিলীন হয়, অক্ষর পুরুষও তমে (ঐশী প্রকৃতিতে) লীন হয়, তমঃ আবার পরদেবতা পরমাত্মায় যাইয়া একীভূত হয়।' এইরূপ, 'পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, বুদ্ধি যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর (পুরুষ) যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর ; তিনিই অপহতপাপ, দিব্য, এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ'। সেইরূপ, 'ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকার আমার একটি প্রকৃতি আছে ; ইহা অপরা প্রকৃতি ; জানিও, ইহা হইতে ভিন্ন, আমার জীবরূপা আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা

(*) তথা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ॥ [গীতা০ ৭।৪-৭] ইতি,
"ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ"
[বিষ্ণুপু০ ১।২।১৮] ইতি,
"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ । (*)
বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে" ॥ (†)
[বিষ্ণুপু০ ৬।৪।৩৯, ৪০] ইতি চ ॥১॥৪॥৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ (জ্ঞেয়ত্বের অনুক্তিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র অব্যক্তং যদি সাংখ্যসম্মতং স্যাৎ, তর্হি তস্য জ্ঞেয়ত্বমপি অবশ্যমেব ব্রূয়াৎ, নতু ব্রবীতি; ততশ্চ জ্ঞেয়ত্বাবচনাদপি নেদং সাংখ্যসিদ্ধম্; সাংখ্যৈস্তু তস্য "ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" ইতি জ্ঞেয়ত্বাভিধানাদিত্যাশয়ঃ ।

এখানে 'অব্যক্ত' যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞেয়ত্বও বলা হইত; তাহা না বলাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সাংখ্যের অব্যক্ত নহে, পরন্তু রথরূপে কল্পিত শরীর ॥ ১ । ৪ । ৪ ॥]

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত ভূতই একমাত্র সেই কারণ হইতে সমুদ্ভূত। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতেই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।' ইতি। 'ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি), বিষ্ণু, পুরুষ এবং কাল, [এ সমস্তই তৎস্বরূপ]।' 'আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদুভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হয়; পরমাত্মাই সকলের আশ্রয় ও পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে 'বিষ্ণু'-নামে কথিত হন', ইতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

(*) পরমেশ্বরঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ ।

(†) বিষ্ণুনামা' ইত্যাদ্যংশঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

যদি তন্ত্রসিদ্ধমিহাব্যক্তমবিবক্ষিষ্যৎ, তদা অস্য জ্ঞেয়ত্বমবক্ষ্যৎ (*); ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং বদদ্ভিস্তান্ত্রিকৈস্তেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, ন চাস্য জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে ইতি (†); অতো ন তন্ত্রসিদ্ধস্যেহ গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৪॥

বদতীতি চেৎ; ন; প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বদতি (বলেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলেন না), প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (যেহেতু [তাহারই] প্রকরণ বা প্রস্তাব)।]

[সরলার্থঃ—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদ্যা শ্রুতির্হি অব্যক্তস্যাপি জ্ঞেয়ত্বং বদতি (উপদিশতি), ইতি চেৎ; ন—নৈবং বাচ্যম্; হি (যস্মাৎ) প্রকরণাৎ প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা) [অবধার্য্যতে—নির্ণীয়তে]। [সতি হি সংশয়ে প্রকরণমপি অর্থ-বিশেষাবধারণকারণং ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥]

যদি বল, 'প্রকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিবর্জ্জিত' ইত্যাদি শ্রুতি ত সাংখ্যসম্মত অব্যক্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন; না—তাহা নহে, প্রকরণ-পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই এই 'অব্যক্ত' শব্দের প্রতিপাদ্য, অপর কিছু নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥]

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"
[কঠ০ ১।৩।১৫],

ইতি অব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব বদতীয়ং শ্রুতিরিতি চেৎ; তন্ন; প্রাজ্ঞঃ—পরমপুরুষ এব হি অত্র শ্লোকে নিচায্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে;—

এখানে যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইত, তাহা হইলে [ইহার] জ্ঞেয়ত্বও অবশ্যই বলিত; কেননা, ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ), এতদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হইতে মুক্তিবাদী তান্ত্রিকগণ (সাংখ্যবাদিগণ) সেই সমস্ত পদার্থেরই জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন, এখানে কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে না; অতএব এখানে সাংখ্যসম্মত [অব্যক্তের] গ্রহণ নহে ॥ ১ । ৪ । ৪ ॥

যদি বল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জ্জিত, আদি, অন্ত ও ব্যয়রহিত মহৎ-তত্ত্বেরও পরবর্ত্তী সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়।' এই পরবর্ত্তী শ্রুতিইত অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন? না—তাহা নহে; প্রাজ্ঞ—পরমপুরুষ পরমাত্মাই

(*) অবিবক্ষিষ্যৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকেতু অত্র 'ইতি' শব্দো নাস্তি।

"বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্ নরঃ ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"
"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে ।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥" [কঠ০ ১।৩।৯, ১২]

ইতি প্রাজ্ঞস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। অত এব "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইতি ন পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বনিষেধঃ ; তস্য চ পরমপুরুষস্যাশব্দত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা। "মহতঃ পরং ধ্রুবম্" ইত্যপি "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইতি পূর্ব্বপ্রকৃতাজ্জীবাত্মনঃ পরত্বমেব উচ্যতে ॥১॥৪॥৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥১॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্রয়াণাং (তিনের) এব (অবধারণে) চ (ও) এবং (এই প্রকার) উপন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) চ (ও)।

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ প্রকরণে হি "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" ইত্যারভ্য সমাপ্তি-পর্য্যন্তং ত্রয়াণাং উপেয়োপায়োপেতৃণাং পরমপুরুষ-তদুপাসনপ্রকার-তদুপাসকানাম্ এব চ এবং—জ্ঞেয়ত্বেন উপন্যাসঃ উল্লেখঃ প্রশ্নশ্চ দৃশ্যতে, নতু সাংখ্যসিদ্ধ-প্রকৃত্যাদেঃ ; অতশ্চ প্রকৃতিরিহ জ্ঞেয়ত্বেন নোক্তেতি ভাবঃ।

এই প্রকরণে 'মনুষ্য মরিলে পর এই যে সংশয় আছে,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত, পরমপুরুষ ভগবান্, তাঁহার উপাসনাপ্রণালী, এবং উপাসক, কেবল এই তিনটি মাত্র বিষয়েই জ্ঞানোপদেশ ও প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদির উল্লেখমাত্রও দেখা যায় না ; অতএব এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্ব হইতেই পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে হি উপায়োপেয়োপেতৃণাং ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ—

এখানে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, (প্রকৃতি নহে) ; কারণ, 'বিজ্ঞান যাহার সারথি, এবং মন যাহার লাগাম হয়, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।' এইরূপে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই সেখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছেন। এইজন্যই 'পুরুষের পর আর কিছু নাই,' ইহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব-প্রতিষেধ নহে ; সেই পরমপুরুষের যে, অশব্দত্বাদি ধর্ম্ম, তাহাও 'সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আর এখানে 'মহৎ অপেক্ষা পর' এই বাক্যেও পূর্ব্বপ্রক্রান্ত জীবাত্মা অপেক্ষাই পরত্ব কথিত হইতেছে (অন্য অপেক্ষা নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এই প্রকরণে উপায় (সাধন), উপেয় (প্রাপ্য) ও উপেতা (প্রাপক), কেবল এই তিন

জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ, তদ্বিষয়শ্চ প্রশ্নো দৃশ্যতে, নান্যস্যাব্যক্তাদেঃ। তথাহি—নচিকেতা নাম মুমুক্ষুঃ সন্ মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে প্রথমেন বরেণাত্মনঃ পুরুষার্থযোগ্যতাপাদিনীম্ আত্মনি পিতুঃ সুমনস্কতাং প্রতিলভ্য দ্বিতীয়েন বরেণ মোক্ষসাধনভূতাং নাচিকেতাগ্নিবিদ্যাং বব্রে—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥"

• [কঠ০ ১।১।১৩] ইতি।

স্বর্গ-শব্দেনাত্র পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষোঽভিধীয়তে ; "অমৃতত্বং ভজন্তে" ইতি তত্রস্থস্য জন্ম-মরণাভাবশ্রবণাৎ, উত্তরত্র ক্ষয়িফলকর্ম্ম-নিন্দাদর্শনাচ্চ ; "ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্ম-মৃত্যু" [কঠ০ ১।১।১৭] ইতি চ প্রতিবচনাৎ তৃতীয়েন বরেণ মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নদ্বারেণ উপেয়-স্বরূপম্ উপেতৃস্বরূপম্ উপায়ভূতকর্ম্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপঞ্চ (*) পৃষ্টম্—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥" [কঠ০ ১।১।২০] ইতি;

বিষয়েই ঐরূপ উপন্যাস অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ এবং তদ্বিষক প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু, অব্যক্ত প্রভৃতি অন্য কাহারো নহে। সেইরূপই উক্ত আছে—মুমুক্ষু নচিকেতা মৃত্যুপ্রদত্ত বরত্রয়ের মধ্যে প্রথম বরে আপনার পুরুষার্থযোগ্যতা-সাধক আপনার প্রতি পিতার চিত্তপ্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় বরে মোক্ষলাভের উপায়ভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে মৃত্যো! সেই তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা অবগত আছ ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমার উদ্দেশে তাহা উপদেশ কর ; কারণ, স্বর্গলোকগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকেন ; আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি' ইতি। স্বর্গস্থব্যক্তির জন্ম-মরণাভাবরূপ অমৃতত্বের উল্লেখহেতু এবং পরেও ক্ষয়শীল কর্ম্মফলের নিন্দাদর্শনহেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে 'স্বর্গ' শব্দে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষই অভিহিত হইতেছে, (স্বর্গলোক নহে)। বিশেষতঃ প্রতিবচনও এইরূপই রহিয়াছে—'যে লোক তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছে, উত্তম পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই তিনের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়াছে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে,' ইতি। তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন—'মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলে যে, থাকে, কেহ বলে থাকে না, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা বিশেষরূপে জানিব ; বরের মধ্যে ইহাই আমার তৃতীয় বর।' এইরূপে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রাপক এবং তাহার

(*) উপায়ভূতানুষ্ঠিতকর্ম্মানু' ইত্যাদিঃ 'ক' পাঠঃ।

এবং মোক্ষে পৃষ্টে তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষ্যোপদিদেশ—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি॥"

[কঠ০ ১।২।১২]

ইতি। তদেবং সামান্যেনোপদিষ্টে নচিকেতাঃ প্রীতঃ সন্ 'দেবং মত্বা' ইত্যুপাস্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্য "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন" ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ "মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি" ইতি নির্দ্দিষ্টস্য (*) ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপবিশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

অন্যত্র ভূতাদ্ (†) ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" [কঠ০ ১।২।১৪] ইতি।

এবং সকলেতরাতীতানাগত-বর্ত্তমানসাধ্য-সাধন-সাধকবিলক্ষণে ত্রয়ে ক্রমেণ পৃষ্টে প্রথমং প্রণবং প্রশস্য তদ্বাচ্যং প্রাপ্যস্বরূপং, তদন্তর্গতঞ্চ প্রাপ্তৃস্বরূপং, বাচকরূপং চোপায়ং পুনরপি সামান্যেন খ্যাপয়ন্ প্রণবং তাবদুপদিদেশ—

উপায়স্বরূপ কর্ম্ম-সম্পাদিত উপাসনার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এইরূপে মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে পর [যমরাজ] নচিকেতার উপদেশযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, 'ধীর পুরুষ, দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, সর্ব্বান্তরস্থ, গুহাবস্থিত, হৃদয়কন্দরস্থ সেই পুরাতন (নিত্য) দেবকে (পরমপুরুষকে) অধ্যাত্ম-যোগবলে দর্শন করিয়া সুখ ও দুঃখ ত্যাগ করেন।' এই প্রকার সাধারণভাবে উপদেশ করিলে পর নচিকেতা সন্তুষ্ট হইয়া 'দেবকে মনন করিয়া' এই বাক্যে উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট—প্রাপ্তব্য দেব-পদার্থের, 'অধ্যাত্মযোগের (পরমাত্মবিষয়ক যোগের) সাহায্যে উপলব্ধি দ্বারা,' এই বাক্যে বিজ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যগাত্মার এবং 'ধীর ব্যক্তি মনন করিয়া হর্ষ ও বিষাদ পরিত্যাগ করেন' এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপসনারও স্বরূপগত বিশেষ ভাব নিরূপণার্থ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে যমরাজ! ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কার্য্য ও কারণ হইতেও পৃথক্‌ভূত এবং অতীত ও অনাগত হইতেও অন্যত্র অর্থাৎ এ সমস্তেরই অতীত যাহা তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল' ইতি।

নচিকেতা এইরূপে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান হইতে এবং সাধ্য, সাধন ও সাধক হইতেও বিলক্ষণ তিনটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যমরাজ প্রথমতঃ প্রশংসা করিয়া পুনশ্চ উপাসনালভ্য প্রণবের বাচ্যার্থ, এবং যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবাচক প্রণবেরও স্বরূপ সামান্যরূপে প্রকাশ করতঃ প্রণবের উপদেশ

(*) প্রাপ্যব্রহ্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ।　　　　(†) ভূতাচ্চ'ইতি শঙ্করসম্মত উপনিষৎপাঠঃ।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্ ইত্যেতৎ॥"
[কঠ০ ১।২।১৫] ইতি।

এবমুপদিশ্য পুনরপি প্রণবং প্রশস্য প্রথমং তাবৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ —"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিনা। প্রাপ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপম্ "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদিনা "ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইত্যন্তেনোপদিশন্ মধ্যে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদিনোপায়ভূতস্যোপাসনস্য ভক্তিরূপতামপ্যাহ। "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি চ উপাস্যস্যোপাসকেন সহাবস্থানাৎ সূপাসতাম্ (*) উক্ত্বা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিনা "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ইত্যন্তেন উপাসনপ্রকারম্, উপাসীনস্য চ বৈষ্ণব-পরমপদপ্রাপ্তি-মভিধায় "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিনোপসংহৃতম্। অতঃ ত্রয়াণামেবাত্র জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ; তস্মান্নেহ তান্ত্রিকস্যাব্যক্তস্য গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৬॥

করিলেন,—'সমস্ত বেদ যে পদ (শব্দ) বলিয়া থাকেন, সমস্ত তপস্যা অর্থাৎ তপস্যাপ্রকাশক শাস্ত্র সমূহও যাহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন, আমি [সংক্ষেপে] সেই 'ওম্' পদটি তোমাকে বলিতেছি।' এইরূপ উপদেশের পর পুনশ্চ প্রণবের প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ 'বিদ্বান্ পুরুষ জন্মে না ও মরে না' ইত্যাদি বাক্যে প্রাপক জীবাত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর 'অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু' ইত্যাদি এবং 'তিনি এই প্রকারে যেখানে আছেন, তাহা কে জানে'? ইত্যন্ত বাক্যে উপাসনালভ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া মধ্যে, 'প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কৌশলে লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি বৃত্তি) দ্বারাও নহে, অতএব বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও নহে,' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার ভক্তি-রূপতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। উভয়েই কর্ম্মফল ভোক্তা' এখানে উপাসকের সহিত উপাস্য পদার্থের একত্রা-বস্থিতি হেতু উপাসনার সুগমতা প্রতিপাদন করিয়া 'আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে' এই হইতে—'জ্ঞানিগণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন' এই পর্য্যন্ত বাক্যে উপাসনার প্রকারগত বিশেষভাব এবং উপাসনাকারীর পক্ষেও লাভ-যোগ্য বিষ্ণুর পরম পদ নির্দ্দেশ করিয়া 'অশব্দ ও অস্পর্শ' ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার বা বক্তব্য-পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব [বুঝিতে হইবে,] এখানে তিনের সম্বন্ধেই জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ ও প্রশ্ন হইয়াছে; সুতরাং এখানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত 'অব্যক্ত' প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

(*) স্থানাৎ সুপাস্যতাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মহদ্বচ্চ ॥১॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদ্বৎ (মহৎ-তত্ত্বের ন্যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যত্র 'আত্ম'-শব্দ-সামানাধিকরণ্যাৎ 'মহৎ' পদেন যথা ন সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্ব-পরিগ্রহঃ, তথা আত্মনঃ পরত্বেন কীর্ত্তনাৎ 'অব্যক্ত'-পদেনাপি ন সাংখ্যোক্ত-প্রধানপরিগ্রহঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

'বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট' এখানে যেমন আত্ম-শব্দের সহিত অভেদপ্রয়োগ থাকায় 'মহৎ' শব্দে সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্বের গ্রহণ হয় নাই, তেমনি এখানে 'আত্মা অপেক্ষাও পরত্ব বলায় অব্যক্ত শব্দেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥]

যথা "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যত্রাত্ম-শব্দসামানাধিকরণ্যাৎ ন তন্ত্র-সিদ্ধম্ মহত্তত্ত্বং গৃহ্যতে, এবমব্যক্তমপ্যাত্মনঃ পরত্বেনাভিধানাৎ ন কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥৭॥ [ইতি আনুমানিকাধিকরণম্ ॥১॥]

চমসাধিকরণম্।]

চমসবদবিশেষাৎ ॥১॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চমসবৎ (চমসের ন্যায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়)।]

[সরলার্থঃ—"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥"

ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ 'অজা'-শব্দেন কিং সাংখ্যোক্তা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত পরং ব্রহ্ম? ইতি সংশয়ঃ। তত্র অজায়াঃ অকার্য্যত্ব-প্রতীতেঃ বহ্বীনাং প্রজানাং স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বশ্রুতেশ্চ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরেব ইহ 'অজা'-শব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্। তত্রোচ্যতে—ন সাংখ্যসম্মতায়াঃ প্রকৃতেরিহ গ্রহণং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? চমসবদবিশেষাৎ—যথা "ইদং তচ্ছিরঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে শ্রূয়মাণস্য 'চমস'শব্দস্য অর্থবিশেষাবধারণে "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইতি বাক্যশেষগত আচমন-সাধনত্বেন বিশেষনির্দ্দেশোঽস্তি, নৈবং 'অজা'-শব্দস্য প্রকৃতিবিষয়ে; অতো নেয়ম্ 'অজা' সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরিতি ভাবঃ ॥

'এক, লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী অজাকে এক অজ প্রীতিসহকারে অনুসরণ করে, এবং অপর অজ ভোগাবসানে পরিত্যাগ করে,' এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে কথিত 'অজা কখনই সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি হইতে পারে না; কারণ? চমসের ন্যায় এখানে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ নাই; অর্থাৎ 'ইহাই তাহার শির' ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত 'চমস'-শব্দের অর্থবিশেষ নিরূপণে যেরূপ—'নিম্নভাগে গর্ত্ত এবং উপরে বুধ্ন (গোলাকৃতি)', এইরূপ বিশেষ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, এখানে তদ্রূপ কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং এখানে কেবলই যোগার্থ বলে 'অজা' শব্দে প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

অত্রাপি তন্ত্রসিদ্ধপ্রক্রিয়া নিরস্যতে, ন ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনাং স্বরূপম্; শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্রহ্মাত্মকানাং তেষাং প্রতিপাদনাৎ। যথা আথর্ব্বণিকা অধীয়তে—

"বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ॥"
সূয়তে পুরুষার্থং চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।
গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী॥
সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ।
পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ॥
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাম্।
ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ॥
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্ধ্রীং পীড্যমানাং তু যজ্বভিঃ (*)।

'বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্-আত্মা পর' এখানে 'আত্ম' শব্দের সহিত অভেদে প্রযুক্ত হওয়ায় যেমন সাংখ্যসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইতেছে না, তেমনি আত্মা (জীব) অপেক্ষাও পরত্বাভিধান হেতু অব্যক্ত শব্দেও কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) গৃহীত হইতেছে না, ইহা নিশ্চিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥ [প্রথম আনুমানিকাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

(†) এই সূত্রে কেবল সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত-প্রণালীই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে; কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের অস্তিত্বই [প্রত্যাখ্যাত হইতেছে] না। কারণ, ব্রহ্মাত্মক মহৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—আথর্ব্বণিক শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্ব্বকার্য্যের কারণীভূত, অষ্টরূপা, অচেতন ও নিত্যস্বরূপা 'অজা' (পরমাত্মজ্ঞানে) বিজ্ঞাত হয়; পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাকে স্থূলাদিরূপে পরিণত করেন, কার্য্যোৎপাদনে প্রেরণ করেন, এবং সেই অজাই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। অতীত ও অনাগতস্বরূপা, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণা জগজ্জননী সেই আদ্যন্তরহিত অজাই পরমেশ্বরের সর্ব্বকামপ্রসবিনী গোস্বরূপা। জ্ঞানরহিত বালকপ্রকৃতি জীবগণ সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন এই অজা-গোকে ভোগ করিয়া থাকে। এই জগতে একমাত্র সেই দেব পরমেশ্বরই আপনার বশবর্ত্তিনী ইহাকে স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। বিভু সেই ভগবান্ যাগশীল জনগণকর্ত্তৃক [চোসনের দ্বারা বৎসের ন্যায়] ধ্যান ও যাগাদি ক্রিয়া দ্বারা পীড্যমানা ও সর্ব্বভোগ্যা এই দুগ্ধবতা অজা-গাভীকে বলপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বাধীন-

---

(*) ইজ্যমানাং ত্বযজ্বভিঃ' ইতি কচিৎ উপনিষদি পাঠঃ।

(†) এই অধিকরণের পঞ্চাবয়বং দশম সূত্রের শেষে দ্রষ্টব্য।

চতুর্ব্বিংশতিসঙ্খ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে।”

[মন্ত্রিকোপনিষৎ ১।৩।৫।২।৩] ক্তি।

অত্র প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপমভিহিতম্। যদাত্মকাশ্চৈতে প্রকৃত্যাদয়ঃ, স পরমপুরুষোঽপি—

“তং ষড়্‌বিংশকমিত্যাহুঃ সপ্তবিংশমথাপরে।

পুরুষং নিগুর্ণং সাংখ্যমথর্ব্বশিরসো বিদুঃ॥” [মন্ত্রিকো° ৩।১৩,১৪]

ইতি প্রতিপাদ্যতে। অপরে চ আথর্ব্বণিকাঃ “অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাঃ” [গর্ভো° ৫] ইত্যধীয়তে। শ্বেতাশ্বতরাশ্চৈবং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরস্বরূপমামনন্তি—

ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন (*)। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিতম (†) এই অব্যক্তই (অনভিব্যক্তই) ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ইতি। এখানে প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ যৎস্বরূপ, সেই পরমপুরুষকেও, ‘কেহ কেহ তাহাকে ষড়্‌বিংশ (ঈশ্বর) বলে; অপরে আবার সপ্তবিংশতিও বলিয়া থাকে (‡) এবং অথর্ব্বশিরা উপনিষৎ আবার সাংখ্যোক্ত পুরুষকেও নিগুর্ণ বলিয়া জানেন।’ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আথর্ব্বণিকগণ আবার ‘অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ও ষোড়শপ্রকার বিকার বা প্রকৃতি-কার্য্য’ (§) এই প্রকার নির্দ্দেশ করেন। শ্বেতাশ্বরগণও এই প্রকারই প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। [তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বৎসগণ যেরূপ গোর স্তনে আঘাতপূর্ব্বক চোসন দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকৃতি হইতে দুগ্ধের ন্যায় উপযুক্ত ভোগ-ফল লাভ করিয়া থাকেন। যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়াই গো-বৎসের চোসনস্থানীয় পীড়ন, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ ক্লেশ-প্রদান করা নহে। এই অর্থে প্রকৃতিরূপ গাভীকে ‘পীড্যমানা’ বলা হইয়াছে।

(†) তাৎপর্য্য—কপিলকৃত সাংখ্যমতে পচিশটিমাত্র পদার্থ,—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত, আর পুরুষ বা আত্মা; এই পচিশটি পদার্থ ‘তত্ত্ব’ নামে অভিহিত। এতদনুসারে প্রকৃতিকে ‘চতুর্ব্বিংশ’ ও পুরুষকে ‘পঞ্চবিংশ’ বলা হইয়া থাকে।

(‡) তাৎপর্য্য—পতঞ্জলির মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থের অতিরিক্ত ঈশ্বরনামে আরও একটি পদার্থ আছে, তদনুসারে ঈশ্বরই ‘ষড়্‌বিংশ’ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। কেহ কেহ কালকেও একটি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ঈশ্বর ‘সপ্তবিংশ’ হইয়া পড়েন।

(§) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটি হইতে অপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ আটটিকে ‘প্রকৃতি’ বলে। আর মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শটি পদার্থ উক্ত কারণ সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ অপর কোনও মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘বিকার’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ(†)॥"
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম চৈতৎ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ (‡)ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।"
[শ্বেতা০ ১।৮,৯] ইতি;

তথা—"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা (§) বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" [শ্বেতাশ্ব০৪।৯,১০] ইতি;
তথোত্তরত্রাপি—

বলেন—] 'এই বিকারশীল জগৎ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী পুরুষ, উভয়েই পরস্পর সম্মিলিত; ঈশ্বর এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ ধারণ ও পোষণ করেন; ঈশ্বরত্বরহিত আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া আবার সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।' 'অজ—আত্মা দুইটী; একটী (ঈশ্বর) জ্ঞ, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, অপরটি (জীব) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত, এবং একটি ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রভু, আর অপরটি ঈশ্বরত্ববিহীন। অজা (জন্মরহিত প্রকৃতি) নিশ্চয়ই এক; এবং ভোক্তা জীবের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন। বিশ্বরূপ (দেবতির্য্যক্ প্রভৃতি নানা আকারে প্রতিভাত) অনন্ত ও অকর্ত্তা আত্মা যখন উক্ত তিনটিকে লাভ করেন, অর্থাৎ জানিতে পারেন, তখনই ব্রহ্ম হন। প্রধানই (প্রকৃতিই) ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল, আর হর (জীববিশেষ) অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ; একই দেবতা (পরমেশ্বর) সেই প্রধান ও পুরুষের শাসনকর্ত্তা; তাঁহার তত্ত্বানুশীলন, তাঁহাতে মনোনিবেশ ও তত্ত্বভাব বা তাঁহার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে পর অবশেষে সর্ব্ববিধ মায়ার নিবৃত্তি হয়।' সেইরূপ—'বেদে ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রতু (¶) ব্রত, এবং অতীত ও অনাগত যাহা কিছু উক্ত আছে; মায়াধীশ্বর ঈশ্বর ইহা হইতেই তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অপর জীব আবার তাহাতেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহারই অবয়ব বা অংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।' এইরূপ পরেও

(*) অনীশশ্চান্যো বধ্যতে' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) সর্ব্বপাশৈঃ ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) তৎপ্রভাবাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ। (§) দেবাঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(¶) তাৎপর্য্য —ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্ জগতী প্রভৃতি। যজ্ঞ—যে সমস্ত যাগে যূপের ব্যবহার আছে। ক্রতু—যে সমস্ত যাগে যূপের ব্যবহার নাই। ব্রত—নিয়মপূর্ব্বক উপবাসাদি কার্য্যানুষ্ঠান।

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ"

স্মৃতিরপি— [শ্বেতা০ ৬।১৬] ইতি।

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥

কার্য্য-কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ [গীতা০ ১৩।১৯-২১]

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥" [গীতা০ ১৪।৫];

তথা—"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে" [গীতা০ ৯।৭,৮] ইতি।

আছে—'গুণের অধীশ্বর পরমেশ্বরই প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি, এবং তিনিই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ' ইতি। স্মৃতিও আছে—'প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, সমস্ত কার্য্যবর্গ ও গুণাবস্থাকে প্রকৃতিজাত বলিয়া জানিবে। জাগতিক কার্য্য ও কারণের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যে কোনরূপ কার্য্য-সম্পাদনে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, আর পুরুষকে সুখদুঃখ-ভোগের হেতু বলা হয়। পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে অর্থাৎ ত্রিগুণ-পরিণাম জগৎকে উপভোগ করিয়া থাকে; এই পুরুষের যে, গুণে অর্থাৎ গুণ-পরিণামভূত শব্দাদি বিষয়ে আসক্তি, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। হে মহাবাহো অর্জ্জুন! প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই অব্যয় দেহীকে (আত্মাকে) এই দেহে আবদ্ধ করে।' সেইরূপ—'হে কুন্তিনন্দন! কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, কল্পের আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সমস্ত ভূতকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রকৃতির অধীন ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ আমারই প্রেরণায় চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে।' ইতি।

তস্মাদ্ অব্রহ্মাত্মকত্বেন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয়ো নিরস্যন্তে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি [৪।৫] শ্রূয়তে—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিমস্মিন্ মন্ত্রে কেবলা তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত ব্রহ্মাত্মিকা? ইতি। কিং যুক্তম্? কেবলেতি। কুতঃ? "অজামেকাম্" ইত্যস্যাঃ প্রকৃতেরকার্য্যত্বশ্রবণাৎ, "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" ইতি স্বাতন্ত্র্যেণ সরূপাণাং বহ্বীনাং প্রজানাং স্রষ্টৃত্বশ্রবণাচ্চ ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"চমসবদবিশেষাৎ" ইতি (*)।

নাত্র তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে; কুতঃ? ন জায়তে ইতি—অজা, ইত্যজাত্বমাত্রপ্রতিপাদনাৎ তন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মকাজাগ্রহণে বিশেষাপ্রতীতেঃ; চমসবৎ—যথা "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" [বৃহদা০ ৪।২।৪৩] ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে চমসস্য ভক্ষণসাধনত্বমাত্রং চমসশব্দেন প্রতীয়তে, ইতি ন তাবন্মাত্রেণ চমসবিশেষ প্রতীতিঃ, যৌগিকশব্দানামর্থপ্রকরণাদিভির্ব্বিনা অর্থবিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। তত্র চ "যথেদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইত্যাদিনা বাক্যশেষেণ শিরসশ্চমসত্বনিশ্চয়ঃ; তথা অত্রাপ্যর্থ-প্রকরণাদিভিরেব অজা নির্ণেতব্যা। ন চাত্র তন্ত্রসিদ্ধাজাগ্রহণহেতবোঽর্থ-প্রকরণাদয়ো দৃশ্যন্তে; নচাস্যাঃ (†)স্বাতন্ত্র্যেণ স্রষ্টৃত্বং প্রতীয়তে, "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্" ইতি স্রষ্টৃত্বমাত্রপ্রতীতেঃ। অতোঽনেন মন্ত্রেণ ন অব্রহ্মাত্মিকা অজা অভিধীয়তে॥১॥৪॥৮॥

অতএব, কাপিল শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রভৃতি পদার্থনিচয় অব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শ্রুত হয় যে, 'এক অজ, অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রীতিসহকারে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজার অনুসরণ করে; আবার অপর অজ (মুক্ত পুরুষ) ভুক্তভোগা (ভোগাবসানে) এই অজাকে পরিত্যাগ করে' ইতি।

এখানে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যসম্মত কেবল '(স্বতঃসিদ্ধা)' প্রকৃতিই অভিহিত হইতেছে? অথবা ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি? কোনটি যুক্তিযুক্ত? কেবল প্রকৃতিই [যুক্তিসিদ্ধ]। হেতু কি? 'অজা একা' এই শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতির অকার্য্যতা বা নিত্যত্বশ্রবণই হেতু; বিশেষতঃ 'নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা (জগৎ) সৃষ্টিকারিণী' এই স্থলে নিজের সমানরূপ বহু প্রজার সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণও অপর হেতু (‡)॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮॥

(*) 'খ' পুস্তকেতু অত্র 'ইতি' শব্দো নাস্তি। (†) 'ক' পুস্তকেতু 'বিশেষগ্রহে' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে প্রকৃতিকে যখন 'অজা' বলা হইয়াছে, তখন উহাকে নিত্য ভিন্ন জন্য পদার্থ বলা যাইতে পারে না; আর সেই অজাকেই যখন সমস্ত জগৎসৃষ্টির কর্ত্রী বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে পরাধীন—ঈশ্বর পরিচালিতও বলা যাইতে পারে না। অতএব উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদিত 'অজা' পদার্থ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মাত্মকাজাগ্রহণে (*) এব বিশেষতো হেতুরস্তি, ইত্যাহ—

জ্যোতিরুপক্রমা তু (†) তথা হ্যধীয়ত একে ॥১॥৪॥৯॥

[সরলার্থঃ—ইতোঽপি ব্রহ্মাত্মিকায়া এব অজায়া গ্রহণম্, ইত্যাহ জ্যোতিরিত্যাদি। 'তু' শব্দঃ অবধারণার্থঃ। জ্যোতিরুপক্রমা—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ, সা তথোক্তা, ব্রহ্মকারণিকৈব অজা বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ। একে শাখিনঃ—তৈত্তিরীয়াঃ, তথা হি তথৈব জ্যোতিঃকারণিকৈব অধীয়তে আমনন্তীত্যর্থঃ। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদিনা ব্রহ্ম প্রক্রম্য "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যাদৌ ব্রহ্মাত্মকতয়া কার্য্যবর্গং নিরূপয়ন্তঃ "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাম্" ইত্যনেন অজায়া অপি ব্রহ্মাত্মকতাং প্রতিপাদয়ন্তি; তৎসামান্যাৎ তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ইহাপি (শ্বেতাশ্বতরেম্বপি) অজা ব্রহ্মাত্মিকৈবেতি নিশ্চীয়তে ইত্যাশয়ঃ॥

এই কারণেও এখানে ব্রহ্মাত্মক অজার গ্রহণ করিতে হইবে। এই অজা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্মাত্মক; কারণ, অপর শাখিরা (তৈত্তিরীয়শাখিগণ) সেইরূপেই (ব্রহ্মকারণক বলিয়াই) অজার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ 'অণু হইতেও অতিশয় অণু' ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া 'তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মাত্মক কার্য্য সমূহ নিরূপণ সময়ে 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, নিজের সমানরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজাকে' ইত্যাদি বাক্যে অজাকেও ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন; অতএব, ঐ অজার সাদৃশ্য ও প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এই শ্বেতাশ্বতরোক্ত অজাও ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ; জ্যোতিরুপক্রমৈব এষা অজা; জ্যোতির্ব্রহ্ম, "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ", "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ। জ্যোতিরুপক্রমা ব্রহ্মকারণিকেত্যর্থঃ। "তথা হি অধীয়তে একে"—হীতি হেতৌ, যস্মাদস্যা অজায়া ব্রহ্মকারণকত্বম্ একে

পক্ষান্তরে ব্রহ্মাত্মক 'অজা'-অর্থ পরিগ্রহেরই হেতু রহিয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন —"জ্যোতিরুপক্রমা' ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ; উক্ত অজা যে, নিশ্চয়ই জ্যোতিরুপক্রমা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্মাত্মিকা, এবং সেই জ্যোতিঃও যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা 'দেবগণ জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ (প্রকাশক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন],' 'এই যে দ্যুলোকের উপরে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে,' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হইতেই [অবধারিত হয়]। 'জ্যোতিরুপক্রমা' অর্থ—ব্রহ্মকারণিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার কারণ। অপর শাখীরা সেইরূপই বলিয়া থাকেন। ['তথা হি'র] 'হি' শব্দটি হেত্বর্থে প্রযুক্ত; [বাক্যার্থ এইরূপ—] যেহেতু এক শাখীরা (তৈত্তিরীয়

(*) ব্রহ্মাত্মিকাজাগ্রহণে হি' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) জ্যোতিরুপক্রমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ প্রামাদিকঃ।

শাখিনঃ তৈত্তিরীয়া [নারা০ ১২] অধীয়তে—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ" ইতি (*), নিহিতং গুহায়ামিতি হৃদয়গুহায়ামুপাস্যত্বেন সন্নিহিতং ব্রহ্মাভিধায় "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যাদিনা সর্ব্বেষাং লোকানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ তত উৎপত্তিমভিধায় সর্ব্ব-কারণীভূতা অজা তত উৎপন্নাভিধীয়তে—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" [তৈত্তি০ নারা০ ১২]

ইতি সর্ব্বস্য তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুজাতস্য তত উৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বোপদেশে প্রক্রিয়মাণে অভিধীয়মানত্বাৎ প্রাণ-সমুদ্র-পর্ব্বতাদিবৎ এষাপ্যজা বহ্বীনাং সরূপাণাং প্রজানাং স্রষ্ট্রী কর্ম্মবশ্যেন আত্মনা ভুজ্যমানা, অন্যেন বিদুষা আত্মনা ত্যজ্যমানা চ ব্রহ্মণ উৎপন্না ব্রহ্মাত্মিকাবগন্তব্যেত্যর্থঃ। অতো বাক্যশেষাৎ চমসবিশেষবৎ শাখান্তরীয়াদেতৎসরূপাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানার্থাদ্ বাক্যাৎ নিয়মিতা অজা ব্রহ্মাত্মিকেতি নিশ্চীয়তে।

শাখিগণ) উক্ত অজার ব্রহ্মকারণকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ হইতে উৎপন্নত্ব বলিতেছেন—'অণু-অপেক্ষাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ আত্মা দৃশ্যমান প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন,' এই স্থলে উপাসনার্থ ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া 'তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত লোকের (স্থানের) ও ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবনিবহের তাঁহা হইতেই উৎপত্তি বলিয়া, শেষে সর্ব্বকারণীভূতা 'অজা'কেও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন বলিতেছেন—'লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপা, নিজের সমানরূপ বহুসন্তানপ্রসবিনী এক অজাকে একটি অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব সন্তোষসহকারে সেবা করিয়া থাকে, আবার অপর অজ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া সেই অজাকে পরিত্যাগ করেন' ইতি। [অতএব] ব্রহ্ম হইতে তদতিরিক্ত যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই তদাত্মক ; এইরূপ উপদেশের প্রসঙ্গে অভিহিত হওয়ায় বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী এবং কর্ম্মাধীন জীবের উপভোগ্যা অথচ অপর জ্ঞানী জীবের পরিত্যক্তা ব্রহ্মোৎপন্না এই অজাকেও [পূর্ব্বোক্ত] প্রাণ, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির ন্যায়ই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব, পরবর্ত্তী বাক্য হইতে যেমন 'চমস'-গত বিশেষত্ব অবধারিত হইয়া থাকে ; তেমনি অজার স্বরূপপ্রকাশক, এতদনুরূপ শাখান্তরীয় বাক্য হইতে অজাশব্দের অর্থগত বিশেষত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায় এই অজাও যে, ব্রহ্মাত্মিকা, তাহা নিশ্চিত হইতেছে। আর এই প্রকরণের প্রারম্ভেও

(*) ইতি হৃদয়গুহায়াম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

ইহাপি প্রকরণোপক্রমে "কিং কারণং ব্রহ্ম ?" ইত্যারভ্য—
"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্,
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" । [শ্বেতাশ্ব° ১।৩]
ইতি পরব্রহ্মশক্তিরূপায়া অজায়া অবগতেঃ, উপরিষ্টাচ্চ—
"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ।" [শ্বেতাশ্ব° ৪।৯]
"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ।"
যো যোনির্যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকঃ" । [শ্বেতাশ্ব° ৪।১০, ১১] ইতি চ তস্যা এব প্রতীতের্নাস্মিন্ মন্ত্রে তন্ত্রসিদ্ধ-স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপত্তিগন্ধঃ ॥১॥৪॥৯॥

কথং তর্হি জ্যোতিরুপক্রমায়া লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপায়া অস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বম্ ? অজায়া বা কথং জ্যোতিরুপক্রমাত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—কল্পনোপদেশাৎ (রূপক-কল্পনার উপদেশ হেতু) চ (ও) মধ্বাদিবৎ ([মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতির ন্যায়) অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না) ।

[সরলার্থঃ—একস্যা 'অজাত্বং ব্রহ্মকারণকত্বং চ কথমুপপদ্যতে ? ইত্যাহ–কল্পনেতি। কল্পনা সৃষ্টিঃ ; "অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যত্র সৃষ্ট্যুপদেশাৎ, প্রলয়সময়ে চ পরমেশ্বরে শক্তিরূপেণ অবস্থানাৎ, এতৎ নিশ্চীয়তে যৎ, সৃষ্টিকালাপেক্ষয়া জ্যোতিরুপক্রমাত্বং, প্রলয়কালাপেক্ষয়া চ অস্যা অজাত্বং ; অতো ন কশ্চিদ্বিরোধঃ । মধ্বাদিবৎ—যথা বসুপ্রভৃতীনাং ভোগ্যরসাশ্রয়তয়া আদিত্যস্য মধুত্বং "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যত্র প্রতিপাদ্যতে ; প্রলয়কালে পুনঃ তস্যৈব "অথ তত ঊর্দ্ধং নৈবোদেতা, নাস্তমেতা" ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থতয়া অমধুত্বং প্রতিপাদ্যতে; অত্রাপি তথা অবিরোধ ইতি ভাবঃ।

ভাল, একই পদার্থের অজাত্ব—জন্মহীনত্ব ও জ্যোতিরুপক্রমত্ব (জায়মানত্ব) উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মায়ী ঈশ্বর ইহা হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন' এখানে অজারও সৃষ্টি-নির্দ্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মকারণোৎপন্না ; আর প্রলয় সময়ে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি বশতঃ অজা শব্দে অভিহিত হয় ; যেমন—'মধুবিদ্যা'প্রকরণে—বসুপ্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে ভোগ করেন বলিয়া 'মধু' (ভোগ্য ও কার্য্য) বলা হইয়াছে, অথচ প্রলয়কালে আবার তাহারই অমধুত্বও কথিত হইয়াছে। এখানেও তেমনি অবস্থাভেদে বিরোধ পরিহার করিতে হইবে ॥ ১।৪।১০ ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ চ-শব্দঃ। অস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বং জ্যোতিরুপক্রমাত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে; কুতঃ? কল্পনোপদেশাৎ, কল্পনং—কৢপ্তিঃ সৃষ্টিঃ জগৎ-সৃষ্ট্যুপদেশাদিত্যর্থঃ। যথা—সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়” ইতি কল্পনং সৃষ্টিঃ, তথা অত্রাপি “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি জগৎসৃষ্টিরুপদিশ্যতে। স্বেনাবিভক্তাদস্মাৎ সূক্ষ্মাবস্থাৎ কারণাৎ মায়ী সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ।

অনেন কল্পনোপদেশেনাস্যাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যকারণরূপেণ অবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ অবগম্যতে। সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপন্না অবিভক্তনামরূপা (*) সূক্ষ্মরূপেণাবতিষ্ঠতে; সৃষ্টিবেলায়াস্তু উদ্ভূতসত্ত্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা

‘ব্রহ্ম কিরূপ কারণ?’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তাঁহারা (ঋষিরা) ধ্যানযোগস্থ হইয়া স্বীয় গুণে সমাবৃত (ত্রিগুণাবৃত) স্বপ্রকাশ আত্মার শক্তিকে (অজাকে) দর্শন করিয়াছিলেন।’ এইরূপে ব্রহ্মশক্তিরূপা অজার অবগতি হইতেছে, এবং পরেও ‘মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম এই অজা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অন্যে (জীব) আবার মায়াবশে তাহাতেই আবদ্ধ হয়’, ‘মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’, এবং ‘যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠান করেন’, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্মাত্মিকা অজারই প্রতীতি হইতেছে; সেই হেতুও এই প্রকরণে সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র (ঈশ্বরানধিষ্ঠিত) প্রকৃতি-প্রতীতির গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১॥৪॥৯ ॥

ভাল, তাহা হইলে জ্যোতিরুপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপন্না লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা এই প্রকৃতির অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? এবং অজারই বা জ্যোতিরুপক্রমত্ব হয় কি প্রকারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কল্পনোপদেশাৎ” ইত্যাদি।

উক্ত সম্ভাবিত শঙ্কানিবৃত্তির জন্য ‘চ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। এই প্রকৃতির অজাত্ব (জন্মহীনত্ব) ও জ্যোতিরুপক্রমত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ? যেহেতু ইহা কল্পনার উপদেশ। কল্পনা অর্থ রচনা—সৃষ্টি; যেহেতু জগৎ সৃষ্টির উপদেশ। দৃষ্টান্ত যথা—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন।’ এখানে কল্পনা অর্থ সৃষ্টি। এখানেও (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও) ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’ এইরূপে জগৎসৃষ্টি উপদিষ্ট হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, মায়ী অর্থাৎ সকলের ঈশ্বর (ব্রহ্ম) স্বরূপতঃ অবিভক্ত বা অভিন্ন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

উক্ত সৃষ্টি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকৃতি দুইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত; তাহার একটি অবস্থা কার্য্যস্বরূপ, আর একটি অবস্থা কারণস্বরূপ; প্রকৃতি সেই উভয় অবস্থাতেই অনুগত। প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন সেই প্রকৃতিই নাম ও রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে; সৃষ্টিসময়ে আবার সত্ত্বাদি গুণরূপে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হওয়ায় এবং নাম ও

(*) অত্র ‘অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা’ ইত্যধিকঃ ‘ক’ পাঠঃ।

অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা তেজোঽবন্নাদিরূপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাকারা চাবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্য্যাবস্থা চ জ্যোতিরুপক্রমা, ইতি ন বিরোধঃ।

মধ্বাদিবৎ—যথা ঈশ্বরেণাদিত্যস্য কারণাবস্থায়াম্ একস্যৈবাবস্থিতস্য কার্য্যাবস্থায়াম্ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ব-প্রতিপাদ্য-কর্ম্মনিষ্পাদ্যরসাশ্রয়তয়া বস্বাদিদেবতাভোগ্যত্বায় মধুত্বকল্পনম্, উদয়াস্তময়কল্পনঞ্চ ন বিরুধ্যতে। তদুক্তং মধুবিদ্যায়াম্, "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যারভ্য "অথ তত ঊর্দ্ধম্ উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা", ইত্যন্তেন।

রূপ তাহা হইতে পৃথকৃভূত হওয়ায় অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতিই তেজ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত (রজঃ), শুক্ল (সত্ব) ও কৃষ্ণরূপে (তমোগুণরূপে) অবস্থান করে। অতএব, কারণাবস্থায় অজা, আর কার্য্যাবস্থায় জ্যোতিরুপক্রমা (ব্রহ্মোৎপন্না); [সুতরাং একই প্রকৃতির উভয়াবস্থা স্বীকারে] কোন বিরোধ নাই।

[মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত—কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মফলের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন বসুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতাসম্পাদনার্থ মধুরূপে কল্পনা যেরূপ তাহার উদয়াস্তময়রহিতরূপে কল্পনার বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ (*)। ইহা মধুবিদ্যায়ও—'এই আদিত্যই দেবগণের মধু,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনন্তর তাহার পর উদিত হইয়া আর উদিত হইবে না, এবং অস্তমিতও হইবে না; একই ভাবে থাকিবে,' এই পর্য্যন্ত বাক্যে উক্ত

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই "অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু" ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে—সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞফল আদিত্যকে আশ্রয় করে, সুতরাং কর্ম্মীরা তাহাকে যজ্ঞফলের ন্যায় উপভোগ করেন। লোকে যেরূপ মধুপানে আমোদ লাভ করে, বসুপ্রভৃতি দেবগণও তদ্রূপ আদিত্যকে ভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; এইজন্য মোদনের হেতু বলিয়া আদিত্যকে 'মধু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা সৃষ্টিসময়ের কথা; যখন আবার সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইয়া যায়, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন এই আদিত্যের উদয়ও থাকে না, অস্তও থাকে না, এবং বসুপ্রভৃতি দেবতার ভোগ্যতাও থাকে না; থাকে কেবল স্বস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র। ইহাই সূর্য্যের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থা, উদয়াস্ত কেবল আপেক্ষিক মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ। তিরোভাবং চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ। উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥" ইতি।

আদিত্যের যেমন মধুরূপে ভোগ্যতা ও স্বরূপে অবস্থিতি, এই উভয়ই অবস্থাভেদে উপপন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতিরও অজাত্ব এবং জ্যোতিরুপক্রমত্ব (ব্রহ্মকারণকত্ব), এই উভয়ই কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থাভেদে উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ কারণাবস্থায় অজাত্ব আর তেজঃপ্রভৃতি কার্য্যাবস্থায় জ্যোতিরুপক্রমত্ব।

একলঃ একস্বভাবঃ; অতোঽনেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মাত্মিকা অজৈবাভিধীয়তে, ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্।

[শাঙ্করমত-খণ্ডনম্]

অন্যে তু অস্মিন্ মন্ত্রে তেজোঽবন্নলক্ষণা অজৈকা অভিধীয়তে, ইতি ব্রুবতে। তে প্রষ্টব্যাঃ—কিং তেজোঽবন্নান্যেব তেজোঽবন্নাত্মিকা অজা একা? উত তেজোঽবন্নরূপং ব্রহ্মৈব? কিং বা তেজোঽবন্নকারণভূতা কাচিৎ? ইতি। প্রথমে কল্পে তেজোঽবন্নানামনেকত্বাৎ "অজামেকাম্" ইতি বিরুদ্ধ্যতে। ন চ বাচ্যং, তেজোঽবন্নানামনেকত্বেঽপি ত্রিবৃৎকরণেনৈকতাপত্তিরিতি। ত্রিবৃৎ করণেঽপি বহুত্বানপগমাৎ, "হন্ত ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।" "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি প্রত্যেকং ত্রিবৃৎকরণোপাদেশাৎ। দ্বিতীয়ঃ কল্পো বিকল্প্যঃ—কিং তেজোঽবন্নরূপেণ বিকৃতং ব্রহ্মৈব অজৈকা? কিংবা

হইয়াছে। 'একল' অর্থ—একই স্বভাবসম্পন্ন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ["অজাং একাম্" ইত্যাদি] মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই অভিহিত; কিন্তু কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নহে।

শাঙ্করমত-খণ্ডন।

এ স্থলে অপর সম্প্রদায় বলেন যে, এই মন্ত্রে তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপা একটি 'অজা' অভিহিত হইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, তেজঃ, জল ও পৃথিবীই কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক একটি অজা? কিংবা তেজঃ, জল ও পৃথিবীস্বরূপ ব্রহ্মই [অজা]? অথবা, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণীভূত অন্য কিছু? প্রথম পক্ষে তেজঃ, জল ও অন্ন যখন অনেক, তখন "অজাং একাং" এই একত্বোক্তি বিরুদ্ধ হয়। ইহাও বলিতে পার না যে, তেজ, জল ও অন্ন (পৃথিবী) অনেক হইলেও 'ত্রিবৃৎ' প্রক্রিয়া (*) দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ, সেই 'ত্রিবৃৎ' (ত্র্যাত্মক) করাতেও তাহাদের বহুত্বের হানি হয় না; কেননা, 'এই তিনটি দেবতাকে', 'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই শ্রুতিতে প্রত্যেকেরই 'ত্রিবৃৎ' করার কথা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটিও বিচার্য্য—কথিত এই অজাটি কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে বিকৃত (বিকার—অন্যথাভাব প্রাপ্ত) ব্রহ্মই? অথবা স্বরূপাবস্থ অবিকৃত ব্রহ্ম? বহুত্বের অনপগম হেতুই (বর্ত্তমানতা হেতুই)

(*) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎকরণ' আর 'পঞ্চীকরণ' শব্দ তুল্যার্থবোধক। ছান্দোগ্যে কেবল ভূতত্রয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহারা 'ত্রিবৃৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তৈত্তিরীয়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা 'পঞ্চীকরণ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; বস্তুতঃ উভয়েরই অভিপ্রায় এক।

প্রথমতঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয় অমিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়; তখন অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ জীবের ভোগোপযোগী হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ্বর সেই প্রত্যেক ভূতকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনা মাত্রার (অংশের) সহিত সংযোজিত করিয়া স্থূলরূপে পরিণত করিয়াছেন। এইরূপ সংযোজনাকেই 'ত্রিবৃৎ' বলে। পঞ্চীকরণে পাঁচ ভূতেরই প্রত্যেকে দুই আনা অংশ যোজনা, এই মাত্র বিশেষ।

স্বরূপেণাবস্থিতমবিকৃতম্ ? ইতি। প্রথমঃ কল্পো বহুত্বানপগমাদেব (*) নি ঃ। দ্বিতীয়েঽপি "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইতি বিরুধ্যতে। স্বরূপেণাবস্থিতং তেজোঽবন্নলক্ষণমিতি বক্তুমপি ন শক্যতে। তৃতীয়ে কল্পেঽপি অজা-শব্দেন তেজোঽবন্নানি নির্দ্দিশ্য তৈস্তৎকারণাবস্থা উপস্থাপনীয়া, ইত্যাস্থেয়ম্। ততো বরম্ অজা-শব্দেন তেজোঽবন্নকারণাবস্থায়াঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়া এবাভিধানম্।

যৎ পুনরস্যাঃ প্রকৃতেরজা-শব্দেন চ্ছাগত্বপরিকল্পনমুপদিশ্যত ইতি; তদপ্যসঙ্গতম্, নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিষু ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তাখ্যাপনায় শরীরাদিষু রথাদিরূপণং ক্রিয়তে; যথা চাদিত্যে বস্বাদীনাং ভোগ্যত্বখ্যাপনায় মধুত্বকল্পনং ক্রিয়তে; তদ্বদস্যাং প্রকৃতৌ চ্ছাগত্বপরিকল্পনং কোপযুজ্যতে ? ন কেবলমুপযোগাভাব এব, বিরোধশ্চ; কৃৎস্নজগৎকারণভূতায়াঃ স্বস্মিন্ অনাদিকালসম্বদ্ধানাং সর্ব্বেষামেব চেতনানাং নিখিলসুখদুঃখোপভোগাপবর্গসাধনভূতায়া অচেতনায়া অত্যল্প-প্রজাসর্গ-করাগন্তুকসঙ্গম-চেতনবিশেষৈকরূপাত্যল্পপ্রয়োজনসাধন-স্বপরিত্যাগাহেতু-

---

এই প্রথম পক্ষটি পরিত্যক্ত হইল; দ্বিতীয় পক্ষেও (স্বরূপাবস্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপক্ষেও) 'লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা' [এই বিশেষাভিধান] বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত (নির্ব্বিশেষ); অথচ তেজঃ, জল ও অন্ন স্বরূপ (পৃথিবী); একথা কখনও বলিতে পারা যায় না। তৃতীয় পক্ষেও, 'অজা' শব্দে তেজঃ, জল ও অন্নের নির্দ্দেশ করিলে, সে কথাতেও যে, তাহার কারণাবস্থাই বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং উহা অপেক্ষা বরং 'অজা' শব্দেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থা নির্দ্দেশ করা ভাল।

আর যে, 'অজা' শব্দে এই প্রকৃতির ছাগত্ব-কল্পনার উপদেশ করা হইতেছে, [বলা হইয়াছে], তাহাও অসঙ্গত; কারণ, [ঐরূপ কল্পনার কোনও] প্রয়োজন নাই। 'আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মলাভের উপায়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্য শরীর প্রভৃতির রথাদিরূপে কল্পনার ন্যায়, এবং বসুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-জ্ঞাপনের জন্য আদিত্যের মধুত্ব কল্পনার ন্যায়, এখানে প্রকৃতির ছাগত্ব কল্পনার উপযোগিতা কি আছে? কেবল যে, উপযোগিতার অভাব, তাহা নহে; পরন্তু এরূপ কল্পনায় বিরোধও ঘটিতেছে। নিখিল জগতের কারণরূপা প্রকৃতি অচেতন হইলেও অনাদি কাল হইতে প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ-বিশিষ্ট চেতনসমূহের সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখভোগও অপবর্গেরই সাধনস্বরূপ, সুতরাং তাহার যে, অতি অকিঞ্চিৎকর সন্তানসমুৎপাদনার্থ চেতনবিশেষের সহিত অভিনব সঙ্গম, এবং তাহা দ্বারা

(*) বহুত্বানপায়াদেব' ইতি পুস্তকান্তরপাঠঃ।

ভূত-স্বসম্বন্ধিপরিত্যাগসমর্থ-চেতনবিশেষরূপচ্ছাগস্বভাবখ্যাপনায় তদ্রূপত্ব-কল্পনং বিরুদ্ধমেব। "অজামেকাম্, অজো হ্যেকঃ, অজোঽন্যঃ" ইত্যত্রাজা-শব্দস্য বিরূপার্থপরিকল্পনঞ্চ ন শোভনম্। সর্ব্বত্র চ্ছাগত্বং পরিকল্প্যত ইতি চেৎ, "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি বিদুষ আত্যন্তিকপ্রকৃতি-পরিত্যাগং কুর্ব্বতোঽনেন বা অন্যেন বা পুনরপি সম্বন্ধযোগ্য-চ্ছাগত্বপরি-কল্পনমত্যন্তবিরুদ্ধম্ ॥১॥৪॥১০॥ [দ্বিতীয়ং চমসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

[সংখ্যোপসংগ্রহাধি-করণম্।]

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-দতিরেকাচ্চ ॥১॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), সংখ্যোপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও), নানা-ভাবাৎ (পার্থক্যবশতঃ) অতিরেকাৎ (আধিক্যহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।" ইত্যত্র পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতায়াঃ অপরপঞ্চসংখ্যায়াঃ শ্রবণাৎ সন্দিহ্যতে—কিমত্র সাংখ্যোক্তান্যেব পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি উক্তানি? অথবা ন? ইতি। তত্র পঞ্চবিংশতি-সংখ্যাসঙ্কলনাৎ পঞ্চবিংশতিঃ তত্ত্বান্যেব উক্তানি, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ পঞ্চবিংশতিত্বেন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং তত্ত্বানাং গ্রহণম্; কুতঃ? নানাভাবাৎ—নানাত্বাৎ, তেভ্যঃ তত্ত্বেভ্য এতেষাং 'পঞ্চজন'পদবাচ্যানাং পৃথক্পদার্থত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ—'যস্মিন্' ইতি সপ্তম্যা নির্দ্দিষ্টস্যাত্মনঃ, স্বশব্দোপাত্তস্য চ আকাশস্য পঞ্চজনাতিরিক্তত্বম্ অপরো হেতুঃ। ন খলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতিরিক্তং আত্মানং আকাশং বা স্বীকুর্ব্বন্তি; তয়োস্তদন্তর্ভূতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥

'পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; যিনি সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।' এখানে যে, এক পঞ্চসংখ্যাযুক্ত অপর পঞ্চসংখ্যা (পঞ্চবিংশতি) শ্রুত হইতেছে, ইহা কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব? না আর কিছু? সমান সংখ্যা থাকায় সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হওয়াই উচিত। না, তাহা উচিত নহে; কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক নহে, পৃথক্ পদার্থ। বিশেষতঃ ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইলে 'যস্মিন্' এই সপ্তমী-নির্দ্দিষ্ট আত্মা ও আকাশ যখন এ সকলের অতিরিক্ত হইতেছে; তখন সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব এখানে গ্রহণীয় নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১১।]

যে, একমাত্র দুগ্ধপ্রদানরূপ প্রয়োজন সাধন করা, আর তৎপরিত্যাগের অহেতুভূত স্বসংবদ্ধ অথচ পরিত্যাগক্ষম-চেতনবিশেষরূপ ছাগের স্বভাবপ্রকাশনার্থ যে, অজরূপ কল্পনা, তাহাও নিশ্চয়ই কল্পনাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, 'এক অজ,' (বদ্ধজীব), আর 'অন্য অজ' (মুক্তজীব), এই

বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" [বৃহদা০৬।৪।১৭] ইতি। কিময়ং মন্ত্রঃ কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ? উত ন? ইতি সন্দিহ্যতে। কিং যুক্তম্ তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বপ্রতিপাদনপর ইতি। কুতঃ? পঞ্চ-শব্দবিশেষিতাৎ পঞ্চজন-শব্দাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতেঃ। এদদুক্তং ভবতি— "পঞ্চজনাঃ" ইতি সমাসঃ সমাহারবিষয়ঃ, পঞ্চজনাঃ—পঞ্চানাং জনানাং

স্থলে এক 'অজ' শব্দেরই যে বিভিন্নপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাহাও শোভা পায় না (*)। যদি বল, সর্ব্বত্রই অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানত্রয়েই [অজ শব্দের] ছাগ অর্থ কল্পনা করা হয়; [তাহা হইলেও] 'অপর অজ কৃতভোগা এই অজাকে ত্যাগ করে' এস্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সম্বন্ধ-পরিত্যাগকারী জ্ঞানী পুরুষের যে, পুনশ্চ প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ছাগত্ব কল্পনা, তাহা তিনিই করুন, বা অন্যেই করুক, অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥ (+) [দ্বিতীয় চমসাধিকরণ ॥ ২ ॥]

(‡) বাজসনেয়িগণ বলেন—'পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ যাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন'। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই মন্ত্রটি কি কাপিল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক? অথবা নয়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? সাংখ্যসিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য। কারণ? যেহেতু 'পঞ্চ'শব্দ দ্বারা বিশেষিত 'পঞ্চজন' শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই প্রতীতি হইতেছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'পঞ্চজনাঃ' পদে 'সমাহার' সমাসেরই বিষয়,—'পঞ্চপুল্যঃ' এই পদের ন্যায়।

(*) তাৎপর্য্য—একই 'অজ' শব্দের তিন স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্থানে অজ অর্থ—প্রকৃতি, অন্য স্থানে 'অজ' অর্থ সংসারী জীব, আবার অপর স্থানে সেই 'অজ' শব্দেরই অর্থ—মুক্তজীব। এইরূপ এক শব্দের তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করা শব্দশাস্ত্রানুসারে দোষাবহ; কারণ, ঐরূপ কল্পনা করিতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু উপায়ান্তরের সম্ভাবনা থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

(+) তাৎপর্য্য—এই চমসাধিকরণটি আট হইতে দশ পর্য্যন্ত তিনসূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"অজামেকাম্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অজা অর্থ কি সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্রা প্রকৃতি? অথবা ব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অবিকৃতি বা অকার্য্যরূপা বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই অজা বটে। (৪) উত্তর—না অজা অর্থ—সাংখ্যোক্তপ্রকৃতি নহে, পরন্তু জগদ্বীজাধার ব্রহ্ম। নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মই অজা, এবং তাঁহাকেই জগৎকারণরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'পঞ্চজনাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—পঞ্চ পঞ্চজন (মিলিতভাবে পঞ্চবিংশতি), ইহা কি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব? না আর কিছু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পঞ্চগুণিত পঞ্চ (পঞ্চবিংশতি) বলিলে সাংখ্যের তত্ত্বই বুঝা যায়। (৪) উত্তর—না ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাত্মক অপর পদার্থই বটে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বাতিরিক্ত পদার্থই এখানে 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ; তদ্রূপ চিন্তা করাই ইহার প্রয়োজন।

সমূহাঃ পঞ্চজনাঃ, 'পঞ্চপুল্যঃ' ইতিবৎ। পঞ্চজনা ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। তে চ সমূহাঃ কতি ? ইত্যপেক্ষায়াং পঞ্চজন-শব্দবিশেষণেন প্রথমেন পঞ্চ-শব্দেন সমূহাঃ পঞ্চেতি প্রতীয়ন্তে; যথা 'পঞ্চ পঞ্চপুল্যঃ' ইতি। অতঃ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি পঞ্চবিংশতিপদার্থাবগতৌ তে কতমে? (*) ইত্যপেক্ষায়াম্ মোক্ষাধিকারাৎ মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যতয়া স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয় এব জ্ঞায়ন্তে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ (†) বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।"

ইতি হি কাপিলানাং প্রসিদ্ধিঃ; অতস্তন্ত্রপ্রসিদ্ধ তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি" ইতি।

পাঁচজনের সমাহার (সমষ্টি), এইরূপ অর্থেই 'পঞ্চজন' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে (‡)। 'পঞ্চজনাঃ' পদে যে লিঙ্গবিপর্য্যয় অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গ হইয়াছে, তাহা ছান্দস, [নচেৎ স্ত্রীলিঙ্গে 'পঞ্চজনী' হইতে পারিত]। সেই সমূহ বা সমাহার কতগুলি? এই আকাঙ্ক্ষায় প্রযুক্ত 'পঞ্চজন' শব্দের বিশেষণীভূত অপর পঞ্চ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, সেই সমূহ কেবল পাঁচটি মাত্র। 'পঞ্চ পঞ্চপুলী' ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' (পাঁচটি পঞ্চজন) এই বাক্যেও পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হইলে পর, 'তাহারা কে কে ?' এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই শাস্ত্র যখন মোক্ষাধিকারেই প্রবৃত্ত, তখন মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহই প্রতীতির বিষয় হইতেছে।

কাপিল তত্ত্বসমূহের প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, 'মূলকারণীভূতা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান পদার্থটি অবিকৃতি, অর্থাৎ উহা অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; 'মহৎ' আদি অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কারণস্বরূপও বটে, কার্য্য স্বরূপও বটে। আর [একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূত], এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ, (অপর কোন তত্ত্বের কারণ নহে); পুরুষ (আত্মা) কিন্তু কার্য্যও নহে, কারণও নহে; [পরন্তু উদাসীন] (§)। অতএব সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতি-পাদনেই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য; এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি" ইত্যাদি।

(*) তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) ষোড়শকস্তু' ইতি কারিকা পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—'পঞ্চপুলী' অর্থ—একত্র বাঁধা পাঁচটি ঘাসমুষ্টির (পুলার) সমাহার। এক মুটে যতগুলি ঘাস ধরা যায়, সেগুলি একত্র করিয়া বাঁধিলে 'পুল' বলে, আর সেই পাঁচটি ঘাসমুষ্টিকে একত্রিত 'পঞ্চপুলী' বলা হয়। সমাহার দ্বিগু হওয়ায় এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। তদনুসারে 'পঞ্চজন' শব্দেরও 'পঞ্চজনী' হওয়া উচিত ছিল।

(§) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থ সংকলন প্রধানতঃ চারি প্রকার (১) কেবল প্রকৃতি (২) কেবল বিকৃতি (কেবলই কার্য্যস্বরূপ), (৩) প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যকারণ, উভয়াত্মক; (৪) অনুভয়রূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতি অর্থ উপাদান, আর বিকৃতি অর্থ তাহার কার্য্য; যেমন—মৃত্তিকা প্রকৃতি, ঘট তাহার বিকৃতি। ঈশ্বরকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে এঁকথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।"

[সিদ্ধান্তঃ—]

"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যোপসংগ্রহাদপি ন তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্ব-প্রতীতিঃ। কুতঃ ? নানাভাবাৎ --এষাং পঞ্চসখ্যাবিশেষিতানাং পঞ্চজনানাং তন্ত্রসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বেভ্যঃ পৃথগ্‌ভাবাৎ। "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যেতেষাং যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টব্রহ্মাশ্রয়তয়া ব্রহ্মাত্মকত্বং হি প্রতীয়তে, "তমেবং মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" ইত্যত্র "তম্" ইতি পরামর্শেন যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে; অতস্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ (*) পঞ্চজনাঃ, ইতি ন তন্ত্রসিদ্ধা এতে।

"অতিরেকাচ্চ" -- তন্ত্রসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বেভ্যোঽত্র তত্ত্বাতিরেকোঽপি ভবতি; যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা আকাশশ্চ অত্রাতিরিচ্যেতে। অতঃ "তং ষড়্‌বিংশক-

---

"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এইস্থানে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সংকলন করিলেও তাহা হইতে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব সমূহের প্রতীতি হইতেছে না। কারণ ? নানাভাব বা নানাত্বই কারণ; কেননা, সাংখ্য-সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ হইতে এই পঞ্চসংখ্যা-বিশেষিত 'পঞ্চজন' পদার্থের পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা, 'পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,' এই বাক্যে 'যৎ' পদনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় উক্ত 'পঞ্চজনে'র ব্রহ্মাত্মকতাই (ব্রহ্মভাবই) প্রতীত হইতেছে। আর 'তাহাকেই এই প্রকার আত্মা বলিয়া মনে করি; যিনি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন।' এখানে আবার 'তম্' বলিয়া উল্লেখ করায়ও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ঐ 'যৎ'পদে উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব এই 'পঞ্চজন' নিশ্চয়ই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

অতিরেক বা আধিক্যও অপর একটি হেতু—সাংখ্যসিদ্ধ [পঞ্চবিংশতি] তত্ত্বাপেক্ষা এখানে আধিক্যও হইতেছে; "যস্মিন্" এই 'যৎ'শব্দ নির্দ্দিষ্ট আত্মা এবং আকাশই এখানে অতিরিক্ত হইতেছে। অতএব, 'তাঁহাকে ষড়্‌বিংশক বলে, আবার কেহ কেহ সপ্তবিংশকও বলিয়া

অর্থাৎ প্রধাননামক মূলপ্রকৃতিটি অবিকৃতি, অর্থাৎ সে অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, স্বতঃসিদ্ধ। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, উভয়স্বরূপ; যথা—মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি; অহঙ্কারতত্ত্ব শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি, অথচ নিজে মহত্তত্ত্বের বিকৃতি; সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আবার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি। এইরূপে এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাপন্ন। তাহার পর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ; এ সমস্ত হইতে আর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয় না। তাহার পর, পুরুষ বা আত্মা উক্ত প্রকার অবস্থার বিপরীত; অর্থাৎ পুরুষ কাহারো প্রকৃতিও নহে এবং কাহারো বিকৃতিও নহে—প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য, শুদ্ধ ও কূটস্থস্বরূপ। মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষপর্য্যন্ত যে পঁচিশটি পদার্থ প্রদর্শিত হইল, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে 'পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোনও পদার্থ নাই, সমস্তই এতদন্তর্গত।

(*) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মিত্যাহুঃ সপ্তবিংশমথাপরে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধসর্ব্বতত্ত্বাশ্রয়ভূতঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ (*) পরমপুরুষোঽত্রাভিধীয়তে।

“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইত্যপিশব্দস্য—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যত্র পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতিরেব ন সম্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথং? পঞ্চভিরারব্ধ-সমূহপঞ্চকাসম্ভবাৎ; নহি তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বেষু পঞ্চসু পঞ্চসু অনুগতং (†) তত্তৎসঙ্খ্যানিবেশনিমিত্তং জাত্যাদ্যস্তি; ন চ বাচ্যম্, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, অবশিষ্টানি পঞ্চ—ইত্যবান্তরসঙ্খ্যানিবেশনিমিত্তমস্ত্যেব ইতি; আকাশস্য পৃথক্ নির্দ্দেশেন পঞ্চভিরারব্ধ-মহাভূতসমূহাসিদ্ধেঃ। অতঃ “পঞ্চজনাঃ” ইত্যয়ং সমাসো ন সমাহারবিষয়ঃ; অয়ন্তু “দিক্‌সঙ্খ্যে সংজ্ঞায়াম্” ইতি সংজ্ঞাবিষয়ঃ (‡); অন্যথা “পঞ্চজনাঃ” ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্চ।

থাকে।’ এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্ব্বভূতাশ্রয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরই এখানে ‘যস্মিন্’ পদে অভিহিত হইয়াছেন।

“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদ্ অপি” এই ‘অপি’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, এখানে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই স্থলে আদৌ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতিই সম্ভব হয় না। কি প্রকারে? যেহেতু পঞ্চগুণিত অপর পাঁচটি রাশির সম্ভব হইতেছে না; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্রীয় পাঁচটি তত্ত্বের জাতিপ্রভৃতি এমন কোনও একটি সাধারণ ধর্ম্ম নাই, যাহার অনুবলে একটি পঞ্চকরাশির মধ্যে অপর পঞ্চসংখ্যা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট (অহঙ্কারাদি) পাঁচটি, ইহাইত এক পঞ্চের মধ্যে অপর পঞ্চ সংখ্যা-সন্নিবেশের কারণ রহিয়াছে। কেননা, আকাশের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় পঞ্চসংখ্যা-ঘটিত মহাভূতের কোনও রাশি সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব, “পঞ্চজনাঃ” ‘পদটি’ সমাহার সমাসের স্থল নহে; পরন্তু ইহা “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রোক্ত সংজ্ঞাবিষয়ক সমাসেরই স্থল (§); তাহা না হইলে, ‘পঞ্চজন’ শব্দের লিঙ্গবিপর্য্যয়, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গই হইতে পারিত। [ইহার অর্থ এই যে,] পঞ্চজননামক কতকগুলি পদার্থ আছে,

---

(*) সর্ব্বেশ্বরঃ’ ইতি ‘খ’ পাঠঃ।

(†) তৎসংখ্যা’ ইতি ‘ঘ’ পাঠঃ।

(‡) সংজ্ঞাবিশেষবিষয়ঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—“দিক্-সংখ্যে সংজ্ঞায়াং”, এটি ব্যাকরণের সূত্র; ইহার অর্থ এই যে, সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বুঝাইলে দিক্‌বাচক ও “সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ‘কর্ম্মধারয়’ সমাস হয়।’ এই সূত্রানুসারে সংখ্যাবাচক ‘পঞ্চ’ শব্দের সহিত ‘জন’ শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে, কিন্তু ‘সমাহার দ্বিগু’ সমাস হয় নাই; সমাহার দ্বিগু হইলে ‘পঞ্চপূলী’শব্দের ন্যায় এখানেও ‘পঞ্চজন’ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইয়া যাইত। ঐরূপ না হওয়ায়ই বুঝা যাইতেছে যে, “পঞ্চজনাঃ” স্থলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু পঞ্চজননামক কোনও সংজ্ঞাবিশেষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পঞ্চজনা নাম কেচিৎ সন্তি, তে চ পঞ্চসঙ্খ্যয়া বিশেষ্যন্তে—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি, 'সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ' ইতিবৎ ॥১॥৪॥১১॥

কে পুনস্তে পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ? ইত্যত আহ—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্য শেষ হইতে [জানা যায় ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রান্নমনোরূপাঃ পঞ্চ পদার্থা এব, ন পুনঃ সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ 'পঞ্চজন'-সংজ্ঞয়া অভিধীয়ন্তে, ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে। বাক্যশেষে হি "প্রাণস্য প্রাণমুত, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ; শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, অন্নস্যান্নং, মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি নির্দ্দিষ্টানি ॥

প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি পদার্থই যে, 'পঞ্চজন' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহা বাক্যের শেষাংশ দৃষ্টে বুঝাযায়। এই 'পঞ্চজন' বাক্যের শেষে আছে যে, 'তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনেরও মন' ইত্যাদি ॥ ১॥৪॥১২॥]

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।১৮] ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাশ্রয়াঃ প্রাণাদয় এব "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি বিজ্ঞায়ন্তে ॥১॥৪॥১২॥

অথ স্যাৎ—কাণ্বানাং মাধ্যন্দিনানাঞ্চ "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যয়ং মন্ত্রঃ সমানঃ ; "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদিবাক্যশেষে কাণ্বানাম্ অন্নস্য পাঠো

তাহাদিগকেই পঞ্চসংখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ", অর্থাৎ 'পঞ্চজন' পাঁচটি ; যেমন 'সপ্তর্ষি সাতজন' বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ১ । ৪ । ১১ ॥

সেই পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন কাহারা ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রাণাদয়ঃ" ইত্যাদি।

'[ব্রহ্মকে] যাহারা প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, অন্নেরও অন্ন এবং মনেরও মন বলিয়া জানেন।' 'পঞ্চজন' বাক্যেরই এই শেষাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ব্রহ্মাশ্রিত প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই (প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মনঃই) 'পঞ্চজন' শব্দে অভিহিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই মন্ত্রটি কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয়শাখীরই সমান, সত্য ; কিন্তু, কাণ্বশাখীয় "প্রাণস্য প্রাণম্" এই বাক্যের শেষে যখন অন্নের

ন বিদ্যতে ; তেষাং পঞ্চ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয় ইতি ন শক্যতে বক্তুম্ ইতি ; অত্রোত্তরম্—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥১॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষা (জোতিঃ দ্বারা) একেষাং (অন্যদিগের কাণ্বশাখীদের) অসতি অবিদ্যমানে) অন্নে (অন্ন)।]

[সরলার্থঃ—একেষাং শাখিনাং কাণ্বানাং অন্নে অসতি "অন্নস্য অন্নং" ইত্যেবম্ অন্নস্য পাঠাভাবে সতি, জ্যোতিষা "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যুপক্রমস্থেন জ্যোতিঃশব্দবাচ্যেন ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেন পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণীয়েত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—যদ্যপি কাণ্বানাং শাখাসু অন্নশব্দ-বাচ্যায়াঃ পৃথিব্যাঃ সমুল্লেখো নাস্তি, তথাপি "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যুপক্রমবাক্যস্থ-জ্যোতিঃশব্দেন যানি প্রকাশাত্মকানি ইন্দ্রিয়াণি নির্দ্দিষ্টানি ; তান্যেব ইহ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে ॥

যদিও কোন কোন শাখীদের অর্থাৎ কাণ্বশাখীদের মতে অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকায় পঞ্চত্ব সংখ্যার সঙ্গতি হয় না সত্য, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাক্যের উপক্রমগত জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই 'পঞ্চ পঞ্চজন' বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

একেষাং কাণ্বানাং পাঠে অসত্যন্নে জ্যোতিষা "পঞ্চজনাঃ" ইন্দ্রিয়াণীতি বিজ্ঞায়ন্তে ; তেষাং বাক্যশেষঃ প্রদর্শনার্থঃ এতদুক্তম্ভবতি—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যস্মাৎ পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্রে "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" [বৃহদা০ ৪। ১৬] ইতি জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্ট্বেন ব্রহ্মণ্যভিধীয়মানে ব্রহ্মাধীনস্বকার্য্যাণি কানিচিৎ জ্যোতীংষি প্রতিপন্নানি ; তানি চ বিষয়াণাং প্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি, ইতি "যস্মিন্ পঞ্চ

উল্লেখ নাই, তখন তাহাদের পক্ষে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" পদে প্রাণাদি পঞ্চ বলিতে পারা যায় না ; ইহার উত্তর—"জোতিষৈকেষামসতি অন্নে" ॥

কাণ্বশাখীদের পাঠে অন্ন শব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দে অভিহিত ইন্দ্রিয় সমূহই 'পঞ্চজন' বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; উক্তার্থ প্রদর্শনার্থই তাহাদের বাক্যশেষে 'পঞ্চজন' শব্দটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী 'দেবগণ, জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ বা প্রকাশক এবং আয়ু ও অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে) উপাসনা করেন।' এই মন্ত্রে জ্যোতিঃ সমূহেরও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, এবং যাহাদের নিজ-নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যগুলি ব্রহ্মের অধীন, এরূপ কতকগুলি জ্যোতিরও প্রতীতি

পঞ্চজনাঃ” ইত্যনির্দ্ধারিতবিশেষনির্দ্দেশেনাবগম্যন্ত ইতি। “প্রাণস্য” ইতি প্রাণ-শব্দেন স্পর্শেন্দ্রিয়ং (*) গৃহ্যতে, বায়ুসম্বন্ধিত্বাৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়স্য মুখ্য-প্রাণস্য জ্যোতিঃশব্দেন প্রদর্শনাযোগাৎ। “চক্ষুষঃ” ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ং; “শ্রোত্রস্য” ইতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্; “অন্নস্য” ইতি প্রাণ-রসনয়োঃ তন্ত্রেণোপাদানম্; অন্ন-শব্দোদিতপৃথিবীসম্বন্ধিত্বাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়মনেন গৃহ্যতে, অদ্যতে-অনেনেতি—অন্নমিতি রসনেন্দ্রিয়মপি গৃহ্যতে। “মনসঃ” ইতি মনঃ। ঘ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্রেণোপাদানম্, ইতি পঞ্চত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। প্রকাশকানি মনঃপর্য্যন্তা-নীন্দ্রিয়াণি ‘পঞ্চজন’-শব্দনির্দ্দিষ্টানি; তদবিরোধায় ঘ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্রেণোপাদানম্। তদেবং “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি পঞ্চজন-শব্দনির্দ্দিষ্টানীন্দ্রিয়াণি আকাশ-শব্দপ্রদর্শিতানি মহাভূতানি চ ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানি, ইতি সর্ব্বতত্ত্বানাং ব্রহ্মাশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ন তন্ত্রসিদ্ধপঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। অতঃ সর্ব্বত্র বেদান্তে সংখ্যোপসংগ্রহে তদভাবে বা ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতীতিরস্তীতি (†) স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৩॥

[তৃতীয়ং সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥]

হইতেছে; অতএব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই সামান্যাভিধায়ক বাক্যে কোন অর্থবিশেষ অবধারিত না থাকায় ঐ ইন্দ্রিয়সমূহই এই ‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রতীত হইতেছে। শ্রুত্যুক্ত “প্রাণস্য” এই ‘প্রাণ’ শব্দেও স্পর্শনেন্দ্রিয় (ত্বগিন্দ্রিয়) গৃহীত হইয়াছে; কারণ, স্পর্শনেন্দ্রিয়টি বায়ুর সহিত সম্বদ্ধ; অথচ ‘জ্যোতিঃ’শব্দেও মুখ্য প্রাণের গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর “চক্ষুষঃ” পদে চক্ষুরিন্দ্রিয়, “শ্রোত্রস্য” পদে শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং “অন্নস্য” পদে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্ন অর্থ—পৃথিবী, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সেই পৃথিবী-সম্বদ্ধ, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন; অতএব ‘অন্ন’ শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করা হইতেছে। যাহা দ্বারা ভোজন করা হয়, তাহা অন্ন; এই অর্থে রসনেন্দ্রিয়কেও [‘অন্ন’শব্দে গ্রহণ করা যায়]। ‘মনসঃ’ পদে মনঃ; ঘ্রাণ ও রসনার এক সঙ্গে নির্দ্দেশ হওয়ায়; পঞ্চত্ব-সংখ্যাও বিরুদ্ধ হইতেছে না। প্রকাশস্বভাব মন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ‘পঞ্চজন’ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ক বিরোধ পরিহারার্থই ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ‘পাঁচটী পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই ‘পঞ্চজন’ শব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ‘আকাশ’ শব্দে নির্দ্দিষ্ট মহাভূতসমূহ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব প্রতিপাদন হেতু এখানে সাংখ্যসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনাই নাই। অতএব, সংখ্যার

(*) ‘স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্’ ইতি ‘খ’ পাঠ। (†) ‘খ’ পুস্তকে অস্তি পদং নাস্তি।

কারণত্বাধিকরণম্।]

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কারণত্বেন (কারণরূপে) চ (ও) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (অবধারিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণত্বাভিধায়কানি "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদীনি বেদান্তবাক্যানি কিং প্রধানকারণতা-পরাণি? উত ব্রহ্মকারণতাপরাণি? ইতি সংশয়ে, "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃত-মাসীৎ, তং নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যব্যাকৃত-ব্যাকরণোক্তেঃ; অব্যাকৃতং চ প্রধানম্; অতঃ প্রধানকারণতাপরাণীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্রোত্তরং—আকাশাদিষু আকাশপদচিহ্নিতেষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিষু ব্রহ্মকারণত্বব্যবস্থাপনাৎ অন্যত্রাপি সৃষ্টিবাক্যেষু যথাব্যপদিষ্টস্য সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিগুণযোগিতয়া অস্মাভিঃ ব্যবস্থাপিতস্যৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন উক্তেঃ হেতোঃ ব্রহ্মকারণতাপরত্বম্ উক্তবাক্যানামবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ।

'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল,' আকাশাদি পদযুক্ত ইত্যাদি বাক্যে আমরা ব্রহ্মের কারণতা সংস্থাপন করিয়াছি; অতএব, যে সমস্ত স্থলে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সমস্ত স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিরূপে অবধারিত ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে; অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মকারণতাবোধক, কিন্তু প্রকৃতিকারণতাবোধক নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

পুনঃ প্রধানকারণবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে,—ন বেদান্তেষু একস্মাৎ সৃষ্টিরাম্না-

---

গ্রহণ হউক বা নাই হউক, বেদান্তের কোথাও যে, কাপিল শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতীতি নাই, ইহা স্থির হইল (*) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥ [তৃতীয় সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

'প্রধান'কারণবাদী পুনরপি প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন—(†) বেদান্ত শাস্ত্রে একটী মাত্র

(*) তাৎপর্য্য—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, এই দুইটী যজুর্ব্বেদীয় শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখায় "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যে "অন্নস্য অন্নং" এইরূপ পাঠ আছে। এখানে 'অন্ন' অর্থে পৃথিবী—তদ্বিকার ঘ্রাণ ও রসনা গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি লইয়া 'পঞ্চজন' শব্দোক্ত পদার্থের পরিগণনা হইতে পারে; কিন্তু কাণ্বশাখায় যখন "অন্নস্য অন্নং" এইরূপ পাঠ নাই, তখন পঞ্চত্বসংখ্যায় পূরণ হইতে পারে না; তদুপপাদনার্থ বলিতেছেন,—যদিও কাণ্বশাখায় অন্নের পাঠ নাই সত্য; তথাপি অসঙ্গতি হইতেছে না; কারণ, সেখানেও 'পঞ্চজন' বাক্যের পূর্ব্বে 'জ্যোতিঃ' শব্দের উপাদান রহিয়াছে; সেই 'জ্যোতিঃ' অর্থ—শব্দাদি বিষয়-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়); সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই 'পঞ্চজন' বাক্যে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ হইয়াছে—প্রাণ অর্থ—স্পর্শনেন্দ্রিয়—ত্বক্; চক্ষু; শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়; অন্ন অর্থ—পৃথিবী-বিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়, উভয়েরই একসঙ্গে গ্রহণ, আর মন; জ্যোতিঃস্বভাব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পদার্থই 'পঞ্চজন' শব্দে গৃহীত হইয়াছে।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম—'জগদ্বাচিত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়-বাক্য—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্তপ্রকার সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যসমূহ কি ব্রহ্মকারণতাবোধক? অথবা প্রধানকারণতাবোধক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—'অব্যাকৃত' শব্দ যখন প্রধানবাচক, তখন

য়তে, ইতি জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন যুজ্যতে চ বক্তুম্ (*)। তথাহি—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে; "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যসৎপূর্ব্বিকা চ; অন্যত্র "অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীত্তৎ সমভবৎ" [ছান্দো০ ৩।১৯।১] ইতি চ। অতো বেদান্তেষু স্রষ্টুরব্যবস্থিতের্জ্জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন নিশ্চেতুং শক্যম্; প্রত্যুত প্রধানকারণত্বমেব নিশ্চেতুং শক্যতে; "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যব্যাকৃতে প্রধানে জগতঃ প্রলয়মভিধায় "তৎ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যব্যাকৃতাদেব জগতঃ সৃষ্টিশ্চাভিধীয়তে। অব্যাকৃতং হি অব্যক্তম্; নামরূপাভ্যাং ন ব্যাক্রিয়তে—ন ব্যজ্যত ইত্যর্থঃ, অব্যক্তং প্রধানমেব; অস্য চ স্বরূপনিত্যত্বেন পরিণামাশ্রয়ত্বেন চ জগৎকারণবাক্যগতৌ সদসচ্ছব্দৌ ব্রহ্মণীবাস্মিন্ ন বিরোৎস্যেতে।

কারণ হইতে সৃষ্টি কথিত হয় না; সুতরাং একমাত্র ব্রহ্ম-কারণ হইতেই জগৎসৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। দেখ, 'হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল,' এই শ্রুতিতে সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি পঠিত আছে; 'অগ্রে এই জগৎ অসৎস্বরূপই ছিল' এখানে আবার অসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি; অন্যত্র আবার 'এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল 'সেই সৎ ছিল, তাহাই সম্ভূত হইয়াছিল' এইরূপও বর্ণনা আছে। অতএব, বেদান্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অব্যবস্থা বা অস্থিরতা হেতু একমাত্র ব্রহ্মই যে, জগতের কারণ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না; বরং প্রধানকেই জগতের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে; কারণ, 'এই জগৎ সে সময় অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল,' এই বাক্যে 'অব্যাকৃত'-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে জগতের প্রলয় বলিয়া, 'সেই অব্যাকৃতই নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হইল' এই বাক্যে আবার 'অব্যাকৃত' হইতে জগতের সৃষ্টিও অভিহিত হইয়াছে। 'অব্যাকৃত' অর্থ—অব্যক্ত অর্থাৎ [তখনও] নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত হয় নাই—অভিব্যক্ত হয় নাই। অব্যক্ত অর্থ ত প্রধানই বটে। এই প্রধান যখন স্বরূপতঃ নিত্য এবং নিখিল পরিণামের আধার, তখন জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদ্বয় ব্রহ্মের ন্যায় প্রকৃতিতেও বিরুদ্ধ হইবে না। এইরূপে যদি অব্যাকৃতেরই কারণত্ব নিশ্চিত

সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ প্রধানকারণতাবোধকই বটে, ব্রহ্মকারণতাবোধক নহে। (৪) উত্তর—না—সৃষ্টিবাক্যগুলি প্রধানকারণতাবোধক নহে; পরন্তু ব্রহ্মকারণতাবোধকই বটে; কারণ, "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই আকাশাদিরও কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সুতরাং অন্যত্রও তাঁহারই গ্রহণ করা উচিত। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জগৎকারণতাবোধক সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই ব্রহ্মের কারণতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

(*) ন যুজ্যতে। কথং? তথাহি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

এবমব্যাকৃতকারণত্বে নিশ্চিতে সতি ঈক্ষণাদয়ঃ কারণগতাঃ সৃষ্ট্যোন্মুখ্যাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যাঃ। ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবপি বৃহত্ত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যাং প্রধান এব বর্ত্তেতে; অতঃ স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধং প্রধানমেব জগৎকারণং বেদান্তবাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যতে; ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।"

[সিদ্ধান্তঃ—]

চ-শব্দঃ তু-শব্দার্থে; সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎসত্যসঙ্কল্পান্নিরস্তনিখিলদোষগন্ধাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপদ্যত ইতি নিশ্চেতুং শক্যতে। কুতঃ? আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টস্যোক্তেঃ—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টত্বেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [সূত্র০ ১।১।২] ইত্যেবমাদিষু প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম যথাব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে, তস্যৈকস্যৈব আকাশাদিষু কারণত্বেনোক্তেঃ। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০১], "তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০৬।২।৩] ইত্যাদিষু সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব কারণত্বেনোচ্যতে। তথাহি—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,...সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০ আন০১] ইতি প্রকৃতং বিপশ্চিদেব ব্রহ্ম "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইতি পরামৃশ্যতে। তথা "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইতি নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব

হয়, তাহা হইলে কারণসম্বন্ধে শ্রুত ঈক্ষণাদি ধর্ম্মগুলিরও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাবাভিপ্রায়ে যোজনা করিতে হইবে। 'ব্রহ্ম'শব্দ এবং 'আত্ম'শব্দও বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন প্রধানেও প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ জগদপেক্ষা বৃহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম, আর ব্যাপকত্ব নিবন্ধন আত্মা। অতএব, সাংখ্যস্মৃতি-সিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রধানকেই বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—'কারণত্বেন চাকাশাদিষু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি 'তু' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত [পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্তিসূচক]। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সত্যসংকল্প, সর্ব্ববিধ দোষসম্পর্কশূন্য পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কারণ? যেহেতু আকাশাদি বিষয়ে

[ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব সিদ্ধান্ত]

কারণরূপে ব্যবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই 'যথাব্যপদিষ্ট' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; যেহেতু আকাশাদি স্থলেও সেই একই ব্রহ্মের কারণতা উক্ত হইয়াছে; অতএব 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত' হইল, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি বাক্যেও সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণরূপে অভিহিত হইতেছেন। দেখ, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'তিনি সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম উপভোগ করেন', এইরূপে যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম প্রক্রান্ত হইয়াছেন, 'সেই এই আত্মা হইতে' এই বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মই পরামৃষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ,

"তত্তেজোঽসৃজত" ইতি পরামৃশ্যতে। এবং সর্ব্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দ্রষ্টব্যম্; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি নিশ্চীয়তে ॥১॥৪॥১৪॥

নন্বু "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যসদেব কারণত্বেন ব্যপদিশ্যতে; তৎ কথমিব সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসঙ্কল্পস্য ব্রহ্মণ এব কারণত্বং নিশ্চীয়তে? ইত্যত আহ—

সমাকর্ষাৎ ॥১॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাকর্ষাৎ [সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের] সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু)।

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বমুক্তস্য "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসংকল্পপূর্ব্বকং জগৎ সৃজতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণ এব "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ সম্বন্ধনাৎ হেতোঃ "অসদ্বা" ইত্যাদাবপি সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণ এব কারণত্বোক্তিঃ, নতু অসতোঽব্যাকৃতস্য। সৃষ্টেঃ প্রাক্ স্থূলভূতনাম-রূপসম্বন্ধাভাবাৎ ব্রহ্মণ এব 'অসৎ'পদেন নির্দ্দেশঃ কৃত ইত্যাশয়ঃ। অন্যত্রাপ্যেবমেব যোজনীয়ম্ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব' এই পূর্ব্বশ্রুতিতে যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে; "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই স্থলে সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণ বা সম্বন্ধস্থাপন হেতু এখানেও সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ পরিস্ফুট ছিল না; এই জন্য ব্রহ্মকেও অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥]

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি বিপশ্চিদানন্দময়ং সত্যসঙ্কল্পং ব্রহ্মৈব সমাকৃষ্যতে। কথম্? "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ

'তিনি আলোচনা করিলেন, 'আমি বহু হইব' এই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই বাক্যে পুনঃ পরামৃষ্ট হইয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই এইপ্রকার বুঝিতে হইবে; অতএব, ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১॥৪॥১৪ ॥

ভাল, সৃষ্টির পূর্ব্বে 'এই জগৎ অসৎই ছিল,' এই স্থলেও যখন অসৎই কারণরূপে অভিহিত হইতেছে, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ব্রহ্মের কারণতা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সমাকর্ষাৎ"।

'অগ্রে এই জগৎ অসৎই ছিল,' এই স্থলেও বিশেষজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও আনন্দময় ব্রহ্মই সমাকৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইয়াছেন। কিরূপে? [উত্তর—] 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও অন্তর অপর একটি আত্মা—আনন্দময়।' 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন বহু হইব—জন্মিব।' 'এই

স্থষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০আন০৬] ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন আনন্দময়ং ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বস্য স্রষ্টৃ সর্ব্বানু-প্রবেশেন সর্ব্বাত্মভূতমভিধায়, “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” ইত্যুক্তস্যার্থস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিত্বেন হি উদাহৃতোঽয়ং শ্লোকঃ “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি। তথা উত্তরত্র—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে” ইত্যাদিনা তদেব ব্রহ্ম সমাকৃষ্য সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃত্ব-নিরতিশয়ানন্দত্বাদয়োঽভিধীয়ন্তে; অতোঽয়ং মন্ত্রস্তদ্বিষয় এব। তদানীং নাম-রূপবিভাগাভাবেন তৎসম্বন্ধিতয়া অস্তিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মৈ-বাসংশব্দেনোচ্যতে। “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রাপ্যয়মেব নির্ব্বাহঃ।

যদুক্তং, “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র প্রধান-মেব জগৎকারণত্বেনাভিধীয়তে ইতি; নেত্যুচ্যতে, তত্রাপি অব্যাকৃত-শব্দেন

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন,’ এই ব্রাহ্মণবাক্যে আনন্দময়, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বস্রষ্টৃ ব্রহ্মকে সর্ব্বানুপ্রবেশ নিবন্ধন সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করত, ‘উক্তার্থে এই একটি শ্লোকও অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থক বাক্যও আছে’ এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষিত্ব-জ্ঞাপক “অসদ্বা ইদমাগ্র আসীৎ” এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। পরেও এইরূপ ‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারই সর্ব্বশাসনকর্ত্তৃত্ব ও নিরতিশয় আনন্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমুদয় অভিহিত করিয়াছেন; অতএব সেই ব্রহ্ম বিষয়েই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সে সময়ে (সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে) নাম-রূপাত্মক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপ সম্বন্ধভাবে তাঁহার অস্তিত্বও ছিল না; এই জন্যই তদবস্থ ব্রহ্ম ‘অসৎ’ শব্দে অভিহিত হইতেছেন *)। ‘সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল,’ এখানেও উক্ত প্রকারেই অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

আর যে, ‘তখন সেই এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল,’ এই স্থলে ‘অব্যাকৃত’ শব্দে প্রধানই (প্রকৃতিই) অভিহিত হইতেছে, বলা হইয়াছে; আমরা বলিতেছি, না—তাহা হয় নাই; সেখানেও ‘অব্যাকৃত’ শব্দে অব্যক্তশরীর ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন; [কেননা,] ‘সেই

(*) তাৎপর্য্য—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয় ভাবেই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, যাহার নাম ও রূপ (আকৃতি) লৌকিক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই সৎ, আর যাহার নাম ও রূপ ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় না; তাহাই ‘অসৎ’। ইহাই হইল ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ; কিন্তু, পারমার্থিক সৎ ও অসৎ, অন্যপ্রকার; যাহার উৎপত্তি, ধ্বংস ও বিকার নাই, তাহাই সৎ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসৎ। অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন নাম ও রূপ কিছুমাত্র অভিব্যক্ত ছিল না; জগতের বীজরূপী একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; উল্লিখিত নিয়মানুসারে তৎকালীন ব্রহ্মকেও ‘অসৎ’ শব্দে নির্দ্দেশ করা অনুচিত হইতেছে না, পরন্তু, শ্রুতি সেই অভিপ্রায়েই এই ‘অসৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে; "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত," [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র "স এষঃ" ইতি তচ্ছব্দেনাব্যাকৃতশব্দনির্দ্দিষ্টস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রশাসিতৃত্বেনানুকর্ষাৎ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", [তৈত্তি০ আন০ ৬] "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছন্দো০ ৬।৩।২] ইতি স্রষ্টুঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশ-(*) নামরূপব্যাকরণ-প্রসিদ্ধেশ্চ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" [আরুণে০১।৬।২১] ইতি নিয়মনার্থত্বাদনুপ্রবেশস্য প্রধানস্যাচেতনস্যৈবংরূপোঽনুপ্রবেশো ন সংভবতি। অতোঽব্যাকৃতম্—অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্ম "তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইতি তদেবাবিভক্তনামরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং স্বেনৈব বিভক্ত-নামরূপং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে। এবং চ সতি ঈক্ষণাদয়ো মুখ্যা এব ভবন্তি। ব্রহ্মাত্মশব্দাবপি নিরতিশয়বৃহত্ত্ব-নিয়মনার্থ-ব্যাপিত্বাভাবেন প্রধানে ন কথঞ্চিদুপপদ্যেতে; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৫॥

[চতুর্থং কারণত্বাধিকরণম্। ৪ ॥]

এই আত্মা এই শরীরে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন; দর্শন করেন বলিয়া চক্ষুঃ, শ্রবণ করেন বলিয়া শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করেন বলিয়া মনঃ শব্দ বাচ্য হন; তাঁহাকে 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে', এই স্থলে 'তৎ' (সঃ) শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'অব্যাকৃত'-শব্দোক্ত পদার্থকেই অন্তঃপ্রবেশপূর্ব্বক প্রশাসিতা বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' এবং 'এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব', এই স্থলে জগৎস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক কার্য্যানুপ্রবেশ এবং নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করণই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বজনের শাসন করেন' ইত্যাদি বাক্যোক্ত যে তাঁহার অনুপ্রবেশ, জগৎ শাসন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু অচেতন প্রধানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য কখনই সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব অব্যাকৃত অর্থ—যাহার শরীর অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই ব্রহ্ম; 'তিনিই নাম ও রূপাকারে ব্যক্ত হইলেন,' এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহার নাম ও রূপ বিভক্ত হয় নাই, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প স্বয়ংব্রহ্মই নাম-রূপাকারে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইলেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, 'ঈক্ষণা'দি শব্দগুলিরও মুখ্যার্থ সম্ভবপর হইতে পারে। আর নিরতিশয় বা সর্ব্বাধিক বৃহত্ত্ব এবং সর্ব্বনিয়মনোপযোগী ব্যাপিত্ব না থাকায় প্রধানের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের প্রয়োগ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, তাহা সুস্থির হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥ [চতুর্থ কারণত্বাধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) 'কার্য্যানুপ্রবেশেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্।]

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্বাচিত্বাৎ (জগতের প্রতিপাদক হেতু)।]

[সরলার্থঃ—কৌষীতকিনা 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ", অত্র বেদিতব্যতয়োপদিষ্টঃ পুরুষঃ কিং সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতিরহিতঃ সাংখ্যপুরুষ এবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রোত্তরং—"যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যত্র 'কর্ম্ম'-শব্দস্য 'ক্রিয়তে যৎ, তৎ কর্ম্ম',ইতি বুৎপত্ত্যা জগদ্বাচিত্বাৎ জগৎপ্রতিপাদকত্বাৎ কৃৎস্নমেব জগৎ যস্য কর্ম্ম—কার্য্যং, সঃ পরমপুরুষ এব বেদিতব্যতয়া উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥

কৌষীতকী ঋষি বালাকির নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' এইরূপ কথার উপক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'হে বালাকে, যিনি এই সর্ব্ব পুরুষের কর্ত্তা, এই জগৎ যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিবে।' এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে যাহার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষটি কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? ইহা সাংখ্যোক্ত পুরুষই বটে; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে পুরুষপদে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে; কারণ, এখানে 'কর্ম্ম' অর্থ ক্রিয়মাণ জগৎ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে এই সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মাই এই পুরুষ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে ॥ ১। ৪। ১৬ ॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদ্যপি বেদান্তবাক্যানি চেতনং জগৎকারণত্বেন প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি তন্ত্রসিদ্ধপ্রধানপুরুষাতিরিক্তং বস্তু জগৎকারণং বেদ্যতয়া ন তেভ্যঃ প্রতীয়তে। তথা হি—ভোক্তারমেব পুরুষং কারণং বেদ্যতয়া অধীয়তে কৌষীতকিনো বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে

(*) সাংখ্যবাদী পুনশ্চ প্রতিপক্ষভাবেও উপস্থিত হইতেছেন। যদিও বেদান্তবাক্যসমূহ চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সত্য, তথাপি সে সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ (ব্রহ্ম) জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাতব্যরূপে প্রতীত হইতেছে না। দেখ —কৌষীতকিশাখীরা বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথনপ্রস্তাবে

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'জগদ্বাচিত্বাধিকরণ'। ইহা—ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত তিনসূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা * * * স বেদিতব্যঃ"। (২) সংশয়—এই বেদিতব্য পুরুষ কি সাংখ্যশাস্ত্রীয় পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পুরুষই বটে; কেননা, বেদান্তসম্মত পরমাত্মার পক্ষে পুণ্য-পাপময় কর্ম্ম সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না—ইহা সাংখ্যপুরুষ নহে—পরন্তু পরমাত্মাই বটে; কারণ, এখানে 'কর্ম্ম' অর্থ—পুণ্য-পাপ নহে—জগৎ; সমস্ত-জগৎকর্তৃত্ব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো সম্ভব হয় না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মার উপাসনা, এবং তাহার ফলে মুক্তিলাভ।

"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ (*) কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ" [কৌষীতকী০ ৪।১৮] ইতি উপক্রমে বক্তব্যতয়া বালাকিনোপক্ষিপ্তং ব্রহ্ম অজানতে তস্মৈ এব অজাতশত্রুণা "স বৈ বেদিতব্যঃ" ইতি ব্রহ্মোপদিশ্যতে। "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি কর্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যধ্যক্ষো ভোক্তা পুরুষো বেদিতব্যতয়োপদিষ্টং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে, নার্থান্তরম্, তস্য কর্ম্মসম্বন্ধানভ্যুপগমাৎ। কর্ম্ম চ পুণ্য-পাপলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব সম্ভবতি।

ন চ বাচ্যং, ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিতং জগৎ এতৎ কর্ম্মেতি নির্দ্দিশ্যতে, যস্যৈতৎ কৃৎস্নং জগৎ কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইতি ক্ষেত্রজ্ঞাদর্থান্তরমেব প্রতীয়ত ইতি; "যো বৈ বালাক

ভোক্তা পুরুষকেই কারণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন—'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছি,' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিলেন—'হে বালাকে, যিনি এই পুরুষসমূহের কর্ত্তা, এবং জগৎ যাঁহার কর্ম্ম বা কার্য্য, তিনিই জ্ঞাতব্য' ইতি। বালাকি প্রথমতঃ বাক্যোপক্রমে যে ব্রহ্মকে বলিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে বালাকি সেই ব্রহ্মকে জানে না, ইহা দেখিয়া অজাতশত্রু নিজেই তাহাকে সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিতে লাগিলেন (†)। 'ইহা যাহার কর্ম্ম' এই বাক্যে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটি সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি-প্রেরক ভোক্তা পুরুষ ভিন্ন আর কেহ নহে, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে; কেন না, তাঁহার কোনরূপ কর্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। আর পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্ম্মসম্বন্ধও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয়।

এ কথাও বলিতে পার না যে, কর্ম্ম অর্থ—যাহা ক্রিয়মাণ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য এই জগৎই 'কর্ম্ম' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; এবং 'এই সমস্ত জগৎ যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে', এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে; অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইতে অন্য-পদার্থ পরমাত্মাই এখানে প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে, 'হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের

(*) যস্য চৈতৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—কৌষীতকী উপনিষদে বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদ এইরূপ লিখিত আছে—বালাকি-নামক জনৈক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি"—আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ইচ্ছা করি', এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু বালাকিকে বহু অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুতি করিলেন। অনন্তর, বালাকি স্বীয় জ্ঞানানুসারে এক একটি অব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন; আর রাজা সে গুলির অব্রহ্মত্ব বুঝাইতে থাকিলেন। তাহার পর বালাকি অপ্রতিভ হইয়া তূষ্ণীভূত হইলেন; তখন অজাতশত্রু বালাকির জ্ঞান-সীমা অবগত হইয়া "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন; বালাকিও যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অজাতশত্রুর শরণাপন্ন হইলেন।

এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম” ইতি পৃথগ্নির্দ্দেশবৈয়র্থ্যাৎ, কর্ম্ম-শব্দস্য চ লোক-বেদয়োঃ পুণ্যপাপ-রূপ এব কর্ম্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তত্তদ্ভোক্তৃকর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ জগদুৎপত্তেঃ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেতি চ ভোক্তুরেব উপপদ্যতে।

তদয়মর্থঃ—এতেষামাদিত্যমণ্ডলাদ্যধিকরণানাং ক্ষেত্রজ্ঞভোগ্য-ভোগোপকরণভূতানাং যঃ কারণভূতঃ, এতৎকারণভাবহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং চ কর্ম্ম যস্য, স বৈ বেদিতব্যঃ—তৎস্বরূপং প্রকৃতের্ব্বিবিক্তং বেদিতব্যম্, ইতি। তথোত্তরত্র “তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ, তং যষ্টিনাচিক্ষেপ” ইতি, সুষুপ্ত-পুরুষাগমন-যষ্টিঘাতোত্থাপনাদীনি চ ভোক্তৃ-প্রতিপাদন (*) এব লিঙ্গানি (†)। তথোপরিষ্টাদপি ভোক্তৈব প্রতিপাদ্যতে “তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে, এবমেবৈত আত্মান এনং ভুঞ্জন্তি” [কৌষীতকী ৪।২০] ইতি। তথা

কর্ত্তা, এবং ইহা যাহার কর্ম্ম’; এইরূপ [কর্ত্তা ও কর্ম্মের] পৃথক্ নির্দ্দেশ করা অনর্থক হইয়া যায় (‡); বিশেষতঃ লোক-ব্যবহার ও বেদপ্রয়োগ, সর্ব্বত্রই পুণ্য-পাপময় কর্ম্মেই ‘কর্ম্ম’ শব্দ প্রসিদ্ধ। অপিচ, বিভিন্ন ভোক্তার কর্ম্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন ‘এই সমস্ত পুরুষের কর্ত্তা’ এই কথাটিও ভোক্তার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে।

অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত এবং জীবের ভোগ্য ও ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও (কারণত্বেরও) হেতুভূত পুণ্য ও পাপ যাহার কর্ম্মস্বরূপ, তাঁহাকেই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপটিকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ পরেও আছে—‘তাহারা উভয়ে সুপ্ত পুরুষের নিকট আগমন করিলেন; তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন।’ এই যে, সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন, এবং যষ্টির আঘাতে উত্থাপনাদি কার্য্য, তৎসমুদয়ও ভোক্তৃপ্রতিপাদনেরই লিঙ্গ বা গ্রাহক (‡)। এইরূপ পূর্ব্বেও ভোক্তারই প্রতিপাদন রহিয়াছে, ‘শ্রেষ্ঠী (বণিক্) যেমন ধন ভোগ করে, এবং ধনও যেমন শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে, ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্মাও এই দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিও আবার ইহাকে ভোগ করে’।

(*) ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ। (†) লিঙ্গানীতি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—প্রকৃত আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অজাতশত্রু বালাকিকে লইয়া প্রগাঢ়নিদ্রাভিভূত একটি লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে নানাবিধ নামে ডাকিতে থাকিলেন; যখন তাহাতেও সে উত্তর দিল না, তখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার ফলে নিদ্রিতের প্রবোধ জন্মিল। এই আত্মা যদি ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে যষ্টিস্পর্শে কখনই তাহার সংজ্ঞাসঞ্চার হইত না। যষ্টিস্পর্শও একপ্রকার ভোগ, তাই সে যষ্টিস্পর্শলাভে সংজ্ঞালাভ করিল।

(*) "কৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ" ইতি পৃষ্টমর্থমজানতে তস্মৈ স্বয়মেবাজাতশত্রুরুবাচ—"হিতা নাম নাড্যস্তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" [কৌষী০ ৪।১৯] ইতি সুষুপ্ত্যাধারতয়া স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগরিতাবস্থাসু বর্ত্তমানং বাগাদিকরণাপ্যয়োদ্গমস্থানমেনমেব (†) জীবাত্মানম্ "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যুক্তবান্।

অস্মিন্ জীবাত্মনি প্রাণভৃত্ত্বনিবন্ধনোঽয়ং প্রাণ-শব্দঃ, "স যদা প্রতিবুধ্যতে" ইতি প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য প্রবোধশ্রবণাৎ মুখ্যপ্রাণস্যেশ্বরস্য চ সুষুপ্তি-প্রবোধয়োরসম্ভবাৎ। অথবা "অস্মিন্ প্রাণে" ইতি ব্যধিকরণে-সপ্তম্যৌ ; অস্মিন্নাত্মনি বর্ত্তমানে প্রাণে এব একধা ভবতি বাগাদিকরণগ্রাম

সেইরূপ, 'হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায়ই বা এইরূপে ছিল, এবং কোথা হইতেই বা এই ভাবে আসিল ?' এইরূপ প্রশ্নের পর, অজাতশত্রু বালাকিকে এ বিষয়ে জ্ঞানহীন দেখিয়া স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, 'হিত' নামক কতকগুলি নাড়ী আছে, পুরুষ তখন সেই নাড়ীসমূহের মধ্যে থাকে, যখন সুপ্তপুরুষ কোন স্বপ্নই সন্দর্শন করে না, তখন প্রাণেই সমস্ত একীভূত হইয়া থাকে, তখন বাগীন্দ্রিয় সমস্ত নামের (শব্দের) সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং মনও সমস্ত ধ্যানের সহিত (ইহাকে) প্রাপ্ত হয় ; আবার সেই আত্মা যখন জাগরিত হয়, তখন—জ্বলৎ অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ সর্ব্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়বর্গ) এই আত্মা হইতে যথাস্থানে প্রস্থান করে, প্রাণ হইতে [তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী সমস্ত দেবতা এবং দেবতা হইতে আবার সমস্ত লোক (শব্দাদি বিষয়) [বহির্গত হয়]' ইতি। 'এ সময়ে প্রাণেই একীভূত হইয়া থাকে' এই শ্রুতি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণ, এই অবস্থাত্রয়েই বর্ত্তমান এবং সুষুপ্তির আশ্রয়ত্বনিবন্ধন বাগাদি করণবর্গের বিলয় ও উদ্ভবস্থান জীবাত্মারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই জীবাত্মা প্রাণভৃৎ, অর্থাৎ প্রাণের বিধারক ; এইজন্য তাহাতে 'প্রাণ' শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে] : কেননা, 'সে যখন প্রবুদ্ধ হয়' এস্থলে 'প্রাণ'শব্দাভিহিত পদার্থেরই প্রবোধ বা জাগরণ পরিশ্রুত আছে। বিশেষতঃ মুখ্যপ্রাণ কিংবা ঈশ্বর, কাহারও সুষুপ্তি ও প্রবোধ সম্ভব হয় না। অথবা, "অস্মিন্ প্রাণে" এই স্থলে যে দুইটি সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহা ব্যধিকরণ,

---

(*) যথা' ইতি 'ক, গ' পাঠঃ। (†) উদ্গমস্থানম্' ইতি 'ক' পাঠঃ। উদ্গমস্থানমেব' ইতি 'খ' পাঠঃ।

ইতি। প্রাণ-শব্দস্য মুখ্যপ্রাণপরত্বেঽপি জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদ্যতে, স্বতঃ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বাৎ ; অতো বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম পুরুষ এবেতি তদ্ব্যতিরিক্তেশ্বরাসিদ্ধিঃ। কারণগতাশ্চেক্ষণাদয়শ্চেতনধর্ম্মা অস্মিন্নেবোপপদ্যন্ত ইতি—এতদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব জগৎকারণম্, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"জগদ্বাচিত্বাৎ।"

[ব্রহ্মকারণত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র পুণ্যাপুণ্যপরবশঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্মিন্ প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাসেন তৎপরিণামহেতুভূতঃ পুরুষো নাভিধীয়তে ; অপি তু নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণনিধিঃ (*) নিখিলজগদেককারণভূতঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। কুতঃ? "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যত্র এতচ্ছব্দান্বিতস্য কর্ম্ম-শব্দস্য পরমপুরুষকার্যভূতজগদ্বাচিত্বাৎ। 'এতৎ' শব্দো হি অর্থপ্রকরণাদিভিরসঙ্কুচিতবৃত্তিরবিশেষেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিত-নিখিল-

অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নাই, [এ পক্ষে অর্থ এই যে,] 'এই আত্মাতে বর্তমান প্রাণেই বাক্ প্রভৃতি করণসমূহ একধা (একীভাব প্রাপ্ত) হয়।' আর প্রাণশব্দে মুখ্যপ্রাণ গ্রহণ করিলেও জীবই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য হইতেছে ; কারণ, প্রাণ ত জীবেরই উপকরণ, অর্থাৎ ভোগসাধন ; অতএব, প্রথমে বক্তব্যরূপে যে ব্রহ্মের উপক্রম করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পুরুষ (জীব) ; সুতরাং এখানে তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর কারণগত যে, ঈক্ষণাদি চেতনধর্ম্মসমূহ, সে সমুদয়ও ইহাতেই (জীবেই) উপপন্ন হয়, (ঈশ্বরে নহে) ; অতএব সেই চেতন পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতিই জগৎকারণ (ঈশ্বর নহে)। এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছি—"জগদ্বাচিত্বাৎ।"

যিনি পুণ্য ও পাপের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী), এবং আপনাতে প্রকৃতিধর্ম্মসমূহ (কর্ত্তৃত্বাদি) সমারোপপূর্ব্বক সেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটান, [সাংখ্যোক্ত] সেই পুরুষ এখানে অভিহিত হইতেছে না ; পরন্তু, যিনি অবিদ্যাদি সর্ব্বদোষস্পর্শরহিত, নিরবধি ও সর্ব্বাতিশয় কল্যাণময় গুণগণের নিধিস্বরূপ এবং সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সেই পুরুষোত্তমই এখানে অভিহিত হইতেছেন। কারণ?—যেহেতু 'ইহা যাঁহার কর্ম্ম' এই স্থলে 'এতৎ' শব্দের সহযোগে প্রযুক্ত 'কর্ম্ম' শব্দটি পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কার্য্যস্বরূপ জগতেরই বাচক, (অন্যের নহে)। অনুপপত্তি কিংবা প্রকরণাদি দ্বারা যখন অর্থের সংকোচ না হয়, তখন সামান্যাকারে প্রযুক্ত 'এতৎ' শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গৃহীত চেতনাচেতনসমন্বিত

(*) গুণগণনিধিঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

চিদচিন্মিশ্রজগদ্বিষয়ঃ। ন চ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং কর্ম্মাত্র কর্ম্ম-শব্দাভিধেয়ম্, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মত্বেন বালাকিনা নির্দ্দিষ্টানামাদিত্য-মণ্ডলাদ্যধিকরণানাং পুরুষাণামব্রহ্মত্বেন "মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ" ইতি তমব্রহ্মবাদিনমপোদ্য তেনাবিদিতব্রহ্মজ্ঞাপনায় (*) অজাতশত্রুণেদং বাক্য-মবতারিতম্ "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি। পুণ্যাপুণ্যলক্ষণকর্ম্মসম্বন্ধিন আদিত্যাদ্যধিকরণাস্তৎসজাতীয়াশ্চ পুরুষাস্তেনৈব বিদিতাঃ, ইতি তদবিদিত-পুরুষবিশেষ-জ্ঞাপনপরোঽয়ং কর্ম্ম-শব্দো ন পুণ্যাপুণ্যমাত্রবাচী, ক্রিয়ামাত্র-বাচী বা; অপি তু কৃৎস্নস্য জগতঃ কার্যত্ববাচী। এবমেব খলু অবিদিতোঽর্থ উপদিষ্টো ভবতি। পুরুষস্য কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত-স্বাভাবিকস্বরূপস্য অজ্ঞাতস্য বেদিতব্যত্বোপদেশে চ লক্ষণা, কর্ম্মসম্বন্ধমাত্রস্যৈব বেদিতব্য-

---

সমস্ত জগতেরই বোধক হইয়া থাকে। আর পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্মই যে, এখানে কর্ম্মশব্দের অর্থ, তাহাও নহে; কারণ, 'তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি' বলিয়া আরম্ভ করিয়া বালাকি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের অব্রহ্মত্ব-নিবন্ধন 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অকারণ আলাপ করাইয়াছ' এই কথা বলিয়া সেই অব্রহ্মবাদী বালাকির নিন্দা করত বালাকির অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম জ্ঞাপনের জন্য অজাতশত্রু "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। পুণ্য-পাপসম্বদ্ধ আদিত্যাদির আশ্রয়ভূত এবং তাহাদের সমানজাতীয় পুরুষগণকে বালাকি নিজেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহার অবিজ্ঞাত পুরুষবিশেষবাচক উক্ত 'কর্ম্ম'শব্দটি পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মমাত্রবাচক নহে; কিংবা ক্রিয়ামাত্রবাচকও নহে; পরন্তু, নিখিল জগৎরূপ কার্য্যের বাচক। আর এইরূপ হইলেই প্রকৃতপক্ষে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ করা সিদ্ধ হয়। যাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপটি সময়বিশেষে কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হয় (সর্ব্বদা হয় না); সেই অবিজ্ঞাত পুরুষেরই যদি জ্ঞাতব্যত্বোপদেশ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় (+); কেননা, [এ পক্ষে] কর্ম্মের সহিত

(*) 'ব্রহ্মজ্ঞানায়' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—পুরুষ অর্থ জীব, কর্ম্মসম্বদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে প্রসিদ্ধ পুরুষকে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অবগত আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে না; এই অসঙ্গতি ভয়ে যদি বল যে, কর্ম্মসম্বদ্ধ পুরুষ জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু কর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষ; অর্থাৎ জীবপুরুষ যতকাল সংসারে থাকে, ততকালই তাহাতে কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকে; মুক্তি দশায় এবং জীবভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কর্ম্মসম্বন্ধটা জীবের স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, উহা উপলক্ষণ (সাময়িক) ধর্ম্ম মাত্র, অতএব পুরুষ কর্ম্মসম্বন্ধরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেও কর্ম্মবিরহিতভাবে অবিজ্ঞাতই আছে; সেই অবিজ্ঞাতাংশে জ্ঞানোপদেশ বলিলেই উপদেশের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে। ইহার বিপক্ষে ভাষ্যকার

স্বরূপলক্ষণত্বাৎ যস্য কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইত্যেতাবতৈব তৎসিদ্ধেঃ; "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যেতচ্ছব্দবৈয়র্থ্যং চ।

"য এতেষাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি পৃথগ্‌নির্দ্দেশস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—যে ত্বয়া ব্রহ্মত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ পুরুষাঃ, তেষাং যঃ কর্ত্তা, তে যৎকার্যভূতাঃ, কিং বিশিষ্যাভিধীয়তে—কৃৎস্নং জগদ্ যস্য কার্যম্, উৎকৃষ্টা অপকৃষ্টাশ্চেতনা অচেতনাশ্চ সর্ব্বে পদার্থা যৎকার্যত্বে তুল্যাঃ, স পরমকারণভূতঃ পুরুষোত্তমো বেদিতব্য ইতি। জগদুৎপত্তের্জীবকর্ম্মনিবন্ধনত্বেঽপি ন জীবঃ স্বভোগ্য-ভোগোপকরণাদেঃ স্বয়মুৎপাদকঃ, অপি তু স্বকর্ম্মানুগুণ্যেনেশ্বরসৃষ্টং সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে; অতো ন তস্য পুরুষান্ প্রতি কর্তৃত্বমুপপদ্যতে; অতঃ সর্ব্ববেদান্তেষু পরমকারণতয়া প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মৈবাত্র বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে ॥১॥৪॥১৬॥

যে সম্বন্ধ, কেবল তাহাই যখন বিজ্ঞেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ, তখন 'যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে,' শুধু এইমাত্র বলিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; বিশেষতঃ, 'ইহা ('এতং') যাহার কর্ম্ম, এই 'এতং' শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

'যিনি এ সমস্তের কর্ত্তা এবং ইহা যাহার কার্য্য', এই পৃথক্ নির্দ্দেশের (কর্ত্তা ও কর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখের) অভিপ্রায় এই যে, ['হে বালাকে।] তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যে সমস্ত পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহাদের যিনি কর্ত্তা এবং তাহারা যাহার কর্ম্মস্বরূপ; আর বিশেষ করিয়া কি বলিব—সমস্ত জগৎই যাহার কর্ম্মস্বরূপ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থই যাঁহার তুল্য কার্য্য, অর্থাৎ কর্ম্মরূপে সমান, পরম কারণভূত সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে। যদিও জীবের কর্ম্মই (পাপ-পুণ্যই) জগদুৎপত্তির কারণ হউক, তথাপি জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে; পরন্তু, নিজকর্ম্মানুসারে ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থসমূহই ভোগ করিয়া থাকে মাত্র; সুতরাং জীবগণের প্রতি জীবের কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরমকারণরূপে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই এখানে 'বেদিতব্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১।৪।১৬ ॥

বলিতেছেন যে, কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত পুরুষের জ্ঞাতব্যতা বলিলেও তোমার মতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; কারণ, শ্রুতিতে আছে কেবল 'যিনি ইহাদের কর্ত্তা, এবং এই সমস্ত জগৎ যাহার কর্ম্ম', ইহার মধ্যে 'কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত' কথা নাই, এবং তদ্বোধক কোন শব্দও নাই: এমত অবস্থায় ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হইলেই 'লক্ষণা' স্বীকার করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে 'লক্ষণা' বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণকরা কখনই সমীচিন হয় না। অতএব যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্॥১॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের ও পঞ্চবৃত্তিপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাত (উপপাদিত হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ -"এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদিভোক্তৃত্বরূপাৎ জীবলিঙ্গাৎ, "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নায়ং পরমাত্মেতি চেৎ [উচ্যেত]; তৎ ব্যাখ্যাতং—প্রতর্দ্দনাধিকরণে এব তস্য পরিহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ॥

যদি বল, 'এই প্রজ্ঞাত্মা আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে,' এই ভোক্তৃত্বরূপ জীবধর্ম্ম থাকায়, এবং 'এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়' এইরূপ প্রাণধর্ম্মও উল্লিখিত থাকায় ইহা যে, পরব্রহ্ম নহে; ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথম পাদে উনত্রিশ সূত্রেই (প্রতর্দ্দনাধিকরণে) ইহার পরিহার অভিহিত হইয়াছে॥ ১।৪।১৭॥]

অথ যদুক্তং, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ লিঙ্গাদ্ ভোক্তৈবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদ্যতে, ন পরমাত্মেতি; তৎ ব্যাখ্যাতং—তস্য নির্ব্বাহঃ প্রতর্দ্দনবিদ্যায়ামভিহিতঃ। এতদুক্তং ভবতি—যত্রোপক্রমোপসংহারপর্যালোচনয়া ব্রহ্মপরং বাক্যমিতি নিশ্চিতং, তত্রান্যলিঙ্গানি তদনুরোধেন বর্ণনীয়ানীতি তত্র প্রতিপাদিতম্। অত্রাপ্যুপক্রমে "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি ব্রহ্মোপক্ষিপ্তং, মধ্যে চ "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি নির্দ্দিষ্টং, ন পুরুষমাত্রম্; অপি তু নিখিলজগদেককারণং ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্। উপসংহারে চ "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি, য এবং বেদ" ইতি ব্রহ্মোপাসনৈকান্তং সর্ব্বপাপাপহতি-

---

আর যে বলা হইয়াছে, এখানে জীবলিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় এই প্রকরণে ভোক্তাই প্রতিপাদিত হইতেছে, পরমাত্মা নহে; তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতর্দ্দন-বিদ্যায়ই (১।১।২৯ সূত্রে) তাহার পরিহার করা হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, যেখানে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (শেষ) পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য-তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, সেখানে যে, অপর-পদার্থগ্রাহক শব্দসমূহকেও তাহারই অনুগত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, একথা সেই প্রতর্দ্দন-বিদ্যায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেও বাক্যোপক্রমে 'তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি' বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যেও 'ইহা যাঁহার কর্ম্ম', এই বাক্যে কেবল পুরুষমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; পরন্তু সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, ইহা বলা হইয়াছে। উপসংহারেও 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে সর্ব্বপাপ-

পূর্ব্বকং স্বারাজ্যং চ ফলং শ্রুতম্; অতোঽস্য বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্ববিনিশ্চয়েন জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গান্যপি তৎপরতয়া বর্ণনীয়ানীতি। প্রাতর্দনে হি উপাসা-ত্রৈবিধ্যেন জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমুক্তম্; অত্রাপি "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি সামানাধিকরণ্যসম্ভবে বৈয়ধিকরণ্যসমাশ্রয়ণাযোগাৎ ব্রহ্মণ্যেব প্রাণ-শব্দপ্রয়োগনিশ্চয়েন চ প্রাণশরীরকব্রহ্মোপাসনার্থং প্রাণ-সঙ্কীর্ত্তনং লিঙ্গং যুজ্যতে ॥১॥৪॥১৭॥

জীবলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বং পুনঃ কথম্? ইত্যত্রাহ—

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যার্থং (অন্য উদ্দেশে—জীবাতিরিক্ত পরমাত্মসত্তা-জ্ঞাপনার্থ) তু (পুনঃ) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন]। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর হেতুতে)। অপিচ (বিশেষতঃ) একে (কোন কোন শাখীরা) এবং (এই প্রকার) [পাঠও করেন।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিঃ তু পুনঃ [আচার্য্যঃ] "তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ" ইত্যত্র তৎ জীবসংকীর্ত্তনং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যাং অন্যার্থং—জীবাতিরিক্ত-পরমাত্ম-সদ্ভাব-প্রতিপাদনার্থং মন্যতে। প্রশ্নস্তাবৎ—"ক্ব এষ এতৎ বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট' ইত্যাদিকঃ সুষুপ্তজীবা-শ্রয়তয়া পরমাত্মবিষয়ক এব; ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনমপি—"অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদিকং পরমাত্মবিষয়কমেব। অপিচ, (কিঞ্চ), একে বাজসনেয়িশাখিনঃ এবং—ইদমেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদগতং প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরমাত্মবিষয়তয়া অধীয়তে—"ক্বৈষ-এতৎ" ইত্যাদি "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে" ইত্যেতদন্তম্ ॥ ১॥৪॥১৮॥]

বিনাশপূর্ব্বক স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) ফল, তাহাই পরিশ্রুত হইতেছে। অতএব, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হওয়ায়, যে সমস্ত বাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণের চিহ্নপ্রকাশক ধর্ম্ম আছে, সেগুলিকেও ব্রহ্মার্থপর করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রতর্দ্দনাধিকরণে তিনপ্রকার উপাসনার উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক পদগুলির ব্রহ্মপরত্ব (ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য) কথিত হইয়াছে। এখানেও 'এই প্রাণেই একীভূত হয়' এই [প্রাণ ও 'ইদম্' পদার্থের] সামানাধিকরণ্য বা অভেদ সম্ভবসত্ত্বে ভেদসম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না; এই কারণে যখন ব্রহ্মার্থেই 'প্রাণ' শব্দের প্রয়োগ নিশ্চিত হইতেছে, তখন প্রাণরূপ-শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ১।৪।১৭ ॥

ভাল, জীবলিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যার্থং তু" ইত্যাদি।

তু-শব্দো জীবসঙ্কীৰ্ত্তনেন বাক্যস্য তৎপরত্বসম্ভাবনাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অন্যার্থং জীবসঙ্কীৰ্ত্তনং জীবাতিরিক্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিবোধনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচাৰ্য্যো মন্যতে (*)। কুতঃ? প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাম্, প্রশ্নস্তাবৎ—"তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ" ইত্যাদিনা সুপ্তস্য প্রতিবুদ্ধপ্রাণস্যৈব প্রাণনামভিরামন্ত্রণাশ্রবণ-যষ্টিঘাতোত্থাপনাভ্যাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং প্রতিবোধ্য পুনর্জ্জীব-ব্যতিরিক্ত-ব্রহ্মপ্রতিবোধনপরো দৃশ্যতে—"কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ" [কৌষীতকী০ ৪। ৮] ইতি। ব্যাখ্যানমপি—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ (†) যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ" [কৌষীতকী০ ৪।১৯], ইতি জীবাদর্থান্তরভূত-পরমাত্মপরমেব; সুপ্তস্য হি জীবস্য, যত্রোষিতস্য জাগরিত-স্বপ্নদশা-সম্বন্ধি-বিচিত্র-সুখদুঃখানুভবকালুষ্যবিরহেণ সংপ্রসন্নস্য সুষুপ্তস্য স্বস্থতাপত্তিঃ, পুনরপ্যস্য যস্মাদ্ভোগায় নিষ্ক্রমণম্, সোঽয়ং পরমাত্মা। তথাহি—"সতা

দেহাতিরিক্ত জীবের উল্লেখ থাকায় জীবপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'তু'শব্দ [প্রদত্ত হইয়াছে]। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন ঐ বাক্যে যে জীবের উল্লেখ, তাহা অন্যার্থ, অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। কারণ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরই কারণ। প্রথমতঃ, 'তাহারা উভয়ে সুপ্ত পুরুষ সমীপে গমন করিলেন', ইত্যাদি বাক্যে, পুরুষ সুপ্ত হইলেও তাহার প্রাণ যে, জাগরিতই থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্য [প্রথমে] প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন এবং তাহার অশ্রবণ; [পরে] যষ্টির আঘাতে উত্থাপন অর্থাৎ প্রবোধ-সম্পাদন, এই দুইটি উপায়ে প্রথমতঃ জীবকে প্রাণাদি পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়। পরে আবার জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থও প্রশ্ন দৃষ্ট হইতেছে, যথা—'হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এবং কোথা হইতেই বা আসিল?' ইতি। ইহার ব্যাখ্যানে অর্থাৎ প্রতি-বচনেও—'যখন নিদ্রিত হইয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে; এই আত্মা হইতেই প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে, প্রাণসমূহ হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোকসমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে।' এইরূপে জীবাতিরিক্ত পরমাত্মপ্রতিপাদনেই নিশ্চিতরূপে তাৎপর্য্য [পরিলক্ষিত হইতেছে]। সুষুপ্ত জীব যাহাতে অবস্থান করিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালীন নানাবিধ সুখদুঃখানুভবজনিত কলুষতা পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া সুস্থতা প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগের জন্য পুনশ্চ যাহা হইতে বহির্গত হয়, তাহাই এই

(*) মন্যতেস্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) যথা যথায়নং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" [ছান্দো° ৬।৮।১], "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্" [বৃহদা° ৬।৭।২১] ইতি সুষুপ্ত্যাধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা। অতঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং জীবসঙ্কীর্ত্তনং জীবাদর্থান্তরভূতপরমাত্মপ্রতিপাদনার্থমিতি নিশ্চীয়তে। যদুক্তং, প্রশ্ন-ব্যাখ্যানে জীবপরে, সুষুপ্তিস্থানং চ নাড্য এব, করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টে জীবে এবৈকধা ভবতীতি। তদযুক্তম্, নাড়ীনাং স্বপ্নস্থানত্বাৎ, উক্তরীত্যা ব্রহ্মণ এব সুষুপ্তিস্থানত্বাচ্চ, প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণ্যেব জীবস্য তদুপকরণভূত-বাগাদিকরণগ্রামস্য চৈকতাপত্তিবিভাগবচনাচ্চ।

অপি চ, এবমেকে বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে সুষুপ্তাদ্বিজ্ঞানময়াৎ ভেদেন তদাশ্রয়ভূতং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—"য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ? কুত এতদাগাৎ, যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈতেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে" ইতি। আকাশশব্দশ্চ

পরমাত্মা। দেখ, 'হে সোম্য, তখন সতের সহিত মিলিত হয়।' 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া জীব বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয় অবগত হয় না', ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই সুষুপ্তির আধার বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব, জীববিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, [উক্ত বাক্যে যে,] জীবের উল্লেখ, জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। [আরও যে বলা হইয়াছে—] উক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই জীবপর অর্থাৎ জীব বিষয়ে, পরমাত্ম-বিষয়ে নহে; নাড়ীসমূহই সুষুপ্তিস্থান (পরমাত্মা নহে), এবং ইন্দ্রিয়সমূহও 'প্রাণ'শব্দোক্ত জীবেই একীভূত হইয়া থাকে, ইতি। তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, নাড়ীসমূহই যখন স্বপ্নের আশ্রয়স্থান, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মই সুষুপ্তির আশ্রয় স্থান হইতেছেন; বিশেষতঃ প্রাণশব্দে অভিহিত ব্রহ্মেই জীব ও তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গের একতাপ্রাপ্তি এবং তাঁহা হইতেই বিভাগের কথা শ্রুত্যন্তরেও অভিহিত আছে।

বিশেষতঃ কেহ কেহ অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাখীরা এই বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদেই সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে তদাশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন—'এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব), ইহা তখন কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল?' [এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,] 'এই ব্যক্তি যখন এইরূপে সুষুপ্ত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব) এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে' ইতি। 'আকাশ'শব্দ পরমাত্মা অর্থেও

পরমাত্মনি প্রসিদ্ধঃ "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ" ইতি ; অতোঽত্র জীবসঙ্কীর্ত্তনম্, তস্মাদর্থান্তরভূতস্য প্রাজ্ঞস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবোধনার্থমিত্যবগম্যতে। তস্মাদস্মিন্ বাক্যে পুরুষাদর্থান্তরভূতস্য নিখিলজগৎকারণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণো বেদিতব্যতয়াভিধানাৎ ন তন্ত্রসিদ্ধস্য পুরুষস্য তদধিষ্ঠিতস্য বা প্রধানস্য কারণত্বং ক্বচিদপি বেদান্তে প্রতীয়ত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৮॥

[পঞ্চমং জগদ্বাচিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

বাক্যান্বয়াধিকরণম্।]

বাক্যান্বয়াৎ ॥১॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বাক্যান্বয়াৎ (বাক্যের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মার্থে নিয়তবৃত্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যারভ্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্ট আত্মা কিং সাংখ্যসম্মতঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি সংশয়ঃ। তত্র পতি-জায়াদিপ্রিয়সম্বন্ধকথনাং অয়ং আত্মা সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এব ভবিতুমর্হতি, নতু পরমাত্মা ; তস্য পতিজায়াদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ। স এব হি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদৌ প্রতিপাদ্যতে। এবং পূর্ব্বপক্ষসম্ভবে সিদ্ধান্ত উচ্যতে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্ট আত্মা—পরমাত্মৈব, ইতি নিশ্চীয়তে। কুতঃ ? বাক্যান্বয়াৎ—অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন", "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, সর্ব্বমিদং বিদিতম্", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যাদীনাং বাক্যানাং পরমাত্মন্যেব সমন্বয়ঃ—একস্মিন্ পরমাত্মনি অর্থে বৃত্তিঃ দৃশ্যতে ; অতঃ পরমাত্মৈবাত্র দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্টঃ ; নতু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ ইতি ভাবঃ।

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, 'অরে মৈত্রেয়ি ! পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হন'। ইহার পরে আছে—'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, এবং মনন করিবে'। এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত আত্মা কি সাংখ্যোক্ত জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [পূর্ব্বপক্ষ—] পতিজায়াদি প্রিয়সম্পর্ক যখন পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না, অথচ জীবের পক্ষেই সম্ভব হয়, তখন এই আত্মা সাংখ্যসম্মত আত্মাই বটে, পরমাত্মা নহে। এতদুত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, না—পরমাত্মাই এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে—জীব নহে ; কারণ, এই প্রকরণে পূর্ব্বাপর যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মাতেই সে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য্য, জীবে নহে ॥১।৪।১৯॥]

প্রসিদ্ধ, যথা—"দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ" ইতি। অতএব, জীব হইতে পৃথগ্ভূত প্রাজ্ঞ পরব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থই যে, এখানে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে। অতএব, উক্ত বাক্যে পুরুষপদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের কারণ পরব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব কথিত হওয়ায় কাপিলশাস্ত্রসম্মত পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিত (পুরুষ-পরিচালিত) প্রধানের কারণত্ব কোন বেদান্তবাক্যেই প্রতীত হইতেছে না, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

অত্রাপি কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষতত্ত্বাবেদনপরং বাক্যং কচিৎ দৃশ্যতে, ইতি তদতিরিক্ত ঈশ্বরো নাম ন কশ্চিৎ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি। বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইত্যারভ্য "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যতয়োপদিশ্যমানঃ তন্ত্রসিদ্ধঃ পুরুষ এব ? অথবা সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসংকল্পঃ সর্ব্বেশ্বরঃ? ইতি।

পুর্ব্বপক্ষ—প্রকৃতির জগদুপাদানত্বাশঙ্কা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থলে কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত পুরুষনামক পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদনেও বাক্যের তাৎপর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব, তদতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রুত হয় যে, (*) 'অরে মৈত্রেয়ি, [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী,] নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অরে মৈত্রেয়ি, কাহারো প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, [পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই] সকলে প্রিয় হয়,' 'আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে (একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে); অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।' এখানে সংশয় এই যে, এই বাক্যে দ্রষ্টব্যরূপে যাহার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা কি সাংখ্যসম্মত পুরুষ? অথবা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা?

(*) তাৎপর্য্য—যাজ্ঞবল্ক্য একজন বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি; তাহার দুই পত্নী ছিলেন—একজনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী। তিনি যৌবনাবস্থায় স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন; শেষে বয়ঃপরিণামে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল; তিনি ভাবিলেন—আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে; এখন সন্ন্যাসগ্রহণ করাই সঙ্গত। সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে ধনসম্পদ্ সমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত; নচেৎ ইহা লইয়া অনেক অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। এইরূপ সংকল্প করিয়া দুই পত্নীকেই আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমাদের শান্তির জন্য আমার ধনসম্পদ্ তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেছি। কাত্যায়নী বড় সরলহৃদয়া, বেশী কিছু বুঝেন না; তিনি সে কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না; কিন্তু মৈত্রেয়ী অতি বুদ্ধিমতী, তিনি স্বামীর কথা শুনিয়াই মনে মনে ভাবিলেন—স্বামী যখন এত ক্লেশার্জ্জিত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও রহস্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে ধনসম্পদে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় কি না, ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহাই সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিং যুক্তম্? পুরুষ ইতি। কুতঃ ? আদি-মধ্যাবসানেষু পুরুষস্যৈব প্রতীতেঃ উপক্রমে তাবৎ পতিজায়াপুত্রবিত্তপশ্বাদিপ্রিয়ত্বযোগাজ্জীবাত্মৈব প্রতীয়তে; মধ্যেঽপি "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩] ইত্যুৎপত্তি-বিনাশসংযোগাৎ স এবাবগম্যতে ; তথা অন্তে চ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" [বৃহদা০ ৬।৫।১৫] ইতি স এব জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রতীয়তে, নেশ্বরঃ ; অতস্তন্ত্র-সিদ্ধপুরুষপ্রতিপাদনপরমিদং বাক্যমিতি নিশ্চীয়তে।

ননু "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যু-পায়োপদেশপরমিদং বাক্যমিত্যবগম্যতে ; তৎ কথং পুরুষপ্রতিপাদন-পরত্বমস্য বাক্যস্য ? তদুচ্যতে—অত এব হ্যত্র পুরুষপ্রতিপাদনম্ ; তন্ত্রে হি অচিদ্ধর্ম্মাধ্যাসবিযুক্ত-পুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানমেব অমৃতত্বহেতুত্বেনো-চ্যতে; অতো জীবাত্মনঃ প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপমিহামৃতত্বায় "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। সর্ব্বেষামাত্মনাং প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপ-

কোনটি যুক্তিযুক্ত ? পুরুষই (যুক্তিযুক্ত)। কারণ ? যেহেতু প্রকরণের আদি, মধ্য ও অবসানে পুরুষেরই প্রতীতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ উপক্রমে—পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মারই প্রতীতি হইতেছে; মধ্যেও, 'বিজ্ঞানঘনই এই পঞ্চভূতের অনুগতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতের বিনাশের সঙ্গেসঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (এ স্থানের বোধ) থাকে না', এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ থাকায় সেই জীবাত্মা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেইরূপ অন্তেও, 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে', এইরূপে [ঐন্দ্রিয়িক] বিজ্ঞানকর্ত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই প্রতীতিগম্য হইতেছে, ঈশ্বর নহে; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সাংখ্যসম্মত পুরুষ-প্রতিপাদনেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ; [ঈশ্বর-নিরূপণে নহে]।

ভাল, 'বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই' এই প্রকার উপক্রম থাকায় অমৃতত্ব লাভের উপায় নির্দ্দেশেই যে, এই বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; তবে আর পুরুষ-প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপর্য্য হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই কারণেই অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়োপদেশ থাকাতেই এখানে পুরুষের প্রতিপাদন অবধারিত হইতেছে; কেননা, [অজ্ঞান বশতঃ] পুরুষে যে অচিৎজড়পদার্থের (প্রকৃতির) ধর্ম্ম সমূহ (সুখদুঃখাদি) আরোপিত হইয়াছিল, সেই আরোপিত প্রকৃতি-ধর্ম্মবিরহিত পুরুষের যথাযথ স্বরূপ বিজ্ঞানকেই সাংখ্যশাস্ত্রে অমৃতত্ব-লাভের (মোক্ষ-প্রাপ্তির) হেতু বলা হইয়া থাকে; অতএব জীবাত্মার প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপটিই অমৃতত্বলাভের উদ্দেশে এখানে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি

মেকরূপম্, ইতি প্রকৃতিবিযুক্ত-স্বাত্মযাথাত্ম্যবিজ্ঞানেন সর্ব্ব এবাত্মানো বিদিতা ভবন্তি, ইত্যাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপপন্নম্। দেবাদি-স্থাবরান্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মস্বরূপস্য বিজ্ঞানৈকপ্রকারত্বাৎ "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যৈকাত্ম্যোপদেশঃ; দেবাদ্যাকারাণামনাত্মাকারত্বাৎ "সর্ব্বং তং পরাদাৎ" ইত্যাদিনা অন্যত্বনিষেধশ্চ; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইতি চ নানাত্বনিষেধেন একস্বরূপে হি আত্মনি দেবাদিপ্রকৃতিপরিণামভেদেন নানাত্বং মিথ্যেত্যুচ্যতে; "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদ্যপি প্রকৃতেরধিষ্ঠাতৃত্বেন পুরুষনিমিত্তত্বাজ্জগদুৎপত্তেরুপপদ্যতে। এবমস্মিন্ বাক্যে পুরুষপরে নিশ্চিতে সতি তদৈকার্থ্যাৎ সর্ব্বে বেদান্তাস্তন্ত্রসিদ্ধং পুরুষমেবাভিদধতীতি তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব জগদুপাদানং, নেশ্বর ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"বাক্যান্বয়াৎ" ইতি।

বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মাই প্রকৃতিবিযুক্ত, এইরূপে নিজ নিজ আত্মার যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত আত্মাই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হয়। আর দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেই আত্মার একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপত্ব ধর্ম্মটি সমান; এই হেতু 'এই সমস্তই এই আত্মস্বরূপ' এই একাত্মত্বোপদেশ; কিন্তু দেবতাপ্রভৃতির যে, আকার বা শরীর, তাহা ত আত্মস্বরূপ নহে; এইজন্য 'সর্ব্বপদার্থই তাহাকে প্রতারিত করে' ইত্যাদি বাক্যে ভেদবুদ্ধির প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এবং 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়' এই স্থলেও নানাত্ব-(ভেদ) নিষেধ পূর্ব্বক একস্বভাব আত্মাতে প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ দেবাদিরূপ নানাত্বের মিথ্যাত্ব কথন, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষই যখন জগদুৎপত্তির নিমিত্ত, তখন 'ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসস্বরূপ, যাহা ঋগ্বেদ', ইত্যাদি বাক্যও উপপন্ন হয়। এইরূপে আলোচ্য বাক্যটি যদি পুরুষপ্রতিপাদনপর বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের সহিত একার্থত্ব বা (একবাক্যতা) অনুসারে সমস্ত বেদান্ত বাক্যই সাংখ্য-পুরুষ প্রতিপাদক হইতে পারে; সুতরাং পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ হইবে, ঈশ্বর নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছি—"বাক্যান্বয়াৎ" (*) ইতি।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'বাক্যান্বয়াধিকরণটি' উনিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায়" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে 'আত্মা' কি সাংখ্যমত-সম্মত পুরুষ (জীব)? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ধনাদি দ্বারা জীবেরই প্রীতি হইয়া থাকে; এখানে সেই প্রিয়াদি কথার উল্লেখ থাকায় 'আত্মা' শব্দে সাংখ্যসম্মত পুরুষই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার ফলে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও জগদুপাদানত্ব সিদ্ধ হইবে। (৪) উত্তর—না উল্লিখিত বিচার্য্য বাক্যের প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' শব্দের প্রকৃত অর্থ, জীব নহে। সুতরাং বেদান্ত-সিদ্ধ পরমাত্মাই (ভগবানই) জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—মোক্ষার্থীর পক্ষে পরমাত্মাই জ্ঞাতব্য, তাঁহারই বিভূতি বলিয়া জীবতত্ত্ব জানাও আবশ্যক।

[ব্রহ্মকারণপরত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বেশ্বর এবাস্মিন্ বাক্যে প্রতীয়তে। কুতঃ? এবমেব হি বাক্যাবয়বানামন্যোন্যান্বয়ঃ সমঞ্জসো ভবতি। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি" যাজ্ঞবল্ক্যেনাভিহিতে "যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি" ইত্যমৃতত্বানুপায়তয়া বিত্তাদ্যনাদরেণামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়মেব প্রার্থয়মানায়ৈ মৈত্রেয্যৈ তদুপায়তয়া দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্টোঽয়মাত্মা পরমাত্মৈব "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি", "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থাঃ" [পুরুষ সূ০] ইত্যাদিভিরমৃতত্বস্য পরমপুরুষবেদনৈকোপায়তয়া প্রতিপাদনাৎ। পরমপুরুষবিভূতিভূতস্য প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপ-যাথাত্ম্যম্ (*) অপবর্গসাধন-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়া অবগন্তব্যম্; ন স্বত এবোপায়ত্বেন। অতোঽত্র পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়তয়া "দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। তথা "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা কৃৎস্নস্য জগতঃ কারণত্বমুচ্যমানং

এই আলোচ্য বাক্যে সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন, [সাংখ্য-সিদ্ধ পুরুষ নহে]। কারণ? এইরূপ অর্থ হইলেই বাক্যাংশগুলির পরস্পরের সহিত অন্বয়ের (সম্বন্ধের) সামঞ্জস্য হইতে পারে। 'বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বলাভের (মোক্ষপ্রাপ্তির) আশা নাই', যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, মৈত্রেয়ী বলিলেন— 'আমি যাহা দ্বারা অমৃতা হইতে পারিব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব? [উহাতে আমার প্রয়োজন নাই], পূজনীয় আপনি যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন', এই বাক্যে মুক্তিলাভের অসাধনীভূত ধনসম্পদে অনাদরপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ক উপদেশের জন্য প্রার্থনাকারিণী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষোপায় জ্ঞাপনের জন্য দ্রষ্টব্যরূপে যে আত্মার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মা; কারণ, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্ঞানই যে, একমাত্র উপায়, তাহা 'তাঁহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে', 'তাহাকে এইরূপে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পথ নাই', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ মোক্ষপ্রাপক জীবাত্মার যে, স্বরূপগত যাথার্থ্যবিজ্ঞান, তাহাও কেবল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব, এখানে 'দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষোপায় বলিয়া পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ, 'এই যে ঋগ্বেদ, ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহত্তেরই (পরব্রহ্মেরই) নিঃশ্বাসস্বরূপ', ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত জগতের যে, কারণত্ব নির্দ্দেশ করা

বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব সিদ্ধান্ত।

(*) যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

পরমপুরুষাদন্যস্য কর্ম্মপরবশস্য মুক্তস্য নির্ব্ব্যাপারস্য চ পুরুষমাত্রস্য ন সংভবতি; তথা "আত্মনো বা অরে দর্শনেন" ইত্যাদিনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমভিধীয়মানং সর্ব্বাত্মভূতে পরমাত্মন্যেবাবকল্পতে।

যত্তু, এতদেকরূপত্বাদাত্মনাম্ একাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বাত্মবিজ্ঞানমুচ্যত ইতি; তদযুক্তম্, অচেতনপ্রপঞ্চজ্ঞানাভাবেন সর্ব্ববিজ্ঞানাভাবাৎ। প্রতিজ্ঞোপপাদনায় চ "ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্" ইত্যুপক্রম্য "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং চিদচিন্মিশ্রং প্রপঞ্চম্ 'ইদম্' ইতি নির্দ্দিশ্য 'এতদয়মাত্মা' ইত্যৈকাত্ম্যোপদেশশ্চ পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। ন হি ইদংশব্দবাচ্যং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ পুরুষেণাচিৎসংসৃষ্টেন তদ্বিযুক্তেন স্বরূপেণ বা অবস্থিতেন ঐক্যমুপগচ্ছতি। অত এব "সর্ব্বং তং পরাদাদ্

হইয়াছে, তাহাও কখনই পরমপুরুষ ভিন্ন অপরের—প্রাক্তন শুভাশুভকর্ম্মাধীন (সংসারী) কিংবা সর্ব্বপ্রকার ব্যাপাররহিত মুক্ত পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেইরূপ, 'আত্মার দর্শনেই' ইত্যাদি বাক্যে যে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়।

আর যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ—জ্ঞানস্বরূপ; এইজন্যই এক আত্মার জ্ঞানে সমস্ত আত্মার জ্ঞান উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি আত্মাকে জানিলেই সমস্ত আত্মা বিজ্ঞাত হইয়া যায়, এই কথা বলা হইয়া থাকে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তাহাতেও অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞান না হওয়ায় সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না (*)। পক্ষান্তরে, [একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের] প্রতিজ্ঞা সমর্থনের জন্য 'ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়', এইরূপ উপক্রমের পর 'এই যে সমস্ত, ইহা এই আত্মা, অর্থাৎ এই সমস্তই আত্মস্বরূপ', এই স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ চেতনাচেতনমিশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চকে 'ইদং' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া অনন্তর যে, 'ইহা এই আত্মস্বরূপ' এই একাত্মত্বোপদেশ, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, (জীবের পক্ষে নহে)। কেননা, পুরুষ চৈতন্যযুক্তই হউক, কিংবা তদ্বিযুক্তরূপেই অবস্থিত হউক, কোনরূপেই তাহার সহিত চেতনাচেতনসমন্বিত 'ইদং'-পদবাচ্য এই জগৎ একত্ব লাভ করিতে পারে না। এই কারণেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্বপদার্থকে অবগত হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে

(*) তাৎপর্য্য—সমস্ত আত্মাই চেতন জ্ঞানময়, সুতরাং একটি আত্মার তত্ত্ব অবগত হইলেই অপর সমস্ত আত্মার বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ, স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কিন্তু চেতন আত্মা ভিন্ন অচেতন জড়বর্গ যখন বিদ্যমান রহিয়াছে; তখন তাহাদের তত্ত্ব না জানিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে আর 'সর্ব্বজ্ঞান' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেন না, চেতনের সাদৃশ্যানুসারে চেতনবিষয়েই জ্ঞান হইতে পারে, কখনই অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিপক্ষের মতে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। অতএব, এখানে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে।

যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" [বৃহদা০ ৬।৫।৭] ইতি ব্যতিরিক্তত্বেন সর্ব্ব-বেদন-নিন্দা চ; তথা প্রথমে চ মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "মহদ্ভূতমনন্তমপারম্" ইতি শ্রুতা মহত্ত্বাদয়ো গুণাঃ পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; অতঃ স এবাত্র প্রতিপাদ্যতে।

যত্তূক্তম্—পতি-জায়া-পুত্র-বিত্ত-পশ্বাদিপ্রিয়ান্বয়িনো জীবাত্মন উপক্রমে তু অন্বেষ্টব্যতয়া প্রতিপাদনাৎ তদ্বিষয়মেবেদং বাক্যমিতি। তদযুক্তম্, "আত্মনস্তু কামায়" ইত্যাত্ম-শব্দেন জীবাত্ম-সংশব্দনে তস্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেনানন্বয়প্রসঙ্গাৎ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপযোগিতয়া "আত্মনস্তু কামায়" ইত্যুপদিষ্টমিতি-প্রতীয়তে। "আত্মনস্তু কামায়"—আত্মনঃ কামসম্পত্তয়ে ; কাম্যন্ত ইতি কামাঃ, আত্মন ইষ্টসংপত্তয় ইতি যাবৎ। ন চ, 'জীবাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে 'পত্যাদয়ঃ প্রিয়া ভবন্তি' ইত্যুক্তে সতি তস্য জীবস্য স্বরূপমন্বেষ্টব্যং ভবতি। প্রিয়মেব হি অন্বেষ্টব্যম্ ; ন তু প্রিয়ং প্রতি শেষিণঃ প্রিয়বিযুক্তং স্বরূপম্। যস্মাদাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে পত্যাদয়ঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, তস্মাৎ পত্যাদি প্রিয়ং

অবস্থিত বলিয়া মনে করে ; সমস্ত পদার্থই তাহাকে প্রতারিত করে', এই যে, আত্মব্যতিরিক্ত-রূপে সর্ব্বপার্থাবগতির নিন্দা, এবং প্রথমেই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে, '[তিনি] অনন্ত, অপার ও স্বতঃসিদ্ধ মহান্' এই বাক্যে পরিশ্রুত মহত্ত্বাদি গুণসমূহ, তৎসমস্ত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সেই পরমাত্মাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন; (সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে)।

আরও যে উক্ত হইয়াছে—বাক্যের প্রারম্ভে পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়-সম্পর্কিত জীবাত্মার প্রতিপাদন হেতু এই দ্রষ্টব্যত্ব-বিধায়ক বাক্যও তাহারই প্রতিপাদক ; না সে কথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, "আত্মনঃ তু কামায়" এখানে 'আত্মা' শব্দে জীবাত্মার নির্দ্দেশ হইলে "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই বাক্যের সহিত তাহার আর অন্বয়ই (সম্বন্ধই) হইতে পারে না। কারণ, 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে', এই বাক্যোক্ত আত্মদর্শনের উপযোগী বলিয়াই যে, 'আত্মার কামের জন্য' ইত্যাদি বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে। "আত্মনঃ তু কামায়" কথার অর্থ—আত্মার কামসম্পাদনের জন্য; 'কাম' অর্থ—কামনার (অভিলাষের) বিষয়ীভূত, অর্থাৎ আত্মার অভীষ্ট বিষয়রাশি; কিন্তু 'পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থনিচয় জীবাত্মার অভীষ্ট সম্পাদনের উপায়' কেবল এই কথা বলাতেই ত সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণীয় হইতে পারে না; বরং সেই প্রিয় পদার্থই অন্বেষণীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রিয় পদার্থের অঙ্গীভূত আত্মার প্রিয়বিযুক্ত স্বরূপ কখনই [অন্বেষ্টব্য] হইতে পারে না। যেহেতু পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থরাশি আত্মার প্রীতিসম্পাদনের

পরিত্যজ্য তদ্বিযুক্তমাত্মস্বরূপমন্বেষ্টব্যমিত্যসঙ্গতং ভবতি; প্রত্যুত ন পত্যাদিশেষতয়া পত্যাদীনাং প্রিয়ত্বম্; অপি তু আত্মনঃ শেষতয়া পত্যাদীনাং প্রিয়ত্বম্, ইত্যুক্তে স্বশেষতয়া ত এবোপাদেয়াঃ স্যুঃ। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যস্য পরেণানন্বয়ে বাক্যভেদঃ প্রসজ্যতে। অভ্যুপগম্যমানেঽপি বাক্যভেদে পূর্ব্বস্য বাক্যস্য ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে; অতঃ পত্যাদি সর্ব্বং প্রিয়ং পরিত্যজ্যাত্মন এবান্বেষ্টব্যত্বং যথা প্রতীয়তে, তথা

সাধন হইয়া থাকে, সেই হেতুই পতি প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াদিবিরহিত আত্মস্বরূপ অন্বেষণ করিবে, এরূপ কল্পনা কখনই সঙ্গত হয় না; বরং এইরূপ কল্পনাই বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয় যে, পতিপ্রভৃতির অঙ্গ বলিয়াই পতিপ্রভৃতি প্রিয় হয় না, পরন্তু, পতিপ্রভৃতি পদার্থগুলি আত্মারই শেষ অর্থাৎ অধীন বা ভোগোপকরণ বলিয়া; সুতরাং আত্মার ভোগোপকরণ বলিয়া সেই পতিপ্রভৃতিই গ্রহণীয় হইতে পারে। আর 'আত্মার প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে', পরবর্ত্তী (দ্রষ্টব্যতাবিধায়ক) বাক্যের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ না হইলে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ বাক্য হইয়া পড়ে। [বাক্যভেদ একটা বিষমদোষ]। আর বাক্যভেদ স্বীকার করিলেও পূর্ব্ববাক্যের কিছুমাত্র উপকার দেখা যাইতেছে না (*)। অতএব, যাহাতে এখানে পত্যাদি প্রিয় পদার্থ পরিত্যাগ-

---

(*) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি," অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না, আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন, ইত্যাদি। তাহার পর কথিত হইয়াছে যে, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে।' এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, পতি জায়া প্রভৃতি প্রিয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যখন জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না; তখন প্রথম বাক্যোক্ত 'আত্মনঃ' শব্দের অর্থ জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা হইতেই পারে না; সুতরাং সেই একই প্রসঙ্গে কথিত পরবর্ত্তী দ্রষ্টব্য 'আত্মা' ও জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নহে। অর্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্মারই স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে ভাষ্যকার কতকগুলি দোষের উল্লেখ করিতেছেন। (১) পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয়ে অন্বয়ের অনুপপত্তি। অভিপ্রায় এই যে, বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আত্মার দ্রষ্টব্যত্ব সমর্থনের জন্যই "ন বা অরে" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু দ্রষ্টব্য আত্মাটিকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণের জন্য হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব্ব বাক্য দ্বারা পরবাক্যের কিছুমাত্র সমর্থন সিদ্ধ হইতে পারে না; কেন না, সংসারে প্রিয় বস্তুই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রিয় বা প্রিয়বিযুক্ত বস্তু কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'পতি জায়াদি পদার্থনিচয় প্রিয়,' শুধু একথায় কখনও জীবের আত্ম-স্বরূপ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; বরং জীবের সুখসাধন ঐ সমস্ত বিষয়েই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে; অতএব, প্রথম বাক্যোক্ত 'আত্মা'ও জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মাই বটে।

দ্বিতীয় দোষ—বাক্যভেদ; মীমাংসাশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কোন প্রকরণোক্ত বাক্যগুলির যদি একই তাৎপর্য্য সঙ্গতি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থলে কখনই পরস্পর অসম্বদ্ধ ভিন্নার্থকল্পনা করা উচিত হয় না; করিলে একবাক্যতা নষ্ট হয় এবং বাক্যভেদ দোষ ঘটে। মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।" অর্থাৎ একবাক্যতা—একার্থ-পরত্ব সম্ভব থাকিলে বাক্যভেদ কল্পনা সঙ্গত হয় না। এখানে ঐরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ব্ব-বাক্যটি পরবাক্যের সহিত সমানার্থ একবাক্যকারী না হওয়ায় পরস্পর অসম্বদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইলেই 'বাক্যভেদ' দোষ উপস্থিত হয়। অপর দোষগুলি পাঠক নিজেই সংকলন করিয়া লইবেন।

বাক্যার্থো বর্ণনীয়ঃ; সোঽয়মুচ্যতে—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইতি বিত্তাদীনাং নিত্যনির্দ্দোষনিরতিশয়ানন্দরূপামৃতত্বপ্রাপ্ত্যনুপায়ত্বমুক্ত্বা বিত্তপুত্র-পতিজায়াদীনাং সাতিশয়দুঃখমিশ্র-কাদাচিৎকপ্রিয়ত্বমনুভূয়মানং ন পত্যাদিস্বরূপপ্রযুক্তম্; অপি তু নিরতিশয়ানন্দস্বভাবপরমাত্মপ্রযুক্তম্। অতো য এব (*) স্বয়ং নিরতিশয়ানন্দঃ সন্ অন্যেষামপি প্রিয়ত্বলেশাস্পদত্ব-মাপাদয়তি, স পরমাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যুপদিশ্যতে।

তদয়মর্থঃ—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি", ন হি পতিজায়াপুত্র-বিত্তাদয়ো মৎপ্রয়োজনায় 'অহমস্য প্রিয়ঃ স্যাম্' ইতি স্বসঙ্কল্পাৎ প্রিয়া ভবন্তি; অপি ত্বাত্মনঃ কামায় পরমাত্মনঃ স্বারাধকপ্রিয়প্রতিলম্ভন-রূপেষ্টনির্ব্বৃত্তয় ইত্যর্থঃ। পরমাত্মা হি কর্ম্মভিরারাধিতস্তত্তৎকর্ম্মানুগুণং প্রতিনিয়তদেশকালস্বরূপপরিমাণমারাধকানাং তত্তদ্বস্তুগতং প্রিয়ত্বমাপা-

পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মারই অন্বেষণীয়তা-প্রতীতি হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। এই সেই বাক্যার্থ কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ 'বিত্ত দ্বারা মোক্ষলাভের আশা নাই', এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যমান ধনসম্পদ্ পদার্থগুলি, নিত্যনির্দ্দোষ ও সর্ব্বাতিশয় পরমানন্দময় মুক্তিলাভের উপায় নহে। কিন্তু, পতি, জায়া ও পুত্রাদি পদার্থের যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) ও দুঃখবিমিশ্রিতভাবে কখন কখন সুখময়তা অনুভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পতিপুত্রাদি পদার্থই তাহার কারণ নহে; পরন্তু সর্ব্বাতিশয়, পরমানন্দস্বভাব পরমাত্মাই তাহার কারণ। অতএব, যাহা নিজে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদায়ক করিয়া থাকে, সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, ইহাই উক্ত বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, (অতএব ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ)।

অতএব ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—'অরে মৈত্রেয়ি, পতির কামের জন্য পতি প্রিয় হন না', এই বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে, যেহেতু পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি পদার্থ নিচয় আমারই প্রয়োজনসাধক; আমি ইহাদিগের প্রিয়, এইরূপ ভাবনাবলেই পতিজায়াদি বিষয়সমূহ প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু, [উহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পদার্থ] আত্মার প্রীতির জন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আরাধনায় প্রিয়সম্পাদনরূপ অভীষ্ট নিষ্পাদন করে বলিয়াই [প্রিয় হইয়া থাকে]। কেননা, আরাধনায় পরিতুষ্ট পরমাত্মা পরমেশ্বরই আরাধকদিগের (উপাসকগণের) বিশেষ বিশেষ-কর্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত দেশ, কাল, স্বরূপ, পরিমাণ ও আকৃতিবিশেষযুক্ত বিশেষ বিশেষ

(*) য এবম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দয়তি, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি তত্তদ্বস্তু স্বরূপেণ প্রিয়মপ্রিয়ং বা; যথোক্তম্—

"তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দ্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্" ইতি।

"আত্মনস্তু কামায়" ইত্যস্য জীবাত্মপরত্বেঽপি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি তু পরমাত্মবিষয়মেব। তত্রাপ্যয়মর্থঃ (*)—যস্মাৎ পত্যাদীনামিষ্ট-সম্পত্তয়ে তৎপরবশেন পত্যাদয়ঃ প্রিয়ত্বেন নোপাদীয়ন্তে; অপি তু আত্মেষ্টসম্পত্তয়ে (†) স্বতন্ত্রেণ স্বপ্রিয়ত্বেনোপাদীয়ন্তে। তস্মাদ্ য এবাত্মনো নিরুপাধিকনির্দ্দোষনিরবধিকপ্রিয়ঃ পরমাত্মা, স এব হি দ্রষ্টব্যঃ; ন দুঃখমিশ্রাল্পসুখদুঃখোদর্কাঃ পরায়ত্ত-তত্তৎস্বভাবাঃ পতিজায়াপুত্রবিত্তাদয়ো বিষয়া ইতি।

অস্মিংস্তু প্রকরণে, জীবাত্মবাচি-শব্দেনাপি পরমাত্মন এবাভিধানাৎ

বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন'। বাস্তবিকপক্ষে, কোন বস্তুই স্বরূপতঃ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ইহা অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা—'সেই একই বস্তু একবার প্রীতিকর হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে; যেহেতু [দেখা যায়] সেই একই বস্তু ক্রোধেরও কারণ হয়, আবার প্রসন্নতারও হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থ এক সময়ে ক্রোধ উৎপাদন করে, সময়ান্তরে তাহাই আবার বিমল আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, দুঃখাত্মকও কিছু নাই, আর সুখাত্মকও কিছু নাই।' ইতি।

আর "আত্মনস্তু কামায়" এই বাক্যের জীবাত্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইলেও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", এই বাক্যটি যে, পরমাত্মপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—যেহেতু পতিপ্রভৃতির প্রীতিসম্পাদনার্থ পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আত্মার—আপনারই অভীষ্টসম্পাদনের জন্যই নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে; সেই হেতু, যে পরমাত্মা আপনাব নির্দ্দোষ, নিরতিশয় ও অনাপেক্ষিক প্রিয়; সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য; কিন্তু যাহারা দুঃখমিশ্রিত ও অল্পমাত্র সুখকর, অধিকন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, এবং স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ পরায়ত্ত, সেই পতি-পত্নী প্রভৃতি বিষয় সমূহ দ্রষ্টব্য নহে।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে জীবাত্মবাচক শব্দেও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় কথিত প্রণালী

(*) অত্রায়মর্থঃ ইতি 'খ' পাঠঃ। (†) স্বাতন্ত্র্যেণ ইতি 'ক' পাঠঃ।

"আত্মনস্তু কামায়,' "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রক্রিয়য়োভয়ত্রাত্ম-শব্দাবেকবিষয়ৌ ॥১॥৪॥১৯॥

মতান্তরেণাপি জীব-শব্দেন পরমাত্মাভিধানোপপাদনায়াহ —

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥১॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ([একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গং (জ্ঞাপক হেতু) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য [মনে করেন] ॥

[সরলার্থঃ—জীবশব্দেনাপি পরমাত্মাভিধানোপপাদনায় মতান্তরমাহ—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্ আশ্মরথ্যঃ" ইতি। জীবশব্দেন যৎ পরমাত্মাভিধানং, তৎ খলু একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ লিঙ্গং জ্ঞাপকম্, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যঃ মন্যতে। জীবস্য পরমাত্মনোঽনন্যত্ব-জ্ঞাপনায় জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনঃ পরামর্শঃ; ততশ্চ পরমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধি-রিত্যাশয়ঃ।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন, 'একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনের জন্যই এখানে জীববাচক আত্মশব্দে পরমাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই নির্দ্দেশের ফলেই জানা যায় যে, জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে ॥ ১। ৪। ২০ ॥]

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিদং লিঙ্গং, যৎ জীবাত্মবাচি-শব্দৈঃ পরমাত্মনোঽভিধানম্, ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে স্ম। যদ্যয়ং জীবঃ পরমাত্ম-কার্য্যতয়া পরমাত্মৈব ন ভবেৎ, তদা তদ্ব্যতিরিক্ততয়া পরমাত্ম-বিজ্ঞানাদ্ এতদ্বিজ্ঞানং ন সেৎস্যতি। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ—

অনুসারে "আত্মনস্তু কামায়", এবং "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই উভয়স্থলেই 'আত্ম'শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক (পরমাত্মা) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মতান্তরেও জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার অভিধান উপপাদনার্থ বলিতেছেন—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, জীবাত্মবাচক শব্দে যে, পরমাত্মার নির্দ্দেশ, ইহা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু। পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হইত, তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্ম-বিজ্ঞানে জীব-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইত না। অথচ, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তি সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥" [মুণ্ড০ ২।১।১]

ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণো জীবানামুৎপত্তিশ্রবণাৎ, তস্মিন্নেবাপ্যয়শ্রবণাচ্চ জীবানাং ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণৈক্যমবগম্যতে; অতো জীব-শব্দেন পরমাত্মন এবাভিধানমিতি ॥১॥৪॥২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥১॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবম্ভাবাৎ (ঈদৃশ স্বভাব বা অবস্থা হয় বলিয়া) [জীবশব্দে পরমাত্মাভিধান], ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]॥

[সরলার্থঃ—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে", ইত্যাদিশ্রুতেঃ শরীরাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ মরিষ্যতঃ অস্য জীবস্য এবম্ভাবাৎ পরমাত্মভাবপ্রাপ্তেঃ হেতোঃ [জীবশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্,] ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে॥

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ['মৃত্যুকালে] জীব এই পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) পরিনিষ্পন্ন হয়', এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দেহ হইতে বহির্গমনকালীন জীব এই পরমাত্মারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেই কারণেই এখানে জীববাচক শব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে॥ ১। ৪। ২১॥]

যত্তুক্তম্—জীবস্য ব্রহ্মকার্য্যতয়া ব্রহ্মণৈক্যেনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি। তদযুক্তম্,

---

ছিল', এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বাবধারণহেতু, এবং 'যেমন সুদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হে সোম্য, তেমনি জায়মান বিবিধ প্রজাও সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়', ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেই জীবগণের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্তি শ্রবণ হেতুতেও ব্রহ্ম-কার্য্যত্বনিবন্ধন জীবগণের ব্রহ্মাভিন্নত্ব জানা যাইতেছে *। এই কারণেই জীবশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১।৪। ২০॥

[আশ্মরথ্যের মতানুসারে] যে, বলা হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; এই ঐক্য নিবন্ধনই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা-সমর্থনের জন্য জীববাচক শব্দে পরমাত্মার অভিধান করা হইয়াছে। একথা যুক্তিযুক্ত নহে;

(*) তাৎপর্য্য—শ্রুতি শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন; সুতরাং পরমাত্মারই কার্য্য। কার্য্য কখনই কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিতে পারে না; পরন্তু, কারণ শরীরেই সন্নিবিষ্ট থাকে। অতএব, মৃত্তিকা জ্ঞানে যেরূপ মৃত্তিকাবিকার ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্ম-জ্ঞানেই তাৎকার্য্য সমস্ত জীবতত্ত্ব জানা যাইতে পারে; এবং তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ১।২।১৮] ইত্যাদিনা অজত্বশ্রুতেৰ্জ্জীবানাং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগায় জগৎসৃষ্ট্যভ্যুপগমাচ্চ, অন্যথা বিষমসৃষ্ট্যনুপপত্তেশ্চ, ব্রহ্মকার্য্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণো মোক্ষ আকাশাদিবদর্জ্জনীয়ঃ, ইতি তদুপায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তের্ব্বিনাশরূপত্বেন মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বাচ্চ। জীবাত্মন উৎপত্তিপ্রলয়বাদোপপত্তিরুত্তরত্র প্রপঞ্চয়িষ্যতে। অতঃ "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।৩।৪]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥" [মুণ্ড০ ৩।২।৮]

কারণ, 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অজত্ব (জন্মরহিতত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবসমূহেরই প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে; নচেৎ সৃষ্টির বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ [ব্রহ্ম-কার্য্য] আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম-কার্য্য জীবের পক্ষে যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহাত অনায়াসলভ্য; সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য উপায়ানুষ্ঠানেরও আনর্থক্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু ঘটাদি পদার্থের যেরূপ তৎকারণ মৃত্তিকাস্বরূপপ্রাপ্তিতে বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও যে, তৎকারণীভূত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, তাহা ত তাহার বিনাশস্বরূপই বটে; সুতরাং মুক্তির অপুরুষার্থত্বই (অপ্রার্থনীয়তাই) হইতে পারে (*)। জীবাত্মার যে, উৎপত্তি ও প্রলয়প্রসিদ্ধি, পশ্চাৎ তাহার উপপাদন করা হইবে। অতএব ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, 'এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়', এবং 'প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ স্বীয় পৃথক্ নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয় (মিশিয়া যায়), তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষও নিজ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ নামরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে

(*) তাৎপর্য্য—ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিণামে (বিনাশ সময়ে) আবার সেই মৃত্তিকাতেই বিলীন হয়; ফল কথা ঘটের যে স্বকারণীভূত মৃত্তিকাভাব প্রাপ্তি, তাহাই তাহার বিনাশ। এখন, জীব যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ব্রহ্ম কার্য্য) হয়, এবং সেই ব্রহ্মেই আবার বিলীন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ত বিনাশেরই নামান্তর মাত্র; অথচ প্রকৃতিস্থ কোন লোকই আত্মবিনাশ কামনা করে না; সুতরাং তাদৃশ মুক্তি কাহারও প্রার্থনীয় পুরুষার্থ হইতে পারে না; কাজেই কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না॥

ইত্যুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মভাবাৎ জীবশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে স্ম ॥১॥৪॥২১॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥১॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতেঃ (ঐরূপে অবস্থান হেতু), ইতি (ইহা) কাশকৃৎস্নঃ (কাশকৃৎস্ন-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]।

[সরলার্থঃ—"যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদিভ্যঃ পরমাত্মন এব জীবে অন্তরাত্মতয়া অবস্থিতেঃ হেতোঃ জীবাত্মশব্দস্যাপি পরমাত্মনি পর্য্যবসানাৎ জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। এষু চ সূত্রেষু এতদেব সূত্রকারাভিমত-মিতি গম্যতে, অদূষণাৎ অতঃপরং মতান্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ।

'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মাই অন্তর্যামি-রূপে জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন; এইরূপ অবস্থান করেন বলিয়াই জীববাচক শব্দে পরমাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্যের মত। উক্ত সূত্রত্রয়ের মধ্যে এই সূত্রটিই সূত্রকারের অভিমত বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহার উপর আর কোনরূপ দোষ-প্রদর্শন করেন নাই; বিশেষতঃ ইতঃপর আর কোন মতেরও উল্লেখ করেন নাই ॥ ১।৪।২২ ॥]

যদুক্তম্—উৎক্রমিষ্যতো জীবস্য ব্রহ্মভাবাদ্ ব্রহ্মণস্তচ্ছব্দেনাভিধানমিতি; তদপ্যযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। অস্য জীবাত্মন উৎক্রান্তেঃ পূর্ব্বম্ অনেবম্ভাবঃ কিং স্বাভাবিকঃ? উত ঔপাধিকঃ? তত্রাপি পারমার্থিকঃ? অপারমার্থিকো বা? ইতি। স্বাভাবিকত্বে ব্রহ্মভাবো নোপপদ্যতে, ভেদস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেন স্বরূপে বিদ্যমানে তদনপায়াৎ। অথ ভেদেন সহ স্বরূপমপ্যপৈতীতি; তথা

উৎক্রমণকারী জীবের পরমাত্মভাব নিরূপিত হওয়ায় [আলোচ্য স্থলে] জীবাভিধায়ক শব্দে পরমাত্মার অভিধান (উল্লেখ) হইয়াছে; ইহাই তাহার অভিমত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

আর যে, উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের ব্রহ্মভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে; এইজন্যই জীববাচক শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, [ঐরূপ কল্পনা] বিকল্প সহ হয় না। [বিকল্প অর্থ—কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, দুই, তিন বা ততোঽধিক পক্ষের কল্পনা করা। সেই বিকল্প এইরূপ —] উৎক্রান্তির পূর্ব্বে জীবের যে, অনেবংভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের অভাব, তাহা কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা ঔপাধিক? তাহাতেও আবার [জিজ্ঞাস্য এই যে,] ঐ অবস্থাটি কি পারমার্থিক? (যথার্থ সত্য?) কিংবা অপারমার্থিক? (মিথ্যা?) ঐ অব্রহ্মভাবই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতেই পারে না; কারণ, সেই প্রভেদ যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন বস্তু বিদ্যমান থাকিতে কখনই সেই ভেদের অপগম (অভেদ—ব্রহ্মভাব) হইতে পারে না; আর যদি বল,

সতি বিনষ্টত্বাদেব তস্য ন ব্রহ্মভাবঃ, অপুরুষার্থত্বাদিদোষপ্রসঙ্গশ্চ। পারমার্থিকৌপাধিকত্বেঽপি প্রাগপি ব্রহ্মৈব, ইতি "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ" ইতি বিশেষো ন যুজ্যতে বক্তুম্। অস্মিন্ পক্ষে হি উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরাভাবান্নিরবয়বস্য ব্রহ্মণ উপাধিনা ভেদাদ্যসম্ভবাচ্চ (*) উপাধিগত এব ভেদ ইত্যুৎক্রান্তেঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈব। ঔপাধিকস্য ভেদস্যাপারমার্থিকত্বে কস্যায়মুৎক্রান্তৌ ব্রহ্মভাব ইতি বক্তব্যম্। ব্রহ্মণ এবাবিদ্যোপাধিতিরোহিতস্বস্বরূপস্য, ইতি চেৎ; ন; নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপস্যাবিদ্যোপাধিতিরোধানাসম্ভবাৎ। তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিদ্যমানে তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ। প্রকাশ এব বস্তুস্বরূপম্ ইত্যঙ্গীকারে তিরোধানাভাবঃ স্বরূপনাশো বা স্যাৎ।

ভেদের সহিত তাহার স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেত বিনষ্ট বলিয়াই তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতে পারে না; অধিকন্তু, অপুরুষার্থত্ব দোষেরও সম্ভাবনা হয় (†)। আর [সেই অব্রহ্মভাব] যদি যথার্থই ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বেও যখন জীব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, তখন আর "উৎক্রমণের সময়ে এইরূপ ভাব হয়', এই বিশেষোক্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। এই পক্ষে (উপাধির পারমার্থিকত্ব পক্ষে) উপাধি ও ব্রহ্ম, এতদতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় এবং উপাধি দ্বারাও নিরবয়ব ব্রহ্মের বিভাগোৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঐ ভেদ কেবল উপাধিগতই বটে (স্বরূপগত নহে); সুতরাং উৎক্রমণের পূর্ব্বেও ব্রহ্মস্বরূপই বটে। আর সেই ঔপাধিক ভেদও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রান্তিতে এই ব্রহ্মভাব হয় কাহার? যদি বল, অবিদ্যারূপ উপাধি-বিরহিত ব্রহ্মেরই (ব্রহ্মভাব); না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যপ্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের অবিদ্যা-জনিত আবরণের অপগমই সম্ভব হয় না। কেন না, তিরোধান অর্থ—বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান সত্ত্বেও যে,তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিযোগ্যতা নিবৃত্তি, (উচ্ছেদ নহে); অতএব, 'প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ', একথা স্বীকার

(*) চ্ছেদাদ্যসংভবাৎ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বভাবমাত্রই যাবৎ দ্রব্যস্থায়ী, অর্থাৎ যতকাল বস্তু থাকিবে, তাহার স্বভাবও ততকাল অক্ষু থাকিবে, অগ্নির স্বভাব প্রকাশ ও উষ্ণতা; অগ্নির উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সেই প্রকাশ ও উষ্ণতার অভাব হয় না বা হইতে পারে না। জীবেরও যদি অব্রহ্মভাবই স্বভাব হয়, অধিকন্তু সেই স্বভাবটি যদি পারমার্থিক (সত্য) হয়, তাহা হইলে কখনও তাহার অব্রহ্মভাব বিদূরিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ঐরূপ স্বভাবের উচ্ছেদ হইলে তদাশ্রয় জীবেরই উচ্ছেদ হইল, বুঝিতে হইবে; জীবের উচ্ছেদ কখনই জীবের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং অব্রহ্মভাবের অপগম জীবের পুরুষার্থ হইতে পারে না।

আর জীবের অব্রহ্মভাবটি যদি আগন্তুক কোন উপাধি জনিত অথচ পারমার্থিকই হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রমণের পূর্ব্বেও জীবের ব্রহ্মভাব অব্যাহত থাকে; সুতরাং 'উৎক্রমণের পর জীবের ব্রহ্মভাব আবির্ভূত হয়,' এ কথার কোন অর্থ থাকে না; কারণ, তৎপূর্ব্বেও তাহার ব্রহ্মভাব বিদ্যমানই ছিল। অতএব ঔড়ুলোমির সম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না॥

অতো নিত্যাবির্ভূতস্বস্বরূপত্বাৎ তস্যোৎক্রান্তৌ ব্রহ্মভাবে ন কশ্চিদ্বিশেষ ইতি "উৎক্রমিষ্যতঃ" ইতি বিশেষণং ব্যর্থমেব।

"অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইতি পূর্ব্বমনেবংরূপস্য ন তদানীং ব্রহ্মতাপত্তিমাহ; অপি তু পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপস্যাবির্ভাবম্। তথাহি বক্ষ্যতে—"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৪।১] ইত্যাদিভিঃ। অতঃ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" (*) [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ", [বৃহদা০৫।৭।২২], "যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০৭], "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" [আরণ্য০ ১।৩।২১] ইতি স্বশরীরভূতে জীবাত্মন্যাত্মতয়াবস্থিতেঃ জীবশব্দেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে স্ম। জীবশব্দশ্চ জীবস্য পরমাত্মপর্য্যন্তস্যৈব বাচকঃ, ন জীবমাত্রস্য, ইতি পূর্ব্ব-

---

করিলে হয় আবরণের অভাব, না হয়, ব্রহ্মেরই স্বরূপোচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে। অতএব জীবের ব্রহ্মভাব নিত্য বিদ্যমান থাকায় উৎক্রান্তিতে তাহার আর কিছুমাত্র বিশেষ হইতে পারে না; সুতরাং "উৎক্রমিষ্যতঃ" এই বিশেষণটি নিশ্চয়ই নিরর্থক।

আর 'এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (বহির্গত হইয়া)', এই শ্রুতিও যে, পূর্ব্বে অব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বলিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু, পূর্ব্ব-সিদ্ধ স্বীয় রূপেরই পুনরাবির্ভাবমাত্র জ্ঞাপন করিতেছে। পরেও [শ্রুতিতে] 'স্বেন' শব্দ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়', ইত্যাদি সূত্রে এইরূপ কথাই বলিবেন। অতএব, 'এই জীবাত্মস্বরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া', 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', 'যিনি অক্ষরের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, এবং অক্ষর যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ।' 'সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত লোকের অন্তরে অবস্থিত শাসনকর্ত্তা', ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেরই শরীরভূত জীবাত্মাতে আত্মারূপে (অন্তরাত্মভাবে) অবস্থিতির কথা উক্ত থাকায় জীবাত্মবাচক শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্য মনে করেন। 'জীব'শব্দ যে, জীবের পরমাত্মভাব পর্য্যন্তেরই বাচক,

---

(*) প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মেবোক্তম্ "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যত্র। এবমাত্মশরীরভাবেন তাদাত্ম্যোপপাদনে পরস্য ব্রহ্মণোঽপহতপাপ্মত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগোচরাঃ জীবস্যাবিদুষঃ শোচতো ব্রহ্মোপাসনান্মোক্ষবাদিন্যো জগৎসৃষ্টি-প্রলয়াভিধায়িন্যো জগতো ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশপরাশ্চ সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি, ইতি কাশকৃৎস্নীয়মেব মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্।

অয়মত্র বাক্যার্থঃ—অমৃতত্বোপায়ে মৈত্রেয্যা পৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্যঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনমমৃতত্বোপায়মুক্ত্বা "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে" ইত্যাদিনা উপাস্যলক্ষণং, দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চোপাসনোপকরণভূত-মনঃপ্রভৃতিকরণনিয়মনং চ সামান্যেনাভিধায় "স যথার্দ্রৈধাগ্নেঃ" ইত্যাদিনা "স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্" ইত্যাদিনা চোপাস্যভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো নিখিলজগদেককারণত্বং, সকলবিষয়প্রবৃত্তিমূল-করণগ্রামনিয়মনঞ্চ বিস্তীর্ণমুপদিশ্য, "স যথা সৈন্ধবঘনঃ" ইত্যাদিনা অমৃতত্বোপায়প্রবৃত্তিপ্রোৎসাহনায় জীবাত্মস্বরূপেণাবস্থিতস্য পরমাত্মনোঽপরিচ্ছিন্ন-

কেবল জীবভাবমাত্র-বাচক নহে, তাহা পূর্ব্বেই "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। এবম্বিধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত [পরমাত্মার] তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই স্থির হইয়াছে। পরব্রহ্মের অপহত-পাপ্মত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শোকসন্তপ্ত জীবের ব্রহ্মোপাসনাফলে মোক্ষপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বোধিকা শ্রুতিসমূহ এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের তাদাত্ম্যোপদেশপ্রদ শ্রুতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হইতে পারে। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার (বেদব্যাস) এই কাশকৃৎস্নের মতটিই [স্বমতরূপে] স্বীকার করিয়াছেন।

এ পক্ষে বাক্যার্থ এইরূপ—মৈত্রেয়ী মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [প্রথমতঃ] 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মোপাসনাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, 'আত্মাকে দর্শন করিলেই' ইত্যাদি বাক্যে উপাস্য বস্তুর লক্ষণ (প্রকৃত স্বরূপ), এবং দুন্দুভিপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার সহায়ভুত মনঃপ্রভৃতি করণ বা সাধনসমূহের সংযমের কথা সামান্যরূপে বলিয়া 'অগ্নির যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ, তিনিও তেমন—'ইত্যাদি বাক্যে, এবং 'সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তেমনি তিনিও' ইত্যাদি বাক্যে উপাস্যভূত পরব্রহ্মেরই প্রধানতঃ সর্ব্বজগৎ-কারণত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির হেতুভূত ইন্দ্রিয়াদিসাধন সমূহের নিয়মনও (সংযমনও) বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া, 'সৈন্ধবখণ্ড যেমন [একরস], তিনিও তেমনি [আনন্দৈকস্বভাব]' ইত্যাদি বাক্যে আবার অমৃতত্ব লাভের উপায়ানুষ্ঠানে উৎসাহবৃদ্ধির নিমিত্ত জীবাত্মস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপতা উপপাদন করিয়া

জ্ঞানৈকাকারতামুপপাদ্য, তস্যৈবাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য সংসারদশায়াং ভূতপরিণামানুবৃত্তিম্ "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" ইত্যভিধায় "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি মোক্ষদশায়াং স্বাভাবিকাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসঙ্কোচাভাবেন ভূতসঙ্ঘাতেনৈকীকৃত্য আত্মনি দেবাদিরূপজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা, পুনরপি "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদিনা অব্রহ্মাত্মকত্বেন নানাভূত-বস্তুদর্শনম্ অজ্ঞানকৃতম্, ইতি নিরস্তনিখিলাজ্ঞানস্য ব্রহ্মাত্মকং কৃৎস্নং জগদনুভবতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাভাবেন ভেদদর্শনং নিরস্য "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ" ইতি চ জীবাত্মা স্বাত্মতয়া অবস্থিতেন যেন পরমাত্মনা আহিতজ্ঞানঃ সন্ ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, অয়ং তং কেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপি, ইতি পরমাত্মনো দুরবগমত্বমুপপাদ্য "স এষ(*) নেতি নেতি" ইত্যাদিনা অয়ং সর্ব্বেশ্বরঃ স্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তু-বিলক্ষণস্বরূপ এব সর্ব্বশরীরঃ সন্ সর্ব্বস্যাত্মতয়াবস্থিতঃ ইতি স্বশরীরভূত-

'বিজ্ঞানমূর্ত্তি (জীবই) এই পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়' ইত্যাদি বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকমূর্ত্তি সেই পরমাত্মারই সংসারাবস্থায় আবার পঞ্চভূত-পরিণাম শরীরাদিতে অনুবৃত্তি বা অনুসরণের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না', অর্থাৎ জ্ঞানই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ একমাত্র স্বরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায়ও তাহার সেই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকোচ (ন্যূনতা) হইতে পারে না; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] পঞ্চভূতের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ দেহের সহিত একীভাব বা অভেদাভিমানের ফলীভূত যে, আত্ম-গত দেবাদিভাব-জ্ঞান, তখন কেবল সেই জ্ঞানেরই অভাব হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনশ্চ 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়', ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাত্মভাবের অভাবনিবন্ধন যে, নানাবিধ বস্তু-দর্শন, তাহা অজ্ঞানকৃত, অর্থাৎ অজ্ঞানেরই ফল; অতএব যাঁহার সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার নিকট ত ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই; [সুতরাং ভেদদর্শনও নাই; এইরূপে ভেদদর্শনের প্রত্যাখ্যান করিয়া, 'যাঁহা দ্বারা এই সমস্তকে (জগৎ) জানিতে পারা যায়, তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই বাক্যে, জীবাত্মা স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত পদার্থকে অবগত হয়, তাঁহাকে আবার কোন উপায়ে জানিবে? কোন উপায়েই নহে; এইরূপে পরমাত্মার দুর্জ্ঞেয়তা সমর্থন করিয়া 'সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে', এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সর্ব্বেশ্বর (পরমাত্মা) নিশ্চয়ই চেতনাচেতন অপর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বরূপ; সর্ব্বপদার্থই তাঁহার শরীর, এবং তিনিই আত্মারূপে তন্মধ্যে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর দোষরাশি

(*) 'ক' পুস্তকেতু একএব 'নেতি' শব্দঃ পঠ্যতে।

চিদচিদ্বস্তুগতৈর্দোষৈঃ ন সংস্পৃশ্যতে, ইত্যভিধায় "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্" ইতি সমস্তবস্তুবিসজাতীয়ং নিরস্তনিখিলজগদেককারণভূতং সর্ব্বস্য বিজ্ঞাতারং পুরুষোত্তমম্ উক্তপ্রকারাদুপাসনাদ্ ঋতে কেন বিজানীয়াৎ, ইতি ইদমেবোপাসনম্ অমৃতত্বোপায়ঃ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব চ অমৃতত্বম্ অভিধীয়তে, ইত্যুক্তবান্। অতঃ, পরং ব্রহ্মৈবাস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদ্যতে, ইতি পরমেব ব্রহ্ম জগৎকারণম্, ন পুরুষঃ তদধিষ্ঠিতা চ প্রকৃতিরিতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥২২॥

[ষষ্ঠং বাক্যান্বয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

প্রকৃত্যধিকরণম্।]

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১॥৪॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতিঃ (উপাদান কারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণতয়া অবধারিতং পরং ব্রহ্ম কিং নিমিত্তকারণমাত্রং? উত উপাদান কারণমপি? ইতি সংশয়ঃ। তত্র ঘটাদিকার্য্যে মৃৎ-কুলালয়োঃ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদদর্শনাৎ, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিমিত্তমাত্রম্, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রাভিধীয়তে—প্রকৃতিশ্চ, ন কেবলং নিমিত্তমাত্রং, প্রকৃতিঃ—উপাদানকারণমপি ব্রহ্মৈব। কুতঃ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্য চ অন্যথানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া; সা চ ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বে পীড্যেত; নিমিত্তবিজ্ঞানে তৎকার্য্যাণামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। দৃষ্টান্তস্তাবৎ—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইত্যাদিঃ; অত্র হি উপাদানভূতায়া মৃদো বিজ্ঞানেন তদ্বিকারাণাং বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্; ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রত্বে তদপি বাধিতং ভবেৎ। ব্রহ্মণঃ স্বরূপাপেক্ষং নিমিত্তত্বং, স্বশরীরভূতাচেতনবস্ত্বপেক্ষঞ্চ উপাদানত্বমিতি বিবেকঃ।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি কেবলই নিমিত্ত কারণ? অথবা উপাদান কারণও বটে? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন যে, না--তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, পরন্তু উপাদান কারণও বটে; কারণ, তাহা না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান বলিয়া মৃত্তিকাজ্ঞানেই ঘটাদির জ্ঞান হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলেই, তাহার জ্ঞানে জগতের জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥]

দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হন না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরও মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? তুমি এই তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইলে; নিশ্চয় জানিও,

এবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যে নিরস্তে সতি সেশ্বরসাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে— যদ্যপি ঈক্ষণাদিগুণযোগাৎ সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং জগৎকারণত্বেন বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি বেদান্তৈরেব জগদুপাদানতয়া প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে ইতি প্রতীয়তে। ন হি বেদান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞস্যাপরিণামিনোঽধিষ্ঠাতুরীশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়েনাচেতনেন পরিণামিনা প্রধানেন বিনা জগতঃ কারণত্বমবগময়ন্তি। তথা হি—পরিণামিনমেবৈনং প্রকৃতিং চৈতদধিষ্ঠিতাং পরিণামিনীমধীয়তে—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৯],
"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৫],
"বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ।

এই পর্য্যন্তই অমৃতত্বের কথা (মোক্ষপ্রসঙ্গ), অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণও নিখিল জগতের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমকে উক্তপ্রকার উপাসনা ব্যতীত আর কি উপায়ে জানিতে পারা যায়? অতএব ইহাই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই 'অমৃতত্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব, পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছেন; সুতরাং পরব্রহ্মই জগতের কারণ, [সাংখ্যোক্ত] পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি কারণ নহে; ইহা স্থির হইল॥১।৪।২২॥

[ষষ্ঠ বাক্যান্বয়াধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিল) নিরস্ত হইলে পর সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলি) আবার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন—যদিও বেদান্তশাস্ত্র, ঈক্ষণাদি চেতনগুণ দৃষ্টে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করুক, তথাপি সেই বেদান্ত শাস্ত্রই যে, আবার জগতের উপাদান কারণরূপে প্রধানকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কেননা, বেদান্তশাস্ত্র যে, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরিণামী অচেতন প্রকৃতি ব্যতিরেকে কেবলই অপরিণামী (নির্ব্বিকার) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে (*)। দেখ, পরমেশ্বরকে অপরিণামী এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে পরিণামিণী বলিয়া সেইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নিষ্কল (নিরংশ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্ব্ব্যাপার) সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত এবং নিরঞ্জন', 'সেই এই মহান্ আত্মা অজর ও অমর', সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ প্রকৃতি জন্মরহিত এবং নিত্য। সেই প্রকৃতি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'প্রকৃত্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—পরব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—পরব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণ? না—উপাদান কারণও বটে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কেবল নিমিত্ত কারণই বটে; কেন না, প্রত্যেক কার্য্যেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। (৪) উত্তর—না পরব্রহ্ম এই জগতের উপাদান কারণও বটে। নচেৎ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা ও মৃত্তিকাজ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় বিকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় না। (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানলাভ॥

সূয়তে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।

গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী" [মন্ত্রিকো০ ৩-৫] ইতি।

তথা প্রকৃতিমুপাদানভূতামধিষ্ঠায়ৈবেশ্বরো বিশ্বং জগৎ সৃজতীতি শ্রূয়তে—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"

[শ্বেতাশ্ব০৪।৯-১০] ইতি।

স্মৃতিরপি—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" [গীতা০৯।১০]ইতি। এবমশ্রুতেঽপি প্রধানোপাদানত্বে ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বশ্রুত্যন্যথানুপপত্ত্যৈব প্রধানস্বরূপং তস্যেশ্বরাধিষ্ঠিতস্য জগদুপাদানকারণত্বং(*) চ সিধ্যতি। এবমেব হি লোকে নিমিত্তোপাদানয়োরত্যন্তভেদো দৃশ্যতে; মৃৎসুবর্ণাদেরচেতনস্য ঘটকটকাদ্যুপাদানত্বম্, চেতনস্য কুলালসুবর্ণকারাদের্নিমিত্তত্বং চ নিয়তমুপলভ্যতে। কার্য্যনিষ্পত্তিশ্চ নিয়মেনানেককারক-সব্যপেক্ষা দৃষ্টা। এবং নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদনিয়মং কার্য্যনিষ্পত্তেরনেককারক-

---

তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্য্যে প্রেরণ করেন, এবং সেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্গ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করে; আদ্যন্তরহিত, ভূতভব্যাত্মক গোরূপা সেই প্রকৃতিই সর্ব্বপদার্থের জননী'। সেইরূপ, ঈশ্বর যে, উপাদানকারণরূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বকই সর্ব্বজগৎ নির্ম্মাণ করেন, তাহাও শ্রুত হইতেছে—'মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন', 'মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, এবং মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।' স্মৃতিশাস্ত্রও আছে—'প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ পরিচালনায়ই চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।' অতএব [প্রধানে অধিষ্ঠান ব্যতীত যখন] ব্রহ্মের জগৎকারণত্বই উপপন্ন হইতে পারে না; তখন প্রধানের উপাদানত্ব সাক্ষাৎ শ্রুত না থাকিলেও তদ্ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না বলিয়াই প্রধানের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সেই প্রকৃতির উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে। আর ব্যবহার-জগতেও উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতির উপাদানত্ব, আর চেতন কুম্ভকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতির নিমিত্তকারণত্ব ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিশেষতঃ, কার্য্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে অনেকপ্রকার কারকের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; [কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না]; অতএব,

---

(*) দুপাদানত্বঞ্চ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

সব্যপেক্ষত্বনিয়মঞ্চ অতিক্রম্য একমেব ব্রহ্ম উপাদানং নিমিত্তঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তি বেদান্তবাক্যানি। অতো ব্রহ্ম নিমিত্তকারণমেব, নোপাদানম্ ; উপাদানং তু তদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদ্" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—ব্রহ্মোপাদানত্বস্থাপনম্]

প্রকৃতিশ্চ—উপাদানঞ্চ ; ন নিমিত্তকারণমাত্রং ব্রহ্ম, উপাদানকারণং চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। কুতঃ ? প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—এবমেব হি প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "স্তব্ধোঽসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ—যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" [ছান্দো° ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া। দৃষ্টান্তশ্চ—(*) যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,…যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা, যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন [ছান্দো° ৬।১।৪-৬] ইতি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানবিষয়ঃ। যদি নিমিত্তকারণমেব জগতো ব্রহ্ম,

---

নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণগত অত্যন্ত ভেদব্যবস্থা, এবং কার্য্যোৎপত্তিতে অনেককারক-সাপেক্ষত্ব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহ একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্ত কারণ, কখনও উপাদান কারণ নহে ; পরন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—"প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি।

"প্রকৃতিশ্চ" কথার অর্থ—উপাদান কারণও বটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্তকারণ, তাহা নহে, পরন্তু উপাদানকারণও বটে। কারণ কি ? প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ অর্থাৎ বিরোধ পরিহারই কারণ। কেননা, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না। প্রতিজ্ঞা এই যে, '[হে সোম্য,] তুমি গর্ব্বান্বিত হইতেছ ; [ভাল, তুমি তোমার গুরুকে] সেইরূপ উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি ? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ;' একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানলাভই উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয়। ইহার দৃষ্টান্তটিও আবার কারণ-বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞানবিষয়ক ; যথা—'হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র মৃন্ময়পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটিমাত্র লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণ-পিণ্ডের জ্ঞানে—; হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) জ্ঞাত হইলে—' ইত্যাদি দৃষ্টান্তও কারণ-বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞানবিষয়ক। ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব স্থাপন।

(*) দৃষ্টান্তশ্চ—সোম্যৈ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

তদা তদ্বিজ্ঞানাম্ন সমস্তং জগদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানে ঘটাদি বিজ্ঞায়তে; অতঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োর্ব্বাধ এব। ব্রহ্মণ এবোপাদানত্বে উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ড-লোহমণি-নখনিকৃন্তনবিজ্ঞানেন ঘটমণিক-কটকমুকুট-বাসীপরশ্বধাদি-তৎকার্যবিজ্ঞানবৎ নিখিলজগদেককারণভূতে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে তৎকার্য্যং জগদ্বিজ্ঞাতং (*) স্যাৎ। কারণমেবাবস্থান্তরমাপন্নং কার্য্যং ন দ্রব্যান্তরম্; ইতি কার্য্য-কারণরূপেণাবস্থিতমৃৎ-তদ্বিকারাদিনিদর্শনেন প্রতিজ্ঞাসমর্থনাৎ ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং চেতি নিশ্চীয়তে।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদঃ শ্রুত্যৈব প্রতীয়ত ইতি; তদসৎ, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যপ্রতীতেঃ, "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি। আদিশ্যতে—প্রশিষ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি (†) সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সাধকতমত্বেন কর্ত্তা বিবক্ষিতঃ। তমাদেষ্টারম-

---

হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে কখনই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে না; কেননা, কুম্ভকার প্রভৃতিকে জানিলে কখনই [তন্নির্ম্মিত] ঘটাদি কার্য্য বিজ্ঞাত হয় না; সুতরাং [ব্রহ্মকে উপাদান কারণ না বলিলে] নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বাধা হয়। [পক্ষান্তরে,] ব্রহ্মই যদি উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে, উপাদানভূত মৃৎপিণ্ড, সুবর্ণপিণ্ড ও নখনিকৃন্তন-বিজ্ঞানে যেরূপ তৎকার্য্য—ঘট, মণিক (জালা), বলয়, মুকুট, বাইস ও কুঠারাদির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব জগতের উপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই তৎকার্য্যভূত সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে। কারণই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-[সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কিন্তু কার্য্য কখনই কারণ হইতে] পৃথক্ দ্রব্য নহে। অতএব কার্য্য-কারণভাবে অবস্থিত মৃত্তিকা ও তদ্বিকার ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞার সমর্থন করায় ব্রহ্মেরই জগদুপাদানত্ব নিশ্চিত হইতেছে।

আর যে, শ্রুতি অনুসারেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদপ্রতীতি হয়, [বলা হইয়াছে], তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 'ভাল, তুমি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের ঐক্য বা অভেদই প্রতীত হইতেছে। [শ্রুতির 'আদেশ' কথার অর্থ—] যাহা দ্বারা আদিষ্ট হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে শাসিত হয়, তাহার নাম 'আদেশ'। 'হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত আছেন]' ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। [ব্রহ্মই] ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান উপায়, এই কারণে তিনিই 'কর্ত্তারূপে বিবক্ষিত হইয়াছেন। সেই আদেষ্টার (শাসনকর্ত্তার) বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা

(*) বিজ্ঞাতমেব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকেতু 'সূর্য্যা' ইত্যাদ্যংশঃ ন পঠ্যতে।

প্রাক্ষ্যঃ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (*) ইতি যেন আদেষ্ট্রা অধিষ্ঠাত্রা শ্রুতেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যং প্রতীয়তে; "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব" ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদ্ অদ্বিতীয়পদেনাধিষ্ঠাত্রন্তরনিষেধাচ্চ।

নন্বেবং সতি "বিকারজননীম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতেরাদ্যন্তবিরহেণ নিত্যত্বং জগদুপাদানত্বং চ শ্রূয়মাণং কথমুপপদ্যতে? তদুচ্যতে—তত্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতি-শব্দেনাভিধীয়তে, ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাভাবাৎ। তথাহি শ্রুতয়ঃ—"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদ্যাঃ; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৬।১৪।১] "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো° ৬।৮।৭] ইতি কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং চ সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্মাত্মকমিতি শ্রবণাচ্চ।

এতদুক্তম্ভবতি—"যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য "যোঽব্যক্তমন্তরে সংচরন্, যস্যাব্যক্তং শরীরং,

---

করিয়াছিলে? যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে আদেষ্টা অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা শ্রুত হইলে তদ্দ্বারা অপর অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এই কথায় নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের একত্বই প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সৎস্বরূপই ছিল', এই শ্রুতিতে একত্বাবধারণ হেতু 'অদ্বিতীয়' পদে অপর অধিষ্ঠাতার (পরিচালকের) নিবারণ করা হইয়াছে; ইহা হইতেও [একত্বেরই প্রতীতি হইতেছে]।

ভাল, এরূপ হইলে 'বিকারজননী' এবং 'আদ্যন্তরহিত গোরূপা', ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতির আদ্যন্ত-রাহিত্য-নিবন্ধন যে নিত্যত্ব ও জগদুপাদানত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপপত্তি হয় কিরূপে? হাঁ, তাহা কথিত হইতেছে—সেখানেও নাম-রূপবিভাগরহিত, কারণাবস্থ ব্রহ্মই 'প্রকৃতি'শব্দে অভিহিত হইতেছে; কারণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই সৎ নহে। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া সকলকে জানে', 'যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', ইত্যাদি স্থলে কার্য্যভাবাপন্ন ও কারণভাবাপন্ন সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মস্বরূপত্বশ্রবণও ইহার অপর হেতু।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি অব্যক্তের (প্রকৃতির)

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'ইতি' শব্দো নাস্তি।

যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য অত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি চ সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম কদাচিদ্বিভক্তনামরূপং, কদাচিচ্চাবিভক্তনামরূপম্; যদা বিভক্তনামরূপম্ তদা তদেব বহুত্বেন কার্য্যত্বেন চোচ্যতে; যদা চাবিভক্তনামরূপং, তদা 'একমদ্বিতীয়ং কারণম্' ইতি চ। এবং সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিভক্তনামরূপা যা কারণাবস্থা, সা "গৌরনাদ্যন্তবতী," "বিকারজননীমজ্ঞাম্," "অজামেকাম্" ইত্যাদিভিরভিধীয়তে।

নন্ু চ "মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে" ইতি প্রলয়শ্রুতেঃ অব্যক্তস্যোৎপত্তি-প্রলয়ৌ প্রতীয়েতে; যথা চ মহাভারতে—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সংপ্রলীয়তে"।

[শান্তি০ মোক্ষ০ ৮।১৩।১৪] ইতি।

অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অথচ অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না; 'যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অথচ অক্ষর যাঁহাকে জানে না', 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করেন', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এই শ্রুতিও চেতনাচেতনময় শরীরধারী বলিয়া সকল সময়েই সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে কখনও নাম-রূপ হইতে বিভক্তরূপে কখনও বা নাম-রূপের সহিত অবিভক্তস্বরূপে [প্রতিপাদন করিতেছে]; তন্মধ্যেও [বিশেষ এই যে,] যখন নাম-রূপে বিভক্ত হন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু ও কার্য্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন, অবার যখন নাম-রূপে বিভক্ত না হন, তখন এক অদ্বিতীয় এবং কারণ-স্বরূপ বলিয়াও [কথিত হন]। এইরূপে [জানা যায় যে,] পরব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতনময়-শরীর সম্পন্ন; সেই পরব্রহ্মের যে, নাম-রূপে অবিভক্ত কারণাবস্থা, তাহাই "গৌঃ অনাদ্যন্তবতী," "বিকারজননীম্ অজ্ঞাম্" ও "অজাম্ একাম্" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, 'মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়', এই প্রলয়প্রতিপাদক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, অব্যক্তেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। মহাভারতেও সেইরূপ কথা আছে—'হে দ্বিজসত্তম, তাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, হে

নৈষ দোষঃ, অচিদ্বস্তুশরীরস্য ব্রহ্মণোঽব্যক্তশব্দবাচ্যায়াঃ কার্য্যত্বাৎ। "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ" ইতি কৃৎস্নপ্রলয়দশায়ামপি ব্রহ্মাত্মকস্যাতিসূক্ষ্মস্যাচিদ্বস্তুনঃ স্থিত্যভিধানাৎ জগৎকারণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারভূতমতিসূক্ষ্মং চাচিদ্বস্তু (*) নিত্যমেব, ইতি তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদিভিঃ অভিধীয়তে। অত এব চ "অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি" ইতি তমস একীভাবমাত্রমেব শ্রূয়তে, ন তু লয়ঃ। একীভাব ইতি তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুপ্রকারস্য ব্রহ্মণোঽবিভক্তনামরূপতয়াবস্থানমভিধীয়তে। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং তমসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্" ইত্যাদ্যপ্যেতদেব বদতি। তথাচ মানবং বচনম্—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" [মনু° ১।৫] ইতি।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদ্যনন্তরমেবোপপাদয়িষ্যতে, ব্রহ্মণোঽপরিণামিত্ব-শ্রুতয়শ্চ।

ব্রাহ্মণ, অব্যক্ত আবার নিষ্কল (নিরংশ) পুরুষে (পরব্রহ্মে) বিলীন হয়' ইতি। না—ইহা দোষাবহ নহে ; কারণ, অচেতনাত্মকশরীরধারী ব্রহ্মও ঐ ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তাবস্থারই কার্য্য বা ফল স্বরূপ। 'যখন তমঃ ছিল, তখন (প্রলয়কালে) দিবা ও রাত্রি ছিল না,' এখানে সর্ব্বপ্রলয়াবস্থায়ও ব্রহ্মাত্মক অতি সূক্ষ্ম অচেতন বস্তুর অস্তিত্ব কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জগৎকারণ-পরব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, অতি সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহা নিত্যই থাকে ; সুতরাং সেই সূক্ষ্ম বিশেষণে বিশেষিত ব্রহ্মই "গৌঃ অনাদ্যন্তবতী" বাক্যে অভিহিত হইতেছেন। এই কারণেই অর্থাৎ তমোরূপ সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থের নিত্যসদ্ভাব বশতই 'অক্ষর তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতায় (পরমাত্মায়) একীভূত হয়', এখানে ব্রহ্মের সহিত তমের একীভাব মাত্র শ্রুত হইতেছে', কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রলয় নহে। ব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, তমঃসংজ্ঞক অতিসূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু, ব্রহ্ম হইতে তাহার নামরূপাকারে অবিভাগাবস্থাই এখানে 'একীভাব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আর 'তমঃ ছিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত বৈচিত্র্যই তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল ; এবং তাঁহার মহিমায় সেই তমঃ একীভূত হইয়াছিল' ইত্যাদি বাক্যও বর্ণিত অর্থই প্রকাশ করিতেছে। মনুবচনও এইরূপ—'এই জগৎ তমোভূত (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) এবং অলক্ষণ ছিল, অর্থাৎ ইহার কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণ ছিল না ; [সুতরাং] অজ্ঞাত, অতর্ক্য (চিন্তার অযোগ্য) এবং জ্ঞানেরও অযোগ্য—এমন কি যেন সর্ব্বতোভাবে নিদ্রিতই ছিল।' অব্যবহিত পরেই, 'মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতে (প্রকৃতি হইতে) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন', ইত্যাদি বাক্যের এবং ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহেরও উপপাদন অর্থাৎ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইবে।

(*) চিদচিদ্বস্তু ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠঃ।

যত্তু, একস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ ন সম্ভবতি, এককারকনিষ্পাদ্যত্বং চ কার্য্যস্য, লোকে তথা নিয়মদর্শনাৎ। অতঃ 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবৎ বেদান্তবাক্যান্যেকস্মাদেবোৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তীতি। অত্রোচ্যতে—সকলেতরবিলক্ষণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বজ্ঞস্যৈকস্যৈব সর্ব্বমুপপদ্যতে। মৃদাদেরচেতনস্য জ্ঞানাভাবেনাধিষ্ঠাতৃত্বাযোগাৎ অধিষ্ঠাতুঃ কুলালাদের্ব্বিচিত্রপরিণামশক্তিবিরহাদসত্যসংকল্পতয়া চ তথাদর্শননিয়মঃ; অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানং চ ॥১॥৪॥২৩॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১॥৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিধ্যোপদেশাৎ (সংকল্পের—সৃষ্টি ইচ্ছার উপদেশ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্", "তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ জগৎস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবনবিষয়কচিন্তোপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং নিমিত্তং চ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মেরই বহুভাবধারণ বিষয়ে চিন্তার উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চোভয়ং ব্রহ্মৈব, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি স্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ স্বস্যৈব বহুভবন-

---

আরও যে, বলা হইয়াছে; লোকদৃষ্টনিয়মানুসারে একই বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব সম্ভব হয় না, এবং একই কারণে কার্য্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না; অতএব, 'অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যসমূহও একই কারণ হইতে জগদুৎপত্তি প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি এক পরব্রহ্মের পক্ষেই ঐ সমস্ত [অসম্ভবের সম্ভাবনা] উপপন্ন হয়। [কেন না,] মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি অচেতন; সুতরাং জ্ঞান না থাকায় তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না; বিশেষতঃ তৎকর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহের বিচিত্রাকারে পরিণামসাধক শক্তিও না থাকায় এবং সত্যসংকল্পতার অভাব হেতুতেও লোকব্যবহারে ঐরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ; 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,—বহু হইব—জন্মিব', ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং স্রষ্টৃস্বরূপ ব্রহ্মেরই বহুভাব-

সংকল্পোপদেশাৎ 'বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণাহমেব বহু স্যাং, তথা প্রজায়েয়' ইতি সংকল্পপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিরুপদিশ্যতে ॥১॥৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥১॥৪॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) চ (ও) উভয়াম্নানাৎ (উভয়ের—নিমিত্ত ও উপাদানকারণভাবের আম্নান—কথন হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"কিং স্বিদ্বনং, ক উ স বৃক্ষ আসীৎ" ইত্যাদৌ জগদুপাদান-নিমিত্তকারণ-বিষয়কপ্রশ্নে "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ" ; "ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ" ইত্যুত্তরবাক্যে ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ—উভয়মপি সাক্ষাৎ আম্নায়তে ; তস্মাৎ ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানঞ্চেত্যর্থঃ ॥

'বন কি এবং [তাহার উপাদানভূত] সেই বৃক্ষই বা কি ছিল ?' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে—'ব্রহ্মই বনস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ ছিলেন, এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন' এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মের নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব কথিত হইয়াছে ; অতএব এক ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥]

ন কেবলং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাভিধ্যোপদেশাদিভিরয়মর্থো নিশ্চীয়তে ; ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ সাক্ষাদাম্নায়তে—

"কিস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্"
[অষ্টক০ ২।৮।৭।৮] ইতি।

ধারণবিষয়ক সংকল্পের উপদেশ রহিয়াছে। কেননা, 'বিচিত্র চেতনাচেতনাকারে আমিই বহু হইব, এবং জন্মিব', এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিই এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥

কেবল যে, প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও অভিধ্যার (চিন্তার) উপদেশ হইতেই ব্রহ্মের উক্ত উভয়বিধ কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে ; সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পঠিত আছে। [যথা—] 'জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল ? সত্যসংকল্প পরমেশ্বর যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? এবং সমস্ত জগৎ ধারণকরতঃ যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন ? [উত্তর—] 'হে সুধীগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি—ব্রহ্মই বন (কার্য্য), এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন। যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান

অত্র হি স্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ কিমুপাদানং কানি চোপকরণানীতি লোকদৃষ্ট্যা পৃষ্টে সকলেতরবিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগো ন বিরুদ্ধঃ, ইতি ব্রহ্মৈবোপাদানমুপকরণানি চেতি পরিহৃতম্ ; অতশ্চোভয়ং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥২৫॥

আত্মকৃতেঃ ॥১॥৪॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মকৃতেঃ (আপনাকেই নানাকারে পরিণত করায়)।]

[সরলার্থঃ—"সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়", "তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত", ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণ এব কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বং চ অবগম্যতে ; অতশ্চ তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বম্—উভয়মপি সিধ্যতীতি ভাবঃ।

'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', এখানে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বিচিত্রাকারে পরিণত করার কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এক ব্রহ্মই নিমিত্তও বটে, উপাদানও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥]

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [তৈত্তি° আন° ৬।২] ইতি সিসৃক্ষুত্বেন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি সৃষ্টেঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চপ্রতীয়তে, ইত্যাত্মন এব বহুত্বকরণাৎ তস্যৈব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ প্রতীয়তে। অবিভক্তনামরূপ (*) আত্মা কর্ত্তা, স এব বিভক্তনামরূপঃ কার্য্যম্, ইতি কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ন বিরোধঃ। স্বয়মেবাত্মানং তথা অকুরুতেতি নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥১॥৪॥২৬॥

করিয়াছিলেন।' এখানে লৌকিক ব্যবহারানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপাদান কি? এবং উপকরণ (সাধনসমূহ) কি ? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, সর্ব্বপদার্থ বিলক্ষণ ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি থাকা বিরুদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মকেই উপাদান ও উপকরণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিবচন প্রদান করা হইয়াছে ; এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়প্রকার (নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতিতে, যিনি সৃষ্টির ইচ্ছুক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; 'তিনি নিজেই নিজেকে [বহুরূপ] করিয়াছিলেন', এখানে প্রস্তাবিত সেই ব্রহ্মেরই সৃষ্টিকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতীত হইতেছে ; অতএব, আপনাকেই বহুভাবে প্রকটিত করায় তাঁহারই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছে। আত্মা হইতে যখন নাম ও রূপ পৃথক্ না থাকে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই থাকে, তখনই আত্মা হয় কর্ত্তা ; আর যখন নাম ও রূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন হয় কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং [একেরই] কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বে কোন বিরোধ হইতেছে না। আর আপনিই যখন আপনাকে সেইরূপ (কার্য্যাকারে পরিণত) করিলেন, তখন তিনি ত নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ কারণই বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥

(*) এব কর্ত্তা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্ম", "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ", "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" ইতি স্বভাবতো নিরস্তসমস্তচেতনাচেতনবর্ত্তিদোষগন্ধস্য নিরতিশয়জ্ঞানানন্দৈকতানস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিচিত্রানন্তাপুরুষার্থাস্পদ-চিদচিন্মিশ্র-প্রপঞ্চরূপেণাত্মনো বহুভবনসঙ্কল্পপূর্ব্বকং বহুভবনং (*) কথমুপপদ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

পরিণামাৎ ॥১॥৪॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু)।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্ম হি নিত্যনিরবদ্যজ্ঞানানন্দাদিস্বরূপং, জগচ্চ তদ্বিপরীতম্; প্রকৃতিবিকারয়োশ্চ তুল্যরূপত্বনিয়মাব্যভিচারাৎ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে বিরোধ এব প্রসজ্যতে; ইত্যত আহ—"পরিণামাৎ" ইতি। অবিভক্তনামরূপাতিসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরকং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব 'বিভক্তনামরূপচিদচিদ্বস্তুশরীরকঃ ভবেয়ং' ইতি সংকল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমতে, ইতি 'তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে; ততশ্চ, অবিভক্তানামেব নামরূপাণাং স্বতো বিভজ্য জগদাকারেণ পরিণমনাৎ স্বস্য চ কূটস্থরূপেণৈব তদনুপ্রবেশাৎ নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্যনির্দ্দোষ জ্ঞান ও আনন্দময়, আর দৃশ্যমান জগৎ যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অথচ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের সমানরূপতাও যখন অপরিহার্য্য নিয়মসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—না—পরিণামই ইহার কারণ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই স্বীয় শরীরস্থানীয় নামরূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথক্রূপে পরিণত করেন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন; সুতরাং উক্ত বিরোধের সম্ভাবনাই নাই॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥]

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ', '[ব্রহ্ম নিষ্পাপ, এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত', 'নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দ্দোষ ও শান্তস্বভাব', 'সেই এই মহান্ আত্মা জরামরণবর্জ্জিত', ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই চেতনাচেতনগত সমস্ত দোষ-সংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সর্ব্বাতিশয় জ্ঞান ও আনন্দসার, তখন তাঁহার যে,স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পুরুষের অপ্রার্থনীয় অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত জগদাকারে বহুরূপে পরিণত করা, ইহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"পরিণামাৎ।"

(*) বহুত্বকরণম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

পরিণামস্বাভাব্যাৎ ; নাত্রোপদিশ্যমানস্য পরিণামস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, প্রত্যুত নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। এবমেব হি পরিণাম উপদিশ্যতে ; অশেষহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানং স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পমবাপ্তসমস্তকামমনবধিকাতিশয়ানন্দং স্বলীলোপকরণভূতসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতশরীরতয়া তদাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম স্বশরীরভূতে প্রপঞ্চে তন্মাত্রাহঙ্কারাদিকারণপরম্পরয়া তমঃ-শব্দবাচ্যাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্ত্বেকশেষে সতি, তমসি চ স্বশরীরতয়া পৃথগ্‌বিনির্দ্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা স্বস্মিন্নেকতামাপন্নে সতি, তথাভূততমঃশরীরং ব্রহ্ম 'পূর্ব্ববৎ বিভক্তনামরূপ-চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যাম্' ইতি সঙ্কল্প্য অপ্যয়ক্রমেণ জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ।

তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মকত্বং চ আম্নায়তে—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ"

["পরিণামাৎ" অর্থ—] পরিণামস্বভাবত্ব হেতু। অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে, পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না; বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হয়। এইরূপই পরিণামের উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-পরম্পরাক্রমে একমাত্র 'তমঃ'শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম অচেতন বস্তুস্বরূপমাত্রে পরিণত হয়; সেই তমঃও আবার ব্রহ্মেরই শরীর; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য, এরূপ অতিসূক্ষ্ম দশাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায়; তাহার পর, তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন, এবং সর্ব্বপ্রকার উপাদেয়-কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর সর্ব্ববস্তু-বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পূর্ণকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম আনন্দস্বরূপ, লীলার উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই 'আমি পুনশ্চ পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় নামরূপ-বিভাগসম্পন্ন চেতনাচেতশরীরধারী হইব', এইরূপ মনস্থ করিয়া প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎশরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট পরিণাম, (অন্যপ্রকার নহে)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ঠিক এইরূপই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর বলিয়া এবং ব্রহ্মও সে সমুদয়ের আত্মা বলিয়া পঠিত আছেন—'যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না; পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'জল যাঁহার শরীর,

[বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য "যস্যাপঃ শরীরং, যস্যাগ্নিঃ শরীরং, যস্যান্তরিক্ষং শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্য দ্যৌঃ শরীরং, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, যস্য দিশঃ শরীরং, যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্য তমঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যস্য প্রাণঃ শরীরং, যস্য বাক্ শরীরং, যস্য চক্ষুঃ শরীরং, যস্য শ্রোত্রং শরীরং, যস্য মনঃ শরীরং, যস্য ত্বক্ শরীরং, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যস্য রেতঃ শরীরম্" ইত্যেবমন্তেন কাণ্বপাঠে; মাধ্যন্দিনে তু পাঠে বিজ্ঞানস্য স্থানে "যস্যাত্মা শরীরম্" ইতি বিশেষঃ। লোক-যজ্ঞ-বেদানাং পরমাত্মশরীরত্বমধিকম্। সুবালোপনিষদি চ পৃথিব্যাদীনাং তত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেঽনুক্তানামপি তত্ত্বানাং শরীরত্বম্, ব্রহ্মণ আত্মত্বঞ্চ শ্রূয়তে—"যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্য চিত্তং শরীরং, যস্যাব্যক্তং, শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইতি। অত্র—মৃত্যু-শব্দেন পরমসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু-তমঃ-শব্দবাচ্যমভিধীয়তে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি তস্যামেবোপনিষদি ক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সর্ব্বেষামাত্মনাং

অগ্নি যাঁহার শরীর, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর, বায়ু যাঁহার শরীর, দ্যুলোক যাঁহার শরীর, আদিত্য যাঁহার শরীর, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, চন্দ্র ও তারাগণ যাঁহার শরীর, আকাশ যাঁহার শরীর, তমঃ (অতিসূক্ষ্মভূত) যাঁহার শরীর, তেজঃ যাঁহার শরীর, সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর, প্রাণ যাঁহার শরীর, বাক্ যাঁহার শরীর, চক্ষুঃ যাঁহার শরীর, শ্রোত্র যাঁহার শরীর, মনঃ যাঁহার শরীর, ত্বক্ যাঁহার শরীর, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, রেতঃ যাঁহার শরীর' ইতি। ইহা গেল কাণ্বশাখীয় পাঠ; কিন্তু মাধ্যন্দিন শাখাতে 'বিজ্ঞান' স্থানে 'আত্মা যাঁহার শরীর' এইমাত্র পাঠগত বিশেষ আছে; অধিকন্তু লোক, যজ্ঞ এবং বেদকেও পরমাত্মার শরীর বলা হইয়াছে। সুবালোপনিষদেও পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যকে অনুক্ত তত্ত্বগুলিকেও শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার আত্মা রূপে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। যথা—'বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অহঙ্কার যাঁহার শরীর, চিত্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু'শব্দে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম অচেতনপদার্থ ই অভিহিত হইতেছে; কারণ, সেই উপনিষদেই 'অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তমে লীন হয়', এইরূপ লয়ক্রম পরিজ্ঞাত হইতেছে। সেই তমই সমস্ত

জ্ঞানাবরণানর্থ-মূলত্বেন তদেব হি তমো মৃত্যুশব্দব্যপদেশ্যম্। সুবালোপনিষদি এবং ব্রহ্মশরীরতয়া তদাত্মকানাং তত্ত্বানাং ব্রহ্মণ্যেব প্রলয় আম্নায়তে—"পৃথিবী অপ্সু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্তে, তেজো বায়ৌ লীয়তে, বায়ুরাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্মহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি" ইতি। অবিভাগাপত্তি-দশায়ামপি চিদচিদ্বস্তুতিসূক্ষ্মং সকর্ম্মসংস্কারং তিষ্ঠতীত্যুত্তরত্র বক্ষ্যতে—"ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৫] ইতি।

এবং স্বস্মাদ্বিভাগব্যপদেশানর্হতয়া পরমাত্মন্যেকীভূতাত্যন্তসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরাৎ একস্মাদেব অদ্বিতীয়াৎ নিরতিশয়ানন্দাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্যসংকল্পাৎ ব্রহ্মণো নামরূপবিভাগার্হ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া বহুভবন-সংকল্পপূর্ব্বকো জগদাকারেণ পরিণামঃ শ্রূয়তে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি° আন° ৫-২] "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি° আন° ৭-৭] "সোহকাময়ত

আত্মার জ্ঞানাবরণ দ্বারা অনর্থ-সম্পাদনের মূলীভূতকারণ, এইজন্য 'মৃত্যু'শব্দেও উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ সেই সুবালোপনিষদেই ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মাত্মক তত্ত্বসমূহের ব্রহ্মেই বিলয় উক্ত হইতেছে—'পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সমূহ আবার ভূতাদি-অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতায় (পরমাত্মায়) একীভূত হয়।' অবিভাগাবস্থায়ও যে, অতিসূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কারবিশিষ্টরূপেই অবস্থিতি করে, তাহাও পশ্চাৎ—'যদি বল, বিভাগ না থাকায় [সৃষ্টির প্রারম্ভে] কর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না; না—তাহাও বলিতে পার না; [সৃষ্টির] অনাদিত্ব নিবন্ধনই এইরূপ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয়, এবং এইরূপ উপলব্ধিও হইয়া থাকে।' এই সূত্রে কথিত হইবে।

এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে বিভাগ-ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত অত্যন্ত সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরধারী, সর্ব্বাতিশয় আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প এক অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মেরই যে, বহুরূপ প্রাপ্তির জন্য সংকল্পপূর্ব্বক নাম-রূপবিভাগযোগ্য চেতনাচেতনাত্মক স্থূলবস্তুময়শরীরবিশিষ্টরূপে জগদাকারে পরিণাম, তাহা আরও বহু স্থলে শ্রুত হইতেছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আনন্দময়।'

বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তম্ চ নিলয়নং চানিলয়নং চ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৬-২] ইতি। অত্র তপঃশব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্য্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" [মু০ ১।১।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রাক্ সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ। তথৈব হিব্রহ্ম সর্ব্বেষু কল্পেষ্বেকরূপমেব জগৎ সৃজতি।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো সুবঃ" [তৈত্তি০ নারা০ ৬-২৪],
"যথর্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব, তথা ভাবা যুগাদিষু"।
[বিষ্ণু০ পু০ ১।৫।৬৫] ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।

তদয়মর্থঃ—স্বয়মপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানানন্দস্বভাবোঽত্যন্তসূক্ষ্মতয়া অসৎকল্প-স্বলীলোপকরণচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তন্ময়ঃ পরমাত্মা বিচিত্রানন্তক্রীড়নকোপা

'ইনিই অপরকে আনন্দিত করেন', 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহা সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপ হইলেন, এবং নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন (যাহাতে বিলীন হয়) ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অসত্য হইলেন।' এখানে 'তপঃ'শব্দে পূর্ব্বকল্পীয় জগতের স্বরূপ পর্য্যালোচনারূপ জ্ঞানই অভিহিত হইতেছে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'জ্ঞানই যাঁহার (ব্রহ্মের) তপঃ।' ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির প্রথমে জগতের পূর্ব্বতন আকৃতি আলোচনা করিয়া তখনও তদনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, সমস্ত কল্পেতে সেই একই রূপ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিস্মৃতি হইতেও জানা যাইতেছে—'বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন।' 'পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেরূপ বিভিন্নপ্রকার পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋতুচিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যুগের আদিতে [পূর্ব্বকল্পীয়] পদার্থসমূহও তদ্রূপ [দৃষ্ট হয়]।'

অতএব, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—[প্রলয়কালে] পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাচেতন-বস্তুময়শরীরটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ অসৎ বলিয়াই পরিগণিত হয়, এইজন্য স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনন্তবৈচিত্র্যময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুৎপাদনের

দিৎসয়া স্বশরীরভূত-প্রকৃতিপুরুষসমষ্টি-পরম্পরয়া মহাভূতপর্য্যন্তমাত্মানং তত্তচ্ছরীরকং পরিণময্য তন্ময়ঃ পুনঃ সত্ত্যচ্ছব্দবাচ্য-বিচিত্রচিদচিন্মিশ্র-দেবাদিস্থাবরান্ত-জগদ্রূপোঽভবদিতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ,তদনুপ্রবিশ্য",[তৈত্তি০ আন০ ৬-৩] ইতি কারণাবস্থায়ামাত্মতয়াবস্থিতঃ পরমাত্মৈব কার্য্যরূপেণ বিক্রিয়মাণদ্রব্যস্যাপ্যাত্মতয়া অবস্থায় তত্তদভবদিত্যুচ্যতে। এবং পরমাত্ম-চিদচিৎ-সঙ্ঘাতরূপজগদাকারপরিণামে পরমাত্ম-শরীরভূতচিদংশগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থাঃ; তথাভূতাচিদংশগতাশ্চ সর্ব্বে বিকারাঃ; পরমাত্মনি কার্য্যত্বম্; তদবস্থয়োস্তয়োর্নিয়ন্তৃত্বেনাত্মত্বম্; পরমাত্মা তু তয়োঃ শরীরভূতয়োর্নিয়ন্তৃতয়াত্মভূতস্তদ্গতাপুরুষার্থৈর্ব্বিকারৈশ্চ ন স্পৃশ্যতে; অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দময়ঃ সর্ব্বদৈকরূপ এব জগৎপরিবর্ত্তনলীলয়াবতিষ্ঠতে। তদেতদাহ—"সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" ইতি। বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণ বিক্রিয়মাণমপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ—নিরস্তনিখিলদোষগন্ধমপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানানন্দমেকরূপমেবাভবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি চিদচিদ্বস্তূনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি; সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্দ্বৈপায়ন-পরাশরাদিভিরুক্তম্।

ইচ্ছায় স্বীয় শরীরস্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়পরম্পরাক্রমে মহাভূতপর্য্যন্ত আপনাকে বিশেষ বিশেষ শরীরাকারে পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাত্মক বিচিত্র চেতনাচেতনসমন্বিত—দেবতা হইতে স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত জগদাকারে পরিণত হইলেন। 'তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া', এই বাক্যে কথিত হইতেছে যে, জগতের কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্মাই কার্য্যাকারে পরিণমমান বস্তুরও আত্মারূপে অবস্থান করিয়া তত্তৎবস্তুস্বরূপ হইয়াছিলেন। পরমাত্মার উক্তপ্রকারে যে, চেতনাচেতনসমষ্টিরূপ জগদাকারে পরিণাম, তাহাতে পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবের প্রকৃত মঙ্গলকর নহে; এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতনপদার্থগত সমস্ত বিকার (পরিণাম), পরমাত্মগত কার্য্যত্ব এবং সেই অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মত্ব; স্বশরীরভূত সেই চেতনাচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মস্বরূপ পরমাত্মা কিন্তু স্বশরীরগত উক্ত অনর্থরাশি ও বিকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না; পরন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকিয়া জগতের পরিবর্ত্তনরূপ লীলা সম্পাদন করত অবস্থান করেন। এই কথাই 'সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সত্য ও অসত্যস্বরূপ হইলেন' বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] ব্রহ্ম চেতনাচেতনরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দোষসম্বন্ধশূন্য ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে একরূপই ছিলেন। সূক্ষ্মাবস্থাপন্নই হউক,

"অব্যক্তাদি বিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতম্।
ক্রীড়া হরেরিদং সর্ব্বং ক্ষরমিত্যুপধার্য্যতাম্॥"

"ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়" [বিষ্ণু, পু০ ১।২।১৮] "বালঃ ক্রীড়নকৈরিব" [বায়ুপু০ উত্তর০,৩৬।৯৬] ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ— "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৩৩] ইতি। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" [শ্বেতা০৪।৯] ইতি ব্রহ্মণি জগদ্রূপতয়া বিক্রিয়মাণেঽপি তৎপ্রকারভূতাচিদংশগতাঃ সর্ব্বে বিকারাস্তৎপ্রকারভূত-ক্ষেত্রজ্ঞগতাশ্চাপুরুষার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়োর্ব্রহ্মশরীরভূতয়োস্তদানীং তথা নির্দ্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা ব্রহ্মণৈকীভূতয়োরপি ভেদেন ব্যপদেশঃ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ। তথাচ মানবং বচঃ—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ" [মনু০ ১।৮]

আর স্থূলাবস্থাপন্নই হউক, চেতনাচেতন সমস্তই পরব্রহ্মের লীলোপকরণ। সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য যে, ভগবানেরই লীলা, তাহা ভগবান্ দ্বৈপায়ন এবং পরাশর প্রভৃতিও বলিয়াছেন—

'পরিণামসংযুক্ত অব্যক্তাদি বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূল বিকার পর্য্যন্ত) এই সমস্তই হরির ক্রীড়া; ইহাকে 'ক্ষর' বলিয়া অবধারণ করিবে।' 'তাঁহার চেষ্টাকেও (ব্যাপারকেও) ক্রীড়াশীল বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে'; 'বালক যেমন ক্রীড়নক (পুতুল) দ্বারা [খেলা করে]' ইত্যাদি। [সূত্রকারও] বলিবেন—'লোকব্যবহারের ন্যায় সৃষ্টি কেবল ঈশ্বরের লীলা মাত্র', 'মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি করেন; অন্যে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশ্বেই) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়'। এখানে বলা হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, তৎসমস্তই তাঁহার শরীরস্থানীয় অচেতনাংশে প্রতিষ্ঠিত; আর যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই পরমাত্মশরীরস্থানীয় ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ। এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মের শরীরভূত, অথচ তৎকালে ঐরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ঐরূপে ভেদব্যপদেশ করা হইয়াছে; কারণ, তাহা হইলেই 'তিনি নিজেই আপনাকে [জগদ্রূপে পরিণত] করিলেন', ইত্যাদির সহিত একার্থতা রক্ষা পায়। সেইরূপ মনুবচনও আছে—'তিনি (ঈশ্বর) আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমতঃ জলই সৃষ্টি করিলেন, এবং তন্মধ্যে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন'। অতএব, ব্রহ্মের

ইতি। অতএব ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্ব-নির্ব্বিকারত্বশ্রুতয়শ্চোপপন্নাঃ। অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনিঃ (উপাদানকারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত) হন।]

[সরলার্থঃ—'হি—যস্মাৎ "যদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ", "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্" ইত্যাদিষু পরমাত্মা যোনিঃ চ উপাদানকারণত্বেনাপি গীয়তে কীর্ত্ত্যতে। যোনিশব্দশ্চ নিয়তোৎপত্তিকারণে উপাদানকারণে এব নিরূঢ়ঃ; তস্মাৎ পরমেশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্ববৎ উপাদানকারণত্বমপি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু 'ধীরগণ যে ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের উপাদানকে) দর্শন করিয়া থাকেন', জগৎ-কর্ত্তা ও ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে [দর্শন করেন]', ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের উপাদান কারণ বলিয়াও পঠিত আছেন; অতএব তিনি কেবল নিমিত্তকারণ নহে, উপাদান কারণও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥]

ইতশ্চ জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ব্রহ্ম, যস্মাৎ যোনিত্বেনাপি অধীয়তে "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" [মুণ্ড০ ৩। ১। ৩] ইতি। "যদ্ ভূত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১। ১। ৬] ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ উপাদানবচন ইতি "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" [মুণ্ড০ ১। ১। ৭] ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥ [সপ্তমং প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥ ৭]

[সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্।]

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) সর্ব্বে (সমস্ত) বেদান্তাঃ (বেদান্তবাক্য) ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল)।]

[সরলার্থঃ—এতেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদিনা—"যোনিশ্চ হি গীয়তে" ইত্যন্তেন প্রদর্শিতেন ন্যায়েন সর্ব্বে বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতা ইত্যর্থঃ। "ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ" পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে যে ন্যায় প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নির্ণীত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥]

নির্দ্দোষত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপন্ন হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, (প্রকৃতি নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ [সপ্তম প্রকৃত্যধিকরণ সমাপ্ত। ৭ ॥]

এতেন পাদচতুষ্টয়োক্তন্যায়কলাপেন, সর্ব্ববেদান্তেষু জগৎকারণপ্রতি-

সর্ব্বব্যাধিকরণন্। পাদনপরাঃ সর্ব্বে বাক্যবিশেষাঃ চেতনাচেতনবিল-ক্ষণ-সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তি-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ব্যাখ্যাতাঃ। "ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥১॥৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যেহেতু তিনি যোনিরূপেও পঠিত হন। [যথা—] জগতের কর্ত্তা, ঈশ্বর ও উপাদান ব্রহ্ম পুরুষকে [দর্শন করেন]', এবং 'ধীরগণ যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন' ইতি। 'যোনি'শব্দ যে উপাদানকারণবাচক, তাহা বাক্যশেষগত 'উর্ণনাভি যেমন সৃষ্টি ও উপসংহার করে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

উক্ত পাদচতুষ্টয়ে যে সমস্ত ন্যায় অর্থাৎ যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণ-প্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমুদয়ের যে, চেতনাচেতনবিলক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকারণপ্রতিপাদনই তাৎপর্য্য, তাহা নির্ণীত হইল। অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচনার জন্য 'ব্যাখ্যাত' শব্দের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ [সর্ব্বব্যাখ্যাননামক অষ্টম অধিকরণ ॥ ৮]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ ৪ ॥
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র—৩২। অধিকরণ—১১।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৩৩। অধিকরণ—১১।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৪৪। অধিকরণ—১০।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—২৯। অধিকরণ ৮।

তৃতীয় খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য

সমেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০—চৈত্র

PRINTED AT THE "COTTON PRESS," 57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.
BY JYOTISH CHANDRA GHOSH.

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

প্রথম পাদে—

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত]।

তৃতীয় পাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

স্মৃত্যধিকরণম্।

স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বল), ন (না—বলিতে পার না), অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অন্যস্মৃতির—মনু প্রভৃতির অনবকাশ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমেঽধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[সূত্রস্য সরলার্থঃ,—[পূর্ব্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-দর্শনস্য, অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্য প্রসঙ্গঃ ভবতীতি চেৎ—যদি উচ্যেত ? তৎ ন বক্তব্যম্ ? কুতঃ ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্য-স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্যাসাং মনুপ্রভৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসজ্যেত ? অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সফলত্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত ; তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেঽপি, তদ্বিরোধি-মনুপ্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং বিষয়ো বিলুপ্যেত—বিফলত্বং আপদ্যেত। অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্য সফলত্ব-রক্ষায়ৈ বেদান্তোক্তঃ ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে। এখন, প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই উহার মুখ্য অর্থ, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে গেলেও মনুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।]

অনুবাদ।

প্রথমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও পৃথক্

তদ্বিযুক্তাচ্চ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদ্যপুরুষার্থগন্ধম্ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং সর্ব্বান্তরাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্যার্থস্য সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্ বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধাৎ শ্রুতেরন্যপরত্বং? উক্তং হি—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ"। [জৈমিনি সূ০, ১।৩।৩] (*) ইতি শ্রুতি-বিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্? সত্যম্, "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্গায়তি।" ইত্যাদিষু স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

---

প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন।

এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র অসীম জ্ঞানও আনন্দ-পূর্ণ, অপরিমিত উদার-গুণের সাগর, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরাত্মরূপী পর ব্রহ্ম; তিনিই বেদান্ত বেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বারিত বা বাধিত হইতে পারে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ কপিল-প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইতেছে। (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ শ্রুতির অন্যপরত্ব, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যের অন্যথা হয় কিরূপে? যে হেতু, 'শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়, অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতির আদর বা প্রাধান্য থাকে না।' এই জৈমিনি-সূত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে? হ্যাঁ, 'ঔদুম্বরী (যজ্ঞীয় দ্রব্য) স্পর্শ করিয়া গান করিবে।' ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই শ্রুতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) "অসতি হ্যনুমানং" ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্যার্থস্তু—শ্রুত্যা সহ অনুমানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি অনুমানং (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়, কিন্তু, শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে সকল শাস্ত্র শ্রুতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্য-শাস্ত্রও শ্রুতি-মূলক; এই কারণে 'স্মৃতি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্ব্বল। এই নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা উপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোদ্ধৃত জৈমিনিসূত্রেও এই কথাই বিবৃত আছে।

বেদ্যস্য তত্ত্বস্য দুরববোধত্বেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি 'অয়ম্ অর্থ' ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদুক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূতাগ্নিহোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতিস্মৃতীতিহাস-পুরাণেষু "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্তত্বেন সংকীর্ত্তিতেন পরমর্ষিণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধিত্বেনোপনিবদ্ধ-স্মৃত্যুপবৃংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভির্বেদান্তার্থনিশ্চয়াযোগাৎ, যথাশ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীতায়াঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সকলায়া এবানবকাশত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ব্রহ্মৈক-কারণত্ববাদিনীনাম্ এবং সত্য-

---

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এস্থলে, বেদান্ত-বেদ্য তত্ত্বটী দুর্জ্ঞেয়, এবং 'ইহাই' যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, সুতরাং, পরমর্ষি-(কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা উক্ত শ্রুতির অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-(স্বর্গাদি ফল-) সাধনরূপে উপদিষ্ট 'অগ্নিহোত্র', 'দর্শপূর্ণমাস' ও 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি '[প্রথম] প্রসূত কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'আপ্ত' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন-প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত হইতে পারে না; অথচ, যথাশ্রুত (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির অনবকাশত্ব বা নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, সুতরাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই যে, বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও ধর্ম্ম-

---

(*) তাৎপর্য্য;—যূপের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় দ্রব্যের নাম "ঔদুম্বরী।" স্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'সমস্তটা ঔদুম্বরী বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে।' আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া স্তোত্র গান করিবে।' এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদুম্বরীর সমস্ত অংশ বেষ্টন করিলে, আর শ্রুতির আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না। কারণ; এখানে স্পর্শ অর্থে সাক্ষাৎ স্পর্শই বুঝিতে হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টন করা চলে না। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিরুদ্ধে স্মৃতি অনাদরণীয়। অতএব, শ্রুতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেষ্টনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে।

নবকাশত্ব-দোষপ্রসঙ্গ ইতি? ধর্ম্ম-প্রতিপাদন-দ্বারেণ প্রাচীনভাগোপবৃংহণ-এব সাবকাশত্বাৎ। অস্যাস্তু কৃৎস্নায়াস্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরত্বাৎ, তথান-ভ্যুপগমেঽনবকাশত্বমেব স্যাৎ। তদিদমাশঙ্কতে—"স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ্" ইতি।

অত্রোত্তরম্,—"ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্" ইতি। অন্যা হি মন্বাদি-স্মৃতয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি। যথাহ মনুঃ,—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি-বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ ॥ [মনুঃ, ১।৬]
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি ॥

ভগবদ্গীতাসু চ,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। [গীতা, ১।৬]
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" [গীতা, ১০।৮] ইতি চ।

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সফল হইবে। পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই কেবল তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর; সুতরাং সেই অংশটুকু অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এই দোষই "স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ," 'অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ ঘটে,' এই বাক্যে আশঙ্কিত হইয়াছে।

ইহার উত্তর—"ন,—অন্য-স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গাৎ।" অর্থাৎ না,—এই দোষ হয় না; কারণ, তাহা হইলে অন্য স্মৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু প্রভৃতির স্মৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। মনু বলিয়াছেন, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভু (হিরণ্যগর্ভ) (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে স্বশক্তি-সংযোগ করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ 'তমোনুদ' অর্থাৎ প্রলয়-কালীন অন্ধকাররাশি বিধ্বস্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীর্য্য বা স্বশক্তি সমর্পণ করিলেন।'

ভগবদ্গীতায় আছে,—'আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয়।' 'আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমা হ'তেই সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়।'

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্ব্বণি, ১৮২।১]—

"কুতঃ সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।

প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥" ইতি।

পৃষ্ট আহ,—"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।" ইতি।

তথা,—"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।" ইতি।

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে।" ইতি চ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্।

স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণুপু°, ১।২।৩৫] ইতি।

আহ চাপস্তম্বঃ,—"পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্ব-গুহাশয়স্য,
ন হন্যমানস্য বিকল্মষস্য।"

ইত্যারভ্য,—"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে,
স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ ॥" ইতি।

যদি কপিল-স্মৃত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সর্ব্বাসাং স্মৃতীনামনবকাশত্বরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ।

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

---

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—'হে পিতামহ! (ভীষ্মদেব,) স্থাবর-জঙ্গমময় এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হয়? এবং প্রলয়-কালেইবা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা আমাকে বলুন।' জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—'অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য) নারায়ণই জগন্মূর্ত্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।'

আরও (আছে),—'হে দ্বিজবর! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' 'হে ব্রহ্মন্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন হয়।' ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—'এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্ত্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ।'

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—'এই প্রাণিগণ, সর্ব্ব বস্তুর অন্তরস্থ, অবিনশ্বর ও নিষ্পাপ (বিষ্ণুর) শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্ব্বিকার, এবং তিনিই নিত্য।' ইতি।

যদি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে, উল্লিখিত সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিষয়ীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশদ্যায় অল্প-শ্রুতানাং প্রতিপত্তৄণাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্। তথাপি, তদর্থানুসারিণীনামাপ্ততম-প্রণীতানাং বহ্বীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানামনবকাশতা মা প্রসাঙ্ক্ষীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরুপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্। তচ্চ, বিরুদ্ধার্থয়া স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্তুম্। নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-ধর্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনত্বেন ধর্ম্মান্ বিদধতীনাম্ এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে সতি তদারাধনভূত-ধর্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মর্য্যতে,—
"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু (ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জন্য ঐ বিষয়টী বিশদ বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও উচিত হউক; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অনবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা বারণের নিমিত্তও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-কৃত সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত।

'উপবৃংহণ' অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা। তাহা ত বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না। আর, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মাংশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করায় যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে; তবে, সেই ভগবানের আরাধনোপায়—ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কর্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহিত হইয়াছে,—'যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্রূপে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—'স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতঃ। পূজিতস্তদ্বিধৈর্নিত্যং আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥' অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত, রাগ ও দ্বেষ রহিত, এবং ঐরূপ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত, তাদৃশ ব্যক্তিকে 'আপ্ত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দ্দোষ, সুতরাং বিশ্বাস্য ও আদরণীয়।

ধ্যায়েৎ নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু।
ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেহাবর্ত্ততে পুনঃ। [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]
যৈঃ স্বকর্ম্ম-পরৈ র্নাথ! নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে।" [ব্রহ্ম পু০, ৩।৫]
ইতি।

নচৈহিকামুষ্মিক-সাংসারিকফল-সাধন-কর্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতাসাং-সাবকাশত্বং, যতস্তেষামপি কর্ম্মণাং পরম-পুরুষারাধনত্বমেব স্বরূপম্। যথোক্তম্,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।" [গীতা ৯।২৪] ইতি।
তথা,—যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত!
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥" [বিষ্ণু পু০, ২।৩।১৫] ইতি।

যদুক্তম্, "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইতি কপিলস্যাপ্ততয়া সংকীর্ত্তনাৎ তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপনং ন্যায্যমিতি। তদসৎ,

---

(মুক্তি) লাভ করে॥ স্নানাদি কর্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে; [তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না॥ হে নাথ! (ভগবন্!) যাহারা স্বকর্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে॥'

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত কর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের আরাধনাই ঐ সকল কর্ম্মের স্বরূপ। যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, 'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন,) যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে। [জানিবে,] তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই অর্চ্চনা করে। অর্থাৎ তাহারা আমার অর্চ্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অধিপতি)। কিন্তু, কর্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত হয়॥' আরও আছে,—'হে সর্ব্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সর্ব্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছ। এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর॥'

আর যে; "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," এই শ্রুতিতে কপিলকে 'আপ্ত' পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ শ্রুতি-স্মৃতিষু সর্ব্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন সং-কীর্ত্তনাৎ তৎ-প্রণীতেন লোকায়তেন শ্রুত্যর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ স্যাৎ কপিলস্য স্বযোগ-মহিম্না বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেস্তৎস্মৃত্যনু-সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। **ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেষাং (মনু প্রভৃতির, স্মৃতিতে), চ (ও), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা যায় না)।]

'চ'-শব্দঃ 'তু'-শব্দার্থশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। ইতরেষাং মন্বাদীনাং বহূনাং স্বযোগ-মহিম-সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগদ্ভেষজভূত-স্ববাক্যার্থতয়া "যদ্ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেষজম্," ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তত্ত্বানুপলব্ধেঃ শ্রুতি-বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধির্ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চা-লয়িতুং শক্যতইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেষাং যোগবলেন সর্ব্বতত্ত্ব-দর্শিনাং মন্বাদীনাং সাংখ্যোক্ত-তত্ত্বানাং অনুপলব্ধেঃ অদর্শনাৎ হেতোঃ তু সাংখ্য-স্মৃত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্ত্তব্যঃ।

অর্থাৎ যোগবলে সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মনু প্রভৃতিরা যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান নাই ; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না। ২।]

তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল হয় নাই ; কারণ : তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে (দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত 'লোকায়ত'-(নাস্তিক্য) মতানুসারেও শ্রুতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্মৃতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[সূত্রোক্ত] 'চ'-শব্দটী 'তু'-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে [প্রযুক্ত]। যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (ঈশ্বর) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের) যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ বলিয়া 'মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-রোগ-নিবৃত্তির] ঔষধ;' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ; সেই মনু প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) শ্রুতি বিরুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল)।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা। কা পুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যন্নিরাকরণায় ন্যায়াতিদেশঃ? যোগস্মৃতাবপি ঈশ্বরাভ্যুপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্য সর্ব্ব-বেদান্ত-প্রবর্ত্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্যা বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি।

পরিহারস্তু,---অব্রহ্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরাভ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়োরাত্মেশ্বরয়োর্ব্রহ্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি--সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাদ্, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তমোঽভি-

---

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানেই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল; বুঝিতে হইবে ॥৩॥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল। [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশে আবার পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল? (*) বরং, যোগ স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, মুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তত্ত্বে লোক প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ ন্যায্য হয়।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্মৃতিতে] অব্রহ্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায়; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, সুতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উত্তমরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের বরাত দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে।

ভবসম্ভবাচ্চ যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। **ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু), অস্য (ইহার জগতের), তথাত্বং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়) ।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে; যৎ সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে। অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন দুঃখাত্মকত্বেন চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাচ্চ তথাত্বং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে। "বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তিং, ২।৬।১]। "এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্থ অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-ধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যাৎ হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি। তথাত্বং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বংচ ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতু শব্দাৎ—'বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ' ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি এই জগৎ, নির্ব্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

'পুরাণ-শাস্ত্র' যেরূপ রজঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে। অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ন্যায্য হয় না ॥৩॥

(৪)। সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন। [বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), দুঃখাত্মকও চেতনাচেতনময়, সুতরাং তোমার অভিমত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-প্রভু, সর্ব্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র হইতেও তাহা জানা যায়। "বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ)"।

অর্পিতাঃ," [কৌষীত০, ৩।৮]। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭॥ মুণ্ড০, ৩।১।২]। অনীশশ্চাত্মা বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৮] ইত্যাদিভিঃ কার্য্যস্য হি জগতো ঽচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে।

যদ্ হি যৎ-কার্য্যম্, তৎ তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, মৃৎ-সুবর্ণাদি-কার্য্যং ঘট-রুচকাদি। অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্য্যত্বং ন সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং ভবিতুমর্হতি। অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি তর্কোঽনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং ক্বচিৎ ক্বচিদ্ বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপম্ ঊহাপরপর্য্যায়ং

'ঠিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার প্রাণের অধীন।' 'পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন মুগ্ধ হইয়া শোকান্বিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)' 'আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু হইয়া বিষয়ানুভব করে"। ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্য্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না। যেমন, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি। অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য্য হইতে পারে না। এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য-জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত। যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয়।

তর্ক কি? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক, বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্ত্তব্যতা-(কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; যাহার অপর নাম উহ। (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য্য, কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোঽধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ। বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার। (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্দ্ধারণ। (২) কারণের পর্য্যালোচনা। যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্ ; তদপেক্ষা চ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং সমানা। শাস্ত্রস্য তু বিশেষেণ আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সর্ব্বত্রৈব তর্কানুগ্রহাপেক্ষা। উক্তং চ মনুনা,—

"যস্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ," [১২।১৯।] ইতি।

তদেবং হি তর্কানুগৃহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-ইত্যুচ্যতে।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিতে সতি তৎকার্য্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুবৃত্তিরভ্যুপগম্যতে। যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ। শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না ; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্ব্বত্রই সমান। মনুও বলিয়াছেন, 'যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টাকরে, সে লোকই ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে, অপরে নহে।' এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি 'মন্তব্য' (মনন করিবে) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ চেতন ব্যক্তির ও

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নীরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে। আবার, অপর শ্রুতি বলিতেছেন যে, "বায়ব্যং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত" অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে। এখন এ বিরোধের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসায় পাপ নাই। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমটীতে বস্তুস্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ স্থাপিত হইল।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিবার পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে, (১) আকাঙ্ক্ষা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে, তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা। যেমন, 'গিয়াছিল' এই কথাটী শ্রবণমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা জানিবার ইচ্ছা হয় যে, 'কে' ও 'কোথায়' গিয়াছিল।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর সন্নিহিত থাকা। যেমন, 'রাম বনে গিয়াছিলেন।' ঐ তিনটী পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না; কারণ, 'আসত্তি' (নৈকট্য) নাই।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যান্তর্গত পদার্থের যে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা। যেমন, 'জলের দ্বারা স্নান করিতেছে।' জলের স্নান-সাধন ক্ষমতা আছে ; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া 'অগ্নির দ্বারা স্নান করিতেছে,' বলিলে ভুল হইবে, কারণ, দ্রব বস্তু ভিন্ন অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান হইতে পারে না।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থ জ্ঞানে তাৎপর্য্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটী বিশেষ কারণ) বক্তার অভিপ্রায় থাকিলে অযোগ্য পদার্থেরও অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলম্ভঃ, তথা ঘটাদিষ্বপি সদেব চৈতন্য-মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি । নৈতদুপপদ্যতে; যতো নিত্যানুপলব্ধিরসদ্ভাবমেব সাধয়তি । অতএব, চৈতন্য-শক্তিযোগোঽপি তেষু নিরস্তঃ । যস্য হি কচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্য্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি তৎ-কার্য্যশক্তিং ব্রুবাণো বন্ধ্যাসুত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিং ব্রূতাম্ ।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্তেশ্চৈতন্যস্য চানুদ্ভূতস্য সদ্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতা-প্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ । বিলক্ষণয়োর্হি কার্য্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব ন শক্যতে ।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্ জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ব্রূষে । ন তাবৎ সর্ব্বধর্ম্ম-

---

সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না। এই কারণেই চেতন ও অচেতন বিভাগ [শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]। এ কথা সঙ্গত হয় না; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি (কখনও প্রতীতি না থাকা) বিষয়ের অসত্তাই জ্ঞাপনকরে। এই কারণে, জগতে অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল। কোন অবস্থায় বা কোন কালেও যাহার যে কার্য্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বন্ধ্যার (যাহার সন্তান হয় না) পুত্রগণের সভায় তাহাদের জননীর সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতাও বলিতে পারে।

আরো এক কথা; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্য-শক্তি এবং সেই চৈতন্যের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত হইতে পারে; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। ফলকথা, বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা যায় না।

[ভাষ্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য্য) সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ। কার্য্য-কারণের সর্ব্বাংশে

সারূপ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ। ন হি মৃৎপিণ্ড-কার্য্যেষু ঘট-শরাবাদিষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তির্দৃশ্যতে।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সারূপ্যম্, তৎ জগদ্-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-লক্ষণং সম্ভবতি। তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্য স্বভাবস্য তৎকার্য্যেঽপ্যনুবৃত্তিঃ—কার্য্যস্য কারণ-সালক্ষণ্যম্। যেন হি আকারেণ মৃদাদিভ্যো হিরণ্যং ব্যাবর্ত্ততে, তদাকারানুবৃত্তিস্তৎকার্য্যেষু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনীক-জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনীক-স্বভাবম্, ইতি ন তদুপাদানম্।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেঽপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে; যথা চ অচেতনাদ্ গোময়াৎ চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তুঃ। নৈতদেবম্; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে না; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার পিণ্ডত্বাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সারূপ্য থাকা চাই? সত্তাদিরূপ তাদৃশ সারূপ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়, কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুবৃত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের কারণ-সারূপ্য (অন্যপ্রকার সারূপ্য নহে)। [অভিপ্রায় এই যে,] সুবর্ণ যে গুণের ফলে মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সুবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [এদিকে] ব্রহ্ম অত্যুত্তম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন; জগৎ ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবান্বিত, সুতরাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক (বিছা) জন্মধারণ করে, আর চেতন ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন সূত্র সমুৎপন্ন হয়। না,—ইহা ঠিক্ অনুরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, শ্রুতিতে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমতানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিষু শ্রূয়তে, (*) "তং পৃথিব্যব্রবীৎ", "আপো বা অকাময়ন্ত," [শ০ প০ ব্রা০ ৬।১।৩।২।৪]। "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং জগ্মুঃ," [বৃহদা০, ৬।১।৭] ইতি। নদী-সমুদ্র-পর্ব্বতাদীনামপি চৈতন্যং পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ), তু (শঙ্কানিবৃত্তি-সূচক), বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের প্রবেশ থাকায়।]

'তু'-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ "তং পৃথিব্যব্রবীৎ" ইত্যাদিষু পৃথিব্যাদিশব্দৈর্ব্যপদিশ্যন্তে। কুতঃ? বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলার্থঃ,—"মৃৎ অব্রবীৎ" ইত্যাদৌ তু মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ, "হন্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ," ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ, "অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।" ইত্যাদৌ অগ্ন্যাদীনাং মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ শ্রুতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ 'মৃত্তিকা বলিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনুপ্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল'। 'জল সমূহ কামনা করিয়াছিল।' 'সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।' পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্ব্বত প্রভৃতি জড়পদার্থেও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। সূত্রস্থ 'তু' শব্দটী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিবৃত্তি-সূচক। 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাদিতে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, 'আমি এই দেবতাত্রয়কে [নাম-রূপে অভিব্যক্ত করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে 'দেবতা'-শব্দে বিশেষিত করা

(*) 'শ্রূয়তে' ইতি (প) পাঠঃ।

পৃথিব্যাদয়ো ঽভিধীয়ন্তে। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" [ছান্দো°, ৬।৩।২।] ইতি তেজোঽবন্নানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে। "সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ"। "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা"। [কৌষীত°, ২।১৪] ইতি চ।

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ। "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্য-শ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ," [ঐত°, ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিত্বেনাগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। অতো জগতোঽচেতনত্বেন বিলক্ষণত্বাদ্‌ব্রহ্মকার্য্যত্বানুপপত্তেঃ তর্কানুগৃহীত-স্মৃত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তৈঃ প্রতি-পাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু)।]

'তু'-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি। তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ।

[সরলার্থঃ,—[বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, মধুপ্রভৃতিভ্যঃ কীটাদ্যুৎপত্তেঃ।

অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুদ্বয়েরও কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে। আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিরোধ করিতে করিতে [গিয়াছিলেন]। সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বপ্রাধান্য অবগত হইয়া,' ইত্যাদি। অনুগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা। "অগ্নিদেব বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন। বায়ুদেব প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা যায়; এই কারণে এই জগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তদ্বিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্মৃতির মতানুসারেই যে, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে।) ॥৫॥ এইরূপ পুর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা অপনয়নার্থ উত্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দের ফলে উক্ত পুর্ব্বপক্ষের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদের্বিলক্ষণস্য কৃম্যাদেস্তস্মাদুৎপত্তিঃ। নন্নুক্ত-মচেতনাংশএব কার্য্য-কারণভাবাত্তত্র সালক্ষণ্যম্। সত্যমুক্তম্; ন তাবতা কার্য্য-কারণয়োর্ভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ।

যথাকথঞ্চিৎ সালক্ষণ্যে সর্ব্বস্য সর্ব্ব-সালক্ষণ্যেন সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তিহেতুভূতস্যাকারস্যানুবৃত্তিঃ সালক্ষণ্যং ভবতাভ্যুপেতম্; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদ্যুৎপত্তৌ ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বং নানুপপন্নম্। ন হি মৃদ্-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিম্বিব বস্ত্বন্তর-ব্যাবৃত্তিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-বৃত্তির্মাক্ষিক-গোময়-কৃমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিদ্যমান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); ন (না-বলিতে পার না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ; (যে হেতু উহা নিষেধ মাত্র)।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তর্হি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্তা-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত, তৎ ন বাচ্যম্; কুতঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্য প্রতিষেধাৎ, নতু দ্রব্যৈক্যস্যাপীতিভাবঃ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্তারহিত হইয়া পড়ে। তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব সূত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সারূপ্যমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন না; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কৃমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হ্যাঁ, বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ-গত সারূপ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন না কোনরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই 'সালক্ষণ্য,' (যে কোন ধর্ম্মের অনুবৃত্তি নহে)। কিন্তু, মধু হইতে যে, কৃমি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, সে স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না। আর, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত মুকুটাদি কার্য্যে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেরূপ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়; (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন কৃমিতে ও গোময়-সম্ভূত বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই ত অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্য্যভূতাৎ জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্য্যং জগৎ ন বিদ্যতে, ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; নৈতদেবম্; কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি পূর্ব্বসূত্রেঽভিহিতম্, (*) ন তু কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্। কৃমি-মাক্ষিকয়োরপি হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরিব দ্রব্যৈক্যমস্ত্যেব ॥৭॥

তত্র চোদয়তি—

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতৌ (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবনা বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয়।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্ব্বকসৃষ্ট্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাত্মকত্বাৎ অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মণোঽপি জগত ইব বিকারিত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিরুদ্ধ-মিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্মও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে [ফলে-ফলে] কার্য্য ও কারণ, দুইটী পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই কার্য্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে]। অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়া পড়িল? (†) এরূপ যদি বল; [তদুত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার অসদুৎপত্তি দোষ হয় না; কারণ, পূর্ব্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য্য ও কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। আর যদিও (পূর্ব্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য; [তথাপি] কুণ্ডল ও সুবর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যত্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্ব্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক]

(*) পূর্ব্বসূত্রেঽভিপ্রেতম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কার্য্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের পৃথক্ভাবে নাম ও রূপ না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এখন যদি কার্য্যও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্য-সত্তা সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় ঘটাদি কার্য্য যখন বাহিরে অভিব্যক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অন্যত্রও যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে গুলিকে 'অসৎ' বলিতেই হইবে। অথচ 'অসৎ' পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

আসীৎ"। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" [ঐত০ ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যয়াবস্থোপদেশ-পূর্ব্বকত্বদর্শনাৎ সৃষ্ট্যাদেঃ। যদি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যৈক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যয়সৃষ্ট্যাদিষু সৎসু ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থান্বয়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি প্রসজ্যেরন্ সুবর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ। ততশ্চ বেদান্তবাক্যং সর্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" [মুণ্ড০ ১।১।৬]। "অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫]। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" [শ্বেতা০, ৬।৮]। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [শ্বেতা০, ৪।৬]। "অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-ভাবাৎ" [শ্বেতা০, ১।৮]। "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" [শ্বেতা০, ৪।৭], ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এষাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষাণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

'অসীতি'-পদটী প্রলয়-পূর্ব্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, 'অগ্রে এই (জগৎ) সৎস্বরূপেই ছিল'। 'এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-স্বরূপেই ছিল', ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্ব্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে। যদি কার্য্য ও কারণের এক-দ্রব্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্ভূত এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার সঙ্গেও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি যেমন সুবর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অনুপযোগী) ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে। তাহা হইলে বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে। কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন।' 'যিনি পাপ-বিনির্ম্মুক্ত, এবং জরা ও মৃত্যুরহিত।' 'তাঁহার কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, এবং তাঁহার সমান বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না।' 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) স্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে।' 'ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হয়।' 'ঐশ্বর্য্যের অভাবে মুগ্ধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে।' একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাঁহার কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ। যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ;

(*) উপনিষৎস্থ তু "বুধ্যতে" ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে।

কারণাবস্থে চ প্রসঙ্গ ইতি। তদযুক্তম্, জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-ভাবস্যৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষাণাম্ অনিবার্য্যত্বাৎ।

ন হি চিদচিদ্বস্তুনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি। শরীরং হি নাম কর্ম্ম-ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ পৃথিব্যাদি-ভূতসঙ্ঘাতবিশেষঃ, তথাবিধস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। পরমাত্মনশ্চ "অপহতপাপ্মা, বিজরঃ"। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অপ্রাণো হ্যমনাঃ," ইত্যাদিভিঃ কর্ম্ম-তৎফলভোগয়োরভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবত্ত্বাভাবাচ্চ ন তং প্রতি চেতনা-চেতনয়োঃ শরীরত্বম্।

ন চাচেতন-ব্যষ্টিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমষ্টিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসঙ্ঘাতত্বং চ ন বিদ্যতে।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না। আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

চিৎ ও অচিৎ (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না। কারণ, শরীর কি ? না,—কর্ম্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন যাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি ভূতের ঈদৃশ একরূপ সঙ্ঘাত বা সম্মিলন। কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। বিশেষতঃ, 'পাপরহিত ও জরা-বর্জ্জিত অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র'। 'তিনি হস্ত-পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা করেন)। চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই কিন্তু শ্রবণ করেন।' 'প্রাণ এবং মনহীন' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মার পক্ষে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং প্রাণও নাই। এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না।

তা' ছাড়া ব্যষ্টিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমষ্টিভূত সূক্ষ্মভূত-সমুদয়ের ইন্দ্রিয়া-

---

(*) তাৎপর্য্য,—একটী দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে 'সমষ্টি' বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটী বা কয়েকটীকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়। উদাহরণ,—একটী বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটী বৃক্ষ হইল ব্যষ্টি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্ব্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরত্ব-সম্ভবঃ। ন চ ভোগায়তনত্বং শরীরত্বমিতি শরীরত্বসম্ভবঃ, ভোগায়তনেষু বেশ্মাদিষু শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

যত্র বর্ত্তমানস্যৈব সুখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ; ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-সুখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্ট-

---

শ্রয়ত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ও সূক্ষ্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং শরীরত্বও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও এ সকলের শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, যাহাতে বর্ত্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়েত প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরত্ব প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না।(†) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাঁহার শরীর? না সমষ্টি সূক্ষ্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা যাহাতে ইন্দ্রিয়-নিচয় আশ্রিত আছে; তাহার নাম শরীর। সূক্ষ্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর, তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যখন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও যখন সজ্বাত বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে। আর যাহা দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরসত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাৎ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ। ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব।" অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম-রাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে; অথচ, প্রারব্ধ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্ত্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্ত্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হইলে সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাঁহার পত্নী শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং কামশাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে নিরুত্তর করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য নিরুপায় হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় তদ্দেশীয় অমরু নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সেই অমরুর মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইলেন; অমরু বাঁচিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য সেই অমরুদেহে থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহত্যাগ করিয়া পুনশ্চ স্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মণ্ডন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাস্ত করিলেন।

শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগং প্রতি চিদচিতোরায়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি। এতেন ভোগ-সাধন-মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত্যুক্তম্।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতি; সর্ব্বস্যেশ্বরেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিত্বেন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি। তদপি ন সাধীয়ঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেষু তত্তচ্চেতনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ, রুগ্ন-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, মৃত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বাভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি প্রবৃত্তিষু তচ্ছরীরত্বাপ্রসিদ্ধেশ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাঁহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাও সঙ্গত হয় না। ইহা দ্বারা ভোগ-সাধন মাত্রেরই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল।

যদি মনে কর, যাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা যাহার ইচ্ছার অধীন, তাহা তাহার শরীর। চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে; চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রুগ্ন দেহে তদনুরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না। মৃত শরীরও শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না; এবং সালভঞ্জিকার (পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার শরীর সম্ভবপর হয় না। (†)

(*) তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ের কোন একটী লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটী দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব। যাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি লক্ষণ যায়, তবে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয়। যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্ব্বত্র লক্ষণ না গেলে 'অব্যাপ্তি' দোষ হয়। আর, যে লক্ষণ করা হয়; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না মিলে, তবে 'অসম্ভব' দোষ ঘটে। ইহার মধ্যে, 'অতিব্যাপ্তি' অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ; 'অব্যাপ্তি' অপেক্ষাও 'অসম্ভব' দোষ বিশেষ নিন্দনীয়। ফল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, যাহাতে ইহার একটী দোষও হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমতে শরীর-লক্ষণের অলক্ষণত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

ন চ যদ্ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্য্যং যস্যৈব শেষভূতম্, (*) তৎ তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারাৎ। "অশরীরং শরীরেষু।" "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিভিশ্চেশ্বরস্য শরীরাভাবঃ প্রতিপাদ্যতে। অতো জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরিভাবস্যাসম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্যমিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (না), তু (কিন্তু), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।]

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একস্যৈবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েঽপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-দৃষ্টান্তস্য বিদ্যমানত্বাৎ। 'তু'-শব্দোঽত্র হেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাসম্ভাবনীয়তাং দ্যোতয়তি। এতদুক্তং ভবতি,—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদচিদ্বস্তুশরীরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবেন অবস্থানেঽপি গুণদোষ-ব্যবস্থিতেঃ দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ নৈবাসামঞ্জস্যং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাঁহার (শরীরীর) কলুষিতত্ব না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্য দোষ নাই ॥৯]

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য্য (রক্ষণীয়), এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও বলা যায় না; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয়। (†) বিশেষতঃ, 'তিনি শরীর রহিত অথচ শরীরে অবস্থান করেন।' 'তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা; ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম তাহার শরীরী, এ ব্যবস্থার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিত্ব) সম্ভব হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থাভেদে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য দোষ হইতে পারে না। আলোচ্য বিষয়ে যে, কোন প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই সূত্রস্থ 'তু' শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) যস্যৈকশেষভূতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তারই অধীনভাবে ভোগাদি সাধন করে। সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্ত্তার শরীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাযেই ঐরূপ শরীর-লক্ষণটী ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হওয়ায় পরিত্যাজ্য।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থাদ্বয়াম্বয়েঽপি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-চিদ্বস্তুগতৌ। শরীরগতাস্তু দোষা নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং সশরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞান-সুখাদয়ো ন শরীরে। অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ। ভূতসূক্ষ্ম-শরীরস্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্য দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি বক্ষ্যতে ইতি।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরভাবো নোপপদ্যতইতি। তদনাকলিত-সম্যঙ্‌ন্যায়ানুগৃহীত-বেদান্তবাক্যগণস্য স্বমতি-পরিকল্পিত-কুতর্কবিজৃম্ভিতম্। সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ ও বিকাসাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদ্বয়-সত্ত্বেও কোন দোষ নাই (*)। কারণ, সংকোচ ও বিকাসরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত; কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কখনই শরিরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী জীবগণের শরীর-গত বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বদ্ধ হয় না। অথচ, 'দেবতা জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,' ইত্যাদি ব্যবহারও মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ভূতসূক্ষ্মময় সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি ভাব হইয়া থাকে; ইহা "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম] সূত্রে বলা হইবে।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় মনঃ-কল্পিত কুতর্কের ফল মাত্র। কারণ, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) তাৎপর্য্য,—চেতন ও অচেতনময় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি বুঝিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ ঘটে। পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-কারণভাবটী সংকোচবিকাশশীল; অর্থাৎ তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনময় জগৎ-শরীরকে সময়ে বিকাশিত বা বিস্তৃত করেন, এবং সময়ে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন। এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন অবস্থায়ই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না। কেন না, শরীরও আত্মা এক বস্তু নহে। অতএব, অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না।

বেদান্তাঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্যাচেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরত্বং শ্রাবয়ন্তি। বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্বশাখায়াং, মাধ্যন্দিন-শাখায়াং চ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্ [বৃহদা°, ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাদি সমস্তমচিদ্বস্তু, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্" [বৃহদা°, ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিশ্য তস্য তস্য পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে। সুবালোপনিষদি চ "যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্"। [সুবালো° ৭।১] ইত্যারভ্য "য-আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্", ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", [নারা°, ১।২] ইতি তস্য সর্ব্ব-ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে।

স্মরন্তি চ "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে"। "যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ" [ব্রহ্ম°, ২।৩]। "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ"। "তানি সর্ব্বানি তদ্বপুঃ" [বিষ্ণু°, ২।৩।২২]। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ" [মনু°, ১।৮] ইত্যাদি। ভূতসূক্ষ্মাৎ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ। লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

---

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খ্যাপন করিতেছে। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ-প্রকরণে 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থিত এবং আত্মা যাঁহার শরীর।' এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবালা উপনিষদেও 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী যাহার শরীর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মার অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা যাঁহার শরীর;' এইরূপে সর্ব্বাবস্থায়ই চিৎ ও জড় বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরে 'ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,' এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের আত্মা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যে, ['হে ভগবন্'] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর।' 'সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর।' 'তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া স্বীয় শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়]' ইত্যাদি। শ্লোকস্থ 'স্বাৎ' কথার

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিমনাসাদিত-কৃমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেষু দ্রব্যেষু অত্যগৌণঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব কার্য্যম্। ত্বদুক্তং চ 'কর্ম্মফল-ভোগহেতুঃ' ইত্যাদিকং প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লক্ষণং ন সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু পৃথিব্যাদিষু অব্যাপ্তেঃ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্যেচ্ছা-বিগ্রহেষু মুক্তানাং চ "স একধা ভবতি" [ছান্দো০, ৭৷২৬৷২] ইত্যাদিবাক্যাবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্, কর্ম্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্। পরমপুরুষেচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাত-বিশেষাঃ; "ন ভূতসঙ্ঘ-সংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" [ব্রহ্ম০, ১৫৷৩০] ইতিস্মৃতেঃ। অতো ভূতসঙ্ঘাতরূপত্বং চ শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্থাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্। স্থাবরেষু হি প্রাণসদ্ভাবেঽপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতসূক্ষ্মময় স্বীয় শরীর হইতে। লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার দ্রব্য-সংঘাতময় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে ঘটাদি শব্দের ন্যায় 'শরীর' শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রচলৎ-প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির জন্য তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যক। [পরন্তু,] তোমার কথিত 'কর্ম্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,'] ইত্যাদি লক্ষণটী সর্ব্বপ্রয়োগানুসারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রাভিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাদির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং 'সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়; কারণ, সেই সকল শরীর কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময় বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সমবায় নহে, 'এই পরমাত্মার দেহ ভূতসংঘাতের পরিণতিবিশেষ নহে।' এই স্মৃতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব, 'ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব' লক্ষণটী শরীরের ব্যাপক নহে এবং 'পঞ্চবৃত্তি-প্রাণের অধীনভাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়, তাহা শরীর'; এ লক্ষণও স্থাবরাদি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ যায় না। যদিও স্থাবরাদি-দেহে প্রাণ সদ্ভাব আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদানও ব্যান, এই] পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না। আর, 'ইন্দ্রিয়া-

অবস্থানং নাস্তি। অহল্যাদীনাং কর্ম্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সুখ-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দ্রব্যং সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণমাস্থেয়ম্। রুগ্নশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাদেঃ শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔষ্ণ্যাদ্যদর্শনবৎ। মৃতশরীরং চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশরিতুমারব্ধম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীর্য্যতে। পূর্ব্বং শরীরতয়া পরিক্লৃপ্ত-সঙ্ঘাতৈকদেশত্বেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ। অতঃ সর্ব্বং পরমপুরুষেণ সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈকস্বরূপমিতি সর্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্। "অশরীরং শরীরেষু" ইত্যাদি চ কর্ম্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সর্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ। উপরিতনাধিকরণেষু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে। "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদ্ অসমঞ্জসম্।" "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"। ইতি সূত্রদ্বয়েন "ইতরব্যপদেশাদ্" ইত্যধিকরণসিদ্ধোঽর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব' কিংবা 'সুখ-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব' লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠময়াদি দেহে অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর। এইরূপই শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। রুগ্ন-শরীরে যে ইচ্ছানুসারে পরিচালন-ক্ষমতা দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব দেখা যায় না, তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয়; কিন্তু তৎকালেও সেই নিয়মন-শক্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, মৃত-শরীরও আত্ম-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয়। পূর্ব্বে যাহার শরীরত্ব সিদ্ধ ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার হয় মাত্র। অতএব, এই সমস্ত জগৎই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং সর্ব্বতোভাবে অধীন; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার শরীর বলিতে হয়।

আর, 'তিনি অশরীর,' ইত্যাদি বাক্যেও কর্ম্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সর্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী অধিকরণসমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে। 'ইতরব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি অধিকরণ সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং"। "ন তু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ" এই দুইটী সূত্রে তাহারই স্মরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), চ (ও) ১০।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষতয়ৈতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্য দুষ্টত্বাচ্চ তৎ পরিত্যজ্যৈতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্। প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্রৈকরসস্য পুরুষস্য প্রকৃতি-সন্নিধানেন প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা

নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্ররূপস্য প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সন্নিধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব? উত তদ্‌গতঃ কশ্চিদ্ বিকারঃ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্ বিকারঃ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ। নাপি প্রকৃতের্ব্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্য্যতয়াভ্যুপগতস্যাধ্যাসহেতুত্বাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্য সন্নিধানত্বে মুক্ত-

---

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যত্বম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং মন্তব্যম্। নির্ব্বিকারস্য চ পুরুষস্য সন্নিধান-মাত্রেণ প্রকৃতি-প্রবৃত্তেরসম্ভব এবাত্র দোষঃ।

অর্থাৎ কেবল যে, নির্দ্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণ-বাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত।১০।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দ্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণ-বাদটী নানা দোষে দূষিত, এই জন্যও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত। প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপর হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল অধ্যস্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না। প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ব্ববর্ত্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না। আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য

স্যাপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি; ত্বৎপক্ষে জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। অয়মর্থঃ সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাদ্" [ব্রহ্ম সূ• ২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু), অপি (ও) ।১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ, ন প্রধানকারণবাদঃ। শাক্যৌলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কাণামন্যোঽন্যব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ং (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই) ।১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্দূষ্যান্যথাত্র প্রধান-

---

[সরলার্থঃ,—তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ ইদমেব তত্ত্বম্ ইত্যেবং স্থিরতায়া অভাবাৎ অপি [শ্রুতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাশ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও শ্রুতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতা-বাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি) অন্যথা = প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনু-মেয়ম্ = অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ = যদি [উচ্যেত] ; [তর্হি] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানু-সরণেঽপি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—ত্বত্তোঽপি অধিকতর-তর্ককুশলস্য সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষাৎ তর্কস্য অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা দুর্নিবারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সম্ভাবরূপ বিকার-কারণ মুক্তের পক্ষেও সমান।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ খণ্ডনের সময় "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থা-ভাবাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে, এরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও শ্রুতিমূলক এই ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। শাক্য সিংহ, ঔলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও পতঞ্জলির প্রবর্ত্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমন্যামহে (*) ইতি চেৎ ?; এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিমূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেষু ত্বদধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-দোষাদনির্মোক্ষো দুর্ব্বারঃ। অতোঽতীন্দ্রিয়েঽর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; তদুপবৃংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ। তথা চাহ,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" [মনু° ১২।১০৬] ইতি।

বেদাখ্যশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ। অতো বেদবিরোধিত্বেন বেদার্থ-বিশদীকরণরূপবেদোপবৃংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্মৃতিরনাদরণীয়া॥১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ্য পক্ষ সকল), অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল)।১৩।]

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ, ন বিদ্যতে বেদপরিগ্রহো যেষামিত্যপরিগ্রহাঃ,

---

[সরলার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহ্যাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—নিরাকৃতাঃ, বেদিতব্যা ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ্য সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গোতম ও বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে॥১৩॥]

প্রকারান্তরে এরূপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সত্তা অনুমান করিব, যাহাতে ঐ সকল দোষ উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও শ্রুতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে, কিম্বা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহারা আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার প্রতিভোদ্ভাবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের জন্যই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মনুও বলিয়াছেন,—'যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিকূল নয়, এরূপ) তর্ক দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে পারে না।' 'বেদ-শাস্ত্র' অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; যাহা তাহার বিরোধী নহে, এরূপ তর্কের সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিস্ফুট করিবার জন্য তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির আদর করা উচিত হয় না॥১২॥

[সূত্রস্থ] 'শিষ্ট' অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ যাহাদের কথা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হয় নাই। 'অপরি-

---

(*) 'অনুমাস্যামহে' ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

শিষ্টাশ্চাপরিগ্রহাশ্চ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ। এতেন বেদাপরিগৃহীতসাংখ্য-পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিষ্টাশ্চ বেদাপরিগৃহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ।

পরমাণুকারণবাদেঽমীষাং সর্ব্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বক্তুমিত্যধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেঽপি তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেঽপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্মকত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বিসংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ॥১৩॥

গ্রহ' অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে 'শিষ্টাপরিগ্রহ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [সূত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগৃহীত (বেদবাহ্য) এই সাংখ্য-মত নিরাকরণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু (জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের ন্যায় কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অশ্রৌত—তর্কমূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জন্য পৃথক্ সূত্র করিবার প্রয়োজন হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ বিদ্যমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই ন্যায়] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ সূত্রের আবশ্যক হইল (*)॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটী শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকায় তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটী অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সূত্রকার পৃথক্ সূত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিষম বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে যেরূপ শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক প্রভৃতিরা বলে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্হত ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ একরূপে পর্য্যবসিত। আর্হত মতে উহা একবিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধেও এই সকল বিপ্রতিপত্তি থাকায় তাহার জন্য পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্ত্রাপত্তাধিকরণং।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ; স্যাল্লোকবৎ ॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ;—ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল); স্যাৎ (বিভাগ হবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদুক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তু-শরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-উপপদ্যত ইতি। স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সশরীরত্বে তস্য ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ, সশরীরত্বে জীবস্যেবেশ্বরস্যাপি সশরীরত্ব-প্রযুক্তসুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বস্যাবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। ননু চ "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ° ১।২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যুপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরান্তর্বর্ত্তিত্ব-

[সরলার্থঃ;—যদি চিদচিদ্বস্তু-শরীরকত্বেন ব্রহ্মণোঽশরীরত্বমিষ্যতে; তর্হি জীববৎ তস্যাপি] সুখ-দুঃখাদিভোক্তৃত্বাপত্তেঃ জীবাৎ অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যাৎ) প্রসজ্যতে ইতি চেৎ; ন, তত্রাপি কল্যাণগুণাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাদ্ বিভাগঃ স্যাৎ, লোকবৎ। যথা লোকে রাজ্ঞঃ সশরীরত্বে সমানেঽপি স্বাতন্ত্র্যাদিভিগু'ণৈরিতরেভ্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ চেতনাচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন; সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ সুখ-দুঃখভোগ সম্ভব পর; তাহা হইলে জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতনও অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য, সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয়। কেন না, ব্রহ্ম যদি সশরীর হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর-ভোগ্য সুখ-দুঃখাদি ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে? ভাল "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ°, ১।২।৮] এই সূত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে, [এখানে পুনর্ব্বার আশঙ্কা কেন?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সে স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এখানে বিশেষ এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ জীবেরই মত তাঁহারও সুখ-দুঃখাদি-ভোগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দেখাও যায়,

মাত্রেণ ভোগপ্রসঙ্গো ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীববদ্ ব্রহ্মণোঽপি সশরীরত্বে তদ্বদেব সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি সশরীরাণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্থবিরত্বাদিবিকারাসম্ভবেঽপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যনিমিত্তসুখ-দুঃখযোগঃ। শ্রুতিশ্চ "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ", [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি। অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাভাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেঽপি মৃৎ-সুবর্ণাদিবজ্জগদ্গতাপুরুষার্থাদি-সর্ব্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব জ্যায়ানিতি চেৎ; অত্রোত্তরম্,—"স্যাল্লোকবৎ" ইতি। স্যাদেব বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ; ন হি জীবস্য শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যনিমিত্তং সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কর্ম্মকৃতম্। "ন হ বৈ সশরীরস্য" ইত্যপি কর্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, "স একধা ভবতি, স ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ," [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি কর্ম্মসম্বন্ধ-বিনির্মুক্তস্যাবির্ভূত-স্বরূপস্য সশরীরস্যৈবাপুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ। অপহতপাপ্মনস্তু পরমাত্মনঃ

শরীর-ধর্ম্ম—বার্দ্ধক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু-বৈষম্য বশতঃ জীবেও সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'পুরুষ যত দিন শরীরাভিমানী থাকে, তত দিন প্রিয় ও অপ্রিয়-সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।' বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলাদির উপাদান] মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় ব্রহ্মেও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধর্ম্মগুলি সংক্রামিত হইবার সম্ভব; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল; তবে তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ন্যায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে। কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি] ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যনিবন্ধন যে, জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মই তাহার কারণ। আর, 'শরীরাভিমানী ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না'; এই শ্রুতিটীও প্রারব্ধ কর্ম্মলব্ধ দেহ-সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন, তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আমোদ করেন।' এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, মুক্তাবস্থায় তাহার কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়, এবং স্বীয় ব্রহ্মভাবও আবির্ভূত হয়। অধিকন্তু, শরীরসত্ত্বেও তাহাতে কোনরূপ অপুরুষার্থের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্নজগচ্ছরীরত্বেঽপি কর্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তরামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ। লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানুবর্ত্তিনাং তদতিবর্ত্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগেঽপি ন সশরীরত্বমাত্রেণ শাসকে রাজন্যপি শাসনানুবৃত্ত্যতিবৃত্তিনিমিত্ত-সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—"যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরেঽনর্থসংকটেঽপি প্রদেশে বর্ত্তমানোঽপি ব্যজনাদ্যবধূতদেহো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎস্বসামর্থ্যচামরো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন্, ব্রহ্মলোকাদীন্ ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি" ইতি। মৃৎ-সুবর্ণাদিবদ্-ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্তু নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দ্দোষত্বাদি-শ্রুতেঃ।

থাকে না। ভগবান্ স্বভাবতই নির্দ্দোষ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাহার শরীর হইলেও কোন কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না; কর্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অনুগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ফলে তাহারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'জগতে রাজা যেরূপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসঙ্কুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাদির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শারীর গ্লানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুনিচয়ও রক্ষা করেন; তদ্রূপ যাঁহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অনুপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিকার' ও 'নির্দ্দোষ' বলিতেছেন, তখন মৃত্তিকা বা সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না।

যত্তু, পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবমাশঙ্ক্য সমুদ্র-ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ; তদযুক্তম্ ; অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিদ্যোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ। কারণান্তর্গতশক্ত্যবিদ্যোপাধ্যুপহিতস্য ভোক্তৃত্বাদ্-উপাধেশ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি। স্বরূপ-পরিণামস্তু তৈরপি নাভ্যুপেয়তে। "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ; ন, অনাদিত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদ্‌গতকর্ম্মণাঞ্চা-নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

---

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না শঙ্কা করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহারা যখন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিসমন্বিত অবিদ্যা-উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সঙ্গত হইতে পারে না (*) ; কেন না, তাদৃশ অবিদ্যা-শক্তি-যুক্ত-(অবিদ্যোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিদ্যা (ও অবিদ্যার পরিণাম জগৎ) তাঁহার ভোগ্য ; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একভাবাপত্তি (অবিভাগ) হইতেই পারে না। কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার করে না। আর পরবর্ত্তী "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ" ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত কর্ম্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাঙ্করমতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে। জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে ? সুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ হইতেই পারে না ; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং ভোগ্যও কদাচিৎ ভোক্তা হইতে পারে। এই দোষ পরিহারার্থ তাহারা বলেন যে, সমুদ্র মূলতঃ এক হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না, এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মময় হইলেও ফেন তরঙ্গাদির ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি ও পরিহার সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহাদের মতে অবিদ্যোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। সেই অবিদ্যার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ। তন্মধ্যে, যে শক্তি আত্মার ব্রহ্মভাব আবৃত করিয়া রাখে,—লোককে বুঝিতে দেয় না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি। এই শক্তিদ্বয় সম্পন্ন ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যারই সাক্ষাৎ পরিণাম—এই জগৎ। সুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের বিভাগ অব্যাহতই থাকে। অতএব ভোক্তৃ ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না।

বিভাগাশঙ্কা কস্যচিদপি ন জায়তে, মৃৎসুবর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শরাব-কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ। স্বরূপপরিণামেঽপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্।] **তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২॥১॥১৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়])।]

[সরলার্থঃ- কার্য্যস্য জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ অবগম্যতে।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে ২॥১॥১৫]

"অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৭] ইত্যাদিষু কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতস্য জগতোঽনন্যত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্। ইদানীং তদেবানন্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাহুঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং সম্ভবতি, বিলক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ। ন খলু তন্তু-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যকারণ-

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং সুবর্ণের পরিণাম মুকুটাদি অলঙ্কারের ন্যায় প্রকৃত স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে। তাহার পর, ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত হইতেছে ॥২॥১॥১৪॥

ইতঃ পূর্ব্বে অসদিতি চেৎ" ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব সমর্থন করা হইয়াছে। এখন আবার অনন্যত্ব সম্বন্ধে দোষোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সেই অনন্যত্বেরই সমাধান করা হইতেছে।

তন্মধ্যে, কণাদ-মতাবলম্বিরা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। সূত্র ও বস্ত্র, মৃত্তিকা-

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্ম্ম যখন, অনাদিসিদ্ধ এবং সেই কর্ম্মই যখন জীবের ভোগার্থ ভোগ্য জগতের নির্ব্বাহক, তখন, কে ভোক্তা, আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাই বা ভোগ্য হয় না কেন, এবং ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনাদি-সিদ্ধ, আর জগতের ভোগ্যত্বও অনাদিসিদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অতএব এই মতে অবিভাগের আপত্তি উঠিতেই পারে না।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা। শব্দভেদাচ্চ; নহি তন্তবঃ পট ইত্যুচ্যন্তে, পটো বা তন্তব ইতি। কার্য্যভেদাচ্চ, নহি মৃৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে, ঘটেন বা কুড্যং নির্ম্মীয়তে। কালভেদাচ্চ; পূর্ব্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্। আকারভেদাচ্চ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুধ্নোদরাকারম্। তথা, সত্যামেব মৃদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে। সংখ্যাভেদশ্চ দৃশ্যতে; বহবস্তন্তবঃ, একশ্চ পটঃ। কারক-ব্যাপারবৈয়র্থ্যং চ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্যাৎ? সত্যপি কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যমিতি চেৎ? সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্। সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্যানিত্য-বিভাগশ্চ ন স্যাৎ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে? অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে। তদসৎ,

---

পিণ্ড ও ঘট শরা প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে না। তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না, অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করা যায় না। চতুর্থ কারণ—কালভেদ; কারণটী পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কার্য্যটী পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে। পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ; কারণ—মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থূল ও গোলাকার; অধিকন্তু, মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের সংখ্যাভেদ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্ম্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক; অর্থাৎ বহু সূত্র হইতে একটী বস্ত্র উৎপন্ন হয়। সপ্তম কারণ—নির্ম্মাতার প্রযত্ন-বৈফল্য; কার্য্য যদি কারণ-স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে]। যদি বল, কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ উপকার সাধন করিয়া থাকে। তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয় না; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তখন জগতে নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি বল, কার্য্য সৎই বটে; কিন্তু পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত বা দর্শনযোগ্য হয় মাত্র; সুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষত্বেঽনবস্থানাৎ, অনপেক্ষত্বে কার্য্যস্য নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসৎ-কার্য্যবাদপ্রসঙ্গাৎ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারস্যাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেণ করকাদেরপ্যভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে। সংপ্রতিপন্নাভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিভাগও অসঙ্গত হয় না। না,—এ যুক্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অসৎকার্য্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসতেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। (*)

অপিচ, সর্ব্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্য্যে কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে, তেমনি, কর্ত্তা—কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণার্থ চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের ন্যায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে; একটী অসৎকার্য্যবাদ, অপরটী সৎকার্য্যবাদ। গোতম ও কণাদ অসৎকার্য্যবাদী, আর কপিল ও বেদব্যাস (বেদান্তদর্শন প্রণেতা) প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদী। অসৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার ব্যাপার ও চেষ্টার ফলে মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন এক একটী কার্য্য (ঘট প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে কার্য্য জন্মায় বলিয়াই কর্ত্তাকে কারক (ক্রিয়ার জনক) বলা হয়।

সৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসৎ-পদার্থের কস্মিন্ কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না, স্ব-স্ব উপাদানে যাহার সত্তা নাই, শত শত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উৎপাদন করিতে পারে না, শত নিষ্পীড়নেও বালুকা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং শত চেষ্টায়ও অগ্নি শীতল হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য্য সমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বেও নিজ-নিজ উপাদান—মৃত্তিকা প্রভৃতিতে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে, কুম্ভকার প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাদি কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঐ সকল কার্য্য স্ব স্ব কারণে বিদ্যমানই ছিল। ইহাদের মতে "নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সৎ বিনশ্যতি।" অর্থাৎ অসৎ পদার্থও উৎপন্ন হয় না, আর সৎপদার্থও বিনষ্ট হয় না। এখন অসৎকার্য্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য্য যদি সৎ—বিদ্যমানই থাকে, তবে কর্ত্তার আর তদর্থে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিদ্যমান কার্য্যের অভিব্যক্তি-সাধনের জন্যই কর্ত্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও জিজ্ঞাস্য এই যে,—কর্ত্তার চেষ্টায় যেমন কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি, পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না করিলে প্রকারান্তরে অসৎ কার্য্যবাদই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ। নহি ঘটার্থমারোপিতঃ প্রদীপঃ করকাদীন্ নাভিব্যনক্তি? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বম্; অতশ্চ সৎকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ। ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ।

ননু অসৎকার্য্যবাদিনোঽপি কারকব্যাপারো নোপপদ্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ কার্য্যাদন্যত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রান্যত্বা-বিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত? নৈবম্; তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তং যৎ কারকম্, তদ্গতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ।

অত্রাহুঃ—কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্। নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতি-রিক্তং কার্য্যং নাম বস্ত্বস্তি, অবিদ্যানিবন্ধনত্বাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যব-হারয়োঃ। অতো যথা কারণভূতাৎ মৃদ্দ্রব্যাদ্ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সে কি সমীপস্থ অন্যান্য বস্তু প্রকাশিত করে না? অতএব অসৎকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কর্ত্তার চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না। [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য] ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব্ব কার্য্যোৎপাদনে শক্তি নাই, সুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান না থাকায় অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার সঙ্গত বা সফল হইতে পারে না? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও তাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে! কারণ, ঘট ও বস্ত্র উভয়েরই তন্তু হইতে পার্থক্য সমান। না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যে কারণ-বস্তুটী যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ।

এস্থলে [সৎকার্য্যবাদিগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্য বা অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যা বা ভ্রান্তিমূলক। অতএব, মৃদ্বিকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্য্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদ্দ্রব্যমেব সত্যম্ ; তথা নির্ব্বিশেষ-সম্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যোঽহঙ্কারাদি-ব্যবহারাবলম্বনঃ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সম্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যম্। তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিব ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-র্দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি। যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদ্দ্রব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে। কা পুনরত্র যুক্তিঃ ?— মৃদ্-দ্রব্যমাত্রস্যানুবর্ত্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্য চ ব্যাবর্ত্তমানত্বম্ ; রজ্জু-সর্পাদিষু হি অনুবর্ত্তমানস্যাধিষ্ঠানভূতস্য রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যাবর্ত্তমানস্য চ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদেরসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্ত্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদ্-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যাবর্ত্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োঽসত্যভূতাঃ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ 'আমি, আমার' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সৎপদার্থই যথার্থ সত্য। অতএব, কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; সুতরাং কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ত্ব বা মিথ্যাত্ব যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্য্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্ব্বোক্ত মৃদ্ঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না ? না—এ কথাও বলা যায় না। কারণ, উল্লিখিত মৃদ্ঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয়। এ বিষয়ে যুক্তি কি ? [উত্তর—] মৃন্ময় সর্ব্ব কার্য্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অনুবৃত্তি বা নিয়তভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ শরাবে ঘটাকৃতি নাই, ঘটেও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি]। দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্ব্বাবস্থায়ই অনুবৃত্ত থাকে, কখনও রজ্জুত্ব ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁট) ও জলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম ভাঙ্গিলেই আর থাকে না ; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তেমনি, ঘটাদি কার্য্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃন্ময় সমস্ত কার্য্যে অনুবৃত্ত থাকে বলিয়া সত্য ; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-স্বভাব ঘট-শরাবাদি কার্য্যবর্গ অসত্য বা মিথ্যা।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেরুপলব্ধ্য-ভাবাদুপলব্ধি-বিনাশযোগি কার্য্যং সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়মিতি গম্যতে। অনির্ব্বচনীয়ং চ শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ মৃষৈব। তস্য চানির্ব্বচনীয়ত্বং প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্।

কিঞ্চ, কার্য্যমুৎপাদয়ৎ মৃদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য্য-মুৎপাদয়তি? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি, সর্ব্বোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্; বিশেষান্তরাপত্তে-রপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্ব্বত্বেন ভবিতব্যম্; তস্যা অপি তথেত্যনব-স্থানাৎ। অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বন্ধং কার্য্যমুৎপাদয়-তীতি চেৎ; ন, দেশাদিবিশেষ-সম্বন্ধোঽপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তর-মাপন্নস্য চ পূর্ব্ববৎ ন সম্ভবতি।

আরও এক কথা,—সৎস্বরূপ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলব্ধি (প্রতীতি) ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্য্যসমূহ অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় সমস্তই মিথ্যা। অনির্ব্বচ-নীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত; শুক্তি-রজতের যে, অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। (*)

অপিচ, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই সকল কার্য্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটাইয়া উৎ-পাদন করে? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না; তাহা হইলে এক মৃত্তিকাই সমস্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে। আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া কার্য্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও (বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে? পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অন্য বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়, [প্রকৃত কার্য্যের আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না]। যদি বল, কার্য্যটী অবিকৃতভাবেই উৎপন্ন হয়, সত্য। তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ অপেক্ষা করে মাত্র। না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্য্যেরও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীর মতে, যাহা যাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসের অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্ব্বচনীয়। ইহাদের মতে যাহা যাহা অনির্ব্বচনীয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। ঘটাদি কার্য্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য।

ন চ বাচ্যম্, মৃৎ-সুবর্ণ-দুগ্ধাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনামুৎপত্তির্দৃশ্যতে, শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে; অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি; বিকল্পাসহত্বাৎ,—কিং হেমাদিমাত্রমেব স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্? উত রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাদিঃ? ন তাবদ্ হেমাদিমাত্রমারম্ভকম্; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাভাবাৎ; স্বাত্মানং প্রত্যাত্মন আরম্ভকত্বাসম্ভবাচ্চ। হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্ত্বন্তরানুপলব্ধেশ্চ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্ত্বন্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্ত্ববলম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

---

যদি বল, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও দুগ্ধাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যাত্ব প্রতীতি) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত বাধা (অসত্যতাপ্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন যাহাদের উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটী বিচারসহ নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল সুবর্ণাদিই কি স্বর্ণালঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপাদান)? না—রুচকাদি? অথবা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেই সুবর্ণাদিই কারণ? কেবল সুবর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল সুবর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারন, সুবর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য্য অলঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে পারে না। যদি বল, সুবর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—সুবর্ণ বলিয়াই যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণকে কেবলই সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর তন্নির্ম্মিত অলঙ্কারে রুচকাদিভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের বাচক শব্দ—'সুবর্ণ', আর কার্য্যের বাচক শব্দ—'রুচক'; ইত্যাদি কারণেত কার্য্য-কারণের পার্থক্য ইতঃ পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত স্থলে যেমন 'রজত' শব্দ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; তেমনি অন্যত্রও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্ত্বন্তর সদ্ভাবাসাধকত্বাৎ ॥

নাপিরুচকাদি স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্, স্বস্তিকে হি রুচকং পট ইব তন্তবো ভবতাপি নোপলভ্যতে। নাপি রুচকাশ্রয়ভূতং হেম, রুচকাশ্রয়াকারেণ হেম্নঃ স্বস্তিকেঽনুপলব্ধেঃ। অতো মৃদাদিকারণাতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাসত্যত্ব-দর্শনাদ্‌ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং জগৎ কার্য্যত্বেন মিথ্যাভূতম্।

তদিদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্বসুখপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-মৃদাদিসত্যত্বমাশ্রিত্য কার্য্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্। পরমার্থতস্তু মৃৎসুবর্ণাদিকারণমপি ঘটরুচকাদি-কার্য্যবন্মিথ্যাভূতম্, ব্রহ্ম কার্য্যত্বাবিশেষাৎ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্।" [ছান্দো°, ৬।৮।৭]। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা°, ৪।৪।১৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য(*)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কথনই বস্তু-ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

আর বাস্তবিক পক্ষে সুবর্ণ-বিকার রুচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—সুবর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান। এই কারণেই বস্ত্রে যেরূপ তন্তু-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রুচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর স্বস্তিকালঙ্কারে সুবর্ণ যখন কখনও রুচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয় না, তখন তাহাকে রুচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে পৃথক্‌ভাবে কোন কার্য্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-কার্য্য এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মব্যতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে।

মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই কারণেই মৃত্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক সত্যতা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মৃৎ-সুবর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রহ্ম-প্রসূত, তখন সেগুলিও ঘট-রুচকাদি কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটী ঘট-রুচকাদির ন্যায় মৃৎসুবর্ণাদির পক্ষেও সমান। অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই মিথ্যা, এই নিয়মানুসারে জানা যায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিয়া দেয়। মৃৎসুবর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটীই উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 'এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মাত্মক'। 'তিনিই (ব্রহ্মই) সত্য।' 'এই ব্রহ্মে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে লোক

(*) যত্র বা অস্য' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ।

সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ-ঈয়তে।” [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ শ্রুতিভিশ্চ ব্রহ্মব্য-তিরিক্তস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে। নচাগমাবগতার্থস্য প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কার্য্যস্য সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাবগমাৎ, প্রত্যক্ষস্য সন্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ। বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-

এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়’। ‘যে অবস্থায় দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দর্শন করে।’ ‘কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?’ ‘ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়া-শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্ব জানা যায়। আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জন্য-পদার্থের মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে। [সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরভাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই; সুতরাং তদবস্থায়

(*) তাৎপর্য্য,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে। বিরোধ হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে। এইরূপ শঙ্কা চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার বলিতে-ছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটী যে জগতের নিজস্ব ধর্ম্ম, তাহা ত আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না। সর্ব্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে,—একটী রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে একখণ্ড স্বভাবশুভ্র স্ফটিক রাখিলে সেই স্ফটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, এবং বালকেরা তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, স্ফটিকের লৌহিত্য সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের লৌহিত্য ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে ‘সত্য’ বলিয়া প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবত্তর প্রমাণ। কেননা, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার অপ্রামাণ্য হইলেও অন্যত্র তাহার সার্থকতা আছে। এই কারণে, এবংবিধ স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই বলবত্তা অধিক। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটী অধিকাংশ স্থলেই দ্রষ্টার দোষে কলুষিত হয়; পরন্তু, অপৌরুষেয় শ্রুতিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দ্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ রূপে গ্রহণীয় হয়।

সদ্ভাবাদৌ প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষত্বেঽপি প্রমিতৌ নিরাকাঙ্ক্ষস্য নিরবকাশস্য শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎসর্ব্বং মিথ্যা।

নচ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাত্বমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীবভাবাদ্ব্রহ্মৈব হি সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য।" [ছান্দো°, ৬।৩।২।] "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" [শ্বেতাশ্ব°, ৬।১১]। "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" [কঠ°, ১।৩।১২]। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" [বৃহদা°,৩।৭।২৩।] ইত্যেবমাদিভ্যঃ। নন্বেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ; 'পাদে মে বেদনা, শিরসি সুখম্' ইতিবৎ সর্ব্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ; জীবেশ্বর-বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য-জ্ঞত্বাজ্ঞত্বাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপয়ন্ত এবং সমাদধতে,—একস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বভূতানাং জীবানাং সুখিত্বদুঃখিত্বাদয়ঃ, একস্যৈব

শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা অধিক। অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা—অসত্য।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত জীবও মিথ্যা হইবে। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সকল শরীরে জীবত্ব অনুভব করিতেছেন; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মারূপে [সর্ব্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্তৃত করিব]।' 'একই দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে নিগূঢ় আছেন।' 'একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন।' 'এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।' 'ইহা হইতে পৃথক্ অপর কেহ দ্রষ্টা নাই।' ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে 'আমার পদে বেদনা, ও 'মস্তকে আনন্দ হইতেছে', ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্ পৃথক্ সুখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্ব্বশরীরব্যাপী সুখ-দুঃখেরও অনুভূতি হইতে পারে? এবং জীব, ঈশ্বর, বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্য, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও অজ্ঞত্বাদি বিভেদও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিশেষ; সুতরাং বদ্ধই বা কে? আর মুক্তই বা কে?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক এইরূপ সমাধান করেন যে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখস্য প্রতিবিম্বানাং মণি-কৃপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্পত্ব-মহত্ত্ব-মলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ তত্তদুপাধিবশাদ্ব্যবস্থাপ্যন্তে। নন্বু "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ন জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে ইত্যুক্তম্। সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্তু ভেদমাশ্রিত্যৈবং ব্যবস্থোচ্যতে। কস্য পুনঃ কল্পনা? ন তাবদ্ব্রহ্মণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ। নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি। নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাঙ্কুর-ন্যায়েনানাদিত্বাৎ।

সমূহে যেরূপ অল্পত্ব, মহত্ত্ব, মলিনত্ব ও বিমলত্বাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির তারতম্যানুসারে সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভাল, পূর্ব্বেও ত বলিয়াছ যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অনুকূলে "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছ। হাঁ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। জিজ্ঞাসা করি, এই কল্পনা কাহার?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না। কারণ, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, সুতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না। জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটে,—কল্পনা ব্যতিরেকে জীবভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না; [সুতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না]। না—উক্ত রূপে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইতে পারে না; কারণ, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অবিদ্যা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ; [অনাদি পদার্থে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*) ।

(*) তাৎপর্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে? না বৃক্ষ অগ্রে? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (অঙ্কুরের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে। অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে। উহা আর তর্কের বিষয় নহে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—বীজাঙ্কুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাদিসিদ্ধ নহে; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পশ্চাৎ অঙ্কুর বা বৃক্ষ। যাহা হউক, উল্লিখিত বীজাঙ্কুর-ন্যায়টী বহু আচার্য্যের অনুমোদিত। সুতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরণাদিবদনুপপন্নৈকবেষায়ামবস্তুভূতায়ামবিদ্যায়াং নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তি; বস্তুতো ব্রহ্মাব্যতিরিক্তানাং জীবানাং স্বতো বিশুদ্ধত্বেঽপি কৃপাণাদিগত-মুখপ্রতিবিম্ব-শ্যামতাদিবদৌপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ। প্রতিবিম্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি ভ্রান্তিরেব, অন্যথা অনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-নাদিত্বাৎ ন তদ্ধেতুরন্বেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতযাথাত্ম্যানাং ভেদ-বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবহুমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্ভিতম্। তথাহি, জীবস্যা-কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ; তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

---

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগরণ (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয় যেরূপ সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অনুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই যাহার একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তুরূপা অবিদ্যার যে 'ইতরেতরাশ্রয়' প্রভৃতি বস্তুগত দোষসমূহ হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি কৃপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যেরূপ শ্যামতাদি দোষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবেও অশুদ্ধি প্রভৃতি ঔপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই তাহাতে কাল্পনিক অবিদ্যাশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিম্বগত শ্যামতাদি দোষের ন্যায় জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না (*)। আর যে, 'জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহার কারণানুসন্ধান করিতে নাই', বলা হইয়াছে; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট সবহুমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র। দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই যদি জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন একটী জড় বস্তুকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, অদ্বৈতবাদীরা কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিদ্যার আশ্রয় স্বীকার করেন না। যদি বল,

---

(*) তাৎপর্য্য—কূর্ম্ম পুরাণে কথিত আছে, "যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। নহি তস্য ভবেদ্ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি।" অর্থাৎ জীবাত্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত; তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না। বস্তুতই যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা সেই বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুলিকে ঔপাধিক বা আগন্তুক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন।

গচ্ছন্তি। কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ; তৎ ন, স্বরূপস্যাখণ্ডৈকরসস্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাসিদ্ধেঃ অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধ্যর্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্, সা তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেঽপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকস্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশাদিতরেঽপি মুচ্যেরন্। অন্যস্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ; তর্হি একস্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভন্ৎস্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ব্রূষে; স জীবভেদঃ কিং স্বাভাবিকঃ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপগমাৎ, ভেদসিদ্ধ্যর্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ। অথ অবিদ্যাকল্পিতঃ? তত্রেয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ? উত জীবানাম্?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ যে বস্তু স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই তাহার অন্য একটী বিশিষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটী আকার ধরিয়া লওয়া হয়।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষাদির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ত ঐ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। কেননা, অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ায় অপর সকলেও সেই সময় মুক্ত হইয়া যাইতে পারে? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন বুঝিব যে, তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই আর মুক্ত না হইতে পারে? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন; তন্মধ্যে যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সে-ই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সে-ই বদ্ধ থাকিবে। বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি 'প্রতিজীবম্' কথা বলিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক? না—অবিদ্যা-কল্পিত? জীবের স্বাভাবিক অবিদ্যাশ্রয়ত্ব যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না; বিশেষতঃ ভেদ-সিদ্ধির জন্যই যখন অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে, তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; আগতোঽসি মদীয়ং মার্গম্। অথ জীবানাম্? কিমস্যা জীবভেদ-কৢপ্তিসিদ্ধ্যর্থতাং বিস্মরসি? অথ প্রতিজীবং বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং যা অবিদ্যাঃ কল্প্যন্তে, তাভিরেব জীবভেদোঽপীতি মনুষে? জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধ্যন্তি, তাসু সিদ্ধাসু জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্। ন চাত্র বীজাঙ্কুরন্যায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাঙ্কুরেষু হ্যন্যদন্যদ্বীজমন্যস্যান্যস্যাঙ্কুরস্যোৎপাদকম্; ইহ তু যাভিরবিদ্যাভির্যে জীবাঃ কল্প্যন্তে, তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা। অথ বীজাঙ্কুরন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে; তথা সতি, জীবানাং ভঙ্গুরত্বমকৃতাভ্যাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্রসঙ্গশ্চ। অতএব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তরজীবভাবভাব-কল্পনমিত্যপি নিরস্তম্। অবিদ্যা-প্রবাহেঽভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত? কিংবা জীবাশ্রিত? যদি ব্রহ্মাশ্রিত বল, তাহা হইলে আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই বটে]। আর যদি জীবাশ্রিত বল; জিজ্ঞাসা করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই যে, এই অবিদ্যার কল্পনা, তাহা বিস্মৃত হইলে কেন? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই অবিদ্যার কল্পনা, সেই অবিদ্যা যদি জীবেই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। আর যদি মনে কর, প্রত্যেক জীবের বন্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা রক্ষার্থ যে অবিদ্যার কল্পনা করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হয়; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইতরেতরাশ্রয় দোষই উপস্থিত হয়। এই দোষ পরিহারের পক্ষে 'বীজাঙ্কুর ন্যায়'ও সঙ্গত হয় না; কেন না, বীজাঙ্কুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কুরের উৎপাদক হয়; আর এখানে কিন্তু, যে অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করে; কাজেই 'বীজাঙ্কুর ন্যায়' এখানে শোভা পায় না। আর যদি মনে কর, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয়; তাহা হইলেও প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' নামক দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই কারণেই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মেরই যে, পর পর জীবভাব কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল। আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি ধারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার ধ্রুবরূপতা

তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্য ধ্রুবত্বমিষ্টং ন সিদ্ধ্যেৎ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্তুরূপত্বেনানুপপন্নৈকবেষায়াং নেতরেতরাশ্রয়ত্বাদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তীতি,তথা সতি মুক্তান্ পরঞ্চ ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা। শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপত্বাদশুদ্ধিরূপা ন তত্র প্রসজ্জতীতিচেৎ; কিমুপপত্ত্যনুবর্ত্তিনী অবিদ্যা? এবং তর্হ্যুক্তাভিরুপপত্তিভির্জীবানপি নাশ্রয়েৎ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো নশ্যেদ্বা ন বা? যদি নশ্যেৎ, স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ; নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেঽপ্যনির্ম্মোক্ষঃ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-জীবত্বাবস্থানাৎ।

সিদ্ধ হয় না। আর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না।

আর যে বলা হইয়াছে; অবিদ্যা কোন সদ্বস্তু নহে; সুতরাং অনুপপত্তি বা অসঙ্গতিই উহার ভূষণস্বরূপ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্তু-দোষগুলি (যে সকল দোষ সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা- কল্পনার বাধক হয় না। তাহা হইলে এই অবিদ্যাই বদ্ধ জীবের ন্যায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন? যদি বল, উহারা বিশুদ্ধ বিদ্যা বা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব, অশুদ্ধিরূপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে যাইতে পারে না। ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপত্তির অনুসরণ করে? অর্থাৎ সঙ্গত বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও আশ্রয় করিত না।

আরও এক কথা, তত্ত্ব জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয়। জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না? যদি বিনাশই হয়, তাহা হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মস্বরূপ লাভরূপ মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত জীবভাব বিদ্যমানই থাকিয়া যায়।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি। তত্রেদং বিমর্শনীয়ম্,—অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্যেয়ুরিতি। কৃপাণাদ্যুপাধ্যপগমে ইতি চেৎ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা? তিষ্ঠতীতি চেৎ; তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। নশ্যতি চেৎ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ, যস্য হ্যপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ পুরুষার্থঃ। তত্র কিমৌপাধিকদোষ-প্রতিভাসো বিম্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ? উত প্রতিবিম্ব-স্থানীয়স্য জীবস্য? উতান্যস্য কস্যচিৎ? আদ্যয়োঃ কল্পয়োর্দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সংগচ্ছতে; মুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য চ অল্পত্বাদি-দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ। নহি মুখং তৎপ্রতিবিম্বং বা চেতয়তে;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিন্যের তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে জীবেও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ হইতে পারে। এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয় কখন? যদি বল, কৃপাণাদি উপাধির অপগমেই বিনষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটী বিদ্যমান থাকে কি না? যদি বল, তখনও থাকে; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও অবশ্যই থাকিবে; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি বল, উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে।

অপিচ, যে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থময় (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়, সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় অভীষ্ট) হইয়া থাকে। তাহাতে জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঔপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি বিম্বস্থানীয় বা বিম্বরূপী ব্রহ্মের?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের?—কিংবা অপর কাহারো? প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই চৈতন্যহীন—অচেতন; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস বা প্রতীতি অসম্ভব। বিশেষতঃ, ব্রহ্মেরও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাঁহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গশ্চ। তৃতীয়োঽপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য দ্রষ্টুরভাবাৎ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্প্যস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্। ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। শুক্তিকা-রজতাদিবদবিদ্যা-কল্প্যত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতি চেৎ; ব্রহ্মা-জ্ঞানমেবায়াতম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা? ন পশ্যতি চেৎ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টির্নাম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাদি ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ পশ্যতি? অখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম না-বিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ। অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোঽপি নিরস্তঃ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোঽপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যখন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না।

আরো এক কথা, অবিদ্যা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক। অবিদ্যাই কল্পনা করে বলা যায় না; কারণ, অবিদ্যা স্বয়ং অচেতন। জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের ন্যায় জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন; তাহা হইলেও ব্রহ্মেই অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানাস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রকটীকরণরূপ বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা সম্ভবপর হয় না। আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অখণ্ড, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না; তজ্জন্য ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয়। এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিত্যক্ত হইল (*)।

(*) তাৎপর্য্য,—'মায়া' ও 'অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেক॥

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট ও সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিশুদ্ধ বা মলিনসত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ। নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্ট্বা মোহয়িতুমলম্; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্রত্বাৎ তস্যাঃ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্য জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীব মোহনহেতুরিতি মন্যসে? তর্হি পরিশুদ্ধস্যাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্ব্বতী মায়া মায়াপরপর্য্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ। অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতুরবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীত-দর্শনহেতুঃ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি। নৈবম্; চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ। যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়ী বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাঁহার জীবদর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না। কেন না, মায়াবী যাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না। আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও বলা যায় না; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—দর্শন-সমুৎপাদনে নহে।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্ব্বক জীবের সম্মোহন সমুৎপাদন করে। তাহা হইলে, মায়া যখন অখণ্ড, একরস, বিশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই হইয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সুতরাং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ দাঁড়াইল]। যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায় মাত্র; সুতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না। না,—এরূপ হইতে পারে না; চন্দ্র এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচন্দ্র-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু। বিশেষতঃ ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্ববশে রাখিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর অবিদ্যার অধীন চৈতন্য জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই অবিদ্যার তার-তম্যানুসারে জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে। ফল কথা, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ মায়া, আর সত্ত্বগুণের অপকর্ষ বা মালিন্যবশতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ। এইমাত্র বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহাকে সম্মোহিত করিতে পারে না; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তন্মোহয়তি; নহ্যনুন্মত্তো মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে।

অথ অপুরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো নাপুরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ; অতোঽস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি মতম্। তন্ন; দ্বিচন্দ্রজ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেঽপি তদ্ধেতুরবিদ্যৈব; তন্নিরসনে চ প্রযস্যন্তী যদি চ নাপুরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্যনুচ্ছেদ্যতয়া নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ। অস্তু কো দোষ ইতি চেৎ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" [বৃহদা০, ২।৪।১৪]। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" [বৃহদা০, ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ। পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিমোহিত করিতে পারেন না; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা বলিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিমোহিত করিতে ইচ্ছা করে না।

আর যদি মনে কর যে, যাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ, অবিদ্যা কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপুরুষার্থ প্রদর্শন করায় না; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না। না,—এ কথাও হইতে পারে না; দ্বিচন্দ্রদর্শনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ-সাধকও হয় না, তথাপি অবিদ্যাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর সেই অবিদ্যা-নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপুরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও কোন আবশ্যক হয় না; সুতরাং অনুচ্ছেদ্যতা-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, হউক—দোষ কি? এ পক্ষে দ্বৈতদর্শনই প্রধান দোষ; তাহার ফলে—'যে অবস্থায় দ্বৈতেরই মত হয়,' এবং 'যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।' ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (২)। যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

(২) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্যই সচেষ্ট হয়, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না ঘটায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় মায়াও চিরদিন থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন দ্বৈত ও দ্বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্ত পুরুষের পক্ষে দ্বৈতদর্শন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থায় আর দ্বৈত-বিজ্ঞান থাকে না। কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উল্লিখিত শ্রুতিগুলির অর্থে বাধা ঘটে। অতএব মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, মায়ায়াস্ত্বপরমার্থত্বাদবিরোধ ইতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা অবিদ্যামন্তরেণ নোপপদ্যতে ।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়য়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ ? জীব-মোহনমিতি চেৎ ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং ? ক্রীড়েতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্রীড়য়া ? পরিপূর্ণ ভোগানামেব ক্রীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ ; নৈবমিহোপপদ্যতে । নহ্যপরমার্থভূতৈঃ ক্রীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈর্নিষ্পন্নয়া অপরমার্থভূতয়া ক্রীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুন্মত্তানাং ক্রীড়ারসো নিষ্পদ্যতে । মায়াশ্রয়তয়াভিমত-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণাবিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবশ্চ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ । অতো ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগতং নানাত্বং পশ্যতীত্যদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগচ্ছদ্ভিরভ্যুপেতব্যম্ ॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক ; মায়া যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির বিরোধই হইতে পারে না । [এ কথাও বলা যায় না ।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ ; তখন তাহার পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই অসত্য মায়া সন্দর্শন কিংবা মায়া-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অথচ নিত্য মায়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি ? যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন ; ভাল, পুরুষার্থের অনুপযোগী জীব-সম্মোহনে প্রয়োজন কি ? যদি বল, উহা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই) । জিজ্ঞাসা করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্রীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি ? যদি বল, জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া বা বিলাস তাহাদেরই পুরুষার্থ হইয়া থাকে । হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্রীড়া উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্রীড়ার উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্রীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে, এবং সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিত্ব বোধ থাকে ; তাহা হইলে অনুন্মত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই ঐ ক্রীড়ায় রসাস্বাদ করিতে পারে না । ইহার পর, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ মায়াশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্ব্বেরই মত অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে 'অনাদি অবিদ্যা-সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে নানাত্ব সন্দর্শন করেন,' এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে ॥

যত্তু, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মাজ্ঞানবাদিনশ্চোদ্যম্ ; একস্যৈব ব্রহ্মণোঽজ্ঞস্য স্বাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষ্যমাণত্বাৎ বদ্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়া এবাভাবাৎ, ব্যবহ্রিয়মাণায়াশ্চ বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদি ব্যবস্থায়াঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকস্যৈব অবিদ্যয়া সর্ব্বকল্পনোপপত্তেঃ। স্বপ্নদৃশা হ্যেকেন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্য্যাদয়ঃ তদবিদ্যাকল্পিতাএব ; অতএব বহ্ববিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ।

পারমার্থিকী বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা স্বপরব্যবস্থা চ জীবাজ্ঞানবাদিনাপি নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী ত্বেকস্যৈবাবিদ্যয়া উপপদ্যতে। প্রয়োগশ্চ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ স্বপর-ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিকত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি। শরীরান্তরাণ্যপি ময়ৈবাত্মবন্তি শরীরত্বাৎ, এতচ্ছরীরবৎ। শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্য্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মেতে অজ্ঞানের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ (অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বগত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ উপস্থিত হয় মাত্র। অতএব, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ; তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি যেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে। স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, তাহার উপপত্তির জন্য অবিদ্যার বহুত্ব কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না। অধিকন্তু, এই সকল ব্যবহার অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে পারে, [সুতরাং অজ্ঞানের বহুত্ব কল্পনার আবশ্যক হয় না]। এ পক্ষে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম-পর-ভেদব্যবহার যখন অপরমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা স্বীয় অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যবস্থা। আর স্বপ্নে যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান্, যে হেতু ঐ সকল শরীরও আমার এই শরারেরই মত শরীর। আর সেই শরীর সমূহও আমারই অবিদ্যা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য্য (জন্য পদার্থ), জড় পদার্থ এবং কল্পিত, অর্থাৎ শরীরত্ব, কার্য্যত্ব, জড়ত্ব বা কল্পিতত্ব, ইহার যে কোন একটী উহাদের

কল্পিতত্বাদ্বা, এতচ্ছরীরবৎ। বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ। অতঃ স্বপরবিভাগো বদ্ধমুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদিব্যবস্থাশ্চৈকস্যাবিদ্যাকল্পিতাঃ। দ্বৈতবাদিনাপি বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থাদুরুপপাদা ; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকস্মিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্ব্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ।

অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ ; কিমিদমনন্তত্বম্ ? অসঙ্খ্যেয়ত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্ত্বাদল্পজ্ঞৈরসঙ্খ্যেয়ত্বেঽপীশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সঙ্খ্যেয়া এব। তস্যাপ্যশক্যত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বং ন স্যাৎ ; আত্মনাং নিঃসঙ্খ্যত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্যা-বিদ্যমানসঙ্খ্যা-বেদনাভাবো নাসার্ব্বজ্ঞ্যমাবহতীতি চেৎ ; ন, ভিন্নত্বে সঙ্খ্যা-বিধুরত্বং নোপপদ্যতে। আত্মানঃ সঙ্খ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ। ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে ;

কল্পিতত্বের সাধক ; ইহার হেতু—শরীরত্ব ; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর। অপিচ, [চেতন 'অহং' কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ ; কারণ, উহারা চেতন ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন ; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট। অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাত্মবিভাগ, এবং বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্যাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বদ্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে। কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহার এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত ; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত ; তখন অমুক্তাবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি ? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসঙ্খ্যেয় ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রভূতত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্যেয় হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ত সংখ্যেয়ই বটে ; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না। যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই 'সংখ্যা' বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম্ম নাই ; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাব কখনই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না ; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন ; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না। [এ বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যাযুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক্ ; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি। আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম্ম সম্ভাবিত হয় ; অথচ

(*) নিঃসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ব্রহ্মণশ্চানন্তত্বং ন স্যাৎ। অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্। ভেদবাদে চ বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন ব্রহ্মণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বক্তুম্; বস্ত্বন্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুজ্যতে; বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ; তথা সর্ব্বে চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছিদ্যন্তে। এবঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" [তৈত্তি॰ আন॰ ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদদ্ভির্বিরোধঃ। উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মণশ্চ প্রসজ্যেরন্; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্। অত একস্যৈব (†) অপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণোঽবিদ্যাবিজৃম্ভিতং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ; সুখদুঃখপ্রতিসন্ধান-ব্যবস্থাদয়োঽপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিদ্যা-স্বাভাব্যাদুপপদ্যন্তে। তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাদ্য-বিদ্যাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্ত্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্যত্বং জগতঃ—ইতি।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরাহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব); সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদরাহিত্যও বলিতে পারা যায় না; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূতত্বই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সদ্ভাবই তাহার পরিচ্ছেদ। আর যাহা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন। এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যানুসারে যাহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্ম্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে)। অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিদ্যাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সুখ-দুঃখানুভূতির ব্যবস্থাভেদ প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্নকালীন ব্যবহারের ন্যায় অবিদ্যা-সম্ভূতত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিদ্যাবশতঃ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, একথা

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'চ' শব্দো নাস্তি। (†) অতএবাদ্বৈত' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[শাঙ্কর-মতখণ্ডনম্—]

অত্রোচ্যতে—নির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপস্য নিরংশস্য প্রকাশনিবৃত্তিরূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানাসম্ভবাদিভ্যঃ সকলপ্রমাণবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধঞ্চেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং যুক্তিবাধিতত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি; তদযুক্তম্, যুক্তেরভাবাৎ। যত্তু অনুবর্ত্তমানস্য কারণমাত্রস্য সত্যত্বম্, ব্যাবর্ত্তমানানাং

সত্য। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (*)।

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিদ্যা দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাত্ব বা ভেদ দর্শন করেন, বলা হইয়াছে; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং তাহার স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্ববচনবিরুদ্ধও বটে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্য্যসত্তা যখন যুক্তিবাধিত, তখন উহা শুক্তি-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র; তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তদনুকূল কোনও যুক্তি নাই। আর যে, [কার্য্যে] অনুবর্ত্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্ত্তমান বা কারণে

শাঙ্করমত খণ্ডন

(*) তাৎপর্য্য—কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্ত্তবাদ, (২) পরিণামবাদ। তন্মধ্যে, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্য্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম। যেমন—দুগ্ধের দধিরূপে ও মৃত্তিকার ঘটাদিরূপে পরিণাম। আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, নিজের অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে, অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্যরূপে দর্শন করে, তাদৃশ অবস্থাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি। তদনুসারে কার্য্য ও কারণ, উভয়কেই 'বিবর্ত্ত' শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। উভয় স্থলের পার্থক্য এই যে, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুগ্ধের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া যায়; দুগ্ধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই পরিণামের স্বভাব। বিবর্ত্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্ম্মই পরিত্যাগ করে না, আপনার স্বরূপেই থাকে, অথচ অবিদ্যা বা অজ্ঞান আসিয়া তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই থাকে। যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া যথার্থ রজ্জুস্বরূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং রজ্জুর যে স্বরূপ-হানি ঘটে না, ইহা সত্য; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত্ত কারণ, আর সর্প হয় তাহার বিবর্ত্ত কার্য্য। ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত্ত কারণ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে বিচিত্র জগৎ নির্ম্মিত হইলেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সৎ চিৎ ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে না।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যাণামসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র ব্যাবর্ত্তমানতা ন বাধিকেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব পরিহৃতম্। যচ্চোপলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়ত্বেন কার্য্যস্য মৃষাত্বমিতি ; তদসৎ, উপলব্ধি-বিনাশযোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি, কিন্ত্বনিত্যত্বম্। যদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া যদুপলব্ধম্, তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধিতত্বমেব হি তস্য মিথ্যাত্বে হেতুঃ ; দেশান্তর-কালান্তরসম্বন্ধিতয়োপলব্ধস্যান্যদেশকালসম্বন্ধিত্বেন বাধিতত্বং দেশান্তর-কালান্তরাব্যাপ্তিমাত্রং সাধয়তি, ন তু মিথ্যাত্বম্। প্রতিপ্রয়োগশ্চ—ঘটাদি কার্য্যং সত্যম্, দেশকালাদিপ্রতিপন্নোপাধাববাধিতত্বাৎ, আত্মবৎ।

যচ্চোক্তং—কারণস্বরূপাদবিকৃতাদ্বিকৃতাচ্চ কার্য্যোৎপত্তির্ন সম্ভবতীতি ; তদসৎ ; দেশকালাদিসহকারি-সমবহিতাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তি-সম্ভবাৎ। তৎসমবধানঞ্চ বিকৃতস্যাবিকৃতস্য চ ন সম্ভবতীতি যদুক্তম্ ; তদযুক্তম্ ; পূর্ব্বমবিকৃতস্যৈব কালাদিসমবধানসম্ভবাৎ। অবিকৃতত্বাবিশেষাৎ পূর্ব্বমপি দেশকালাদিসমবধানং প্রসজ্যত ইতি চেৎ ; ন, দেশকালাদিসমবধানস্য

অননুগত ঘট-শরাবাদি কার্য্য সমূহের অসত্যতা [উক্ত হইয়াছে], তাহাও 'এক স্থলে দৃষ্ট ব্যাবর্ত্তমানতা অন্যত্র প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের (অনুবৃত্তির) বাধিকা হয় না,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে। আর যে, উপলভ্যমানত্ব (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) ও বিনাশিত্ব বশতঃ সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব অভিহিত হইয়াছে ; তাহাও ভাল কথা নহে ; কেন না, উপলব্ধি ও বিনাশ-সম্বন্ধ কখনই বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারে না ; পরন্তু, অনিত্যত্বমাত্র সাধন করে। কেন না, যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে উপলব্ধিগোচর হয়, সেই বস্তুর সেই দেশে ও সেই কালে বাধিতত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে উপলব্ধ পদার্থের নহে। অপর দেশে ও অপর কালে যে বাধিতত্ব (বাধা), তাহা কেবল সেই বস্তুর দেশান্তর ও কালান্তর-ব্যাপকতারই অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু মিথ্যাত্বের সাধন করে না। ইহার বিরুদ্ধে অনুমানও হইতে পারে, যথা—জন্য ঘটাদি বস্তু সত্য ; কারণ, অনুভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিতে [উহা] বাধিত নহে—অবাধিত ; দৃষ্টান্ত যথা—আত্মা।

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিকৃত বা বিকৃত কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, দেশ-কালাদিরূপ সহকারী কারণসমন্বিত কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। (কেবল একটিমাত্র কারণ হইতে নহে), আর যে, বিকৃত কিংবা অবিকৃত কোনরূপ কারণেরই সহকারি-সংযোগ সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিকৃত কারণের সহিতই দেশ-কালাদির সম্বন্ধ হইতে পারে। যদি বল, অবিকৃতভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না থাকায়

কারণান্তরায়ত্তস্যৈতদায়ত্তত্বাভাবাৎ। অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষমাপন্নং কারণং কার্য্যমুৎপাদয়তীতি ন কিঞ্চিদবহীনম্। কারণস্য চ কার্য্যং প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহ্নোতুং শক্যতে।

যত্তু—হেমাদিমাত্রস্য, রুচকাদিকার্য্যস্যৈতদাশ্রয়স্য বা হেমাদেরারম্ভকত্বং ন সম্ভবতি—ইতি; তদযুক্তম্; হেমাদিমাত্রস্যৈব যথোক্তপরিকরযুক্তস্যারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি বক্তুং শক্যম্; হেমাতিরিক্তস্য স্বস্তিকস্য দর্শনাৎ; বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিভির্বস্ত্বন্তরত্বস্য সাধিতত্বাচ্চ। ন চায়ং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তিবিনাশয়োরন্তরালে উপলভ্যমানস্য তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ। ন চাস্যা উপলব্ধের্বাধিকা কাচিদপি যুক্তির্দৃশ্যতে। প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপলব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেম্নোঽপ্যনুবৃত্তে-

কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর কারণের অধীন; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্তই নহে। অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে; ইহাতে কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানত্ব) যখন অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না।

আর যে, কেবলমাত্র সুবর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত সুবর্ণাদির আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিশূন্য; কেননা, পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসমন্বিত কেবল সুবর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর হয়। আর যে, কার্য্যারম্ভক সুবর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেননা, স্বস্তিকই (হারবিশেষই) সুবর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক্ বস্তুত্বও সাধিত (প্রমাণিত) হইয়াছে। ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে; কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্ত্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না; [সুতরাং অবাধিতত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাত্বও হইতে পারে না]; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে অননুভূত স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, সুবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, সেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ সুবর্ণেরই অনুবৃত্তি রহিয়াছে। আর

রবিরুদ্ধা। শ্রুতিভিস্তু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধনং পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। যচ্চান্যদত্র প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্ব্বং পূর্ব্বমেব সুষ্টূক্তম্।

যচ্চোক্তম্—একেনাত্মনা সর্ব্বাণি শরীরাণ্যাত্মবন্তি, ইতি; তদসৎ, একস্যৈব সর্ব্বশরীরপ্রযুক্ত-সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ। সৌভরিপ্রভৃতিষু হ্যাত্মৈকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তসুখাদিপ্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাৎ তদ্ভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তুং শক্যম্; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব; অন্তঃকরণভূতস্ত্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতেত্যুপপাদিতত্বাৎ। যচ্চ, শরীরত্ব-জড়ত্ব-কার্য্যত্ব-কল্পিতত্বৈঃ সর্ব্বশরীরাণামেকস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বমুক্তম্; তদপি সর্ব্বশরীরাণামবিদ্যাকল্পিতত্বস্যৈবাভাবাদযুক্তম্। তদভাবশ্চাবাধিতস্য সত্য-

---

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধন, তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও যে, প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, সে সমস্তও পূর্ব্বেই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে; কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সর্ব্বশরীরে সুখ-দুঃখাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে। আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋষিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ সুখ-দুঃখাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*)। এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই (অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই হেতুই সর্ব্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ; উভয়ে ভিন্ন নহে। বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহঙ্কার যখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাধন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় তাহা কখনই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা হইয়াছে। আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই একের অবিদ্যা-কল্পিত বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিদ্যা-কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতেই

(*) তাৎপর্য্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীব্রতপা সৌভরি মুনি কোনও কারণে আসক্তির পরবশ হইয়া সমাধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কায়ব্যূহ রচনা করিলেন, এবং স্বয়ং আত্মারূপে সেই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত রহিলেন। একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকেই 'কায়ব্যূহ' বলে। তখন তিনি স্বনির্ম্মিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। সর্ব্ব শরীরগত সুখ দুঃখাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন।

ত্বোপপাদনাৎ। যচ্চ চেতনাদন্যস্য জড়ত্বদর্শনাৎ সর্ব্বচেতনানামনন্যত্ব-মুক্তম্, তদপি সুখদুঃখব্যবস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরস্তম্।

যত্তু —'ময়ৈবাত্মবন্তি মদবিদ্যাকল্পিতানি, অহমেব সর্ব্বং চেতনজাতম্' ইত্যহমর্থ স্যৈক্যমুপপাদিতম্, তদজ্ঞাতস্বসিদ্ধান্তস্য ভ্রান্তিজল্পিতম্; অহং-ত্বমাদ্যর্থবিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা ত্বন্মতে। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিস্ফলঃ, অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ; শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদিপ্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি (*) ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ,

---

তাহারও অপ্রামাণ্য [নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে]। আর যে, চেতন ভিন্ন পদার্থ-মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে; তাহাও সুখ-দুঃখ-ভোগের ভেদব্যবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে।

পুনশ্চ যে, ['সমস্ত শরীর] আমা দ্বারাই আত্মবান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আমিই সমস্ত চেতন স্বরূপ', এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে; তাহাও কেবল স্বসিদ্ধান্তের বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র; কেননা, তোমার (শঙ্করের) মতে আত্মা ত 'অহম্', 'ত্বম্' (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্যস্বরূপ। আরো এক কথা, যিনি বলেন, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যাতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাঁহার মতে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায়; কারণ, ঐ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য বা অবিদ্যার ফলস্বরূপ; সুতরাং 'শুক্তি-রজত' স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেরূপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ। [এ বিষয়ে এইরূপ বহু অনুমানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা বিফল; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত আচার্য্যাধীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন; উদাহরণ যেমন—শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদির প্রযত্ন। (†) "তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও বন্ধের নিবর্ত্তক নহে; কারণ, উহা অবিদ্যা-কল্পিত বাক্যজন্য, স্বয়ংও অবিদ্যাত্মক; অবিদ্যাত্মক

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক অনুমানেই দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় না। দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। যেখানে বিধিমুখে অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থের অনুরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অন্বয়ী, আর যেখানে অনুমেয়ের বিপরীত ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী। আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটীকে উক্ত উভয়-প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে। শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারেই আচার্য্যাধীন জ্ঞান-প্রসূত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাদ্বা, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাত্মকজ্ঞানগম্যত্বাদ্বা; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরাদিঃ। নচ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে। যত্তু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্তু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যানি চ তস্য নির্ব্বিশেষত্ব-সাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানান্যুপন্যস্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈরবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিরনুমানৈর্নিরস্তানি।

ন চ নির্ব্বিশেষস্য চিন্মাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

---

জ্ঞাতাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচার্য্যায়ত্ত বাক্যশ্রবণজন্য; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন বন্ধ-নিবর্ত্তক বাক্যজন্য জ্ঞান (†)। অপিচ, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা; কারণ, তিনিও অবিদ্যাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অথবা, অবিদ্যা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানগম্য। অর্থাৎ অবিদ্যায় পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যাহা এরূপ, অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য জ্ঞানগম্য, অথবা অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধর্ব্বনগরাদি (‡)। আর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট প্রতিভাত হন, অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জন্য] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ কথাও বলা যায় না। আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে]; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অনুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

(*) সাধনানি' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি তৎকালে তাহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ চ্ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

(‡) তাৎপর্য্য—অকস্মাৎ আকাশে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের ন্যায় দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধর্ব্বনগর' বলে। সেই গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বপ্নকালেও ঐরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; অথচ ঐ উভয়বিধ পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন।

পদ্যতে ; সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োঽপি হি জ্ঞাতৃবিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমাত্র-গতাঃ ; ন চ তস্য প্রকাশত্বং (*) স্বায়ত্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি ; প্রকাশো হি নাম কস্যচিৎ পুরুষস্য কঞ্চন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত এব হি তস্য স্বয়ম্প্রকাশতোপপাদ্যতে ভবদ্ভিরপি । নচ অতাদৃশস্য নির্বিশেষস্য প্রকাশতা সম্ভবতি। যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি পরমার্থকার্য্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্ঘোষঃ, সোঽপি—তানি কার্য্যাণি সর্ব্বাণ্যবাধিত-কল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি ; বস্তুতস্তু অবিদ্যাত্মকান্যেবেতি স্বাভ্যুপগমাদেব নিরস্তঃ। অস্মাভিরপি সর্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি-মুপপাদয়দ্ভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তঃ। নচ ত্বয়ৈষামনুমানানাং (†) শ্রুতি-বিরোধো বক্তুং শক্যতে ; শ্রুতেরপ্যবিদ্যাকার্য্যত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বেন চোক্ত-দৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষাভাবাৎ।

যত্তু ব্রহ্মণোঽপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেঽপি পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাদ্ ব্রহ্ম সত্যমেব ইতি ; তদসৎ, দুষ্টকারণজন্য-জ্ঞানগম্যত্বে নিশ্চিতে সতি পশ্চাত্তন-

---

আমার ইত্যাদি প্রকার) জগদ্ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেননা, সাক্ষিত্ব ও ভ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না; কারণ, প্রকাশ শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি। তোমরাও (শাঙ্করমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিনিবন্ধনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন করিয়া থাক ; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে যাহা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ-রূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উচ্চ রব, তাহাও তাহাদের 'সেই সমস্ত জন্য পদার্থই একরূপ অবাধিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিদ্যাত্মক (অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)' এই নিজের কথায়ই নিরস্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অনুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছ না ; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিদ্যা-সমুদ্ভূত, সুতরাং অবিদ্যাত্মক ; অতএব উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও

(*) প্রকাশকত্বং' ইতি 'ক' পাঠঃ।　　(†) মনুভূয়মানানাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বাধাদর্শনস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ; যথা "শূন্যমেব তত্ত্বম্" ইতি বাক্যজন্যজ্ঞানস্য পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেঽপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্যাসত্যত্বম্।

কিঞ্চ, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" [কঠ০ ২।৪।১১], "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৫।৯।২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য নিষেধকত্বেন সর্ব্বস্মাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে; 'শূন্যমেব তত্ত্বম্' ইতি তস্যাপ্যভাবং বদতস্তস্মাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে। সর্ব্ব-শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তস্যৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্; দোষমূলত্বন্তু প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্ব্বশূন্যজ্ঞানস্যাপ্যবিশিষ্টম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতম্, স্বয়ঞ্চ পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিদ্ধিরূপম্; তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্; দোষশ্চ পরমার্থঃ; কিঞ্চিচ্চ নির্দ্দোষং পারমার্থিকসামগ্রীজন্যমিতি যাবন্নাভ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা, লোকব্যবহারশ্চ সেৎস্যতি। লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

---

উত্তম কথা নহে; কারণ, ব্রহ্ম যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী বাধের অদর্শন কিছুই করিতে পারে না। যেমন—'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),' এই বাক্য হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই) উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়, ইহাও তদ্রূপ।

অপি চ, 'ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দ্বৈত) নাই,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছ; কিন্তু, 'শূন্যই তত্ত্ব' এইরূপে যাহারা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্ত্তী; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে, সর্ব্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না; সুতরাং সেই সর্ব্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্ব্বশূন্যত্ববাদেরও দোষমূলকত্ব সমান; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের পারমার্থিক-জ্ঞাতৃগতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যঞ্জকরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব, তন্মধ্যেও আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার কোন কোন জ্ঞানের নির্দ্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্ব্বকঃ; নির্বিশেষ-সন্মাত্রস্য তু পারমার্থিকস্য অপারমার্থিকস্য চ প্রতিভাসাদের্হেতুত্বাসম্ভবাৎ লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি।

যচ্চ—তৈর্নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্ব্বাধ্যাসাধিষ্ঠানস্য সন্মাত্রস্য পার-মার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্। অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ন ক্বচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সন্মাত্রস্য পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে; হন্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেঽপি ন ক্বচিদ্ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণ্যেন তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্র তৎসংরম্ভাৎ।

যত্তু ভেদপক্ষেঽপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সর্ব্বেষামাত্মনাং মুক্তত্বেন বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্। যত্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃপুরুষের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই নির্ব্বিশেষ সংস্বরূপ কখনই পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুভূত হইতে পারে না; সুতরাং তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহারা যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সৎপদার্থের (ব্রহ্মের) পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে। যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না; তখন [সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সংস্বরূপ ব্রহ্মের পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে; সুতরাং এ বিষয়ে কেবল বাক্যাড়ম্বর ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত হইয়া যাওয়ায় ভেদবাদেও (দ্বৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

(*) পারমার্থিকভ্রমোপপত্তিবৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সঙ্খ্যাবত্ত্বমবর্জনীয়মিতি; তত্র ঘটাদীনামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। দশ ঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সঙ্খ্যাবত্ত্বং দৃশ্যতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্তু ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্যুপাধিমদ্‌ঘটাদিগতম্; তাদৃশন্তু সঙ্খ্যাবত্ত্বম্ আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ। ন চ তাবতা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাৎ।

যত্তু—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়ত্বানাত্মত্বক্ষয়িত্বপ্রসঙ্গঃ—ইতি; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরত্বানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে (†)। পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ন্যায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবত্ব (সংখ্যেয়ত্ব—সান্তত্ব) অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্যেয়), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অন্তবত্ব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না। যদি বল, দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্ম্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (‡); তাদৃশ ঔপাধিক সংখ্যাবত্তা ত আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি। আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্ব্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সসীম হয়, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রযুগ পরিমিত এক দিনকে 'কল্প' বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সসীম হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে; সুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না।

(‡) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যেয়ত্ব শঙ্কা (সান্ততা) উদ্ভাবিত করিয়াছিল; তদুত্তরে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে; তবে যে, উহাদের একত্ব দ্বিত্বাদি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তদ্বিশেষিত ঘটাদিতে প্রযুক্ত হয় মাত্র: বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে।

(*)। নহি ঘটানাং ভেদস্তেষাং পটত্বমাপাদয়তি। যত্তু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিদ্যমানানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্য ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ; দেশকালসম্বন্ধেয়ত্তায়াঃ প্রমাণান্তরায়ত্তনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধস্যাপি প্রমাণান্তরাদা-পততো বিরোধাভাবাৎ। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাভাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্ভবতোঽপ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-ঽভ্যুপয়তঃ সমানম্। অতঃ সতোঽবিদ্যাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোঽপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্ব্বে তবাপি প্রসজ্যেরন্। যদ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে; তর্হ্যবিদ্যাত্মকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আন০ ১।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থকং স্যাৎ। ভেদতত্ত্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দূষণাদিবিবেকাভাবাৎ সর্ব্বম-সমঞ্জসং স্যাৎ। আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিশ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেণ, ন

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না। আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সসীমভাব) সম্ভাবিত হয়; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অল্পাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেশ-কাল-সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না। যদি বল, শুধু [আত্মারূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিদ্যা হইতেও পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান। অতএব, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্যা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিদ্যা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে। আর যদি অবিদ্যা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিদ্যাত্মকই হইয়া পড়েন, এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,' [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐকারণেই অনর্থক হইতে পারে। আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দূষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

(*) আত্যন্তরীয়ত্বানাপাদকত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বস্তুতোঽপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন; তথাবিধস্য শশবিষাণায়মানস্যানুপলব্ধেঃ। ভেদবাদিনস্তু সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুশরীরত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোঽপি পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে। তদেবং কারণাদ্ভিন্নস্য কার্য্যস্য সত্যত্বাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণোঽন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং জগতঃ, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ তদুপপাদয়দ্ভ্যোঽবগম্যতে। আরম্ভণ-শব্দ আদির্যেষাং বাক্যানাং, তান্যারম্ভণশব্দাদীনি—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" [ছান্দো০ ৬।১।৪] "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১], "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০৬।৩।৩], "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

পড়ে। শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই 'আনন্ত্য' ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না; কারণ, শশবিষাণকল্প তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলব্ধিগোচর হয় না। ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সর্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিদ্যমান হইতে পারে না। অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অন্য—পৃথক্ পদার্থ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের অভিন্নত্ব স্থাপন

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি হেতু হইতে জানা যাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ অনন্য বা অভিন্ন পদার্থ। যে সমস্ত বাক্যের আদিতে 'আরম্ভণ' শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই 'আরম্ভণ'-শব্দাদি—'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ'; 'হে সোম্য (শ্বেতকেতো,) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল; তিনি (সেই সৎব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,' ['আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মারূপে [সর্ব্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব]', 'হে সোম্য—শ্বেতকেতো, এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সৎব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” [ছান্দো০ ৬৷৮৷৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্থান্যপ্যেবংজাতীয়কান্যত্রাভিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দো০ ৬৷১৷৩] ইতি কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্যভূতস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎস্নস্য ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যন্যজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং তাবৎ “যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততেত্যর্থঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তর-

---

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও চেতনাচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—‘[বৎস, তুমি] গর্ব্বিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞেয় বিষয় [গুরুকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব মনস্থ করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্য্যভূত সর্ব্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্ত্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক বিষয়ের জ্ঞানে অন্য বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সোম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেরূপ সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও তদ্রূপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্য্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্ব্বক

ত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বমুপপাদয়তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। আরভ্যতে—আলভ্যতে স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভণং "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। বাচা—বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ; 'ঘটেনোদকমাহর' ইত্যাদি-বাক্পূর্ব্বকো হ্যুদকাহরণাদিব্যবহারঃ; তস্য ব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে তেনৈব মৃদ্দ্রব্যেণ পৃথুবুধ্নোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং চ 'ঘট' ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি। অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু দ্রব্যান্তরত্বেন; অতস্তস্যৈব মৃদ্ধিরণ্যাদেদ্র্ব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্দান্তরাদয় উপপদ্যন্তে; যথৈকস্যৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষৈঃ বালো যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে।

লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্‌ভাব উপপাদন করিতেছেন। '[ঘটাদি] বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য,' এইবাক্যই 'আরম্ভণ' শব্দের অর্থ, —যাহা আরব্ধ হয়—আলম্ভণ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই 'আরম্ভণ'; 'কৃত্যপ্রত্যয় ও ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,' এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বাচা' অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে (৮); ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর' ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্যই সেই মৃত্তিকা পদার্থটি স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন 'ঘট' ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অন্যপ্রকার আকৃতি ও অন্যবিধ নামভাগী হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্ দ্রব্যরূপে নহে। অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে 'বালক, যুবা, বৃদ্ধ' এইরূপ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃত্তিকা বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্রকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্রেই প্রতীতি ও শব্দ-ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্ব্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে; শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না; এই জন্য ভাষ্যকার লোকব্যবহারকে 'বাক্পূর্ব্বক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যত্তুক্তং সত্যামেব মৃদি 'ঘটো নষ্টঃ' ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্যৎ কার্য্যমিতি; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতস্যৈব দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষত্বাভ্যুপগমাদেব পরিহৃতম্। তত্তদবস্থস্যৈকস্যৈব (*) দ্রব্যস্য তে তে শব্দাস্তানি তানি চ কার্য্যাণি, ইতি যুক্তম্। দ্রব্যস্য তত্তদবস্থত্বং কারকব্যাপারায়ত্তমিতি তস্যার্থবত্বম্। অভিব্যক্ত্যনুবন্ধীনি চোদ্যানি তস্যা অনভ্যুপগমাদেব পরিহৃতানি। উৎপত্ত্যভ্যুপগমেঽপি সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে, সত এবোৎপত্তেঃ। বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—পূর্ব্বমেব সৎ, তদুৎপদ্যতে চেতি। অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশযাথাত্ম্যস্যেদং চোদ্যম্; দ্রব্যস্যোত্তরোত্তরসংস্থানযোগঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ, স্বাবস্থস্য তূৎপত্তিঃ; অতঃ সর্ব্বাবস্থস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বাৎ সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে।

সংস্থানস্যাসত উৎপত্তাবসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ; অসৎকার্য্যবাদিনোঽপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্ত্বে সৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্ত্বে চানবস্থা।

আর যে, মৃত্তিকা সত্ত্বেই 'ঘট নষ্ট হইল' এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্য্যকে পৃথক্ পদার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্ম্মগুলিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্য্যভেদ, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। দ্রব্যের যে সেই সমস্ত অবস্থাবিশেষ, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন; সুতরাং কারক-ব্যাপারেরও সার্থকতা রক্ষিত হয়। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার বশতই পরিহৃত হইয়াছে। আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সৎকার্য্যবাদ (কার্য্যকারণের অনন্যত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, [এই মতে] সতের—বিদ্যমান কার্য্যেরই উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যদি বল, কার্য্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্ব্বেই সৎ (বিদ্যমান আছে), তখন 'উৎপন্ন হয়' কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোত্থাপন সঙ্গত হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে নহে); কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বতন আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বাবস্থায়ই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সৎকার্য্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না।

ভাল, অবিদ্যমান আকৃতিবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসৎকার্য্যবাদই (অসতের উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে? [উত্তর—] অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

(*)—কস্যৈব তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

অস্মাকং তু অবস্থানাং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার্য্যযোগানর্হত্বাদবস্থাবত এবোৎপত্ত্যাদিকং সর্ব্বম্, ইতি নিরবদ্যম্।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থাপ্রহাণেন ঘটত্বাবস্থাবৎ একত্বাবস্থাপ্রহাণেন বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি সদেবেদম্—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ (*) অগ্রে নামরূপ-বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্ব্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্রন্তরাসহতয়া অদ্বিতীয়ঞ্চ,

---

স্বীকৃত না হওয়ায় সৎকার্য্যবাদই আসিয়া পড়ে; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটে (+)। আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগ্‌রূপে প্রতীতিও কার্য্যব্যবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দ্দোষ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডত্বরূপ অবস্থাত্রয় পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার অবস্থাবিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুত্বাবস্থা, পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধ হইতেছে না। এই প্রকার 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' এই শ্রুতিতে [প্রকৃত পক্ষে] সৎস্বরূপ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং [সেই সৎপদার্থ ব্রহ্ম স্বয়ং] সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগদেকম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহা অসৎ—আকাশকুসুমবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য-বস্তুটির স্বকারণে বীজরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সূক্ষ্মভাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, কর্ত্তা ও করণ প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল; ইহারই নাম উৎপত্তি; এই উৎপত্তির আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না। এই অভিব্যক্তির সাধনেই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা।

অসৎকার্য্যবাদী দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না; অস্তিত্ব থাকে না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টায় অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তিবিশেষ নিহিত আছে; সেইজন্য সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। এখন এই অসৎকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের ন্যায় উৎপত্তিরও উৎপত্তি আছে কি না? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ায় 'অনবস্থা' নামক দোষ উপস্থিত হয়; এই ভয়ে উৎপত্তির আর স্বতন্ত্র উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; পরন্তু অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথায়ও অভিব্যক্তিমাত্র অর্থ স্বীকার করায় অবিজ্ঞাতভাবেও দ্বৈতবাদীকে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিতে হইতেছে; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, "সৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গঃ"।

ইত্যনন্যত্বমেবোপপাদিতম্। তথা "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি স্রক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বে-নাত্মনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাৎ কার্য্যভূতস্য জগতঃ পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমবসীয়তে।

সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য নিরবদ্যস্যৈব 'সদেবেদম্' ইতি নির্দ্দেশার্হ-জগত্ত্বম্, সচ্ছব্দবাচ্যস্য চ জগতো নাম-রূপ-বিভাগাভাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রন্তরানপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্যৈব বিবিধবিচিত্রস্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং সর্গশ্চ কথমুপপদ্যতে ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমা-স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইত্যাদি। "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি কৃৎস্নমচিদ্বস্তু নির্দ্দিশ্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্ করবাণীত্যুক্তম্। 'অনেন জীবেনাত্মনা'—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনু-প্রবিশ্যৈতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ। স্বাত্মনো জীবস্য চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকায় তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্যত্বই উপপাদন করা হইয়াছে। এইপ্রকার, 'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,' এই শ্রুতিতেও স্রষ্টব্য (ভবিষ্যতে যাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাকারে নিজের বহুভাব-প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্ পদার্থ।

[তাহার পর,] সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সৎপদার্থ পরব্রহ্মেরই আবার 'ইহা সৎস্বরূপই বটে' এইরূপ নির্দ্দেশযোগ্য জগদ্রূপতা, সৎপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং সংকল্পানুরূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায়—'সেই এই দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটীকে] ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক করিব', ইত্যাদি। এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ" কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের নির্দ্দেশ করায় এই জগৎকে স্বস্বরূপ জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব, এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে। "অনেন জীবেন আত্মনা" অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

(*) অদ্বিতীয়ত্বম্' ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠঃ।

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্ত্বমিত্যুক্তং ভবতি। "তৎ সৃষ্ট্বা" তদেবানু-প্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬।২) ইতি শ্রুত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিষ্টমিতি। তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য (*) স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্। অনেন পূর্ব্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা।

অচিদ্বস্তুনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদ-চিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি "সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ" ইত্যাদি সর্ব্বমুপপন্নতরম্। শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতাঃ সর্ব্বে বিকারাশ্চা-পুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং কল্যাণগুণাকরত্বঞ্চ সুস্থিতম্। তদেতৎ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি। তথা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি কৃৎস্নস্য চেতনাচেতনস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এই জগৎকে বিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব। ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে। পরব্রহ্ম যে, জীবসমন্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, তাহাও 'তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর, এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও প্রসিদ্ধ আছে; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র।

পূর্ব্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল। পর-ব্রহ্ম আত্মারূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন, এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই 'জগৎ'-পদবাচ্য হইতেছেন; সুতরাং 'অগ্রে এই জগৎ এক সৎস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে উপপন্ন হইবে। আর, যতপ্রকার বিকার (পরিবর্ত্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরাশি), তৎসমস্তই ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দ্দোষত্ব ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-ময় গুণাকরত্ব, তাহাও সুব্যবস্থিত হইল, এবং অব্যবহিত পরেই "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"। এই সূত্রেও কথিত হইবে। এইরূপ, 'এ সমস্তই এতদাত্মক,' এই শ্রুতিও চেতনাচেতনাত্মক

(*) সকলস্য' ইতি পাঠঃ 'ঘ, ঙ' পুস্তকয়োর্নাস্তি।

মুপদিশতি; তদেব চ "তত্ত্বমসি" ইতি নিগময়তি। তথা প্রকরণান্তরস্থেষ্বপি বাক্যেষু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", [ছান্দো০ ৩।১৪] "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্", [বৃহদা০ ৬।৫।৬] "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইত্যনন্যত্বং প্রতীয়তে। তথা অন্যত্বং চ নিষিধ্যতে—"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] ইতি, তথা "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি; যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যবিদুষো দ্বৈতদর্শনং, বিদুষশ্চাদ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্যত্বমেব তাত্ত্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি। তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যো জগতঃ পরম-কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদ্যতে।

অত্রেদং তত্ত্বম্—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্ব-শব্দাভিধেয়ম্। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্ম-

---

নিখিল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা উপদেশ করিতেছেন। 'তুমি তৎস্বরূপই,' এই শ্রুতি আবার তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন। এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ 'এই সমস্তই ব্রহ্ম', 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায়।' 'এই যাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,' 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' 'আত্মাই এই সমস্ত জগৎ' ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে। এইরূপ [নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক সর্ব্বপদার্থকে আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সর্ব্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,' 'ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' এইরূপ, 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে,' কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিদ্বানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিদ্বানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ) দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রকারে 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপানুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে।

এ বিষয়ের প্রকৃত রহস্য এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্য তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সর্ব্বদা 'সর্ব্ব'শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য; 'সর্ব্ব'শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের শরীরস্থানীয় বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্ত-নামরূপব্যবহারার্হ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তু-শরীরম্; তচ্চ কার্য্যাবস্থম্; ইতি কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুনঃ শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়াং কার্য্যাবস্থায়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইত্যত্রোক্তা।

যে তু কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ; তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ। যে চ কার্য্যমপি পারমার্থিক-মভ্যুপয়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমন্যত্বং, স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্, অচিদ্ব্রহ্মণোস্তু দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

---

বস্তুময় শরীরধারী হন; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্হ স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট হন; তাহাই কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম; অতএব, কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্যভূত এই জগৎ অন্য নহে; আর চেতনাচেতন-বস্তুময় দেহের শরীরী (শরীরস্বামী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্য্যাবস্থাগত স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে (*)।

কিন্তু যাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্য্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাহাদের মতে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বই সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে।

একদেশী মত

আর যাহারা কার্য্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে ঔপাধিক (উপাধিকল্পিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্যত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর

(*) তাৎপর্য্য—"নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" (২।১।৯) সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি কার্য্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা; তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্য্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থ যখন বিলীন হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা। জাগতিক যে সমস্ত বিকার বা পরিবর্ত্তন ও দোষ, তৎসমুদয়ই এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শরীরগত; সে সমস্ত দোষ দ্বারা শরীরী ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না; আর কারণাবস্থায় কোনপ্রকার দোষ বর্ত্তমানই থাকে না, তখন স্বতই নির্দ্দোষরূপে বিরাজ করেন। এইরূপ অবস্থাভেদানুসারে সদোষ ও অদোষভাবের উপপাদন করা হয়। এ বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে নবম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

রিক্ত-বস্ত্বন্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্যাখণ্ডিতস্য ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপস্যৈব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণো-রনন্যত্বাচ্চ জীব-ব্রহ্মণোঃ কর্ম্মবশ্যত্বাপহতপাপ্মত্বাদি-ব্যবস্থাবাদিন্যোঽচিদ্-ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিন্যঃ (†) শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡)।

যে পুনঃ নিরস্তনিখিলভোক্তৃত্বাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সর্ব্বশক্তিযুক্তং সন্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্তাশেষসুখদুঃখানুভব-বিশেষং স্বপ্রকাশমপি সুষুপ্তাত্মবদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্; সৃষ্টিবেলায়াং মৃত্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্র ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্বুদাদিরূপো ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে; অতো ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবত্ব-ঘটত্ব-মণিকত্ববৎ তদ্গতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৄণাং সদাত্মৈকত্বঞ্চ ঘট-শরাবমণিকাদীনাং মৃদাত্মৈকত্ববদুপপদ্যতে; অতঃ সন্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অখণ্ড ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম যখন অনন্য—একই পদার্থ, তখন জীবের কর্ম্মাধীনতা, আর ব্রহ্মের অপহতপাপ্মস্বভাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।

আবার যাহারা বলেন—ভোক্তৃত্বাদি নিখিল বিকল্প-বাধাবিহীন, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, কারণীভূত শুদ্ধ সৎস্বভাব দ্রব্যই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতিশূন্য, এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও সুপ্ত আত্মার ন্যায় এরূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিত থাকে, এবং সমুদ্র যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য, ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্য্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন; অতএব, শরাবত্ব, ঘটত্ব ও মণিকত্বের ন্যায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ন্যায় ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ কার্য্যগত ঐ সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(*) পরিণামাচ্চ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।　(†) পরিণামবাদিন্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(‡) ব্যাকুলীভবেয়ুঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।　(§)—ত্বাদিসমস্ত বিকল্প' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সর্ব্বাবস্থাবস্থিতমিতি ব্রহ্মণোঽনন্যৎ জগদাতিষ্ঠন্তে; তেষাং সকলশ্রুতি-স্মৃতীতিহাসপুরাণ-ন্যায়বিরোধঃ। সর্ব্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতীতিহাসপুরাণাঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং (*) সদৈব সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সত্যসংকল্পং নিরবদ্যং দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকাতিশয়ানন্দং পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি; ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরাংশসন্মাত্রম্।

তথাহি—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] "তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি," [ছান্দো০ ৬।২।৩] "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং—যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি" [বৃহদা০ ৩ ৪।১১], "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি" [ঐত০

যেমন মৃত্তিকারূপে এক, তেমনই ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সৎস্বরূপে এক; সুতরাং উহাদের একত্বও উপপন্ন হইতেছে। অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সৎপদার্থই নানাবিধ অবস্থায় অবস্থান করে; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্যত্ব পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প, নির্দ্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সর্ব্বেশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত ঈশ্বরাংশভাগী শুদ্ধ সৎপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না। সেইরূপ [দেখাও যায়,] 'হে সোম্য, অগ্রে ইহা (জগৎ) এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' 'তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,' 'ইহা (জগৎ) অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্য্যসাধনে] সমর্থ হইলেন না, [তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয় দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্র), রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†)।' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না; তিনি সংকল্প করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব', 'এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা

(*) সর্ব্বেশ্বরম্' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আছে, দেবগণের মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে। এ বিভাগ সৃষ্টি-সাময়িক—ঈশ্বরকৃত, মনুষ্যকৃত নহে। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ সহকারেই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ কল্পিত হয় নাই।

১।১।১] "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য" [মহোপ০ ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরমকারণং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো নারায়ণ এবেত্যবগম্যতে। সদ্ব্রহ্মাত্মশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ তত্তুল্যপ্রকরণস্থেন 'নারায়ণ'-শব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তদ্দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" (*)।"

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭],

"স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।"

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] ইতীশ্বরস্যৈব কারণত্বং শ্রূয়তে। স্মৃতিরপি মানবী "ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্" ইতি প্রকৃত্য—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ" [মনু০ ১।৬] ইতি।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরুষোত্তমমেব পরমকারণমভিদধতি—

"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্য্যও ছিল না; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—'ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্ব্বেশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে)। কেন না, সমান প্রকরণস্থ 'সৎ' 'ব্রহ্ম' ও 'আত্ম'শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) 'নারায়ণ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকেই পরম কারণরূপে) বুঝাইতেছে। 'লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে),' 'তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই' ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব শ্রুত হইতেছে। মনু স্মৃতিও—'তাহার পর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু (পরমেশ্বর)' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর তাহাতে বীর্য্য (সর্জ্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন' ইতি। আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরুষোত্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—'জগৎ যাঁহার মূর্ত্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য); তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) "তৎ দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" অয়মংশঃ 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

স সিসৃক্ষুঃ সহস্রাংশাদসৃজৎ পুরুষান্ দ্বিধা" ॥

[মহাভা০ মোক্ষ০ ৮।১২]।

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্"।

[বিষ্ণুপু০ ১।১।৩] ইত্যাদিষু।

ন চ ঈশ্বরঃ সন্মাত্রমেবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশত্বাভ্যুপগমাৎ সবিশেষত্বাচ্চ। ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাদ্যনন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিভ্যঃ। জ্ঞানানন্দাদিশক্তিযোগ এবাস্য স্বাভাবিক ইতি মা বোচঃ, 'শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী' ইতি পৃথঙ্‌নির্দ্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ। ন চ পাচকাদিবৎ "সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্থাবর ও জঙ্গম) জীব সৃষ্টি করিলেন।' এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,' ইত্যাদি।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সৎস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি সবিশেষও বটে (নির্গুণ নহে); আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, 'ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয়।' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব্ব বিষয় অবগত আছেন,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ। কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিযোগই তাঁহার স্বাভাবিক, এরূপও বলিতে পার না; কারণ, শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগ্‌ভাবে স্বাভাবিকত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে, (অভেদ পক্ষে তাহা হইতে পারে না); পক্ষান্তরে ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩)। আর 'পাচক' প্রভৃতি পদে যেরূপ

(১৩) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াদির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; তাহার কারণ দুইটি; (১) জ্ঞানানন্দাদিই শক্তি হইলে শ্রুতিতে 'স্বাভাবিকী শক্তি' ও 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া,' এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃৎপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃৎপ্রত্যয়মাত্রস্য শক্ত্যাবস্মরণাৎ। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" [অষ্টা০ ৩।২।৫৪] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব কৃৎপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিষয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু ত্বগত্যা লক্ষণা সমাশ্রীয়তে।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রস্যেবাংশাদংশিনোঽধিকত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭], "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংসি বাধ্যেরন্।

কিঞ্চ, সন্মাত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য

[পাকানুকূল শক্তিমান্ অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রয়োগেও যে, কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃৎপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত কৃৎপ্রত্যয়ই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু 'হস্তী' ও 'কপাট' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে শক্তি অর্থে 'হন্' ধাতুর পর 'টক্' প্রত্যয় হয়,' ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তিবিষয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'পাচক' প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকানুকূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশী (যাহার অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশিরূপ সমুদ্রের ন্যায় অংশ হইতে অংশীর অতিরিক্তত্ব হেতু 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে', এবং 'তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না', ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সৎপদার্থই যদি সর্ব্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আবশ্যক ছিল না; বিশেষতঃ একটি 'চ' শব্দ দ্বারা শ্রুতি নিজেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া দিয়াছেন। (২) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ," এই 'সর্ব্বজ্ঞ' পদে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থে কথিত হইলে লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কথনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" এই সূত্রে শক্তি অর্থেই কৃৎপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; সুতরাং 'হস্তিঘ্ন' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু 'সর্ব্বজ্ঞ' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি প্রকৃতি (পচ্ ধাতু) ও প্রত্যয় (বুঞ্—ণক) দ্বারা বেতনগ্রাহী পাককর্ত্তা কিম্বা পাক-কার্য্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায় কথনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সর্ব্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশা ব্যাহন্যেরন্। ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ। স্বাংশেষু সর্ব্বেষু সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বেনেশ্বরাংশেঽপি তস্য পূর্ণত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চেতরাণি বস্তূনীতি চেৎ; ন, ঘটেঽপি সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বাদীশ্বরস্যাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সন্মাত্রস্য 'ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি' ইতি বস্তুধর্ম্মতয়াবগতস্য দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপদ্যতে। ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্ব্যবহারযোগ্যস্যাসত্ত্বম্। দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যুপগমে ক্রিয়াদীনামসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। ক্রিয়াদিষু কাশকুশাবলম্বনেঽপি সর্ব্বত্রৈকরূপা সত্তা দুরুপপাদা। সদাত্মনা চ সর্ব্বস্যাভিন্নত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বেন সর্ব্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সর্ব্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ পূর্ব্বমেবোক্তঃ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্যত্বম্ ॥২॥১॥১৫॥

অথোচ্যেত—একস্যৈবাবস্থান্তরযোগেঽপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো বালত্ব-যুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, মৃদ্দারুহিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরত্বেঽপি দৃশ্যন্তে; তত্র

অংশস্বরূপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া যাইত। কেননা, ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকস্বরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না। যদি বল, একমাত্র সৎপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, ঘটেও সত্তামাত্র পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে ঘটাংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে। 'ঘট সৎ, পট সৎ' এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান শুদ্ধ সৎপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহার-যোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সৎপদার্থ; তাদৃশ ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেরূপ হইলে যে প্রকার ব্যবহার সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব। আর কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; আর ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, সৎস্বরূপে সর্ব্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন সর্ব্বপদার্থের স্বভাব-পর্য্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সর্ব্বপদার্থের গুণ-দোষের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব যেরূপভাবে অনন্যত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১॥১৫॥

বিপক্ষে বলা যাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি স্থলে প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে; আবার মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও সুবর্ণাদি

মৃদ্ঘটাদিষু কার্য্যকারণেষু বুদ্ধি-শব্দান্তরাদয়োঽবস্থানিবন্ধনা এবেতি কুতো নির্ণীয়তে? ইতি। তত্রোত্তরম্—

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্য্যসদ্ভাবে) চ (ও) উপলব্ধেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)]।

[সরলার্থঃ—কার্য্যস্য ঘটাদেঃ সদ্ভাবে চ তৎকারণভূতস্য মৃদাদেঃ তত্র উপলব্ধেঃ—'তদেব ইদং মৃত্তিকা-দ্রব্যম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাচ্চ কারণাৎ অনন্যৎ কার্য্যম্ ইত্যবধার্য্যতে॥

ঘটাদি কার্যের সদ্ভাবে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলব্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এবং ঘটাবস্থায়ও 'ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অবধারিত হইতেছে ॥২।১।১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্য্যসদ্ভাবে চ কারণভূতস্য হিরণ্যস্যোপলব্ধেঃ—'ইদং কুণ্ডলং হিরণ্যম্' ইতি হিরণ্যত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং হিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরেষু মৃদাদয় উপলভ্যন্তে; অতো বালযুবাদিবৎ কারণভূতমেব দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং 'কার্য্যম্' ইতি গীয়তে। দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

---

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সত্ত্বেও [বুদ্ধি-শব্দাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন অবস্থাভেদানুসারে তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য্য-কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থাভেদ-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত হইতেছে কিরূপে? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—"ভাবে চোপলব্ধেঃ" ইতি॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্য্যের সদ্ভাবে [তৎকারণীভূত] সুবর্ণাদির উপলব্ধি হেতু, অর্থাৎ 'এই কুণ্ডলটি সুবর্ণ' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব]। সুবর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই বালকত্ব, যুবকত্বাদির ন্যায় কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। [কার্য্য-কারণের] পৃথক্-দ্রব্যত্ববাদীরও স্বাভিমত অবস্থাভেদানুসারেই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

(*) তাৎপর্য্য—যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ী কারণ; যেমন ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্য্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ কার্য্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবায়ী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্য্যে অনুগত থাকে—ঘটাদি কার্য্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে; এই কারণেই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কথা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবায়ী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্য্যে কারণাভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না; কেন না, এরূপ কোথাও হয় না।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিষু উপপন্নেষ্বনুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্যান্তরানুপলব্ধেঃ। একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণোভয়াবস্থং দৃশ্যতে। ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতিসন্ধানমিতি বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরত্বে সত্যাশ্রয়ানুবৃত্তিমাত্রেণ তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে প্রতিসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*)। গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদিপ্রতিসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাদ্যকারণভূত-পৃথিবীদ্রব্যপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। অগ্নিকার্য্যে ধূমেঽগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ; ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্; তথাপি ন দোষঃ; অগ্নের্নিমিত্তকারণমাত্রত্বাৎ। অগ্নিসংযুক্তাদ্রের্ন্ধনাদ্ধি ধূমো জায়তে; গন্ধৈক্যাচ্চাদ্রের্ন্ধনকার্য্যমেব ধূমঃ। অতঃ কার্য্যভাবে চ 'তদেবেদম্' ইত্যুপলব্ধের্বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োঽবস্থাভেদমাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে। (†) তস্মাৎ কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্ ॥২॥১॥১৬॥

তখন যাহার উপলব্ধি হয় না, এরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না। একজাতীয় বলিয়াই যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে; কারণ, জাতির আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাতিরিক্ত অপর কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, সুবর্ণজাতীয় একই দ্রব্য কার্য্য-কারণ, উভয়াবস্থায়েই অবস্থিত হইয়া থাকে। আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বদ্ধ থাকে; সেইজন্যই ঐরূপ অনুসন্ধান বা প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে); কেন না, যদি বস্তুতই দ্রব্যভেদ থাকিত, তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক্ দ্রব্যে কখনই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। যদি বল, গোময়াদি-সম্ভূত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সেখানেও আদিকারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। ভাল, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে)। বিশেষতঃ আর্দ্র কাষ্ঠের যেরূপ গন্ধ, ধূমেরও তদ্রূপ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে); অতএব কার্য্য-সদ্ভাবে 'সেই উপাদানই ইহা' এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যে কেবল অবস্থাভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যেভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্য বা অপৃথক্ ॥২॥১॥১৬॥

(*)—নুপপত্তেঃ' ইতি 'খ' পাঠঃ। (†) তস্মাৎ' ইত্যাদিকঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ইতশ্চ—

সত্ত্বাচ্চাপরস্য ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সত্ত্বাৎ (অস্তিত্বহেতু) চ (ও) অপরস্য (কার্য্য পদার্থের)।]

[সরলার্থঃ—অপরস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাৎ চ—বর্ত্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্যৎ কার্য্যমিতি শেষঃ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বো হি লোকঃ অপরাহ্নে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যেতি যৎ—'ইদানীং যদিদং ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্ব্বাহ্নে ইদং সর্ব্বং কেবলং মৃত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মৃত্তিকাপিণ্ডমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে' ইতি।

অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্ব্বে] কারণে বিদ্যমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে এ সমস্তই কেবল মৃত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরস্য—কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্। লোক-বেদয়োর্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে ; যথা লোকে 'সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে মৃত্তিকৈব আসীৎ' ইতি ; বেদে চ "সদেব সোম্যেদ-মগ্র আসীৎ" ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও—'যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্তা রহিয়াছে'।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিদ্যমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব [বুঝিতে হইবে]। কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে। লোকব্যবহারে যথা—'এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্নে মৃত্তিকাই ছিল,' ইতি, এবং বেদে যথা—'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল,' ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ - অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসদুক্তি নহে), ধর্ম্মান্তরেণ (অন্যপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দান্তরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিষু সৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থায়াং কার্য্যস্য জগতঃ অসত্ত্বব্যপদেশাৎ 'কার্য্যং কারণে সদেব' ইত্যেতৎ নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ ধর্ম্মান্তরেণ—লোকে 'সৎ' ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাৎ অভিব্যক্তনাম-রূপাখ্যাৎ অন্যেন সূক্ষ্মাবস্থারূপেণ ধর্ম্মেণ যোগাৎ 'অসৎ' ইতি ব্যপদিশ্যতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কুত ইদমবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দান্তরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ, সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি। যুক্তিশ্চ—'ঘটোঽস্তি, ঘটো নাস্তি' ইতি সদসদ্ব্যপদেশয়োঃ ঘট-কপালাদ্যবস্থাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনায়া অনুপপত্তেঃ। শব্দান্তরঞ্চ—"তদ্ অসদেব সৎ মনোঽকুরুত" ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অন্যথা মনস্ত্ব-কথনমসঙ্গতং স্যাদ্ ইতি ভাবঃ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ত সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাঁহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থূল বস্তুকেই 'সৎ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্ব্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি--বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ 'অসৎ ছিল', এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সৎই ছিল' ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থূল পদার্থকেই 'সৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে 'অসৎ' বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। শব্দান্তর এই যে, 'তিনি অসৎ মনকে সৎরূপে সৃষ্টি করিলেন', এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় 'অসৎ' শব্দের তুচ্ছরূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮]

যদুক্তং কারণে কার্য্যস্য সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যামবগম্যতে ইতি; তদ-

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

* শঙ্করনিম্বার্ক-বলদেবাদিভিস্তু "বাক্যশেষাৎ" ইত্যন্তমেকং সূত্রং, "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি পঠিতম্, তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো० ৬।২।১] "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ ব্রাহ্মণ০ ৬।১।১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ০ ২।২।৯] ইতি; লোকে চ 'সর্ব্বমিদং ঘটশরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে নাসীৎ' ইতি। অতো যথোক্তং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ তথা ব্যপদেশাৎ। স খল্বসদ্ব্যপদেশস্তস্যৈব কার্য্যদ্রব্যস্য পূর্ব্বকালে ধর্ম্মান্তরেণ—সংস্থানান্তরেণ, ন ভবদভিপ্রেতেন তুচ্ছত্বেন। (*) সত্ত্বাসত্ত্বে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্; তত্র সত্ত্বধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরম্ অসত্ত্বম্; ইদং-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য জগতঃ সত্ত্বধর্ম্মো নাম-রূপে; অসত্ত্বধর্ম্মস্তু তদ্বিরোধিনী সূক্ষ্মাবস্থা; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মদশাপত্তিরসত্ত্বম্। কথমিদমবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। বাক্যশেষস্তাবৎ "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" ইত্যত্র "তদসদেব সন্ মনোঽকুরুত স্যামিতি" [যজু০ ২।২।৯] ইতি; অনেন বাক্যশেষগতেন মনস্কারলিঙ্গেন অসচ্ছব্দার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিতে, তদৈকার্থ্যাৎ "অসদেবেদম্"

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই' ছিল 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল,' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না', এই সকল শ্রুতিতে জগৎকে অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, '[অপরাহ্নে দৃষ্ট] এই ঘট-শরাদি কার্য্যগুলি পূর্ব্বাহ্নে ছিল না,' এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে। অতএব যথোক্ত অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না। না—তাহা নহে; যেহেতু ধর্ম্মান্তর দ্বারা উক্তপ্রকার ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্য্যভূত দ্রব্যেরই কার্য্যাবস্থার পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মান্তর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্বরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্ম্মদ্বয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ধর্ম্মান্তর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম। [শ্রুত্যুক্ত] 'ইদং' শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে নাম ও রূপ; আর অসত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী সূক্ষ্মাবস্থা; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই অসত্ত্ব। যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে? বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা যাইতেছে]। প্রথমতঃ বাক্যশেষ এই যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,' এই স্থলে 'আত্মসর্জ্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে; সুতরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছত্বেন সত্ত্বাৎ, তে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাদিস্বপ্যসচ্ছব্দস্যায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। যুক্তেশ্চ অসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরত্বমবগম্যতে ; যুক্তির্হি সত্ত্বাসত্ত্বে পদার্থধর্ম্মাববগময়তি। মৃদ্দ্রব্যস্য পৃথুবুধ্নোদরাকারযোগঃ 'ঘটোঽস্তি'ইতি ব্যবহারহেতুঃ ; তস্যৈব তদ্‌বিরোধ্যবস্থান্তরযোগো 'ঘটো নাস্তি' ইতি ব্যবহারহেতুঃ। তত্র কপালাদ্যবস্থায়াস্তদ্‌বিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থস্য নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ। নচ তদ্‌ব্যতিরিক্তো ঘটাভাবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে ; তাবতৈবাভাবব্যবহারোপপত্তেঃ। তথা শব্দান্তরাচ্চ—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মান্তরযোগ এবাবগম্যতে। শব্দান্তরঞ্চ (†) পূর্ব্বোদাহৃতম্—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিকম্। তত্র হি "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ" [ছান্দো০ ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্বমাক্ষিপ্য "সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ব্যবস্থাপিতম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি সুস্পষ্টমুক্তম্ ॥২॥১॥১৮॥

রক্ষার জন্য "অসদেব ইদম্" এই স্থলেও 'অসৎ' পদের ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে। যুক্তি হইতেও অসৎপদের ধর্ম্মান্তরত্ব অর্থ প্রতীত হইতেছে ; কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পদার্থ-ধর্ম্ম, যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে। কেন না, মৃত্তিকারূপ দ্রব্যের যে, স্থূল ও গোলাকার আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই 'ঘটঃ অস্তি' অর্থাৎ 'ঘট আছে,' এইরূপ ব্যবহারের প্রযোজক ; আবার সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার 'ঘটঃ নাস্তি' অর্থাৎ 'ঘট নাই', এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ। তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী ; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার 'নাস্তি' (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। আর এই অবস্থান্তরাতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া যে, কোন পদার্থ উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে। আর সেই অবস্থা দ্বারাই যখন অভাব-ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন 'অভাব' নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। সেইরূপ শব্দান্তর হইতেও (অন্য প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে উদাহৃত "সদেব সোম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যই এখানে 'শব্দান্তর'-পদের লক্ষ্য ; কারণ, সেই সকল বাক্য 'হে সোম্য, কিরূপে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?' এইরূপে [উৎপত্তির পূর্ব্বেও] জগতের তুচ্ছত্ব (অসত্ত্ব) নিষেধ করিয়া 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎই ছিল,' এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'তখন (উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল।' এই স্থলেও [জগতের সত্ত্ব) সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

(*) তৎ কল্প্যতে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) পূর্ব্বপূর্ব্বোদা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইদানীং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং দর্শয়তি—

পটবচ্চ ॥২॥১॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের ন্যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তব এব আতান-বিতানাদিসংস্থানবিশেষযোগাৎ 'পটঃ' ইতি নাম-রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ।

সূত্রসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে 'পট' ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ করে, ব্রহ্মও ঠিক্ তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥]

যথা তন্তব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যান্তরাদিকং ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১৯॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি)।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিশ্য বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্যত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-নামরূপকার্য্যান্তরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র-সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্ত্তী দুইটি সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

'পটের ন্যায়ও বটে,'—অর্থাৎ সূত্রসমূহই যেরূপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া 'পট' ইত্যাকার নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥

একই বায়ু যেরূপ শরীরেরমধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি স্বতন্ত্র কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগদাকার প্রাপ্ত হন। অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

(*) 'নামরূপাদিকার্য্যান্তরাণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।] **ইতর-ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥২।১।২১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ইতরব্যপদেশাৎ (ইতরের—জীবের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ) হিতের অনমুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)]।

[সরলার্থঃ—"তৎ ত্বম্ অসি" "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ ইতরস্য কার্য্যরূপেণ ভিন্নস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্; ততশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ। অতঃ জীবস্য ব্রহ্মানন্যত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ।

"তুমিই সেই ব্রহ্ম", 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের হিতকর (সুখময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]

জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ "তত্ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিভির্জীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্ব্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তস্যাত্মনো

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, 'তুমি হও তৎস্বরূপ', 'এইআত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে (*)। তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যদি ব্রহ্মেতর জীবেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অথাৎ ব্রহ্ম যখন ভাল মন্দ সমস্তই জানেন, এবং যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নির্ম্মাণ না করা,

[পূর্ব্বপক্ষ—]

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ইতরব্যপদেশাধিকরণ।' ইহা ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবের অনন্যত্ব (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে আপনার অহিতকর কার্য্যকরা সম্ভবপর হয় না; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীবাভিন্নত্বও সঙ্গত হইতে পারে না। (৪) উত্তর—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্। সুতরাং পৃথগ্ভূত জীবের কর্ম্মানুসারে দুঃখবহুল জগৎসর্জ্জন করা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের তদনন্যত্ব জ্ঞানই প্রয়োজন ॥

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চেদং জগৎ; নচ ঈদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ্‌ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধেঃ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপহিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা? ন জানাতি চেৎ, সর্ব্বজ্ঞত্ব-হানিঃ; জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্য্যা।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদ্‌বিষয়া ভেদশ্রুতিরিতি চেৎ, তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে। [অথচ দেখাযায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর; কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক। তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জগতের কারণীভূত অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে জানেন? অথবা জানেন না? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার বাধা হয়, আর যদি জানেন,, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব করা উচিত; সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই; তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল্প ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল, অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*)। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, সুতরাং জীবাশ্রিত; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব। অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্মধর্ম্ম। তন্মধ্যে অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্ম্মে ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখভোগপ্রসঙ্গের কিছুমাত্র পরিহার হয় না। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশাত্মক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া ফেলে। এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥ ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দ্দেশাৎ (ভেদের নির্দ্দেশ হেতু।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ "অধিকম্" ইত্যাদি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। কার্য্য-কারণয়োঃ অনন্যত্বেঽপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থান্তরভূতম্; কস্মাৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ "করণাধিপাধিপঃ", "বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ", ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ ভেদোক্তেরিতিভাবঃ। চেতনাচেতনবস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থঞ্চেতি গুণদোষবিবেকঃ।

পূর্ব্বোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও কার্য্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ, 'ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়স্বামী—জীবেরও অধিপতি'. যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার ঈশ্বর, তিনি জীব হইতে অন্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তন্নিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশভাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন [প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রভৃতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সঙ্গত নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—'কিন্তু ভেদনির্দ্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক বা পদার্থান্তর।'

'আবরণ' অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাতিরিক্ত যখন তাহার অস্তিত্বই নাই, তখন সেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর রহিল কি?—স্বরূপইত নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ; আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম। কুতঃ ? ভেদনির্দ্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০৫।৭।২২], "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬], "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯], "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬], "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯], "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।২১], "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।৩৫], "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৯], "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬], "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩], "যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্হ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ ? ভেদনির্দ্দেশই কারণ ; কেন না, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', 'পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,' 'তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের স্বামী-জীবেরও) অধিপতি', 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কর্ম্মফল ভক্ষণ করে, অপরে (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র', তাহারা উভয়েই অজ—জন্মহীন ; [একটি] বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরাধীন)', 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া,' 'প্রাজ্ঞ আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া,' 'মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়া দ্বারা নিবদ্ধ হয়।' 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি করেন', 'যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

(*) প্রেরয়িতারং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবৎ (চুম্বকপ্রস্তরাদির ন্যায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের সম্ভব নাই)।]

[সরলার্থঃ—অচেতনাশ্মকাষ্ঠ-লোষ্টাদিবৎ অচেতনস্য দুঃখবহুলস্য জীবস্যাপি তদনুপপত্তিঃ—ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাভেদনির্দ্দেশস্তু "যস্যাত্মা শরীরম্", ইত্যাদিশ্রুতিশতবাধিততয়া জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যাশয়ঃ॥

পাষাণ, কাষ্ঠ ও লোষ্টাদির ন্যায় অচেতন দুঃখবহুল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি) উপপন্ন হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; এইজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কাষ্ঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাস্পদানামচিদ্বিশেষাণাং নিরবদ্য-নির্ব্বিকার-নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-স্বেতর-সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈক্যং যথা নোপপদ্যতে, তথা চেতনস্যাপ্যনন্তদুঃখযোগার্হস্য খদ্যোতকল্পস্য "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিবাক্যাবগত-সকলহেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ। সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশঃ "যস্যাত্মা

যাহাকে জানে না', 'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষাণ), কাষ্ঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং সর্ব্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকার, সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অব্রহ্ম সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি চেতন হইলেও অনন্ত দুঃখযোগযোগ্য, খদ্যোতসদৃশ জীবের পক্ষেও "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।

(*) যো মৃত্যুম্' ইত্যাদিঃ 'ন বেদ' ইত্যন্তঃ পাঠঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতেৰ্জীবস্য ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদাত্মত্বেনাবস্থিতেৰ্জীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত এতস্যার্থস্যোপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরসকৃদুপপাদিতম্। অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণম্ ; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বম্, ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, অচিদ্বস্তুনো জীবস্য চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্বদুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” [ছান্দো০৬।২।১] ইত্যবিভাগাবস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবস্য ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।” “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৩৪-৩৫] ইতি সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানস্য। অবিভাগস্তু নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে ; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানাযায় যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দ্দেশও বিরুদ্ধ হয় না ; বরং উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূলই হয়। একথা ‘কাশকৃৎস্ন বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু [সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশ]’ ইত্যাদি সূত্রে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে। অতএব চেতনাচেতনবস্তু-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুশরীরক ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্তু-শরীরে জগৎ নামক কার্য্যস্বরূপও হন ; অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [যথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে পরস্পর অসম্মিশ্রণ এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে। ‘হে সোম্য, অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিৎযুক্ত জীবের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি সূত্রে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবের অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে। [বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয় ; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে।

যে পুনরস্যৈব জীবস্যাবিদ্যাবিযুক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্ব্বমসঙ্গতং স্যাৎ; ন হি—তদবস্থস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি। অনেনৈব রূপেণ হ্যাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে; তস্য সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতত্বাৎ। (*) ন চাবিদ্যাপরিকল্পিতস্যাবিদ্যাবস্থায়াং শুক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোঽত্র সূত্রকারেণ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাদ্যতে; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রক্রান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণস্য বেদান্তবেদ্যত্বম্, তস্য চ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি। তত্রহি বিলক্ষণয়োঃ কার্য্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ। "অসদিতি চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥" [২।১।৭] ইতি চ পূর্ব্বাধিকরণস্থমনুবদতি ॥২॥১॥২৩॥

[সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

যাহারা এই জীবেরই অবিদ্যারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সর্ব্বকারণতা সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বনিয়ন্তৃতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ কথনই থাকিতে পারে না। উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে; ঐ সমস্তই অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত। আর সূত্রকারও যে, এখানে "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে অবিদ্যাকল্পিত জীবের অবিদ্যাবস্থায় শুক্তিকা-রজতাদি ভেদের ন্যায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য' এই বলিয়া জিজ্ঞাস্যরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বেদান্ত-বেদ্যত্ব এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র। তাহার পর, "অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্"। "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে। কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য; আর "অসদিতি চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" এই সূত্রও পূর্ব্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১॥২৩॥ [সপ্তম ইতর ব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

(*) তৎসর্ব্বং হ্যবিদ্যাপরিকল্পিতং মন্যতে।' ইত্যধিকঃ 'ক' পুস্তকে পাঠ উপলভ্যতে।

উপসংহার দর্শনাধিকরণম্। **উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২॥১॥২৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্য্যনিষ্পত্তৌ অনেককারকোপসংহারদর্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যৈব দধ্যাদি-কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণংস্যতে, ইত্যত্র ন কশ্চিৎ দোষ ইত্যাশয়ঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্য্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু দুগ্ধ অন্য কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১॥২৪॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য (*) সত্যসংকল্পস্য স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্ব্বচেতনাচেতনবস্তুশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারত্বেন সর্ব্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধমিতি স্থাপিতম্। ইদানীং সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রেণ বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগো ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে, ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (†)।

(*) সর্ব্বজ্ঞস্য' ইতি পাঠঃ 'খ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'উপসংহারদর্শন' অধিকরণ। চব্বিশ হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র সূত্রে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শক্তিমান্ পুরুষের কার্য্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। (৪) উত্তর—ক্ষীরই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই 'দধি' রূপে পরিণত হয়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মও তেমনি অপর কাহারো সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ।

ননু চ পরিমিতশক্তীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষত্বদর্শনেন (*) সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণঃ কারককলাপানুপসংহারেণ জগৎকারণত্ববিরোধঃ কথমাশঙ্ক্যতে? উচ্যতে—লোকে তত্তৎকার্য্যজননশক্তিযুক্তস্যাপি তত্তদুপকরণাপেক্ষত্বদর্শনাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্তদুপকরণবিরহিণঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইতি কস্যচিন্মন্দধিয়ঃ শঙ্কা জায়তে, ইতি সা নিরাক্রিয়তে। ঘটপটাদিকারণভূতানাং কুলাল-কুবিন্দাদীনাং তজ্জননসামর্থ্যে সত্যপি কানিচিদুপকরণানি উপসংহৃত্যৈব জনয়িতৃত্বং দৃশ্যতে, তজ্জননাশক্তাঃ কারককলাপোপসংহারেঽপি জনয়িতুং ন শক্নুবন্তি; শক্তাঃ পুনঃ কারককলাপোপসংহারে জনয়ন্তীত্যেতাবানেব বিশেষঃ। ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বং তদুপকরণানুপসংহারে নোপপদ্যতে। প্রাক্ সৃষ্টেশ্চাসহায়ত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইত্যেবমাদিষু প্রতীয়তে। অতঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইত্যেবং প্রাপ্তম্। (†) তদিদমাশঙ্কতে—"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ" ইতি।

প্রশ্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে? হাঁ, বলা হইতেছে—উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনেও শক্তিমান্, তাহাকেও কার্য্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায়; অতএব পর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না; কোনও মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে। ঘট-পটাদি কার্য্যের কারণীভূত কুম্ভকারও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য্য-জননে সামর্থ্যসত্ত্বেও কতকগুলি উপকরণ (কার্য্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্ব্বকই কার্য্য করিতে দেখা যায়। যাহারা সেই সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ করিয়াও কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না; আর শক্তিমান্ ব্যক্তিরা উপযুক্ত কারকসমূহ সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বশেষ। [অতএব] সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্য্যোপযোগী উপকরণের অসদ্ভাবে সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সৎস্বরূপই ছিল', 'একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে। অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে না; এইরূপই পাওয়া যায়। "উপসংহার-দর্শনাৎ নেতি চেৎ," বলিয়া উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) দর্শনেনৈব' ইতি 'ক' পাঠ। (†) ইত্যেবং প্রাপ্তে তদিদম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—"ন, ক্ষীরবদ্ধি" ইতি ; ন সর্ব্বেষাং কার্য্যজননশক্তানামুপসংহারসাপেক্ষত্বমস্তি ; যথা ক্ষীরজলাদের্দধিহিমজননশক্তস্য তজ্জননে ; এবং ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্ব্বজননশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বমুপপদ্যতে। হীতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশশ্চোদ্যস্য মন্দতাখ্যাপনায়। ক্ষীরাদিষু আতঞ্চনাদ্যপেক্ষা ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈঘ্র্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবৎ (দেবতাপ্রভৃতির ন্যায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)]।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অনুপাদায়ৈব বাহ্যসাধনং স্বসংকল্পবলাদেব আত্মোপভোগ্যানি সৃজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে যাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারাও যেমন কোনপ্রকার বাহ্য সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতানি সৃজন্তি, তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেণ সৃজতি। দেবাদীনাং

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—"ন, ক্ষীরবৎ হি।" কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ সকল কর্ত্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ; উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য্য-জননে সমর্থ ক্ষীর ও জলাদি পদার্থের দধি ও হিমাদিরূপ কার্য্য-জননে [সাধনান্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,] তেমনি স্বয়ংই অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্ব্বকার্য্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্ব্বজনকত্ব উপপন্ন হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধত্ব আর উক্ত আশঙ্কার হীনত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'হি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। দুগ্ধাদি পদার্থে যে, আতঞ্চনাদি (দম্বল বা সাজা) নিক্ষেপের আবশ্যক হয়, দধ্যাদিভাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিভাবের শীঘ্রতা, অথবা আস্বাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সিদ্ধান্ত।

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন। দেবতা-

বেদাবগতশক্তীনাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ সুখ-গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২॥২॥২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপো বা ॥২॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়ত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কার্য্যকারণোভয়াবস্থম্, ইত্যুক্তম্। তত্র চ নিরবয়বত্বেন কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারেণ পরিণামপ্রসক্তিঃ; নিরবয়বত্বাৎ তস্য সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ। অথবা তদস্বীকারে চ 'নিরবয়বত্ব'-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহন্যেত ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১॥২৬॥]

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো° ৬।২।১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ ২।২।৮] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ" [ঐত° ১।১।১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়াং ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

---

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায়। দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১॥২৫॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(*) 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন;

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কৃৎস্নপ্রসক্তি' অধিকরণ। ইহা পঁচিশ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগদুপাদান হইলে তাহার সমস্তটাই জগদাকারে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না। (৪) উত্তর— বিচিত্র শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগদাকারে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন; শক্তিবৈচিত্র্যই ইহার কারণ। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্য্যরূপেও আছেন এবং কারণরূপেও আছেন; অতএব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা ইহতেই অবগত হওয়া যায়।

মাসীদিতি কারণাবস্থায়াং নিরস্তচিদচিদ্বিভাগতয়া নিরবয়বং ব্রহ্মৈবাসী-দিত্যুক্তম্; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য আকাশ-বায্বাদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগঞ্চাভবৎ, ইতি চোক্তম্; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কৃৎস্নং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-গন্তব্যম্।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশশ্চাকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত ইত্যুচ্যতে, তদা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈক-মেব" "আত্মৈক এব" ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্য ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদিনঃ শব্দাঃ কুপ্যেয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ। যদ্যপি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং, স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি শরীর্য্যংশস্যাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাদুক্তদোষো দুর্ব্বারঃ; তস্য নিরবয়বস্য বহুভবনঞ্চ নোপপদ্যতে। কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপদ্যতে। তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-পদ্যতে ॥২॥১॥২৬॥

কেন না, কারণাবস্থায় চেতনাচেতন বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন। বিভাগ-বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব' এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়ত্ববোধক 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিলেন', 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক', 'নিশ্চয়ই আত্মা এক' ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐজাতীয় শ্রুতি-বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে। যদিও সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কারণস্বরূপ, আর স্থূল চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম-কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১॥২৬॥

---

* 'অসমঞ্জসমো' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতেঃ (শ্রুতির), তু (পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল)।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিষেধার্থঃ'তু'-শব্দঃ। শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ নোক্ত-দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। লৌকিকসর্ব্বপদার্থবিলক্ষণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যে চার্থে শব্দস্যৈব তৎস্বরূপসমর্পকত্বাদিত্যর্থঃ; শব্দস্তু নিরবয়বমেব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দ্দিশতি; অতো নাসামঞ্জস্যমিতি ভাবঃ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগদুপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈবমসামঞ্জস্যম্; কুতঃ? শ্রুতেঃ, শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ; শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ। ননু চ শ্রুতিরপি 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবৎ পরস্পরান্বয়াযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থা; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি। শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্তুবিসজাতীয়ত্বাদস্যার্থস্য বিচিত্রশক্তিযোগো ন বিরুধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বা অর্হতি ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন "শ্রুতেস্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে। এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না; কারণ? শ্রুতিই কারণ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতেছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রুতি অনুসারেই বুঝা উচিত। ভাল, শ্রুতিও ত 'অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেহেতু শব্দই ইহার মূল', অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিজাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য; সুতরাং [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

সিদ্ধান্ত।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাভাবঃ, অচেতনবিজাতীয়ত্বাদেব। পরস্পরবিলক্ষণেষু অচেতনেষু অগ্নি-জলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ দৃশ্যন্তে ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণস্য পরমাত্মনঃ বিচিত্রশক্তিযোগঃ সুতরামুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাত্মাতেও অচেতনধর্ম্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্ত্বন্তর-সম্বন্ধিনো ধর্ম্মস্য বস্ত্বন্তরে চারোপণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্ম্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মন্যপি প্রসজ্যন্তে ; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—"বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি। যথা অগ্নিজলাদীনামন্যোন্যবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্ণ্যাদিশক্তয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যন্তে, তদ্বল্লোকদৃষ্ট-সর্ব্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রশঃ শক্তয়ঃ সন্তীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" [বিষ্ণুপু০ ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্যা পরিচোদ্য—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বদ্ধ ধর্ম্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্ম্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে ; বস্তুর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না ; এইজন্য বলিতেছেন—'যে হেতু শক্তিসমূহ বিচিত্র।' পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমনি জগতে দৃশ্যমান সর্ব্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অন্যত্র অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না। ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন—'নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?' সাধারণ নিয়মানুসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, 'যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥"
[বিষ্ণুপু০ ১।৩।২-৩] ইতি।

শ্রুতিশ্চ—

"কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু তদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্‌ভুবনানি ধারয়ন্॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥"
[যজুঃ০ ২।২।২৭]

ইতি সামান্যতো দৃষ্টং চোদ্যং সর্ব্ববস্তুবিলক্ষণে পরে ব্রহ্মণি নাবতরতীত্যর্থঃ ॥২॥১॥২৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)]॥

[সরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেঽপি নিরংশে সত্ত্ব-রজস্তমোমাত্রাত্মকে অচেতনে প্রধানেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতৎ চোদ্যং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসরতি। যদুক্তম্—"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে" ইতি।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কৃৎস্ন পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ সম্ভাবিত হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা সঙ্গত হয় না ॥২॥১॥২৯॥]

উষ্ণতা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্ট্যাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুর নহে)' ইতি। শ্রুতিও আছে—'হে সুধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে, সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব জগৎ পরিপালন করিতেছেন। যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ। হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্প-বলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।' অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী দোষই আসিতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয়ত্বাভাবেন প্রধানাদের্লোকদৃষ্টা দোষাস্তত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ব্রহ্মৈব কারণমভ্যুপগন্তব্যম্। প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্য নিরবয়বস্য প্রধানস্য কথমিব মহদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপদ্যতে ?

সত্বং রজস্তম ইতি তস্যাবয়বা বিদ্যন্ত ইতি চেৎ, তত্রেদং বিচারণীয়ম্—কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্ ? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারব্ধং প্রধানম্ ? অনন্তরে কল্পে 'প্রধানং কারণম্'ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতসংখ্যাবিরোধশ্চ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধশ্চ। সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থূলদ্রব্যারম্ভকত্বসিদ্ধিঃ। পরমাণুকারণবাদেঽপি তথৈব ; অণবো হি (*) নিরংশা নিষ্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থূলকার্য্যারম্ভায় প্রভবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—'যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে।'

স্বপক্ষে অর্থ—যাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের মতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্য অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

যদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরব্ধ বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে 'প্রধানই একমাত্র কারণ' এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেত সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয়। আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থূল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না। পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিষ্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থূল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না। (†) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'হি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও ন্যায়ের পরমাণুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥২॥১॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিযুক্তা) চ (ও) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা পরমাত্মেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" ইত্যাদিষু তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥
পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, তাহা 'তাঁহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়' ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১॥৩০॥]

সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা চ। তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭]। তথা, "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরস্যা দেবতায়াঃ প্রতিপাদ্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ," [ছান্দো০ ৮।১।৪] ইতি সর্ব্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি। তথা, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা

অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্তও বটে; কেন না, শ্রুতিসমূহ সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন—'ইহাঁর (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয়।' সেইরূপ—'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত,' এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্ব্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর 'তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' বলিয়া তাহার সর্ব্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন। এইরূপ, 'তিনি মনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান; প্রাণ তাহার শরীর, ভা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে। প্রধান-কারণবাদে দোষ এই যে, 'প্রধান' পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমবায়ে উৎপন্ন একটি অভিনব পদার্থ হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের "প্রধানং সর্ব্বকারণম্" অর্থাৎ প্রধানই সর্ব্বপদার্থের কারণীভূত প্রকৃতি, তাহার আর কারণান্তর নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রধানকে গুণত্রয়ের সমূহ বলিলেও দোষ এই যে, তাহাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই। দুই বা ততোঽধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের স্থূলতা বা পরিমাণ বাড়ে না; একটি গুণের যাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না। কেন না, যাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিশেষের সহিত যোগে অবয়বের স্থূলতা ঘটিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন প্রাদেশিক সংযোগজাত স্থূলতা লাভ করা তৎকার্য্যের পক্ষে অসম্ভব। নিরবয়ব পরমাণুসম্বন্ধেও উল্লিখিত সমস্ত দোষের অবতারণা করিতে হইবে।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণত্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে। করণহীনত্বাচ্চ সর্ব্বশক্তেরপি তস্য কর্ত্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তদুক্তম্—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ খলু “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্রৈবোক্তম্ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিদ্যমান না থাকায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সর্ব্বশক্তি, তথাপি “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিণস্তস্য ন কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যুক্তম্। শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহেণাপি তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাদ্যা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, বাক্য ও আদর রহিত; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্ব্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যোপযোগী সাধনরহিত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না। এ কথার উত্তর “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে। অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ব্রহ্ম যে, সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই) তাহার একমাত্র প্রমাণ। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; তিনি কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন; পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩১ ॥ [নবম কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ ॥ ৯ ॥]

প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্। **ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২॥১॥৩২॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে)।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবত্ত্বদর্শনাৎ পূর্ণকামস্য তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেরই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিতান্ত অভাব, তখন ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণত্বেন সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুং শক্নোতি, তথাপীশ্বরস্য কারণত্বং ন সম্ভবতি, প্রয়োজনবত্ত্বাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ; ঈশ্বরস্য চ প্রয়োজনাভাবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা। ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাপ্তসর্ব্বকামস্য জগৎসর্গেণ কিঞ্চন প্রয়োজন-মনবাপ্তমবাপ্যতে। নাপি পরার্থঃ, আপ্তকামস্য (*) পরার্থতা হি পরানু-

(†) যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান্ হওয়ায় স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, বিশিষ্ট কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনাধীন; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব। যাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ, অর্থাৎ নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অভীষ্টসিদ্ধি। পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে না; আর পরার্থও তাঁহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাঁহার

(*) অবাপ্তসমস্তকামস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(।) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্যমাত্রেই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, বিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না। বিশেষতঃ প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি। (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিমোচন বা করুণা। পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না। (৪) উত্তর—না-কেবল লীলা বা প্রীতি উপভোগের জন্যও যখন ধনিগণের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের লীলামাত্র। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাঁহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই জানিতে হইবে।

গ্রহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগর্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত সুখৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ করুণয়া সৃজন্। অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপদ্যত ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের ন্যায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল প্রয়োজন)।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেশ্বরাণাং প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টস্য পূর্ণকামস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনং কেবলং লীলৈব, ন তত্রান্যৎ প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ॥

জগতে সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার জন্যও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রচিদ-চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমস্যাপি মহারাজস্য

পক্ষে পরের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গর্ভজন্ম, জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিতেন। অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর হয় না॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—'লোকব্যবহারের ন্যায় কেবলই লীলা।'

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনাচেতনসমন্বিত বিবিধ বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র। যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বসুমতীর অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জন্যই কন্দু-

(*) করুণয়া' ইতি 'খ' পাঠঃ।　(†) জনয়েৎ' ইতি 'খ' পাঠঃ।　(‡) কেবলা' ইতি 'খ' পাঠঃ

কেবললীলৈকপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্রাবক্লৃপ্তজগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদের্লীলৈব প্রয়োজনমিতি নিরবদ্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে (বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু জীবের কর্ম্ম সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)]।

[সরলার্থঃ—নিতান্তসুখিনঃ নিতান্তদুঃখিনশ্চ জীবান্ সৃজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে—বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈর্ঘৃণ্যং নির্দ্দয়তা চ ন প্রসজ্যতে। কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ বিষমসৃষ্টেঃ। শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দর্শয়তি—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপী ভবতি" ইত্যাদ্যা। ততশ্চ শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ সুখিনঃ দুঃখিনশ্চ উচ্চাবচান্ জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাগুক্তবিষমদর্শিত্ব-নির্দ্দয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত সুখী কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের সমদর্শিতার অভাব ও নির্দ্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সুখী, আর যে জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন; সুতরাং বিষম সৃষ্টিতেও তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না। শ্রুতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক সুখী হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে লোক দুঃখী হয়' ইত্যাদি। অতএব সৃষ্টিগত বৈষম্যনিবন্ধন তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যদ্যপি পরমপুরুষস্য সকলেতরচিদচিদ্বস্তু-বিলক্ষণস্যাচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বস্যাপি বিচিত্রচিদচিন্মিশ্রজগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

কাদিক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তেমনি যাঁহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত সিদ্ধান্ত] নির্দ্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসমন্বিত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসৃষ্ট্যা পক্ষপাতঃ প্রসজ্যেত ; অতিঘোরদুঃখযোগকরণাৎ নৈর্ঘৃণ্যং চাবর্জনীয়মিতি।

তত্রোত্তরং—"ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইতি। ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ; কুতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ—সৃজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-সৃষ্টেঃ। দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা।" [বৃহদা০ ৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেণাপি দেবাদিবৈচিত্র্যহেতুঃ সৃজ্যমানানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তিরেবেত্যুক্তম্—

"নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য-শক্তয়ঃ।
নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈ্বব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥"

[বিষ্ণু পু০ ১।৪।৫১-৫২] ইতি।

স্বশক্ত্যা স্বকর্ম্মণৈব দেবাদিবস্তুতাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সত্য, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করায় অবশ্যই তাঁহার পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দ্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তর—"ন সাপেক্ষত্বাৎ"। অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ; কারণ? সাপেক্ষত্বই কারণ ; যেহেতু সৃজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না]। কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে দেহধারণ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও তাহা প্রদর্শন করিতেছে—'উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকর্ম্মকারী পাপাত্মা হয়, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়।' সেইরূপ সৃজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—'উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র ; কেন না, স্রষ্টব্য-দিগের কর্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধানকারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত। হে তাপসশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করে না ; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায়।' [অভিপ্রায় এই যে,] স্বশক্তি দ্বারাই—নিজ কর্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।।২।।১।।৩৫।।

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কর্ম্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়) চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপদ্যতে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি (এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ —"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীদেকমেব" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যহেতুঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ; ন—নৈতদ্ বক্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকর্ম্ম-প্রবাহাণামনাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপদ্যতে চ অনাদিত্বেঽপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাভাবস্যৈব অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেঽপি চ শ্রুতিষু "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদ্যাসু ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীতি ভাবঃ ॥

যদি বল, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানাযায় যে, তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও তাহার কর্ম্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর 'একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি অল্পজ্ঞ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ ? অবিভাগশ্রবণাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি; অতস্তদানীং তদভাবাৎ তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে ? ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চ। তদনাদিত্বেঽ-

সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বসময় জীববিভাগ না থাকায় তাহার কর্ম্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার কর্ম্ম-

(*) তত্তৎকর্ম্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ।

প্যাবিভাগ উপপদ্যতে চ; যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হম্‌ অতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে (*)। তথানভ্যুপগমে অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ। উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ১।২।১৮] ইতি; সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্বং চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" [তৈত্তি০ নারা০ ১।১৪] ইত্যাদৌ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্‌। স্মৃতাবপি "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" [ভগবদ্গীতা ১২।১৯] ইতি। অতঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেন বিচিত্রসৃষ্টিযোগাদ্‌ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্‌ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞনামক বস্তুটি ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। আর সেরূপ স্বীকার না করিলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতবিনাশ দোষ অসিয়া পড়ে (†)। শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজ্ঞগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।' 'বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে। 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত করিলেন'; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। 'প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও', ইত্যাদি স্মৃতিতেও [অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে]। অতএব সর্ব্ববিলক্ষণত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও একমাত্র লীলারূপ প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ (অন্যে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(*) অবতিষ্ঠতে' ইতি 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতনাশ', এই দুইটি দোষ; যাহা করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ হইলে তাহাকে বলে অকৃতাভ্যাগম, আর কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না হইলে বলে কৃতনাশ। সৃষ্টিপ্রবাহ যদি অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের ফলভোগ আকস্মিক হওয়ায় 'অকৃতাভ্যাগম' দোষ ঘটিত, আর পূর্ব্বকল্পে কৃত কর্ম্মরাশি কোন ফল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ায় কৃতনাশ দোষ সংঘটিত হইত। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের সঙ্গতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অনুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীত্যর্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণ্বাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্ম্মবৈকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্য সর্ব্বস্য ধর্ম্মজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের অসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥ ১০ ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।] **রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥***

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্। অভিজ্ঞচেতনানধিষ্ঠিতস্য কাষ্ঠাদিবদ্ অচেতনস্য প্রধানস্য বিচিত্রসন্নিবেশ-জগদ্রচনায়া অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি তৎ ন জগৎকারণম্। 'চ'কারাৎ শৌক্ল্যাদিগুণবৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যাধীনতয়া উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচ্চীয়তে। ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্য কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্য প্রধানস্য রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্যা অনুপপত্তেরপীত্যর্থঃ। পক্ষান্তরে, চেতনাধিষ্ঠিতস্যাচেতনস্যাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যূহনীয়ম্।

'অনুমান' অর্থ—যাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি। অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরুদ্ভাবিতাশ্চ দোষাঃ পরিহৃতাঃ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে; ইতরথা

(†) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্ব্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

(*) শঙ্কর-নিম্বার্ক-শ্রীনিবাস-শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বলদেবাদিভিস্তু "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ইত্যেকং সূত্রং, "প্রবৃত্তেশ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি সূত্রদ্বয়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'রচনানুপপত্তি' অধিকরণ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—প্রধানের কারণতাবাদ যুক্তিযুক্ত? কিংবা যুক্তিবিরুদ্ধ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রধান-কারণতাবাদ সদ্যুক্তিমূলকই বটে। (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত যখন কোন অচেতন পদার্থই কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্য্যকুশল চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই ঈদৃশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্ম্মাণে—এমন কি তদ্বিষয়ক চেষ্টাতেও সমর্থ হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে; পরন্তু সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ।

কস্যচিৎ মন্দধিয়ঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যাভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বশঙ্কয়া বৈদিকপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায় অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। তত্র প্রথমং তবৎ কাপিলমতং নিরস্যতে, বৈদিকানুমত-সৎকার্য্যবাদাদ্যর্থ-সংগ্রহেণৈতস্য সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাভ্রম-হেতুত্বাতিরেকাৎ। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" [ব্রহ্ম সূ০ ১।১।৫] ইত্যাদিভির্বৈদিক-বাক্যানামতৎপরত্বমাত্রমুক্তম্; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে, ইতি ন পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা। এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৩]

গুলি যে, অসদ্‌যুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে প্রামাণিক মনে করিয়া বেদানুমোদিত আমাদের মতের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও হইতে পারে; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্ত্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সৎকার্য্য-বাদ সন্নিবেশিত থাকায় ঐ মতটি অভ্রান্ত মতেরই অন্তর্ভুর্ত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন করিয়া থাকে (*)।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই কেবল "ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্" (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এখানেই তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে; সুতরাং সেই সূত্রের সহিত ইহার পুনরুক্তি দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না।

সাংখ্যদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—'মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি অর্থ—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য্য নহে), 'মহৎ' আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ, অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, উভয়স্বরূপ; আর [পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাভূত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার বা কার্য্যস্বরূপ; কিন্তু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—অনুভয়রূপ।' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকারণতাও স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি তর্ক-প্রধান; উপযুক্ত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে ব্রহ্মের জগৎকারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ শাস্ত্র বাক্যের সহিত স্বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষগণের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। বিপক্ষপক্ষে দোষক্ষেপকরায় স্বসিদ্ধান্তেরও নির্দ্দোষতা স্থাপিত হইতেছে।

ইতি তত্ত্বসংগ্রহঃ। মূলপ্রকৃতির্নাম সুখদুঃখমোহাত্মকানি লাঘব-প্রকাশ-চলনোপষ্টম্ভন-গৌরবাবরণকার্য্যাণ্যত্যন্তাতীন্দ্রিয়াণি কার্য্যৈকনিরূপণবিবেকান্যন্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যাণি। সা চ সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা নিত্যা সর্ব্বগতা সততবিক্রিয়া ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; অপিতু পরমকারণমেব; মহদাদ্যাস্তদ্বিকৃতয়োঽন্যেষাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রমিতি। তত্রাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চ।

[তাহাদের] তত্ত্বসংগ্রহ, অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী। মূলপ্রকৃতি অর্থ—সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, লঘুত্ব, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপষ্টম্ভন অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্ম্মযুক্ত (†) অতিশয় অতীন্দ্রিয়। ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্য্যগম্য, ইহারা ন্যূনাধিকভাবশূন্য অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থাযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক দ্রব্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল; নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরন্তু চরম কারণ স্বরূপ বটে। মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অধস্তন তত্ত্বসমূহের আবার কারণ। তন্মধ্যে অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি; ইহারা

(*) ত্রিধা' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ; কেবল গুণের ন্যায় পরাধীন বলিয়া, পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজ্জুর ন্যায় পুরুষরূপ পশুকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মুক্ত হইতে দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বুঝিতে হইবে। রজোগুণ উপষ্টম্ভক (শক্তি সাধ্য কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল; আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তামস পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের ন্যায় অপর পদার্থের আবরক; (এই কারণেই তামস লোকের জ্ঞানশক্তি অস্ফুট হইয়া থাকে,)। অথচ পরস্পর বিরোধশীল তৈল, বর্ত্তী (শল্তা) ও অগ্নি সম্পাদিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার নাশ ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত) হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-তন্মাত্রহেতুঃ; তৈজসো রাজসস্তূভয়োরনুগ্রাহকঃ; আকাশাদীনি পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ; পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বেন ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; তত এব নির্ধর্ম্মকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ; নির্ব্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ তস্য কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি। এবম্ভূতেঽপি তত্ত্বে মূঢ়াঃ প্রকৃতি-পুরুষসন্নিধিমাত্রেণ পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাবধ্যস্য প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বং স্ফটিকমণাবিব জপাকুসুমস্যারুণিমাণং পুরুষেঽধ্যস্য 'অহং কর্ত্তা, ভোক্তা'

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*)। তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের কারণ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্ষিত্যাদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু; আর তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে; এই জন্যই পুরুষ নিধর্ম্মক (নির্গুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক; নিত্য, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইলেও মূঢ়লোকেরা কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়তই একত্র থাকায় পুরুষের চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের ন্যায় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া 'আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ। ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহতঃ সম্ভূব হ॥
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণি স্যুঃ দেবা বৈকারিকা দশ। একাদশং মনশ্চাত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্॥
ভূত-তন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদেরভবন্ প্রজাঃ॥ (সাংখ্য সারধৃত কূর্ম্ম পুরাণ)।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা, একাদশ মন বৈকারিক ও তৈজস, এতদুভয়াত্মক, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর অন্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

ইতি মন্যন্তে। এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানাচ্চাপবর্গঃ। তদেতৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধয়ন্তি। তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধেষু পদার্থেষু নাতীব বিবাদাস্পদমস্তি। আগমোঽপি কপিলাদিসর্ব্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোঽপি প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ। যদিদং প্রধানমেব জগৎকারণমিত্যনুমানম্, তন্নিরসনেন তন্মতং সর্ব্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব নিরস্যতে।

তে চৈবং বর্ণয়ন্তি—কৃৎস্নস্য জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাভ্যুপগমনীয়ম্,

---

মনে করিয়া থাকে (*)। এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই। [তাহাদের অভিমত] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত ; এইজন্য প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে। সেই প্রধানের জগৎকারণতা-সমর্থনের জন্য তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয় ; এইজন্য তাহাই নিরাকৃত হইতেছে (†)।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

(*) তাৎপর্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" (সাংখ্যকারিকা • ১৪)।

অর্থাৎ যেহেতু প্রকৃতির চৈতন্য নাই ; এবং পুরুষেরও কর্ত্তৃত্ব নাই, অথচ 'আমি কর্ত্তা, আমি চেতন' ইত্যাদিপ্রকারে কর্ত্তৃত্ব ও চৈতন্যের একাধিকরণে ব্যবহার আপামর-প্রসিদ্ধ ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ লৌহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি পরস্পরের সংযোগ বশতঃ অচেতন প্রকৃতিও (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের ন্যায় এবং অকর্ত্তা উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে আর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হয়। ইহাই অবিবেক ও সংসারবন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যোপলব্ধিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বন্ধচ্ছেদের—মুক্তির কারণ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য ; আর শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্রগুলিকেও অভ্রান্ত ধ্রুব সত্য বলিয়াই মনে করেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত হয়, তাহা হইলেই তৎকর্ত্তা কপিলেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে। কাজেই তদুভয়ের প্রামাণ্য পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অবিসংবাদিত নহে। বিশেষতঃ সর্ব্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অনুকূল নহে, আমাদেরই অনুকূল। এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই।

অনেকেভ্যঃ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে কারণানবস্থানাৎ। তন্তুপ্রভৃতয়ো হি অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি; তে চ তন্ত্বাদয়ঃ স্বাবয়বৈস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে; তে চ তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানৈরেব স্বকার্য্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্; অন্যথা প্রথিমানুপপত্তেঃ। পরমাণবোঽপ্যংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন ক্বচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ। অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থমেকং দ্রব্যং বিবিধ-বিচিত্রপরিণামশক্তিযুক্তং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাদ্যনন্তাবস্থাশ্রয়ঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। [দেখিতে পাওয়া যায়—] তন্তু প্রভৃতি অবয়বসমূহ ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন করিয়া থাকে; সেই তন্তুপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্ব্বানুরূপ স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎপাদিত হয়; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়]; অতএব পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য্য পদার্থ সমুৎপাদন করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্য্যপদার্থের] স্থূলতা হইতে পারে না (*)। [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাও স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়]; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরিণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই 'মহৎতত্ত্ব' প্রভৃতি অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিককার কণাদ বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, তদ্ভিন্ন আর কোনও পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু, এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন আপত্তি হইতেছেযে, পরমাণু সাবয়ব ? কি নিরবয়ব ? নিরবয়ব হইলে তাহাদের সংযোগোৎপন্ন ত্রসরেণু প্রভৃতি কার্য্যে স্থূলতা আসিতে পারে না; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আংশিক হইতে পারে না, সামুদায়িকই হয়। যেমন দুইটি শূন্যের সংযোগ-ফল শূন্য ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ। আর পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহাদের অবয়বকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার ফলে মূল কারণের নির্ণয়ই হইতে পারে না। এই জন্য কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে।

কারণমাশ্রণীয়ম্। তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-কল্পনহেতূন্ উপন্যস্যন্তি—

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥
কারণমস্ত্যব্যক্তম্" [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপমেব বৈশ্বরূপ্যং বিচিত্রসন্নিবেশং তনুভুবনাদি কৃৎস্নং জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসন্নিবেশত্বেন কার্য্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্; কুতঃ? কার্য্যত্বাৎ; কার্য্যস্য হি সর্ব্বস্য তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্ বিভাগঃ তস্মিন্নেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্য্যস্য তৎসরূপাৎ মৃৎসুবর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্নেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই 'প্রধান'; এইজন্য তাহারা সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে [নিম্নোদ্ধৃত] হেতু সমূহের উপন্যাস করিয়া থাকেন—

'যেহেতু ভেদ বা কার্য্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্য্যমাত্রেই কারণের সমন্বয় বা নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তি, সেই পদার্থই সেই কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ হইতেই কার্য্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণের সঙ্গে অবিভক্ত বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের 'অব্যক্ত'সংজ্ঞক একটি কারণ আছে' (*)।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভুবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-সন্নিবেশসমন্বিত কার্য্যস্বরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ 'অব্যক্ত' কারণ হইতে সমুৎপন্ন। কারণ?—কার্য্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্য পদার্থেরই তৎসমানস্বভাববিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্য-পদার্থের তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপর্য্য—'ভেদ' অর্থ—জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রেরই একটা হ্রস্ব-দীর্ঘাদি পরিমাণ আছে; যাহার জন্ম নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, যাহারই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে; সেই কারণটিও স্বীয় কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইয়া থাকে। যথা, বস্ত্রের কারণ তন্তু বস্ত্রাপেক্ষা সূক্ষ্ম; তন্তুর কারণ অংশু (আঁশ) তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এই প্রকারে সর্ব্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

'সমন্বয়' অর্থ—কার্য্য-শরীরে অনুস্যূত (প্রবিষ্ট) থাকা। ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিতে পারিত না।

'শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ' কথার অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্য্যই জন্মাইয়া থাকে, কারণগত সেই শক্তিই কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা।

অতো বিশ্বরূপস্য জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্নেব লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ।

গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ। যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্য মৃদ্দ্রব্যমেব কারণম্; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যশক্তিপ্রবৃত্তিমৎ, তথা দর্শনাৎ। অব্যক্তস্য গুণসাম্যরূপস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতস্যৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে; মহদাদীনি চ ঘটাদিবৎ পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি; অতঃ ত্রিগুণং জগৎ গুণত্রয়-সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যতে—"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ"— অনুমীয়ত ইত্যনু-মানম্; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনির্ম্মাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও 'প্রধান' হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে)। উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ]; কেন না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্য্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃত্তি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ; এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায়। ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ। মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহারা কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব, গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসমন্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে।

রামানুজের সিদ্ধান্ত।

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'রচনা ও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান) [জগৎকারণ] নহে'। 'অনুমান' অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা যায়, [সেই প্রধান]। তোমার অভিমত 'প্রধান' এই বিচিত্র জগৎ-রচনায় সমর্থ নহে; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপর কোন চেতনকর্তৃক পরিচালিতও নহে; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্ব্বাদিকম্। দার্ব্বাদেরচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভানুপপত্তের্দর্শনাৎ, তজ্জ্ঞাধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তের্দর্শনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণমিত্যুক্তং ভবতি।

চকারাদন্বয়স্যানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি; নহ্যন্বিতং শৌক্ল্য-গোত্বাদি কারণত্বব্যাপ্তম্। ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্ল্যাদিধর্ম্মাণাং কারণত্বম্, দ্রব্যস্য তু হেমাদেঃ কার্য্যেঽন্বিতস্য কারণত্বব্যাপ্তিরস্ত্যেব; সত্ত্বাদীন্যপি দ্রব্যাণি কার্য্যেঽন্বিতানি কারণত্বব্যাপ্তানি ইতি; যতঃ সত্ত্বাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ, ন তু দ্রব্যস্বরূপম্; সত্ত্বাদয়ো হি পৃথিব্যাদিদ্রব্যগতলঘুত্ব-প্রকাশাদি-হেতুভূতাস্তৎস্বভাববিশেষা এব; ন তু মৃদ্ধিরণ্যাদিবদ্ দ্রব্যতয়া কার্য্যান্বিতা উপলভ্যন্তে; গুণা ইত্যেব চ সত্ত্বাদীনাং প্রসিদ্ধিঃ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সত্ত্বাদীনামনেকত্বাৎ নোপপদ্যতে। অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি। সাম্যাবস্থাঃ

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনির্ম্মাণে কেবল (চেতন-কর্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি। এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত কাষ্ঠাদির কার্য্যারম্ভ দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারম্ভ দেখা যায়। অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে পারে না।

[প্রবৃত্তেঃ চ] এই 'চ' শব্দটি অন্বয়ের অর্থাৎ কার্য্যে কারণানুবৃত্তিরও অনৈকান্তিকতা (ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে; কেননা, শুক্লতা ও গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত অর্থাৎ কার্য্যে অনুবৃত্ত হইয়াও ত কারণতাধর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভাল, শুক্লত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে অন্বিত সুবর্ণাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে; অতএব সত্ত্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ অথচ কারণে অনুবৃত্ত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, সত্ত্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধর্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে। কেননা, পৃথিব্যাদি পদার্থগত লঘুত্ব ও প্রকাশাদির প্রবর্ত্তক সত্ত্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাদিরই একপ্রকার স্বভাব; কিন্তু কখনও তাহারা মৃত্তিকা ও হিরণ্যাদির ন্যায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অন্বিত হয় না; অথচ সত্ত্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্য জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে; সত্ত্বাদি গুণের বহুত্বনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না; এই জন্য কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সত্ত্বাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বন্মতম্; অতঃ কারণবহুত্বাদনবস্থা তদবস্থৈব। ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি সর্ব্বগতত্বেন ন্যূনাধিকভাবাভাবাদ্বৈষম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ; কার্য্যারম্ভায়ৈব পরিমিতত্বমবশ্যাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রথাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ ও জলের ন্যায়), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—দুগ্ধং দধ্যাদিভাবেন, অম্বু জলঞ্চ হিমকরকাদিভাবেন অন্যনিরপেক্ষং, তথা অন্যনিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহদাদিরূপেণ পরিণংস্যতে, ইতি চেৎ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি পয়োঽম্বুনোরপি পক্ষমধ্যে নিবেশাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥

যদি বল, দুগ্ধ যেমন দধিভাবে এবং জল যেমন হিমাদিভাবে পরিণতির জন্য অপর কোনও অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহদাদিরূপে পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে; কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না। কেননা, সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বাদিগুণসমূহই 'প্রধান', ইহা তোমার অভিমত; অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে, অনবস্থা দোষ [যাহা তুমি পরমাণুবাদের উপর উত্থাপন করিয়াছিলে, তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল। আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন) বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্ব্বগতত্ব নিবন্ধন ন্যূনাধিকভাব থাকিতে পারে না; সুতরাং বৈষম্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না; তাহার ফলে কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥১॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পদার্থকেই পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (*) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'দুগ্ধও জলের ন্যায় যদি বল, [না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে]।

(*) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রধানতঃ অনুমানের সাহায্যেই প্রধানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে। তজ্জন্য ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—প্রত্যেক অনুমানেই হেতু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটি বিষয় থাকে। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অনুমেয় বিষয়টি প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে বলে হেতু, যাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধ্য, আর সেই অনুমেয় বিষয়টি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রজগদ্রচনানুপপত্তিরিতি ; তন্ন, যতঃ পয়োঽম্বুবৎ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে। পয়সস্তাবৎ দধিভাবেন পরিণমমাণস্যানন্যাপেক্ষস্য আদ্যপরিস্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপপদ্যতে ; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্যাম্বুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিত্থ-নিম্ব-তিন্তিড়্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে ; তথা প্রধানস্যাপি পরিণামস্বভাবস্যান্যানধিষ্ঠিতস্যৈব প্রতিসর্গাবস্থায়াং সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াং গুণবৈষম্যনিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে। যথোক্তং "পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ"

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই ; যেহেতু দুগ্ধও জলের ন্যায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণমণশীল দুগ্ধের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিস্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অনুকূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং মেঘবিনির্ম্মুক্ত জল যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আস্বাদযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিত্থ (কৎবেল), নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষম্যনিবন্ধনই তাহার বিচিত্রাকারে পরিণাম সম্ভবপর হয়। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা –'জলের ন্যায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তন্নিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য হয়]'। অতএব যদি

পক্ষ। এই অনুমানে আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত ; অনুরূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক ; নচেৎ সেরূপ দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না। অচেতন রথাদি পদার্থ যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই ; কিন্তু দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয় না ; এই জন্য সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুগ্ধাদিও ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত 'অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতন-প্রবৃত্তিত্বাৎ, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ।' অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা চেতনাধিষ্ঠান-জনিত ; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি ; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি। যে যে স্থলে চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তদ্ভিন্ন সমস্তকেই উক্ত অনুমানের 'পক্ষ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে ; সুতরাং দুগ্ধ-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বই অনুমেয় ; সুতরাং সে সমুদয়কে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৬] ইতি। তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—'তত্রাপি' ইতি। যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; তদপি পূর্ব্বত্র পক্ষীকৃতমিত্যভিপ্রায়ঃ। "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি" [ব্রহ্ম সূ০ ২।১।২৪] ইত্যত্র দৃষ্টপরিকররহিতস্যাপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপদ্যত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অনুপপত্তিহেতু) চ (ও), অনপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্য্যে প্রধান] অন্যকে অপেক্ষা করে না)।]

[সরলার্থঃ—প্রধানস্য স্বকার্য্যজননে অনপেক্ষত্বাৎ—অন্যনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ সর্ব্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্য্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য্য রচনা করিয়া থাকে; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; তাহার ফলে কখনও আর 'প্রলয়' ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্পেশ্বরাধিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্বে সর্গব্যতিরেকেণ প্রতিসর্গাবস্থয়ানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্;

বল। অব্যক্ত প্রধানও জলের ন্যায় অন্য নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্য্যে] প্রবৃত্ত হইবে; তাহার উত্তর—"তত্রাপি"—'সেখানেও'। দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে)। পূর্ব্বোক্ত "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যাদি সূত্রে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্ত্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; কেননা, "যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত"—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেঽপি তস্য অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্যানবধিকাতিশয়ানন্দস্য নিরবদ্যস্য নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেত্বভাবাদ্ বিষমসৃষ্টৌ নির্দ্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোঽয়ং দোষ ইতি। ন, পরিপূর্ণস্যাপি লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মণামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থাপকত্বাচ্চ।

নন্বেবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম্মভিরেব সর্ব্বা ব্যবস্থাঃ সিধ্যন্তীতি কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাত্রা ; পুণ্যাপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকর্ম্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণংস্যতে ; যথা বিষাদিদূষিতানামন্নপানাদীনামৌষধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ সুখ-দুঃখহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ কৈবল্যা-ব্যবস্থা চ সর্ব্বপ্রকারপরিণামশক্তিযুক্তস্য প্রধানস্যৈবোপপদ্যত ইতি।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণত্ব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রাজ্ঞকর্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর যখন আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্ব্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দ্দোষ ও নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসত্ত্বেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায় তাঁহার নির্দ্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান। না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু বা প্রযোজক হইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন] কর্ম্মও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মরাশি দ্বারাই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিষাদি-সংস্পর্শে দূষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেরূপ দেশ কালাদি অনুসারে সুখ-দুঃখকর বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মেরসংস্কার-সহযোগে তদনুরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত হইবে। অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত সর্ব্বপ্রকার পরিণামশক্তিসমন্বিত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়।

অনভিজ্ঞো ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মস্বরূপয়োঃ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রৈকসমধিগম্যে; শাস্ত্রঞ্চ অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাঘ্রাত-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বেদাখ্যাক্ষররাশিঃ; তচ্চ পরমপুরুষারাধন-তদ্বিপর্য্যয়রূপে কর্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যে, তদনুগ্রহনিগ্রহায়ত্তে চ তৎফলে সুখ-দুঃখে ইতি বদতি। তথাহ দ্রমিড়াচার্য্যঃ—"ফলসংবিভৎসয়া হি কর্ম্মভিরাত্মানং পিপ্রীষন্তি, স প্রীতোঽলং ফলায়েতি শাস্ত্রমর্যাদা" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ" [তৈত্তি০ অষ্ট০ ২] ইতি। তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" [গী০ ১৮।৪৬] ইতি।
"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥" [গী০ ১৭।১৯] ইতি চ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না। কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য; উৎপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (যাহার পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেদনামক অক্ষররাশিই সেই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাত্মক কর্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কর্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাঁহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন সুখ ও দুঃখকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্রমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—ফললাভের ইচ্ছায় কর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে; তিনি প্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।' সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'জগতের নাভিস্বরূপ (রক্ষার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মই (*) এই জাত ও জায়মান (যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিতেছে, সেই) জগৎকে ধারণ করিতেছে।' স্বয়ং ভগবান্ও সেইরূপই বলিয়াছেন—' যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।' 'সংসারে ঈশ্বরদ্বেষী ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরন্তর আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।' আপ্তকাম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বেশ্বর সেই

(*) তাৎপর্য্য—শ্রৌত—শ্রুতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'ইষ্ট', আর স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'পূর্ত্ত', ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥
বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোঽবাপ্তসমস্তকামঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বমাহাত্ম্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ 'এতানি কর্ম্মাণি সমীচীনানি, এতান্যসমীচীনানি, ইতি কর্ম্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রঞ্চ প্রদর্শ্য তদুপসংহারার্থং চান্তরাত্মতয়ানুপ্রবিশ্যানুমন্তৃতয়া চ নিযচ্ছন্ তিষ্ঠতি। ক্ষেত্রজ্ঞাস্তু তদাহিতশক্তয়স্তৎপ্রদিষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারাশ্চ স্বয়মেব স্বেচ্ছানুগুণ্যেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কর্ম্মণী উপাদদতে; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-কর্ম্মকারিণং স্বশাসনানুবর্ত্তিনং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈর্বর্দ্ধয়তে; শাসনাতি-বর্ত্তিনঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়ৈর্যোজয়তি; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বৈকল্যচোদ্যানি নাবকাশং লভন্তে।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা; সা চ স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়িন্যপি বর্ত্তমানা ন গুণায়াবকল্পতে; প্রত্যুতাপুং-

---

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমানুযায়ী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কর্ম্ম উত্তম, আর এ সমস্ত কর্ম্ম অধম, এইরূপে কর্ম্মের দ্বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কর্ম্মগ্রহণোপযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে যাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও অন্তরাত্মারূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতেছেন (*)। জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিলাভ করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; সেই হেতু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন। অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যহানি প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাহারই নাম দয়া। যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে সত্য; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে; সুতরাং সেখানে তাহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপর্য্য—উপেক্ষা, প্রযোজকতা (প্রেরণা), ও অনুমন্তৃত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটী পৃথক্ ধর্ম্ম, উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রয়োজকতা অর্থ অপ্রবৃত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা, অনুমন্তৃত্ব অর্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির কার্য্যে সহায়তা করা। তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্ত্তিত করেন না, প্রথমতঃ উদাসীন ভাবেই অবস্থান করেন; কিন্তু যাহারা প্রাক্তনানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহাদের যথোপযুক্ত বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া ফলসিদ্ধির সহায়তা করেন মাত্র; সুতরাং তাঁহাকে 'অনুমন্তা' বলা অসঙ্গত হয় না।

স্বমেবাবহতি; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শত্রুনিগ্রহাদীনামগুণত্ব-প্রসঙ্গাৎ। স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়নিবৃত্তিমাত্রেণ অনাদ্যনন্তকল্পোপচিত-দুর্ব্বিসহানন্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়সুখ-সংবৃদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে। যথোক্তম্—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা॥"

[গীতা০ ১০।১০,১১] ইতি।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২॥২॥ ॥

অথ স্যাৎ—যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যনপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ; ধেন্বাদিনোপযুক্তং হি তৃণোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমমানং দৃশ্যতে। অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্যতে—ইতি। তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ; তাহা না হইলে তাহার শত্রুনিগ্রহাদি কার্য্যগুলিও অগুণ অর্থাৎ দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া নিরতিশয় সুখসমৃদ্ধি দানে যত্ন করেন। যাহা উক্ত হইয়াছে—'সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে', এবং 'তাহাদিগের প্রতিই দয়াপ্রকাশার্থ আমি আত্মারূপে অভ্যন্তরে অবস্থিতি করত উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনীত করিয়া থাকি।' অতএব [স্থির হইতেছে যে;] প্রাজ্ঞ—পরমেশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অন্যনিরপেক্ষভাবেও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে; কেন না, অন্যত্র ঐরূপই দেখা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণ ও জল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে; অতএব প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যত্রা-ভাবাৎ" ইত্যাদি।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ায়) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—অন্যত্রাভাবাৎ ধেম্বতিরিক্তেষু অনড়ুহাদিষু উপভুক্তস্যাপি তৃণাদেঃ দুগ্ধাদিভাবেন পরিণামাভাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্যতে ইতি বক্তুং ন শক্যতে ; তৃণাদেরপি দুগ্ধাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেয় ইতি ভাবঃ ॥

ধেনুভিন্ন প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির দুগ্ধাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন তৃণাদির ন্যায় প্রধানেরও যে, স্বতই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, ধেনুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপদ্যতে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য পরিণামাভাবাদ্ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। কথমসিদ্ধিঃ ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনডুহাদ্যুপযুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্য্যণংস্যত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণমত ইতি বক্তুমশক্ষ্যত ; ন চৈতদস্তি ; অতো ধেম্বাদ্যুপযুক্তং প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" [শারী০ ২।২।২] ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয় না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হয় না কেন ? যে হেতু অন্যত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও জলাদি পদার্থ যদি বৃষপ্রভৃতি কর্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা যাইত ; কিন্তু সেরূপ ত কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণাদিকে পরমেশ্বরই দুগ্ধাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন। "পয়োঽম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি", এই সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইল মাত্র ॥ ২॥২॥৪ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥২॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্মবৎ (পুরুষ ও অয়স্কান্তমণির ন্যায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তথা (সেরূপে) অপি (ও) [দোষ হয়]।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি পঙ্গুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অন্ধং পুরুষং সন্নিধিমাত্রেণৈব ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়তি, যথা চ অয়স্কান্তো নাম অশ্মা-পাষাণঃ স্বয়মক্রিয়োঽপি স্বসান্নিধ্যমাত্রেণ অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, তথা চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি সান্নিধ্যমাত্রেণাপি অচেতনং প্রধানং ঈশ্বরানধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনাসু প্রবর্ত্তয়েৎ, ইতি চেৎ, তথাপি—তদ্বদপি প্রধানপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি পঙ্গোঃ গমনশক্তিবিরহেঽপি মার্গাদ্যুপদেশব্যাপারোঽস্তি ; অন্ধস্য চ দর্শনশক্তিবিরহেঽপি জ্ঞানশক্তিরব্যাহতৈবাস্তি। অয়স্কান্তস্যাপি কাদাচিৎকঃ সন্নিধানব্যাপারোঽস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ পুরুষস্য নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিশ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পঙ্গু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্তমণি যেমন নিজে নিষ্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত লৌহে স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও জগৎনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেরূপ প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না। কেন না, পঙ্গুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ; আর অয়স্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই লৌহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরিচালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্ব্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্ত্তক হইলে, সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটিতে পারিত না ; অতএব, পুরুষ ও অয়স্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২॥২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যদ্যপি চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষো নিষ্ক্রিয়ঃ, প্রধানমপি দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসন্নিধানাদচেতনং প্রধানং প্রবর্ত্ততে, তথা দর্শনাৎ ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্শক্তিযুক্ত-পঙ্গুসন্নিধানাৎ তচ্চৈতন্যোপকৃতো দৃক্শক্তিবিকলঃ প্রবৃত্তিশক্তোঽন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ; অয়স্কান্তাশ্মসন্নি-

---

যদি বল, যদিও শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দৃষ্টি-শক্তিবিহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধব্যক্তি গমনশক্তিরহিত ও দর্শনশক্তিযুক্ত পঙ্গুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ত্ততে। এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে। যথোক্তম্—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি। পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থঞ্চ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রধানং সর্গাদৌ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

অত্রোত্তরং—"তথাপি" ইতি। এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্ত্যসম্ভবস্তদবস্থ এব, পঙ্গোর্গমনশক্তিবিকলস্যাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিৎকা বিশেষাঃ সহস্রশঃ সন্তি; অন্ধোঽপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাদ্যবগমেন প্রবর্ত্ততে; তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি। সন্নিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গো নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোঽপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে; এবং অয়স্কান্তমণির (চুম্বকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে। সাংখ্যে এই প্রকারই উক্ত আছে—'পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে, এইজন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।' ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে এবং কৈবল্য লাভ করিবে, এতদর্থে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

"তথাপি" বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্যভাব দোষ পূর্ব্ববৎই রহিল। কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ অয়স্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে। আর সন্নিধান যখন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্ব্বদাই হইতে পারে। বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—প্রলয়াবস্থায়াং সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাঙ্গিত্বস্য অনুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবেন জগৎপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি শেষঃ ॥

প্রলয়কালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, অঙ্গিত্বের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্ধি জগৎপ্রবৃত্তিঃ "প্রতিপ্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" [সাঙ্খ্যকা০ ১৬] ইতি বদদ্ভির্ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে। প্রতি-সর্গাবস্থায়াং তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্যাধিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-দঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপদ্যতে; তদাপি বৈষম্যাভ্যুপগমে নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথা (অন্য প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (ও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থং অন্যথা—প্রাগুক্তপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ প্রকারেণ প্রধানস্য অনুমিতৌ অপি তস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-দয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থ অন্যপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাগুক্ত দোষ সমূহ অব্যাহতই থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, 'সত্ত্বাদিগুণসমূহের যে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধানা-প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]'; সুতরাং তোমাদিগকেও গুণ-সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলয়াবস্থায় যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন অঙ্গাঙ্গিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও উপপন্ন হইতে পারে না; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে, (প্রলয় আর ঘটিতেই পারে না); এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৬॥

দূষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তিবিয়োগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। অতো ন কথঞ্চিদপ্যনুমানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধানুরোধেন অভ্যুপগমেঽপি—অনুমানেন প্রধানাস্তিত্বসিদ্ধিস্বীকারেঽপি অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতযুক্ত্যা প্রধানস্য প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নানুমাতব্যমিত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ—ভোগাপবর্গৌ হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়স্য নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি।

তোমাদের শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভুপগমেঽপি প্রধানেন প্রয়োজনাভাবাৎ ন তদনুমাতব্যম্। "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি প্রধানস্য প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমতৌ, তৌ চ ন সম্ভবতঃ; পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়স্য নির্ব্বিকারস্য নির্ম্মলস্য তত এব নিত্য-

---

আর [প্রধানসিদ্ধির অনুকূলে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দূষিত হইল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। 'পুরুষের কৈবল্যের জন্য এবং প্রধানের দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন।' এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের সুখদুঃখভোগ ও মুক্তিলাভ, এই দুইটীই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিমত; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না। কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ; সুতরাং

মুক্তস্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিয়োগরূপোঽপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি। এবংরূপস্যৈব প্রকৃতিসন্নিধানাৎ তৎপরিণামবিশেষসুখ-দুঃখদর্শনরূপভোগ-সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসন্নিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন সেৎস্যতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য রহিত)।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং অসম্বদ্ধার্থমিত্যর্থঃ। তথাহি—ক্বচিৎ প্রকৃতেঃ পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ ইত্যুক্তম্। ক্বচিচ্চাস্য ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতেঃ সপ্রয়োজনত্বমুক্তম্ ; পুরুষ এব সাধনভূতয়া প্রকৃত্যা ভোগাপবর্গৌ উপভুঙ্ক্তে ইতি চ ক্বচিৎ। অন্যত্র চ, নিত্যনির্ব্বিকারঃ চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষঃ ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে ; প্রকৃতিরেব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্ ; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-ভাষণাৎ সাংখ্যদর্শনমসম্বদ্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়ও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোথাও প্রকৃতিকে পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্ত্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার পুরুষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না ; পরন্তু প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে অবস্থান করে ; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং সাঙ্খ্যানাং দর্শনম্। তথাহি - প্রকৃতেঃ পরার্থত্বেন দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতের্ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিণঞ্চ পুরুষমভ্যুপগম্য প্রকৃত্যৈব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্যং বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধছেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই সম্ভবপর হইতেছে না। যদিও ঈদৃশ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষরূপ সুখ-দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই প্রকৃতি যখন নিত্যই পুরুষের সন্নিহিত, তখন ত কস্মিন্ কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যবাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে। দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ (পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগ্য ; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা (প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ সাধন দ্বারাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে ; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্য নিত্যনির্ব্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্ত্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাহুঃ; তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃতেরেবেত্যাহুঃ; এবম্ভূত-নির্ব্বিকারোদাসীনপুরুষ-সন্নিধানাৎ প্রকৃতেরিতরেতরাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিং পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বঞ্চাহুঃ—

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥
তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য ।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৭, ১৯] ইতি;

সেই পুরুষ নিত্যনির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই তাহার প্রকৃত স্বরূপ; এই কারণেই বন্ধ চ্ছেদের জন্য যে উপায়ানুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও প্রকৃতিরই বটে। এবম্ভূত নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম অধ্যস্ত হওয়ায় সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, যথা—'যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের প্রয়োজনাধীন), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্ধর্ম্ম নাই, যেহেতু [অচেতনের কার্য্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়, অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের জন্যও লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি পদার্থ আছে'); এবং 'পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার) সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিশুদ্ধতা), মাধ্যস্থ্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্বও সিদ্ধ হইল।' (*)

(*) তাৎপর্য্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে যাহা রচিত; যেমন শয্যা, আসন, বসন গৃহাদি। ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ; সেই পর কে? না—পুরুষ (আত্মা); এই পুরুষও যদি সংঘাত হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে; এই জন্য যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পদার্থরাশির সমষ্টিভূত নহে, কেবলই চৈতন্যস্বরূপ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে। স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে যথাসম্ভব সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহার সুখদুঃখ-সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিরাগ বা দ্বেষ হওয়া সুনিশ্চিত; পুরুষের যখন সুখদুঃখ-সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার পক্ষপাত দোষ থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহাকে মধ্যস্থ বলা যাইতে পারে; পক্ষপাত দোষ থাকিলে কেহই মধ্যস্থতা লাভ করিতে পারে না।

"পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" [সাঙ্খ্যকারিকা০ ৫৭]। ত্বৈক্যবমাহুঃ—

"তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥"
[সাঙ্খ্যকারিকা০ ৬২] ইতি।

তথা—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥"
[সাঙ্খ্যকারিকা০ ২০, ২১] ইতি।

সাক্ষিত্ব-দ্রষ্টৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদয়ো নিত্যনির্ব্বিকারস্য কর্ত্তুরুদাসীনস্য

'আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।' এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—'সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।' সেইরূপ—['যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কর্ত্তার (সক্রিয়ের) ন্যায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্য এবং [পুরুষকর্ত্তৃক প্রকৃতির দর্শনের জন্য অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরব্ধ হয়।' (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কখনই একমাত্র

(*) তাৎপর্য্য—অন্ধ-পঙ্গুন্যায়টি এইরূপ—অন্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন; পঙ্গু ক্রিয়াশক্তিহীন; অন্ধ দেখিতে পায় না, আর পঙ্গুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পঙ্গুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পঙ্গু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্য, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমত অবস্থায় পঙ্গুর উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপনার অভীষ্ট গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়; তেমনি নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চৈতন্য ধর্ম্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্য ন সম্ভবন্তি; এবংরূপস্য তস্যাধ্যাসমূলভ্রমোঽপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরপি বিকারত্বাৎ। প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্ম্মত্বাৎ। অধ্যাসো হি নাম চেতনস্যান্যস্মিন্ অন্যধর্ম্মানুসন্ধানম্; স চ চেতনধর্ম্মো বিকারশ্চ। ন চ পুরুষস্য প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণাধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্ব্বিকারত্বাদেব; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেরন্; সন্নিধের-কিঞ্চিৎকরত্বঞ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্যোপ-কারিণী সেত্যুচ্যতে? বদন্তি হি—

"নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ৬০] ইতি।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্ত্তা পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক। আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম্ম; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম 'অধ্যাস'; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম্ম এবং বিকারাত্মক (*)। আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না; পুরুষের নির্ব্বিকারত্বই ইহার বাধক। আর যদি বল, পুরুষেও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্ম্মগুলিও সর্ব্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছ-কারণ, তাহা "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে? অথচ তাঁহারা ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—'গুণবতী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদ্গুণসম্পন্না স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকার-পরাঙ্মুখ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে।' তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্ম্মের জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম 'অধ্যাস'। ঈদৃশ 'অধ্যাস' কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্ব্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না।

তথা প্রকৃতির্যেন পুরুষেণ যথাস্বভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবর্ত্তত ইতি চাহুঃ।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥"
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৫৯, ৬১] ইতি।

তদপ্যসঙ্গতম্; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্ব্বিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্যতি চ। স্বয়ঞ্চ স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ। পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্যতি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ।

অথ সন্নিধিমাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে; সন্নিধের্নিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্। স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্ব্বিকারস্য নোপপদ্যতে।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্না প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর সুখ-দুঃখভোগের জন্য আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না। 'নর্ত্তকী যেমন সভাস্থ লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র প্রকৃতি পুনর্ব্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না।' একথাও সঙ্গত নহে; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না, এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চেতন ভিন্ন তাহার নাই); আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না।

যদি বল, প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে; তাহা হইলেও সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে, [চৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ, তাহাও নিত্য নির্ব্বিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্ত স্বসন্নিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ্ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্যাতাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্যাপি দর্শনস্য সন্নিধানরূপতানতিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সন্নিধেরনিত্যত্বে তস্য হেতুরন্বেষণীয়ঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া স্বরূপসদ্ভাব এব সন্নিধিরিতি, তদা স্বরূপস্য নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদের্ব্বিপ্রতিষেধাৎ সাঙ্খ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেঽপি কূটস্থনিত্যনির্ব্বিশেষ-স্ব প্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিদ্যাসাক্ষিত্বেনাপারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিদ্যাসাক্ষিত্বাধ্যাসাদ্যসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব ; ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সাঙ্খ্যা জনন-মরণ-প্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি সুতরামসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ. উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি বল, অযথা দর্শনই (ভ্রান্তিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু ; তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সন্নিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সর্ব্বদাই বন্ধ মোক্ষ, এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সন্নিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্য একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা আবশ্যক হয় ; অথচ সন্নিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সদ্ভাবকেই সন্নিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবম্বিধ বহুতর বিরোধ থাকায় সাংখ্যকারদিগের দর্শনটী অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যাহারা (শাঙ্করমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্ব্বিশেষও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মই অবিদ্যার সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ; এই জন্যই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিদ্যা-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এই-মাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদও) স্বীকার করেন না ; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না।

যত্তু প্রকৃতেঃ পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্, পারমার্থিকত্বেঽপ্যপারমার্থিকত্বেঽপি নিত্যনির্ব্বিকার-স্বপ্রকাশৈকরস-চিন্মাত্রস্য স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। অপারমার্থিকত্বে তু তস্যাঃ দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ সুতরামসঙ্গতম্। ঔপাধিকভেদবাদেঽপি উপাধি-সম্বন্ধিনো ব্রহ্মণোঽয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধাদ্যনুপপত্তেরসামঞ্জস্যং পূর্ব্বমেবোক্তম্ ॥২॥২॥৯॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।] **মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২॥২॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মহদ্দীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের ন্যায়) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও)।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে। অত্রাপি 'অসামঞ্জস্যম্' ইত্যনুবর্ত্ততে। বাশব্দঃ চার্থে। হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘবৎ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তিবচ্চ অন্যদপি তদভিমতং অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরি-মাণাৎ দ্ব্যণুকাৎ পারিমণ্ডল্যপরিমাণাচ্চ পরমাণোঃ ক্রমশঃ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-পরিমাণক-কার্য্যোৎপত্তেঃ যুক্তির্বিরুধ্যতে; তথা কাণাদাভিমতম্ অন্যদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে তদ্বিপরীত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কণাদমতাবলম্বীদের অভিমত অন্যান্য বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে ॥২॥২॥১০॥]

প্রধানকারণবাদস্য যুক্ত্যাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপরমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপরমার্থই হউক, নিত্য নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্যত্ব এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব) ধর্ম্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না। উপাধি নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংস্পৃষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে; তখন উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অনুপপত্তি হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ॥২॥২॥৯॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥ ১ ॥]

প্রধানকারণবাদটি অসৎযুক্তিমূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্যাপ্যসামঞ্জস্যং প্রতিপাদ্যতে—"মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্" ইতি।

অসমঞ্জসমিতি বর্ত্ততে; বাশব্দশ্চার্থে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং, মহদ্দীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদন্যদপ্য-সমঞ্জসমিত্যর্থঃ। তথাহি—তন্তুপ্রভৃতয়ো হ্যবয়বাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণবোঽপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাদীনামুৎপাদকা ভবেয়ুঃ; অন্যথা পরমাণূনাং প্রদেশ-ভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেঽপি একস্মাৎ পরমাণোরনতিরিক্ত-পরিমাণতয়া অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ত্ব-দীর্ঘত্বাদ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। প্রদেশভেদাভ্যুপগমে পরমাণবোঽপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা।

উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে 'হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের ন্যায়' ইতি (*)।

এখানেও [পূর্ব্বসূত্রোক্ত] 'অসমঞ্জস' পদটির অধিকার আসিয়াছে। 'বা' শব্দটি চকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদ্দীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের উৎপত্তিকথার ন্যায় কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসঙ্গত, অপর বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখ [বস্ত্রাবয়ব] তন্তু প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্শ্ব দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের উৎপাদন করিবে। তাহা না হইলে, পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না; সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের আবির্ভাবই হইতে পারে না। আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে; সুতরাং এরূপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদ্দীর্ঘাধিকরণ। ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ। (২) সংশয়—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত। (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে; ব্রহ্মকারণবাদই ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন।

ন চ বাচ্যং—অবয়বাল্পত্ব-মহত্ত্বাভ্যাং হি সর্ষপ-মহীধরয়োর্ব্বৈষম্যম্; পরমাণোরপ্যনন্তাবয়বত্বে অবয়বানন্ত্যসাম্যাৎ সর্ষপ-মহীধরয়োর্ব্বৈষম্যাসিদ্ধে-রবয়বাপকর্ষকাষ্ঠা অবশ্যাভ্যুপগমনীয়া—ইতি। পরমাণূনাং প্রদেশভেদাভাবে সত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সর্ষপ-মহীধরয়ো-রেবাসিদ্ধেঃ। কিং কুর্ম্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্।

যত্তু পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদদূষণপরিহারপরমিদং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্; তদসঙ্গতম্, পুনরুক্তঞ্চ; ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্ব্বস্মিন্ পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে। চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অল্পত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সর্ষপ ও পর্ব্বতের (ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বরূপ) বৈষম্য ঘটিয়াছে; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সর্ষপ ও পর্ব্বতের মধ্যে কখনই বিভিন্ন পরিমাণ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না; এইজন্যই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। [কেন না,] পরমাণুর অবয়বভেদ স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কস্মিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না; সুতরাং সর্ষপ ও পর্ব্বতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (*)। যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ অবলম্বন কর।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ব্রহ্ম কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে। কেন না, পূর্ব্বপাদেই ব্রহ্মকারণ-বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্ব্বিধ—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ। তন্মধ্যে পরমাণুর পরিমাণের নাম অণু, অপর নাম পারিমাণ্ডল্য। যে উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাদান-গত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায়; কিন্তু পরমাণু হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ পরিমাণ্ডল্য সে সমুদয়ের পরিমাণ জন্মায় না; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুজন্য ত্র্যণুক প্রভৃতি পদার্থগুলিও পরমাণুর ন্যায়ই পরিমাণ্ডল্য পরিমাণযুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না। কারণ, কোন পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড় অসঙ্গত কথা; কেন না, অণুপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে যে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—হ্রস্ব; আবার পরমাণু ও দ্ব্যণুক হইতে যে, ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ। এখন কথা হইতেছে যে, উপাদানে যে জাতীয় পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত; তখন হ্রস্ব ও পারিমাণ্ডল্যযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুকাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় কিরূপে? অবশ্যই এই ব্যবহার সামঞ্জস্য হয় না; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্যান্য বিষয়ও এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ; অতএব উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিসম্ভবশ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৪] ইত্যত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২॥২॥১০॥

কিমন্যদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কর্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়], অতঃ (এই কারণে) তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না)।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে; সংযোগো হি আদ্যং কর্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাদ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে; তচ্চ নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্যন্তে।

অত্রেদং চিন্ত্যতে—পরমাণূনাম্ আদ্যকর্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্? উত জীবগতম্? জীবাদৃষ্টস্য পরমাণুষু স্থিত্যসম্ভবাদ্ আদ্যঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্য কথঞ্চিৎ পরমাণুগতত্বে জীবগতত্বে বা উভয়থাপি তস্য নিত্যং বিদ্যমানত্বাৎ পরমাণূনাং কাদাচিৎকং কর্ম্ম ন সংভবতি, ততঃ প্রাগপি কর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণূনাং সংযোগাভাবঃ, ইত্যতোঽপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ।

কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, সেই যে কর্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায়?— পরমাণুতে থাকে? না জীবে থাকে? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না; জীবে থাকাই সম্ভব হয়। সে যাহাহউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা যখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কর্ম্মারম্ভের কারণ কি? তৎপূর্ব্বেও ত কর্ম্মারম্ভ হইতে পারিত; অতএব কর্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না ॥২॥২॥১১॥]

খ্যান করা হইতেছে। আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদুৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; [সুতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে]। অতএব হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত, তদ্রূপ তাহার অভিমত অন্যবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ২ ॥ ১০

* 'উভয়থাপি' ইতি "খ" পাঠঃ। 'ক' পুস্তকেতু 'অপি শব্দো নোপলভ্যতে।

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কর্ম্মজনিত-তৎসংযোগপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিষ্যতে; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-মাদ্যং কর্ম্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে; "অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনম্, বায়োস্তির্য্যগ্-গমনম্, অণু-মনসোশ্চাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানি" ইতি।

তদিদং পরমাণুগতং কর্ম্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা; উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতস্যাদৃষ্টস্য পরমাণু-গতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ। আত্মগতস্য চাদৃষ্টস্য পরমাণুগতকর্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদণুষু কর্ম্মোৎপত্তিঃ, তদা তস্যাদৃষ্টপ্রবাহস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্। কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিজ্জন্মান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"উভয়থাপি" ইত্যাদি।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আদ্য বা প্রাথমিক কর্ম্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [যথা] অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার উর্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-জনিত' ইতি।

[এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই যে পরমাণুগত আদ্য কর্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা সম্পাদিত? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা? উভয় প্রকারেই (আদ্য কর্ম্মের) সম্ভব হয় না; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না; আর সম্ভব হইলেও সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সর্ব্বদাই পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, কখনই [প্রলয়াবস্থা ঘটিতে পারে না।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত কর্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়; তাহা হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) যখন নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন নিত্যই সৃষ্টি হইতে পারে? অর্থাৎ সৃষ্টির কাদাচিৎকতা হইতে পারে না। কেন না, পরিপক্কাবস্থাপ্রাপ্ত অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (যাহাদের ফলভোগ ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাৎই পরিপক্ক হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে। অতো বিপাকাপেক্ষত্বান্ন সর্ব্বদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি। নৈতৎ, অনন্তৈরাত্মভিঃ সঙ্কেতপূর্ব্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকর্ম্মজনিতানাম্ অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। অতএব, যুগপৎ সর্ব্বসংহারো দ্বিপরার্দ্ধকালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে। নচেশ্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুষু কর্ম্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ। অতো জগদুৎপত্তেরণুগতকর্ম্মপূর্ব্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়াভ্যুপগমাৎ (সমবায়নামক সম্বন্ধ-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ (সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সমবায়নামক-সম্বন্ধবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেষু সমনিয়তানাং জাতিগুণাদীনাং অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় স্বীক্রিয়তে ; এবঞ্চেৎ, সমবায়স্যাপি দ্রব্যেষু অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় হেত্বন্তরং কল্পনীয়ম্, তস্যাপ্যন্যৎ, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপদ্যতে ; অতত্রব অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে ; অর্থাৎ দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমনিয়তভাব প্রতীতির জন্য যেমন সমবায় স্বীকার করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তিত্ব প্রতীতির জন্য অপর একটি সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় ; তাহার জন্যও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে অনবস্থা দোষ সমানই থাকে ; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্য পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ক হইয়া থাকে]। অতএব অদৃষ্টও যখন বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্ব্বদা ক্রিয়োৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই। না—ইহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতকাল কিংবা কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না। আর যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই পরমাণুতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না ; কারণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাদাভিমত অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব কণাদ মতে জগদুৎপত্তির অনুকূল নিয়মিত কর্ম্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চাসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়স্যাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তরাপেক্ষাসাম্যাদুপপাদকান্তরস্যাপি তথেত্যনবস্থিতেরসমঞ্জসমেব।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানাম্ 'ইহপ্রত্যয়'-হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে। অপৃথক্-স্থিত্যুপলব্ধীনাং জাত্যাদীনাং তথাভাবস্য নির্ব্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে, সমবায়স্যাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরন্বেষণীয়ঃ ; তস্যাপি তথেত্যনবস্থিতিঃ। সমবায়স্য তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ? অনবস্থাদোষের সাম্যই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরত্ব] উপপাদনার্থ যেমন সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জন্যও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়, আবার সেই কল্পিত হেতুর জন্যও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথগ্ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত পদার্থের যে, 'ইহ প্রত্যয়ে'র (আশ্রিতত্ব জ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। [এখন কথা হইতেছে যে,] যাহাদের পৃথক্ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের জন্যই যদি 'সমবায়' সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন তাহারও অপৃথক্স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক ; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জন্যও সেইরূপ হেত্বন্তর কল্পনার আবশ্যক হয়, এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ায়] 'অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। আর যদি এইরূপই কল্পনা কর যে, অপৃথক্সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [লাঘবতঃ অনুভবসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে 'সমবায়' সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয়। তাহা এই প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম 'সমবায়'। সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক। দ্রব্য দেখিলেই যে, সঙ্গেসঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, এই 'সমবায়'ই তাহার কারণ। এখন কথা হইতেছে যে, পৃথিব্যাদি দ্রব্যে জাতি গুণাদির সম্বন্ধরক্ষার জন্য যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সংবন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়, সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার বিরাম হইবে না ; সুতরাং সমবায় স্বীকার করায়ও কণাদমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে।

পরিকল্প্যতে চেৎ—জাতি-গুণানামেবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন পুনরদৃষ্টচরং সমবায়মভ্যুপগম্য তস্যৈষ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—ইতি ॥২॥২॥১২॥

সমবায়স্য নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চায়ং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে দোষান্তরঞ্চাহ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যং (সর্ব্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্য নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সদ্ভাব-প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

'সমবায়' সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য সদ্ভাব হইতে পারে, এই কারণেও কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্য সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্য নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥২॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্ত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্য্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-সূক্ষ্মত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থূলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—[-পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণূনাং] রূপাদিমত্ত্বাৎ রূপরস-গন্ধস্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ অপি বিপর্য্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বানাং অন্যথাভাবঃ—অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ ; কুতঃ ? দর্শনাৎ—রূপাদিমৎসু ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ। যদ্ যদ্ রূপাদিমৎ, তৎ তৎ অনিত্যং স্থূলং সাবয়বং চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকাতেও সেই সমস্ত পরমাণু অনিত্য, স্থূল ও সাবয়ব হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই দেখা যায় ॥২॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবের অবিষয়ীভূত একটা 'সমবায়' কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ২॥১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান। নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও বলিতেছেন—'যে হেতু নিত্যই তাহার সদ্ভাব।'

'সমবায়' একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য-সদ্ভাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণূনাং পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্ব্বিধানাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্য্যয়েণ অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-তথাবিধকারণান্তরারব্ধত্বাদিদর্শনাৎ। ন হি দর্শনানুগুণ্যেনাদৃষ্টোঽর্থঃ কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ। দর্শনানুগুণ্যেন হি পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং ত্বয়া কল্প্যতে; অতোঽপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৪॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া পবমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং নাভ্যুপগম্যতে; তত্রাহ—

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—উভয়থা—পরমাণূনাং রূপাদিমত্তাস্বীকারে তদস্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বে অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিষু তৎকার্য্যেষ্বপি রূপাদিশূন্যতাপ্রসঙ্গঃ, ততোঽপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিগুণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্ত্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না; আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিগুণ পরিকল্পনা করিতেছ; সুতরাং এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্য পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা না হয়, সে পক্ষেও বলিতেছেন—'যেহেতু উভয়প্রকারেই দোষ।'

ন কেবলং পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিরহেঽপি কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যাঃ স্যুঃ। তদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া (*) রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বোক্তদোষঃ, ইত্যুভয়থা চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্তং (অত্যন্ত) অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য) ।]

[সূরলার্থঃ—অস্য কাণাদ-মতস্য কেনচিদপ্যংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অস্মিন্ মতে অত্যন্তং অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অন্যেরও ইহাতে অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্য শ্রুতি-ন্যায়বিরোধপরিত্যক্তস্যাপি সৎকার্য্যবাদাদিনা ক্বচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোঽস্তি, অস্য তু কাণাদপক্ষস্য কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ কার্য্যা ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, কারণের গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয় ; অতএব, উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি কোন কোন অংশে বেদানুযায়ী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে ; কিন্তু এই কণাদ-পক্ষটি কোন অংশেও শিষ্টপরিগৃহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে মোক্ষার্থিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

(*) তৎপরিজিহীর্ষয়া' ইতি 'খ' পাঠঃ।

সমুদায়াধিকরণম্।]

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদ-প্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি)।]

[সরলার্থঃ—চতুর্ব্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি। তত্র বৈভাষিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয় স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, যোগাচারা নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ। তত্র আদ্যয়োর্বাহ্যপদার্থ-সদ্ভাবং স্বীকুর্ব্বতোঃ লোকব্যবহার উপপদ্যতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যতে—

ক্ষণিকৈঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিশ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায় আরভ্যতে, ইতি হি তেষাং মতম্। অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ—তস্য সমুদায়স্য অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ। পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ কার্য্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষণে এব বিনষ্টাশ্চেৎ, কে তর্হি সমুদায়ং আরভেরন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বার এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণু-কারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেঽপি জগদুৎপত্তি-তদ্ব্যবহারাদিকং নোপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। তে চ(*) চতুর্ব্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপান্ ভূতভৌতিকান্ বাহ্যান্, চিত্ত-চৈত্তরূপাং-

---

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্য অতঃপর তাহাদের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহারা (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বাহ্য পদার্থ— ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘট-পটাদি), এবং চিত্ত ও চৈত্ত (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত।

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'চ'কারো নাস্তি।

শ্চাভ্যন্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপয়ন্তি ; অন্যে তু বাহ্যার্থান্ সর্ব্বান্ পৃথিব্যাদীন্ বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসৎ (*), বাহ্যার্থাস্তু স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহুঃ। ত্রয়োঽপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু ক্ষণিকমাচক্ষতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিত্তচৈত্তব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমন্বতে ; অন্যেতু সর্ব্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনঃ, তে তাবন্নিরস্যন্তে—

তে চৈবং মন্যন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাশ্চাপ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাস্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাশ্চ বায়বীয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্যন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাদিভ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি। তত্র চ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী গ্রাহকাভি-

---

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন। অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাদি সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়াথাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব স্বীকার করেন না)। অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়াথাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিত্ত, চৈত্ত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অন্য সম্প্রদায় আবার সর্ব্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(†)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম্ম বা স্বভাব। উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়, সেই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত

(*) পরমার্থং সৎ'ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াধিকরণ। ইহা ১৭—২৬ পর্য্যন্ত দশ সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবস্থা। (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগদুৎপত্তিপ্রণালী সঙ্গত হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ক্ষণিক চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। (৪) উত্তর—না, ক্ষণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে দ্বিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু ক্ষণমাত্রস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়সাধ্য কোন কার্য্যের উৎপাদনে সমর্থ হয় না, বা হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধসম্মত জগদুৎপত্তিপ্রণালী উপেক্ষণীয়, আমাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

মানারূঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মত্বেনাবতিষ্ঠতে; তত এব সর্ব্বো লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্ত্তত ইতি।

তত্রাভিধীয়তে—"সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ"। যোঽয়মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্নুভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তির্নোপপদ্যতে—জগদাত্মকসমুদায়োৎপত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয়। আর শরীরাভ্যন্তরস্থ যে, জ্ঞাতৃত্বাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মারূপে অবস্থিতি করে. এবং তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (*)।

বৌদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডন।

তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না। অর্থাৎ এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উভয়বিধ কারণোৎপন্ন 'সমুদায়' স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থাৎ জগদাকার সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (†)। কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন

(*) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন; (৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্ব্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থই নাই। (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এইজন্য তাহাদিগকে 'সর্ব্বশূন্যত্ববাদী' বলা হয়। উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী, তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অবয়বের অতিরিক্ত 'অবয়বী' বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই যথাসম্ভব সম্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয় গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসৎ আবরণাভাব মাত্র। এই অধিকরণে উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি খণ্ডিত হইতেছে॥

(†) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে, "উভয়হেতুকে" কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন; আর "তদপ্রাপ্তিঃ" কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও স্কন্ধহেতুক, এই দ্বিবিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি। রামানুজের মতে ঐরূপ অর্থটি কষ্টকল্পনা-সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপর ব্যাখ্যাতা যাদবপ্রকাশ বলিয়াছেন—'সমুদায়' অর্থ—গর্ভস্থ সন্তান; 'উভয়হেতুক' অর্থ মাতৃভুক্ত অন্নাদি ও তদুপযুক্ত কর্ম্ম, এই উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন। ভাষ্যকারের মতে এরূপ অর্থও সমীচীন নহে।

পরমাণূনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহতৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্যন্তে, কদা চ বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে; কো বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা বেদয়তে; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে; স্প্রষ্টা হি নষ্টঃ, স্পৃষ্টশ্চ নষ্টঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নষ্টঃ; কথং চান্যেন স্পৃষ্টমন্যো বেদয়তে, কথং চান্যেন বিদিতমর্থমন্য উপাদত্তে? সন্তানানামেকত্বেঽপি সন্তানির্ভ্যন্তেষাং বস্তুতো বস্ত্বন্তরত্বানভ্যুপগমান্ন তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিক-মুপপদ্যতে; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং পুরস্তাৎ ॥২॥২॥১৭॥

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত হইবে? কখনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত (বিজ্ঞাত) হইবে? আর কখনই বা হেয় ও উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য্য হইবে? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাইবা কোন বিষয়কে কখন অনুভব করিবে? আর কেইবা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত (বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায়; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ করিবে? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে (সংঘাতকে) যখন পৃথক্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; কেননা, 'অহং' পদার্থই আত্মা, এবং সেই 'অহং' পদার্থই যে, প্রকৃত জ্ঞাতা; ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে। (*) ॥২॥২॥-৭॥

কারণ, জগৎ-রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শনের প্রস্তাবে গর্ভারম্ভের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না। রূপ (বস্তুর আকৃতি), বেদনা (বিষয়ানুভূতি), বিজ্ঞান (সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম), সংস্কার; এই পাঁচটির নাম স্কন্ধ; এই পঞ্চবিধ স্কন্ধের সমষ্টিই আত্মা; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই॥

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার পর কোন একটি কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অনেক ক্ষণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বৌদ্ধমতে পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্তই বা হইবে কখন? আর তাহারও পরভাবী কার্য্যোৎপাদনইবা করিবে কখন? কার্য্যোৎপাদনের পূর্ব্বেইত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাদির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২।২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নং (সঙ্গত হয়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহারা সংঘাত-সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে)।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি সর্ব্ব এব ভাবাঃ ক্ষণিকাঃ, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমদ্ভাবাদ্ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—ক্ষণিকেষু স্থিরত্ব-বুদ্ধিরূপয়া অবিদ্যয়া রাগদ্বেষাদয়োঃ জায়ন্তে, তৈরপি পুনরবিদ্যা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে কার্য্যকারণভাবঃ, ইত্যতঃ ক্ষণিকত্বেঽপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ; তন্ন; সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিদ্যায়া ইত্যর্থঃ।

অয়মাশয়ঃ—যদ্যপি অবিদ্যা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকমপি বস্তু স্থিরমিব গৃহ্ণাতি, তথাপি তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি; ততশ্চ ন সংঘাতসদ্ভাবোঽপি সিধ্যতি; বিজ্ঞানাত্মনশ্চ তদৈব নষ্টত্বাৎ কস্য বৈকস্য রাগদ্বেষাদয়ো জায়েরন্? ইতি রাগদ্বেষাদিপরম্পরৈব ন সিধ্যতীতি ভাবঃ।

যদিবল, ক্ষণিকবাদে যদিও সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক; সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যকারণভাব এবং তদধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য; তথাপি, ক্ষণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ যে অবিদ্যা, তাহা হইতেই রাগদ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগ-দ্বেষাদি হইতেও আবার অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় কার্য্য-কারণভাব এবং লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পাবে। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, উক্ত অবিদ্যাও সংঘাত বা স্থূলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরতাবুদ্ধি জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিদ্যা হইতে রাগদ্বেষাদি জন্মিবে কাহার? এবং রাগদ্বেষাদির অভাবে পুনর্ব্বার অবিদ্যারই বা আবির্ভাব হইবে কিরূপে? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥১৮॥]

কথা; তাহাদের মতে ক্ষণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্বন্ধ (স্পর্শ) স্থাপন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বানুভূত বিষয়কে আর স্মরণ করিবে কে? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে, রামের অনুভূত বিষয়কেও শ্যাম স্মরণ করিতে পারে, অথচ এরূপ স্মরণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। যদি বল, বিজ্ঞানাত্মা ক্ষণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার নিহিত থাকিবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সন্তান) আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সন্তানী) কি পৃথক্ পদার্থ? অথবা একই পদার্থ? যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে স্মরণের অনুপপত্তি বজায়ই রহিল; আর যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তাহা হইলেও সন্তান ও সন্তানীর পার্থক্য এবং তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপপত্তি প্রভৃতি দোষগুলি যথার্থই বটে। পক্ষান্তরে, ভাষ্যকারের মতে এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে 'অহং' পদার্থ—'আমি' বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞেয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান স্বরূপ নহে; সুতরাং এ পক্ষে উক্ত দোষগুলি হইতে পারে না।

অবিদ্যাদীনামিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ; এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ, তথাঽপ্যবিদ্যয়ৈতৎ সর্ব্বমুপপদ্যতে। অবিদ্যা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিষু স্থিরত্বাদিগোচরা; তয়া সংস্কারাখ্যা রাগদ্বেষাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিত্তাভিজ্বলনরূপং বিজ্ঞানম্, ততশ্চ নামাখ্যাশ্চিত্তচৈত্তাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়তনাখ্যমিন্দ্রিয়ষট্‌কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*) পুনরপ্যবিদ্যাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিদ্যাদিকাঽন্যোন্যমূলা চক্রপরিবৃত্তিঃ। এতচ্চ সর্ব্বং পৃথিব্যাদিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপপদ্যতে; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি।

যদি বল, অবিদ্যাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সদ্ভাবাদি বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, তথাপি অবিদ্যা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে। কেননা, অবিদ্যা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদিবিশিষ্ট পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি; সেই অবিদ্যা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্নহয়, তাহা হইতে চিত্তের স্ফুরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত ও চৈত্ত ধর্ম্মসমুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন' নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ করে; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিদ্যাদি উৎপন্ন হয়; এই পকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক এই অবিদ্যাদি-চক্রভ্রমি চলিতেছে। পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত কিছুই উপপন্ন হয় না; সুতরাং তজ্জন্যই সংঘাতসদ্ভাবাদিও স্বীকার করিতে হয়। (*)

(*) বেদনাদয়শ্চ পুনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অঙ্গীকৃত হইয়াছে (১) অবিদ্যা—ক্ষণিক কার্য্য (জন্য) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-সুখকরত্ব জ্ঞান। (২) সংস্কার—অবিদ্যাজন্য রাগ, দ্বেষ ও মোহ। (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানস্ফূর্ত্তি, ইহারই অপর নাম 'আলয় বিজ্ঞান।' (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ভূত; ইহারাই সাধারণতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয়। (৫) রূপ—শ্বেত কৃষ্ণাদি শুক্র-শোণিত। (৬) এই ছয়টি পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন। (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজাত দেহ। (৮) বেদনা—সুখদুঃখাদির অনুভব। (৯) তৃষ্ণা—বেদনাজনিত পুনর্ব্বার বিষয়ভোগেচ্ছা। (১০) উপাদান—তৃষ্ণাবশতঃ বিষয়প্রবৃত্তি। (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি। (১২) জাতি—জন্ম, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চস্কন্ধ'-সংঘাত। (১৩) জরা—উক্ত স্কন্ধের পরিণতি অবস্থা। (১৪) নাশ—মৃত্যু। (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। (১৬) পরিদেবনা—শোকজন্য বিলাপ। (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা। (১৮) দৌর্ম্মনস্য—অনিষ্ট সম্ভাবনায় মনোব্যথা। এতদতিরিক্ত উপবাস-ক্লেশ ও মানাপমান প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

তত্রোত্তরম্—"ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ" ইতি। নৈতদুপপদ্যতে—এষামবিদ্যাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনিমিত্তত্বাৎ; ন খলু অস্থিরাদিষু স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিদ্যা, তন্নিমিত্তা রাগদ্বেষাদয়ো বা অর্থান্তরস্য ক্ষণিকস্য সংহতি-হেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে। শুক্তিকা-রজতাদি-বুদ্ধির্হি ন শুক্ত্যাদ্যর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি। কিঞ্চ, যস্য ক্ষণিকে স্থিরত্ববুদ্ধিঃ, স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কস্য রাগাদয় উৎপদ্যন্তে? সংস্কারাশ্রয়ং স্থিরমেকং দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুবৃত্তিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুম্ ॥২॥২॥১৮॥

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসদ্ভাবাদি উপপন্ন হয় না; কারণ, উহা (অবিদ্যা) সংঘাতভাবের (সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে। যেহেতু পৃথিব্যাদিরূপ ভূত-ভৌতিক সংঘাতভাবের প্রতি উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা ও তজ্জন্য রাগদ্বেষাদি দোষ সমূহ কখনই অপর ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, শুক্তিপ্রভৃতিতে যে, রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না। আরও এক কথা, ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং রাগাদি উৎপন্ন হইবে কাহার? আর যাহারা স্থিরতর কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কারের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না। [কেননা, স্থিরতর আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অনুবৃত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না।] ॥২॥২॥১৮॥

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে 'স্পর্শ' পর্য্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাষ্যকারই উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন; অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও 'বেদনাদয়ঃ' এই 'আদি' শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। উপরে আমরা অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্মত; সুতরাং ভাষ্যার্থের সহিত কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও ঘটিয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, উক্ত অবিদ্যাদি কারণ হইতে বেদনাদি কার্য্যগুলি উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিদ্যাদির উৎপত্তি হয়,' এবং অবিদ্যাদি হইতেই জন্ম ও জরাদি হয়, জন্ম জরাদি হইতেও আবার অবিদ্যা হয়, এবং ইহার জন্য স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই সংঘাত হইতেও আবার অবিদ্যার উৎপত্তি হয়, এইরূপে চক্রভ্রমির ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া স্থূল-সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এরূপ কল্পনায়ও ক্ষণিকবাদে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থগুলি পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন হইলে দুরুত্তর ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ উহারা পরস্পরের প্রতি হেতু হইলেও যে, সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই। তৃতীয়তঃ অবিদ্যা ও রাগাদিসংস্কার যাহাতে থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি যখন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহারা বহুক্ষণব্যাপী কার্য্য নিষ্পাদন করিবে? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতটি যুক্তিসহ নহে॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্ত্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (ও) পূর্ব্বনিরোধাৎ (যেহেতু পূর্ব্বক্ষণের অভাব হয়)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্য কার্য্যভূত-ঘটক্ষণস্য উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব্ব-নিরোধাৎ পূর্ব্বস্য কারণভূতক্ষণস্য নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্য চ হেতুত্বে বিশেষাভাবাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; ততশ্চ সমুদায়াসিদ্ধিরিতি ভাবঃ।

পরভাবী ঘটাদি কার্য্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-গত বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্য সমুৎপন্ন হইতে পারে। এই কারণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১৯॥]

ইতশ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জগদুৎপত্তির্নোপপদ্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব্বক্ষণস্য বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণং প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্য হেতুত্বে সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেত। অথ পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিত্বমেব হেতুত্ব-মিত্যুচ্যতে ? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তদুত্তরকালভাবিনাং সর্ব্বেষামেব গো-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষাণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ। অথৈক-জাতীয়স্যৈব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো হেতুত্বমিষ্যতে, তথাপি সর্ব্বদেশবর্ত্তিনা-মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ। অথৈকস্যৈব হেতুরেক ইতি মনুষে ; তথাপি কস্যৈকস্য কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও ক্ষণিকবাদীর পক্ষে জগদুৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য্য-ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তাহা কখনই পররর্ত্তী কার্য্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর সেই পূর্ব্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই) হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণে সর্ব্ব কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ তাহা কখনও হয় না]। আর যদি বল, পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর কার্য্যক্ষণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্ব্বক্ষণই তদুত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষাণাদি জাগতিক সর্ব্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না)। আর যদি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একই ঘট উত্তরক্ষণভাবী সর্ব্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে পারে ? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে]। যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্য্যের প্রতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্য্যটির

জায়তে। অথ যস্মিন্ দেশে ঘটক্ষণঃ স্থিতঃ, তদ্দেশসম্বন্ধিন এবোত্তর-ঘটক্ষণস্য স হেতুরিতি ; কিং দেশস্য স্থিরত্বং মনুষে ? কিঞ্চ, চক্ষুরাদি-সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেঽনবস্থিতত্বাৎ ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞান-বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২॥২॥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্য-মন্যথা (*) ॥২॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞোপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যৌগপদ্যং (এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ)।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্য্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—অধিপতি-সহ-কার্য্যালম্বন-সমনন্তরপ্রত্যয়া বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরুধ্যতে ; অন্যথা—যদ্যেতদ্দোষপরিহারার্থং পূর্ব্বক্ষণসমকালমেব উত্তরক্ষণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, তর্হি যৌগপদ্যং ক্ষণদ্বয়স্য যুগপদুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ ; ততশ্চ ক্ষণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ।

আর যদি কারণের অসদ্ভাবেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে, অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্ব্বিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হইয়া পড়ে ; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্য্যোৎপত্তিসময়েও পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও ক্ষণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এবং তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২॥২॥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্য্যমুৎপদ্যতে চেৎ, সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেতে-

---

হেতু, তাহা ত জানা যায় না। আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটক্ষণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থিত উত্তরক্ষণেরই হেতু হয় ; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলিয়া মনে করিতেছ ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না]। আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকালে তাহা বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ॥২॥২॥১৯॥

হেতুর অসদ্ভাবেও যদি কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে যে, সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে, [একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে]। কেবল যে,

---

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'বা' শব্দোঽধিকো বর্ত্ততে।

ত্যুক্তম্; ন কেবলমুৎপত্তিবিরোধ এব, প্রতিজ্ঞা চ ভবতামুপরুধ্যেত; অধিপতি-সহকার্য্যালম্বন-সমনন্তরপ্রত্যয়াশ্চত্বারো বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি বঃ প্রতিজ্ঞা। অধিপতিরিন্দ্রিয়ম্।

অথ প্রতিজ্ঞানুপরোধায় ঘটক্ষণে স্থিত এব ঘটক্ষণান্তরোৎপত্তিরিষ্যতে; তথা চ সতি দ্বয়োঃ কার্য্য-কারণয়োর্ঘট-ক্ষণয়োর্যৌগপদ্যেনোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, ন চ তথোপলভ্যতে; ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা চৈবং হীয়েত। ক্ষণিকত্বং স্থিত-মেবেতি চেৎ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-(*) জ্ঞানয়োর্যৌগপদ্যং প্রসজ্যেত ॥২॥২॥২০॥

উৎপত্তিবিরোধই হয়, তাহা নহে, পরন্তু, তোমাদের প্রতিজ্ঞারও ব্যাঘাত হয়। কেননা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, অধিপতি, সহকারী, অবলম্বন ও সমনন্তরপ্রত্যয়, এই চতুর্বিধ কারণ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে, অধিপতি অর্থ—ইন্দ্রিয় (†)।

উক্ত দোষপরিহারার্থ যদি একই ঘটক্ষণের সমকালে অপর ঘটক্ষণের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও কার্য্য ও কারণ, দুইটি ঘটক্ষণেরই এক সময়ে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ ক্ষণদ্বয়ের যৌগপদ্য ত কখনও দেখা যায় না; অধিকন্তু, তোমাদের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তও পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি বল, ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তই স্থির; তাহা হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের যৌগপদ্য হইতে পারে, অর্থাৎ যে ক্ষণে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইল, ঠিক সেই ক্ষণেই জ্ঞানোৎপত্তি ও হইতে পারে; [অথচ তুমিও ইন্দ্রিয়সংযোগ ও জ্ঞানের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিয়া থাক] ॥২॥২॥২০॥

(*) ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অধিপতি অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সহকারী—আলোক প্রভৃতি, আলম্বন—জ্ঞাতব্য বিষয় ঘটপটাদি, সমনন্তরপ্রত্যয়—অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞান। বৌদ্ধমতে উল্লিখিত কারণ চতুষ্টয়ই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ, কার্য্যকারণভাবের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে; এই জন্য তাহারাও সমনন্তর-প্রত্যয়কে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে যে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সংযোগ হইল, জ্ঞানোৎপত্তিকালে তদুভয়েরই বিনাশ হইয়া গেল, এবং তাৎকালিক জ্ঞাতারও বিনাশ ঘটিল; এরূপ অবস্থায় সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে কাহার? অথচ সমনন্তর-প্রত্যয়ের অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহাদের অভিমত প্রতিজ্ঞা বা কার্য্যকারণভাবের নিয়ামক নিয়মও ব্যাহত হইয়া পড়ে।

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যা-নিরোধা-প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিনাশের অসম্ভব) অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না)।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র মুদ্গর-প্রহারাদ্যনন্তরভাবী প্রত্যক্ষার্হঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ প্রতিক্ষণং জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্হঃ সূক্ষ্মো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তয়োরপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ; কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মবতো দ্রব্যস্য বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ, প্রদীপনির্ব্বাণবৎ নিরন্বয়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তস্যাসম্ভবাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। তন্মধ্যে মুদ্গরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অনুভব করা যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর যাহা স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্ত্তে প্রতিক্ষণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাদৃশ সূক্ষ্ম বিনাশকে বলে 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই 'নিরন্বয়ধ্বংস' নামে অভিহিত হয়। এখন সূত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন তদুপাদানভূত মৃত্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও সম্ভবপর হইতেছে না ; [সুতরাং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তির্নিরস্তা ; সতো নিরন্বয়-বিনাশোঽপি নোপ-পদ্যত ইত্যুচ্যতে,—ক্ষণিকত্ববাদিভির্মুদ্গরাভিঘাতাদ্যনন্তরভাবিতয়া উপ-লব্ধিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিক্ষণভাবী চোপলব্ধ্যনর্হঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরন্বয়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধ-

---

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসৎ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ; [ক্ষণিকবাদে] সৎপদার্থের নিরন্বয় বিনাশও যে. উপপন্ন হয় না, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, মুদ্গরপ্রহারাদির পরক্ষণে সদৃশপরিণামপ্রবাহের পরিসমাপ্তিরূপ যে, উপলব্ধিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরন্বয়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণাম-প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিক্ষণভাবী উপলব্ধির অযোগ্য নিরন্বয় সূক্ষ্ম বিনাশ, এই উভয়প্রকার

শব্দাভ্যামভিধীয়তে; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিচ্ছেদাৎ—সতো নিরন্বয়বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ। অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামাবস্থান্তরাপত্তিরেব; অবস্থাযোগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যোপপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।১৫] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্।

নির্ব্বাণস্য দীপস্য নিরন্বয়বিনাশদর্শনাদন্যত্রাপি বিনাশো নিরন্বয়োঽনু-

---

বিনাশই যথাক্রমে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*); অর্থাৎ স্থূলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর সূক্ষ্ম বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। উক্ত উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না। কারণ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই; অর্থাৎ যেহেতু সৎপদার্থের নিরন্বয় বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিনাশ সম্ভব হয় না। অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রেই সৎপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে); সেই অবস্থাবান্ দ্রব্য কিন্তু স্থিরতর একই বটে; এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার অবসরে প্রতিপাদন করিয়াছি।

যদি বল, নির্ব্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্বয় বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অন্যত্রও নিরন্বয় বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ নিবিয়া গেলে যেমন তাহার কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্বয় বিনাশ হয়, তেমনি ঘটাদির বিনাশকেও নিরন্বয় বিনাশ

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, তন্মধ্যে, প্রতি-সংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবয়ববিশ্লেষণপূর্ব্বক বিনাশ; যেমন মুদ্গর প্রহারের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃশ্য হয় বলিয়া স্থূল বিনাশ। আর অপ্রতিসাংখ্যনিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বক্ষণে যাহার যেরূপ অবস্থা ছিল, পরক্ষণে আর সেরূপ নাই বা থাকে না; যতক্ষণ বস্তুটি ভিন্নপ্রকার ধারণ না করে, ততক্ষণ ঐরূপ পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণাম এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদর্শী লোকেরা বুঝিতে পারে না। দধিভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত দুগ্ধের যে, পরিণাম, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। প্রত্যক্ষ না করিলেও উক্ত পরিণামের ফলেই লোকে বস্তুর নূতনত্ব ও পুরাণত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে। সাংখ্যকারেরা একথাটি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন—"পরিণামস্বভাবা হি গুণানা পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণামই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং ইহারা পরিণত না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না। অতএব, ত্রিগুণাত্মক এই জগৎও প্রতিক্ষণে পরিণামশীল।

আচার্য্য শঙ্করস্বামী ইহার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তুবিনাশের নাম 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তুবিনাশের নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। বিদ্যমান এই বস্তুটিকে অবিদ্যমান অসৎ করিব, এই প্রকার বুদ্ধির নাম প্রতিসংখ্যা, তৎপূর্ব্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ; বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যে, ঘটাদি পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রথমোক্ত নিরোধের উদাহরণ। ঘটাদি পদার্থের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনাশাভিমুখীভাব, যাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'॥

মীয়ত ইতি চেৎ, ন; ঘটশরাবাদৌ মৃদাদি-দ্রব্যানুবৃত্ত্যুপলব্ধ্যা সতো দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতে সতি (*) প্রদীপাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলম্ভোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থান্তরাপত্তিকল্পনস্যৈব যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২১॥

উভয়থা চ (†) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ক্ষণিকত্ববাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ কার্য্যস্য তুচ্ছতাপত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তদনুপপত্তিমাহ—"উভয়থা চ দোষাৎ" ইতি। তদুভয়প্রকারাভ্যুপগমেঽপি দোষাৎ—তুচ্ছাদুৎপন্নস্য তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাদুৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ।

ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও তুচ্ছ কারণোৎপন্ন কার্য্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক; সুতরাং তাহার আবার [বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

ক্ষণিকত্ববাদিভিরভ্যুপেতা (‡) তুচ্ছাদুৎপত্তিরুৎপন্নস্য তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবতীত্যুক্তম্; তদুভয়প্রকারাভ্যুপগতৌ দোষশ্চ ভবতি। তুচ্ছাদুৎপত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্যাৎ; যদ্ধি যস্মাদুৎপদ্যতে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি সৎপদার্থে তৎকারণীভূত মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে, সৎপদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে); [বিনাশের পর] প্রদীপাদি পদার্থ বিদ্যমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ; কারণ, সে স্থলেও অবস্থান্তর (সূক্ষ্মাবস্থা) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২১॥

ক্ষণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থটি তুচ্ছ (অবস্তু) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয়। ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [এখন বলা হইতেছে যে;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে। তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থটিও তুচ্ছই হইতে পারে; কেননা, যাহা যেরূপ

(*) নিশ্চীয়তে, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) উভয়থা' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) অভ্যুপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দৃষ্টম্ ; যথা মৃৎসুবর্ণাদেরুৎপন্নং মণিক-মুকুটাদি মৃৎসুবর্ণাদ্যাত্মকং দৃষ্টম্। ন চ জগৎ তুচ্ছাত্মকং (*) ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে ; ন চ প্রতীয়তে। সতো-নিরন্বয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূর্দ্ধং কৃৎস্নস্য জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্যাৎ ; পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনন্তরোক্তং তুচ্ছাত্মকত্বমেব স্যাৎ। অত উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবদুক্তপ্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধৌ ॥২॥২॥২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়)।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্য অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণ্যাৎ ভবদভিমত-তুচ্ছত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় আকাশেও যখন অবাধিতত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৩॥]

বাহ্যাভ্যন্তরবস্তুনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরো-ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা ; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগতৈঃ পরিগণিতস্যাকাশস্যাপি তুচ্ছতা প্রতিক্ষিপ্যতে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাত্মকই (কারণানুরূপই) দৃষ্ট হয় ; যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে মৃত্তিকা ও সুবর্ণাত্মকই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না ; এবং সেরূপ প্রতীতিও হয় না। আর সৎপদার্থের যদি নিরন্বয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত ; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বোক্ত তুচ্ছাত্মকতা দোষই হইতে পারে। অতএব, উভয়প্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্য প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের তুচ্ছত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও যে, তুচ্ছতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) 'তুচ্ছাত্মকং দৃষ্টম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আকাশে চ নিরূপাখ্যতা ন যুক্তা, ভাবরূপত্বেনাভ্যুপগত-পৃথিব্যাদিবদাকাশস্যাপি অবাধিত (*) প্রতীতিসিদ্ধত্বাবিশেষাৎ। প্রতীয়তে হি আকাশঃ (†) 'অত্র শ্যেনঃ পততি, অত্র গৃধ্রঃ' ইতি শ্যেনাদিপতনদেশত্বেন। ন চ পৃথিব্যাদ্যভাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবঃ, ইতরেতরাভাবঃ, অত্যন্তাভাবো বা আকাশঃ? সর্ব্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্যাৎ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরুপাখ্যতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (‡); কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সে সমুদয়ের ন্যায় আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না কেন? বিশেষতঃ 'এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে,' ইত্যাদিরূপে শ্যেনাদির বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে। একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থের অভাবই আকাশ, (তদতিরিক্ত 'আকাশ' বলিয়া কোন পদার্থ নাই); কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না. [জিজ্ঞাসা করি —] এই আকাশ, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থসমূহের কোন্ অভাব?—প্রাগভাব? ধ্বংস? অত্যন্তাভাব? অথবা অন্যোন্যাভাব? (§) কোন পক্ষেই 'আকাশ' প্রতীতির উপপত্তি হয় না; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

(*) অবাধিতত্বপ্রতীতি' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) আকাশে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদীর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অবস্তু তুচ্ছ অভাবাত্মক: তন্মধ্যে নিরোধদ্বয়ের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; এখন আকাশ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইতেছে তাহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ না থাকা, সেই আবরণাভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,-আকাশকে আবরণাভাব বলা যাইতে পারে না: কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আশ্রয়রূপে প্রতীতি বশতঃ ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি 'এই আকাশ, ইহাতে বহু পাখী বিচরণ করিতেছে,' এইরূপে আকাশও যখন বিচরণস্থান, এবং একটি ভাব পদার্থরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীত হয় না; তখন পৃথিব্যাদির ন্যায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ। বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণাভাবই হইত, তাহা হইলে আকাশে একটিমাত্র পাখী বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভাবাত্মক আকাশ বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পাখী উড়িবার স্থান পাইতে পারে না; কারণ, তখন আবরণাভাবরূপী আকাশ ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে॥

(§) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ অভাবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে অভাব, তাহা প্রাগভাব; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা ভেদ, তাহার নাম ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব: ইহাকে 'ভেদ' বলিয়াও ব্যবহার করা হয়। ইহার উদাহরণ—'ইহা ঘট,—পট নহে' ইত্যাদি॥

প্রাগভাব-প্রধ্বাংসাভাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্ত্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-যোগাৎ নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ। ইতরেতরাভাবস্যাকাশত্বেঽপীতরেতরা-ভাবস্য তত্তদ্বস্তুগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীতির্ন স্যাৎ। অত্যন্তা-ভাবস্তু পৃথিব্যাদীনাং ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিদ্যমানপদার্থাবস্থা-বিশেষত্বোপপাদনাচ্চ আকাশস্যাভাবরূপত্বেঽপি ন নিরুপাখ্যত্বম্। অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চাকাশস্য ত্রিবৃৎকরণোপদেশ-প্রদর্শিত-পঞ্চীকরণেন রূপবত্ত্বা-চ্চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ ॥২॥২॥২৩॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতেঃ 'তদেবেদম্' ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং ন সংগচ্ছতে। প্রত্যভিজ্ঞানং নাম অতীত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ্যেকবস্তুবিষয়কমেককর্তৃকং একমেব প্রত্যক্ষজ্ঞানম্; তচ্চ জ্ঞাতুঃ জ্ঞেয়স্য চ ক্ষণিকত্বে নোপপদ্যতে; পরন্তু, পূর্ব্বকালানুভবজনিত-সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগসম্পন্নস্যৈব পুরুষস্য সম্যক্ উপপদ্যতে, ন তু ক্ষণিকস্য; অতোঽপি ন যুক্তঃ ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তঃ।

'ইহা সেই বস্তু' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের ক্ষণিকত্ব সংগত হয় না। অতীত ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম 'প্রত্যভিজ্ঞা'; সুতরাং পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক না থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

ভাব বা ধ্বংস স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুসমূহ বিদ্যমান থাকিতে কস্মিন্‌কালেও আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে। আর, আকাশ ইতরেতরাভাবস্বরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল সময়ে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না। আর পৃথিব্যাদি সর্ব্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও বলা যাইতে পারে না।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিদ্যমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবস্বরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে পারে না। 'ত্রিবৃৎকরণ'-শ্রুতিপ্রদর্শিত 'পঞ্চীকরণ' পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আকাশে নীলাদিরূপ থাকাও প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ হইতেছে না। (*) ॥২॥২॥২৩॥

(*) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎ' ও 'পঞ্চীকরণ' তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে

পূর্ব্বপ্রস্তুতং (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে; অনুস্মরণং—পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। 'তদেবেদম্' ইতি সর্ব্বং বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। ন চ ভবদ্ভির্জ্বালাদিম্বিব সাদৃশ্যনিবন্ধনোঽয়মেকত্বব্যামোহ ইতি বক্তুং শক্যম্; ব্যামুহ্যতো জ্ঞাতুরেকস্যানভ্যুপগমাৎ। নহ্যন্যানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্বানুভূতস্যান্যোঽনুসংধত্তে; অতো ভিন্নকালবস্ত্বাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহং বদদ্ভির্জ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। ন চ জ্ঞেয়েম্বপি ঘটাদিষু জ্বালাদিম্বিব ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভামহে; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম।

যদপি চেদমুচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং সিধ্যতি; প্রত্যক্ষং তাবদ্ বর্ত্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্ত্তমানাদ্‌বস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়মব-

---

পূর্ব্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন করা হইতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্ব্বানুভূত-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্ব্বানুভূত সমস্ত বস্তুই 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র; কেননা, এবংবিধ মোহগ্রস্ত কোন একজন জ্ঞাতার অস্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না; অথচ, অপরে কখনই অন্যের অনুভূত বিষয়ের সহিত স্বানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না; অতএব যাহারা বিভিন্নকালবর্ত্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে উভয়কালবর্ত্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেরূপ ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ দেখিতেছি না, যাহার দরুণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি।

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্ত্তমানবিষয়েরই গ্রাহক;

বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক এক এক অর্দ্ধাংশের সহিত অপরভূতের অপর অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ সংযোজিত করিয়া স্থূলভূতের সৃষ্টি করা হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে; সুতরাং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে; এবং তদনুসারে এই 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' অর্থও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই স্থূলাকাশটি কেবলই অমিশ্র আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে; সুতরাং তাহাতে তৈজস রূপ থাকাও নিশ্চিত; রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অসঙ্গত নহে; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ"॥

(*) পূর্ব্বং প্রস্তুতম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

গময়তি, নীলমিব পীতাৎ। এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যদ্ভ্যাং বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্বমবগতং ভবতি। অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সত্ত্বাচ্চ ঘটাদি ক্ষণিকম্ (*), যদ্ অক্ষণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসচ্চ। তথা অন্ত্যঘটক্ষণসত্ত্বাৎ পূর্ব্বঘটক্ষণসত্ত্বানি বিনাশীনি, ঘটক্ষণসত্ত্বাৎ, অন্ত্যঘটক্ষণসত্ত্ববদিতি; তচ্চ কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষগম্যা বর্ত্তমানস্য অবর্ত্তমানাদ্ ব্যাবৃত্তির্ন বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্বমবগময়তি, অপিতু বর্ত্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্; ন চ তাবতা বস্ত্বন্তরত্বং সিধ্যতি, তস্যৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ।

'নীল' বিশেষণ যেমন 'পীত' গুণ হইতে আপনার বিশেষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতিগম্য করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্ত্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ হইতেছে। আর [ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সংরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, অতএব ক্ষণিক; যাহা ক্ষণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকারী হয় না, এবং অসৎও বটে। সেইরূপ—পরবর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব বিনাশশীল, যেহেতু উহা ঘটক্ষণের অস্তিত্ব। দৃষ্টান্ত—যেমন অন্তিম ঘটক্ষণের অস্তিত্ব (†); তাহাও কার্য্য-কারণভাবের অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও এক কথা, বর্ত্তমান বস্তুর যে, অবর্ত্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃত্তি বা ভেদ, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না; পরন্তু সেই বস্তুটিরই বর্ত্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্‌বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, সেই বর্ত্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না।

(*) ঘটাদিঃ ক্ষণিক.' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ লোকের প্রয়োজননিষ্পাদক হয়, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই ক্ষণিক, পক্ষান্তরে যাহা ক্ষণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসাধকও হয় না, এবং 'সৎ' প্রতীতিরও বিষয় হয় না; উদাহরণ—শশবিষাণাদি। শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক; সুতরাং উহা যে, কোনপ্রকার কার্য্যনিষ্পাদক হয় না, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীত হয় না; উহার অক্ষণিকত্বই ইহার কারণ; ক্ষণিক হইলে কখনই ওরূপ হইতে পারিত না। এই নিয়মানুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ দেখাইতেছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটটি যে ক্ষণকে (সূক্ষ্ম সময়কে) আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের ফলে পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; ঘট-ক্ষণ সত্ত্বের ইহাই স্বভাব। এইজন্য তাহারা পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব অপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণ-সত্ত্বের বিনাশিত্ব সাধন করিয়াছেন এবং অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেন না, অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না।

যত্তু সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চেতি ক্ষণিকত্বে হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিমত-বিপরীত-সাধনত্বাদ্বিরুদ্ধম্। সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাদ্বা ঘটাদি স্থাস্নু, যদ্ অস্থাস্নু, তদসদ্ অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তুং শক্যম্। কিঞ্চ, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ। ক্ষণধ্বংসিনো হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্। তথা অন্ত্য-ঘটক্ষণস্য হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেঽপি ঘটক্ষণা হেত্বপেক্ষবিনাশাঃ স্যুঃ, ইতি আ মুদ্গরাদিহেতূপনিপাতাৎ স্থাস্নুত্বমেব। ন চ বাচ্যম্, ন মুদ্গরাদয়ো বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসন্তানোৎপত্তিহেতব ইতি; কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইত্যুপপাদিতত্বাৎ। কপালোৎপত্তি-ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেঽপি বিনাশস্য, বিনাশহেতুত্বমেব মুদ্গরাদেরানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধই হইতেছে; [সুতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*)। পক্ষান্তরে, এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্থাস্নু অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর); যেহেতু উহারা সৎ ও অর্থক্রিয়াকারী, যাহা স্থির নহে, তাহা সৎ বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে; শশবিষাণ প্রভৃতি অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই সাধন করিয়া থাকে; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না; সুতরাং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না; ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই প্রকার, অন্তিম ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরাপর ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই কারণাধীন হইতে পারে; সুতরাং যতক্ষণ বিনাশসাধন মুদ্গরাঘাত না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি পদার্থ স্থিরই বটে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদ্গরাদি পদার্থগুলি বিনাশের হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অবয়বীভূত কপালাদির বিসদৃশ সন্তানের বা রূপান্তরভাবের উৎপাদক-মাত্র; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও মুদ্গর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদ্গরাদিরই

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদী সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের সাহায্যে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাহায্যেই বস্তুর অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সৎরূপে প্রতীয়মান, তৎসমুদয়ই স্থির (অক্ষণিক); শশ-বিষাণাদিই ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত; সুতরাং ক্ষণিকবাদের অনুকূলে প্রযুক্ত হেতুদ্বয় প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ হেতু মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

যুক্তম্। অতঃ প্রত্যভিজ্ঞয়া (*) স্থিরত্বমবগম্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহ্নোতুং শক্যম্। পূর্ব্বাপরকালসম্বন্ধ্যৈক্যবিষয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞায়া অন্যবিষয়ত্বং ব্রুবন্ নীলাদিজ্ঞানানামপি নীলাদেরর্থান্তরবিষয়ত্বং ব্রূয়াৎ।

কিঞ্চ, প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োঃ ক্ষণিকত্বং বদদ্ভির্ব্ব্যাপ্ত্যবধারণ-তৎস্মরণপূর্ব্বকানুমানাভ্যুপগমোঽপি দুঃশকঃ। তথা, ইদং ক্ষণিকমিত্যাদি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকহেতূপন্যাসাদিকমপি নোপপদ্যতে ভবতাম্, প্রতিজ্ঞোপক্রমক্ষণ এব বক্তুর্ব্বিনষ্টত্বাৎ; নহ্যন্যেনোপক্রান্তম্ অজানদ্ভিরন্যৈঃ সমাপয়িতুং শক্যম্ ॥২॥২॥২৪॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অসতঃ (অসতের) অদৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দেখা যায় নাই)।]

[সরলার্থঃ—ঘটাদ্যর্থো হি জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনশ্যতি, তত এব চ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপজায়তে, ইতি যদুক্তম্, তত্রোচ্যতে—] অসতঃ অবিদ্যমানস্য বিনষ্টস্যেতি যাবৎ, অর্থস্য ঘটাদেঃ যে ধর্ম্মা নীল-পীতাদিরূপাঃ, তেষাং বিজ্ঞানে সংক্রমণং ন সম্ভবতি ; কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ—বিনষ্টস্য বস্তুনঃ ধর্ম্মাণাং অন্যত্র সংক্রমণং ন কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ।

ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইলেও তাহার ধর্ম্মসমূহ যে, জ্ঞানে সংক্রামিত হয় এবং সেই জন্যই যে, জ্ঞানের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, যাহা নিজে অসৎ—বিদ্যমান নাই, তাহার ধর্ম্মসমূহ কখনই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; সুতরাং অন্যত্র সংক্রামিতও হইতে পারে না ; কারণ, এইরূপ ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥২॥২৫॥]

বিনাশহেতুত্ব যুক্তিসিদ্ধ। অতএব, প্রত্যভিজ্ঞা হইতে জ্ঞায়মান বস্তু-স্থিরত্বকে কোন প্রমাণেই অন্যথা করা যাইতে পারে না। আর যদি অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একবস্তুবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও বিষয়ভেদ কল্পনা কর, তাহা হইলে নীলাদিজ্ঞানকেও নীলাদিভিন্ন পদার্থ-বিষয়ক বলা যাইতে পারে।

অপিচ, প্রমাতা (জ্ঞাতা) ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য বিষয়), এতদুভয়ের ক্ষণিকত্ববাদিগণের পক্ষে যে, অনুমানোপযোগী ব্যাপ্তির (নিয়মের) অবধারণ ও তৎস্মরণপূর্ব্বক অনুমান-কল্পনা করা, তাহা স্বীকার করাও সহজ নহে। সেইরূপ 'ইহা ক্ষণিক', ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশপূর্ব্বক হেতু প্রভৃতির উল্লেখ করাও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেন না, তোমাদের মতে সাধ্যনির্দ্দেশের উপক্রমকালেই ত বক্তা বিনষ্ট হইয়া যায় ; অথচ জানা না থাকিলে অন্যের আরব্ধ কার্য্য কখনই অপরে সমাপিত করিতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥

(*) প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

এবং তাবদ্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োর্ব্বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দূষণান্যুক্তানি; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেঽনবস্থানমর্থস্য জ্ঞানাবিষয়ত্বহেতুঃ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্। ন চৈতাবতা চক্ষুরাদের্জ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাদ্যাকারেণানুমীয়তে। ন চ পূর্ব্বপূর্ব্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসন্ততৌ পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতোঽর্থকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি।

বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ এখন সে কথার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন। [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিদ্যমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিষয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বই জ্ঞান-বিষয়ত্ব। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে। কারণ, যাহা নিজের আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*)। নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্ত্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ।

(*) তাৎপর্য্য—জ্ঞানোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাই যদি 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন সেই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও 'জ্ঞানবিষয়' (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? তদুত্তরে তাঁহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া যাহা জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই যথার্থ 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্য। ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য 'জ্ঞানবিষয়' হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন মাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরাদিরূপে আকারিত করে না; সুতরাং 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্যও হয় না।

অত্রোচ্যতে—'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ' ইতি। যোঽয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার উপলভ্যতে, স বিনষ্টস্যাসতোঽর্থস্যাকারো ভবিতুং নার্হতি; কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ধর্ম্মস্যার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্। প্রতিবিম্বাদিকমপি স্থিরস্যৈব ভবতি; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রস্য। অতোঽর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থস্য জ্ঞানকালেঽবস্থানাদেব সংভবতি॥২॥২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দূষণমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং (এইরূপ হইলে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি)।]

[সরলার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ নিশ্চেষ্টানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ।

অসং অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥]

এবং ক্ষণিকত্বাসদুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাদ্যভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদযজ্ঞানা-নামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টনিবৃত্তির্ব্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, অসতের কার্য্যজনন-সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসৎপদার্থের আকার হইতে পারে না; কারণ? ঐরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে পর তাহার ধর্ম্মকে অন্যত্র সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না। আর প্রতিবিম্বাদিরূপ আকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না); তাহাতেও আবার কেবলই ধর্ম্মমাত্রের কখনও হয় না; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই তদ্গত নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না। অতএব, দৃশ্যপদার্থের বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সদ্ভাবই তাহার একমাত্র কারণ, (অভাব কারণ নহে) ॥২॥২॥২৫॥

পুনশ্চ উভয়পক্ষে যাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"উদাসীনানামপি" ইত্যাদি।

উক্তপ্রকারে ক্ষণিকত্ব, অসদুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধ্যতে; ক্ষণধ্বংসে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং পূর্ব্বপূর্ব্বং বস্তু তদ্‌গতো বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোঽবিদ্যাদির্ব্বা উত্তরত্র ন কশ্চিদনুবর্ত্তত ইতি প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি। এবং সত্যহেতুসাধ্যত্বাৎ সর্ব্ব-সিদ্ধীনামুদাসীনানামপ্যৈহিকামুষ্মিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধ্যেৎ ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয়ং সমুদায়াধিকরণম্ ॥৩॥]

উপলব্ধ্যধিকরণম্।]

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসদ্ভাব) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুমুপক্রমতে "নাভাব উপলব্ধেঃ" ইত্যাদিনা। বহিরুপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন; কুতঃ? উপলব্ধেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যন্তে। যদি হি উপলভ্য-মানানামপি অসদ্ভাবঃ স্যাৎ, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসত্ত্বং দুর্নির্ব্বারং স্যাদিতি ভাবঃ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দূষণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অনুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভূত হইতেছে। যদি অনুভবগোচরীভূত পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিতে হয় ॥২॥২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত পদার্থই যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিদ্যাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অনুবৃত্ত বা সংক্রামিত হইতে পারে না; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন কার্য্যই সম্ভব হয় না। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিমাত্রই যখন অহেতুসাধ্য অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পাদ্য, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াধিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনো যোগাচারাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ; তন্নোপপদ্যতে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব সাকারাণাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ। তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবশাদেবোপ-পদ্যতে ; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদ্ ঘটাকারং জ্ঞানং কপালাকারজ্ঞানস্যোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্যোৎপাদকং তৎপূর্ব্বঘটজ্ঞানম্ ; তস্য চ তথাবিধস্যোৎপাদকং ততঃ পূর্ব্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ এব বাসনেত্যুচ্যতে। কথং বহিষ্ঠসর্ষপ-মহীধরাদেরাকার আন্তরস্য জ্ঞানস্যেত্যুচ্যতে? ইত্থম্—অর্থস্যাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্ ; অন্যথা স্ব-পরবেদ্যয়োরনতিশয়প্রসঙ্গাৎ। প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন, (*)—[তাহারা বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যনিবন্ধন জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বাহ্য পদার্থের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞানীয় আকার বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় ; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য হইতেই উপপন্ন হইতে পারে। বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম কপাল।] আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার পূর্ব্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই 'বাসনা' নামে কথিত হয়। ভাল, বিজ্ঞান হইতেছে আন্তর পদার্থ, তাহার আবার বহির্দ্দেশস্থ সর্ষপ ও পর্ব্বতাদি-আকার হয় কিরূপে? এইরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহারাস্পদ হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে, নিজের ও অপরের ব্যবহার্য্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না ; অথচ প্রকাশমান জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না,

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'উপলব্ধ্যধিকরণ।' ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ। (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদয় সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুসারে বাহিরে নানাবিধ পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় মাত্র ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য। (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে ; আন্তর বিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য ; অনুভূয়মান ঘটাদি বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে অনুভূয়মান বিজ্ঞানও অসত্য—মিথ্যা হইতে পারে। (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও সত্তা বা সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সাকারত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্, নিরাকারস্য প্রকাশাযোগাৎ। একশ্চায়মাকার উপলভ্যমানো জ্ঞানস্যৈব, তস্য চ বহির্বদবভাসোঽপি ভ্রমকৃতঃ; জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলম্ভ-নিয়মাচ্চ জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোঽর্থঃ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপয়দ্ভিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানস্য তত্তদর্থাসাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপদ্যতে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানেঽর্থসরূপং রূপমাস্থেয়ম্; তাবতৈব সর্ব্ববব্যবহারোপপত্তেঃ তদ্‌ব্যতিরিক্তার্থকল্পনা নিষ্প্রমাণিকা। অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, ন বাহ্যার্থোঽস্তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"নাভাব উপলব্ধেঃ" ইতি।

আকারবিহীন পদার্থ কখনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না। [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] যে, সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ের নহে); সেই আকারকেই যে, বহির্দ্দেশগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ। বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্ব্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কখনই জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে না (*)।

আরও এক কথা, যাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও ঘটপটাদিজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ, নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ, তদতিরিক্ত বহির্দ্দেশে কোন পদার্থ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—'অভাব নহে; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে।'

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচার সম্প্রদায় বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই যখন প্রকাশময় জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সদ্ভাব; জ্ঞানাভাবে বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের যেরূপ আকার প্রতীত হয়, অনন্তর জ্ঞানেরও ঠিক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয়; এই কারণেই 'ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এক একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে। এই যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 'ঘটাকার' 'পটাকার', বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভ্রম বশতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। এইজন্যই তাহারা বলেন—"সহোপলম্ভ-নিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতির অব্যভিচরিত নিয়ম থাকায় জ্ঞেয় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই অভিন্ন এক পদার্থ; ভিন্ন হইলে ঘট ও পটের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত। অপিচ, "অভেদেঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসনিদর্শনৈঃ। গ্রাহ্য-গ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥" অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তদর্শী লোকদিগের নিকট গ্রাহ্য (জ্ঞেয়), গ্রহণ ও সংবিত্তি (জ্ঞান) রূপে ভিন্নের মতই প্রতীত হয় মাত্র।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যার্থস্যাভাবো বক্তুং ন শক্যতে; কুতঃ? উপলব্ধেঃ—জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ। এবমেব হি সর্ব্বে লৌকিকাঃ প্রতিয়ন্তি—'ঘটমহং জানামি' ইতি; এবংরূপেণ সকর্ম্মকেণ সকর্ত্তৃকেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন সর্ব্বলোকসাক্ষিকমপরোক্ষম্ অবভাসমানেনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সর্ব্বলোকোপহাসোপকরণং ভবন্তীতি বেদবাদচ্ছদ্ম-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্।

যত্তু "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ" ইতি, তৎ স্ববচন-বিরুদ্ধম্, সাহিত্যস্যার্থভেদহেতুকত্বাৎ। তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপস্য জ্ঞানস্য তেন সহোপলম্ভনিয়মস্তস্মাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হাস্যম্। নির-

---

জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না; কারণ? যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে যে, 'আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)', সর্ব্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশমান উক্তপ্রকার সকর্ম্মক ও সকর্তৃক 'জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা সাধন করতঃ [পুনশ্চ বাহ্য পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে বিস্তৃতভাবে উপপাদন করিয়াছি।

আর যে, 'একসঙ্গে উপলব্ধির নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়', বলা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয়; কারণ, পদার্থগত ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে কখনই সহোপলম্ভ বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র উপলব্ধির নিয়ম এবং সেই সহোপলম্ভকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবস্থার হেতুরূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর (*)। বিশেষতঃ যাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচারসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়; তৎসমুদয়ই আন্তর-বিজ্ঞানের বিলাস মাত্র—মিথ্যা। লোকের বুদ্ধিতে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা বা সংস্কার নিহিত আছে, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই জ্ঞানের প্রভেদ জন্মায়, বাহ্য পদার্থ নহে। এ পক্ষে যুক্তি এই যে, নীলাদি বিষয় ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই একসঙ্গে প্রতীতির বিষয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া, বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি তোমাদের আপন কথারই বিরুদ্ধ হইতেছে; কেন না, তোমাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্ত্তমানস্থিরাকারবিরহাদ্ বাসনা চ দুরুপপাদা। বিনষ্টেন পূর্ব্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্যতে? অতো জ্ঞান-বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্য তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্। সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ। জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্য প্রদীপগুণভূতস্যেব জ্ঞানস্যাপ্যাত্মগুণ-ভূতস্য দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্; তত্রাহ—

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্ব্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। বৈধর্ম্ম্যঞ্চ জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কখনই স্বাপ্নজ্ঞানাদির ন্যায় নিরালম্বন বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, এরূপ নিরন্বয়ভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অনুগত স্থিরতর কোনও আকার বা স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে; পূর্ব্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া—তখনও অনুৎপন্ন পরবর্ত্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে? অতএব বুঝিতে হইবে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ। প্রদীপের গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্ব্বিষয়ত্ব বলিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—"বৈধর্ম্ম্যাচ্চ" ইত্যাদি।

কোনও বস্তু নাই; সুতরাং যাহা নিজে অসৎ অবস্তু, তাহা দ্বারা বাসনার বৈচিত্র্য ঘটিবে কিরূপে? এবং সেই বাসনা দ্বারাই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে? তাহার পর সহোপলম্ভের কথা; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু যখন সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পদার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলম্ভই বা হয় কি প্রকারে? কারণ, বিদ্যমান দুইটি সত্য পদার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলম্ভ) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও সহোপলম্ভ হইতে পারে না। অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলম্ভাদি কথা যোক্তিবিরুদ্ধই বটে॥

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুম্। স্বপ্ন-জ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজন্যানি, বাধিতানি চ; জাগরিত-জ্ঞানানি তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্। সর্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে ভবদ্ভিঃ সাধ্যোঽপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্যাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ; তস্যার্থবত্ত্বে জ্ঞানত্বস্যানৈকান্ত্যাৎ সুতরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সদ্ভাব—অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয় না)।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেঽপি] অর্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সদ্ভাবো নাস্তি; কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ—নির্ব্বিষয়স্য জ্ঞানস্য ক্বাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সদ্ভাব নাই; কারণ? যেহেতু নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান কোথাও দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সংভবতি; কুতঃ? ক্বচিদপ্যনুপলব্ধেঃ। ন হ্যকর্ত্তৃকস্যাকর্ম্মকস্য বা জ্ঞানস্য ক্বচিদুপলব্ধিঃ। স্বপ্নজ্ঞানাদিষ্বপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থং উপলব্ধ্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্ব্বিষয় বলা যাইতে পারে না; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসময়ে মিথ্যা বলিয়াও অবধারিত হয়; কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; সুতরাং উভয়ের সাম্য নাই। বিশেষতঃ সমস্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্ব্বিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অনুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়ে। আর যদি ঐরূপ অনুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত [অর্থশূন্যত্বপক্ষে তোমার কল্পিত] 'জ্ঞানত্ব' হেতুটিও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থশূন্যতারই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধরহিত শুধু জ্ঞানেরই সদ্ভাব সম্ভবপর হয় না; কারণ? যেহেতু কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না; কেন না, কর্ত্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥　　[চতুর্থ 'উপলব্ধি-অধিকরণ' ॥৪॥]

(*) অস্মিন্নেব চতুর্থেঽধিকরণে এতৎসূত্রানন্তরং "ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২॥২॥৩০॥" ইত্যধিকমেকং সূত্রং পূজ্যপাদৈঃ শঙ্করাদিভিঃ পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতঞ্চ। যুক্তিযুক্তমপি সূত্রমিদং কিমিতি রামানুজস্বামিনা পরিত্যক্তম্, তন্নাবগম্যতে।

সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্।] **সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিনিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনো মতং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—সর্ব্বথেত্যাদি। সর্ব্বথা—'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্, 'অসৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্বুদ্ধীনাম্ অন্যোন্য-বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদপি সর্ব্বশূন্যত্ববাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। 'যৎ সৎ, তৎ শূন্যাবশেষম্, দীপশিখাবৎ', ইতি হি সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনোঽনুমানম্। সদসতোর্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ সত এবাসত্ত্বসাধনং দুর্ঘটমিতি ভাবঃ ॥

এখন সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সর্ব্বশূন্যতা সৎরূপেই হউক, আর অসৎরূপেই হউক, কোন প্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, সৎপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অবস্তু, তাহারও কখনই শূন্যত্ব সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩০॥]

অত্র সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—শূন্যবাদ এব হি সুগত-মতকাষ্ঠা; শিষ্যবুদ্ধি-যোগ্যতানুগুণ্যেনার্থাভ্যুপগমাদিনা ক্ষণিকত্বাদয় উক্তাঃ। বিজ্ঞানং বাহ্যার্থাশ্চ সর্ব্বে ন সন্তি; শূন্যমেব তত্ত্বম্; অভাবা-পত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধস্যাভিপ্রায়ঃ; তদেব হি যুক্তম্; শূন্যস্যা-হেতুসাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ। সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ; তচ্চ সৎ ভাবাদ-ভাবাচ্চ নোৎপদ্যতে; ভাবাৎ তাবৎ ন কস্যচিদুৎপত্তির্দৃষ্টা; ন হি ঘটাদি-রনুপমৃদিতে পিণ্ডাদিকে জায়তে। নাপ্যভাবাদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, নষ্টে

সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন। [তাহারা বলেন —] এই সর্ব্বশূন্যত্ববাদই বুদ্ধদেবের অভিমত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষসিদ্ধান্ত; কেবল শিষ্য-গণের বুদ্ধিগত যোগ্যতানুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থই বল, কিছুই সত্য নহে; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ। অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার কারণাপেক্ষিত না হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত। পদার্থ সৎ হইলে, কোন কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও সেই সৎপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি দেখা যায় না; কেন না, মৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে হ্যভাবাদুৎপদ্যমানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ। তথা স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বোৎপত্তাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ। পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্য উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। জন্মাভাবাদেব বিনাশস্যাপ্যভাবঃ; অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাত্রম্। ন চ নিরধিষ্ঠান-ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমাধিষ্ঠানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্; দোষ-দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাদ্যপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবদধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"সর্ব্বথানুপ-পত্তেশ্চ" ইতি।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই হইতে পারে)। এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে 'আত্মাশ্রয়'দোষ ঘটিতে পারে; বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে]। আর অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্ব্বপদার্থ হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নতার) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ এরূপ হইলে কার্য্য-কারণভাবের নিয়মই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে]; সুতরাং উৎপত্তি সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই তত্ত্ব (সত্য পদার্থ)। অতএব জন্ম, বিনাশ, সৎ ও অসৎ প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র, বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে। আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া নিরধিষ্ঠান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয় ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা সত্ত্বেও যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও ভ্রম সম্ভবপর হয়; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"সর্ব্বথা" ইত্যাদি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—সর্ব্বশূন্যত্ব। (২) সংশয়—সর্ব্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সৎ বা অসৎ পদার্থ হইতে উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব। (৪) উত্তর—না, শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষমাত্র; বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশূন্যবাদই অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা স্বীকার করায়ই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ পণ্ড হইল। (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে; তদতিরিক্ত সৎ ও অসৎ, দুই প্রকার পদার্থই সত্য।

সর্ব্বথানুপপত্তেঃ সর্ব্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি। কিং ভবান্ সর্ব্বং সদিতি বা প্রতিজানীতে? অসদিতি বা? অন্যথা বা? সর্ব্বথা তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাভাবশব্দয়োস্তৎ-প্রতীত্যোশ্চ বিদ্যমানস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাবিশেষগোচরত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ। অতঃ 'সর্ব্বং শূন্যম্' ইতি প্রতিজানতা 'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজানতেব সর্ব্বস্য বিদ্যমানস্যাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিমতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি। কিঞ্চ, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপলভ্য শূন্যত্বং সিষাধয়িষতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্; তস্যাসত্যত্বে সর্ব্বং সত্যং স্যাদিতি সর্ব্বথা সর্ব্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।] **নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি আর্হতমতং খণ্ডয়িতুমুপক্রমতে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি। একস্মিন্ বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধস্বভাবানাং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্বভেদানাম্ অসম্ভবাৎ আর্হতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন আর্হত (জৈন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপ ভেদাভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২॥২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না। [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিয়া, কিংবা অসৎ বলিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে সর্ব্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতিতেও বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব, 'সমস্তই শূন্য' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় তোমার পক্ষেও "সমস্তই সৎ,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ন্যায়ই বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্যত্ব) সিদ্ধ হইতেছে না। অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে যাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্যত্ব পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

নিরস্তাঃ সৌগতাঃ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্যতে।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্; তচ্চ ষড়্-দ্রব্যাত্মকম্। তানি চ দ্রব্যাণি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্গল-কালাকাশাখ্যানি। তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ। ধর্ম্মো নাম গতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্ব্যাপী; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতুভূতো ব্যাপী; পুদ্গলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্। তচ্চ দ্বিবিধম্—পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভুবনাদিকম্। কালস্তু অভূদস্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ। আকাশোঽপ্যেকোঽনন্তপ্রদেশশ্চ; তেষু চাণুব্যতিরিক্তানি (*) দ্রব্যাণি পঞ্চাস্তিকায়া ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তি-

---

সুগতমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ পরাজিত হইল; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে (†)। তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই জগৎ নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই। উক্ত জগৎও ছয়টি দ্রব্যাত্মক; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত। ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদি-গামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্ব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম; পুদ্গল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য। সেই পুদ্গল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও স্বর্গাদি লোক। কাল-অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য। আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ। উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য 'অস্তিকায়' শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়,

(*) অণুব্যতিরিক্তদ্রব্যাণি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ'। ইহা ৩১শ হইতে ৩৪শ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ। (১) বিষয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত। (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অজীব, এতদুভয়াত্মক পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপে অনিয়তরূপ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা যাইতে পারে। (৪) উত্তর—না, একই পদার্থের যে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিভেদে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, 'ইহা এই প্রকারই বটে,' এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং তদ্বিষয়ে একই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না; সুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

কায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি। অনেকদেশবর্ত্তিনি দ্রব্যে 'অস্তিকায়'শব্দঃ প্রযুজ্যতে।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্ব্বন্তি—জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-নির্জ্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি। মোক্ষসংগ্রহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ; স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ। তত্র জীবস্তু জ্ঞান-দর্শন-সুখ-বীর্য্যগুণঃ; অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্; আস্রবঃ তদ্ভোগোপকরণভূতমিন্দ্রিয়াদিকম্। বন্ধশ্চাষ্টবিধঃ—ঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ম্, অঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ং চেতি। তত্রাদ্যং জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীর্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্; অপরং শরীরসংস্থান—তদভিমান—তৎস্থিতি—তৎপ্রযুক্তসুখদুঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্। নির্জ্জরং—মোক্ষসাধনং অর্হদুপদেশাবগতং তপঃ। সংবরঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়-

---

পুদ্গলাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় (*)। সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্ত্তী দ্রব্যে 'অস্তিকায়' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন; [তাহা এই প্রকার—] জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, নির্জ্জর, সংবর ও মোক্ষ। এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও সংগৃহীত হইয়াছে; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদয় উপায়। তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও বীর্য্যগুণসম্পন্ন; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ। আস্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইন্দ্রিয়াদি। বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্ব্বিধ ঘাতী কর্ম্ম, আর চতুর্ব্বিধ অঘাতী কর্ম্ম। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম 'ঘাতী কর্ম্ম', আর যাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার শরীর, শরীরাভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'অঘাতী কর্ম্ম'। নিজ্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ হইতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির অনুকূল তপস্যা। সংবর অর্থ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি। মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(*) তাৎপর্য্য—বুদ্ধদেবের একটি নাম জিন; তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া 'অর্হৎ' পদবাচ্য; এই জন্য তাঁহার মতাবলম্বীরা 'আর্হত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারা বলেন, জীব ও অজীব, এই দুই প্রকার পদার্থ লইয়াই জগৎ; তন্মধ্যে বদ্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধভেদে জীব তিন প্রকার; এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি 'অজীব' পদবাচ্য। উক্ত পুদ্গলগণও আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভুবন। পরমাণু ব্যতীত উক্ত পদার্থগুলি 'অস্তিকায়' সংজ্ঞায়ও অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুঞ্জভাব ত্যাগ করে, তাহার নাম পুদ্গল; আর যাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম 'অস্তিকায়'। প্রত্যেক পদার্থই সর্ব্বদা সৎও বটে, অসৎও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইত্যাদিরূপে পদার্থের অনেকরূপত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। অপরাংশ পরে বলা হইবে।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ। মোক্ষস্তু—নিবৃত্তরাগাদিক্লেশস্য স্বাভাবিকাত্ম-স্বরূপাবির্ভাবঃ। পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাদীনামিব ন চতুর্ব্বিধাঃ, অপিত্বেকস্বভাবাঃ। পৃথিব্যাদিভেদস্তু পরিণামকৃতঃ।

সর্ব্বং চ বস্তুজাতং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির-নৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যম্, স্যাদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যং চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং চেতি সর্ব্বত্র 'সপ্তভঙ্গী'নয়াবতারাৎ। সর্ব্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক-

---

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব। পরমাণু অর্থ—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ। বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিমত পরমাণুর ন্যায় উহারা চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার; কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ উহারা একই প্রকার (*)।

পুনশ্চ তাহারা মনে করেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে)। কেন না, (১) সম্ভবতঃ আছে; (২) সম্ভবতঃ নাই; (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, সম্ভবতঃ নাইও বটে; (৪) সম্ভবতঃ অবক্তব্যও (অনির্ব্বাচ্যও) বটে; (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে; (৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে; আবার (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে এবং অবক্তব্যও বটে; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অবতারণা করা যাইতে পারে (†)। সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পৃথক্ পদার্থ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ গন্ধ, জলীয় পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের পরমাণু নাই; আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব। বৌদ্ধগণ বলেন, পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে, একবিধ; একই পরমাণু পরিণামের তারতম্যানুসারে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।

(†) তাৎপর্য্য—'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়টি আর্হত গণের নিজস্ব সম্পত্তি; অন্যত্র কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অভিপ্রায় এই যে, জগতে যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে আমি সৎ, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ও বক্তব্য (স্বরূপনির্দ্দেশের যোগ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্যরূপে অসৎ, অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্ব্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ—যেমন একটি ঘট; ঘটটি মৃত্তিকা বা পরমাণুরূপে সৎই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির—একরূপ থাকে না, অধিকন্তু তৎকারণীভূত মৃত্তিকা অপেক্ষাও অল্পক্ষণস্থায়ী, তখন উহা অসৎও বটে। এইপ্রকার উহা কারণীভূত পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে; এবং আপাতদৃষ্টিতে কম্বু-গ্রীবাদিবিশিষ্টরূপে ঘটটি নির্ব্বাচন-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বৈকত্বনিত্যত্বাদ্যুপপাদয়ন্তি; পর্য্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্। পর্য্যায়াশ্চ দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষাঃ, তেষাং চ ভাবাভাবরূপত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদিকং সর্ব্বমুপপন্নমিতি। অত্রাভিধীয়তে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি (*)।

নৈতদুপপদ্যতে; কুতঃ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুনি অস্তিত্বনাস্তিত্বাদের্ব্বিরুদ্ধস্য চ্ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্য তত্তদ্বিশেষণভূত-পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থাবিশেষস্য চ পৃথক্পদার্থত্বাৎ নৈকস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। তথাহি—একেনাস্তিত্বাদিনাবস্থাবিশেষেণ বিশিষ্টস্য তদানীমেব ন

সত্ত্ব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মের উপপাদন করিয়া থাকেন, আর পর্য্যায়রূপে অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন। পর্য্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাব স্বরূপ; এই কারণে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয়। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—"নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

না—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপর হয় না, [অতএব, উক্ত আর্হত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না]।

এই কথাই উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ্য, আর পর্য্যায় বা সংজ্ঞাশব্দ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাবিশেষ হইতেছে তাহার বিশেষণ; এই বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। দেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্ববিশিষ্ট—সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বক্তব্য) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী? ইত্যাদি-প্রকারে নিশ্চয়ই অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য। তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে যখন সমস্ত পদার্থের অভিব্যক্তি, তখন আলোচ্য ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও উপাদানিক সত্তানুসারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও বটে; এই কয়টি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে; জাগতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয়; সুতরাং 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অধিকার ভক্ত।

(*) 'ক' পুস্তকেতু "নৈতদুপপদ্যতে" ইত্যস্যানন্তরং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি লিখিতমস্তি; তন্ন সমীচীনমিব প্রতিভাতি।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি। উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-বিশেষাস্পদত্বং চ দ্রব্যস্যানিত্যত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং সমবৈতি? বিরোধিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং বা তস্মিন্ সমবৈতি? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্যুগপদেকস্মিন্নসম্ভবঃ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ।

কালস্য পদার্থ-বিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো ন বক্তব্যাঃ, ন চ পরিহর্ত্তব্যাঃ। কালোঽস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্ত্তৄণাং জাত্যাদ্যস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ। জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়ৈব প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কথং পুনরেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকমিতি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে? সর্ব্ব-

---

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব; সেই এক বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বদ্ধ হইতে পারে? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদুভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তদ্রূপ]। ইতঃপূর্ব্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রেই এই বিষয়টি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পদার্থের বিশেষণরূপেই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথক্‌ভাবে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্ত্তব্যও নহে। জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের (মনুষ্যত্বাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাব ব্যতীত ব্যবহার হয় না,) 'কাল আছে, কাল নাই' এই ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ। জাত্যাদি ধর্ম্মের প্রতীতি যে, দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (*)।

[সত্ত্বাসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া যদি একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব ও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে জাতি বলা হইয়া থাকে, ঘট পটাদি দ্রব্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কখনও জাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই (ঘটের ধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটের ধর্ম্ম—পটত্ব ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ; কালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রতীতিও (সত্ত্ব অসত্ত্ব ব্যবহারও) তদ্রূপ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ; তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না। তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অসত্ত্ব ব্যবহার) হয়, তাহা কেবল তদ্বিশেষ্যভূত দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন; কাজেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্য পুরুষোত্তমস্যেত্যুক্তম্। শরীর-শরীরিণোস্তদ্ধর্ম্মাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। কিঞ্চ, জীবাদীনাং ষণ্ণাং দ্রব্যাণাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রব্যৈকত্বেন পর্য্যায়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুরুপপাদাঃ।

অথোচ্যতে—ষড়েতানি দ্রব্যাণি স্বকীয়ৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স্বেন স্বেন চাত্মনা তথা ভবন্তীতি। এবমপি সর্ব্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ; অন্যোন্যতাদাত্ম্যাভাবাৎ। অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্। ঈশ্বরানধিষ্ঠিত-পরমাণু-কারণবাদে পূর্ব্বোক্ত-দোষাস্তথৈবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকাৎস্ন্র্যম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকাৎস্ন্র্যম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হয়]।]

[সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরাৎ অল্পীয়সি পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতঃ অকাৎস্ন্র্যং অপূর্ণতা প্রসজ্যেত। নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্মা অল্পীয়সি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেন অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে যাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তমের (ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম্ম সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহাও কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষণ্য আর কোন অংশেই বা অবৈলক্ষণ্য, ইহাও পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যান্তর্গত না হওয়ায় তাহাদের যে, [তোমার অভিমত] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পর্য্যায়রূপে (অবস্থাভেদানুসারে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সহজ হইতেছে না।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পর্য্যায় এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ (ভিন্নাভিন্নস্বরূপ) হইয়া থাকে; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই অঙ্গীকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত তাদাত্ম্য বা অভেদ বিদ্যমান নাই; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না। অতএব, উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে। আর ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণ-বাদের উপরে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল, অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরত কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩১॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাৎর্স্ন্যম্ প্রসজ্যেত। জীবোঽসঙ্খ্যাতপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ। তত্র হস্ত্যাদিশরীরেঽবস্থিতস্যাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতোঽল্পদেশব্যাপিত্বেনাকাৎর্স্ন্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাসধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্যা বিরোধঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যায়াৎ (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব) বিকারাদিভ্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যায়াৎ—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষযোগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তাকাৎর্স্ন্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ ন সম্ভবতি; কুতঃ? বিকারাদিভ্য আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থাস্বীকারে হি ঘটাদেরিব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। 'আদি'পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্বস্থূলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে ॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের পরিহার হয় না; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যাঽপি বিরোধঃ পরিহর্তুং শক্যতে; বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তের্ঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৩॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা, তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের সমান; অর্থাৎ দেহ যত বড়, আত্মাও তত বড়; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে। এখন হস্তিশরীরে বর্ত্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্পস্থানে প্রবিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকাৎর্স্ন্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাস, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তরপ্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাসিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে যাইবার সময় সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে; সুতরাং অকাৎর্স্ন্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ন চ পর্য্যায়াদপি" ইত্যাদি।

সঙ্কোচ বিকাসরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

(*) প্রসজ্যতে' ইতি 'খ' পাঠঃ।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ (অন্ত্যের—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ার) অবিশেষঃ (বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাত্ম-পরিমাণস্য অবস্থিতেঃ একরূপেণ স্থিতের্হেতোঃ উভয়োঃ আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণস্য চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্ব্বমপি তৎপরিমাণস্য অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরিমাণাৎ অবৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন তৎপূর্ব্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থা-বিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবস্য যদন্ত্যং পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তস্য পশ্চাৎ দেহান্তরপরিগ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থস্য তৎপরিমাণস্য চোভয়োর্নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্ব্বমপি তস্মাদবিশেষঃ স্যাৎ। অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্যাদিত্যসঙ্গতমেবেদমার্হতমতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠং একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পশুপত্যধিকরণম্।]

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যুঃ (পতির—পশুপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্যাৎ (যেহেতু সামঞ্জস্যের অভাব)।]

[ইদানীং পাশুপতমতং নিরস্যতে—পূর্ব্বসূত্রাৎ নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং ন সঙ্গতম্; কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্যাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

পশুপতির মতও আদরণীয় নহে; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করায় তাঁহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, মোক্ষকালীন অন্তিম পরিমাণ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ায় [বুঝিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির; সুতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্ত্তনশীল); অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই দেহসমান হইতে পারে না; সুতরাং আর্হতদিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-সুগতার্হতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহ্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়-সার্থিভিরনাদরণীয়ত্বমুক্তম্ ; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদ-সামঞ্জস্যাচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে। তন্মতানুসারিণশ্চতুর্ব্বিধাঃ—কাপালাঃ* কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি। সর্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি। নিমিত্তোপা-দানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণঞ্চ পশুপতিমাচক্ষতে ; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি মুদ্রিকাষট্কধারণাদিকম্। যথাহুঃ কাপালাঃ—

"মুদ্রিকাষট্ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ।
ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি।
কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ।
ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্কং প্রচক্ষতে।
আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥" [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্। তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্নান-তৎ-

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, সুগত (বৌদ্ধ) ও আর্হত (জৈন) দিগের মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত ; এইজন্য মোক্ষার্থিব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে ; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে। তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল, (২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব। ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন। আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ছয়প্রকার মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাপালগণ যাহা বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—'ষড়্বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ পুরুষ আপনাকে ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রাষট্ক বলে। উক্ত ষড়্বিধ মুদ্রা দ্বারা যাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্ব্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে না' ইত্যাদি। সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা

* কাপিলিকাঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† কর্ণিকা' ইতি 'গ' পাঠঃ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুম্ভস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকামুষ্মিক-সকলফলসাধনমভিদধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে।
কপালং ভস্মনা স্নানম্"—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু। তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিঞ্চাহুঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ।
কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ॥" [শৈবাগমঃ] ইতি।

তত্রেদমুচ্যতে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইত্যতো' 'ন' ইত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং নাদরণীয়ম্; কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ। অসামঞ্জস্যং চ অন্যোন্যব্যাঘাতাদ্ বেদবিরোধাচ্চ। মুদ্রিকাষট্কধারণ-ভগাসনস্থাত্মধ্যান-সুরাকুম্ভস্থাপন-তৎস্থদেবতার্চ্চন--গূঢ়াচার--শ্মশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্ব্বাভিধ্যানান্যন্যোন্যবিরুদ্ধানি। বেদবিরুদ্ধঞ্চেদং তত্ত্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ। বেদাঃ খলু পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মদ্যকুম্ভস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন। 'হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান' ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে প্রসিদ্ধ আছে। আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্যজাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা—'মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ) অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয়।' এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্র হইতে 'ন' শব্দটি এখানে আসিয়াছে। পতির—পশুপতির মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়); কারণ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই। অসামঞ্জস্যের কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ। ষড়্‌বিধ মুদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুম্ভ স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চ্চনা, গুপ্তাচার, শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ এবংবিধ যে, তত্ত্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে। কেননা, বেদসমূহ পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নারায়ণই

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥" [তৈত্তি০ নারা০ ১৪] "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [ছান্দো০ ৬।২।৩] "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যাদয়ঃ। পরব্রহ্মভূত পরমপুরুষবেদনমেব চ মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে॥"

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"॥

[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাদিনা একতাং গতাঃ সর্ব্বে বেদান্তাঃ; তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতং কর্ম্ম চ বেদবিহিতবর্ণাশ্রমসম্বন্ধিযজ্ঞাদিকমেব বদন্তি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদয়ঃ।

কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপর-নারায়ণানুবাকসিদ্ধতত্ত্বপরাঃ কেষুচিদুপাসনাদিবিধিপরেষু বাক্যেষু শ্রুতাঃ প্রজাপতিশিবেন্দ্রাকাশপ্রাণাদিশব্দা ইতি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১। ১ ৩১] ইত্যত্র

পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব,' 'তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এই মহান্ পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি।' 'লোকে সেই এই পুরুষকে জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্মুক্ত) হন। [তাঁহাকে পাইবার] আর অন্য পথ নাই।' ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। আর বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুগত যজ্ঞপ্রভৃতিকেই মোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন – 'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করিবেন।' 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত) তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য্য, এ কথা "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" এই সূত্রেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্। তথা "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যারভ্য "স একাকী ন রমেত" [মহো০ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতং স্রষ্টারং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ*।" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতো বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বোপাসনানুষ্ঠানাভিধানাৎ পশুপতিমতমনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—পাশুপতৈর্হি অনুমানমাত্রগম্যস্যেশ্বরস্য কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্তকারণত্বমাত্রমুচ্যতে। তথা সতি অশরীরস্য প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, সশরীরস্য চ সাবয়বত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অনুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ। তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাহ্যানামনুমানাৎ হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা; তথা সতি দৃষ্টানু-

---

হইয়াছে। এইরূপ, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না', এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ 'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপই ছিল,' ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবদ্ধ নাই,) সেই সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করায় পাশুপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাশুপতগণ যদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরকেও কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠান

---

* 'খ' পুস্তকেতু "আসীৎ" শব্দো নাস্তি।

সারেণ কুলালাদিবদধিষ্ঠানং কর্ত্তব্যম্; ন চ কুলালাদের্ম্মৃদাদ্যধিষ্ঠানবৎ পশুপতের্নিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যতে, অশরীরত্বাৎ; সশরীরাণামেব হি কুলালাদীনামধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগন্তব্যম্; তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেঽনিত্যত্বে চ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [১।১।৩] ইত্যত্র দোষস্যোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির ন্যায়) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিভ্যঃ (কর্ম্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোঽপি করণানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়াণি অধিতিষ্ঠতি, ঈশ্বরোঽপি তথৈব প্রধানম্ অধিতিষ্ঠেৎ, ইতি চেদুচ্যেত, তৎ ন বক্তব্যম্; কুতঃ? ভোগাদিভ্যঃ—কর্ম্মাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্ববৎ ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদিপ্রসক্তেঃ, ন চেশ্বরস্যাপি ভোগোঽভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ।

যদি বল, দেহস্বামী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি সম্ভাবিত হইতে পারে; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তুর্জীবস্য করণ-কলেবরাদ্যধিষ্ঠানমশরীরস্যৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ মহেশ্বরস্যাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যত ইতি চেৎ; ন, ভোগাদিভ্যঃ,

---

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে। অথচ কুম্ভকার প্রভৃতিরা যেরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কথনই উপপন্ন হয় না; কারণ, তিনি অশরীরী—[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত। জগতে সশরীর কুম্ভকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎপাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয়; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না; কেন না, তাঁহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রেই অভিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে যেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয়।

পুণ্যপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্ ; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যপাপরূপাদৃষ্টবত্তয়া তৎফলভোগাদি সর্ব্বং প্রসজ্যেত ; অতো নাধিষ্ঠানসম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমভাব) অসর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরস্যাপি পুণ্যাপুণ্যবত্ত্বে সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাস্পদত্বম্, অসর্ব্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও সৃষ্টিসংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে ; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবত্ত্বে জীববদন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাদ্যাস্পদত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা চ স্যাৎ, ইত্যনাদরণীয়মেবেদং মতম্। "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ [পূর্ব্বমী০ ১।১।৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধস্যানাদরণীয়ত্বে সিদ্ধেঽপি পশুপতিমতস্য বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থং "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি পুনরারম্ভঃ। যদ্যপি পাশুপত-শৈবয়োর্বেদাবিরোধিন ইব কেচন ধর্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে ; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

---

জীবের যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য ও পাপারূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার কারায় তদনুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[সূত্রস্থ] 'বা' শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত। পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব---সৃষ্টি, সংহার এবং অসর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে ; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদরণীয় বা উপেক্ষার যোগ্য। ['শ্রুতির সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদরণীয় নহে'] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের অনাদরণীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থই "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" এই অধিকরণ পুনর্ব্বার আরব্ধ হইয়াছে। যদিও অপাতদৃষ্টিতে পাশুপত ও শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই যেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি বেদবিরুদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপর তত্ত্বের বিপর্য্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্ত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্ব্বমসমঞ্জসমেবেতি 'অসামঞ্জস্যাৎ' ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্।] **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না)।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাত্বতদর্শনসম্মতং সিদ্ধান্তং পরিষ্কর্তুমুপক্রমতে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ। এষা হি তেষাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাসুদেব এবৈকঃ পরমকারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্মাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কারো জায়তে ইতি।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্; কুতঃ? উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্য জীবস্য উৎপত্তেঃ শ্রুতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; কারণ, তাহাদের অভিমত জীবোৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কেন না, শ্রুতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতন্ত্রসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধিনি পঞ্চরাত্রতন্ত্রেঽপ্যপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে। তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে" [পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া।

যখন ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মূল; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত; এইজন্য "অসামঞ্জস্যাৎ" হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিহিত মোক্ষসাধন-বোধক পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে প্রদ্যুম্ননামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী†।

পূর্ব্বপক্ষ]

---

* তাৎপর্য্য—এই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণটি উনচল্লিশ হইতে বিয়াল্লিশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিমত চতুর্ব্যূহবাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি প্রামাণ্যানুসারে এই মতটি অসঙ্গতই বটে। (৪) উত্তর—না এই মতটি অসঙ্গত নহে; কারণ, শ্রুতিতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির ও স্বেচ্ছানুসারে অবতারের কথা উল্লিখিত আছে; (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে।

† তাৎপর্য্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে 'সাত্বতদর্শন'ও বলা হয়; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় বহুভাগে বিভক্ত।

অত্র জীবস্যোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে; শ্রুতয়ো হি জীবস্যানাদিত্বং বদন্তি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদ্যাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কর্ত্তুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়]।]

[সরলার্থঃ—'সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনো জায়তে' ইতি যদুক্তম্, অত্রোচ্যতে—কর্ত্তুঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ জীবাৎ করণং প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্তুং ন সম্ভবতি; "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্ত্যবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকর্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোরূপী) প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

"সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে" ইতি কর্ত্তুঃ জীবাৎ করণস্য মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোঽপ্যুৎপত্তিশ্রুতেঃ। অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদস্যাপি তন্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যত ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে; কারণ, 'বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্—জীব) জন্মে না, মরেও না' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাত্মার অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাঞ্চরাত্র মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥·॥৩৯॥

'সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়' এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন মনের উৎপত্তি নির্দ্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-বোধক 'ইহাঁ হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করায় এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সম্মত মতটি এইরূপ—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ; এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব হইতেছেন জগৎকারণীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণসংজ্ঞক জীব সংকর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রদ্যুম্ন হইতেও আবার চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হন। ভক্তবৎসল বাসুদেবই স্বেচ্ছানুসারে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ত্রিবিধ দেহ ও নাম-গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সঙ্কর্ষণাদিরাও তাঁহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ)।]

[সরলার্থঃ—'বা'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তৌ। বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি-- পরমকারণঞ্চেতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিতে সতি "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বেচ্ছাবতারস্যৈবাত্র অভিধানাৎ তদপ্রতিষেধঃ —তস্য প্রামাণ্যস্য অপ্রতিষেধঃ প্রমাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীবাদিশব্দাশ্চ শরীরবিশেষধারিণাং বাচকা ইতি ভাবঃ।

সংকর্ষণ প্রভৃতিরাও জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং 'তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাদুর্ভূত হন', ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্বেচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ায় পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে ; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম— বিজ্ঞানাদি। সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতি-পাদনপরস্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি— ভাগবত-প্রক্রিয়ামজানতামিদং চোদ্যম্—যজ্জীবোৎপত্তির্বিরুদ্ধাভিহিতা— ইতি। বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিতসমাশ্রয়ণীয়-ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া। যথা পৌষ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"বিজ্ঞানাদিভাবে" ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'বা' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ (আপত্তি) নিবারিত হইতেছে। 'বিজ্ঞানাদি' অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্ব্বকারণীভূত) পরব্রহ্ম। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম-স্বরূপ ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে

সিদ্ধান্ত—]

পারে না। এই কথাই বলা হইতে যে, যাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহে, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা পৌষ্করসংহিতায়—'যাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

"কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্যতে।
ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমস্তু তৎ।"

ইত্যাদি। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাসুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি সাত্ত্বতসংহিতায়ামুক্তম্—

"ব্রাহ্মণানাং হি সদ্ব্রহ্ম-বাসুদেবাখ্যযাজিনাম্।
বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥" ইতি।

তদ্ধি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মব্যূহ-বিভবভেদ-ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা অভ্যর্চ্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে। বিভবার্চ্চনাদ্‌ব্যূহং প্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-ইতি বদন্তি। বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাদুর্ভাবগণঃ, ব্যূহঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ব্ব্যূহঃ। সূক্ষ্মং তু কেবলষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহং বাসু-দেবাখ্যং পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্করে—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা" ইত্যাদি।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র)' ইত্যাদি। সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাত্ত্বতসংহিতায় (এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে। যথা—'বাসুদেবসংজ্ঞক সৎব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের বিবেক-জ্ঞানপ্রদ ইহাই উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র' ইতি।

সম্পূর্ণ ষড়্‌বিধগুণসম্পন্ন* এবং সূক্ষ্ম ব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন।' তাহারা বলেন—ভগবদ্বিভব অর্চ্চনায় প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি অবতার সমূহ। ব্যূহ অর্থ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ গুণময়দেহধারী বাসুদেবনামক পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্কর-সংহিতায়—'যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্ব্বক (জ্ঞানসহকৃত) কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লব্ধ হন' ইত্যাদি। অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

* তাৎপর্য্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধ গুণই আবার স্থলবিশেষে ষড়্‌বিধ 'অঙ্গ' নামেও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥"
(যোগসূত্রে বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৫ সূত্র)

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্যৈবাশ্রিত-বাৎসল্যনিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-সংগ্রহরূপজন্মনোঽভিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্যাপ্রতিষেধ ইতি। তত্র জীব-মনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি তেষামেব জীবাদিশব্দৈরভিধানমবিরুদ্ধম্; যথা আকাশ-প্রাণাদিশব্দৈঃ ব্রহ্মণোঽভিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

"ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥"

ইতি জীবোৎপত্তের্বিশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ শ্রুত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও নাই, বিনাশও নাই॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে; যথোক্তং পরম-সংহিতায়াম্—

"অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া।
ত্রিগুণা কর্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতেরূপমুচ্যতে॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ; সেই হেতুই 'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যনিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মনঃ ওঅহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি 'জীব' প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ করা বিরুদ্ধ হয় না॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরম-সংহিতায় যেপ্রকার উক্ত হইয়াছে—'অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্য ও নিরন্তর বিকারশীল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ।
স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥" ইতি।

এবং সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব। জন্মমরণাদিব্যবহারস্তু লোক-বেদয়োঃ জীবস্য যথোপপদ্যতে, তথা "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। অতো জীবস্যোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা।

যশ্চৈষ কেষাঞ্চিদুদ্ঘোষঃ "সাঙ্গেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্" [পঞ্চরাত্র০] ইতি। সাঙ্গেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লব্ধেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তন্ত্রমিতি। সোঽপ্যনাঘ্রাত-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবৃংহণন্যায়কলাপানাং শ্রদ্ধামাত্রবিজৃম্ভিতঃ। যথা "প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহ্বতি যেঽগ্নিহোত্রম্"

কথিত হয়। ব্যাপকতাবশতঃ সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত।' এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার যেরূপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রে কথিত হইবে। অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্রামাণ্যাশঙ্কা, তাহা সুদূরপরাহত।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—'শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমন্বিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' এই স্থলে বেদ ও বেদাঙ্গে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল, যাহারা বেদবাক্যের গন্ধমাত্রও আঘ্রাণ করে নাই, এবং বেদানুকূল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল শ্রদ্ধার পরিস্ফুরণ মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। তন্মধ্যে, শিক্ষাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্প শাস্ত্রে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দসাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা যৌগিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দঃশাস্ত্রে ছন্দোবদ্ধ এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কর্ম্মোপযোগী কাল নিরূপিত হইয়াছে।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫।৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-ত্যুক্তম্; যথা চ ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে নারদেন "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্" [ছান্দো০ ৭।১।২] ইত্যারভ্য সর্বং বিদ্যাস্থানমভিধায় "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" ইতি ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাসু সর্ব্বাসু বিদ্যাসু আত্মবেদনালাভবচনং বক্ষ্যমাণভূমবিদ্যা-প্রশংসার্থং কৃতম্; অথবা অস্য নারদস্য সাঙ্গেষু বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে, তদলাভনিমিত্তোঽয়ং বাদঃ; এবমেব শাণ্ডিল্যস্যেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্য-বাসুদেবাখ্য-পরব্রহ্ম-তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে। তথা বেদার্থস্য দুর্জ্ঞানতয়া সুখাববোধার্থঃ শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে—

"অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ।"

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অসত্যভাষণ করেন,' এই শ্রুতিতে যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পরকালীন হোমের প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্ব্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ; এবং ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে (ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি 'হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ স্মরণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, এবং পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও [স্মরণ করিতেছি],' এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিদ্যাস্থানের (জ্ঞান-শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া 'হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত আছি', এই স্থলে ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিদ্যাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন যেমন কেবল পরবর্ত্তী ভূম-বিদ্যার প্রশংসার্থ; অথবা, ষড়ঙ্গসমন্বিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে, ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহির্ভূতার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে]; ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তী বেদান্ত-বেদ্য, বাসুদেবনামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে। এইরূপ বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়তা-নিবন্ধন লোকের অনায়াসে বোধ সম্পাদনার্থই যে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও 'পরমসংহিতা' গ্রন্থে উক্ত আছে—'হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত * সবিস্তর বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিশিষ্ট বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু, এ

---

* তাৎপর্য্য—শিক্ষা ও কল্পসূত্র প্রভৃতি ছয়টিকে 'বেদাঙ্গ' বলে, আর ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রকে বেদের 'উপাঙ্গ' কহে।

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ।
শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥" [পঞ্চরাত্র০] ইতি।
"বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ।
ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্ ॥"
[মহাভা০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৩৫।১] ইতি চ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিল-হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-সংকল্পশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য-চাতুরাশ্রম্যব্যবস্থয়াবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থা-ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যৌদার্য্যমহোদধিঃ স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিধ্যর্থবাদমন্ত্ররূপান্ স্বেতর-সকলসুর-নরদুরবগাহাংশ্চাবধার্য্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধি পঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব নিরমিমীতেতি নিরবদ্যম্।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইবে।' অপিচ 'বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।' অতএব বুঝিতে হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও সুশীলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেদ্য, সর্ব্ববিধ হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাসুদেব চতুর্ব্বিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থানুসারে অবস্থিত† নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ ফলাদিপ্রতিপাদক, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বভেদে বিভক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্ররূপী বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—সুর ও নরগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহার্থ বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং এই শাস্ত্রটি নির্দ্দোষ।

---

* বেদৈকবেদ্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—আর্য্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূদ্র। এতদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে 'অন্তরাল বর্ণ' বলে; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণে অধিকৃত। আশ্রমও চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্যতম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

[শাঙ্কর-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্তু— পরৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কস্যচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্য প্রামাণ্যনিষেধপরং ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরানমুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ। তথাহি— সূত্রকারেণ বেদান্তন্যায়াভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তি০ ৩৩৫।১।৩৩৬। ৩২] জ্ঞানকাণ্ডেঽভিহিতম্—

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ॥"

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আবিধ্য মতি-মন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথামৃতম্।
ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্॥
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

শাঙ্কর ব্যাখ্যা দূষণ]

অন্যেরা যে, এই চারিটি সূত্রকেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সূত্রার্থের অনুকূল হয় নাই, অধিকন্তু সূত্রকারের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। দেখ, সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিয়ম-প্রকাশক সূত্রসমূহ (ব্রহ্মসূত্র) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্য লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পর্ব্বাধ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করিবেন?' এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটার সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয় প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—'দধি হইতে নবনীতের ন্যায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায়, এবং বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি হইতে অমৃতের ন্যায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে লক্ষশ্লোকাত্মক অখ্যায়িকাপ্রধান মহাভারতরূপ দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল। চতুর্ব্বেদসমন্বিত অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিদ্যাই) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে 'পঞ্চরাত্র' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

ঋগ্‌যজুঃসামভির্জুষ্টমথর্বাঙ্গিরসৈস্তথা।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥" ইতি।

সাংখ্য-যোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাবভিহিতৌ। যথোক্তম্—

"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" [গীতা০ ৩।৩]

ইতি। ভীষ্মপর্ব্বণ্যপি—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।

অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ।

সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।"

[মহাভা০ ভীষ্ম০ ৬৬।৩৯,৪০] ইতি।

কথমেবং ব্রুবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-বাসুদেবোপাসনার্চ্চনাদি-প্রতিপাদনপরস্য সাত্বতশাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যং ব্রূয়াৎ।

ননু চ—

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।

কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে ॥"

[মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০ ৩৫০।১।২]

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে; শারীরকে তু সাংখ্যাদীনি

উপায়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে।' এখানে সাংখ্য ও যোগশব্দে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—'সাংখ্যদিগের জন্য জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কর্ম্মযোগীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে।' ভীষ্মপর্ব্বেও আছে—'পূর্ব্বে যাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্তৃক সাত্বতবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক মাধবই (হরিই) সংকর্ষণের (বলরামের) সহিত অর্চ্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন।' বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাত্বতশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে?

ভাল, 'হে মুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ, এবং পাশুপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্য্যবসিত, অথবা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যে রচিত?' ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে; অথচ শারীরকসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতিষিদ্ধ (অপ্রমাণীকৃত) হইয়াছে; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে; অত ইদমপি তন্ত্রং তত্তুল্যম্। নেত্যুচ্যতে; যতস্তত্রাপীমমেব শারীরকোক্তন্যায়মবতারয়তি। "কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি, পৃথঙ্নিষ্ঠানি বা?" ইতি প্রশ্নস্যায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি? পৃথকৃতত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা? যদৈকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্? যদা তু পৃথকৃতত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি, তদৈষাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি বিকল্পাসম্ভবাচ্চৈকমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি। অস্যোত্তরং ব্রুবন্—

"জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।
সাঙ্খ্যস্য বক্তা কপিলঃ" (*) [মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য। আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তুল্য হইতে পারে না; কারণ, এই শারীরকসূত্রে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানেও এতদনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে। 'এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যানুসারী? অথবা পৃথক্ নিষ্ঠানুসারী?' এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক তত্ত্বটি কি? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য থাকায়, অথচ সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না হওয়ায় (†) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সেই একটি শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—'হে রাজর্ষি, এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতানুযায়ী বলিয়া জানিও; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা;'

(*) তাৎপর্য্য—"সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।
উমাপতিঃ পশুপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥"
ইত্যুত্তরে শ্লোকাঃ॥

(†) তাৎপর্য্য—বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ 'এরূপও হইতে পারে, অন্যরূপও হইতে পারে' ইত্যাদি প্রকার দ্বৈধভাব। যেমন, কেহ অশ্বে কিংবা হস্তিতে অথবা নৌকাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে, কিম্বা ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে; ক্রিয়া বা কর্ত্তব্য বিষয়েই এরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন সত্য বস্তু সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ঘটকে পট, অশ্ব, কিংবা অন্য যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই অবধারিত হইবে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন, 'সত্য বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না'।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগর্ভ-পশুপতিকৃতত্বেন পৌরুষেয়ত্বং প্রতিপাদ্য—

"অবান্তরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৫।]

ইতি বেদানামপৌরুষেয়ত্বমভিধায়—

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্তুবাদিতয়া অপৌরুষেয়ত্বেন নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্তুবিরুদ্ধাভিধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্তুনি প্রামাণ্যং দুর্লভম্; বেদবেদ্যশ্চ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ; অতঃ তত্তন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতত্ত্বস্য

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেয়ত্ব (সুতরাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে, ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) 'তিনিই (নারদই) অবান্তরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন', এইরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক, পক্ষান্তরে, অপৌরুষেয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পৌরুষেয় দোষ-সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক; এই দুই কারণে [পৌরুষেয় শাস্ত্রগুলির] বস্তুযাথাত্ম্য বিষয়ে প্রামাণ্য দুর্লভ। অথচ, পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই বেদবেদ্য; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তত্ত্বকেও

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষেয় অর্থ পুরুষ-প্রণীত; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য যতক্ষণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ঈশ্বরপ্রসূত শ্রুতির যেমন স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবিবর্জ্জিত; তখন অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না কেন? কারণ, তৎপ্রণেতা নারায়ণকে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়ৈব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি। তদিদমাহ চ—

"সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৮] ইতি।

"যথাগমং যথান্যায়ম্" ইতি ন্যায়ানুগৃহীত-তত্তদাগমোক্তং বস্তু পরামৃশতো নারায়ণ এব সর্ব্বস্য বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তন্ত্রাভিহিতানাং তত্ত্বানাম্। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] "বিশ্বং নারায়ণঃ" [তৈত্তি০ নারা০১৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দধানস্য নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তেতি তৎস্বরূপতদুপাসনাভিধায়ি তত্তন্ত্রমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদুদ্ভাবয়িতুং শক্যম্। অতস্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

"এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে॥" [মহাভা০ শা, মো, ৩৪৯।৮১]

ইতি। সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

---

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা।' "যথাগমং যথান্যায়ং" কথার অর্থ এই যে, ন্যায়ানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অব্রহ্মাত্মক (মিথ্যা); তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব। 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ', ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্ব্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, 'সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবাপন্ন; এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।' 'সাখ্য-যোগ' অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরাঙ্গান্যেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ যমনিয়মাদ্যাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকর্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং ব্রহ্মাত্মকত্বম্ যোগস্য চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কর্ম্মণাং চ তদারাধনরূপতামভিদধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি। এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতম্ ইতি। শারীরকে চ সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্। যোগপাশুপতয়োশ্চ ঈশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা, বেদবহিষ্কৃতাচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পশুপতিস্বরূপং চ। অতঃ

শাস্ত্র; 'বেদারণ্যক' অর্থ—বেদ ও আরণ্যক; 'পরস্পরাঙ্গ' অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ (*) যোগ, এবং বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের সত্যতাস্বীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মাত্মভাব বুঝিতে হয়। আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ব্রহ্মোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কর্ম্মসমূহকেও ব্রহ্মেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করায় প্রকৃতপক্ষে উহারা ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশক। পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আর শারীরকসূত্রেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অব্রহ্মাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। আর যোগশাস্ত্রে এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনা ও বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যোগ ও পশুপতির স্বরূপ প্রতিষিদ্ধ হয়

(*) তাৎপর্য্য—'যম নিয়মাদি,' এই আদি শব্দে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অবশিষ্ট ছয়টি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে।

তন্মধ্যে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য না করা. ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে দ্রব্য গ্রহণ না করা। (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), ভাগ্যলব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা, তপস্যা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা। (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উদ্বেগ না হয়, তাহার নাম আসন। (৪) প্রাণায়াম—প্রাণসংযম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা। (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখা। (৭) ধ্যান—একই বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ)। (৮) সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে হইলে পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ দ্রষ্টব্য।

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা ।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তত্তদভিহিত-তত্তৎস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্য্যম্ ; জিন-সুগতাভিহিত-তত্ত্ববৎ সর্ব্বং ন বহিষ্কার্য্যমিত্যুচ্যতে । "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টমম্ উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই। এই জন্যই 'সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক, অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য ; অতএব তর্ক দ্বারা ইহাদের অন্যথা করা উচিত নহে,' এই বাক্যেও, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত (জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের ন্যায় সর্ব্বাংশেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ; কেননা, তাহা হইলেই "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

বিয়দধিকরণম্।]

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২॥৩॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বিয়ৎ (আকাশ) অশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতি নাই)।]

[সরলার্থঃ—বিয়ৎ আকাশং নোৎপদ্যতে; কুতঃ? অশ্রুতেঃ বিয়দুৎপত্তিবোধিকায়াঃ শ্রুতেরভাবাৎ। আত্মন ইব নিরবয়বস্যাকাশস্যোৎপত্তিন সম্ভবত্যপীত্যাশয়ঃ ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না; কারণ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই; বিশেষতঃ আত্মার ন্যায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩॥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহ্যতন্ত্রাণাং ন্যায়াভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্; ইদানীং স্বপক্ষস্য বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য্যতয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্য কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র বিয়দুৎপদ্যতে, নবা? ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? ন বিয়দুৎপদ্যতে

পূর্ব্বপক্ষ।]

বেদবহির্ভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; এই জন্য এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশতঃও ঐ সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে। এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের সম্ভাবনা নাই, তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-প্রণালীর নির্দ্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে। (*) তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংশয় হইতেছে যে, আকাশ উৎপন্ন হয় কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'বিয়দধিকরণ'। প্রথম হইতে নয়টি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আকাশোৎপত্তি। (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক যখন কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও যখন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না। (৪) উত্তর—আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে যখন "তস্মাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক উদাহরণ বা হেতু প্রভৃতিও যখন কার্য্যকারী হয় না, তখন আত্মার দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব পৃথিব্যাদি ভূতের ন্যায় আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং ব্রহ্মই নিখিল জগতের একমাত্র মূল কারণ ॥

ইতি। কুতঃ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ; অসম্ভাবিতস্য তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্ত্যাদেঃ শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি। ন খলু নিরবয়বস্য সর্ব্বগতস্যাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে; অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎপত্তিরাম্নায়তে—"তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি। তৈত্তিরীয়কাথর্বণাদিষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১], "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাধ্যতে ইতি ॥২॥৩॥১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। আকাশোৎপত্তিবিষয়ে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপ্যস্তি। ন চ শ্রুতিসিদ্ধোঽর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যন্যথাকর্ত্তুং শক্যতে ইতি ভাবঃ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও রহিয়াছে। অথচ, শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অন্যথা করা চলে না ॥২॥৩॥২॥]

[যুক্তিযুক্ত]; কারণ? শ্রুতির অভাবই কারণ। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয়; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি, তাহা কখনই শব্দোল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে না; কেন না, আত্মার ন্যায় নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই নিরূপণ করিতে পারা যায় না; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'; অতএব তৈত্তিরীয় এবং আথর্ব্বণ প্রভৃতি শ্রুতিতে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,' ইত্যাদি স্থলে শ্রূয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩॥১॥

অস্তি তু আকাশস্যোৎপত্তিঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণান্তরা-প্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব। ন চ শ্রুতি-প্রতিপন্নেঽর্থে তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যনুমানমুদেতুমলম্; আত্মনোঽনুৎপত্তির্ন নিরবয়বত্ব-প্রযুক্তেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩॥২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—"তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুতায়াঃ তেজউৎপত্তেরন্যথা কর্তুমশক্যত্বাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাভিহিতত্বাচ্চ "তস্মাদ্বা-এতস্মাৎ" ইত্যাদির্বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন', এই শ্রুতিতে যে, সর্ব্ব-প্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না; এই কারণে এবং 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)', এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে, অর্থাৎ ঐ শ্রুতির 'সম্ভূত' শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্যরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কখনই উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাদি বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, "তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপদ্যত ইতি তেজ-

---

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অস্তি তু"। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও উৎপত্তি আছে; কারণ, যদিও অন্য কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়-বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর নিরবয়বত্ব নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই উত্থিত হইতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, আত্মার অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১॥৩॥২॥

সিদ্ধান্ত।]

আকাশোৎপত্তিবোধক 'সেই এই আত্মা হইতে আআশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিকে গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল'; শ্রুত্যুক্ত এই তেজ-

উৎপত্তিপ্রাথম্যেন বিয়দুৎপত্তিপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ, "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদ-মৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া চ মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্যাৎ (হইতে পারে), চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ (ব্রহ্মশব্দের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একস্যৈব 'সম্ভূত' শব্দস্য আকাশপক্ষে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদিপক্ষে চ মুখ্যত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। একস্যাপি 'সম্ভূত'শব্দস্য আকাশে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদৌ চ মুখ্যত্বং স্যাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যত্র প্রকৃতৌ গৌণত্বং, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশে গৌণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যার্থতা কল্পনা করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই 'ব্রহ্ম' শব্দের যেমন প্রকৃতিতে গৌণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক 'সম্ভূত' শব্দেরও আকাশে গৌণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

একস্যৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গৌণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদিষ্বনুষক্তস্য মুখ্যত্বং স্যাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইত্যত্র প্রধানে গৌণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্যই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং আকাশের (নিত্যতাবোধক) 'বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য)', এই অমৃতত্ব শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি আকাশের অভিব্যক্তি বা তদনুরূপ অন্য কোনও গৌণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে] ॥২॥৩॥৩॥

যদি বল, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশের পক্ষে গৌণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল', এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গৌণরূপে ব্যবহৃত হইলেও 'বায়ু হইতে অগ্নি' ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] 'সম্ভূত' শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই হইতে পারে। উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, 'তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', এ স্থলে একই ব্রহ্ম-শব্দ যেরূপ প্রকৃতিতে গৌণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্নেব প্রকরণে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ। অনুষঙ্গে চ শ্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃত্তির্বিদ্যত এবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু ভেদ নাই)।]

[সরলার্থঃ—উক্তামাশঙ্কামপনেতুমাহ—"প্রতিজ্ঞাহানিঃ" ইত্যাদি। বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী ; যতঃ তন্মুখ্যত্বে এব "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি ; কুতঃ ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশস্যাপি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণার্থত্বে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না ; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য— ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না ; কাজেই অব্যতিরেকত্বনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সর্ব্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুত্যনুসারেণান্যাসাং বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বং কল্পয়িতুং ন যুজ্যতে ; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যৈব বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা ;

প্রকরণেই 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়', এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ অনুষঙ্গস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের যে, অন্যত্র সম্বন্ধ করা, তাহার নাম অনুষঙ্গ,) পদাবৃত্তির ন্যায় পদার্থেরও অবশ্যই আবৃত্তি আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও 'যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়' ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অন্যত্র সম্বন্ধ বা অন্বয় করা হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আকৃতি ও উচ্চারণ মাত্র একরূপ। শব্দ যখন বিভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন? এই জন্য শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন—"যাবন্তঃ শব্দাঃ তাবন্তোঽর্থাঃ", অর্থাৎ শব্দও যত, অর্থও তত, সুতরাং ঐ 'সম্ভূত' শব্দের অগ্নি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেও বুঝিতে হইবে, শব্দ এক নহে, সুতরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। তস্যা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশস্যাপি ব্রহ্ম-কার্য্যত্বেন তদব্যতিরেকাদেব ভবতি ॥২॥৩॥৫॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সর্ব্বাত্মকত্ববাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে; তচ্চ ছান্দোগ্যোক্ত-তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুমশক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'আকাশ সম্ভূত হইল', ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতশ্চ বিয়দুৎপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাব-ধারণশব্দাৎ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৩] ইত্যেবমাদি-শব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽব্যতিরেক-প্রতীতেঃ। নচ "তৎ তেজো-ঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতির্ব্বিয়দুৎপত্তিং বারয়তি। বিয়দুৎপত্ত্যবচনমাত্রেণ তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নাং বিয়দুৎপত্তিং ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত না হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে। কারণ, 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল', এই বাক্যেও সৃষ্টির পূর্ব্বে [ব্রহ্মের] একত্বাবধারক শব্দ রহিয়াছে, এবং 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজন্যত্ব নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্তভাব প্রতীত হইতেছে। আর 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র; সুতরাং তাহা কখনই অন্যশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২॥৩॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদ্বিকারং (যত কিছু বিকার আছে, তৎসমস্তের) বিভাগঃ (উৎপত্তি) লোকবৎ (লোকব্যবহারের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিভ্য আকাশাদেঃ সর্ব্বস্য ব্রহ্মবিকারত্বাবগমাৎ যাবদ্বিকারং—সর্ব্বেষামেব বিকারাণাম্ উৎপত্তিরুক্তৈবেতি গম্যতে ; লোকবৎ—যথা লোকে 'এতে সর্ব্বে চৈত্রপুত্রাঃ' ইত্যভিধায় কস্যচিৎ পুনঃ চৈত্রাদুৎপত্তিবচনং সর্ব্বেষামেব চৈত্রোৎপন্নত্ব-প্রতিপাদনার্থং ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ। আকাশস্যামৃতত্বাভিধানন্তু দেবামৃতত্ববৎ চিরস্থায়িত্বোপ-লক্ষণার্থমাত্রম্ ॥

'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্ম-বিকারত্ব কথিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, জগতে যাহা কিছু বিকার (জন্য পদার্থ), তৎসমস্তই উৎপত্তিশীল। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন, 'ইহারা সকলেই চৈত্রনামক ব্যক্তির পুত্র,' এই কথার পর, তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে চৈত্র হইতে উৎপন্ন বলিলেই অপর সকলেরও চৈত্র হইতে উৎপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥]

তুশব্দশ্চার্থে ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৩] ইত্যাদিভি-রাকাশস্য বিকারত্ববচনেন তস্যাকাশস্য ব্রহ্মণো বিভাগঃ—উৎপত্তিরপ্যুক্তৈব। লোকবৎ—যথা লোকে 'এতে সর্ব্বে দেবদত্ত-পুত্রাঃ' ইত্যভিধায় তেষু কেষাঞ্চিৎ তত উৎপত্তিবচনেন সর্ব্বেষামুৎপত্তিরুক্তা স্যাৎ, তদ্বৎ। এবং চ সতি "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি সুরাণামিব চিরকালস্থায়িত্বাভিপ্রায়ম্ ॥২॥৩॥৭॥

সূত্রে 'তু' শব্দটি 'চ'-শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' ইত্যাদি বাক্যে আকাশকেও বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করায় সেই আকাশেরও যে ব্রহ্ম হইতেই বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি, তাহাও উক্তই হইয়াছে। লোকবৎ—লোকব্যবহারে দেখা যায়, 'ইহারা সকলে দেবদত্তের পুত্র,' এই কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিলে তদ্দ্বারা যেরূপ সকলেরই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ। এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত, তখন 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত' এই স্থলেও দেবতাগণের অমরত্বের ন্যায় চিরকাল-স্থায়িত্বমাত্রই অভিপ্রেত (নিত্যত্ব নহে) ॥২॥৩॥৭॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (বর্ণিত হইল)।]

[সরলার্থঃ—এতেন আকাশোৎপত্তিবর্ণনেনৈব মাতরিশ্বা বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ—উৎপন্নত্বেন নিরূপিত ইত্যর্থঃ ॥

এই আকাশোৎপত্তি প্রদর্শনেই বায়ুও বর্ণিত হইল, অর্থাৎ বায়ুরও উৎপত্তি সমর্থিত হইল ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥]

অনেনৈব হেতুনা মাতরিশ্বনো বায়োরপ্যুৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা। বিয়ন্মাতরিশ্বনোঃ পৃথগ্‌যোগকরণং "তেজোঽতস্তথাহ্যাহ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।১০] ইতি মাতরিশ্বপরামর্শার্থম্ ॥২॥৩॥৮॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥২॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অসম্ভবঃ (উৎপত্তির অভাব) তু (কিন্তু) সতঃ (সতের—ব্রহ্মের) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয় না)।]

[সরলার্থঃ—আকাশোৎপত্তিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মণোঽপি উৎপত্তিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—"অসম্ভবঃ" ইত্যাদিনা। সতঃ ব্রহ্মণঃ পুনঃ উৎপত্তেঃ অসম্ভব এব ; কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ—সতোঽপ্যুৎপত্তৌ মূলকারণত্বাভাবেন তদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

আকাশাদির ন্যায় সৎ-পরব্রহ্মেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন মূলকারণই নহে, তখন তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥]

তুশব্দোঽবধারণার্থঃ ; অসম্ভবঃ—অনুপপত্তিঃ। সতঃ ব্রহ্মণ এব ; তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিদপ্যনুৎপত্তির্ন সম্ভবতি, অনুপপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি—বিয়ন্মাতরিশ্বনোরুৎপত্তিপ্রতিপাদনমুদাহরণার্থম্ ; উৎপত্ত্যসম্ভবস্তু

উক্ত হেতু দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তি ব্যাখ্যাত—বর্ণিত হইল, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় বায়ুরও উৎপত্তি নিরূপিত হইল। আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণের জন্য পৃথক্ সূত্র রচনার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তী দশম সূত্রে কেবল বায়ুরই অনুবৃত্তি হইবে, আকাশের হইবে না, [একত্র নির্দ্দেশ হইলে সেই সূত্রে উভয়েরই একযোগে অধিকার হইতে পারিত] ॥২॥৩॥৮॥

সূত্রস্থ 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ ; অসম্ভব অর্থ—উৎপত্তির অসম্ভব—অনুৎপত্তি। সৎ—ব্রহ্মেরই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; অথচ তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থেরই অনুৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাহা উপপন্ন হয় না। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, আকাশ ও বায়ুর যে উৎপত্তি প্রতিপাদন, তাহা কেবল উদাহরণার্থ মাত্র, অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে

সতঃ পরমকারণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ। তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্যাব্যক্তমহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ৎপবনাদিকস্য প্রপঞ্চস্যৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবস্যানুৎপত্তির্নোপপদ্যত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

তেজোঽধিকরণম্।] **তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই) আহ (বলিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বায়োঃ সকাশাৎ তেজ উৎপদ্যতে, যতঃ "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয় ; কারণ, 'বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোস্বিৎ তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎস্বরূপ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তদ্ভিন্ন প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব জানা যাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে ; (*) এখন চিন্তা হইতেছে যে, পরবর্ত্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণীভূত ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়? অথবা তত্তৎভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মাত্মক তত্তৎ পদার্থ

পূর্ব্বপক্ষ।]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'তেজোঽধিকরণ'। ইহা দশম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত আটটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি। (২) সংশয়—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি? না—তত্তদ্বিকারভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভৌতিক বায়ু প্রভৃতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ ; ব্রহ্ম পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ মাত্র। (৪) উত্তর—বায়্বাদিভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল কারণ ॥

ইতি। কুতঃ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপদ্যতে; "বায়োরগ্নিঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥

আপঃ ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল)।]

[সরলার্থঃ—আপোঽপি অতঃ তেজস উৎপদ্যন্তে; যতঃ "অগ্নেরাপঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথৈব আহ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয়; কারণ, 'অগ্নি হইতে জল,' এই শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১১॥]

আপোঽপি অতঃ—তেজস এবোৎপদ্যতে "অগ্নেরাপঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] "তদপোঽসৃজত" [ছান্দো° ৬।২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও)।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্ভ্য এব উৎপদ্যতে; যতঃ স্বয়ং শ্রুতিরেব "অদ্ভঃ পৃথিবী", "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" ইত্যাহ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয়; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী', এবং 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥]

পৃথিবী অদ্ভ্য উৎপদ্যতে—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি° আন° ২] "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো° ৬।২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয়। কারণ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা 'বায়ু হইতে অগ্নি' এই শ্রুতিই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয়; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'অগ্নি হইতে জল,' 'তিনি জল সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী [উৎপন্ন হইল]', 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥

নমু অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যভিধীয়তে? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অন্যান্য শব্দ হইতেও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং 'অন্ন'-শব্দেন পৃথিব্যভিধানোপপত্তিরুচ্যতে—"অধিকার" ইত্যাদিনা। অত্র-'অন্ন' শব্দেন পৃথিব্যেবাভিধীয়তে, নত্বন্যৎ; কুতঃ? "অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ"। অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্য পৃথিবীবাচকত্বে হেতুঃ; রূপং তাবৎ— "অগ্নের্যৎ রোহিতং রূপং, তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যত্র অপ্‌তেজসোঃ সমানজাতীয়ং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে; শব্দান্তরঞ্চ—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়ং অন্নস্য পৃথিবীবাচকত্বে অপরং নিমিত্তমিত্যর্থঃ।

শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন— অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে। প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে 'অন্ন' শব্দের উল্লেখ; দ্বিতীয় হেতু— অপ্‌ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্ল ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অন্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই 'অন্ন' ও জল, উভয়ই তেজের ন্যায় স্বতন্ত্র দুইটি ভূত; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", এই অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দ্দেশ রহিয়াছে; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যধিকারাৎ পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে। অদনীয়স্য সর্ব্বস্য পৃথিবীবিকারত্বাৎ কারণে কার্য্যশব্দঃ। তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্ রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" [ছান্দো০ ৬।৪।১] ইত্যপ্‌-তেজসোঃ সজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে। শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে "অগ্নে-

---

আপত্তি হইতেছে যে, শ্রুত্যুক্ত 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অধিকার" ইত্যাদি।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় 'অন্ন'-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্থিব; এইজন্য অন্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সমুল্লেখ— 'অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলেরই রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নেরই রূপ'; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) 'অন্ন' শব্দের অর্থ। আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি০ আন০ ১।২] ইতি শ্রূয়তে। অতঃ পৃথিব্যেবান্নশব্দেনোচ্যতে ইত্যদ্ভ্য এব পৃথিবী জায়তে। উদাহৃতাস্তেজঃ-প্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহদাদয়োঽপি স্বানন্তরবস্তুন এবোৎপদ্যন্তে, যথা-শ্রুত্যভ্যুপগমাবিরোধাৎ।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" [মুণ্ড০ ।২।১।৩]

"তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৮]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ ১।২।] "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণঃ পরম্পরয়া কারণত্বেঽপ্যুপপদ্যন্ত-ইতি ॥২॥৩॥১৩॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধ্যানাৎ (তাঁহার ইচ্ছা রূপ) এব (নিশ্চয়) তু (কিন্তু) তল্লিঙ্গাৎ (সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সঃ (তিনিই—ব্রহ্মই)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ প্রাগুক্তাশঙ্কানিবারণার্থঃ। মহত্তত্ত্বাদিরূপাণাং কার্য্যাণামপি পূর্ব্বপূর্ব্ববস্তুশরীরকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধ্যানলক্ষণাৎ তল্লিঙ্গাৎ—অভি-ধ্যানং—সংকল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিরূপাৎ সংকল্পাৎ মহদাদি-কারণানামপি পুরুষোত্তমেক্ষাপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে ; অন্যথা অচেতনানাং তথাবিধেক্ষানুপ-পত্তিরিতি ভাবঃ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তি সূচনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যগুলিও পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারই কারণত্ব-সূচক 'সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল—আমি বহু হইব' ইত্যাদি সঙ্কল্পের কথা রহিয়াছে। অচেতন তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্তদ্বস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) 'অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী', [এই স্থলে অন্নের স্থলে] পৃথিবী শব্দও শ্রুত হইতেছে। অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে ; সুতরাং জল হইতেই পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে)। এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তি-কথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ, মহদাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্তুশরীরকঃ স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধ্যানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ। অভিধ্যানম্ "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি" [ছান্দো০ ৬।২।৩।৪] ইত্যাত্মনো বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনামপি কারণানাং তথাবিধেক্ষাপূর্ব্বিকৈব স্বকার্য্যসৃষ্টিরিতি গম্যতে। তথাবিধঞ্চেক্ষণং তত্তচ্ছরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণ উপপদ্যতে। শ্রূয়তে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৩] ইত্যাদি। সুবালোপনিষদি চ "যস্য

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ইঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও বিশ্বাধার পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়', 'তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়', 'তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি, পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত শ্রুতিসমূহ সঙ্গত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

'তু' শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই বস্তুশরীরক সেই পুরুষোত্তমই মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ; কারণ ?—
[সিদ্ধান্ত।]
তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার স্রষ্টৃত্বজ্ঞাপক অভিধ্যানই কারণ। অভিধ্যান অর্থ—'বহু হইব' এইরূপ সংকল্প (কামনা), 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু হইব, জন্মিব', 'সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব', আত্মার বহুভাবপ্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণবোধক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহৎ, অহঙ্কার ও আকাশাদির কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সেই কারণবস্তুময়শরীরধারী পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঈক্ষণ সম্ভবপর হয়, অচেতন জড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

বিশেষতঃ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়), [যথা—] 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন', 'যিনি জলে অবস্থান করেন', 'যিনি তেজে অবস্থান করেন', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন' 'যিনি আকাশে অবস্থান করেন' ইত্যাদি। সুবালোপনিষদেও আছে—'পৃথিবী যাঁহার

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যস্যাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যস্য বুদ্ধিঃ শরীরম্” “যস্যাব্যক্তং শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপদ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে) তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারম্পর্য্য) অতঃ (এই কারণে) উপপদ্যতে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ। “আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-পারম্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।” ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোঽপি সমঃ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ তত্তদ্বস্তুশরীরকাদ্ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিরুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ ‘তু’শব্দটি অবধারণার্থক। ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার; তাহাও উক্ত কারণেই উপপন্ন হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির ন্যায় যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যরূপঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু প্রতীয়তে; স চ ক্রমস্তত্তদ্রূপাৎ ব্রহ্মণস্তত্তৎ-কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপদ্যতে। পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যশ্রবণ-

---

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার যাঁহার শরীর’ ‘বুদ্ধি যাঁহার শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অব্যক্ত, মহত্তত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’ ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে, সেই সেই উপাদানভূত বস্তুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জন্য পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায় সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে। পরম্পরা সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই আনন্তর্য্যশ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব,

মুপরুধ্যতে। অতঃ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবা০ ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবস্যোত্তম্ভনম্ ॥২॥৩॥১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ---অন্তরা (মধ্যে) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ যেহেতু [পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণসৃষ্টেরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরম্পরয়া উৎপদ্যতে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খম্" ইত্যেবংজাতীয়ক-সৃষ্টিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ; ন, কুতঃ? অবিশেষাৎ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যস্য প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তেষু সর্ব্বত্র অন্বয়াবিশেষাৎ; অতঃ তেজঃপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বল, প্রাণ ও ভূতবর্গ সৃষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়; কারণ, ইহার অনুকূলে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * খং বায়ুঃ" এইরূপ বাক্য রহিয়াছে। না, ইহা বলিতে পার না; কারণ, "এতস্মাৎ জায়তে" (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাদিরও যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩॥১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে। যদুক্তম্ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণোঽনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাবগতা

বুঝিতে হইবে, 'ইঁহা হইতেই' ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩॥১৫॥

জ্ঞানোৎপাদনের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। আরও যে উক্ত হইয়াছে, 'ইঁহা হইতে জন্মে' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া শ্রুত হইতেছে; অতএব, অন্যান্য বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষে অকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টিতে যেমন "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব কথিত আছে, কিন্তু অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টিতে সেরূপ কোনও ঈক্ষণক্রম বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের সৃষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরম্পরা সম্বন্ধেই কারণতা।

উত্তভ্যত ইতি ; তন্নোপপদ্যতে, ক্রমবিশেষপরত্বাদস্য বাক্যস্য ; অত্রাপি সর্ব্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ। খাদিষু তাবৎ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ ক্রমোঽত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ্ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমেণোৎপদ্যতে ইতি প্রতীয়তে। অতঃ সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ এব সম্ভবস্যোক্তমুনমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ ; তন্ন ; অবিশেষাৎ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যনেনাবিশেষাৎ। বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাঞ্চ "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্যাভিধেয়স্য সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধক্রমবিরোধাচ্চ নেদং ক্রমপরম্ ; "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যারভ্য "তম........একী ভবতি" [সুবাল০ ২] ইত্যন্তেন ক্রমান্তরপ্রতীতেঃ। অতোঽব্যক্তাদিশরীরকাৎ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে ; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত সৃজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতে ("আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও ("এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই "এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতেছে না। না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, 'ইঁহা হইতে প্রাণ' এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অভিপ্রায় এই যে, "এতস্মাৎ জায়তে" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য*; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধেয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাদ্য, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে।

বিশেষতঃ অন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে ; কেন না, 'পৃথিবী জলে বিলীন হয়' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়' এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যেই অন্যপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রভৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রুত্যুক্ত

---

* তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—না সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে নহে ; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞাপনের নিমিত্তই "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। অতএব "আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরব্রহ্মই আপনার শরীরস্থানীয় আকাশাদি পদার্থমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং পুর্ব্বোক্ত ক্রমিকত্বাশঙ্কা অমূলক।

সর্ব্বকার্য্যাণামুৎপত্তিঃ। তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দাস্তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈবাভিদধতি ॥২॥৩॥১৬॥

নম্বেবং সর্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিত্বে সতি তৈস্তৈঃ শব্দৈঃ তত্তদ্বস্তুব্যপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যেত; তত্রাহ—

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থ) স্যাৎ (হইবে) তদ্ব্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখ্য) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) তাঁহার সদ্ভাবেই সদ্ভাব)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ তদ্ব্যপদেশঃ—তদ্বাচকশব্দোঽপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব স্যাৎ, ন তু গৌণঃ; কুতঃ ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং স্বাত্মভূত-ব্রহ্মাধীনসদ্ভাবাৎ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যেব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ আত্মানং লভন্তে; অতঃ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিষয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গৌণ নহে (মুখ্যই—বাচকই বটে); কারণ, সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মের সদ্ভাবেই তেজঃপ্রভৃতির সদ্ভাব বা অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, যাহার অস্তিত্ব যাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যপাশ্রয়ঃ তত্তচ্ছব্দব্যপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ। সমস্তবস্তুপ্রকারিণো ব্রহ্মণঃ বেদান্তশ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্য্যপ্রতীতেঃ, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ

তেজঃ প্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম'-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মসিদ্ধ যে, বিশেষ বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—"চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু বিষয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগী। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—প্রকারী বা বিশেষ্য; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশশ্রবণের পূর্ব্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয় না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতেই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি), সেই

তৎপর্য্যবসানস্য, লোকে তত্তদ্বস্তুমাত্রে বাচ্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভক্ত্যা ভক্ত্যা ব্যপদিশ্যন্তে।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্তদ্বস্তুমাত্রবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্যাৎ—অমুখ্যঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য –"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু" ইত্যুচ্যতে। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো ব্রহ্মণ্যভাক্তঃ মুখ্য এব; কুতঃ? ব্রহ্মভাবভাবিত্বাৎ সর্ব্বশব্দানাং বাচকভাবস্য, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ং তেজোঽধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্।] **নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু নিত্যত্ব) চ (পরন্তু) তাভ্যঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্যঃ "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ নিত্যতাবগমাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মা নোৎপদ্যতে, কুতঃ? অশ্রুতেঃ জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরভাবাদিত্যর্থঃ।

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী—আত্মা) জন্মে না, মরে না' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ 'আত্মা জন্মরহিত নিত্য' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*)।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু"। চরাচরব্যপাশ্রয় যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মেতে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে; কারণ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্তাবাধীন; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥　　　　[দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকার সূত্রস্থ 'ভাক্ত' শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী; সুতরাং প্রকারীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে যত শব্দ আছে, সমস্তই তাদৃশ বিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক; তবে যে, ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও ব্রহ্মেরই প্রকার; এইজন্য ব্যবহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইয়া এক

বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবস্যাপ্যুৎপত্তিরস্তি নেতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? অস্তীতি; কুতঃ? একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তেঃ, প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ। বিয়দাদেরিব জীবস্যাপ্যুৎপত্তিবাদিন্যঃ শ্রুতয়শ্চ সন্তি—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্" [তৈত্তি০ অষ্ট০ ১।১] "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজুঃ০ ২ অষ্ট০] "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" [ছান্দো০ ৬।৮।৪] "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি০ আন০] ইতি। এবং সচেতনস্য জগত উৎপত্তিবচনাৎ জীবস্যাপ্যুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চ জীবস্য ব্রহ্মত্বাবগমাৎ জীবস্য নিত্যত্বম্ ইতি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্ব্বিয়দাদেরপি ব্রহ্মত্বাব-

[ইতঃপূর্ব্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই; কারণ?—তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বাবধারণও সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি রহিয়াছে—'যাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'হে সোম্য, সৎব্রহ্মই এই সমস্ত জীবগণের মূল, সৎব্রহ্মই আশ্রয় এবং সৎব্রহ্মই বিলয়-স্থান', 'এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে জন্মলাভ করে' ইতি। এইরূপে চেতনসমন্বিত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[পূর্ব্বপক্ষ—জীবোৎপত্তি।]

এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম যখন নিত্য, এবং "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য হইতেও যখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে]; না, তাহা হইলে] 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয়

দেশকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশমাত্রকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মুখ্যার্থ নহে। দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন যে, যদিও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তথাপি চরাচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভ্যক্ত, অর্থাৎ গৌণার্থ নহে, মুখ্যার্থই বটে; কারণ, ব্রহ্মই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অর্থাৎ নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন শব্দই তাঁহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না।

গমাৎ তস্যাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ। অতো জীবোঽপি বিয়দাদিবদুৎপদ্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯] ইত্যাদিভির্জ্জীবস্যোৎপত্তিপ্রতিষেধো হি শ্রূয়তে। আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩।] "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ। অতশ্চ নাত্মোৎপদ্যতে।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপদ্যতে? ইত্থমুপপদ্যতে—জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বাচ্চ। এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে। অতএব, আকাশাদির ন্যায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি (*)।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ? শ্রুতিই কারণ; কেন না, 'বিপশ্চিৎ ব্যক্তি জন্মেও না, মরেও না,' 'দুইটির মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়েই অজ (জন্মরহিত)' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে। [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—] 'যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক, এবং যিনি এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন', 'এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত (চিরকাল একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না' ইত্যাদি। [যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন হয় না।

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব স্থাপন।

ভাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে? হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে

(*) তাৎপর্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অনুৎপত্তিবাদ। (২) সংশয়—আকাশাদি জড় পদার্থের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবেরও নিশ্চয়ই উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয় না; কারণ, তদনুকূল কোন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য।

বিয়দাদিবদুৎপত্তিমত্ত্বমঙ্গীকৃতং স্যাৎ; নেত্যুচ্যতে; কার্য্যত্বং হি নাম একস্য দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্যাপ্যস্ত্যেব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ,—বিয়দাদেরচেতনস্য যাদৃশোঽন্যথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবস্য; জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসলক্ষণো জীবস্যান্যথাভাবঃ, বিয়দাদেস্তু স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণঃ। সেয়ং স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তির্জ্জীবে প্রতিষিধ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৄন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকং ভোক্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যতাং চ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকম্, ভোক্তৃগতঞ্চাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যত্বম্, নিরবদ্যত্বম্, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধিপত্বম্, বিশ্বস্য পতিত্বং চ প্রতিপাদ্য সর্ব্বাবস্থয়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি শরীরত্বম্, তস্য চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্; অতঃ সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্ম; তৎ কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্ত-ব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুশরীরং তিষ্ঠতি; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

অন্য বা অতিরিক্ত হইতে পারে না; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়]। ভাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল? [আমরা] বলিতেছি, না,—তাহা হয় না; কেননা, কার্য্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবশ্য, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন আকাশাদির যেরূপ অন্যথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্যথাভাব সেরূপ হয় না; কারণ, জীবের অন্যথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র; কিন্তু আকাশাদির অন্যথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্ত্তন ঘটে। এই স্বরূপান্যথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্যথাভাব নহে)।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতিপাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্ত্যাদি ভোক্তাতে প্রতিষেধ করিয়া, এবং ভোক্তৃগত পুরুষার্থের (সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিষেধ করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দ্দোষ, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতএব, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকায় সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত হন। বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণাবস্থ ব্রহ্ম;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্। তত্র কারণাবস্থস্য কার্য্যাবস্থাপত্তাবচিদংশস্য কারণাবস্থায়াং শব্দাদিবিহীনস্য ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমত্তয়া স্বরূপান্যথাভাবরূপবিকারো ভবতি। চিদংশস্য চ কর্ম্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায় তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি। উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রংশে তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি; কারণাবস্থায়া অবস্থান্তরাপত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ। অত এবৈকস্যাবস্থান্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩,৪] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তঃ—"যথা সোম্যৈকেন" ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ। ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-তত্তদ্দেহসম্বন্ধ-বিয়োগাভিপ্রায়াঃ জীবস্যোৎপত্তি-মরণবাদিন্যঃ "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজু০ অষ্ট০ ২] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অচিদংশবৎ স্বরূপান্যথাত্বাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিন্যো নিত্যত্ববাদিন্যশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদ্যাঃ "নিত্যো নিত্যানাম্" [শ্বেতা০ ৬।১৩] ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। স্বরূপান্যথাত্ব-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসরূপোভয়বিধানিষ্টবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ "স বা এষ মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশাপ্রাপ্ত চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন; তিনিই কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম। তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না; ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্যই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্য্যাবস্থায় ভোগার্হ-শব্দাদিরূপে অন্যথাভাবাত্মক বিকার ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্তাতেও আবার তাদৃশ অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটিয়া থাকে। আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার, তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান। অতএব একই বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া 'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,' এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে 'হে সোম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,' ইত্যাদি বাক্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক বিশেষ বিশেষ দেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিয়োগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক 'প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ। আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক ও নিত্যতাবোধক 'জন্মে না, মরে না', ইত্যাদি এবং 'নিত্যেরও নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাসম্পাদক' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিৎ-অংশের (জড়পদার্থের) ন্যায় ইহার স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না। পরতত্ত্ববিষয়ক 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোঽমরোঽমৃতো ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ। এবং সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে। “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি হি নামরূপবিভাগভাবাভাবাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি।

যে তু অবিদ্যোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি; সর্ব্বেঽপ্যেতে অবিদ্যা-শক্তেরুপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তীনাং চ প্রলয়কালেঽবস্থানেঽপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগাভাবাদেবোপপাদয়ন্তি। “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ।”

ব্রহ্ম', 'নিত্যেরও নিত্য' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাসরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বদা চেতনাচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে। 'সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল', এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সদ্ভাব ও অসদ্ভাবানুসারেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন।

কিন্তু, যাহারা—জীবকে অবিদ্যোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধি-কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তৃরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিদ্যাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*)।

(*) তাৎপর্য্য—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিসংবাদী নহে; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্ত্তমানের ন্যায় কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় না; তখনও সে সমস্তই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না মাত্র, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্ত্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃত্ব শক্তি অবিলুপ্তই থাকে; এবং প্রলয়কালে নিয়মন বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার সেই নিয়ন্তৃত্ব বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে; অর্থাৎ বর্ত্তমানের সমস্ত পদার্থই তখনও সূক্ষ্ম—শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে, কেবল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই দ্বৈতাভাব নিবন্ধন নহে।

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাৎ, উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রাভ্যাং জীবভেদস্য তৎকর্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বাভ্যুপগমাচ্চ। ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাদ্যবিদ্যয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহ্যতি, অন্যস্য পারমার্থিকানাদ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরাভাবাৎ। অপরস্য ব্রহ্মৈব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কর্ম্মফলানি চানিষ্টানি ভুঙ্‌ক্তে; নিয়ন্তুংশস্য ভোক্তৃত্বাভাবেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্মাদভিন্নং ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্‌ক্তে। অস্মাকং তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সর্ব্বদা-নিরস্তনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে; প্রকারভূত-চিদচিদ্বস্তুগতা অপুরুষার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩॥১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] 'কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দ্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ হয় না'। '[সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়।' এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ হন; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই। অপরের মতে (উক্ত তৃতীয় পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট কর্ম্মফলও ভোগ করেন। নিয়ন্তার ভোক্তৃতা না থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগ্‌ভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন [বলা হইয়াছে]। আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দোষসংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন। সমস্ত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অপ্রার্থনীয় দুঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষণীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে]; অতএব সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণ ॥৩॥]

জ্ঞাধিকরণম্।] জ্ঞোঽত এব ॥২॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই)।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব আত্মনো জ্ঞানবত্ত্বম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বদ্ধো মুক্তশ্চাত্মা জ্ঞঃ—জ্ঞাতৈব, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু 'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন', ইত্যাদি শ্রুতিই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্ঞাতাই বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপদ্যত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপ্যতে। কিং সুগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্? উত কণভুগভিমত-পাষাণকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্যগুণকম্? অথ জ্ঞাতৃত্বমেবাস্য স্বরূপম্? ইতি। কিং যুক্তম্? চিন্মাত্রমিতি; কুতঃ? তথা শ্রুতেঃ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে হি "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্য্যায়স্য স্থানে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি কাণ্বা অধীয়তে। তথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি০

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।—সুগত (বুদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্যই কি আত্মার স্বরূপ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক [অস্বাভাবিক) চৈতন্যগুণসম্পন্ন পাষাণাদি-তুল্য (*) জড়স্বরূপ? কিংবা জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু চৈতন্য-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই]। কারণ? যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে। কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাখীয় 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করত' এই স্থানে কাণ্বশাখীরা 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, 'বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) তাৎপর্য্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু পাষাণাদির ন্যায় অচেতন; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চৈতন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্য গুণ নহে, আগন্তুক অনিত্য। রামানুজের মতে চৈতন্যই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ; উভয়ের মতে এইমাত্র পার্থক্য।

আন০ ৫।১] ইতি কর্ত্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রূয়তে। স্মৃতিষু চ "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ" [বিষ্ণু০ পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিম্বাত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে। অপরস্তু জীবাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ স্বাভাবিকেঽভ্যুপগম্যমানে, তস্য সর্ব্বগতস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, করণানাঞ্চ বৈয়র্থ্যাৎ, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু সতোঽপ্যাত্মনশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ, জাগ্রতঃ সামগ্র্যাং সত্যাং জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদস্য ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি জ্ঞাতৃত্বম্ ; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্। সর্ব্বগতত্বং চাত্মনোঽবশ্যাভ্যুপেত্যম্, সর্ব্বত্র কার্য্যোপলব্ধেঃ সর্ব্বত্রাত্মনঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব কার্য্যসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ। শ্রুতিরপি সুষুপ্তিবেলায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি" [ছান্দো০ ৮।১১।২] ইতি। তথা মোক্ষদশায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি "ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]ইতি। 'জ্ঞান-

থাকেন', এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্ত্তৃভূত আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে। 'প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে। অপরে (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বগত সেই জীবের সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত, আর করণ অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত। বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিদ্যমান থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক। বিশেষতঃ জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সর্ব্বত্রই যখন তাহার কার্য্য দেখা যায়, তখন সর্ব্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; [সর্ব্বগত জীবের গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিভূত শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায় তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই। বিশেষতঃ শ্রুতিও সুষুপ্তিসময়ে তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'নিশ্চয়ই এই সুষুপ্ত ব্যক্তি এখন 'আমি হইতেছি অমুক' এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না' ইতি। এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না' ইতি। তবে যে, জীবকে 'জ্ঞানস্বরূপ' ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণা দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ ; এই অসাধারণভাব

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্তু জ্ঞানস্য তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“জ্ঞোঽত এব”।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃত্বস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ; কুতঃ? অতএব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি প্রকৃতা শ্রুতিঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে। তথা চ্ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-বাক্যে মুক্তামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা” “মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দো০ ৮।১২।৪,৫], “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।৭।১] “নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্” [ছান্দো০ ৮।১২।৩], অন্যত্রাপি “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি” [ছান্দো০ ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম আত্মা” ইতি পৃষ্ট্বা “যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [বৃহদা০

সূচনার জন্য গুণকেই গুণিরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*)।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে, এবং জড়স্বরূপও নহে। কারণ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ শ্রুতিই কারণ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” এই সূত্রে যে শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা হইতেছে। এইরূপ চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন (অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, [আত্মা] মনের সাহায্যে সে সমুদয় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, ‘[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, ‘আত্মসমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি। অন্যত্রও আছে—‘পশ্য অর্থাৎ আত্মদর্শী কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে?’ এই প্রশ্নের পর বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘জ্ঞাধিকরণ’টী উনিশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবত্ত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব। (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ? কিংবা জ্ঞানবান্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান্ নহে। (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ; এই জন্যই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় তাহার জ্ঞান থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান্ জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে।

৬।৩।৭।] ইতি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"] বৃহদা০ ৬।৫।১৫] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ", তথা "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" [প্রশ্ন০ ৪।৯] "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ" [প্রশ্ন০ ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্তূক্তং জ্ঞাতৃত্বে স্বাভাবিকে সতি সর্ব্বগতস্য তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি ; তত্রোচ্যতে—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের)।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি "শ্রুতেঃ" ইত্যনুবর্ত্ততে। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।" "যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যাদিষু জীবস্য দেহাদুৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্য চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্য চ অস্মিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ শ্রূয়তে; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

'মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রপথে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়'। 'যে সমস্ত কর্ম্মী পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন', 'সে স্থান হইতে আবার কর্ম্ম করিবার জন্য এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন'। এই সমস্ত শ্রুতিতে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন অভিহিত আছে ; সুতরাং জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে', 'এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, আস্বাদনকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা', 'এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা অংশ' (*) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই সর্ব্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে ; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"উৎক্রান্তি" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—কলা অর্থ অংশ ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার ; এইজন্য পুরুষকে 'ষোড়শকল' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—"স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নম্ অন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ," (৬।৪)। অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র (বেদত্রয়), কর্ম্ম (যাগাদি) ও লোক সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন। এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত ষোলটি পদার্থকে পুরুষাশ্রিত 'কলা' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে ॥

নায়ং সর্ব্বগতঃ, অপিতু অণুরেবায়মাত্মা; কুতঃ? উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং শ্রুতেঃ। উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রূয়তে—"তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি। গতিরপি—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি [কৌষী০ ১।২] ইতি। আগতিরপি—"তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইতি। বিভুত্বে হ্যেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপদ্যেরন্ ॥২॥৩॥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির)।]

[সরলার্থঃ—সূত্রে চ-শব্দোঽবধারণার্থঃ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধধ্বংসাদিনিবন্ধনং কথঞ্চিৎ উৎক্রান্তেরুপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্; তস্মাদপি অণুরাত্মেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

আত্মা সর্ব্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কাজেই আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাত্মা সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে; পরন্তু এই আত্মা অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই) বটে; কারণ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ 'এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (হৃদয়াগ্র-পথে) অথবা, চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অন্য কোনও শরীরাবয়ব হইতে (*) নির্গত হয়,' এখানে জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে; 'যে কেহ (কর্ম্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন' এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং 'সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার জন্য এই লোকাভিমুখে আগমন করেন', এই স্থলে আবার আগমনও শোনা যাইতেছে। জীবের বিভুত্বপক্ষে (সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়া-গুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহা দেহ হইতে জীবাত্মার নির্গমন কালের কথা। এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে এইরূপ বর্ণিত আছে,—যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন আত্মার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত হইয়া যায় এবং জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয়ের অগ্রভাগ উদ্ভাসিত হইতে থাকে; এই হৃদয়াগ্রভাগকে 'নাড়ীমুখ'ও বলা হয়। তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশময় করিয়া তাহা দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা আদিত্যমণ্ডলে গমনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কর্ম্মের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহারা চক্ষু দ্বারা, যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা মূর্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) দ্বারা, এবং অপরে নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পথেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে ॥

চ-শব্দোঽবধারণে। যদ্যপি শরীরবিয়োগরূপত্বেনোৎক্রান্তিঃ স্থিত-স্যাপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপদ্যতে; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে; অতস্তে স্বাত্মনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩॥২১॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছ্রুতেঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাৎ (অন্যের প্রসঙ্গবশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যুপক্রমে "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যত্র জীবাত্মনঃ অতচ্ছ্রুতেঃ—অণুত্ববিপরীতমহত্ত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কুতঃ? ইতরাধি-কারাৎ—জীবেতরস্য পরমাত্মনঃ তত্র অধিকারাৎ, "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইতি হি মধ্যে যঃ পরমাত্মা প্রস্তুতঃ, তস্যৈব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, 'এই যে বিজ্ঞানময়' এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, 'সেই এই আত্মা মহান্ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত।' এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্ত্বের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, এখানে অপরেরই (পরমাত্মারই) অধিকার হইয়াছে; অর্থাৎ "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ", এই কথার পরে পরমাত্মার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 'মহান্ অজ আত্মা' বাক্যেও সেই পরমাত্মাকেই বিশেষিত করিয়া বলা হইয়াছে; জীবকে বলা হয় নাই; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহানজ আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্ত্বশ্রুতেঃ নাণুর্জীব

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত। যদিও সর্ব্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্য্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না; ঐ দুইটি কার্য্য তাহাকে নিজেই সম্পাদন করিতে হইবে; অতএব আত্মা সর্ব্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

'ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্ত্তী এই যে বিজ্ঞানময়' এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা' এই স্থানে আত্মার মহত্ত্বশ্রুতিথাকায় যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা মৃত্যুকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য, কিন্তু জীবদবস্থায় দেহের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, মৃত্যু সময়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; এই সম্বন্ধ ধ্বংসই তাহার 'উৎক্রান্তি' বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না। এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, চন্দ্রলোকে গমন এবং সেখান হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মার নিজেকেই করিতে হইবে, সেখানে আর আপেক্ষিক বলিলে চলিবে কিরূপে।

ইতি চেৎ ; ন, ইতরাধিকারাৎ—জীবাদিতরস্য প্রাজ্ঞস্য তত্রাধিকারাৎ ;—যদ্যপ্যুপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহত্ত্বম্, ন জীবস্য ॥২॥৩॥২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাং (অণুবোধক শব্দ ও অল্প পরিমাণ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্বশব্দেন সাক্ষাৎ অণুশব্দেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ অণুরেব বেদিতব্যঃ। স্বশব্দস্তাবৎ—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" ইত্যণুশব্দঃ; উন্মানং চ—"আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যারাগ্রপরিমাণশ্রবণম্। এতাভ্যামপি হেতুভ্যাং জীবস্যাণুত্বং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥

'অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে', এই স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুত্ববোধক শব্দ আছে এবং 'এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়াছে' এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। [চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের নাম 'আরা'] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রূয়তে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" [মুণ্ড০ ৩।১।৯] ইতি। উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্ ; অণুসদৃশং বস্তূদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্য শ্রূয়তে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৯] ইতি ; "আরাগ্র-

---

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মারই অধিকার (সম্বন্ধ বা বর্ণনা) রহিয়াছে। যদিও উপক্রমে জীবই শ্রুত হইয়াছে সত্য, তথাপি 'প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা যাহার বিজ্ঞাত হইতেছে' এই মধ্যবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইতেছেন ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উক্ত মহত্ত্বও তাঁহার সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, কথনই জীবের সম্বন্ধে নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিশেষতঃ, 'প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে (জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,' এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুপরিমাণ শ্রুত হইতেছে। উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা। তন্নির্দ্দেশক শ্রুতি যথা—'কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (সূক্ষ্ম) জানিতে হইবে',

মাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৮] ইতি চ। অতোঽণুরেবায়-মাত্মা ॥২॥৩॥২৩॥

অথ স্যাৎ—আত্মনোঽণুত্বে সকলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপদ্যত ইতি ; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্যাণুপরিমাণত্বে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—"অবিরোধঃ" ইত্যাদিনা। জীবস্যাণুত্বেঽপি সর্ব্বাবয়ব-বেদনানুভবো ন বিরুধ্যতে, চন্দনবৎ ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থোঽপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিক মনুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আহ্লাদ উৎপাদনকরে, ঠিক তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩॥২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দ্দেহৈকদেশবর্ত্ত্যপি সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং জনয়তি, তদ্বদাত্মাঽপি দেহৈকদেশবর্ত্তী সকলদেশবর্ত্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩॥২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অভ্যুপগমাৎ (স্বীকৃত হওয়ায়) হৃদি (হৃৎপদ্মমধ্যে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্য বৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ [তথাভাবঃ], ইতি চেৎ ; তন্ন, কুতঃ ? হৃদি হৃৎপদ্মমধ্যে এব অভ্যুপগমাৎ জীবাবস্থানস্য ; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্য-মিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব সঙ্গত হইতে পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে ; [সুতরাং চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩॥২৫॥]

'আত্মা মহান্ হইলেও আরার (চর্ম্মভেদক অস্ত্রের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে।' অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩॥২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদের্দেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্তু তন্ন বিদ্যত ইতি চেৎ, ন ; আত্মনোঽপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যুপগমাৎ ; হৃদয়-দেশে হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ শ্রূয়তে—"হৃদি হ্যয়মাত্মা, তত্রৈকশতং নাড়ীনাম্" [প্রশ্ন০ ৩।৬] ইতি ; তথা "কতম আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃত্য "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইতি আত্মনো দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ ; ন তু চন্দনস্য দেশবিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্ত্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্ত্তিনোঽপি সকলদেহব্যাপিত্বে নিদর্শনমাহ—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি। প্রদীপাদ্যালোকো যথা একদেশগতোঽপি প্রভয়া অনেকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি একদেশগতোঽপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা দেহৈকদেশে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইবে॥২॥৩॥২৬॥]

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনা [একই সময়ে দুঃখাদির অনুভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না ; অপরের মতাবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন "অবিরোধঃ" ইত্যাদি।

শ্বেতচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আহ্লাদ উৎপাদন করে, তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা অনুভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৪॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে ; সুতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য থাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ বিশেষ কিছু নাই ? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। যথা—'এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে।' সেইরূপ 'কোনটি আত্মা ?' এইরূপ উপক্রম করিয়া [বলিয়াছেন যে,] 'প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, যাহা হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ।' আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই সূত্রে চন্দনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের ন্যায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৫॥

এখন একদেশবর্ত্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি।

'বা'-শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ ; আলোকবৎ—যথা মণি-দ্যুমণিপ্রভৃতীনামেকদেশবর্ত্তিনাম্ আলোকোঽনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থস্যাত্মনো জ্ঞানং সকল-দেহং ব্যাপ্য বর্ত্ততে ; জ্ঞাতুঃ প্রভাস্থানীয়স্য জ্ঞানস্য স্বাশ্রয়াদন্যত্র বৃত্তির্মণি-প্রভাবদুপপদ্যত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩॥২৬॥

নন্বুক্তং (*) জ্ঞানমাত্রমেবাত্মেতি ; তৎ কথং জ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গুণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের ন্যায়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণস্য গন্ধস্য যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্‌ভাবেনাপি অবস্থিতিরুপলভ্যতে, তথা আত্মগুণস্যাপি জ্ঞানস্য আত্মনো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ। তথা চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি। অত্রহি জ্ঞাতুঃ পুরুষস্য জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন ততো জ্ঞানস্য ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে যেরূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, 'এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩॥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধস্য গুণত্বেনোপলভ্যমানস্য ততো ব্যতিরেকঃ ; তথা

পরমত-নিষেধার্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোকের ন্যায় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন, একস্থানবর্ত্তী মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়, হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহ ব্যাপীয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মণিপ্রভার ন্যায়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রভাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্যত্রও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩॥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি 'আমি

(*) বিজ্ঞানমাত্রম, ইতি ক পাঠঃ।

জানামীতি জ্ঞাতৃগুণত্বেন প্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্যাত্মনো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*)। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—"জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জানাতীত্যনুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু 'নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, 'আমি জানিতেছি' এই অনুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু 'জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না' এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কথনেও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

স্বশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিশ্যতে "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যদুক্তং "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।২২], "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" [তৈত্তি০ আন০ ৫।১], "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ" (†) [বিষ্ণু পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিশ্যতে ইতি, তত্রাহ—

তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্গুণসারত্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত গুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার ন্যায়।)]

[সরলার্থঃ—ননু আত্মনো জ্ঞান-গুণকত্বে 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশো নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—'তদ্গুণসারত্বাৎ' ইতি।

তদ্গুণসারত্বাৎ—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানং যস্য, তস্য ভাবঃ তদ্গুণসারত্বম্, তস্মাৎ হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—"সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশঃ, অন্যথা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জ্ঞান যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি স্থলে তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই আত্মার সার বা প্রধান, এইজন্যই আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

(*) ব্যতিরেকসিদ্ধিং দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ, ইতি 'ক' পাঠঃ।　(†) নির্ম্মলম্ 'ইত্যন্তঃ 'গ' ঘ' পাঠঃ।

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; তদ্‌গুণসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-গুণসারত্বাৎ আত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ। বিজ্ঞানমেবাস্য সারভূতো গুণঃ, যথা প্রাজ্ঞস্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে—"যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭।১] "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" [তৈত্তি০ ভৃগু০ ৬।১] ইতি। প্রাজ্ঞস্য হ্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৮।৪], "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" [তৈত্তি০ আন০ ৯।১] ইতি, যথা বা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-শব্দেন ব্যপদেশঃ। "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০ আন০ ১।১।২], "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইতি বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি' এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে। 'এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে—জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিও সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কথনই বিলুপ্ত হয় না,' এই শ্রুতিতে ব্যতিরেক-বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন', 'যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ করেন', এবং 'প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদ্‌গুণসারত্বাৎ" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে। তদ্‌গুণসারত্ব অর্থ—যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—'এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত', 'আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন।' প্রাজ্ঞ পরমাত্মারও আনন্দই সারভূত গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—'তাহা [হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ', 'ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না', অথবা, যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', এখানে বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, [তেমনি] 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত', 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ', ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু দর্শনের মতেই গন্ধকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবীর গন্ধই নানাবিধ সংযোগের ফলে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় মাত্র।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্ত্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমনিয়তবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানং বিহায় আত্মনঃ বর্ত্তিতুমশক্যত্বাদপীত্যর্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবতি বহ্ন্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্য অগ্নিকে 'প্রকাশ' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিধর্ম্মত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ ষণ্ডাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন গৌরিতি ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোঽপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩॥৩০॥

যচ্চোক্তং সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানস্য ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—শুক্রাদির ন্যায়) তু (কিন্তু) অস্য (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিদ্যমানের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব)।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানস্যাদর্শনাৎ তস্য যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—'পুংস্ত্বাদিবৎ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত্যাদৌ সতঃ সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানস্যৈব জ্ঞানস্য জাগরাদৌ অভিব্যক্তিযোগাৎ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্ত্বাদিবৎ—পুংস্ত্বং যথা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সদেব যৌবনে অভিব্যজ্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ।

বাল্য বয়সে পুরুষত্ব (শুক্রাদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্ব্বার অভিব্যক্ত হয় মাত্র; সুতরাং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আত্মগুণত্ব ব্যাহত হয় না ॥২॥৩॥৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহভাবী ধর্ম্ম বা গুণ, সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না। সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি ষণ্ড (ষাঁড়)

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদিষ্বপি বিদ্যমানস্য জাগর্য্যাদিষ্বভিব্যক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বোপপত্তিঃ; পুংস্ত্বাদিবৎ—যথা পুংস্ত্বাদ্যসাধারণস্য ধাতোর্বাল্যাবস্থায়াং সতোঽপ্যনভিব্যক্তস্য যুবত্বেঽভিব্যক্তৌ পুংসস্তদ্বত্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি। সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্য স্বরূপানুবন্ধি—"তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্" [গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যপদেশাৎ। সুষুপ্ত্যাদিষ্বপ্যয়মর্থঃ প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্; তস্য বিদ্যমানস্য জ্ঞানস্য বিষয়গোচরত্বং জাগর্যাদাবুপলভ্যতে। এতে চাত্মনো জ্ঞাতৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রাগেবোপপাদিতাঃ; অতো জ্ঞাতৃত্বমেব জীবাত্মনঃ স্বরূপম্; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ। "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্য জ্ঞানাভাব উচ্যতে; অপি তু "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি"

প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী, অর্থাৎ যতকাল যণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোত্বের সত্তাও ততকাল; এই কারণে গোত্বাদিধর্ম্মবোধক শব্দেও যণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ; এই কারণেও বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২॥৩॥৩০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান কখনই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুংস্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদি।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র; সুতরাং তাহার স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে। পুংস্ত্বাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (যাহার অভাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বাল্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে আবার অভিব্যক্ত হয়। সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে, [ইহাও তদ্রূপ]। সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও 'এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতেই জানা যায়। আর সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, 'অহং' পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র। আত্মার যে, এই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই আত্মার স্বরূপানুগত ধর্ম্ম; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে)। 'মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না', এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু ['জীব] এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়', এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইতি সংসারদশায়াং যৎ ভূতানুবিধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্ম-নাশাদিদর্শনম্, তৎ মুক্তস্য ন বিদ্যতে—"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্, সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্" "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" [ছান্দো০ ৮।১২।৩,৫] ইত্যাদিশ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্ব্বগতত্বে দূষণমাহ—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২॥৩॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (সর্ব্বদাই বিষয়োপলব্ধি ও তাহার অভাব হইবার সম্ভাবনা) অন্যতরনিয়মঃ (কেবলই উপলব্ধি, বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম) বা (অথবা) অন্যথা (এরূপ না হইলে)।]

[সরলার্থঃ—অন্যথা—আত্মনঃ সর্ব্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ—নিত্যং যুগপদেব উপলব্ধ্যনুপলব্ধী প্রসজ্যেয়াতাম্, অথবা অন্যতরনিয়মঃ—উপলব্ধিরেব বা, অনুপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, যদি বা অনুপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, তদা আত্মনঃ সর্ব্বদা সত্ত্বাৎ সর্ব্বদৈব উপলব্ধিঃ অনুপ-লব্ধির্বা প্রসজ্যেত ; নতু কদাচিদুপলব্ধিঃ, কদাচিদনুপলব্ধির্বা। উভয়হেতুত্বে চ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী যুগদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্ব্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্ অণুশ্চেত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি সর্ব্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না। অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩॥৩২॥]

ভূতানুগত্য নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না, এই কথাই উক্ত হইতেছে ; কারণ, তাহা হইলেই 'জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না ; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না ; কেবল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন', ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥৩॥৩১॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্ব্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি।

অন্যথা—সর্ব্বগতত্বপক্ষে তস্য জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী সহৈব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ, অনুপলব্ধিরেব বা। এতদুক্তং ভবতি—লোকে তাবদ্ বর্ত্তমানয়োরাত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্ব্বগতো হেতুঃ স্যাৎ,—উপলব্ধেরেব বা, অনুপলব্ধেরেব বা। উভয়হেতুত্বে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত; যদ্যুপলব্ধেরেব, সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রানুপলম্ভো ন স্যাৎ। অথানুপলব্ধেরেব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধির্ন স্যাৎ—ইতি। অস্মাকং শরীরস্যান্তরেবাবস্থিতত্বাদাত্মনস্তত্রৈবোপলব্ধির্নান্যত্রেতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। করণায়ত্তোপলব্ধিরপি সর্ব্বেষামাত্মনাং সর্ব্বগতত্বেন সর্ব্বৈঃ করণৈঃ সর্ব্বদা সংযুক্তত্বাৎ অদৃষ্টাদেরপ্যনিয়মাদুক্তদোষঃ সমানঃ ॥২॥৩॥৩২॥ [৪র্থ জ্ঞাধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে সর্ব্বদাই একসঙ্গে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে। উভয়ই হইতে পারে না এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্ব্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই আত্মা যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়. অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উভয়েরই (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসক্তি হয়। আর যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলব্ধি) হইতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপলব্ধি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*)। আমাদের মতে (আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানগুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবে, অন্যত্র হইবে না ; সুতরাং উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে। [পরমতে] বিষয়োপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়াধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্ব্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না. তখন এই পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (†) ॥২॥৩॥৩২॥　　[চতুর্থ জ্ঞাধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—সময়বিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়েরই হেতু ? (২) কিংবা কেবল উপলব্ধিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে এক সময়েই আত্মার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়ই ঘটিতে পারে ; অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই উপলব্ধি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি বা অজ্ঞান থাকিতে পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও জ্ঞানগুণবান্ বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না।

(†) তাৎপর্য্য—যাহাদের মতে আত্মা অণুপরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়টী উপলব্ধির বিষয়

কর্ত্রধিকরণম্।] **কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২॥৩॥৩৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—কর্ত্তা (কর্ত্তা) শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য)।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জ্ঞাতা অণুশ্চেতি স্থিতম্; ইদানীং তস্য কর্ত্তৃত্বমপি ব্যবস্থাপ্যতে—"কর্ত্তা" ইত্যাদিনা।

শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবান্ চ মন্তব্যঃ, অন্যথা 'ইদং কর্ত্তব্যম্, ইদং ন কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ আনর্থক্যমেব প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্ব্বে আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—"কর্ত্তা" ইত্যাদি।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্ত্তাও বটে; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

পূর্ব্বপক্ষে আত্মনঃ অকর্ত্তৃত্বম্।]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাণুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; ইদানীং কিং স এব কর্ত্তা? উত স্বয়মকর্ত্তৈব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্ত্তৃত্বমাত্মন্যধ্যস্যতি? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? অকর্ত্তৈবাত্মেতি; কুতঃ? আত্মনো হ্যকর্ত্তৃত্বম্, গুণানামেব চ কর্ত্তৃত্ব-

---

পূর্ব্বপক্ষ—আত্মার অকর্ত্তৃত্ব।

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্ত্তা? অথবা নিজে অকর্ত্তা হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্ত্তৃত্বধর্ম্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র? (*)। [কোন্ পক্ষটি] যুক্তিযুক্ত? আত্মা

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু যাহাদের মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহাদের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্ব্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধিগোচর হইতে পারে। অদৃষ্টকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মকেও) উহার বিচ্ছেদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; সুতরাং অদৃষ্টকেও উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিয়ামক বলিতে পারা যায় না।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কর্ত্রধিকরণ,' ইহা ৩৩শ হইতে ৩৯শ পর্য্যন্ত নয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্ত্তৃত্ববাদ। (২) সংশয়—কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি আত্মার? কিংবা প্রকৃতির? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। (৪) উত্তর—না কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি আত্মারই বটে, প্রকৃতির নহে; আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বৃথা হইয়া যায়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব আত্মাই কর্ত্তা, এবং তাহার প্রতিই বিধিনিষেধপ্রয়োগ; আত্মা তদনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেষু শ্রূয়তে। তথাহি কঠবল্লীষু জীবস্য "ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্ব্বং প্রকৃতিধর্ম্মং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে" [কঠ০ ২।১৯]

ইতি। হন্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ। তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবস্যাকর্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্তৃত্বাভিমানস্তু ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে" [গীতা০ ৩।২৭]

"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি।" [গীতা০ ১৪ ১৯]

"কার্য্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" [গীতা০ ১৩।২০]

ইতি চ। অতঃ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্তৃত্বমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি।

অকর্ত্তা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্তৃত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে। দেখ, কঠোপনিষদে 'জন্মে না; মরে না' ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্তৃত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—'হন্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহারা উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না'; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হন্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না। স্বয়ং ভগবান্ই এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্তৃত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্তৃত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—'প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক 'আমি করিতেছি' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে'। 'দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্তারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ত্রিগুণেরই কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকেন', 'কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখ-দুঃখ-ভোগের কর্তৃত্বে পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন', ইতি। অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্তৃত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।"

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাৎ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্য্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘটে] ।]

[সরলার্থঃ—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্ত্তা মন্তব্যঃ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দ্দিশ্যতে, অপিতু বুদ্ধিরেব; তর্হি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—'বিজ্ঞানম্' ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥

'বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াথাকেন,' ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্ত্তা, বুদ্ধি কর্ত্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি° আন° ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্ত্তা। বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ 'বিজ্ঞানেন' ইতি করণবিভক্তি-নির্দ্দেশঃ স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলব্ধিবৎ (অনুভূতির ন্যায়) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে যথা উপলব্ধেরনিয়মো দোষ উক্তঃ, তদ্বৎ কর্তৃরূপায়াঃ প্রকৃতেরপি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ্যাৎ তৎকৃতানি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষেণ ভোগায় স্যুঃ, পক্ষান্তরে কস্যাপি বা ন স্যুঃ, ভোগাভোগহেত্বোঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কর্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে; কারণ, প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

আত্মনোঽকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভুত্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ; তদ্বদাত্মনোঽকর্তৃত্বে প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তস্যাঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষাং ভোগায় স্যুঃ, নৈব বা কস্যচিৎ। আত্মনাং বিভুত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্। অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপদ্যতে, যদায়ত্তা ব্যবস্থা স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্য্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে হি অকর্ত্তুশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃরূপায়া বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বশক্তির্ভবিতুমর্হতি; সুতরাং ভোক্তৃত্বশক্তেরপি বিপর্য্যয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি কর্ত্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃরূপা বুদ্ধির পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয়; সুতরাং ভোক্তৃত্ব-শক্তিরও বিপর্য্যয় হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বানুপপত্তের্ভোক্তৃত্বশক্তিরপি তস্যা এব স্যাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃত্বশক্তির্হীয়েত। ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধেরেব

'বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,' এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার নির্দ্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন 'বিজ্ঞানং' স্থলে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দ্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার বিভুত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে। প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ সর্ব্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে; না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না। আর সকল আত্মাকেই যখন বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এই জন্যই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয় না, যাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটিতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্বশক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে; সুতরাং আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ

সম্পদ্যত ইতি আত্মসদ্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্যাৎ। "পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" [সাংখ্যকারিকা০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্য সমাধেরপি সৈব কর্ত্রী ভবেৎ; সমাধিশ্চ—'প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মি' ইত্যেবংরূপঃ, ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধিঃ 'প্রকৃতেরন্যাঽহমস্মি' ইতি সমাধাতুং শক্নোতি; তস্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্রী স্যাৎ। স চ সমাধিঃ 'প্রকৃতেরন্যোঽস্মি' ইত্যেবংরূপঃ; ন চ প্রকৃতেরন্যোঽস্মীতি প্রকৃতিঃ সমাধাতুমলম্। অতোঽপ্যাত্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সদ্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ', (*) ইহাই হইতেছে তাহাদের (সাংখ্যবাদিগণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্রী হইবে। সেই সমাধির আকারও 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

(*) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ বা চিন্ময় ও অকর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি বুদ্ধির নিজস্ব, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। উক্ত আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য সাংখ্যে অনেকগুলি হেতু বা যুক্তি উপন্যস্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'ভোক্তৃভাবাৎ' একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি? না, ভোক্তৃত্বই প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, ভোক্তার জন্যই ভোগ্যের সৃষ্টি; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক; সেই ভোক্তাও যদি আবার বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্যও আবার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার জন্যও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে, তন্নিবারণার্থ স্বতন্ত্র একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অন্য-কৃত কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিলে জগতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইত; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া

নন্বাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বেঽভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বান্নোপরমেত, ইত্যত্রাহ—

যথা চ তক্ষোভয়থা ।।২।।৩।।৩৯।।

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সূত্রধর) উভয়থা (উভয় প্রকার)।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী সূত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোঽপি কর্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়থা বর্ত্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কর্ম্মসু উভয়থা ব্যবস্থা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিশ্চ উপপদ্যতে। বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে তু অচেতনতয়া তস্যা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়থা ব্যবস্থা নোপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—সূত্রধর যেমন কার্য্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেমনি চেতন আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্রবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোঽপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু নেচ্ছতি, তদা ন করোতি। যথা তক্ষা বাশ্যাদিকরণসন্নিধানেঽপি ইচ্ছানুগুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ। বুদ্ধেস্তু অচেতনায়াঃ কর্ত্তৃত্বে তস্যাঃ ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বমেব স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমং কর্ত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কখনই তাহার কর্ত্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদুত্তরে বলিতেছেন—"যথা চ" ইত্যাদি।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা না করে, তখন করে না। যেমন তক্ষা (সূত্রধর) বাইশ্ প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন সন্নিহিত থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না। কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইলে তাহার কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে, কখনও কর্ত্তৃত্বের বিরাম হইতে পারে না। ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চম কর্ত্রধিকরণ ॥ ৫ ॥]

স্বীকার করিতে হয়। এখন আত্মা যদি কর্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কর্ত্রী হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধিকেই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ; কাজেই ভোক্তৃত্বের অনুপপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ হইবে ; এইজন্যই ভাষ্যকার, ভোক্তৃত্বের অভাবে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসম্ভাব আশঙ্কা করিয়াছেন ॥

পরায়ত্তাধিকরণম্।] **পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥**

[পদচ্ছেদঃ—পরাৎ (পরমাত্মা হইতে) তু (কিন্তু) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ক শ্রুতি হইতে)।]

[জীবস্য কর্ত্তৃত্বং কিং পরায়ত্তম্? উত স্বায়ত্তম্? ইতি শঙ্কায়াং পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাহ—"পরাৎ" ইত্যাদি। জীবস্য কর্তৃত্বং তু পরাৎ পরমাত্মন এব নিষ্পদ্যতে, নতু স্বতঃ; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদৌ জীবকর্ত্তৃত্বস্য পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্ত্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বভাবতঃ নহে। কারণ? যেহেতু 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্য্যামিরূপে শাসন করিয়া থাকেন।' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবস্য কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যেণ? উত পরমাত্মায়ত্তম্? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? স্বাতন্ত্র্যেণেতি। পরমাত্মায়ত্তত্বে হি বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত। যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশক্তঃ, স এব নিযোজ্যো ভবতি। অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণাস্য কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; তৎ কর্তৃত্বম্ অস্য জীবস্য পরাৎ – পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি স্বায়ত্ত? অথবা পরমেশ্বরায়ত্ত? কি পাওয়া গেল? স্বায়ত্তই বটে; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে। যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিয়োগার্হ হইয়া থাকেন; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্ত্তৃত্ব; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" (*)।

'তু' শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। জীবের যে সেই কর্ত্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পরায়ত্তাধিকরণ'। ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্ত্তৃত্ব। (২) সংশয়—জীবের সেই কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধক শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে। (৪) উত্তর—না—জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—জীবের কর্ত্তৃত্ব সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই অধীন, সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাজ্য॥

এব হেতোর্ভবতি; কুতঃ? শ্রুতেঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি। স্মৃতিরপি—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।" [গীতা০ ১৫।১৫],
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নন্বেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টানুযায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈরর্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্য)।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতশুভাশুভকর্ম্মসাপেক্ষঃ সন্ জীবং কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে। এবমেব হি সতি জীবং প্রতি বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যং নৈষ্ফল্যং ন ভবতি। 'আদি'-শব্দেন নিগ্রহানুগ্রহাদিপরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূর্ব্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ? 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন।' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—'আমিই সকলের হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে।' 'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়া দ্বারা পরিভ্রামিত করত সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন' ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত হইলে [জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়] বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ" ইত্যাদি।

সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্ত্তয়তি। পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্য প্রবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতৎ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ। আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে। যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে পরস্বত্বাপাদনম্ অন্যতরানুমতিমন্তরেণ নোপপদ্যতে; (*) অথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বস্যৈব ভবতি। পাপকর্ম্মসু নিবর্ত্তনশক্তস্যাপ্যনুমন্তৃত্বং ন নির্দয়ত্বমাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্।

নন্বেবম্ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি" [কৌষী৽

অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা অনুকূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। ইহা কোন প্রমাণ হইতে জানা যায়? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে [জানা যায়]। 'আদি' শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে। যেমন উভয়ের সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে অন্যতরের (স্বত্বাধিকারী দুই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি দ্বারাই সেই দানফল ভোগ করিয়া থাকে (†), ইহাও তদ্রূপ। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পাপকর্ম্মে অনুমতি প্রদান করায় যে, নির্দ্দয়ত্ব দোষ হয় না, তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ভাল, এরূপ হইলে, 'ইনিই (ঈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(*) তথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতেতি তৎফলং তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যক। এই জন্য একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রথমোক্ত দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই উক্ত দান-ফলের অধিকারী হয়; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে; সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কাজেই ফলভোগেও তাহারই সংপূর্ণ অধিকার। তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই দয়াপরবশ হইয়া পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, এই জন্য এখানে প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী মাত্র।

৩।৯] ইত্যুন্নিনীষয়া অধোনিনীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়তীত্যেতৎ নোপপদ্যতে। উচ্যতে—এতন্ন সর্ব্বসাধারণম্, যস্তু অতিমাত্রপরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তমনুগৃহ্নন্ ভগবান্ স্বয়মেব স্বপ্রাপ্ত্যুপায়েষ্বতিকল্যাণেষু কর্ম্মস্বেব রুচিং জনয়তি। যশ্চ অতিমাত্রপ্রাতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তং নিগৃহ্নন্ (*) স্বপ্রাপ্তি-বিরোধিষ্বধোগতিসাধনেষু কর্ম্মসু রুচিং জনয়তি। যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ" [গীতা০ ১০।৮] ইত্যারভ্য
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা" [গীতা০ ১০।১১] ইতি।

তথা "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্"। [গীতা০ ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন', এই যে, ঊর্দ্ধে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় (ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছায়) তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সঙ্গত হইতেছে না। [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সর্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই সমান নহে; পরন্তু যে লোক সর্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাঁহারই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কর্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। আর যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কর্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ংই যাহা বলিয়াছেন—'আমিই সর্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমা হইতেই সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনাকারী সেই সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে।' 'তাহাদের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই আমি তাহাদের আত্মারূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি।' এইরূপ,—'সেই নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (ঈশ্বরে অনাশ্রিত—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) 'গ' পুস্তকেতু 'নিগৃহ্নন্' ইতি পাঠো নোপলভ্যতে। তথা 'রুচিং জনয়তি' স্থলে 'সঞ্জয়তি' ইতি পাঠশ্চ উপলভ্যতে।

"মামাত্ম-পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ"। [গীতা০ ১৬।১৮]

ইত্যন্তমুক্ত্বা—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু" ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]

ইত্যুক্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধিকরণম্।] **অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥**

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দ্দেশ হেতু) অন্যথা (প্রকারান্তরে , চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিত্বং (দাশ ও কিতবাদিভাব) অধীয়তে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ)।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাত্মনোঽংশঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুমাহ—"অংশঃ" ইত্যাদি।

জীবঃ খলু পরমাত্মনঃ অংশ এব, কুতঃ ? ভেদব্যপদেশাৎ—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাত্মনোঃ ভেদ উপদিশ্যতে; অন্যথা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাত্মনোরভেদোঽপি ব্যপদিশ্যতে। অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিত্বম্ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ পুনঃ" ইত্যাদৌ দাশভাবং কিতবাদিভাবঞ্চ ব্রহ্মণঃ অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষশ্চ দ্বয়মপি উপপদ্যতে; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মশরীরতয়া চাভেদ ইতি ভাবঃ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাত্মারই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব পরমাত্মারই অংশ; যেহেতু শ্রুতিতে তাহার ভেদনির্দ্দেশও আছে, আবার অন্যথা—অন্যপ্রকারে—অভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। জীবকে পরমাত্মার অংশ বলিলে ভেদাভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব নির্দ্দেশ করায় অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; সুতরাং জীবকে পরমাত্মার অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঈশ্বর-শূন্য বলিয়া থাকেন', এই হইতে—'নিজের ও পরের দেহে (অবস্থিত) আমাকে সর্ব্বতোভাবে দ্বেষ করতঃ অসূয়া করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির দোষাবিষ্কারের নাম অসূয়া)।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'দ্বেষকারী ক্রূরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আমি নিরন্তর সংসারে অশুভময় আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি' ॥২॥৩॥৪১॥

জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিত্যুক্তম্; ইদানীং কিময়ং জীবঃ পরস্মাদত্যন্তভিন্নঃ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যবচ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ? ইতি সংশয্যতে; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। ননু "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্ম০সূ ২।১।১৫,২২] ইত্যত্রৈবায়মর্থো নির্ণীতঃ। সত্যম্; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেন বিশেষতো নির্ণীয়তে; যাবদ্ধি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবস্য ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, ব্রহ্মণস্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? অত্যন্তভিন্ন ইতি; কুতঃ? "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতা০ ১।৯] ইত্যাদিভেদনির্দ্দেশাৎ। জ্ঞাজ্ঞয়োরভেদশ্রুতয়স্তু 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদনাদৌপচারিক্যঃ। ব্রহ্মণোঽংশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, একবস্ত্বেকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদ্‌গতা দোষা ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ; খণ্ডনান-

---

জীবের কর্ত্তৃত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই? কিংবা উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ সংশয় হইতেছে। ভাল, "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" এই সূত্রদ্বয়েই ত এবিষয় নির্ণীত হইয়াছে; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য; কিন্তু নানাত্ব ও একত্ব-বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বিষয়টিই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই উপপত্তি বা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এখন কি পাওয়া গেল? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির হইল? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে; কারণ? 'দুইটি আত্মাই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও ঈশ্বর, এবং [অপরটি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশই কারণ। জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও 'অগ্নি দ্বারা সেক করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঔপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না; কেন না, 'অংশ' শব্দটি হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত। আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে; কারণ, ব্রহ্মবস্তু কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ঈত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, প্রাগুক্তদোষপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাদত্যন্তভিন্নস্য চ তদংশত্বং দুরুপপাদম্। যদ্বা, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীবঃ; কুতঃ? "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬ ৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। নানাত্ববাদিন্যস্তু প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথাসিদ্ধাদ্বৈতোপদেশপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাবিদ্যান্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে। অথবা, ব্রহ্মৈব অনাদ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ। কুতঃ? তত এব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। ন চায়মুপাধির্ভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্, বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি। কুতঃ? অন্যথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ। উভয়থা

উহা অখণ্ড। বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্ব্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপপাদন করাও সহজ নহে। অথবা, ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে); কারণ? 'তুমি হইতেছ ব্রহ্ম' 'এই আত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ। [অভেদ প্রতিপাদন করা ভিন্ন যাহাদের আর] গত্যন্তর নাই, সেই অদ্বৈতোপদেশপর শ্রুতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অভেদবাদী শ্রুতিসমূহকেও অবিদ্যান্তর্গত (মিথ্যা) বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন (*)। অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব; কারণ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ। উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (†)। কারণ? অন্যথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয়-

---

(*) তাৎপর্য্য—জীব যদি ব্রহ্মেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভেদ যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদশ্রুতিগুলিকে নিশ্চয়ই 'অনুবাদ' বলিতে হইবে; অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য্য নাই; অথচ জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হইলে অভেদবোধক শ্রুতিগুলি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন—নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শক্তি সত্ত্বে শ্রুতির আনর্থক্য স্বীকার করা উচিত হয় না; কাজেই অভেদ শ্রুতির বল অধিক। অতএব, অভেদশ্রুতিসমূহ যেমন ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক শ্রুতিকেও অজ্ঞানান্তর্গত মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'অংশাধিকরণ; ইহা ৪২শ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত একাদশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বরূপ। (২) সংশয়—জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না অভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহ ঔপচারিক বা গৌণার্থবোধক, অভেদবোধক শ্রুতিই যথার্থ। ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্রতা সঞ্চয় করাই জীবের প্রয়োজন॥

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ব—সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে। অন্যথা চ—অভেদেন ব্যপদেশোঽপি "তৎ ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে। অপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়তে একে—"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ" ইত্যাথর্বণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে। ততশ্চ সর্ব্বজীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোংঽশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মসৃজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব--তৎসংহার্য্যত্ব--তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাক্ত্বাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ। অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্। ন চ অখণ্ডৈকরস-

---

প্রকারেই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও সৃজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার অন্যপ্রকারেও—'তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অন্যেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—'ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ' (*) এইরূপ আথর্ব্বণ শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিরূপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অতএব সর্ব্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এই-রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দ্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যে, ভেদনির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাঁহা নহে ; কেন না ; ব্রহ্ম-সৃজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মাঙ্গত্ব), ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে ; সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ বা অনর্থকও নহে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্যই যে, অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে। বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তাৎপর্য্য—দাশ—জাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত্ত। কিতব—ধূর্ত্ত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদন করা হইল॥

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোঽতদ্ভাবানুসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্ব্বক-বিয়দাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তসুখদুঃখভাগিত্বম্, অভোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা তন্নিয়-মনেনান্তর্য্যামিত্বম্, জীবভূতস্য স্বস্য কারণ-ব্রহ্মাত্মভাবানুসন্ধানম্, সংসার-মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্ব্বাণেন ভ্রমিতব্যমিত্যুপদিশ্যতে; তথা সত্যুন্মত্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ। উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব। ন হি দেবদত্তাদেরেক-স্যৈব গৃহাদ্যুপাধিভেদান্নিয়ন্তৃ-নিয়াম্যভাবাদিসিদ্ধিঃ। অত উভয়ব্যপ-দেশোপপত্তয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩॥৪২॥

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—(মন্ত্রাক্ষর হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ইত্যস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাদপি জীবো ব্রহ্মণোঽংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

'সমস্ত জীবগণ ইঁহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে' এই মন্ত্র হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অবধারিত হইতেছে ॥ ২॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [পুরুষসূ০] ইতি

অতদ্ভাবানুসন্ধান, অর্থাৎ অব্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য সংকল্পপূর্ব্বক আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা, সেই প্রকটীকরণের ফলে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার (বেদব্যাসের) পক্ষে ভ্রমোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না; কারণ, তাহা হইলে উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পাড়ে। আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়াম্য, এইরূপ নির্দ্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিযোগে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥৪২॥

'সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোঽংশো জীবঃ। অংশবাচী হি পাদশব্দঃ। "বিশ্বা ভূতানি" ইতি জীবানাং বহুত্বাদ্বহুবচনং মন্ত্রে, সূত্রেঽপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।১৮] ইত্যত্রাপ্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব° ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ঈশ্বরাদ্ভেদস্যাত্মনাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ। এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্বে প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামেকরূপত্বেঽপি ভেদকাকার আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষমৈরবগম্যতে। "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্মবহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—অপি চ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ইত্যাদৌ জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেঽপি ॥

'জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" [গীতা° ১৫।৭] ইতি জীবস্য পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে ; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে', এই মন্ত্রবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। 'পাদ' শব্দটি অংশবাচক। জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে 'বিশ্বা ভূতানি' স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর [অংশো নানাব্যপদেশাৎ] এই সূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জন্যই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে। এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাসত্ত্বেও [পরস্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থতত্ত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" এই পঞ্চম সূত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

'জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন' এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে ; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেঽপি জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বেন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (প্রভাপ্রভৃতির ন্যায়), তু (কিন্তু) ন (না) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্যেরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"প্রকাশাদিবৎ" ইত্যাদি।

সূত্রে 'তু'শব্দঃ শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বেঽপি জীবো যৎস্বরূপঃ যৎস্বভাবশ্চ, পরঃ পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশাদিবৎ—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং অংশভূতা অপি স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ। অতো ন সর্ব্বথা জীবস্বারূপ্যং ব্রহ্মণি প্রসঞ্জনীয়মিত্যর্থঃ॥

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ নহে। যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্ম্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি, যথা গবাশ্বশুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোঽংশঃ, তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্নস্থানবর্ত্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবত্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু'শব্দটি উক্ত অশঙ্কা বারণ করিতেছে; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির ন্যায় জীবও পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ, বিশেষণীভূত গোত্বাদি যেমন জাত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ, অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ। কারণ, অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ম্, বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে; এবং জীব-পরয়োর্ব্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে। তদিদ-মুচ্যতে—"নৈবং পরঃ" ইতি। যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীব-পরয়োর্ব্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে; অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে; "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো° ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মেতিশব্দা অপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমতোরিব চ জগদ্-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিভাবম্। যথা;—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।"

ইত্যাদি। চকারাৎ "যস্যাত্মা শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভাযুক্তের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন; যথা,—'এক-দেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও তদ্রূপ।' ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, 'এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য'। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। সেইজন্য বলা হইতেছে—"নৈবং পরঃ", অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে। প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্য বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্‌ভূতই বটে।

এবং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণ শক্তি-শক্তিমদ্রূপেণ শরীরাত্মভাবেন চ অংশাংশিভাবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"
"যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ" [বিষ্ণু পু° ১।২২।৫৬, ৩৮] ইত্যাদিনা। চকারাৎ শ্রুতয়োঽপি—"যস্যাত্মা শরীরম্," [বৃহদা° ৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীত্যুচ্যতে ॥২॥৩॥৪৬॥

এবং ব্রহ্মণোঽংশত্বে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্ত্যত্বে, জ্ঞত্বে চ সর্ব্বেষাং সমানে কেষাঞ্চিদ্বেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ দর্শনস্পর্শনাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথমুপপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবজনিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদনির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে, অভেদ নির্দ্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 'তুমিই তৎস্বরূপ', 'এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে 'তৎ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় 'ত্বম্' (তুমি) 'অয়ং' (ইহা) এবং 'আত্মা' শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় [অভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।] এ বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন। যথা—'এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দ্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]'। 'হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্ত্তৃক যে কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হরির তনুস্বরূপ' ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'চ'কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্মৃতিশাস্ত্রই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে;] শ্রুতিসমূহও 'আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে [জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩॥৪৬॥

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব, এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম যদি সমস্ত জীবেরই সমান হইল, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি (অধিকার), আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিষেধ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে] দর্শনস্পর্শনাদির অনুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিষেধ) দৃষ্ট হয়, এ সমস্ত উপপন্ন হয় কিরূপে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অনুজ্ঞা-পরিহারৌ" ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি-রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[**পদচ্ছেদঃ**— অনুজ্ঞা-পরিহারৌ (অনুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের)।]

[**সরলার্থঃ**—সর্ব্বেষাং জীবানামবিশেষণ ব্রহ্মাংশত্বেঽপি ব্যক্তিভেদেন অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধ্যয়নাদৌ অনুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিষেধঃ, ইত্যেবংরূপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ্ উপপদ্যেতে; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নেঃ জ্যোতিরাত্মনা একত্বেঽপি ব্রাহ্মণগৃহ-শ্মশানাদি-সম্বন্ধাৎ গ্রাহ্যত্ব-হেয়ত্বে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অনুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ। যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও শ্মশানাগ্নি পরিত্যাজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশত্ব-জ্ঞত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপশুচ্যশুচিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপদ্যেতে; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরগ্নিত্বেনৈকরূপত্বেঽপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশা-নাদেস্তু পরিহ্রিয়তে; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরনুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-দেস্তু পরিহ্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[**পদচ্ছেদঃ**—অসন্ততেঃ (অবিচ্ছিন্নভাবের অভাব হেতু) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্য্যের অভাব।)

[**সরলার্থঃ**—জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেঽপি অসন্ততেঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বাদপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাঙ্কর্য্যাভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের ফলভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশত্ব ও জ্ঞাতৃত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অনুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু শ্মশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয়; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অনুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামন্যোন্যভেদাদণুত্বেন প্রতি-শরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোঽপি ন ভবতি। ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদে চ উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োর্জীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্ব্বে দোষাঃ সন্তীত্যভিপ্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

নন্বু ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যবিদ্যাকৃতোপাধিভেদাদ্ভোগব্যবস্থাদয় উপ-পদ্যন্তে; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং)।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধায়কঃ যঃ খলু অবিদ্যোপাধিরূপঃ হেতুঃ কল্প্যতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেত্বাভাস এব; ততশ্চ নাসৌ তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি; প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্য, যে অবিদ্যা-উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না; কেন না, প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অখণ্ডৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য স্বরূপতিরোধানপূর্ব্বকোপাধিভেদোপ-পাদনহেতুরাভাস এব। প্রকাশৈকস্বরূপস্য প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্।

ব্রহ্মাংশত্বাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-পরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্য্য—একের ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না। কিন্তু যাহাদের মতে ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মই জীব বলিয়া কথিত হন, এবং যাহাদের মতে মায়োপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত হয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই স্বমতে ভোগব্যতিকরের অভাব অভিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অখণ্ড, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্য, যে হেতু কল্পিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে; কেন না, প্রকাশই যাহার একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে।

(*) 'তত্রাহ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

'আভাসা এব' ইতি বা পাঠঃ, তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬,৯] "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ। অবিদ্যাপরিকল্পিতোপাধিভেদেঽপি সর্ব্বোপাধিভিরুপহিতস্বরূপস্যৈকত্বাভ্যুপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তদবস্থ এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যুপাধিভেদহেতুভূতানাদ্যদৃষ্টবশাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভির্ব্রহ্মণঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাখ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেরপি ভোগনিয়ামকতা নাস্তি, ততশ্চ প্রাগুক্তা দোষাস্তদবস্থা এবেত্যর্থঃ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥]

অথবা, "আভাসা এব' এইরূপই সূত্রের পাঠ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ উপাধিভেদ সমর্থনের অনুকূলে যে সমস্ত হেতুর উপন্যাস করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দ্দোষ হেতু নহে। সূত্রস্থ 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, 'জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া' 'জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,' 'সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে' ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হয়। বিশেষতঃ অবিদ্যাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য দোষ হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা (ভোগব্যতিকরাভাব) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন "অদৃষ্টানিয়মাৎ" ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনঃ জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ।" অর্থাৎ জলে প্রতিফলিত সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বের ন্যায় এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে। ইহাঁর মতে একই সূর্য্যের বিভিন্ন জলপাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বের কার্য্য যেরূপ পরস্পরে সঞ্চারিত হয় না, এবং বিম্বস্বরূপ সূর্য্যকেও স্পর্শ করে না, তেমনি বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিম্বের সুখদুঃখাদিও পরস্পরে কিংবা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ব্যতিকর হইতে পারে না।

উপাধিপরম্পরাহেতুভূতস্যাদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মস্বরূপাশ্রয়ত্বেন নিয়মহেত্বভাবাদব্যবস্থৈব, উপাধিভিরদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্রহ্মস্বরূপচ্ছেদাসম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাদিষু (অভিপ্রায়াদিতে) চ (ও) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যাদাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥

আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিষয়েও অনিয়মই রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতাভিসন্ধ্যাদিষ্বপি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি চেৎ, ন, কুতঃ? অন্তর্ভাবাৎ—সর্ব্বেষামেব উপাধীনাং ব্রহ্মপ্রদেশান্তর্গতত্বাদব্যবস্থা তদবস্থৈবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের যে অংশ যে উপাধির সহিত সম্বদ্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অন্যত্র নহে। না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্রহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত; সুতরাং বিভাগ করিবে কে? ॥২॥৩॥৫২॥] [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥ ৭॥]

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য
তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্রহ্মস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন তাহাও ভোগ নিয়ামক হেতু হইতে পারে না; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল; কেন না, উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্রহ্মের স্বরূপভেদ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক্ পৃথক্ভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে; তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপদ্যত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ন, উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্ব্বপ্রদেশানাং সর্ব্বোপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ব্যতিকরস্তদবস্থ এব। প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেঽপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্তৎপ্রদেশসম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্যাৎ। পূর্ব্বত্র "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা।" "উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।৩২,৩৬] ইত্যাভ্যাং সূত্রাভ্যাং বেদবাহ্যানাং সর্ব্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ; অত্র তু "আভাস এব চ" ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈর্ব্বেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা অংশগুলি সম্বদ্ধ হওয়ায় অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বদ্ধ, তখন সমস্ত উপাধিইত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল। আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*)।

পূর্ব্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা।" আর "উপলব্ধিবদনিয়মঃ" এই দুইটি সূত্রে, যাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখানে আবার "আভাস এব চ" ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ববাদীদিগের (শঙ্কর প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ।।২।।৩।।৫২।।

[সপ্তম অংশাধিকরণ ।।৭।।]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ।।২।।৩।।

(*) তাৎপর্য্য—যাহারা জীবকে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্যুত বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসাংকর্য্য দোষ পরিহারার্থ এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক অখণ্ড হউক, এবং যদিও জীব তাঁহা হইতে অপৃথক্ পদার্থ হউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ ঘটে, কেবল সেই অংশেই সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে, অন্যাংশে হয় না; তাহারা এইরূপে সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কল্পনা যুক্তিসহ হয় না; কারণ, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বুদ্ধি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে; সুতরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই রহিল। অতএব প্রদেশভেদ কল্পনায়ও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ।] **তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতেঃ জীবো নোৎপদ্যতে, তথা "ঋষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ··· প্রাণো বাব ঋষয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিত্যুপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অপি নোৎপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি 'সেই ঋষিগণই অগ্রে সৎস্বরূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্ত্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য কার্য্যত্বেনোৎপত্তাবুক্তায়াং জীবস্য কার্য্যত্বেঽপি স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা ; তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং শোধিতম্ ; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোৎপত্ত্যাদিপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্য্যত্বং জীববৎ ? উত বিয়দাদিবৎ ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্ ? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—"তথা প্রাণাঃ" ইতি। প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি। যথা জীবো নোৎপদ্যতে ; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপদ্যন্তে। কুতঃ ? শ্রুতেঃ। যথা জীব-

---

ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্যথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্ত্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে। তদ্বিষয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্য্যত্ব, তাহাও কি জীবের ন্যায় ? অথবা আকাশাদির ন্যায়? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? নিশ্চয়ই জীবের ন্যায় পক্ষই ; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তথা প্রাণাঃ" ॥ (*)।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ। জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ। ইহা প্রথম হইতে তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। (২) সংশয়—জীবের ন্যায় প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না ; কারণ, প্রলয়কালেও ইহাদের বিদ্যমানতা-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে ; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির ন্যায় নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্যানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তথা প্রাণানামপ্যনুৎপত্তিঃ শ্রুতেরেবাবগম্যতে (*)। "তথা প্রাণাঃ" ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে। কা পুনরত্র শ্রুতিঃ?—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি; ঋষয়ো বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ," [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিন্দ্রিয়াণাং সদ্ভাবঃ শ্রূয়তে। প্রাণশব্দে বহুবচনাদিন্দ্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে। নচেয়ং শ্রুতিঃ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] "সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িত্বেন পরিণেতুং শক্যা, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রলয়বেলায়ামপ্যবস্থিতত্বশ্রবণাৎ। উৎপত্তিবাদিন্যস্তু জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্যা ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্তে; কুতঃ? "সদেব সোম্যেদমগ্রআসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"

কারণ? শ্রুতিই কারণ। শ্রুতি হইতে যেমন জীবের অনুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণসমূহের অনুৎপত্তিও শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে। 'তথা প্রাণাঃ' বলায় এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রুতি কি? 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল? [উত্তর—] অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহারা? [উত্তর—] এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,' এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও ঋষিগণের সদ্ভাব শোনা যাইতেছে। এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দ্রিয়গণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে। আর 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনস্তমিত ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু' ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় এই শ্রুতিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না; কারণ, "অসদ্বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলিকেও অবশ্যই গৌণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির ন্যায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ? 'হে সোম্য, অগ্রে এই

(*) প্রাণানামপি অতিদিশ্যতে, ইতি 'গ, ঙ' পাঠঃ।

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ প্রাগবস্থানাসম্ভবাৎ। ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবদুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং চাদর্শনাৎ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিবাক্যেঽপি প্রাণশব্দেন পরমাত্মৈব নির্দ্দিশ্যতে। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" [ছান্দো০ ১।১১।৫] ইতি প্রাণশব্দস্য পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ। "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নত্বচেতনেষ্বিন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

"ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে ? ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' 'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব অবধারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ 'ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণের] বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হয় না। আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় যে, ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অন্যার্থে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, আত্মার ন্যায় [ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না। 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল' ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'প্রাণই সেই ঋষি', এই 'ঋষি' শব্দও সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, ['ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' এই 'ঋষি ও প্রাণ' শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে] বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"গৌণ্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ঋষি শব্দের অর্থ—যাহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সংসারাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন। 'ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ" ; সুতরাং সত্যবাদিতাও তাহাদের আর একটি ধর্ম্ম। উক্তপ্রকার অর্থকে লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে সপ্তপ্রকার ঋষির পরিগণনা করিয়াছেন—'সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ। কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাধমাঃ।" (রত্নকোষ)। তন্মধ্যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি। কণ্ব ও নারদাদি দেবর্ষি। ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি। ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি। জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি। সুশ্রুতাদি শ্রুতর্ষি। ঋতুপর্ণ প্রভৃতি রাজর্ষি। ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরপর অপকৃষ্ট।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দিব্যজ্ঞান সম্পন্নের প্রতিই 'ঋষি' শব্দের প্রয়োগ মুখ্য ; সুতরাং এখানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যচিন্ময় ব্রহ্মেই 'ঋষি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্ব্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্বস্য] অসম্ভবাৎ, প্রাণসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং তস্য ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ "ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি বহুবচনশ্রুতিঃ গৌণী বোদ্ধব্যেত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতির্গৌণী, বহ্বর্থাসম্ভবাৎ ; তস্যৈব পরমাত্মনঃ সৃষ্টেঃ প্রাগ-বস্থানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্ব্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্ব্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কস্য নাম্নঃ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্য অভাবাৎ তদ্বাচকশব্দস্যাপ্যভাবঃ ; ততশ্চ তৎকারণীভূতবাগিন্দ্রিয়স্যাপ্যভাবো-ঽনুমীয়তে । উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্ব্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্য নামধেয়স্য বাগ্‌বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ । "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-

---

ব্রহ্মেতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (মুখ্যার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও 'প্রাণ' শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাক্ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবী ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্ব্বে নহে) । 'এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল',

মাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাৎ তদানীং বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যাভাবাচ্চ তানি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তগত্যধিকরণম্।] **সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতেঃ (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষরূপে কথিত হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—গতেঃ লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্তানামেব গতিশ্রবণাৎ, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈব প্রাণা বেদিতব্যাঃ; ন ন্যূনাঃ, নাপ্যধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু ‘যখন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়াণি কিং সপ্তৈব স্যুঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে। শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কিং প্রাপ্তম্ ? সপ্তেতি। কুতঃ ? গতের্ব্বিশেষিত-ত্বাচ্চ। গতিস্তাবৎ জায়মানেন ম্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব শ্রূয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; সুতরাং বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিদ্যমান ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে? অথবা একাদশটি? শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ। (*) কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? সাতই বটে। কারণ? গতি এবং বিশেষোক্তিই কারণ। প্রথমতঃ জায়মান বা ম্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তগত্যধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অন্তঃকরণ মন—একাদশ। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা একাদশই সত্য, সপ্ত নহে।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত” [মুণ্ড০ ২।১।৮] ইতি। বীপ্সা পুরুষভেদাভিপ্রায়া। বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥” [কঠ০ ২।৬।১০] ইতি। শরীরান্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ। এবং জীবেন সহ জন্ম-মরণয়োঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাৎ, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ জীবস্য করণানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈবেতি গম্যতে। যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন “অষ্টৌগ্রহাঃ” [বৃহদা০ ৫।২।৯] “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ, দ্বাববাঞ্চৌ” ইত্যাদিষু চতুর্দ্দশপর্য্যন্তানি প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাহঙ্কারচিত্তাখ্যানীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে, তেষাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবস্যাল্পাল্পোপকারকত্বমাত্রেণৌপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে।' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ‘সপ্ত’-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিরুক্তি হইয়াছে, [কিন্তু সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাভিপ্রায়ে নহে]। বিশেষতঃ, ‘যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া থাকেন’, এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরমা গতি অর্থ—শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা। এইরূপে, জন্ম ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় ‘জ্ঞানানি’ (জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা, বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন; এতদ্ভিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতিপাদক ‘আটটি গ্রহ’ ‘প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ’ ইত্যাদি বাক্যে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), অহঙ্কার ও চিত্তসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অল্পপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্ত্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াং হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োঽপি ইন্দ্রিয়াণি সন্তি, "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র আত্ম-শব্দেন মনোঽভিহিতম্। অতঃ এবং—সপ্তৈব ইন্দ্রিয়াণীতি। ইয়াংশ্চাত্র বিশেষঃ—প্রয়াণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান থাকে; শ্রুতি বলিতেছেন 'জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ।' অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে; পরন্তু একাদশটি বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥].

ন সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্য ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ। দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনামিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদ আদানাদিঃ; অতস্তেঽপি সন্ত্যেব। অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। অধ্যবসায়াভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। অতঃ "দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ" [বৃহদা০ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোঽভিধীয়তে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি; কারণ, দেহে জীবাত্মার অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে; শ্রোত্রাদির ন্যায় হস্ত প্রভৃতিরও বস্তগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ঐরূপ নহে, অর্থাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে। এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব উহারা একাদশই বটে। এই জন্যই 'জীবে অর্থাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা', এখানে 'আত্মা' শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে।

"ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।" [গীতা০ ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।

একাদশং মনশ্চাত্র" [বিষ্ণুপু০ ১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেন্দ্রিয়সঙ্খ্যা স্থিতা। অধিকসঙ্খ্যাবাদাঃ মনোবৃত্তি-ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যপদেশাস্তু তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যবিশেষ-প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণাণুত্বাধিকরণম্।] **অণবশ্চ ॥২॥৪॥৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—অণবঃ (অণুপরিমাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামণুত্বমাহ—"অণবশ্চ" ইত্যাদিভিঃ। তে সর্ব্বে প্রাণাঃ অণবশ্চ অণুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অণুপরিমাণও অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মও বটে (বিভু নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

"ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" [বৃহদা০ ১।৫।১৩] ইত্যানন্ত্য-শ্রবণাদ্বিভুত্বং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

'ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি।' ইন্দ্রিয়গণকে তৈসজ (রাজস) বলিয়া থাকেন; তাহাদের অধিষ্ঠাতা] দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ', ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই) নিশ্চিত হইতেছে। মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দ্দেশ, আবার স্থান বিশেষে গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দ্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥ ২ ॥]

'সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত' এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (†) 'মুখ্য

(*) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" অর্থাৎ সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং এতদনুসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দ্দশ হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমুদয়ই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই সাতটিই জীবের সঙ্গে প্রয়াণ করে; এই জন্য এই সাতটিই ইন্দ্রিয়-পদ বাচ্য; হস্তাদি সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্যও নহে; ভাষ্যকার 'বিবক্ষিত কার্য্য' পদে এই পরলোকগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'প্রাণাণুত্ব' নামক অধিকরণটি ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে। ইহার অবয়ব পাঁচটি এইরূপ। (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ। (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভু, কি অণু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভু (ব্যাপক); সুতরাং অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে। (৪)

"প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" [বৃহদা° ৬।৪।২] ইত্যুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিমিতত্বে সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাদিষু পার্শ্বস্থৈর-নুপলভ্যমানত্বাদণবশ্চ প্রাণাঃ। আনন্ত্যশ্রুতিস্তু "অথ যো হৈতাননন্তানু-পাস্তে" [বৃহদা° ৩।৫।১৩] ইত্যুপাসনশ্রবণাদুপাস্য-প্রাণবিশেষণভূত-কার্য্যবাহুল্যাভিপ্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোঽপি উৎপদ্যতে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়; কারণ, 'ইহা হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্ণীতো মুখ্যপ্রাণঃ "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্য্যভূত-প্রাণন-সদ্ভাবশ্রবণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে" ইতি জন্মশ্রবণস্য জীব-জন্মশ্রবণবদুপ-

---

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে' এইরূপে উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু এমত অবস্থায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ সমূহের অণুত্বও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্য প্রাণের কার্য্য বা বৃত্তি বহুবিধ; সেই কার্য্যগত বাহুল্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে; কারণ, 'যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে উপাসনা করেন' এই শ্রুতিতে ঐরূপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৬॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। '[তখন] বায়ুহীন স্বধাসমেত সেই এক বস্তু [প্রাণ] স্পন্দমান ছিল' এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসদ্ভাব কথিত আছে; এবং "এতস্মাৎ জায়তে" এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় (গৌণার্থেও)

উত্তর—প্রাণের পরিমাণ বিভু নহে—অণুই বটে। কারণ, বিভু বা সর্ব্বব্যাপী পদার্থের কোথাও গমনাগমন সম্ভব হয় না; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে; আর মধ্যম পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে গতিশীল ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্বস্থ লোকের নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ গোচর হইত; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণসমূহ নিশ্চয়ই অণু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, স্বরূপতঃ নহে, অণুই উহাদের স্বরূপ।

পত্তের্নোৎপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্য প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তিশ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। "আনীদবাতম্" ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে; অপি তু পরস্য ব্রহ্মণ একস্যৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে; "অবাতম্" ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। পূর্ব্বেণৈব তুল্যন্যায়ত্বেঽপি পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয়ং প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াধিকরণম্।] **ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ।।২।।৪।।৮।।**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক্ নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সোঽয়ং পঞ্চবৃত্তির্মুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্; কুতঃ? "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ" ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, 'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে', এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোঽয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাভূত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্ ? তস্য বা স্পন্দরূপক্রিয়া ? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ ? ইতি বিশয়ে বায়ুরেবেতি

উপপন্ন করা যাইতে পারে ; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে] সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয়; "এতস্মাৎ জায়তে" শ্রুতিতে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ, এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে। বিশেষতঃ "আনীদবাতম্" শ্রুতিও জীবসম্বন্ধী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে; কেন না, সেই স্থানেই 'অবাত' বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে; সুতরাং 'অবাত' বিশেষণ সঙ্গত হয় না]। পূর্ব্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্ত্তী সূত্রের সুবিধার জন্য পৃথক্ ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥　　[তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাভূত শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ? অথবা বায়ুরই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াস্বরূপ? অথবা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি ব্যপদেশাৎ। যদ্বা বায়ুমাত্রে প্রাণত্ব-প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিবায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধেশ্চ তৎ-ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েত্যুচ্যতে; কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ; নহি তেজঃ-প্রভৃতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্‌দ্রব্যতয়োপদিশ্যতে। "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তত্ত্বান্তর-মিতিজ্ঞাপনার্থম্। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি 'প্রাণঃ স্পন্দতে' ইতি ক্রিয়াবতি দ্রব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাত্রে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে; কারণ, 'যিনি প্রাণের ও প্রাণ' এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ]। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ রহিয়াছে—'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়' ইতি। এই পৃথক্ নির্দ্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না। তবে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু' বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থাবিশেষাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন 'প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে' এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি; কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) তাৎপর্য্য—এই 'বায়ুক্রিয়াধিকরণ'টি অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ? কিংবা বায়ুর ক্রিয়া মাত্র? অথবা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্ট বায়ুই বটে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই বটে; কারণ, শ্রুতিতে আছে, 'যাহা প্রাণ, তাহা বায়ু', আর বায়ুর ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ আছে। (৪) উত্তর—না—শুধু বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে; কারণ, তাহা হইলে শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দ্দেশ বৃথা হইয়া পড়ে। (৫) নির্ণয়—অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুই প্রাণ-শব্দবাচ্য; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে ॥

কিময়ং প্রাণো বায়োর্ব্বিকারঃ সন্ অগ্নিবদ্ভূতান্তরম্ ? নেত্যাহ—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়) তু (কিন্তু) তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে)।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব। কুতঃ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দ্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে; কারণ, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ। তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্ট্যাদিভ্যোঽবগম্যতে। চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু। তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে। প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্য বিশিষ্টাভিধানমাদিশব্দেন গৃহ্যতে; "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ" "যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" [ছান্দো০ ১।২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টাভিধানাৎ ॥২॥৪॥৯॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অগ্নের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ? (*) না,—স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "চক্ষুরাদিবত্তু" ইত্যাদি।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহাও জীবের একপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে। প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃপ্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দ দ্বারা প্রাণ-শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ 'প্রাণ' এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে; কেন না, 'এই যে মুখ্য প্রাণ,' 'এই যে মধ্যম প্রাণ' ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় মহাভূত অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অগ্নির ন্যায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথচ স্বতন্ত্র একটি ভূত পদার্থ? অথবা অন্য কিছু?

চক্ষুরাদিবদস্যাপি করণত্বে তদ্বদস্যাপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্ ; সা তু ন দৃশ্যতে ; অতো নায়ং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-মর্হতি, ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ (দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া ; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্। অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি উপকারসাধনরাহিত্যাচ্চ ন দোষঃ—প্রাণস্য ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ "যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাত্মিকাং উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি ; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব। জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অস্য প্রাণস্য জীবং প্রত্যুপকার-বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি ; যত উপকার-বিশেষরূপাং শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি শ্রুতিঃ— "যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" [ছান্দো০ ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাদ্যুৎক্রমণেঽপি শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাং চ

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায় 'করণ' বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণের পক্ষে ত তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য হইতে পারে না ; তদুত্তরে বলিতেছেন "অকরণত্বাচ্চ" ইত্যাদি।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য্য) ; অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের) উদ্ভাবনা করিতেছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই [প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—'যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত হইলে পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের ন্যায় (অস্পৃশ্য) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এই কথা বলিয়া বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ। অতঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোঽয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদিনা জীবস্যোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নন্বেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি স্যুঃ; তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে।'২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের ন্যায়) ব্যপদিশ্যতে (ব্যবহৃত হয়)।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ—অবস্থাভেদা যস্য, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে। যথা একস্যৈব মনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্; অথবা, যথা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোঽপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ॥

যদ্বা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাণাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, অপানাদয়োঽপি তথেত্যর্থঃ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ যেমন অথবা অবিদ্যা অস্মিতাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি ভেদ বা যেমন মন হইতে কখনই অবস্থা পদার্থ নহে, তেমনি প্রাণও একই বটে, কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ উহারা পৃথক্ পদার্থই নহে। অথবা, কামাদি বৃত্তি ও তৎকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদিও প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেঽপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

---

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখতা) অভিহিত হইয়াছে। অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায়ই শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া থাকে; সুতরাংই তাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না]॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক্ পদার্থই হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পঞ্চবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" [বৃহদা০ ৩।৫।৩] ইতি বচনাৎ। এবং "প্রাণোঽপানো ব্যান-উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাৎ অপানাদয়োঽপি প্রাণস্যৈব বৃত্তিবিশেষাঃ; ন তত্ত্বান্তরমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্।]

অণুশ্চ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (সূক্ষ্ম) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ্ অয়ং প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥
উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫॥]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)'; তেমনি 'প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্রিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের 'মনোবৎ' কথার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'মনোবৎ'—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই বটে; অথবা যোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশনামক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত আছে, সেই পাঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র নহে। অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কামাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চত্ব সংখ্যা রক্ষা পায় না, কামাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—দশ; সুতরাং উহাদের গ্রহণ হইতেই পারে না।

আমাদের মনে হয়, দৃষ্টান্তে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চত্ব-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে; এবং সূত্রের ভঙ্গীতেও তাহা বোধ হয় না; অথচ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কুত্রাপি প্রসিদ্ধও নাই, এবং অবিদ্যা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও যোগশাস্ত্রোপযোগী পারিভাষিকমাত্র; সুতরাং সে সমুদয়ও এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে, "মনোবৎ"—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অধ্যবসায়, অহঙ্কার ও মননরূপ বৃত্তিভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই ত্রিবিধ নামভেদ প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে, সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ হইলেও উহারা ফলতঃ একই বটে।

অণুশ্চায়ম্, পূর্ব্ববদুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যাদিষু। অধিকাশঙ্কা তু "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" [বৃহদা০ ৩।৩।২২] "প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" "সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ মহাপরিমাণ ইতি।

পরিহারস্তু—উৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নত্বে সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্।] **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক পরিচালনা) তু (কিন্তু) প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনাম্ অগ্ন্যাদীনাং অধিষ্ঠানং বাগাদিষু প্রেরকতয়া অবস্থানং তু তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ সংকল্পাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ—"যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়তি" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যত্র কথিতমপ্যেতৎ প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্ ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করেন; কারণ, 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

'জীব উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে', ইত্যাদি স্থলে অণুত্ব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*)। 'প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান' 'প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,' 'এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত' ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত আশঙ্কা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাত্রেরই অবস্থিতি যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব লইয়াই] প্রাণের বিভুত্ব-বাদেরও উপপত্তি হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥　　[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের পরিমাণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ? না—বিভুপরিমাণ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভু—মহৎপরিমাণ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভু নহে, অণুপরিমাণই বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভুত্ব শ্রুতি কেবল সর্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব জ্ঞাপকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে।

সশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়ত্তা পরিমাণং চোক্তম্; তেষাং প্রাণানামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্ব্বমেব "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গাদুপপাদিতম্; জীবস্য চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" [বৃহদা০ ৪।১।১৬] ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ। তদিদং জীবস্য অগ্ন্যাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিশয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ স্বায়ত্তম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্"ইতি।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি। আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ। কুত এতৎ? শব্দাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্য্যেষু—পরম-

---

ইতঃপূর্ব্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ অভিহিত হইয়াছে; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বেই "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" এই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত হইয়াছে; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং 'এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কাম্য বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলাষানুসারে বর্ত্তমান থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্ন্যাদি দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি তাহাদের স্বাধীন? অথবা পরমেশ্বরাধীন? এইরূপ সংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বরাপেক্ষিত নহে]; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্" ইতি (*)॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্ত্তৃত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ; পরমাত্মার সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে]। ইহা কি হইতে জানা যায়?—শব্দ হইতে,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই 'জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠান' নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ, এই দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান। (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন? অথবা ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বাধীনভাবেই বটে। (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন। (৫) নির্ণয়—অতএব সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে।

পুরুষ-মননায়ত্তত্বশাস্ত্রাৎ। যথা অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিষু "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নে-রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি, স আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্" "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৫।৭,৯,২২,১৮] ইত্যাদি। যথা চ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১] ইতি। তথা, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্য (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্যত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তস্য পরমাত্মাধিষ্ঠানস্য নিত্যত্বাচ্চ নিয়তত্বাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাদীনাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বমবশ্যমভ্যুপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্বপদার্থেই তুল্য; এইজন্যও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এবং জীবাত্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরমপুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*)। সেই শাস্ত্র যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামিব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রকরণে 'যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন, অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাহাকে জানে না, অগ্নিই যাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন', 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন', 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন', 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি; এবং 'ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন।' এইরূপ আরও আছে—'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—অধিষ্ঠান অর্থ পরিচালিত করা। জীবাত্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে প্রধানতঃ শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই শাস্ত্রটি এই—"দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ। চন্দ্রশ্চ।" (কূর্ম্মপুরাণ)। অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ (অন্তঃকরণ), এই একাদশটি

সর্ব্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বস্য নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিয়তত্বাচ্চ তৎসঙ্কল্পাদেবৈষামধিষ্ঠাতৃত্বমবর্জ্জনীয়ম্। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ "[তৈত্তি০ আন০ ৬।২।৩] ইত্যাদিনা পরম-পুরুষস্য নিয়ন্তৃত্বেন সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুষনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী শ্রূয়তে; স্মর্য্যতে চ—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। [গীতা০ ১০।৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্।] ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়পদবাচ্য), তদ্ব্যপদেশাৎ (ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ হেতু) অন্যত্র (অন্যত্র) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের)।]

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ অন্যত্র অন্যেষু চক্ষুরাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাদ্যাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই 'ইন্দ্রিয়'-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে অব্যভিচরিত; সেই কারণেও জ্যোতিরাদির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য্য। 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী) হইলেন', ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃভাবে চেতনাচেতন সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ; এ কথা—'আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি' ইত্যাদি স্মৃতিতেও কথিত আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে—দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতাঃ (বরুণ), অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ব্রহ্মা (ক), এবং চন্দ্র, এই একাদশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন জড়স্বভাব; পরপ্রেরণা ব্যতীত তাহাদের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উক্ত দেবতাগণই তাহাদিগকে নিয়মরজ্জু গ্রহণ-পূর্ব্বক যথারীতি স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করিয়া থাকেন; সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও আবার পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে।

কিং সর্ব্বে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টা ইন্দ্রিয়াণি, উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়াণি, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি; কুতঃ? শ্রেষ্ঠাদন্যেষ্বেব প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" [গীতা০ ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনস্কেষ্বেব ইন্দ্রিয়-শব্দো ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ, সুষুপ্ত্যাদৌ ইন্দ্রিয়োপরমেঽপি প্রাণস্থিতেঃ বৈলক্ষণ্যাৎ কার্য্যভেদাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোঽব-গম্যতে ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এবং সুষুপ্তিসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিষ্বিন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

---

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে? এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়; কারণ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহেই ইন্দ্রিয়ত্ব নির্দ্দেশ আছে। কারণ 'দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,' ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয় পদবাচ্য? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে ॥

মবগম্যতে। মনসঃ পৃথকৃশ্রবণেঽপি তস্যান্যত্রেন্দ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—"মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" [গীতা০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ। বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠপ্রাণস্যোপলভ্যতে,—সুষুপ্তৌ হি প্রাণস্য বৃত্তিরুপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে। কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-সাধনত্বম্, প্রাণস্য তু শরীরেন্দ্রিয়ধারণম্; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ; তথা চ শ্রুতিঃ "ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্, তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি। রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-প্রবৃত্তয়োঽভবন্নিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

[সংজ্ঞামূর্ত্তি কৢপ্ত্যধি-করণম্।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি কৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ (ত্রিবৃৎ-কর্ত্তার) উপদেশাৎ (কর্ত্তৃত্বোপদেশ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ব্যষ্টিপ্রপঞ্চস্থষ্টিঃ কিং চতুর্মুর্খাৎ? অথবা তচ্ছরীরকাৎ পরমাত্মনঃ? ইতি সংশয়ে প্রত্যাহ "সংজ্ঞা"ইত্যাদি। সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ—দেবাদীনাং নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তুঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্ম্মুখাৎ। কুতঃ? উপদেশাৎ—"অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্ত্তৃকত্বনির্দ্দেশাৎ পরমাত্মকর্ত্তৃকমিত্যুপ-দিশ্যতে; অতঃ ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্ত্তৃত্বমধ্যবসীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য? অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কার্য্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদুভয়-সৃষ্টিও ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমাত্মারই কর্ম্ম, চতুর্ম্মুখের নহে; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের ন্যায় মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অন্যত্র 'মনঃ যাহাদের ষষ্ঠ, সেই ইন্দ্রিয়গণকে' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কেননা, সুষুপ্তি সময়ে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির কোনরূপ ক্রিয়াই তখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণেরকার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা করা মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন; এইজন্য ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্ত্তৃত্বং চ পরস্মাদ্ব্রহ্মণ ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ। জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চ পরায়ত্তমিতি চানন্তরং স্থিরীকরণায় স্মারিতম্। যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ, সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈব কর্ম্ম? উত তেজঃপ্রভৃতি-শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ? ইতীদানীং চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? সমষ্টিজীবস্যেতি; কুতঃ? "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি জীবকর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ। নহি পরা দেবতা স্বেন রূপেণ নাম-রূপে ব্যাকরবাণীত্যৈক্ষত; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি বচনাৎ।

নন্বেবম্, চারেণানুপ্রবিশ্য পরবলং সঙ্কলয়ানীতিবৎ "ব্যাকরবাণি" ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়শ্চ প্রবিশতির্লাক্ষণিকঃ স্যাৎ। নৈবম্, তত্র রাজ-

---

প্রয়োগ হইয়া থাকে। তদনুরূপ শ্রুতি এই—'তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই (মুখ্যপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল।' অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'রূপমভবন্' অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪॥১৬॥　　[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্ত্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্ব্বেই তাহা কথিত হইয়াছে। তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বরায়ত্ত, একথাও দৃঢ়তর করিবার জন্য অব্যবহিত পরেই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) কার্য্য? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-শরীরধারী পরমেশ্বর-কৃত জলাদিসৃষ্টির ন্যায় হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য্য? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য্য, ইহাই [যুক্তি সঙ্গত]। কারণ? যেহেতু, 'এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব', এইরূপে উহাতে জীবেরই কর্ত্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে। কেন না, পর দেবতা ত 'স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব' এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন]; "কারণ, অনেন জীবেনাত্মনা" শব্দ রহিয়াছে।

ভাল, এইরূপ হইলে ত 'আমি গুপ্তচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সৈন্য-সংখ্যা সংকলন করিব' এই কথার ন্যায় "ব্যাকরবাণি" (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—আমি) এবং কর্ত্তৃনিষ্ঠ 'প্র-বিশ্' ধাতু, তাহাওত লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইয়া পড়ে? না—

চারয়োঃ স্বরূপভেদাৎ লাক্ষণিকত্বম্, ইহ তু জীবস্যাপি স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বাৎ তেন রূপেণ প্রবেশো ব্যাকরণং চাত্মন এবেতি ন লাক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ সহযোগলক্ষণেয়ং তৃতীয়া, কারকবিভক্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপপদবিভক্তের-ন্যায্যত্বাৎ। ন চ করণে তৃতীয়া, ব্রহ্মকর্ত্তৃকয়োঃ প্রবেশ-ব্যাকরণয়োর্জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ। ন চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং প্রবেশমাত্রে পর্য্যবস্যতি, নাম-রূপব্যাকরণং তু ব্রহ্মণ এবেতি শক্যং বক্তুম্, ক্ত্বা-প্রত্যয়েন সমানকর্ত্তৃত্ব-প্রতীতেঃ। জীবস্য স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বেঽপি পরস্বরূপব্যাবৃত্ত্যর্থঃ "অনেন জীবেন" ইতি পরাক্তেন পরামর্শঃ; অতো হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃকেয়ং নামরূপ-ব্যাক্রিয়া। অতএব চ স্মৃতিষু চতুর্মুখকর্ত্তৃক-সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণং সঙ্কীর্ত্ত্যতে—

এরূপ হইতে পারে না; কারণ সেখানে, রাজার ও চরের স্বরূপতই পার্থক্য রহিয়াছে, এখানে কিন্তু এই জীব ব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং তৎস্বরূপই বটে; কাজেই জীবরূপে প্রবেশ ও নামরূপ ব্যাকরণ কার্য্য ফলতঃ নিজেরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য; অতএব লাক্ষণিকত্বের সম্ভাবনাই নাই (*)। আর ["অনেন জীবেন"] এই তৃতীয়া বিভক্তিও যে, সহযোগলক্ষণা অর্থাৎ 'জীবের সহিত' এইরূপ সহার্থে বিহিত, তাহাও নহে; কারণ, কারক-বিভক্তির (অভেদে তৃতীয়া) সম্ভব সত্ত্বে উপপদবিভক্তির (সহার্থে তৃতীয়ার) কল্পনা করা অনুচিত। আর এই তৃতীয়া বিভক্তিটি করণেও নহে; কেননা, ব্রহ্মকর্ত্তৃক যে, প্রবেশ ও নাম-রূপ ব্যাকরণ, তাহাতে জীবেরও সাধকতমতা (প্রধান সাধনতা) নাই। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব শুধু প্রবেশকার্য্যেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু নাম ও রূপের প্রকটীকরণ-কার্য্যে স্বয়ং ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব; কেন না, 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (অনুপ্রবিশ্য) দ্বারা উভয় কার্য্যেই একের কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হইতেছে; কর্ত্তা বিভিন্ন হইলে 'অনুপ্রবিশ্য—ব্যাকরবাণি' বলা কখনই সঙ্গত হইত না। ব্রহ্মাংশত্বনিবন্ধন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার পরব্রহ্মভাব নিবৃত্তির জন্যই 'অনেন জীবেন' এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এই যে, নাম-রূপব্যাকরণ, তাহার কর্ত্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ এবং সেইজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রেও চতুর্মুখ-কৃত সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যেই নাম ও রূপের সৃষ্টি বর্ণিত আছে—'হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বৈদিকশব্দ সমূহ হইতেই দেবাদি

(*) তাৎপর্য্য—রাজা অনেক সময় এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা অবগত হইব। এই স্থলে বাস্তবিক পক্ষে শত্রু সৈন্য মধ্যে রাজা নিজে প্রবেশ করেন না; সুতরাং রাজা যে 'আমি প্রবেশ করিয়া' বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, কারণ, সেখানে 'আমি'র প্রবেশ নাই; সুতরাং সে স্থলে 'আমি' অর্থে আমি নহে—আমার লোক, এই জন্য 'আমি' এই উত্তম পুরুষ ও তাহার প্রবেশকর্ত্তৃত্ব, উভয়ই লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইতেছে। কিন্তু জীব যখন ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, তখন ব্রহ্মের 'আমি জীবরূপে প্রবেশ করিয়া' বলায় কিছুই অনুচিত কথা হয় নাই; কারণ, ব্রহ্মের পক্ষে জীবকে 'আমি' বলা ঠিকই হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর লক্ষণা বা গৌণার্থ শঙ্কা হইতেই পারে না॥

"নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ (*) ।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥"

[বিষ্ণু০ পু০ ১।৫।৬৩] ইত্যাদি ;

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু" ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ, তস্যৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ । ত্রিবৃৎ-করণং কুর্ব্বত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-বাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি", ইতি সমানকর্ত্তৃকত্ব-প্রতীতেঃ । ত্রিবৃৎকরণং তু চতুর্মুখস্যাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃৎ-কৃতৈস্তেজোঽবন্নৈর্হি অণ্ডমুৎপাদ্যতে ; চতুর্মুখস্য চাণ্ডে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্ত্তব্য বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ' ইত্যাদি (†)।

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ বারণ করিতেছে ; সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তি অর্থ—নাম ও রূপের প্রকটীকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম ; কারণ, তাঁহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—'সেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—'আমি এই জীবাত্মরূপে এইভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটিত করিব ; তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিব' এইরূপে সমানকর্ত্তৃত্বই প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা, তাহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্ত্তা বলা হইয়াছে। অথচ, চতুর্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্ব্বকালীন] ত্রিবৃৎকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে, অণ্ডসম্ভূত, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

(*) প্রবর্ত্তনম্' ইতি 'গ, ঙ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণটি সপ্তদশ হইতে উনবিংশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন পদার্থগত নাম-রূপ সৃষ্টি। (২) সংশয়—এই সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কার্য্য ? অথবা হিরণ্যগর্ভশরীরধারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা, পরমেশ্বর নহে। (৪) উত্তর—না—সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টি নামরূপসৃষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কার্য্য। এই মাত্র বিশেষ যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিসৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ অর্থ—আদি পুরুষ চতুর্মুখ—ব্রহ্মা।

"তস্মিন্নণ্ডেঽভদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ" ইতি। অতস্ত্রিবৃৎকরণং পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ; তৎসমানকর্ত্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তস্যৈবেতি বিজ্ঞায়তে। কথং তর্হি—"অনেন জীবেন" ইতি সংগচ্ছতে? "আত্মনা জীবেন" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনাভিধীয়তে; যথা—"তৎ তেজ ঐক্ষত", "তদপোঽসৃজত", "তা আপ ঐক্ষন্ত" "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো০ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে। অতো জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম নাম-রূপব্যাকরণম্। এবং চ "প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি প্রবিশতিরুত্তমপুরুষশ্চাক্লিষ্টৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ। প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্ত্তৃকত্বমপ্যুপপদ্যতে। চতুর্ম্মুখশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে।

অতঃ "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদিবাক্যস্যায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোঽবন্ন-রূপাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য

'সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে উৎপন্ন হইলেন।' অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে 'এই জীবরূপে' শব্দটি সঙ্গত হয় কিরূপে? হাঁ, আত্মার সহিত জীবশব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। যেমন, 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল', 'সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল', এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুময় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন; [ইহাও তদ্রূপ]। অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে)। বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই 'প্রবেশ' কথার এবং উত্তমপুরুষ ('আমি') প্রয়োগেরও সহজতই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে।

অতএব, "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—'এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মারূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপ দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্নামধেয়ানি চ করবাণি। তদর্থমন্যোন্যসংসর্গমপ্রাপ্তানামেষাং তেজোঽবন্নানাং বিশেষসৃষ্ট্যসমর্থানাং তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি। অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্মেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ স্যাৎ, নামরূপব্যাকরণস্য ত্রিবৃৎকরণেনৈককর্ত্তৃকত্বাৎপরমাত্মকর্ত্তৃকমিতি ন শক্যতে বক্তুম্, ত্রিবৃৎকরণস্যাপি জীবকর্ত্তৃকত্বসম্ভবাৎ। অণ্ডসৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্ম্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃৎকরণপ্রকার উপদিশ্যতে—"যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহীতি, (*) "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" [ছান্দো৽ ৬।৫।১] ইত্যাদিনা। তথা পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যাদিনা চতুর্ম্মুখসৃষ্টাগ্ন্যাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎসু ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শ্যতে। নাম-রূপব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃৎকরণং শ্রূয়তে—"সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ করিব'। আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব'। অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃৎকরণের সহিত এককর্ত্তৃকত্ব নির্দ্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটীকরণেরও কর্ত্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কেননা, জীবও ত ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা হইতে পারে? কারণ, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়,—'হে সোম্য, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', 'ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়, যাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনঃ হয়' ইত্যাদি। এইরূপ পূর্ব্বেও, 'অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর' ইত্যাদি শ্রুতিতে চতুর্ম্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত আছে। অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃৎকরণ শোনা যাইতেছে—

(*) বিজানীহীতি' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ

অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" [ছান্দো০ ৬।৩।৩৩,৪] ইতি। তত্রাহ—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভৌমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দং (শ্রুতি অনুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—নন্বু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি "যথা খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজ্ঞানাহি" ইত্যুপক্রম্য "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথমুপপদ্যতে ? বাঢ়ং ; নায়ং ত্রিবৃৎকরণপ্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভুক্তানাম্ অন্নাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—"মাংসাদি" ইত্যাদি।

মাংসাদি ভৌমং—মাংস-মনসী পার্থিবে ইষ্যেতে ; ইতরয়োশ্চ—অপ্‌তেজসোরপি যথাশব্দং শ্রুত্যনুসারেণ বিকারা ইষ্যন্তে। ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্যা ইত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন 'হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণীকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', এই কথার পর 'অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,' এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কথন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক্ ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভুক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

দেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও শ্রুতি অনুসারে বুঝিতে হইবে। মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, ইহারা জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; সুতরাং "অন্নমশিতং" ইত্যাদি শ্রুতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভুক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২॥৪॥১৮॥]

'সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাত্মরূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন', ইতি। তদুত্তরে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

যত্তুক্তম্ অণ্ডসৃষ্ট্যুত্তরকালং চতুর্ম্মুখসৃষ্ট-দেবতাদিবিষয়োঽয়ং "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি ত্রিবৃৎকরণোপদেশ ইতি, তন্নোপপদ্যতে; "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুত্বেনাণীয়স্ত্বেন চ ব্যপদিষ্টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ; "আপঃ পীতাঃ" ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্থবিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; নচৈবমিষ্যতে; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যেতে, "অন্নমশিতং ত্রেধা" ইতি প্রক্রমাৎ। যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" ইতি পর্য্যায়য়োর্যথাশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে। "আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে" ইত্যপামেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে; তথা "তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে; অতঃ পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ, অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্; "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

---

'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণোপদেশকে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরবর্ত্তী চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতেছে না। কেননা, 'ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে', এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু, অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে; আর "আপঃ পীতাঃ", এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় সূক্ষ্ম প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে; পরন্তু মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের ন্যায় মাংস এবং মনেরও পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে; কেন না, উপক্রমে আছে—'ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে [পরিণত হয়]'। অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ 'জল পীত হইয়া' 'তেজঃ ভুক্ত হইয়া' এই শ্রুত্যুক্ত অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুত্যনুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া থাকে। 'জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়', এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। এইরূপ 'ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে' এখানেও শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্, এই তিনটি তেজের বিকার। বিশেষতঃ এরূপ হইলেই 'হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আপোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ই’ত বাক্যশেষবিরোধাচ্চ। অতঃ “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো০ ৬।৩।৪] ইত্যুক্ত-ত্রিবৃৎকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে; তথা সতি মনঃ-প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যণীয়স্ত্বেন তৈজসত্বাৎ “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ” ইত্যাদি বিরুধ্যতে। প্রাগেব ত্রিবৃৎকৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং পুরুষং প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকস্য ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে। অণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চ তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণেন ভবিতব্যম্, অত্রিবৃৎকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ। অন্যোন্যসংযুক্তানামেব হি কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্; তদেব চ ত্রিবৃৎকরণম্। তথা চ স্মর্য্যতে—

“নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ॥
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে”। [বিষ্ণুপু০ ১।২।৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার’ এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিলেন’ এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণপ্রণালীই যে, ‘অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়’ বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই যখন অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম), তখন উহারাও তৈজস হইতে পারিত; অথচ উহারা তৈজস হইলে ‘হে সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়’ এই শ্রুতিটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রে ত্রিবৃৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিভক্ষিত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই এই ‘অন্নম্ অশিতম্’ ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ। অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণ হওয়া আবশ্যক; কারণ, ত্রিবৃৎকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই হয় না; কেননা, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে সামর্থ্য ঘটে; এবং সেই পরস্পর সম্মিলনেরই নাম ত্রিবৃৎকরণ। সেইরূপ স্মৃতিতেও আছে—‘সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্; সেই কারণে তাহারা সংহতি বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূলভূত পর্য্যন্ত) সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন

(*) তস্মিন্ অণ্ডে স্বয়ং ব্রহ্মা” ইত্যেবং মনুসংহিতাপাঠঃ

ইতি। অতএব চ অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” ইতি পাঠক্রমোঽর্থক্রমেণ বাধ্যতে। অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিষগ্ন্যাদিত্যাদিষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনং শ্বেতকেতোঃ শুশ্রূষোরণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেন; তস্য বহিষ্ঠবস্তুষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনাযোগাৎ ত্রিবৃৎকৃতানাং কার্য্যেষু অগ্ন্যাদিত্যাদিষু ক্রিয়তে ॥২॥৪॥১৮॥

স্যাদেতৎ, “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোঽশিতম্” ইতি ত্রিবৃৎকৃতানামন্নাদীনামেকৈকস্য তেজোঽবন্নাত্মকত্বেন ত্রিরূপস্য কথমন্নমাপস্তেজ ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি; তত্রাহ—

করিল (*)। অতএব, ‘ব্রহ্ম এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাদের (ভূতত্রয়ের) এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন’ এই শ্রুত্যুক্ত পাঠক্রমটি অর্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (†)। তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শুশ্রূষু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত; সুতরাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃৎকৃত ভূত-কার্য্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শন করা হইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা, এরূপ হয় হউক; কিন্তু ত্রিবৃৎকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক, তখন “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোঽশিতম্” এই যে, ‘অন্ন’, ‘অপ্’ ও ‘তেজঃ’ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন— “বৈশেষ্যাত্তু” ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য্য—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব; ইহাই আদ্য সৃষ্টি। এবং সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘অবিশেষ’ নামে অভিহিত। যাহা হইতে আমরা প্রত্যক্ষক্রমে সুখ, দুঃখ বা মোহ উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার নাম বিশেষ; স্থূলভূতসমূহ ঐ বিশেষ সংজ্ঞার অন্তর্গত। সূক্ষ্মভূত সমূহ যেপর্য্যন্ত ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ জীবের কোনপ্রকার ভোগসম্পাদনে সমর্থ হয় না; এই জন্যই পঞ্চীকরণের (ত্রিবৃৎকরণের) আবশ্যক হয়। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন— “তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥” (পঞ্চদশী।

(†) তাৎপর্য্য—মীমাংসাশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, “পাঠক্রমাৎ অর্থক্রমো বলীয়ান্” অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই অধিক বলবান্। এই জন্য অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে পাঠক্রমকে উপেক্ষা করিতে হয়। যেমন ‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং (হোমীয় চরুং) পচতি।” এখানে অগ্রে চরুপাক না হইলে হোমই হইতে পারে না, চরুই হোমের দ্রব্য; সুতরাং চরুপাকের পরেই হোম বুঝিতে হইবে। অতএব ঐরূপ অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য অগ্রে অগ্নিহোত্র হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহার পশ্চাৎকর্ত্তব্যতাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ এখানেও, যদ্যপি অগ্রে নামরূপের ব্যাকরণ, পশ্চাৎ ত্রিবৃৎকরণের কথা থাকুক, তথাপি, অত্রিবৃৎকৃত ভূত সমূহ দ্বারা যখন কোনপ্রকার স্থূলকার্য্যই হইতে পারে না, তখন তদবস্থায় নামরূপও প্রকাশিত হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে ঐরূপ পাঠ-ক্রম অবশ্যই উপেক্ষণীয়, এবং অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ, পশ্চাৎ নামরূপ-ব্যাকরণ; কিন্তু যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাৎ (আধিক্যহেতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় 'তদ্বাদ' শব্দ অধ্যায়সূচক)।]

[সরলার্থঃ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতম্, তর্হি তেজঃ প্রভৃতীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপদ্যতাম্? ইত্যাহ—"বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি।

যদ্যপি সর্ব্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃৎকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাৎ—একৈকস্মিন্ তেজঃপ্রভৃতীনাং আধিক্যরূপবিশেষভাবসদ্ভাবাৎ তদ্বাদঃ তত্তৎসংজ্ঞয়া নির্দ্দেশ উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেজঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে যাহার ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অধ্যায়সমাপ্তির জন্য 'তদ্বাদ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ১৮ ॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যং—বিশেষভাবঃ। ত্রিবৃৎকরণেন ত্রিরূপেঽপ্যেকৈকস্মিন্ অন্নাদ্যাধিক্যাৎ তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥২॥৪॥১৯॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৪॥
[সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য। ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা ভূতত্রয়াত্মক হইলেও এক একটিতে অন্নাদিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অন্নাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*)। 'তদ্বাদ' কথাটির দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের
চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃৎকৃত হইলেও বিশেষ এই যে, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতে নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ মাত্র সংমিশ্রিত আছে; সেই অধিক অর্দ্ধাংশানুসারেই পৃথিব্যাদি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬। অধিকরণ—১০। দ্বিতীয় পাদে—সূত্র— ৪২। অধিকরণ—৮
তৃতীয় পাদে—„ — ৫২। অধিকরণ— ৭। চতুর্থ পাদে—„ — ১৯। অধিকরণ—৮